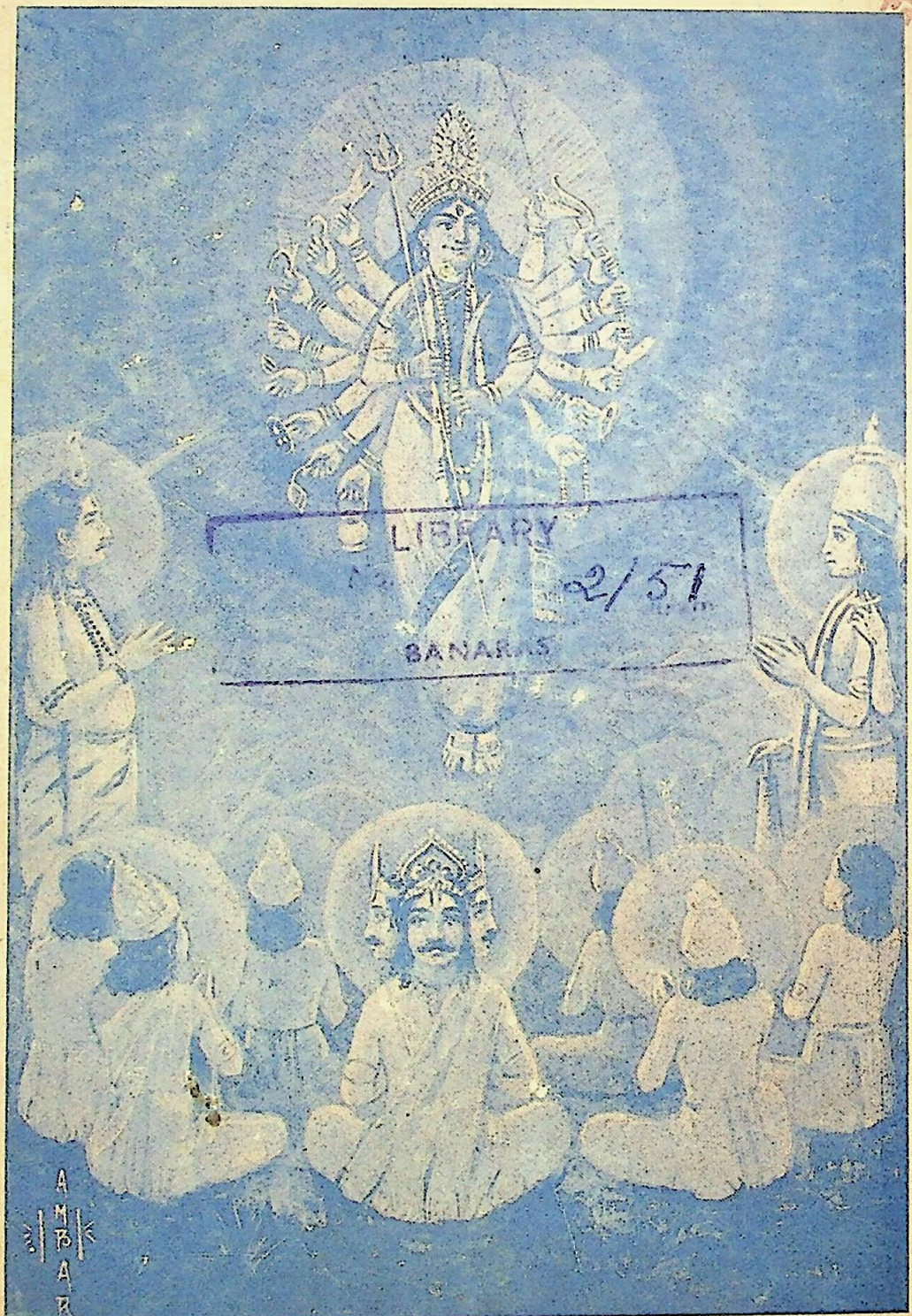


উদ্দেশ্যকর গুরুকার

# শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)

শ্রীশ্রীচণ্ডী গুরুকার



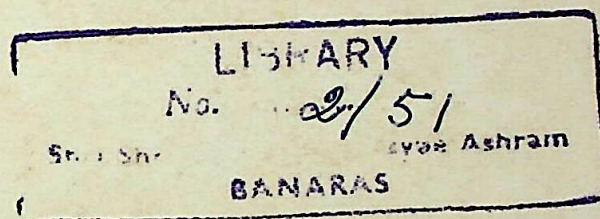
ভতঃ সমস্তদেবানাং তেজোরশিসমুদ্ভবাম্ ।  
 তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষাদ্বিতাঃ ॥







श्रीशङ्कर धरान





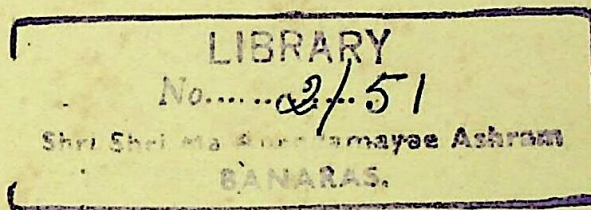




# শ্রীশ্রীচণ্ডী

( মূল, অন্বয়ার্থ বঙ্গানুবাদ ও “মন্ত্রার্থবোধিনী” টিপ্পনী সংবলিত )

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী পুরাণরত্ন সম্পাদিত



## মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

৭৩নং নেতাজী সুভাষ রোড,  
কলিকাতা—১

১৩৬০ বাং

অমোঘ লাইব্রেরী  
পুস্তক-বিক্রেতা।  
২১১, ভাস্করনাথ মে দীট,  
( কলকাতা কোয়ার্টার ), কলিকাতা-১।

[ এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং কর্তৃক  
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ]

মূল্য ( এক খণ্ডে ) ৮/- টাকা  
( দুই খণ্ডে—১ম খণ্ড ৫/- ২য় খণ্ড ৪/- )



প্রকাশক—এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং পক্ষ

ডাঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি এস-সি.

৭৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

“আত্মাপ্যোবাসি মাতঃ, পরমিহ ভবতী-  
ত্বংপরং নৈব কিঞ্চিৎ।”

( শ্রীশঙ্করাচার্য্য )

মা, তুমিই আমাদের আত্মা। তুমিই আমাদের পরমতত্ত্ব। তোমা অপেক্ষা  
আমাদের সর্বোত্তম শ্রেয় ও প্রিয় বস্তু আর নাই।

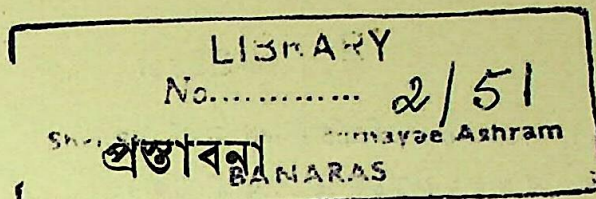
মুদ্রাকর—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইকনমিক প্রেস

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ই. পি. ৩ এম. ১৩৬০.





দেশবিখ্যাত দানবীর স্বধর্মনিষ্ঠ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরম স্বস্ত্যয়ন শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের নিত্য পাঠের সৌকর্য্যার্থে বৃহৎ অক্ষরে বিশুদ্ধ পাঠসম্বিত চণ্ডী (মূল) ১৩৩৬ বাংলা সনে প্রথমতঃ প্রকাশিত করেন। মূল্যের স্থলভতা হেতু এবং আবৃত্তির পক্ষে ঐ সংস্করণটি বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় এযাবৎ উহা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মহেশচন্দ্র বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিত্য পাঠের জন্য চণ্ডী দান করিয়া গিয়াছেন। দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের ইতিহাসে মহেশচন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

প্রায় চারি বৎসর পূর্বে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং চণ্ডীর একটি উত্তম সটীক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশে অভিলାষী হন এবং বর্তমান সম্পাদকের উপর কার্যভার অর্পণ করেন। ঐজগদম্বার অপার করুণায় আজ শ্রীশ্রীচণ্ডী মূল, অম্বয়ার্থ, বঙ্গানুবাদ ও মন্ত্যার্থ-বোধিনী-টিপ্পনীসহ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

চণ্ডীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু সটীক সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও আবার এই সংস্করণ কেন—এরূপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। স্ততরাং কি বিশেষ প্রণালীতে বর্তমান সংস্করণটি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

সংস্কৃত মূল শ্লোকের অম্বয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শব্দার্থ দেওয়া হইয়াছে। বোধ-সৌকর্য্যার্থে সমাস ও সন্ধিবদ্ধ পদসমূহ বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অ-সংস্কৃতজ্ঞ ও অল্প-সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের পক্ষেও অম্বয়ার্থের সাহায্যে সংস্কৃত মূলের অর্থাবধারণ করা সহজ হইবে।

যাহাতে চণ্ডীর প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ উত্তমরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে “মন্ত্যার্থবোধিনী” নামক টিপ্পনীতে প্রধান প্রধান পদ ও বাক্যাংশের অর্থ বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে চণ্ডীর প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণের মত যথাসম্ভব উল্লিখিত ও পর্যালোচিত হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থলে টীকার সংস্কৃত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

“মন্ত্যার্থবোধিনী”তে নিম্নলিখিত সংস্কৃত টীকাসমূহ আলোচিত হইয়াছে ;—

- (১) নাগোজীভট্টকৃত টীকা।
- (২) ভাস্কর রায় প্রণীত “গুপ্তবতী” টীকা।



- (৩) শান্তনু চক্রবর্তী-বিরচিত “শান্তনবী” টীকা।
- (৪) রাজারাম-বিরচিত “দংশোদ্ধার” টীকা।
- (৫) চতুর্ধরমিশ্র-বিরচিত “চতুর্ধরী” টীকা।
- (৬) গোপাল চক্রবর্তী-কৃত “তত্ত্বপ্রকাশিকা” টীকা।
- (৭) পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত “দেবীভাষ্য”।

এই সকল মুদ্রিত টীকা ব্যতিরেকে রামমালা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অত্যাধিক অমুদ্রিত নিম্নোক্ত হস্তলিখিত চণ্ডী-টীকাসমূহও স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে,—

- (৮) কাশীনাথ-কৃত টীকা।
- (৯) গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত টীকা।
- (১০) পুণ্ডরীকাক্ষ বিজ্ঞানাগর-কৃত টীকা।
- (১১) নরসিংহ চক্রবর্তী-কৃত টীকা।

বিভিন্ন টীকাধৃত চণ্ডীর পাঠভেদ উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী শাস্ত্র-শাস্ত্রের সারভূত অপূর্ণ রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্র দর্শনাদি নানা শাস্ত্রের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় না থাকিলে চণ্ডীর রহস্যলোকে প্রবেশলাভ স্বকঠিন। আমরা স্বয়ং জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী। প্রাচীন ও আধুনিক চণ্ডী ব্যাখ্যাকারগণের ভাষ্য ও টীকা এবং বিবিধ শাস্ত্রালোচনা পূর্বক রহস্যপূর্ণ স্থলগুলির অর্থ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। কি কারণে কোন মতের অনুবর্তন করা হইয়াছে তাহা যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছি। প্রমাণ ব্যতীত কোনও কথা কোথাও বলা হয় নাই। সর্বত্র আকর গ্রন্থের নামোল্লেখ পূর্বক অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দি যথাসম্ভব উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের আলোচ্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শীর্ষ আখ্যা দ্বারা বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ সম্মিলিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীতে মন্ত্রার্থ যাহাতে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে সে জন্ত প্রায়শঃ বেদ, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদি হইতে সমর্থক শাস্ত্রবাক্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

চণ্ডীর প্রতিপাত্ত তত্ত্বসমূহ পরিস্ফুট করিবার জন্ত প্রাচীন শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে আধুনিক কালের শক্তিসাধক শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শাস্ত্রপদ কর্তাদের সাধন সঙ্গীত এবং উক্তিসমূহও স্থানে স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছে।



শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে একা অদ্বিতীয়া পরাশক্তি ভগবতী চণ্ডিকার বহু নাম ও রূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রত্যেক নামের বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। স্বপ্রসিদ্ধ শাক্তদার্শনিক শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় “সৌভাগ্য-ভাস্কর গ্রন্থে (ললিতা সহস্রনাম-ভাষ্য) দেবীর নাম রহস্য বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধারপূর্বক চণ্ডীতে উল্লিখিত দেবীর নামসমূহের নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

দেবীর বিভিন্ন মূর্তির ধ্যান ও মূর্তিলক্ষণ পুরাণ, তন্ত্র এবং রূপমণ্ডন, দেবতামূর্তি-প্রকরণাদি শিল্পশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রধান প্রধান দেবীমূর্তির রূপভেদ-ধ্যান উল্লেখপূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। মূর্তিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু গবেষকদিগের পক্ষে গ্রন্থের এই সকল অংশ বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

চণ্ডীতে দেবীর বিভিন্ন মূর্তির-করধৃত বহুবিধ আয়ুধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণ, ধর্ম্মর্বেদ, যুক্তিকল্পতরু, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা এবং মহাভারতের নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা হইতে এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ ও প্রয়োগবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্বারা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিদ্যা এবং যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন।

চণ্ডীতে যে সকল ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে অথবা শুধু উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র, সেই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত এবং অষ্টাঙ্গ পুরাণ হইতে সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে একাদশ অধ্যায়ে ভগবতী চণ্ডিকার ভাবী অবতারসমূহের বিবরণ উল্লেখ করা যাঁহিতে পারে।

চণ্ডীর মন্ত্র ব্যাপার প্রসঙ্গে স্থলে স্থলে প্রসঙ্গাধীন জটিল বিষয়গুলিকে পরিষ্কৃত করিবার জন্ত বহু ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, যথা—(১) পূজাতত্ত্ব, শক্তি পূজায় উপচার ভেদ, বাহ ও আন্তর পূজাবিধি (২) বলিদান রহস্য (৩) জপবিধি (৪) ধ্যানতত্ত্ব—স্থূল ও सूক্ষ ধ্যান (৫) শ্রীশ্রীকালীর ধ্যান রহস্য (৬) মূর্তিপূজা রহস্য (৭) শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজা (৮) শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধনা (৯) দেবীর নামরহস্য (১০) অবতার-তত্ত্ব (১১) শাক্তসিদ্ধান্তে ভক্তি-রহস্য (১২) জ্ঞানের সপ্তভূমিকা (১৩) মুক্তিতত্ত্ব (১৪) মহামায়াতত্ত্ব (১৫) চণ্ডীতত্ত্ব ইত্যাদি।

চণ্ডীর দার্শনিকতত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্ত শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় প্রণীত সৌভাগ্য-ভাস্কর, বরিবস্তারহস্য, সেতুবন্ধ, কোলোপনিষৎ ভাষ্য; শৈবনীলকণ্ঠ-কৃত দেবীভাগবত-টীকা; সূত সংহিতা, কাশ্মীরীয় শৈবাগম ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে।



মোটকথা এই গ্রন্থখানিকে শক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাস্থ পাঠকগণের পক্ষে সৰ্ব্বাংশে উপযোগী করিতে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করি নাই ; কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা স্বধীগণের বিবেচ্য।

বর্তমান সংস্করণে চণ্ডীর ষড়ঙ্গের মধ্যে অর্গল, কীলক ও কবচ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ষড়ঙ্গের অবশিষ্ট প্রাধানিক রহস্ত, বৈকৃতিক রহস্ত ও মূর্ত্তি রহস্ত এবং তৎসঙ্গে বৈদিক রাত্রিস্তুত্বের ব্যাখ্যা পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় আছে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমি শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের সকলের নিকট আমার ঋণ স্বীকার-পূর্বক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। যাহারা আমাকে এই দুর্লভ কার্য্যসম্পাদনে উপকরণাদির সন্ধান দিয়া নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রকাশক এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক ৬মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক এই দুর্গত দেশে দেবীমাহাত্ম্য প্রচারের শুভ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্ত দেশবাসীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাই।

তত্ত্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

চণ্ডিকেয়ং চতুর্ভুগং ফলদা সাধকেশ্বরী।

কোটিজন্মার্জিতাং পুণ্যাদত্র শ্রদ্ধা বিধীয়তে ॥

( রুদ্রচণ্ডী )

এই চণ্ডিকাদেবী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ভুগং ফলপ্রদায়িণী। ইনি সাধকগণের ঈশ্বরী। কোটিজন্মের অর্জিত পুণ্যফল হেতু ইহাতে শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্তমান সংস্করণ যদি পাঠকবর্গের চিত্তে ৬জগদম্বার শ্রীচরণে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে কিঞ্চিন্নাত্র আনুকূল্য করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। ইতি—

রামমালা গ্রন্থাগার,  
কুমিল্লা  
১লা আশ্বিন, ১৩৬০ বাং }

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী



LIBRARY

No. ....

2/51

Sri Sri Anandamayee Ashram

VARANASI

আমাদের বর্তমান স্থিতি চম্ভী প্রস্তুতকৃত ওজার নাই কিন্তু নিম্ন-  
 ঐতিহাসিক দাখীলপত্রগুলি বড় অক্ষর ছাড়া কিছু মনঃস্বপ্নের অভাব  
 আরও অনুভব করিয়া আমিত্ত্বজিলায়। শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এও  
 কোচপানী এই অভিনব মনঃস্বপ্ন প্রকাশিত করিয়া চাই অভাব দূর  
 করিলেন। আরও আনন্দর বিষয় এই যে প্রস্তুতকৃত আর্তি  
 বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর চন্দ্র নানকদ দাও  
 প্রস্তুত আছে। আরও মূল্যে মূল্যে প্রায়শ্চিত্ত লিপিক্ত প্রমাণ  
 দাখীলপত্র হইবে; কিন্তু পর্যালোচনার অভাবে তাহাই শুদ্ধপাঠ  
 বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই প্রস্তুতকৃত দাও বই প্রায় পর্যালোচনা  
 মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। আনন্দোদয় অভিনিবেশ মহাকাব্য  
 দাও করিলার কিছু বেশকিছু অক্ষর দাও দোষলিখনাযম  
 কি মুদ্রাকৃত প্রমাণও আমাদেব দৃষ্টিগোচর হইল না।

এই প্রস্তুতকৃত চম্ভী দাওর আনন্দোদয় কর্তব্য বিষয়  
 মনঃস্বপ্নে মাঝবর্তনর বোধগম্য করিয়া মনঃস্বপ্নিত করা হইয়াছে।  
 এইদাওর লেখা নূতন বলা যাওতে দাও।

আমরা এই বিশুদ্ধ মনঃস্বপ্নের বহল প্রাপ্ত  
 বোধনা করি; ইতি, মন ১৩৪৬ মাল ২০লা অগ্রহায়ণ।

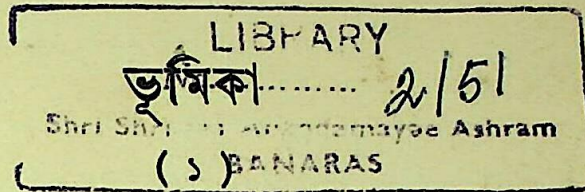
অনন্তর নাম সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চজীর্ন — বঙ্গীয় ব্রাহ্মসভা।

শ্রী চম্ভীচরণ-অবর্তীর্ন — শিবব্রহ্মাবতন।



CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi





“যথাস্থমেধঃ ক্রতুরাষ্ট্রি দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ ।

স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥”

( মৎস্যসূক্ত )

যে রূপ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্বপ্রধান সেইরূপ সপ্তশতীস্তব ( চণ্ডী ) সকল স্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

এই কারণে প্রাচীনকাল হইতে অঢাবধি চণ্ডীর এতাদৃশ সমাদর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে । চণ্ডীপাঠে আপদ্ শান্তি হয়, গ্রহোপদ্রব দূর হয়, মহামারীর উপশম হয়, ইহা সর্ববিধ মঙ্গলের নিদান—এই বিশ্বাস হিন্দুগণের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ।

চণ্ডী একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে । ইহা মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণের অংশবিশেষ । মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণের ৮১তম—৯৩তম\* এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ত্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । এই অংশই “চণ্ডী” নামে সাধারণ্যে পরিচিত । মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই অংশের নাম দেওয়া হইয়াছে “দেবীমাহাত্ম্য” । সপ্তশত মন্ত্রস্বরূপ বলিয়া “চণ্ডী” বা “দেবীমাহাত্ম্যের” নামান্তর “সপ্তশতী” ।

চণ্ডীগ্রন্থের সম্যক্ মৰ্ম্মপরিগ্রহ করিতে হইলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে অংশে ইহার আরম্ভ হইয়াছে তৎপূর্ববর্তী অংশসমূহের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা জানা আবশ্যক । নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে ;—

একদা মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মহামুনি-মার্কণ্ডেয়কে মহাভারতের কতিপয় জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । মার্কণ্ডেয় স্বীয় অনবসরহেতু জৈমিনিকে তাঁহার প্রশ্ন সমাধানের জন্য সর্বশাস্ত্রবেত্তা দ্রোণমুনি-পুত্র পিঙ্গাঙ্গ, বিবোধ ( বিরোধ ), সুপুত্র ও সুমুখের নিকট প্রেরণ করেন । ইহারা তখন পিতৃশাপে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া বিদ্যাপর্ব্বতের কন্দরে অবস্থান করিতেছিলেন । পক্ষিয়ানি প্রাপ্ত হইলেও ইহাদের পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান

\* বঙ্গবাসী সংস্করণ কলিকাতা ।



অব্যাহতই ছিল। জৈমিনিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইঁহারা তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তৎপর জৈমিনি মুনিপুত্রদিগকে “চতুর্দশ মন্বন্তর<sup>১</sup>” বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। পুরাকালে দ্বিজানন্দন ক্রৌঞ্চুকি (বা ভাগুরি) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে এই বিষয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়-মুনি তদুত্তরে ক্রৌঞ্চুকিকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, পক্ষিরূপধারী মুনিপুত্রগণ জৈমিনিকে তাহাই বলিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় ক্রৌঞ্চুকিকে ক্রমে ক্রমে (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ ও (৭) বৈবস্বতঃ—এই সপ্তমন্বন্তরের বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চুকি তৎপর মার্কণ্ডেয়কে আগামী অষ্টম মন্বন্তর (সাবর্ণিক) ও মন্বন্তরাধিপতি সাবর্ণি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

মার্কণ্ডেয় ক্রৌঞ্চুকিকে বলিলেন, “যেই সূর্য্যনন্দন সাবর্ণি অষ্টম মন্বন্তর বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন, সেই মহাভাগ (সুরথ) যে প্রকারে মহামায়ার অনুকম্পা লাভ করিয়া সর্বগার্ভে সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ ও মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে অধিকারী হইলেন, তুমি আমার নিকট তাহা অবগত হও। আমি ঐ বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্তন করিতেছি।” এখান হইতেই দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীর আরম্ভ।

দ্বিতীয় মন্বন্তরে (স্বারোচিষ) চৈত্রবংশসমুদ্ভূত মহারাজ সুরথ কিরূপে দেবী হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া সাবর্ণি নামক অষ্টমমন্বন্তর হইবেন ঐ বিবরণ এবং তৎসহিত দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশক মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ, শুভনিশুভবধ—এই সমস্ত বৃত্তান্ত চণ্ডীর ত্রয়োদশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

মেধসুমুনি মহারাজ সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্যের নিকট প্রথমতঃ চণ্ডীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। পরে মার্কণ্ডেয়মুনি ক্রৌঞ্চুকিকে (বা ভাগুরিকৈ)

(১) ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ সহস্র মানবীয় বৎসরে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে।

(২) এক্ষণে সপ্তম বা বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে।



LIBRARY

No. ....

[ ৩ ]

Sri Sri Anandamayee Ashram

তাহা উপদেশ দেন। তৎপর পক্ষিপথারী জোণমুনিপুত্রগণ তাহা জৈমিনির নিকট বর্ণনা করেন। এই কারণে চণ্ডীকে “ষট্-সংবাদ-কথা” বলা হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত এই দেবীমাহাত্ম্য অংশতঃ বা সমগ্রভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে অত্যাশ্চর্য পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

মহারাজ সুরথের উপাখ্যান “দেবীভাগবতে”র পঞ্চম স্কন্ধের ৩২, ৩৪, ৩৫ সংখ্যক অধ্যায়ে, দশম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ে এবং “ব্রহ্মবৈবর্ত” পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ৬১—৬৪তম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

মধুকৈটভবধ বৃত্তান্ত “দেবীভাগবতে”র ৬ষ্ঠ—৯ম অধ্যায়ে এবং দশম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বৃত্তান্ত “রামায়ণের” উত্তর কাণ্ডের ৭২তম এবং “মহাভারতের” শান্তিপর্ব্বের ৩৪৭তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

মহিষাসুরবধ বৃত্তান্ত “দেবীভাগবতে”র পঞ্চম স্কন্ধের ২—২০ সংখ্যক অধ্যায়ে এবং দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিবরণ “বামন” পুরাণের ১৭—৩০ সংখ্যক অধ্যায়ে, “স্কন্দ” পুরাণের প্রভাস খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্যের ৮৩, ঐ অর্কদুখণ্ডের ৩৬, ব্রহ্মখণ্ডের অন্তর্গত সেতু মাহাত্ম্যের ৬৭ এবং নাগরখণ্ডের ১১৯—১২১ সংখ্যক অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

শুস্ত-নিশুস্ত বধবৃত্তান্ত “দেবীভাগবতে”র পঞ্চম স্কন্ধের ২১—৩১ সংখ্যক অধ্যায়ে, “বামন”পুরাণের ৫৫, ৫৬তম অধ্যায়ে এবং “স্কন্দ”পুরাণের প্রভাস-খণ্ডের অন্তর্গত অর্কদুখণ্ডের ২৪তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।\*

( ২ )

“চণ্ডীর” অপর নাম “সপ্তশতী স্তব”। এই নামানুসারে আপাততঃ বোধ হয় যে, চণ্ডীতে সাতশত শ্লোক আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮ মাত্র। তাহাই ৭০০ মন্ত্রে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকটি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবার বিধি আছে। কাত্যায়নী তন্ত্রে উক্ত সপ্তশত

\* বঙ্গবাসী সংস্করণ দ্রষ্টব্য।—



মন্ত্রের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রাচার্য্য ভাস্কর রায়\* তাঁহার সুবিখ্যাত “গুপ্তবতী” নামক চণ্ডীটীকায় বলেন, চণ্ডীকে ৭০০ ভাগে বা মন্ত্রে বিভক্ত করিতে হইলে কোনস্থলে একটি শ্লোককে একটি মন্ত্র বলিয়া ধরিতে হয়। কোথাও বা শ্লোকার্দ্ধ, শ্লোকের ত্রিপাদ, পুনরুক্ত বা রাজোবাচ, মার্কণ্ডেয় উবাচ প্রভৃতিকেও এক একটি মন্ত্ররূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। যে স্থলে একটি শ্লোকই একটি মন্ত্র তাহাকে শ্লোকাত্মক, অর্দ্ধশ্লোক মন্ত্রকে অর্দ্ধ শ্লোকাত্মক, ত্রিপাদবিশিষ্ট শ্লোককে ত্রিপাৎমন্ত্র এবং রাজোবাচ প্রভৃতিকে উবাচাঙ্কিত মন্ত্র বলে। গুপ্তবতী টীকাতে ভাস্কর রায় প্রত্যেক অধ্যায়ে কতটি শ্লোকাত্মক মন্ত্র, কতটি অর্দ্ধশ্লোকাত্মক, কতটি উবাচাঙ্কিত ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তাহা হইতে দৃষ্ট হয়, চণ্ডীর শ্লোকসংখ্যা সর্বসমেত ৫৭৮। তন্মধ্যে শ্লোকাত্মক মন্ত্র ৫৩৭, অবশিষ্ট ৪১টি শ্লোকের অংশ ও ঋষিরূবাচ প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীতে ৭০০ মন্ত্র নিম্নলিখিত ভাবে পূরণ করা হয় ;—

মন্ত্র				সংখ্যা
১।	শ্লোকাত্মক	মন্ত্র	...	৫৩৭
২।	অর্দ্ধশ্লোকাত্মক	”	...	৩৮
৩।	ত্রিপাৎ	”	...	৬৬
৪।	উবাচাঙ্কিত	”	...	৫৭
৫।	পুনরুক্ত	”	...	২

মোট— ৭০০

( ৩ )

চণ্ডীগ্রন্থ প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত এবং উত্তর চরিত—এই তিন ভাগে বিভক্ত। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে “প্রথম চরিত”, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে

\* দক্ষিণদেশীয় সুবিখ্যাত তন্ত্রাচার্য্য ভাস্কর রায় ( বা ভাস্করানন্দ নাথ ) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাম্রোলের নিকট প্রাহুভূত হন।



## LIBRARY

No..... 2/51

[ ৫৫-৭ ] Ashram

BANARAS

“মধ্যম চরিত” এবং ~~মধ্যম-হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত~~ “উত্তর চরিত” বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীর প্রথম, মধ্যম ও উত্তর চরিতের দেবতা যথাক্রমে “মহাকালী”, “মহালক্ষ্মী” ও “মহাসরস্বতী”। কাত্যায়নী তন্ত্র ও মার্কণ্ডেয়পুরাণের খিলাংশে স্থিত বৈকৃতিক রহস্তে “মহাকালী”, “মহালক্ষ্মী” ও “মহাসরস্বতী”র স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ নারায়ণ যখন “মহাকালী” বা যোগনিদ্রার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত ছিলেন তখন নারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় হত্যা করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা একান্ত ভীত হইয়া মহাকালীর স্তব করিলে দেবী নারায়ণের নেত্র ত্যাগ করেন এবং নিদ্রোখিত নারায়ণ মধু-কৈটভকে নিহত করতঃ ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন।

মহাকালী দশবদনা, দশভুজা, দশপাদা, অঞ্জনের গ্রায় প্রভাযুক্তা, বিশাল ত্রিংশৎ নয়নমালায় শোভমানা। ইহার দশনাগ্র মুখবহির্ভাগে ক্ষুরিত। ইনি ভীমরূপা, ভয়ঙ্করী; আবার রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও মহতীন্দ্রীর প্রতিষ্ঠাস্বরূপা। ইনি খড়্গা, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খা, চক্র, ভূসপ্তী, পরিষ, ধনু এবং গলিতরুধির নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। মহাকালী শ্রীশ্রীচণ্ডীর তামসী মূর্তি। ইহার আরাধনা দ্বারা সাধক স্থাবরজঙ্গমাশ্রক সকল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত করিতে পারেন। “আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকর্তু-শ্চরাচরম্”।

( বৈকৃতিক রহস্ত )

মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্ত সর্বদেবতার শরীরের তেজ হইতে “মহালক্ষ্মীর” আবির্ভাব হইয়াছিল। বিভিন্ন দেবতার তেজে সমুদ্ভূতা বলিয়া ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন বর্ণযুক্ত। মহালক্ষ্মী শ্রীশ্রীচণ্ডীর রাজসী মূর্তি।

মহালক্ষ্মী শ্বেতাননা, নীলভুজা, সুশ্বেতস্তনযুক্তা, রক্তমধ্যা, রক্তচরণা, নীলবর্ণ জঙ্ঘা ও উরুসমষ্টিত। ইনি উন্মদা (সুরাদিপানহেতু মত্তা), বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণধারিণী। বিবিধ অনুলেপনযুক্তা এবং কান্তি, রূপ



[ ৬ ]

ও সৌভাগ্যশালিনী। ইনি সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপেই পূজিতা হন। ইহার অষ্টাদশভুজে অক্ষমালা, পদ্ম, বাণ, অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, চাপ, পানপাত্র এবং কমণ্ডলু বিরাজিত। ইনি পদ্মাসনা, সর্বদেবময়ী, ঈশ্বরী। যিনি ইঁহাকে পূজা করেন সেই ব্যক্তি সর্বলোকে ও দেবগণের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকেন। “সর্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ”।

শুভ-নিশুভ নামক অশুর ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করিবার জন্ত গৌরীদেহ হইতে “মহাসরস্বতীর” আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি ত্রীশ্রীচণ্ডীর সাত্ত্বিকী মূর্তি। ইনি অষ্টভুজা; অষ্টভুজে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও ধনু ধারণ করিয়া আছেন। ইনি ভক্তিপূর্বক পূজিতা হইলে উপাসককে সর্বজ্ঞতা প্রদান করিয়া থাকেন। “এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।”

চণ্ডীতে জগন্মাতার বহুরূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন কার্য্য সিদ্ধির জন্ত বহুরূপে প্রকাশিতা হইলেও বস্তুতঃপক্ষে তিনি একা ও অদ্বিতীয়া। “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” (চণ্ডী, ১০ম অধ্যায়)। স্বকীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তিনি বহুরূপে অবস্থিত। “অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা” (ঐ, ১০ম অধ্যায়)।

( ৪ )

শাস্ত্রকারগণ আপদের তারতম্যানুসারে তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত এবং বিভিন্ন ফলপ্রাপ্তি কামনায় বিভিন্ন সংখ্যক চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মৎস্যসূক্তে উক্ত হইয়াছে, উপসর্গ শান্তির জন্ত তিনবার (ত্রিরাবৃত্ত), গ্রহোপ-শান্তির নিমিত্ত পাঁচবার (পঞ্চাবৃত্ত), মহাভয় উপস্থিত হইলে সাতবার, শান্তি ও বাজপেয় ফললাভ কামনায় নয়বার, রাজবশীকরণ বা সম্পদ প্রাপ্তি অভিলাষে একাদশবার, শত্রুনাশ বা অভিলাষ পূরণ কামনায় দ্বাদশবার, স্ত্রী বা রিপু-বশীকরণ কামনায় চতুর্দশবার, সৌখ্য ও ত্রীকামনায় পঞ্চদশবার, পুত্র-পৌত্র, ধন-ধান্য কামনায় ষোড়শবার, রাজভয় নিবারণ ও অরাতিদলের উচ্চাটন কামনায় সপ্তদশ বা অষ্টাদশবার, বন্ধনমুক্তি কামনায় পঞ্চবিংশতিবার এবং মহাব্রণ



বিনাশের জন্য ত্রিশবার চণ্ডীপাঠ বিহিত। ভীষণ সঙ্কট, হুশিকিংশ ব্যাধি, জাতিধ্বংস, কুলোচ্ছেদ, আয়ুঃক্ষয়, শত্রুবৃদ্ধি, ধননাশাদি উৎপাত বা অতিপাতক হইলে শান্তির জন্য শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিলে সমস্ত অশুভ বিনাশ হয় এবং রাজ্যবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একশত আটবার চণ্ডীপাঠ করিলে মনে যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই সিদ্ধ হয় এবং শতাত্মমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। সহস্রাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া সর্বদা বিরাজ করেন, ইহজন্মে বহুবিধ সুখভোগ ও চরমে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে।

চণ্ডীপাঠের দ্বারা সকাম ভক্ত যেমন বিপদ-উদ্ধার, রোগমুক্তি ও সর্ববিধ ঐহিক অভ্যুদয় লাভ করে, তেমন নিষ্কাম ভক্ত চণ্ডীতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া থাকে। চণ্ডীপাঠে ভুক্তি-মুক্তি, অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স, ভোগ-অপবর্গ—উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনা করিয়া মহারাজ সুরথ অশ্বলিত সাম্রাজ্য ও বৈশ্ব সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “আরাধিতা সৈব নুণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা” (চণ্ডী, ত্রয়োদশ অধ্যায়)। আরাধিতা হইলে সেই দেবী মানবগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করেন। যে তাঁহার নিকট ঋদ্ধি চাহে, তিনি তাহাকে ঋদ্ধিই প্রদান করেন; যে তাঁহার নিকট বিজ্ঞান চাহে, তিনি তাহাকে বিজ্ঞানই প্রদান করিয়া থাকেন। “সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ঠা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি” (ঐ, দ্বাদশ অধ্যায়)।

এই ‘পরম স্বস্ত্যয়ন’ দেবীমাহাত্ম্য নিত্যপাঠ ও শ্রবণের দ্বারা এই হতশ্রী, দুর্দশাগ্রস্ত দেশের নর-নারীর ভিতর আবার মহাশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠুন এবং তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিয়া এদেশবাসী পুনরায় ধন্য ও কৃতকৃত্য হউক— ইহাই চণ্ডীগ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য।

রামমালা গ্রন্থাগার,  
২৫শে, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১ বাং।  
কুমিল্লা।

}

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী



## চণ্ডীপাঠের নিয়ম

পবিত্রভাবে ও একাগ্রচিত্তে, পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া, অর্থজ্ঞান ও বিগুহ উচ্চারণ-সহকারে ভক্তিপূর্বক চণ্ডী বা সপ্তশতী পাঠ করিতে হয়। পাঠকালে কোন কথা বলিবে না, অশ্রমনস্ক হইবে না, নিদ্রা ও তন্দ্রাদ্বারা অভিভূত হইবে না, এবং অধ্যায় শেষ না করিয়া মধ্যে বিরত হইবে না। অধ্যায়ের মধ্যে থামিলে আবার সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিবে। পুস্তক হাতে ধরিয়া, মৃত্তিকাতে বা মৃৎপাত্রের উপর রাখিয়া পাঠ করিতে নাই। অনুস্বার, বিসর্গ, হ্রস্ব-দীর্ঘাদি-স্বর প্রভৃতির যথাযথ উচ্চারণ করিবে। ‘হ’ লুপ্ত অকারের চিহ্ন; ইহার কোন উচ্চারণ নাই। পাঠকালে গাত্রভঙ্গ, হাই তোলা, নিদ্রা, হাঁচি, খুখু ফেলা, অশ্রমনস্ক হওয়া, অশ্র বিষয় চিন্তা করা, অশ্র কথা বলা—এই সকল পরিত্যাগ করিবে। দৈবাৎ এই সকল ঘটিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। মধ্যে কথা বলিলে আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া আবার সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিবে।

পাঠের পূর্বে সঙ্কল্প করিয়া দেবীর পূজা করিবে, স্বয়ং পাঠে অসমর্থ হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে।

## চণ্ডী-পূজাবিধি

শুচি হইয়া শিখাবন্ধন ও তিলকধারণপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া আচমনপূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশুন্তি সুরয়ঃ। দিবীং চক্ষুরাততম্ ॥  
ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।



অর্চনা।—“ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার দ্রব্যে জল প্রক্ষেপ করিয়া, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া অর্চনা করিবে।

( শালগ্রামে বা জলে পূজা করিবে ) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ। ( তাত্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া ) ইদমর্ঘ্যং ( যজুর্বেদী—এষোহর্ঘ্যঃ ) ওঁ শ্রীসূর্য্যভট্টারকায় নমঃ।

স্বস্তিবাচন।—( উত্তরমুখে বসিয়া আতপ-তণ্ডুল লইয়া ) ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ পুণ্যাং ভবন্তো ক্রবন্ত ( ওঁ পুণ্যাং ওঁ পুণ্যাং ওঁ পুণ্যাং )। ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত ( ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি )। ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ দেবীমাহাত্ম্যপাঠকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ক্রবন্ত ( ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ )।

স্বস্তিসূক্ত।—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। এই সূক্ত তিনবার পাঠ করিয়া ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি—বলিয়া আতপ তণ্ডুল ছড়াইবে। যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণকে স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিতে হইবে।

সাক্ষ্যমন্ত্র।—[ কৃতাজলি হইয়া ] ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্ধঃ ক্ষপা। পবনো দিকৃপতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মণ শাসন-মাস্ত্রায় কল্লধ্বমিহ সন্নিধিম্।



[ ১০ ]

সঙ্কল্প।—তাত্রপাত্রে কুশ, তিল, তুলসী, হরীতকীফল ও জল লইয়া, দক্ষিণে জাহ্নু পাতিয়া, উত্তরমুখে বসিয়া ‘ওঁ তদ্বিশোঃ পরমং পদং’ ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া—

বিষ্ণুরেঁ। তৎ সৎ, অথ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-(দেব) শর্মা মনোহভীষ্টসিদ্ধিকামঃ (শ্রীচণ্ডিকাশ্রীতি-কামঃ, বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত—‘সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ’ ইত্যাদি-সাবর্ণিভবিতামহুরিত্যন্ত-দেবী-মাহাত্ম্য-প্রকাশক-সন্দর্ভস্ত (স্তোত্রস্ত) সঙ্কৎ পাঠকর্মাং করিষ্যে।

একবার চণ্ডীপাঠে ‘সঙ্কৎ’ পদ প্রয়োগ করিবে। ৩ রূপ, ৫ রূপ, ৭ রূপ ইত্যাদি পাঠের সঙ্কলে ত্রিরাবৃত্তি, পঞ্চাবৃত্তি, সপ্তাবৃত্তি ইত্যাদি বলিতে হইবে।

পরার্থে সঙ্কলে।—অমুকগোত্রঃ ‘শ্রীঅমুক-(দেব) শর্মা’ ইহার স্থানে অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুক-(দেব) শর্মণঃ এবং ‘করিষ্যে’ স্থলে ‘করিষ্যামি’ বলিতে হইবে।

শারদীয় পূজায় চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প, যথা—বিষ্ণুরেঁ। তৎ সৎ, অথ আশ্বিনে মাসি অমুক পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মহানবমীং (দশমীং বা) যাবৎ বার্ষিক-শরৎকালীন-দুর্গামহাপূজায়াম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-(দেব) শর্মা সর্ব্বাবাধা-বিনিম্মুক্তত্ব-ধনধাত্ত্বসুতাব্রিত্ত্বকামঃ (শ্রীদুর্গা-শ্রীতিকামঃ, বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান ইত্যাদি। (পরার্থে পূর্ব্ববৎ বক্তব্য)।

সঙ্কল্পের পর ঈশান কোণে জল ফেলিয়া, কোশা উপড় করিয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া কোশার উপর পুষ্প বা আতপ-তণ্ডুল দিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। যথা—[সামবেদীয়] ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্ব-মুপ বা পৃণুধ্ব, মাদিদ্ বো দেব ওহতে॥ [যজুর্বেদী] ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তচ্ সুপ্তস্ত তথৈবৈতি।



[ ১০ ]

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্ত্ৰ ॥০॥  
 [ ঋগ্বেদীয় ] ওঁ যা গুংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী । ইন্দ্রাণীমহু  
 উতয়ে, বারুণানীং স্বস্তয়ে ॥০॥ ওঁ সঙ্কল্পিতেহস্মিন্ কৰ্ম্মণি সিদ্ধিরন্ত  
 ( ওঁ অস্ত্ৰ প্রতিবচন ) । ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ( ওঁ ভবতু  
 প্রতিবচন ) ।

জলশুদ্ধি ।—ভূমিতে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে গোলাকার, তাহার  
 বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া তছপরি—‘ওঁ’ আধারশক্তয়ে নমঃ’ বলিয়া  
 গন্ধপুষ্প দিয়া তছপরি কোশা স্থাপন করিয়া, ‘নমঃ’ মন্ত্রে জল ঢালিয়া,  
 কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইয়া ‘ওঁ’ মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া  
 ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নৰ্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি  
 জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু—বলিয়া ঐ জলের উপর মংস্তুমুদ্রা করিয়া, ‘ওঁ’  
 ১০ বার জপ করিবে ।

ভূতাপসারণ ।—‘ফট্’ মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বা আতপ তণ্ডুল  
 লইয়া ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে  
 নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া—বলিয়া ছড়াইয়া দিবে ।

আসন শুদ্ধি ।—ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ ( আসনে  
 গন্ধপুষ্প দিয়া আসন ধরিয়া ) আসনমন্ত্ৰস্ত মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ  
 কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা  
 দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা । ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥  
 ( কুতাজলি হইয়া বামভাগে নমস্কার করিবে )—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ  
 পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ । ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ  
 ( দক্ষিণে ) ওঁ গণেশায় নমঃ । ( উর্দ্ধে ) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ( সন্মুখে )  
 ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।

প্রাণায়াম ।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বায়ু আকর্ষণ  
 করিতে করিতে বাম হস্তে ৪ বার ‘হ্রীং’ বীজ জপ করিবে, অতঃপর অনামিকা ও



[ ১০ ]

কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকা টিপিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া ১৬ বার জপ করিবে ;  
এবং তদন্তে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে  
৮ বার জপ করিবে ।

করতাস ।—হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রুং  
মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং ছং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ  
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অজ্রায় ফট্ ॥

অঙ্গুষ্ঠাস ।—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রুং শিখায়ৈ বষট্,  
হ্রৈং কবচায় ছং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অজ্রায়  
ফট্ ।

ধ্যান ।—ওঁ মধ্যে সুধাক্রিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরি-  
পীতবর্ণাম্ । পীতাস্বরং কনকমাল্যবিভূষিতাজ্জীং, দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগর-  
বৈরিজিহ্বাম্ ॥ অথবা—বিদ্যাদামসমপ্রভাং যুগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং,  
কণ্ঠাভিঃ করবালখেটবিলসদ্বস্তাভিরাসেবিতাম্ । হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেটবিগ্ধাং  
চাপং বৃণত্তর্জনং, বিভ্রাণামনলাভ্রিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥  
অথবা—ওঁ বন্ধুক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং । ক্ষুরচ্ছত্র-কলা-রত্ন-  
মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ । ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোল্লতঘটস্তনীম্ । পুস্তকধাঙ্ক-  
মালাঞ্চ বরধাভয়কং ক্রমাং । দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরান্নায়মানিতাম্ ॥  
অথবা—দুর্গা, কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যে কোনও শক্তিমূর্তির  
ধ্যান করিলেও চলে ।

নিজ মস্তকে সেই পুষ্প ধরিয়া মানস পূজা করিবে । হৃদয় মধ্যে  
দেবীকে চিন্তা করিয়া হৃৎপদ্ম আসন, শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্ম হইতে  
গলিত অমৃত পাণ্ড, মন অর্ঘ্য, উক্ত অমৃত আচমনীয় ও স্নানীয় জল, গন্ধতত্ত্ব  
পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজস্বত্ব দীপ, হৃৎপদ্মমধ্যে কল্পিত সুধাসমুদ্রের জল  
( অর্থাৎ সুধা ) নৈবেদ্য দিবে । এইগুলি মনে মনে চিন্তা করিবে ।



[ ১০ ]

বিশেষার্থ্যস্থাপন।—নিজের বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে 'হ্রুং' লিখিবে। তত্পরি 'ফট্' মন্ত্রে প্রক্ষালিত ত্রিপদিকা সহ শঙ্খ রাখিয়া 'হ্রীং' মন্ত্রে জল, গন্ধ-পুষ্প, দুর্বাঙ্কতাди তাহাতে দিয়া মং দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলার নমঃ (ত্রিপদিকায়), অং দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যামণ্ডলায় নমঃ (শঙ্খে), উং ষোড়শকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলায় নমঃ (জলে) গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐ শঙ্খে পূজা করিবে—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ (অগ্নিকোণে), হ্রীং শিরসে স্বাহা (ঈশানে), হ্রুং শিখায়ৈ বষট্ (নৈঋতে), হ্রৈং কবচায় হ্রং (বায়ুকোণে), হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (সম্মুখে), হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ (মধ্যে)। “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব” ইত্যাদি পাঠ করিয়া করদ্বয়ে শঙ্খ আচ্ছাদনপূর্ব্বক হ্রীং মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে। পরে সেই শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ কোণায় দিয়া, সেই জল নিজ মস্তকে ও পূজার দ্রব্যে ছিটাইবে। (এই অর্ঘ্য পূজাসমাপ্তি পর্য্যন্ত রাখিবে।

(পুনর্ব্বার পুষ্প লইয়া, ধ্যান করিয়া, ঘটে বা পুস্তকে সেই পুষ্প দিয়া আবাহন করিবে)—ওঁ হ্রীং চণ্ডিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। (কৃতাজলি) ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমম্বিতে। যাবদ্বাং পূজয়িষ্যামি তাবদ্বং সুস্থিরা ভব ॥

গণেশাদিপূজা।—এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ; এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ; এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ; এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। এইরূপ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ—বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে, দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে মূলমন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—



[ ১০ ]

এতৎ পাঠ্যং হ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। তৎপরে ওঁ আবরণ-  
দেবতাভ্যো নমঃ—বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ  
বিদ্যহে, ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি, তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ—এই গায়ত্রী ১০  
বার জপ করিবে। পরে ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ—বলিয়া  
৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

তৎপরে পুস্তকের ডোর খুলিয়া ডোর গুটাইয়া, তাত্ৰাদি আধারে  
রাখিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুস্তক-পূজা (এষ গন্ধঃ ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায়  
নমঃ ইত্যাদি) এবং হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পাঠ করিবে। প্রত্যেক  
অধ্যায়ের শেষে ঘণ্টাবাদন কর্তব্য।

চণ্ডীপাঠের পূর্বে (দেবীস্মৃত্ত, বৈদিক), অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, কবচ, ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি মন্ত্র এবং ঋগ্‌যাদি যথাক্রমে পাঠ করিবে। রাত্রিস্মৃত্ত ও শাপোদ্ধার পাঠের ব্যবহারও কোন কোন স্থানে আছে। পরে “ওঁ ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ” এই নবাক্ষর মন্ত্র ১০৮ এক শত আটবার জপ করিয়া চণ্ডীপাঠারম্ভ করিবে এবং চণ্ডীপাঠের অন্তেও উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। মতান্তরে নবাক্ষর মন্ত্র “ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিদ্যে” এইরূপ কথিত আছে। একদিনে ২৩ রূপ পাঠ করিলে দেবীস্মৃত্ত, অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, কবচ ও ঋগ্‌যাদি প্রথমে একবার পাঠ করিলেই হইবে, প্রত্যেকবার পাঠ করিতে হইবে না। চণ্ডীপাঠে সাবর্ণিঃ সূর্য্য এই প্রথম শ্লোকের আদিত্যে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাঠারম্ভ করিবে এবং সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ এই শেষ শ্লোকের অন্তে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পাঠ শেষ করিবে।

শেষ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি দুইবার পাঠ করিবে। পাঠান্তে এক-  
গণ্ডুষ জল লইয়া—ওঁ গুহাতিগুহগোপত্রী ত্বং গৃহাণাম্বকৃতং জপম্।  
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥—বলিয়া জলগণ্ডুষ দেবীর



[ ১০ ]

বামহস্ত উদ্দেশে অর্পণ করিবে। তৎপরে, হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া আরতি করিবে।

আরতির নিয়ম।—প্রত্যেক দ্রব্য দেবতার পায়ে ৪ বার, নাভিদেশে ২ বার, মুখে ৩ বার, এবং সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইবে।

আরতির দ্রব্য।—দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ, ( কর্পূর ), জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, ( দর্পণ ), পঞ্চপল্লব বা বিল্বপত্র, ( চামর )।

প্রণাম।—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবৈ সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে।

দক্ষিণা।—( অর্চনা ) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

দক্ষিণাবাক্য।—কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশ ও ফল ধরিয়া তত্পরি বামহস্ত উপুড় করিয়া রাখিয়া—বিষ্ণুরেঁ। তৎসদেত্যাতি... কামনয়া কৃতৈতদেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক স্তোত্রপাঠকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীচণ্ডিকায়ৈ সম্প্রদদে ( পরার্থে—দদানি )।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—( কৃতাজলি হইয়া ) ওঁ কৃতৈতদেবীমাহাত্ম্যপাঠ-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ( ওঁ অস্তু )।

বৈষ্ণব্যসমাধান।—বিষ্ণুরেঁ। তৎসদেত্যাতি...শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতৈহস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈষ্ণব্যং জাতং তদোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া ওঁ বিষ্ণুঃ ১০ বার জপ করিবে। এক গণ্ডুষ জল লইয়া, ওঁ শ্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিন্শ্রুষ্টে জগৎ তুষ্টং শ্রীণিতে শ্রীণিতং জগৎ। এতৎ কর্ম্ম ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু ( জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবে )।



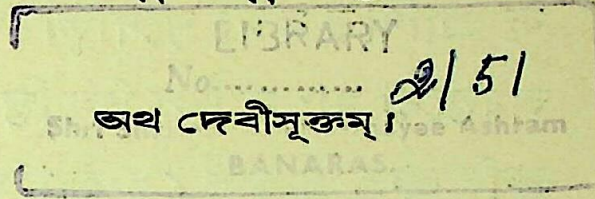
[ ১১০ ]

বিসর্জন।—ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা করিলে ঘট বিসর্জন করিবে।  
 যথা—ওঁ চণ্ডিকে দেবি ক্ষমস্ব—বলিয়া ঘটে জল দিয়া ঘট সঞ্চালন  
 করিবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা ঘট হইতে একটি নির্মাল্যপুষ্প লইয়া  
 আত্মাণ করিয়া দেবতাকে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট মনে করিয়া হস্ত প্রক্ষালন  
 করিবে। তৎপরে ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ওঁ  
 শেষিকার্ত্তৈ নমঃ—বলিয়া কিঞ্চিৎ নির্মাল্য রাখিবে।

---



# শ্রীশ্রীচণ্ডী



অহং রুদ্রেভিরিত্যাদিমন্ত্রস্ত ব্রহ্মাচ্চ ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি  
ছন্দাংসি, আচ্চা দেবী দেবতা, দেবীসূক্তজপে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অহং রুদ্রেভিৰ্ভসুভিশ্চরা-  
ম্যাহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ ।  
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-  
স্ম্যাহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১  
অহং সোমমাহনসং বিভ-  
স্ম্যাহং ত্বষ্টারমুত পুষণং ভগম্ ।  
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে  
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুব্রতে ॥ ২  
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং  
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।  
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা  
ভূরিহ্বাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩



[ ২ ]

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি  
 যঃ প্রাণিতি য ঙ্গ শৃণোত্যাভ্যন্তম্ ।  
 অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি  
 শ্রদ্ধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪  
 অহমেব স্বয়মিদং বদামি  
 জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।  
 যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি  
 তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুরমেধাম্ ॥ ৫  
 অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি  
 ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ  
 অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং  
 দ্রাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬  
 অহং সুরে পিতরমশ্র মূর্ধন  
 মম যোনিরপ্ স্বত্তঃ সমুদ্রে ।  
 ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-  
 তামুং দ্রাং বস্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭  
 অহমেব বাত ইব প্রবা-  
 ম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।



[ ৩ ]

পরো দিবা পর এনা পৃথি-  
বৈ্যোতাবতী মহিনা সম্ বভুব ॥ ৮

ওঁ তংসং

ইতি ঋগ্বেদোক্ত-দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

অথ অর্গলস্তোত্রম্।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ে।

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।  
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১  
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।  
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে ॥ ২  
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩  
মহিষাসুর-নির্গাশি বিধাত্রি বরদে নমঃ।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪  
ধূতনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫



[ ২ ]

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্চতি  
 যঃ প্রাণিতি য ঙ্গ শৃণোত্যান্তম্ ।  
 অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি  
 শ্রদ্ধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪  
 অহমেব স্বয়মিদং বদামি  
 জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।  
 যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি  
 তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুরমেধাম্ ॥ ৫  
 অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি  
 ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ  
 অহং জনায় সমদং কণোম্যহং  
 দ্রাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬  
 অহং সুরে পিতরমশ্র মূর্ধন  
 মম যোনিরপ্ স্তম্ভঃ সমুদ্রে ।  
 ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্ণো-  
 তামুং দ্রাং বস্মণোপম্পৃশামি ॥ ৭  
 অহমেব বাত ইব প্রবা-  
 ম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।



[ ৩ ]

পরো দিবা পর এনা পৃথি-  
বৈ্যোতাবতী মহিনা সম্ বভূব ॥ ৮

ওঁ তৎসৎ

ইতি ঋগ্বেদোক্ত-দেবীস্তুক্তং সমাপ্তম্ ।

অথ অর্গলস্তোত্রম্ ।

ওঁ নমস্চণ্ডিকায়ৈ ।

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি ।  
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্তু তে ॥ ১  
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।  
দুর্গা শিবা ক্রমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তু তে ॥ ২  
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃবরদে নমঃ ।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৩  
মহিষাসুর-নির্গাশি বিধাত্রি বরদে নমঃ ।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪  
ধূত্নেনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি ।  
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫



রক্তবীজবধে দেবি চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬

নিশুন্তশুন্তনির্গাশি ত্রৈলোক্যশুভদে\* নমঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭

বন্দিতাজিষু যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশঙ্কবিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৯

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্णे দুরিতাপহে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১০

সুবভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১

চণ্ডিকে সততং† যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দোহ যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখং ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩

\* পাঠান্তর—( জয়দে )

† ( যে স্বামর্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ )



বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫

সুরাসুর-শিরোরত্ন-নিঘৃষ্ট-চরণাস্বজে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬

বিদ্যাবত্তং যশস্বত্তং লক্ষ্মীবত্তঞ্চ মাং কুরু ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭

দেবি প্রচণ্ডদোদৃগু-দৈত্যদর্পনিসূদিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পয়ে চণ্ডিকে প্রণতায় মে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শঙ্খদন্ত্যাদাদাশ্বিকে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১

হিমাচলসুতানাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২



[ ৬ ]

ইন্দ্রাণীপতিসঙ্ঘাব-পূজিতে পরমেশ্বর।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩

দেবি ভক্তজনোদাম-দত্তানন্দোদয়েহ্মিকে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫

তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্ত্যাচলোদ্ভবে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৬

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ ।

সপ্তশতীং সমাধায্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥ ২৭

ইত্যর্গলস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অথ কীলকস্তবঃ ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে ।

শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-নিমিত্তায় নমঃ সোমার্কধারিণে ॥ ১



[ ৭ ]

সর্বমেতদ্ বিজানীয়ান্নজ্ঞানামপি কীলকম্ ।  
 সোহপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্যতৎপরঃ ॥ ২  
 সিধ্যন্ত্যচ্চাটনাদীনি কৰ্ম্মাণি সকলান্যপি ।  
 এতেন স্তবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ\* ॥ ৩  
 ন যন্তো নোষধং তস্ম্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।  
 বিনা জপ্যেন সিধ্যোত সৰ্ব্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪  
 সমগ্রাণ্যপি সেৎসৃন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ ।  
 কৃত্বা নিমন্তয়ামাস সৰ্বমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫  
 স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ ।  
 স প্রাপ্নোতি†সুপুণ্যেন তাং যথাবল্লিমস্ত্রিণাম্ ॥ ৬  
 সোহপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সৰ্বমেব ন সংশয়ঃ ।  
 কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭  
 দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি ।  
 ইথাং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥ ৮  
 যো নিকীলাং বিধারৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ ।  
 স সিদ্ধঃ স গণঃ সোহথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯

---

\* “স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি” ইত্যপি পাঠঃ ।

† “সমাপ্নোতি” ইতি চ পাঠঃ ।



[ ৮ ]

ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং কাপি ন জায়তে ।  
 নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০  
 জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুরীত হুকুরীগো বিনশ্চতি ।  
 ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১  
 সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিদৃশ্যতে ললনাজনে ।  
 তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ ১২  
 শনৈস্ত জপ্যমানেহস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ ।  
 ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যম্বেব তৎ ॥ ১৩  
 ঐশ্বর্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যম্বেব চ ।  
 শক্রহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূর্যতে সা ন কিং জনৈঃ ॥ ১৪  
 চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ ।  
 হৃদং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥ ১৫  
 অগ্রতোহমুং মহাদেব-কৃতং কীলকবারণম্ ।  
 নিকীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ১৬

ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্তঃ ।



## অথ দেবী-কবচম্ ।

অথ দেবীকবচস্ত ব্রহ্ম ঋষিরনুষ্ঠাপ্, ছন্দো মহিষমর্দিন্যাদয়ো  
দেবতা দেবীপ্ৰীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ নমস্চণ্ডিকায়ৈ ।

শতানীক উবাচ ।

যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সৰ্বরক্ষাকরং নৃণাম্ !  
যন্ন কশ্চিদাখ্যাতং তন্মে ব্রাহ্মি পিতামহ ॥ ১

ব্রহ্মোবাচ ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সৰ্বভূতোপকারকম্ ।  
দেব্যাস্ত কবচং পুণ্যং তচ্ছ্ৰীষ্ম মহামুনে ॥ ২  
প্রথমং শৈলপুঞ্জীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী ।  
তৃতীয়ং চণ্ডমুখোত্তী কুম্ভাণ্ডোত্তী চতুর্থকম্ ॥ ৩  
পঞ্চমং স্কন্দমাতোত্তী ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ।  
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥ ৪  
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৫



অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে ।  
 বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ান্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬  
 ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে ।  
 আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম্ ॥ ৭  
 যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।  
 প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ॥ ৮  
 ঐন্দ্রী গজসমারুঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা ।  
 নারসিংহী মহাবীৰ্য্যা শিবদূতী মহাবলা ॥ ৯  
 মাহেশ্বরী বৃষারুঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ।  
 ব্রাহ্মী হংস-সমারুঢ়া সর্বাভরণভূষিতা ॥ ১০  
 লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া ।  
 শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥ ১১  
 ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমন্বিতাঃ ।  
 নানাভরণ-শোভাত্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ॥ ১২  
 শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহার-প্রলম্বিভিঃ ।  
 ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৩  
 দৃশ্যন্তে রথসারুঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ ।  
 শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলধ্বং মুষলায়ুধম্ ॥ ১৪



খেটকং তোমরকৈব পরশুং পাশমেব চ ।

কুন্তায়ুধঞ্চ খড়্গাঞ্চ শার্ঙ্গায়ুধমনুভ্রমম্ ॥ ১৫

দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ ।

ধারয়ন্ত্যায়ুধানীখং দেবতানাং হিতায় বৈ ॥ ১৬

নমস্তেহস্ত মহারৌদ্রে মহাঘোর-পরাক্রমে ।

মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়-বিনাশিনি ॥ ১৭

ব্রাহ্মি মাং দেবি দুশ্প্রেক্ষ্যে শত্রুগাং ভয়বর্দ্ধিনি ।

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয়ামগ্নিদেবতা ॥ ১৮

দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈঋত্যাং খড়্গধারিণী ।

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং বায়ুদেবতা ॥ ১৯

উদীচ্যাং দিশি কোবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ।

উর্দ্ধং ব্রাহ্মী চ মাং \* রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা ॥ ২০

এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুগ্ধা শববাহনা ।

জয়া মামগ্রেতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১

অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ।

শিখাং মে দ্রোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধি ব্যবস্থিতা ॥ ২২

\* “উর্দ্ধং ব্রাহ্মী মে” ইতি পাঠান্তরং ।



মালাধরী ললাটে চ ব্রুবোমধ্যে যশস্বিনী ।  
 নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে ॥ ২৩  
 শঙ্খিনী চক্ষুষোন্মধ্যে শ্রোত্রয়োদ্বারবাসিনী ।  
 কপোলৌ কালিকা রক্ষৎ কর্ণমূলে চ শঙ্করী ॥ ২৪  
 নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা ।  
 অধরে চামৃতকলা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ২৫  
 দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কর্ণমধ্যে তু চণ্ডিকা ।  
 ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ ২৬  
 কামাখ্যা চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্বমঙ্গলা ।  
 গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ॥ ২৭  
 নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী ।  
 খড়্গধারিণ্যভো স্কন্ধো বাহু মে বজ্রধারিণী ॥ ২৮  
 হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদঙ্গিকা চাঙ্গুলীস্তথা ।  
 নখান্ সুরেশ্বরী রক্ষৎ কুক্ষৌ রক্ষেন্নরেশ্বরী ॥ ২৯  
 স্তনৌ রক্ষেন্নহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী ।  
 হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ॥ ৩০  
 নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা ।  
 মেট্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাসিনী ॥ ৩১



কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরু মে ঘনবাহনা ।

জজ্ঞে মহাবলা রক্ষেজ্জানু মাধব-নায়িকা ॥ ৩২

গুণ্ফয়োনাঁরসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে চ কোষিকী ।

পাদাজ্জুলীঃ ক্রীধরী চ তলং পাতাল-বাসিনী ॥ ৩৩

নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশৈচবোদ্ধকেশিনী ।

রোমকুপানি কোমারী ত্বেচং যোগেশ্বরী তথা ॥ ৩৪

রক্তং মাংসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্বতী ।

অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩৫

পদ্মাবতী পদ্মকোষে কক্ষে \* চুড়ামণিস্তথা ।

জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসন্ধিসু ॥ ৩৬

শুক্রেং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছল্লেশ্বরী তথা ।

অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী ॥ ৩৭

প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্ ।

বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা ॥ ৩৮

রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী ।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥ ৩৯

---

\* “কক্ষে” ইতি চ পাঠঃ ।



আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্ম্যং রক্ষতু বৈষ্ণবী ।  
 যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥ ৪০  
 গোত্রমিত্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা ।  
 পুত্রান্ রক্ষেন্নহালক্ষ্মী ভাৰ্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী ॥ ৪১  
 ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যাকাং তথা ।  
 মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেদ্ বিজয়া সর্বতঃ স্থিতা ॥ ৪২  
 রক্ষাহীনঞ্চ যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু ।  
 তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি দুর্গে দুর্গাপহারিণি ॥ ৪৩  
 সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ ।  
 ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্ ॥ ৪৪  
 দেব্যাঙ্ক কবচেনৈবমরক্ষিততনুঃ সুখীঃ ।  
 পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদিচ্ছেচ্ছুভমাশ্বনঃ ॥ ৪৫  
 কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে ।  
 তত্র তত্রার্থলাভঃ শ্রাদ্ধ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ ॥ ৪৬  
 যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি লীলয়া ।  
 পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্নোত্যবিকলঃ পুমান্ ॥ ৪৭  
 নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষ্পরাজিতঃ ।  
 ত্রৈলোক্যে চ ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্ ॥ ৪৮



ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ ।  
 যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়াষিতঃ ॥ ৪৯  
 দেবী বশ্যা \* ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ।  
 জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৫০  
 নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বৈ লুতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ ।  
 স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্ বিষম্ ॥ ৫১  
 অভিচারানি সর্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে ।  
 ভুচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ ॥ ৫২  
 সহজাঃ কুলিকা নাগা ডাকিনী শাকিনী তথা ।  
 অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ॥ ৫৩  
 গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ ।  
 ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালাঃ কুস্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৫৪  
 নশ্যন্তি দর্শনাত্তস্য কবচেনাবতো হি যঃ ।  
 মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞ স্তেজোবুদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ॥ ৫৫  
 যশোবুদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্ত্তিবুদ্ধিশ্চ জায়তে ।  
 তস্মাজ্জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে ॥ ৫৬

---

\* “দৈবীকলা” ইতি পাঠান্তরং ।



জপেং সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা কবচমাদিতঃ ।

নিৰ্ব্বিঘ্নেন ভবেং সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপ-সমুদ্ভবা ॥ ৫৭

যাবদ্ব্যমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্ ।

তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং জপকৰ্ত্তুর্হি সন্ততিঃ ॥ ৫৮

দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ।

সংপ্রাপ্নোতি মনুষ্যোহসৌ মহামায়া-প্রসাদতঃ ॥ ৫৯

তত্র গচ্ছতি ভক্তোহসৌ পুনরাগমনং ন হি ।

লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬০

ইতি শ্রীহরিহরব্রহ্ম-বিরচিতং দেব্যাঃ কবচং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দেবী নমঃ, ওঁ সরস্বতী নমঃ, ওঁ বেদব্যাসায়  
নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ । ওঁ তৎসৎ ॥



[ ১৭ ]

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রথমচরিতস্ত ব্রহ্মা ঋষির্মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী  
ছন্দো নন্দা শক্তীরক্তদন্তিকা বীজমগ্নিস্তত্ত্বং, ঋগ্বেদ-  
স্বরূপং, মহাকালীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

মহাকালী-ধ্যানম্

ওঁ খড়্গং চক্র-গদেষু-চাপ-পরিষান্ শূলং ভুজুগ্ধীং শিরঃ

শঙ্খং সন্দধতীং কঠৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষারতাম্ ।

নীলাশ্মদ্যুতিমাস্ত্র-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং

যামস্তোচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হস্তং মধুং কৈটভম্ ॥

মধ্যমচরিতস্ত বিষ্ণুঋষি ম'হালক্ষ্মীদেবতা, উষিক্  
ছন্দঃ, শাকস্তুরী শক্তিদুর্গা বীজং, বায়ুস্তত্ত্বং, যজুর্বেদ-  
স্বরূপং, মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

মহালক্ষ্মী-ধ্যানম্

ওঁ অক্ষত্রক্-পরশুং গদেষু-কুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং

দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্ ।

শূলং পাশমুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং

সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

৩



[ ১৮ ]

উত্তরচরিতন্ত্য রুদ্র ঋষিঃ, সরস্বতী দেবতা, অনুষ্ঠুপ্-  
ছন্দো ভীমা শক্তিভ্রামরী বীজং, সূর্যাস্তত্ত্বং, সামবেদ-  
স্বরূপং, মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

মহাসরস্বতী-ধ্যানম্

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সারকং  
হস্তাজৈ দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশু-তুল্যপ্রভাম্ ।  
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-  
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুস্তাদি-দৈত্যাদিনীম্ ॥

অথ ঋষ্যাদিশ্রাসঃ ॥ ( শিরসি ) ওঁ ব্রহ্মণে  
ঋষয়ে নমঃ, ( মুখে ) ওঁ গায়ত্র্যে ছন্দসে নমঃ, ( হৃদি )  
ওঁ মহাকাল্যে দেবতায়ৈ নমঃ । ( পুনঃ শিরসি ) ওঁ  
বিষ্ণবে ঋষয়ে নমঃ, ( মুখে ) ওঁ উষিহে ছন্দসে নমঃ,  
( হৃদি ) ওঁ মহালক্ষ্ম্যে দেবতায়ৈ নমঃ । ( পুনঃ শিরসি )  
ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ, ( মুখে ) ওঁ অনুষ্ঠুভে ছন্দসে  
নমঃ, ( হৃদি ) ওঁ মহাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ ॥



ওঁ নমস্চণ্ডিকাটয় ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥১

ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যাতনরো যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ ।  
 নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদাদতো মম ॥২  
 মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ ।  
 স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনরো রবেঃ ॥৩  
 স্বারোচিষেহন্তরে পূৰ্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ ।  
 নুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্রিতিমণ্ডলে ॥৪  
 তস্ম্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবোরসান্ ।  
 বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধংসিনস্তথা ॥৫  
 তস্ম্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবল-দণ্ডিনঃ ।  
 ন্যূনৈরপি স তৈযুদ্ধে কোলাবিধংসিভিজিতঃ ॥৬  
 ততঃ স্বপূরমায়াতো নিজদেশাধিপোহভবৎ ।  
 আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৭  
 অমাত্যৈর্ষলিভির্দু'ষ্টৈ দু'র্বলস্য দুরাশ্রুভিঃ ।  
 কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপূরে ততঃ ॥৮  
 ততো মৃগয়াব্যাজেন হতশ্বাম্যঃ স ভূপতিঃ ।  
 একাকী হরমারুহ জগাম গহনং বনম্ ॥৯



স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্বিজবর্যাস্ত্র মেধসঃ ।  
 প্রশান্ত-শ্রাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥১০  
 তস্মৈ কক্ষিং স কালঞ্চ মুনির্ন তেন সংকৃতঃ ।  
 ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥১১  
 সোহচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাক্ষচেতনঃ ॥১২  
 মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ ।  
 মদভৃত্যৈস্তৈরসঙ্কৃতৈর্ধন্যতঃ পাল্যতে ন বা ॥১৩  
 ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ।  
 মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্যতে ॥১৪  
 যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ ।  
 অনুব্রুতিং ধ্রুবং তেহু কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১৫  
 অসম্যগ্-ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বন্তিঃ সততং ব্যয়ম্ ।  
 সঙ্কিতঃ সোহতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৬  
 এতচ্চাত্মসু সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ।  
 তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্রমেকং দদর্শ সঃ ॥১৭  
 স পৃষ্ঠস্তেন কস্তং ভো হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ ।  
 সশোক ইব কস্মাদ্ভ্রং দুর্শনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৮



[ ২১ ]

ইত্যাকৰ্ণ্য বচস্তম্ভ ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ ।  
 প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রজয়াবনতো নৃপম্ ॥১৯

বৈশ্য উবাচ ॥২০

সমাধিনাম বৈশ্যোহহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ।  
 পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥২১  
 বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ ।  
 বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥২২  
 সোহহং ন বেদ্বি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্ ।  
 প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥২৩  
 কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্ ।  
 কথন্তে কিন্নু সদবৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সূতাঃ ॥২৪

রাজোবাচ ॥২৫

যৈর্নিরস্তো ভবান্নু কৈঃ পুত্রদারাভির্ধনৈঃ ।  
 তেষু কিং ভবতঃ স্নেহম্নুবপ্নাতি মানসম্ ॥২৬

বৈশ্য উবাচ ॥২৭

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদগতং বচঃ ।  
 কিং করোমি ন বপ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২৮



যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃশ্লেহং ধনুর্নুর্কৈর্নিরাকৃতঃ ।  
 পতিশ্চজনহৃদঞ্চ হৃদী তেষেব মে মনঃ ॥২৯  
 কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে ।  
 যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিগুণেষপি বন্ধুযু ॥৩০  
 তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্শ্বনশ্চঞ্চ জায়তে ।  
 করোমি কিং যন্ন মনস্তেষুস্প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৩২

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ।  
 সমাধিনাম বৈশ্ণোহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ ৩৩  
 কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্থং তেন সংবিদম্ ।  
 উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুরৈশ্চ-পার্থিবৌ ॥ ৩৪

রাজোবাচ ॥৩৫

ভগবৎস্ত্যামহং প্রক্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ।  
 দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥ ৩৬  
 মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাদ্বেষথিলেষপি ।  
 জানতোহপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ ৩৭  
 অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্জ্বিতঃ ।  
 স্বজনে চ সন্ত্যক্তেষু হৃদী তথাপ্যতি ॥ ৩৮



[ ২৩ ]

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতো ।  
 দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসো ॥ ৩৯  
 তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ।  
 মমাস্ম্য চ ভবত্যেবাহবিবেকান্স্য মূঢ়তা ॥ ৪০

ঋষিরুবাচ ॥৪১

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোবিষয়গোচরে ।  
 বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪১  
 দিবাক্ষাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাবাক্সাস্তথাপরে ।  
 কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪২  
 জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্ ।  
 যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ৪৩  
 জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যন্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ ।  
 মনুষ্যাণাঞ্চ যন্তেষাং তুল্যমন্যং তথোভয়োঃ ॥ ৪৪  
 জ্ঞানেহপি সতি পশ্চৈতান্ পতগাঙ্গাবচক্ষুষু ।  
 কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড়্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৪৫  
 মানুষা মনুজব্যাশ্চ সাভিলাষাঃ সূতান্ প্রতি ।  
 লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নষেতে কিং ন পশ্যসি ॥ ৪৬



তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ ।  
 মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪৮  
 তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ।  
 মহামায়া হরৈশ্চৈতন্তয়া সন্মোহাতে জগৎ ॥ ৪৯  
 জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।  
 বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৫০  
 তয়া বিমূঢ়্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি যুক্তয়ে ॥ ৫১  
 সা বিদ্যা পরমা যুক্তো হেতুভূতা সনাতনী ।  
 সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেশ্বরী ॥ ৫২

রাজোবাচ ॥৫৩

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ।  
 ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কস্মাস্ম্যশ্চ কিং দ্বিজ ॥ ৫৪  
 যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।  
 তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৫৫

ঋষিরুবাচ ॥৫৬

নিতৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ ।  
 তথাপি তৎসমুৎপত্তিৰ্বহুধা শ্রয়তাং মম ॥ ৫৭



[ ২৫ ]

দেবানাং কার্যাসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা ।  
 উৎপন্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৫৮  
 যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকাৰ্ণবীকৃতে ।  
 আস্তীৰ্য্য শেষমভজং কল্লান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৫৯  
 তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধু-কৈটভৌ ।  
 বিষ্ণুর্কর্ণমলোদ্ধূতৌ হস্তং ব্রহ্মাণমুদ্রতৌ ॥ ৬০  
 স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥ ৬১  
 তুষ্ঠাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ৬২  
 বিবোধনার্থায় হরেহ'রিনেত্র-কৃতালয়াম্ ।  
 বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ ॥ ৬৩  
 নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৬৪

ব্রহ্মোবাচ ॥৬৫

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা ।  
 সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ৬৬  
 অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ ।  
 ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ॥ ৬৭



ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥ ৬৮  
 ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমংস্রান্তে চ সর্বদা ॥ ৬৯  
 বিসৃষ্টো সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥ ৭০  
 তথা সংহতিরূপান্তে জগতোহস্ম্য জগন্ময়ে ॥ ৭১  
 মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ ।  
 মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৭২  
 প্রকৃতিস্তু ঋ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ।  
 কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিষ্চ দারুণা ॥ ৭৩  
 ত্বং ত্রীস্তু মীশ্বরী ত্বং হ্রীস্তুং বুদ্ধিবোধ-লক্ষণা ॥ ৭৪  
 লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্তুং শান্তিঃ ক্রান্তিরেব চ ॥ ৭৫  
 খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা ।  
 শঙ্খিনী চাপিনী বাণ-ভূশুণ্ডী-পরিঘায়ুধা ॥ ৭৬  
 সৌম্যা সৌম্যতরশেষ-সৌম্যোভ্যন্তু তিস্মন্দরী ।  
 পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৭৭  
 যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে ।  
 তস্মৈ সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ৭৮  
 যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাহতি যো জগৎ ।  
 সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৭৯



বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ ।

কারিতান্তে যতোহতস্তাংকঃস্তোতুংশক্তিমান্ভবেৎ ॥ ৮০

স। ত্বমিথং প্রভাবৈঃ স্নৈ-রুদারৈর্দেবি সংস্তুতা ।

মোহরৈতো দুরাধর্ষাবসুরো মধু-কৈটভো ॥ ৮১

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ।

বোধশ্চ ক্রিয়তামস্ম্য হন্তুমেতো মহাসুরো ॥ ৮২

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৩

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ॥ ৮৪

বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধু-কৈটভো ।

নেত্রাস্ত্র-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ ॥ ৮৫

নির্গম্য দর্শনে তস্মৌ ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৮৬

উত্তস্মৌ চ জগন্নাথ স্তয়া মুক্তো জনাৰ্দনঃ ।

একার্ণবেহিংশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তো ॥ ৮৭

মধু-কৈটভো দুরাত্মানাবতিবীৰ্য্যপরাক্রমো ।

ক্রোধরক্তেক্ষণাবভুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্রমো ॥ ৮৮

সমুখায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ ।

পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভূঃ ॥ ৮৯



তাবপ্যতিবলোন্মত্তো মহামায়াবিমোহিতো ॥ ৯০  
উক্তবন্তো বরোহস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯১

ভগবানুবাচ ॥ ৯২

ভবেতামদ্য মে তুষ্ঠৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৩  
কিমন্তেন বরণেত্র এতাবদ্ধিঃস্বতং মম ॥ ৯৪

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৫

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ৯৬  
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ ৯৭  
( প্রীতো স্ব স্তব যুদ্ধেন জ্ঞায্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ ) ।  
আবাং জহি ন যত্রোৰ্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥ ৯৮

ঋষিরুবাচ ॥ ৯৯

তথৈত্যুত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভূতা ॥ ১০০  
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০১  
এবমেবা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্কৃতা স্বয়ম্ ॥ ১০২  
প্রভাবমস্ত্যা দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৩

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সার্বণিকে মহন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে  
মধু-কৈটভবধঃ ॥ ১ অঃ



## ঋষিরূবাচ ॥ ১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমদশতং পুরা ।  
 মহিষেহসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২  
 তত্রাসুরৈর্নহাবীর্যো দেবসৈন্ত্যং পরাজিতম্ ।  
 জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোহভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৩  
 ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্ ।  
 পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধ্বজো ॥ ৪  
 যথা বৃত্তং তরোস্তদ্বন্মহিষাসুর-চেষ্টিতম্ ।  
 ত্রিদশাঃ কথয়ামাসু দেবাভিভব-বিস্তরম্ ॥ ৫  
 সূর্যোন্মাদ্গ্যানিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ ।  
 অন্ত্রোষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬  
 স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি ।  
 বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৭  
 এতদ্ বঃ কথিতং সর্বমমরারি-বিচেষ্টিতম্ ।  
 শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৮  
 ইথং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।  
 চকার কোপং শস্তুশ্চ ভৃকুটী-কুটিলাননো ॥ ৯



ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনান্ততঃ ।  
 নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০  
 অন্তেষাক্ষৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।  
 নির্গতং সুমহত্তেজস্তচৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১১  
 অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিব পৰ্বতম্ ।  
 দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১২  
 অতুলং তত্র তত্তেজঃ সৰ্বদেব-শরীরজম্ ।  
 একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্রিষা ॥ ১৩  
 যদভূচ্ছান্তবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্ ।  
 যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১৪  
 সৌম্যেন স্তনয়োযুগ্মং মধ্যাক্ষৈর্দ্রেণ চাভবৎ ।  
 বারুণেন চ জজ্যেহু নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৫  
 ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোহর্কতেজসা ।  
 বসূনাঞ্চ করঙ্গুল্যাঃ কোবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৬  
 তশ্চাস্ত দন্তাঃ সন্তুতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ।  
 নয়ন-ত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৭  
 অরবৌ চ সন্ধায়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ ।  
 অন্তেষাক্ষৈব দেবানাং সন্তবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮



[ ৩১ ]

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্ভবাম্ ।  
 তাং বিলোক্য যুদং প্রাপুরমরা মহিষাদিতাঃ ॥ ১৯  
 শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃত্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধ্বক্ ।  
 চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাত্ত স্বচক্রতঃ ॥ ২০  
 শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ ।  
 যাক্ষতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২১  
 বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাত্ত কুলিশাদমরাধিপঃ ।  
 দদৌ তস্মৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদাজাৎ ॥ ২২  
 কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ ।  
 প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুন্ম ॥ ২৩  
 সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ ।  
 কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্মাশ্চক্ষ্ম চ নিশ্মলম্ ॥ ২৪  
 ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ।  
 চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৫  
 অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ুরান্ সর্ববাহুযু ।  
 নূপুরো বিমলৌ তদ্বদ্ গৈবেয়কমনুভ্রমম্ ॥ ২৬  
 অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি সমস্তাশ্বজুলীযু চ ॥ ২৭



বিশ্বকর্মা দদৌ তস্মৈ পরশুক্ষাতিনির্মলম্ ।  
 অস্ত্রাণ্যনেকরূপানি তথাহভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥ ২৮  
 অগ্নানপক্কজাং মালাং শিরস্তু্যরসি চাপরাম্ ।  
 অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পক্কজক্ষাতিশোভনম্ ॥ ২৯  
 হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ।  
 দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ ৩০  
 শেষাশ্চ সর্বনাগেশো মহামণি-বিভূষিতম্ ।  
 নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৩১  
 অনৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ।  
 সম্মানিতা ননাদৌচৈঃ সাট্টহাসং মুহুমুহুঃ ॥ ৩২  
 তস্মা নাদেন ঘোরেণ কুংস্রমাপুরিতং নভঃ ।  
 অমায়তাহতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভুং ॥ ৩৩  
 চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।  
 চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩৪  
 জয়েতি দেবাশ্চ যুদা তামুচুঃ সিংহবাহিনীম্ ।  
 তুষ্টুর্নয়শ্চৈনাং ভক্তিনত্নাত্মমূর্তয়ঃ ॥ ৩৫  
 দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ।  
 সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তমুরুদায়ুধাঃ ॥ ৩৬



আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভ্য মহিষাসুরঃ ।  
 অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ ॥ ৩৭  
 স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্রিষা ।  
 পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্ ॥ ৩৮  
 ক্রোভিতাশেষ-পাতালাং ধনুর্জ্যা-নিষ্বনেন তাম্ ।  
 দিশো ভুজসহশ্ৰেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥ ৩৯  
 ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ ।  
 শস্ত্রাশ্চৈবহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৪০  
 মহিষাসুর-সেনানীশ্চক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ।  
 যুযুধে চামরশ্চাত্মৈশ্চতুরঙ্গবলাধিতঃ ॥ ৪১  
 রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্ৰাখ্যো মহাসুরঃ ।  
 অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহশ্ৰেণ মহাহনুঃ ॥ ৪২  
 পঞ্চাশদ্বিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ।  
 অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাঙ্কলো যুযুধে রণে ॥ ৪৩  
 গজবাজি-সহশ্ৰৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ।  
 বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥ ৪৪  
 বিড়ালাক্ষৌহযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্বিরথায়ুতৈঃ ।  
 যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৫



অন্যে চ তত্রায়ুতশো রথ-নাগ-হরৈবতাঃ ।  
 যুযুধে সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥ ৪৬  
 কোটি-কোটি-সহস্রৈশ্চ রথানাং দন্তিনাং তথা ।  
 হরানাক্ষং বতো যুদ্ধে তত্রাভূমহিষাসুরঃ ॥ ৪৭  
 তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভি মুসলৈস্তথা ।  
 যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গাঃ পরশু-পাট্টিশৈঃ ॥ ৪৮  
 কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তিীঃ কেচিং পাশাংস্তথাপরে ।  
 দেবীং খড়্গপ্রহারৈশ্চ তে তাং হস্তং প্রচক্রযুঃ ॥ ৪৯  
 সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্তানি চণ্ডিকা ।  
 লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্তবর্ষিণী ॥ ৫০  
 অনায়স্তাননা দেবী স্তূরমানা সুরর্ষিভিঃ ।  
 মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্তানি চেশ্বরী ॥ ৫১  
 সোহপি ক্রুদ্ধো ধূতসটো দেব্যা বাহনকেসরী ।  
 চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হতাশনঃ ॥ ৫২  
 নিঃশ্বাসান্মুখে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেহম্বিকা ।  
 ত এব সত্যঃ সন্তুতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৫৩  
 যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসি-পাট্টিশৈঃ ।  
 নাশয়ন্তোহসুরগগান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ৫৪



অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে ।  
 মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥ ৫৫  
 ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ।  
 খড়্গাদিভিঃ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৫৬  
 পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বন-বিমোহিতান্ ।  
 অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষত\* ॥ ৫৭  
 কেচিদ্ধিধাকৃতাস্তীক্লেঃ খড়্গপাতৈস্তথাহপরে ।  
 বিপোখিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥ ৫৮  
 বেমুশ্চ কেচিদ্ধধিরং মুসলেন ভৃশং হতাঃ ।  
 কেচিনিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ৫৯  
 নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্গাজিরে ।  
 সেনানুকারণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্তিদশাদনাঃ ॥ ৬০  
 কেশাঙ্কিহাবশ্চিন্নাশ্চিন্নগ্রীবাস্তথাহপরে ।  
 শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ ৬১  
 বিচ্ছিন্নজজ্ঞাস্তপরে পেতুরুর্য্যাং মহাসুরাঃ ।  
 এক-বাহুবক্ষি-চরণাঃ কেচিদেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ ॥ ৬২  
 ছিন্নেহপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥ ৬৩

---

\* চাতানকর্ষয় ইত্যপি পাঠঃ ।



কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ।  
 ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তুর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥ ৬৪  
 কবন্ধাশ্চিন্নশিরসঃ খড়্গাশক্ত্যুষ্টিপাণয়ঃ ।  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্তো মহাসুরাঃ ॥ ৬৫  
 পাতিতৈ রথনাগাশ্চৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা ।  
 অগম্যা সাহভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ॥ ৬৬  
 শোণিতৌঘা মহানতঃ সত্তস্তত্র বিস্মৃশ্রবুঃ ।  
 মধ্যে চাসুরসৈন্যস্ত বারণাসুর-বাজিনাম্ ॥ ৬৭  
 ক্রণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাস্থিকা ।  
 নিন্তো ক্রয়ং যথা বহিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৮  
 স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ ।  
 শরীরেভ্যোহমরারীণামসূনিব বিচিহ্নতি ॥ ৬৯  
 দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ ।  
 যথেষাং তুতুযুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৭০

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বর্গিকে মহন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে  
 মহিষাসুরসৈন্যবধঃ ॥ ২ অঃ ॥



## ঋষিরূবাচ ॥ ১

নিহন্ত্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ ।  
 সেনানীশ্চিহ্নুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধু মথাম্বিকাম্ ॥২  
 স দেবীং শরবর্ষণে ববর্ষ সমরেহসুরঃ ।  
 যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোরবর্ষণে তোরদঃ ॥৩  
 তস্ম্য ছিদ্ভা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোংকরান্ ।  
 জঘান তুরগান্ বাণৈর্ঘস্তারকৈব বাজিনাম্ ॥৪  
 চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সত্তো ধ্বজকাতিসমুচ্ছিতম্ ।  
 বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫  
 স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।  
 অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোহসুরঃ ॥ ৬  
 সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি ।  
 আজঘান ভূজে সবে্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৭  
 তস্ম্যাং খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন ।  
 ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৮  
 চিক্লেপ চ ততস্তত্ত্ব ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ ।  
 জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিশ্বমিবাম্বরং ॥ ৯



দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত ।  
 তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥ ১০  
 হতে তস্মিন্ মহাবীর্যো মহিষস্ত চমূপতো ।  
 আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশাৰ্দনঃ ॥ ১১  
 সোহপি শক্তিং যুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা ক্রতম্ ।  
 হৃক্ষরাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিশ্চাভাম্ ॥ ১২  
 ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমম্বিতঃ ।  
 চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১৩  
 ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুন্তান্তরস্থিতঃ ।  
 বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৪  
 যুধ্যমানো ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতো ।  
 যুযুধাতেহতিসংরক্কৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৫  
 ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা ।  
 করপ্রহারেণ শির-শ্চামরস্ত পৃথক্ কৃতম্ ॥ ১৬  
 উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভিহতঃ ।  
 দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৭  
 দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চ র্ণয়ামাস চোদ্ধতম্ ।  
 বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাৰ্ব্বং তথাস্ককম্ ॥ ১৮



উগ্রাস্ত্রমুগ্রবীৰ্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুন্ম ।  
 ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৯  
 বিড়ালস্ত্রাসিনা কায়াং পাতয়ামাস বৈ শিরঃ ।  
 দুৰ্দ্ধরং দুমুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিহ্নে যমক্ষয়ন্ ॥ ২০  
 এবং সংক্ষীরমাণে তু স্বসৈন্তে মহিষাসুরঃ ।  
 মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গগান্ ॥ ২১  
 কাংশ্চিদ্ভুগু-প্রহারেণ খুরক্ষৈপৈস্তথাপরান্ ।  
 লাজ্জলতাড়িতাংশ্চাত্মান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥ ২২  
 বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ ।  
 নিঃশ্বাস-পবনেনাত্মান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩  
 নিপাত্য প্রমথানীক-মভ্যধাবত সোহিসুরঃ ।  
 সিংহং হস্তং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোহশ্বিকা ॥ ২৪  
 সোহপি কোপান্মহাবীৰ্য্যঃ খুরক্ষুগ্নমহীতলঃ ।  
 শৃঙ্গাভ্যাং পৰ্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৫  
 বেগভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা মহী তস্ম্য ব্যশীৰ্যত ।  
 লাজ্জলেনাহতশ্চাক্ষিঃ প্লাবয়ামাস সৰ্বতঃ ॥ ২৬  
 ধূতশৃঙ্গ-বিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুৰ্ঘনাঃ ।  
 শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুৰ্নভসোহচলাঃ ॥ ২৭



ইতি ক্রোধসমাধাতমাপতন্তুং মহাসুরম্ ।  
 দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাহকরোং ॥ ২৮  
 সা ক্ষিপ্ত্বা তন্তু বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্ ।  
 তত্যাজ মাহিষং রূপং সোহপি বন্ধো মহামৃধে ॥ ২৯  
 ততঃ সিংহোভবৎ সত্তো যাবত্তন্ত্যান্বিকা শিরঃ ।  
 ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩০  
 তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ ।  
 তং খড়্গচৰ্ম্মণা সাক্ষং ততঃ সোহভূন্নহাগজঃ ॥ ৩১  
 করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকষ জগজ্জ চ ।  
 কষতন্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকন্তত ॥ ৩২  
 ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ ।  
 তথৈব ক্লেভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৩  
 ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।  
 পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৪  
 ননর্দ চাসুরঃ সোহপি বলবীৰ্য্যমদোদ্ধতঃ ।  
 বিবাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৫  
 সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোংকরৈঃ ।  
 উবাচ তং মদোদ্ধূত-মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৬



[ ৪১ ]

দেব্যাচ ॥ ৩৭

গর্জ্জ গর্জ্জ ঋণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।  
 ময়া ত্বয়ি হতেহত্রেব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৮

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারুঢ়া তং মহাসুরম্ ।  
 পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলে নৈন-মতাড়য়ৎ ॥ ৪০  
 ততঃ সোহপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ ।  
 অর্ধনিজ্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১  
 অর্ধনিজ্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ ।  
 তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিদ্ধা নিপাতিতঃ ॥ ৪২  
 ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ ।  
 প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৩  
 তুষ্টবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ ।  
 জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাম্বরোগণাঃ ॥ ৪৪

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বাণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে  
 মহিষাসুরবধঃ ॥ ৩ অঃ



ঋষিরূবাচ ॥ ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেহতিবীৰ্য্যে,  
 তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা ।  
 তাং তুষ্টুৰুঃ প্রণতিনত্রিশিরোধরাংসা,  
 বাগ্ভিঃ প্রহর্ষ-পুলকোদগম-চারুদেহাঃ ॥২  
 দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা,  
 নিঃশেষদেবগণ-শক্তিসমূহমূর্ত্যা ।  
 তামম্বিকামখিল-দেবমহর্ষি-পূজ্যাং,  
 ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥৩  
 যন্ত্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো-  
 ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তু মলং বলঞ্চ ।  
 সা চণ্ডিকাখিল-জগৎপরিপালনায়,  
 নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৪  
 যা শ্রীঃ স্বয়ং স্কৃতিনাং ভবনেষলক্ষ্মীঃ  
 পাপাত্মনাং, কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ।  
 ব্রহ্মা সতাং কুলজনপ্রভবন্ত্য লজ্জা,  
 তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫



কিং বর্ণয়াম তবরূপমচিন্ত্যমেতৎ,

কিঞ্চাতিবীৰ্য্যমসুরক্ষয়কারি ভুরি ।

কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি

সৰ্বেষু দেব্যসুর-দেবগণাদিকেষু ॥ ৬

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাহপি দোষৈ-

র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্তুমায়া ॥ ৭

যন্ত্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন

তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি ।

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণন্ত্য চ তৃপ্তিহেতু-

রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

যা যুক্তিহেতু রবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ,

অভ্যাস্তসে সুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসারৈঃ ।

মোক্ষার্থিভিমু নিভি-রন্তসমস্তদোষৈ-

র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯



শকাখিকা স্রুবিমলর্গ্যজুবাং নিধান-

মুদগীথরম্য\*-পদ-পাঠবতাক্ষ সান্নাম্ ।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়,

বার্ত্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥ ১০

মেধাহসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা,

দুর্গাহসি দুর্গ-ভবসাগরনোরসঙ্গা ।

শ্রীঃ কৈটভারি-হৃদয়েক-কৃতাধিবাসা,

গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-

বিশ্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্ ।

অত্যদ্ভুতং প্রহতমাপ্তরুবা তথাপি,

বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১২

দৃষ্ট্বা তু দেবি ! কুপিতং ভৃকুটীকরাল-

মুদ্রচ্ছশাক্সদৃশচ্ছবি যন্ন সত্বঃ ।

প্রাণান্নুমোচ মহিষস্তদতীৰ চিত্রং,

কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তক-দর্শনেন ॥ ১৩

---

\* উদগীত—ইত্যপি পাঠঃ ।



দেবী প্রসাদ পরমা ভবতী ভবায়,

সন্তো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি ।

বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদন্তমেত-

ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরশ্চ ॥ ১৪

তে সম্বতা জনপদেষু ধনানি তেষাং,

তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ ।

ধন্যাস্ত এব নিভৃতাঅজভৃত্যদারা,

যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কস্মা-

ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সূকৃতী কুরুতি ।

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-

ল্লোকত্রয়েহপি ফলদা ননু দেবি ! তেন ॥ ১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতি মশেষজন্তোঃ,

স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীৰ শুভাং দদাসি ।

দারিদ্র্য-দুঃখভয়-হারিণি কা ত্বদন্যা

সর্বোপকার-করণায় সদাচ্চিত্তা ॥ ১৭

এভিহঁতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে

কুর্ষন্ত নাম নরকায় চিরায় পাপম্ ।



সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্তু,

মত্বেতি নুনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

\*দৃষ্টে<sup>১</sup>ব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম,

সর্ষাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ।

লোকান্ প্রয়াস্তু রিপবোহপি হি শস্ত্রপূতা,

ইথং মতির্ভবতি তেষপি তেহতিসাস্বী ॥ ১৯

খড়াপ্রভা-নিকর-বিস্ফুরণৈস্তথোত্রৈঃ,

শূলাগ্রেকান্তি-নিবহেন দৃশোহসুরাণাম্ ।

যন্নাগতা বিলয়-মংশুমদিদুখণ্ড-

যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

দুর্ভবভ্রতশমনং তব দেবি ! শীলং,

রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ ।

বীর্যঞ্চ হন্তু হতদেবপরাক্রমাণাং,

বৈরিষপি প্রকটীতৈব দয়া ত্বয়েখম্ ॥ ২১

কেনোপমা ভবতু তেহস্ম পরাক্রমস্ম,

রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র ।

---

\* দৃষ্ট্যেবেতি পাঠান্তরম্ ।



[ ৪৭ ]

চিহ্নে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা,

ত্বয্যেব দেবি ! বরদে ! ভুবনত্রয়েহপি ॥ ২২

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন,

ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেহপি হত্বা ।

নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যাপাস্ত-

মস্মাকমুন্মদ-সুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩

শূলেন পাহি নো দেবি ! পাহি খড়্গেন চাশ্বিকে ।

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে ।

ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরশ্যাং তথেশ্বরী ॥ ২৫

সৌম্যানি যানি রূপানি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে ।

যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ২৬

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেহশ্বিকে ।

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥ ২৭

ঋষিরুবাচ ॥ ২৮

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ ।

অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ২৯



[ ৪৮ ]

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্ দিব্যৈ ধূ পৈস্তু ধূপিতা ।  
প্রাহ প্রসাদ-সুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥ ৩০

দেব্যাচ ॥ ৩১

ত্রিযতাং ত্রিদশাঃ সর্বৈ যদস্মত্তোহভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৩২  
( দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা ॥ )

দেবা উচুঃ ॥ ৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ।  
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৪  
যদি বাপি বরো দেয়স্তুর্যাস্মাকং মহেশ্বরি ।  
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩৫  
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে ।  
তস্য বিতর্কিবিভবৈর্ধনদারাদি-সম্পদাম্ ॥ ৩৬  
বুদ্ধয়েহস্মৎ প্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাস্বিকে ॥ ৩৭

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোহর্থে তথাত্মনঃ ।  
তথৈতু্যঙ্কা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯



[ ৪৯ ]

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সন্তুতা সা যথা পুরা ।  
 দেবী দেবশরীরেভ্যো জগন্ময়হিতৈষিনী ॥ ৪০  
 পুনশ্চ গৌরী-দেহা সা সমুদ্ভূতা যথাইভবৎ ।  
 বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুভ-নিশুভয়োঃ ॥ ৪১  
 রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী ।  
 তচ্ছৃণু ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ৪২

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বণিকে মহাস্তরে দেবীমাহাত্ম্যে  
 শত্ৰোদিস্ততিঃ ॥ ৪ অঃ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

পুরা শুভ-নিশুভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ ।  
 ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ২  
 তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্ ।  
 কোবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ ৩  
 তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকস্ম চ ।  
 ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥ ৪  
 হতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ।  
 মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৫



তয়াম্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাংখিলাঃ ।  
 ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬  
 ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।  
 জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টবুঃ ॥ ৭

দেবা উচুঃ ॥৮

নমো দেবৈষ্য মহাদেবৈষ্য শিবায়ে সততং নমঃ ।  
 নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯  
 রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।  
 জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০  
 কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুশ্মো\* নমো নমঃ ।  
 নৈখ্যৈ ভূভুতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১  
 দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।  
 খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূত্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২  
 অতিসৌম্য্যতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্মৈ নমো নমঃ ।  
 নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেবৈষ্য কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩

---

\* কুশ্মো—ইত্যপি পাঠঃ ।



যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥১৪ নমস্তস্মৈ ॥১৫ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৬

যা দেবী সর্বভূতেষু চৈতন্যরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥১৭ নমস্তস্মৈ ॥১৮ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৯

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥২০ নমস্তস্মৈ ॥২১ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২২

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥২৩ নমস্তস্মৈ ॥২৪ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২৫

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥২৬ নমস্তস্মৈ ॥২৭ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২৮

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষায়রূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥২৯ নমস্তস্মৈ ॥৩০ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩১

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥৩২ নমস্তস্মৈ ॥৩৩ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩৪

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥৩৫ নমস্তস্মৈ ॥৩৬ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩৭

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ ॥৩৮ নমস্তস্মৈ ॥৩৯ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৪০



যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৪১ নমস্তস্যৈ ॥৪২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৩  
 যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৪৪ নমস্তস্যৈ ॥৪৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৬  
 যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৪৭ নমস্তস্যৈ ॥৪৮ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৯  
 যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৫০ নমস্তস্যৈ ॥৫১ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫২  
 যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৫৩ নমস্তস্যৈ ॥৫৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৫  
 যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৫৬ নমস্তস্যৈ ॥৫৭ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৮  
 যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৫৯ নমস্তস্যৈ ॥৬০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬১  
 যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৬২ নমস্তস্যৈ ॥৬৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬৪  
 যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।  
 নমস্তস্যৈ ॥৬৫ নমস্তস্যৈ ॥৬৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬৭



[ ৫০ ]

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ ॥৬৮ নমস্তস্যৈ ॥৬৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭০

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ ॥৭১ নমস্তস্যৈ ॥৭২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৩

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্যৈ ॥৭৪ নমস্তস্যৈ ॥৭৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৬

ইন্দ্রিয়গামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা ।

ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যা নমো নমঃ ॥৭৭

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।

নমস্তস্যৈ ॥৭৮ নমস্তস্যৈ ॥৭৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূৰ্বমভীষ্টসংশ্রয়া-

ভুত্যা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা ।

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী,

শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্ত চাপদঃ ॥৮১

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-

রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্ম্যতে ।

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ,

সৰ্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥৮২



## ঋষিরূবাচ ॥ ৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ৱতী ।  
 স্নাতুমভ্যাঘযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ! ॥৮৪  
 সাত্রবীতান্ সুরান্ সুজ্জ্বলবহ্নিঃ স্তূয়তেহত্র কা ।  
 শরীরকোষতচ্চাস্মাঃ সমুদ্ভূতাববীচ্ছিবা ॥৮৫  
 স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুভ্তদৈত্যনিরাকৃতেঃ ।  
 দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুন্তেন পরাজিতৈঃ ॥৮৬  
 শরীরকোষাদ্ যত্তস্যঃ পার্ৱত্যা নিঃসৃতান্বিকা ।  
 কোষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥৮৭  
 তস্যাং বিনির্গতায়ান্ত্ব কৃষ্ণাভুং সাপি পার্ৱতী ।  
 কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতান্ধরা ॥৮৮  
 ততোহন্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্ ।  
 দদর্শ চণ্ডো যুগুশ্চ ভূত্যো শুভ-নিশুন্তয়োঃ ॥৮৯  
 তাভ্যাং শুভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা ।  
 কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ! ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৯০  
 নৈব তাদৃক্ কচিদ্ৰূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্ ।  
 জায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহতাক্ষাসুরেশ্বর ! ॥৯১



স্ত্রীরত্নমতিচার্ভঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্তিষা ।  
 সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র ! তাং ভবান্ দ্রষ্টু মইতি ॥৯২  
 যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো ।  
 ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভাস্তি তে গৃহে ॥৯৩  
 ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাং ।  
 পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥৯৪  
 বিমানং হংসসংযুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে ।  
 রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোহদ্ভুতম্ ॥৯৫  
 নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরং ।  
 কিঞ্জলিনীং দদৌ চাক্রির্মানামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৯৬  
 ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনশ্রাবি তিষ্ঠতি ।  
 তথায়ং স্মন্দনবরো যঃ পুরাসীং প্রজাপতেঃ ॥৯৭  
 মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ! ত্বয়া হতা ।  
 পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুষ্টব পরিগ্রহে ॥৯৮  
 নিশুন্তুম্যাক্রিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ।  
 বহিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী ॥৯৯  
 এবং দৈত্যেন্দ্র ! রত্নানি সমস্তান্যাহতানি তে ।  
 স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহতে ॥১০০



[ ৫৬ ]

ঋষিরূবাচ ॥ ১০১

নিশম্যোতি বচঃ শুভ্রঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ।  
 প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥১০২  
 ইতি চেতি চ বক্তব্য্য সা গত্বা বচনান্মম ।  
 যথা চাভ্যোতি সংপ্ৰীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥১০৩  
 স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেহতিশোভনে ।  
 সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষং মধুরয়া গিরা ॥১০৪

দূত উবাচ ॥ ১০৫

দেবি ! দৈত্যেশ্বরঃ শুভ্রত্ৰৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ।  
 দূতোহহং প্রেষিতস্তেন ত্বংসকাশমিহাগতঃ ॥১০৬  
 অব্যাহতাজ্ঞঃ সৰ্ব্বানু যঃ সদা দেবযোনিষু ।  
 নির্জিতাখিল-দৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ তৎ ॥১০৭  
 মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ ।  
 যজ্ঞভাগানহং সৰ্ব্বানুপাশ্লামি পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৮  
 ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ ।  
 তথৈব গজরত্নানি হত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥১০৯



[ ৫৭ ]

ক্ষীরোদমথনোদ্ধৃতমশ্বরভ্রং মমামরৈঃ ।

উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥১১০

যানি চান্ধানি দেবেষু গন্ধর্বেষু রগেষু চ ।

রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥১১১

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি ! লোকে মন্যামহে বরম্ ।

স। ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভূজো বরম্ ॥১১২

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুন্তমুরুবিক্রমম্ ।

ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি ! রত্নভূতাহসি বৈ যতঃ ॥১১৩

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্যাসে মৎপরিগ্রহাৎ ।

এতদ্বুক্ত্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥১১৪

ঋষিরুবাচ ॥ ১১৫

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ ।

দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্ষ্যতে জগৎ ॥১১৬

দেবুবাচ ॥ ১১৭

সত্যযুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্রয়োদিতম্ ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শূন্তোনিশুন্তশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১১৮

কিন্তুত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্ ।

শ্রয়তামল্লবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥১১৯



[ ৫৮ ]

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি ।  
 যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভক্তা ভবিষ্যতি ॥১২০  
 তদাগচ্ছতু শুভোহত্র নিশুভো বা মহাসুরঃ ।  
 মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্নাতু মে লঘু ॥১২১

দূত উবাচ ॥ ১২২

অবলিপ্তাহসি মৈবং ত্বং দেবি ! ক্রহি যমাগ্রতঃ ।  
 ত্রৈলোক্যে কঃপুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুভ-নিশুভয়োঃ ॥১২৩  
 অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি ।  
 তিষ্ঠন্তি সন্মুখে দেবি ! কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥১২৪  
 ইন্দ্রাঢ়াঃ সকলা দেবাস্তস্মুর্যেষাং ন সংযুগে ।  
 শুভাদীনাং কথং তেবাং স্ত্রী প্রয়ান্ত্যসি সন্মুখম্ ॥১২৫  
 সা ত্বং গচ্ছ মরৈবোক্তা পার্শ্বং শুভ-নিশুভয়োঃ ।  
 কেশাকর্ষণ-নির্দ্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥১২৬

দেব্যুবাচ ॥ ১২৭

এবমেতদ্ বলী শুভো নিশুভশ্চাতিবীর্যবান্ ।  
 কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥১২৮



[ ৫০ ]

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ ।

তদাচক্ষ্যাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥১২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বগ্নিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে

দেব্যা দূতসংবাদঃ ॥ ৫ অঃ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোহমর্ষপূরিতঃ ।

সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২

তস্ম্য দূতস্ম্য তদাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ ।

সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানাংমধিপং ধূত্রলোচনম্ ॥ ৩

হে ধূত্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্য-পরিবারিতঃ ।

তামানয় বলাদুষ্টাং কেশাকর্ষণ-বিহ্বলাম্ ॥ ৪

তৎপরিব্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেহপরঃ ।

স হন্তব্যোহমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ॥ ৫

ঋষিরুবাচ ॥ ৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূত্রলোচনঃ ।

বৃতঃ ষষ্ঠ্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৭

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচল-সংস্থিতাম্ ।

জগাদৌচৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুভ-নিশুভয়োঃ ॥ ৮



[ ৬০ ]

ন চেৎ প্রীত্যাচ্চ ভবতী মন্ডুক্তারমুপৈষ্যতি ।  
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলান্ ॥ ৯

দেবুবাচ ॥১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ ।  
বলান্নয়সি মাম্বেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥ ১১

ঋষিরুবাচ ॥১২

ইত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ ।  
হৃদ্ধারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাশ্বিকা ততঃ ॥ ১৩  
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাস্বিকাম্ ।  
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্লেস্তথা শক্তি-পরশ্বধৈঃ ॥ ১৪  
ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সূভৈরবম্ ।  
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ ॥ ১৫  
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্ত্রেন চাপরান্ ।  
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যাজ্জঘান সুমহাসুরান্ ॥ ১৬  
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নথৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী ।  
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭  
বিচ্ছিন্ন-বাহুশিরসঃ কৃতাস্ত্রেন তথাপরে ।  
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেবাং ধুতকেশরঃ ॥ ১৮



[ ৬১ ]

ক্ষণেন তদ্ বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা ।  
 তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিণা ॥ ১৯  
 শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূত্ললোচনম্ ।  
 বলঞ্চ ক্ষয়িতং কুৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥ ২০  
 চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।  
 আজ্ঞাপয়ামাস চ তো চণ্ডমুণ্ডো মহাসুরো ॥ ২১  
 হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহ্নৈঃ পরিবারিতৌ ।  
 তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২  
 কেশেষাক্ষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।  
 তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিহন্যতাম্ ॥ ২৩  
 তস্মাং হতায়াং দুষ্ঠায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে ।  
 শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথান্বিকাম্ ॥ ২৪

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে

শুভনিশুভসেনানী-ধূত্ললোচনবধঃ ॥৬ অঃ



## ঋষিরূবাচ ॥১

আজ্ঞাপ্তাস্ত ততো দৈত্যাশ্চগুমুগুপুরোগমাঃ ।  
 চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যাত্তায়ুধাঃ ॥ ২  
 দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্ ।  
 সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩  
 তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চকুরুতাতাঃ ।  
 আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪  
 ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরশ্বিকা তানরীন্ প্রতি ।  
 কোপেন চাস্ত্যা বদনং মসীবর্ণমভূতদা ॥ ৫  
 ভ্র(ভ)কুটী-কুটিলাভ্রস্ত্যা ললাট-ফলকাদ্ দ্রুতম্ ।  
 কালী করালবদনা বিনিক্ষান্তাসিপাশিনী ॥ ৬  
 বিচিত্র-খট্ভাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।  
 দ্বীপিচর্ম-পরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭  
 অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললন-ভীষণা ।  
 নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপুরিতদিঙ্খুখা ॥ ৮  
 সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্ ।  
 সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্ বলম্ ॥ ৯



[ ৬৩ ]

পাশ্বিগ্রোহাকুশ-গ্রোহি-যোধঘণ্টা-সমম্বিতান্ ।  
 সমাদারৈকহস্তেন মুখে চিক্কেপ বারণান্ ॥ ১০  
 তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ ।  
 নিক্শিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চৰ্ঘয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১  
 একং জগ্রোহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্ ।  
 পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১২  
 তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাশস্ত্রাণি তথাস্মরৈঃ ।  
 মুখেন জগ্রোহ রুধা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥ ১৩  
 বলিনাং তদ্ বলং সৰ্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্ ।  
 মমদাভক্ষয়চ্চাত্যানত্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ॥ ১৪  
 অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ ।  
 জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৫  
 ক্ষণেন তদ্ বলং সৰ্বমসুরাণাং নিপাতিতম্ ।  
 দৃষ্ট্বা চণ্ডোহভিহুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥ ১৬  
 শরবর্ষেমাভ্যমভীমৈভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ ।  
 ছাদয়ামাস চক্রেচ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭  
 তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তনুখম্ ।  
 বভূৰ্যথার্কবিশ্বানি সুবহুনি ঘনোদরম্ ॥ ১৮



ততো জহাসাতিরুশা ভীমং ভৈরবনাদিনী ।  
 কালী করালবক্ত্রান্তদুর্দর্শ-দশনোজ্জ্বলা ॥ ১৯  
 উথায় চ মহাসিংহং \* দেবী চণ্ডমধাবত ।  
 গৃহীত্বা চাস্ম্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ ২০  
 অথ মুণ্ডোহপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্ ।  
 তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুশা ॥ ২১  
 হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্ ।  
 মুণ্ডঞ্চ স্তুমহাবীৰ্য্যং দিশৌ ভেজে ভরাতুরম্ ॥ ২২  
 শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ ।  
 প্রাহ প্রচণ্ডাটুহাস-মিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥ ২৩  
 ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশু ।  
 যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৪

ঋষিরুবাচ ॥ ২৫

তাবানীতো ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ।  
 উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥ ২৬

---

\* মহাসিং হং—ইত্যপি পাঠঃ ।



[ ৬৫ ]

যস্মাচ্চণ্ডঃ মুণ্ডঃ গৃহীত্বা ত্রমুপাগতা ।

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মহন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে

চণ্ডমুণ্ডবধঃ ॥ ৭ অঃ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে ।

বহ্নেযু চ সৈন্যেযু ক্রয়িতেষ্মনুরেশ্বরঃ ॥ ২

ততঃ কোপপরাধীন-চেতাঃ শুভ্রঃ প্রতাপবান্ ।

উদ্যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানাংমাদিদেশ হ ॥ ৩

অত্র সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ ।

কশ্মূনাং চতুরশীতির্নির্যাত্ত স্ববলৈর্বতাঃ ॥ ৪

কোটিবীৰ্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ ।

শতং কুলানি ধৌত্রাণাং নির্গচ্ছন্ত মমাজ্জয়া ॥ ৫

কালকা দৌহতা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ ।

যুদ্ধায় সজ্জা নির্যাত্ত আজ্জয়া হরিতা মম ॥ ৬

ইত্যাজ্জাপ্যাসুরপতিঃ শুভ্রো ভৈরবশাসনঃ ।

নির্জগাম মহাসৈন্য-সহস্রৈর্বহুভির্বতঃ ॥ ৭



[ ৬৬ ]

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তং সৈন্যমতিভীষণম্ ।  
 জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরনী-গগনান্তরম্ ॥ ৮  
 ততঃ সিংহো মহনাদমতীব কৃতবান্ নৃপ ।  
 ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥ ৯  
 ধনুর্জ্যা-সিংহ-ঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিজুখা ।  
 নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥ ১০  
 তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্ ।  
 দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১১  
 এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।  
 ভবায়ামরসিংহানামতিবীৰ্য্য-বলান্বিতাঃ ॥ ১২  
 ব্রহ্মেশ-গুহ-বিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্রয়ঃ ।  
 শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৩  
 যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণ-বাহনম্ ।  
 তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪  
 হংসযুক্ত-বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ ।  
 আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তিব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৫  
 মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিশূলবরধারিণী ।  
 মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬



কৌমারী শক্তিহস্তা চ যমূরবর-বাহনা ।  
 যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৭  
 তথৈব বৈষ্ণবী শক্তিগুরুডোপরি সংস্থিতা ।  
 শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ'-খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮  
 যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ ।  
 শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥ ১৯  
 নারসিংহী নৃসিংহস্তা বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ।  
 প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ-ক্ষিপ্তনক্ষত্র-সংহতিঃ ॥ ২০  
 বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা ।  
 প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥ ২১  
 ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ ।  
 হন্যস্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যা হ চণ্ডিকাম্ ॥ ২২  
 ততো দেবীশরীরাত্মু বিনিক্ষান্তাতিভীষণা ।  
 চণ্ডিকাশক্তিরত্যাগ্রা শিবাশত-নিনাদিনী ॥ ২৩  
 সা চাহ ধূম্রজটিলশীশানমপরাজিতা ।  
 দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুভ্র-নিশুভ্রয়োঃ ॥ ২৪  
 ব্রাহ্মি শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ দানবাবতিগর্ষিতৌ ।  
 যে চাত্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ২৫



ত্রৈলোক্যমিন্দ্রে লভতাং দেবাঃ সন্ত হবিভূজঃ ।  
 যুয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬  
 বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাজ্জিগঃ ।  
 তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ২৭  
 যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্ ।  
 শিবদূতীতি লোকেহস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥ ২৮  
 তেহপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ ।  
 অমৰ্ষাপুরিতা জগ্মুর্ষতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯  
 ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যষ্টি-বৃষ্টিভিঃ ।  
 ববযুর্রুদ্ধতামৰ্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০  
 সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঙ্গুল-চক্র-পরশ্বধান্ ।  
 চিচ্ছেদ লীলয়া ধাত-ধনুযুর্ভৈরশ্বহেষুভিঃ ॥ ৩১  
 তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাত-বিদারিতান্ ।  
 খট্বাঙ্গ-প্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ষতী ব্যচরন্তদা ॥ ৩২  
 কমণ্ডলু-জলাক্ষেপ-হতবীৰ্য্যান্ হতোজসঃ ।  
 ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছদ্রান্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩  
 মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী ।  
 দৈত্যোজ্জঘান কোমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪



ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ ।

পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘ-প্রবর্ষণঃ ॥ ৩৫

তুণ্ডপ্রহারবিধস্তা দংষ্ট্রাগ্রেক্ষত-বক্ষসঃ ।

বরাহমূর্ত্যা অ্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥ ৩৬

নখৈর্বিদারিতাংশ্চাত্মান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্ ।

নারসিংহী চচারাজো নাদাপূর্ণ-দিগম্বরী ॥ ৩৭

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ ।

পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংশ্চাংশ্চখাদাত সা তদা ॥ ৩৮

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্ ।

দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণাদিতান্ ।

যোদ্ধুমভ্যাঘযৌ ক্রুদ্ধৌ রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৪০

রক্তবিন্দূর্ষদা ভূমৌ পতত্যস্ম্য শরীরতঃ ।

সমুৎপততি মেদিন্যাস্তং প্রমাণস্তদাসুরঃ ॥ ৪১

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ ।

ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥ ৪২

কুলিশেনাহতস্ম্যাশ্চ তস্ম্য সূত্ৰাব শোণিতম্ ।

সমুত্তস্তুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তং পরাক্রমাঃ ॥ ৪৩



যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্ভবিন্দবঃ ।

তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীৰ্য্য-বল-বিক্রমাঃ ॥ ৪৪

তে চাপি যুযুস্তত্র পুরুষা রক্তসন্তবাঃ ।

সমং মাতৃভিরত্যাগে-শস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্ম্য শিরো যদা ।

ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৬

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ ।

গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৪৭

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরত্ৰ্যাবসন্তবৈঃ ।

সহস্রশো জগদ্ ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৮

শক্ত্যা জঘান কোমারী বারাহী চ তথাসিনা ।

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেণ রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৯

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সৰ্বা এবাহনং পৃথক্ ।

মাতৃঃ কোপ-সমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৫০

তস্মাহতস্য বহুধা শক্তি-শূলাদিভিভূবি ।

পপাত যো বৈ রক্তোঘন্তেনাসঙ্কতশোহসুরাঃ ॥ ৫১

তৈশ্চাসুরাস্থক্-সন্তুতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ ।

ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥ ৫২



তান্ বিবলান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বর।  
 উবাচ কালীং চামুণ্ডে ! বিস্তরং বদনং কুরু ॥ ৫৩  
 মচ্ছস্ত্রপাত-সম্পূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ ।  
 রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥ ৫৪  
 ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্ ।  
 এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫  
 ভক্ষ্যমাণাস্তুরা চোগ্রা ন চোৎপৎস্রন্তি চাপরে ॥ ৫৬  
 ইত্যুক্তা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্ ।  
 মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥ ৫৭  
 ততোহসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্ ।  
 ন চাস্ম্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোহল্লিকামপি ॥ ৫৮  
 তস্ম্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সূত্রাব শোণিতম্ ।  
 যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি ॥ ৫৯  
 মুখে সমুদগতা যেহস্ম্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ ।  
 তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ॥ ৬০  
 দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্বাষ্টিভিঃ ।  
 জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥ ৬১



[ ৭২ ]

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসজ্জ-সমাহতঃ ।

নীরক্তশ্চ মহীপাল ! রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৬২

ততস্তে হর্ষমতুলমবাংপুস্ত্রিদশা নৃপ ।

তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাস্তৃঙ্ মদোদ্ধতঃ ॥ ৬৩

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বগিকে মহাস্তরে দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ ॥ ৮ অঃ

রাজোবাচ ॥১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ! ভবতা মম ।

দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ২

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে ।

চকার শুভ্তো যৎ কস্ম নিশুভ্তশ্চাতিকোপনঃ ॥ ৩

ঋষিরুবাচ ॥ ৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে ।

শুভ্তাসুরো নিশুভ্তশ্চ হতেশ্বন্যেযু চাহবে ॥ ৫

হনুমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্ ।

অভ্যধাবন্নিশুভ্তোহথ মুখ্যয়ানুরসেনয়া ॥ ৬

তস্মাগ্রেতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ ।

সন্দর্ষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্বা হস্তং দেবীমুপাযযুঃ ॥ ৭



[ ৭৩ ]

আজগাম মহাবীৰ্য্যঃ শুভোহপি স্ববলৈবৃতঃ ।  
 নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাং কৃত্বা যুদ্ধন্ত মাতৃভিঃ ॥ ৮  
 ততো যুদ্ধমতীবাসীদ দেব্যা শুভ-নিশুভয়োঃ ।  
 শরবর্ষমতীবোত্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৯  
 চিচ্ছেদাস্তাঙ্কুরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোংকরৈঃ ।  
 তাড়য়ামাস চাক্ষেযু শস্ত্রোঘৈরসুরেশ্বরো ॥ ১০  
 নিশুভো নিশিতং খড়্গাং চক্ষু চাদায় সুপ্রভম্ ।  
 অতাড়য়ন্মৃদ্ধি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১  
 তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্ ।  
 নিশুভস্ত্র্যাশু চিচ্ছেদ চক্ষু চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ১২  
 ছিন্নে চক্ষুণি খড়্গে চ শাক্তং চিক্ষেপ সোহসুরঃ ।  
 তামপ্যস্ত্র দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥ ১৩  
 কোপাখ্যাতো নিশুভোহথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ ।  
 আয়াতং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১৪  
 আবিধ্যাথ গদাং সোহপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ।  
 সাপি দেব্যা ত্রিশূলেণ ভিন্না ভস্মহমাগতা ॥ ১৫  
 ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্ ।  
 আহত্য দেবী বাণোঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৬



তন্মিহ্নিপতিতে ভূমৌ নিশুন্তে ভীমবিক্রমে ।  
 ভ্রাতর্যাতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হস্তমশ্বিকাম্ ॥ ১৭  
 স রথস্থস্তথাত্যুচৈগৃহীতপরমায়ুধৈঃ ।  
 ভূজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥ ১৮  
 তমাযান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ।  
 জ্যাশদঞ্চাপি ধনুষ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥ ১৯  
 পুরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনে চ ।  
 সমস্ত-দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধ-বিধায়িনা ॥ ২০  
 ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ ।  
 পুরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥ ২১  
 ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং স্ক্রামতাড়য়ৎ ।  
 করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্শ্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥ ২২  
 অট্টট্‌হাসমশিবং শিবদূতী চকার হ ।  
 তৈঃ শদৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুভঃ কোপং পরং যযৌ ॥ ২৩  
 দুরাশ্বংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা ।  
 তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪  
 শুন্তেনাগত্য যা শক্তিযুক্তা জ্বালাতিভীষণা ।  
 আয়ান্তী বহিকুটাভা সা নিরস্তা মহোন্ধরী ॥ ২৫



सिंहनादेन शुभ्रस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् ।  
 निर्घातनिश्चनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६  
 शुभ्रमुक्ताङ्गरान् देवी शुभ्रस्य प्रहिताङ्गरान् ।  
 चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७  
 ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलैर्नाभिजघान तम् ।  
 स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह ॥ २८  
 ततो निशुभ्रः सम्प्राप्य चेतनामात्रकाम्बुकः ।  
 आजघान शरैर्देवीं कालीं केशरिणं तथा ॥ २९  
 पुनश्च क्रुद्धा बालूनामयुतं दनुजेश्वरः ।  
 चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकाम् ॥ ३०  
 ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गाभिर्नाशिनी ।  
 चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ॥ ३१  
 ततो निशुभ्रो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् ।  
 अभ्यधावत वै हस्तं दैत्यसेनासमारुतः ॥ ३२  
 तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका ।  
 खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे ॥ ३३  
 शूलहस्तं समायान्तुं निशुभ्रममरार्दनम् ।  
 हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४



ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোহপরঃ ।  
 মহাবলো মহাবীৰ্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥ ৩৫  
 তস্য নিজ্জামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ ।  
 শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোহসাবপতদ্ ভুবি ॥ ৩৬  
 ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণ-শিরোধরান্ ।  
 অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥ ৩৭  
 কোমারী-শক্তি-নিভিন্নাঃ কেচিন্বেশ্বরমহাসুরাঃ ।  
 ব্রহ্মাণী-মদ্রপুতেন তোয়েনাগ্নৌ নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৮  
 মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে ।  
 বারাহী-তুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চর্ণীকৃতা ভুবি ॥ ৩৯  
 খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্য দানবাঃ কৃতাঃ ।  
 বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ॥ ৪০  
 কেচিদ্ বিনেশ্বরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ ।  
 ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদূতী-মৃগাধিপৈঃ ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে নিশুন্তবধঃ ॥ ৯ অঃ



[ ৭৭ ]

ঋষিরূবাচ ॥ ১

নিশ্চিন্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্ ।  
 হন্যমানং বলকৈব শুভ্রঃ ক্রুদ্ধোহব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২  
 বলাবলেপদুক্ষে ! ত্বং মা দুর্গে ! গৰ্ভমাবহ ।  
 অন্যা সাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥ ৩

দেব্যাচ ॥ ৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।  
 পশ্যেতা দুষ্ট ! ময্যেব বিশন্ত্যে মদবিভুতয়ঃ ॥ ৫  
 ততঃ সমস্তান্তা দেব্যা ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্ ।  
 তস্মা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ ৬

দেব্যাচ ॥ ৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা ।  
 তৎ সংহতং মরৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮

ঋষিরূবাচ ॥ ৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুভ্রস্য চোভয়োঃ ।  
 পশ্যতাং সৰ্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১০  
 শরবর্ষেঃ শিতৈঃ শস্ত্রেস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ ।  
 তয়োযুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১১



দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো যুযুচে যানুথান্বিকা ।  
 বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তং প্রতীঘাত-কর্তৃভিঃ ॥১২  
 যুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী ।  
 বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র-হৃক্ষারোচ্চারণাদিভিঃ ॥১৩  
 ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোহিসুরঃ ।  
 সাপি তং কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১৪  
 ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে ।  
 চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্ত্র করস্থিতাম্ ॥১৫  
 ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ।  
 অভ্যধাবত্তদা দেবীং দৈত্যানাং মধিপেশ্বরঃ ॥১৬  
 তস্মাপতত এবাশু খড়্গাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা ।  
 ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চ স্ত্র চার্ককরামলম্ ॥১৭  
 হতাস্থঃ স তদা দৈত্যশ্চিন্নধরা বিসারথিঃ ।  
 জগ্রাহ যুদ্ধারং ঘোরমশ্বিকা-নিধনোত্তমতঃ ॥১৮  
 চিচ্ছেদাপততস্তস্মৈ যুদ্ধারং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 তথাপি সোহভ্যধাবত্তাং যুষ্টিমুত্তম্য বেগবান্ ॥১৯  
 স যুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ ।  
 দেব্যাস্তৃক্ষাপি সা দেবী তলেনোরম্যতাড়য়ৎ ॥২০



তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে ।  
 স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোখিতঃ ॥২১  
 উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ ।  
 তত্রাপি সা নিরাধারা যুষুধে তেন চণ্ডিকা ॥২২  
 নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যচণ্ডিকা চ পরম্পরম্ ।  
 চক্রেতুঃ প্রথমং সিদ্ধ-মুনিবিস্ময়কারকম্ ॥২৩  
 ততো নিযুদ্ধং সূচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ ।  
 উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্লেপ ধরণীতলে ॥২৪  
 স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য যুষ্টিমুদ্রাম্য বেগিতঃ ।  
 অভ্যধাবত দুষ্ঠাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২৫  
 তমায়ান্তুং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্ ।  
 জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্তা শূলেন বক্ষসি ॥২৬  
 স গতানুঃ পপাতোৰ্ব্বাং দেবীশূলাগ্র-বিক্ষতঃ ।  
 চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাক্ষির্দ্বীপাং সপর্ষতাম্ ॥২৭  
 ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি ।  
 জগৎ স্বাস্থ্যমতীবা প নিৰ্ম্মললক্ষ্যভবনভঃ ॥২৮  
 উৎপাতমেঘাঃ সোঙ্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ ।  
 সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥২৯



[ ৮০ ]

ততো দেবগণাঃ সৰ্বে হর্ষনির্ভর-মানসাঃ ।  
 বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ ॥৩০  
 অবাদয়ন্তুথৈবাত্মো ননৃতুশ্চাম্পরোগণাঃ ॥৩১  
 ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোহুভূদ্ দিবাকরঃ ।  
 জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্জনিতস্বনাঃ ॥৩২

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুস্তবধঃ ॥১০ অঃ

ঋষিরুবাচ ॥১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে,  
 সেদ্রাঃ সুরা বহিপুরোগমাস্তাম্ ।  
 কাত্যায়নীং তুষ্টুরিষ্টলম্বাদ-  
 বিকাশিবক্ত্রাস্ত বিকাসিতাশাঃ ॥২  
 দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ,  
 প্রসীদ মাতর্জ্জগতোহখিলস্য ।  
 প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,  
 ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৩



[ ৮১ ]

আধারভূতা জগতস্ত্রমেকা,

মহীশ্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।

অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়েত-

দাপ্যাত্যতে কৃৎস্নমলজ্যাবীৰ্য্যে ॥৪

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা,

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।

সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫

বিদ্যাঃ সমস্তান্তব দেবি ভেদাঃ,

জিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।

ত্বয়েকয়া পুরিতমশ্বয়েতৎ,

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥৬

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।

ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্ত পরমোক্তয়ঃ ॥৭

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে ।

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥৮

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ।

বিশ্বস্তোপরতো শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥৯



সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১০

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১১

শরণাগত-দীনার্ভ-পরিত্রাণ-পরায়ণে ।

সর্বস্রাতিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১২

হংসযুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণি ।

কৌশান্তঃকরিকে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৩

ত্রিশূল-চন্দ্রাহি-ধরে মহাব্রষভ-বাহিনি ।

মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৪

ময়ূরকুঙ্কটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে ।

কৌমারী-রূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৫

শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ-গৃহীত-পরমায়ুধে ।

প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৬

গৃহীতোগ্র-মহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে ।

বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৭

নৃসিংহরূপেণোপেণ হস্তং দৈত্যান্ কৃতোদমে ।

ত্রৈলোক্য-ত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৮



কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র-নয়নোজ্জ্বলে ।  
 বৃত্তপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥১৯  
 শিবদূতী-স্বরূপেণ হতদৈত্য-মহাবলে ।  
 ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২০  
 দংষ্ট্রাকরাল-বদনে শিরোমালা-বিভূষণে ।  
 চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২১  
 লঙ্ঘি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।  
 মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২২  
 মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।  
 নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥২৩  
 সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি-সমষ্টিতে ।  
 ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥২৪  
 এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়-ভূষিতম্ ।  
 পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়ণি নমোহস্ত তে ॥২৫  
 জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষানুর-সূদনম্ ।  
 ত্রিশূলং পাতু নো ভীতেভদ্রকালি নমোহস্ত তে ॥২৬  
 হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ ।  
 সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোহনঃ সূতানিব ॥২৭



অসুরাস্তৃগ্ বসাপঙ্ক-চর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।

শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা,

রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাগাং,

ত্বামাশ্রিতা হ্যশ্রয়তাং প্রয়াস্তি ॥২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াতু,

ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।

রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিঃ,

কৃত্বাস্মিকে তৎ প্রকরোতি কাণ্ড্য ॥৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-

ষাণ্ডেযু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্ত্য ।

মমত্বগর্ত্তেহতিমহান্ধকারে,

বিভ্রাময়তেতদতীব বিশ্বম্ ॥৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা

যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র ।

দাবানলো যত্র তথাক্রিমধ্যে,

তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩২



[ ৮৫ ]

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ ।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,

বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনত্নাঃ ॥৩৩

দেবি ! প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতে-

নিত্যং যথাস্থরবধাদধুনৈব সত্বঃ ।

পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু,

উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি ! বিশ্বাভিহারিণি ! ।

ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ! লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

দেবুবাচ ॥৩৬

বরদাহং সুরগণা ! বরং যং মনসেচ্ছথ ।

তং ব্রহ্মধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥৩৭

দেবা উচুঃ ॥ ৩৮

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্মাখিলেশ্বরি ! ।

এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥৩৯



দেব্যাচ ॥ ৪০

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে ।  
 শুভ্তো নিশুভ্তশ্চৈবাত্মাবুৎপৎস্রোতে মহাসুরো ॥৪১  
 নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসন্তবা ।  
 ততস্তো নাশয়িষ্যামি বিষ্ণ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২  
 পুনরপ্যতিরৌদ্ৰেণ রূপেণ পৃথিবীতলে ।  
 অবতীৰ্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত দানবান্ ॥৪৩  
 ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্ ।  
 রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ ॥৪৪  
 ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ ।  
 স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪৫  
 ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যা মনস্তসি ।  
 মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সন্তবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪৬  
 ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্ ।  
 কীৰ্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাস্ততঃ ॥৪৭  
 ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ ।  
 ভরিষ্যামি সুরাঃ ! শার্কৈ রাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮  
 শাকন্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্ত্যাম্যহং ভুবি ॥৪৯



[ ৮৭ ]

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ।  
 ( দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ) ॥৫০  
 পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে ।  
 রক্ষাংসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকাৰণাং ॥৫১  
 তদা মাং মুনয়ঃ সৰ্বে শ্তোষ্যন্ত্যানব্রমূৰ্ত্তয়ঃ ।  
 ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৫২  
 যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ।  
 তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্-পদম্ ॥৫৩  
 ত্রৈলোক্যস্ত্র হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্ ।  
 ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা শ্তোষ্যন্তি সৰ্বতঃ ॥৫৪  
 ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি ।  
 তদা তদাবতীৰ্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৫৫

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতিঃ ॥

১১ অঃ

দেবুবাচ ॥১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং শ্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ ।  
 তস্ম্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥২



[ ८८ ]

मधुकैटभनाशक महिषासुर-घातनम् ।  
 कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् बधं शुश्रूणिशुश्रूयोः ॥३॥  
 अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां कचेतसः ।  
 श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् ॥४॥  
 न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः ।  
 भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट-विरोजनम् ॥५॥  
 शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः ।  
 न शस्त्रानल-तोयौघां कदाचिद् संभविष्यति ॥६॥  
 तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः ।  
 श्रोतव्यं सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् ॥७॥  
 उपसर्गानशेषांस्तु महामारी-समुद्भवान् ।  
 तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥८॥  
 यत्रैतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम ।  
 सदा न तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् ॥९॥  
 बलिप्रदाने पूजयामग्निकार्ये महोत्सवे ।  
 सर्वं ममैतच्छरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च ॥१०॥  
 जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतम् ।  
 प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बहिर्होमं तथा कृतम् ॥११॥



[ ৮২ ]

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী ।

তস্ম্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রদ্ধা ভক্তিসমম্বিতঃ ॥১২

সর্বাধাবিনিমুক্তো ধনধান্যসুতাম্বিতঃ ।

মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

শ্রদ্ধা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ ।

পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥১৪

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণকোপপত্ততে ।

নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শ্রদ্ধতাম্ ॥১৫

শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।

গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥১৬

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ ।

দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৭

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্ ।

সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৮

দুর্ভূতানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্ ।

রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥ ১৯

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥ ২০



[ ৯০ ]

পশুপুষ্পাঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।  
 বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীরহর্নিশম্ ॥২১  
 অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ য়া ।  
 প্রীতির্নৈ ক্রিয়তে সান্মিন্ সৰ্বং সুচরিতে ক্রতে ॥২২  
 ক্রতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ।  
 রক্ষাং কৰোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীৰ্ত্তনং যম ॥ ২৩  
 যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্য-নিবহগম্ ।  
 তস্মিন্ ক্রতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥ ২৪  
 যুগ্মাভিঃ স্ততয়ো যাস্চ যাস্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ ।  
 ব্রহ্মণা চ কৃতান্তাস্ত প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥ ২৫  
 অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ ।  
 দক্ষ্যভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥ ২৬  
 সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।  
 রাজ্ঞা ক্রুদেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোহপি বা ॥ ২৭  
 আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্গবে ।  
 পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভূশদারুণে ॥ ২৮  
 সর্বাবাধাস্থ ঘোরাস্থ বেদনাভ্যর্দিতোহপি বা ।  
 স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাত্ ॥ ২৯



[ ৯১ ]

মম প্রভাবাং সিংহাত্মা দম্ভবো বৈরিণস্তথা ।  
 দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥ ৩০

ঋষিরুবাচ ॥৩১

ইত্যাঙ্ক্কা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ।  
 পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২  
 তেহপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা ।  
 যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩৩  
 দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুভ্রে দেবরিপৌ যুধি ।  
 জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেহতুলবিক্রমে ॥ ৩৪  
 নিশুন্তে চ মহাবীর্যে শেবাঃ পাতালমাযয়ুঃ ॥ ৩৫  
 এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ।  
 সন্তুষ্ট কুরুতে ভূপ ! জগতঃ পরিপালনম্ ॥ ৩৬  
 তরৈতন্মোহতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূরতে ।  
 সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ঠা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৭  
 ব্যাপ্তং তরৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর !  
 মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥ ৩৮



[ ৯২ ]

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টিৰ্ভবত্যজা ।  
 স্থিতিং কৰোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনৌ ॥ ৩৯  
 ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীরুদ্ভিপ্রদা গৃহে ।  
 সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৪০  
 স্তুতা সম্পূজিতা পুষ্পৈধ্বংপগন্ধাদিভিস্তথা ।  
 দদাতি বিভুং পুত্রাংশ্চ মতিং ধনৈশ্চ তথা শুভাম্ ॥ ৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সার্বণিকে মহাস্তরে দেবীমাহাত্ম্যে

শুভনিশুভবধঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ অঃ



[ ৯০ ]

ঋষিরূবাচ ॥১

এতন্তে কথিতং ভূপ ! দেবীমাহাত্ম্যমুক্তমম্ ।  
 এবম্ভাৰা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ২  
 বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়া ॥ ৩  
 তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ।  
 মোহন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেঘ্যন্তি চাপরে ॥ ৪  
 তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্ ।  
 আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৬

ইতি তস্ম্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ ।  
 প্রণিপত্য মহাভাগং তম্বিৎ শংসিতব্রতম্ ॥ ৭  
 নির্বিলোহিতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ ।  
 জগাম সত্মস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ! ৮  
 সন্দর্শনার্থমস্মায়া নদীপুলিন-সংস্থিতঃ ।  
 স চ বৈশ্যস্তপস্তপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥ ৯  
 তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্ ।  
 অর্হণাঞ্চক্ৰতুস্তম্ভাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥ ১০



[ ৯৪ ]

নিরাহারো যতাহারো তন্মনস্কো সমাহিতো ।  
 দদতুস্তো বলিষ্ঠৈব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতম্ ॥১১  
 এবং সমারাধয়তোস্তিভির্বৈষ্যতাঅনোঃ ।  
 পরিতুষ্ঠা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥১২

দেব্যাচ ॥১৩

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ! ত্বয়া চ কুলনন্দন !  
 মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্ঠা দদামি তৎ ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥১৫

ততো বরে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি ।  
 অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥১৬  
 সোহপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বরে নির্বিগ্নমানসঃ ।  
 মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতি-কারকম্ ॥১৭

দেব্যাচ ॥১৮

স্বল্পৈরহোভিনূপতে ! স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে ভবান্ ॥১৯  
 হত্বা রিপুনস্থলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥২০  
 মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ ॥২১  
 সাবাংকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥২২



[ ৯৫ ]

বৈশ্যবর্য ! ত্বয়া যশ্চ বরোহস্মত্তোহভিবাঙ্খিতঃ ॥২৩  
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥২৫

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্ ॥২৬  
বভূবান্তাহতা সন্তো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥২৭  
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।  
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবাণ্ভবিতা মনুঃ ॥২৮

ওঁ

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং  
সমাপ্তম্ ॥ ১৩ অঃ ॥      ওঁ তৎসৎ ॥

—



[ ৯৬ ]

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং যাত্রাহীনঞ্চ যন্তবেৎ ।

পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরী\* ॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ! ময়া,

বিসর্গবিন্দুক্ষরহীনমীরিতম্ ।

তদন্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ,

সঙ্কম্পসিদ্ধিশ্চ সदैব জায়তাম্ ॥

যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং,

ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্ণং† প্রবচনবচনাদ্ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব ।

মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং

সাম্প্রতং তে স্তবেহস্মিং-

স্তৎ সর্বং সাক্ষ্যমাস্তাং ভগবতি বরদে !

ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥

প্রসীদ ভগবত্যম্ব ! প্রসীদ ভক্তবৎসলে ! ।

প্রসাদং কুরু মে দেবি ! দুর্গে ! দেবি ! নমোহস্ত তে ॥

যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে ।

তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্বদা ॥



## কায়কটি ধর্মপুস্তক

শ্রীমন্তগবদগীতা (মূল) ও শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—নিত্যপাঠের উপযোগী বড় বড় অক্ষরে ছাপা। বৃদ্ধেরাও অনায়াসে পড়িতে পারেন। মূল্য যথাক্রমে ১৮ এবং ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন চক্রবর্তী পুরাণরত্ন সম্পাদিত। অক্ষয় ও বিজুত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠক, সাধক, জিজ্ঞাসু এবং শাস্ত্রজ্ঞ প্রত্যেকেরই উপযোগী। বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত মূল চণ্ডী সহ একত্রে মূল্য ৮ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ, ডি-লিট, মহাশয় বলেন—

\* \* \* \*

“সম্পাদক মহাশয় সাধারণ পাঠক, সাধক, জিজ্ঞাসু এবং শাস্ত্রজ্ঞগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রন্থথানাকে উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা, বহুদর্শিতা এবং পৌরাণিক ও দার্শনিক দৃষ্টিতে তত্ত্ববিচারের নিপুণতা সর্বত্র স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রচলিত সপ্তশতীর টীকা এবং প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যাসকল তাঁহার মুখ্য উপজীব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অত্যধিক আনন্দের বিষয় যে, তিনি কয়েকখানা অপ্রকাশিত হস্তলিখিত টীকার সাহায্য কোন কোন দ্রুত স্থলের ব্যাখ্যা সৌকর্য্যের জন্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুরাণে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন স্থলে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচিত হইয়াছে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া তিনি সপ্তশতীর মর্মার্থ বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ ভাস্কর রায়ের মতাদির আলোচনা তিনি করিয়াছেন।

\* \* \* \*

শ্রীশ্রীচণ্ডীর যে সকল ব্যাখ্যা ও সংস্করণ বাজারে প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত রাসমোহনের সম্পাদিত এই সংস্করণ ও তাহার ব্যাখ্যা যে অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।”

শ্রীসপ্তশতী-রহস্যত্রয় (পণ্ডিত-প্রবর রাসমোহন চক্রবর্তী পুরাণরত্ন সম্পাদিত) —অর্গল, কীলক ও কবচ এবং রহস্যত্রয় অর্থাৎ প্রাধানিক-রহস্য, বৈকৃতিক-রহস্য ও মূর্তি-রহস্য—এই ছয়টিকে সপ্তশতী-চণ্ডীর “বড়দ” বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠের পূর্বে যেমন অর্গল, কীলক ও কবচ পাঠ করিতে হয় তেমনি চণ্ডীপাঠান্তে রহস্যত্রয় পাঠ বিধেয়।

অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।

অঙ্গবটকবিহীনা তু তথা সপ্তশতী-স্তুতিঃ ॥ (কাত্যায়নীতন্ত্র)

রহস্যত্রয়ে সপ্তশতী-চণ্ডীর সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ পর্যালোচিত হইয়াছে। মহারাজ সুরথ মহর্ষি মেধসের নিকট দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরাশক্তি ভগবতী চণ্ডীকারস্বরূপ, তাঁহার দশাবতারের মূর্তি-রহস্য এবং অর্চনা বিধি ইত্যাদি জানিতে চাহেন। মেধসু ঋষি তত্ত্বজ্ঞে তাঁহাকে রহস্যত্রয় বিবৃত করেন। ‘রহস্যত্রয়’ অধিগত না হইলে চণ্ডীর রহস্য-লোকে প্রবেশাধিকার জন্মে না। এই কারণে প্রাচীনকাল হইতে রহস্যত্রয় সপ্তশতী-চণ্ডীর খিল বা পরিশিষ্টরূপে অবশ্য পাঠ্য বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। টীকাকার শ্রীমদভাস্কর রায় রহস্যত্রয়ের উপরও গুপ্তবতী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।



শ্রীসপ্তমী-রহস্যত্রয়ের বর্তমান সংস্করণে বিভিন্ন স্থানের পাঠ মিলাইয়া পাঠান্তর উল্লেখপূর্বক মূল শ্লোকসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকের অর্থার্থ ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং “রহস্য-বোধিনী” নামক বিস্তৃত বাংলা টীকাতে প্রধান প্রধান পদ ও বাক্যাংশের অর্থ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রাদি হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিষয় বস্তুকে পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের “শক্তিতত্ত্ব-প্রকরণে” পঞ্চরাত্র, কাশ্মীরীয় শৈবাগম এবং ত্রিপুরা-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি মতানুসারে শক্তিতত্ত্ব আকর গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধারপূর্বক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

“গায়ত্রী-প্রকরণে” গায়ত্রী-মাহাত্ম্য, গায়ত্রী-মন্ত্রার্থ, গায়ত্রীমূর্তি রহস্য, গায়ত্রী-সাধনতত্ত্ব, প্রণব ও ব্যাহতি-রহস্য সবিস্তর পর্যালোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের “মহাপীঠ-নিরূপণ প্রকরণে” তন্ত্রচূড়ামণির “পীঠনির্ণয়” অনুসারে একাদশ মহাপীঠের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পীঠস্থানের ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক বিবরণ পীঠাধিপতী দেবী ও ভৈরবের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তীর্থভ্রমণকারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তান্ত্রিক-সাধনার দৃষ্টিকোণ হইতেও পীঠরহস্য আলোচিত হইয়াছে এবং পীঠস্থান ও মাতৃকাস্তম্ভাদি নিগূঢ় বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

“দশমহাবিভা-প্রকরণে” দশমহাবিভার উৎপত্তি, কালীতারাদি প্রত্যেক মহাবিভার ধ্যান, মাহাত্ম্য, মূর্তিভেদ, উপাসক সম্প্রদায় ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মহর্ষি মেঘসু রহস্যত্রয়ের উপসংহারে মহারাজ সুরথকে বলিয়াছিলেন, “ব্যাখ্যানং দিব্যমূর্তিনাম্ অধীষাবহিতঃ স্বয়ম্”। সপ্তমী-রহস্যত্রয়ে পরাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডীর দিব্যমূর্তিসমূহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য অবধারণপূর্বক ইহা অধ্যয়ন করিবে। প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৮ মাত্র।

স্তোত্রাবলী—বঙ্গানুবাদ সহ বৈদিকহুক্তাদি এবং দেব-দেবীর ধ্যান ও প্রণাম সম্বলিত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রাদি সহ প্রায় ৬০ টি স্তোত্র ; মোহমুদগর ; নির্বাণাষ্টক প্রভৃতি আত্মজ্ঞানোন্মেষিণী উপদেশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রত্যেকেরই নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত। পরিবদ্ধিত ৩য় সংস্করণ, মূল্য ১৮ মাত্র।

সংস্কৃতসংগ্রহ (দেবনাগরী হরফে)—সাধকদের পাঠ্য। তন্ত্রসাধনায় সহায়কারী অতি মূল্যবান গ্রন্থ। মূল্য ৩০ মাত্র।

প্রকাশক—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড্

৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১



# শ্রীশ্রীচণ্ডী ।

অর্থার্থ, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী

—:—

## দেবীসূক্ত ।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তটি “দেবীসূক্ত” নামে অভিহিত হয়। আত্মাশক্তি জগজ্জননী দেবী ভগবতীর স্বরূপ ও মহিমা এই সূক্তের আটটি ঋকে কীর্তিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত হইয়াছে, মহারাজ সুরথ ও বৈষ্ণু সমাধি দেবীসূক্ত জপ করিয়া জগদম্বিকার দর্শনাভিলাষে তপস্তা করিয়াছিলেন। “স চ বৈষ্ণুস্তপ স্তপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।” (চণ্ডী, ১৩৯)

“সূক্ত” শব্দের অর্থ যাহা শোভন ভাবে কথিত হয় (সু—বচ্, ধাতু+ক্ত)। বৈদিক স্তোত্রকে সূক্ত বলা হয়। মহর্ষি অম্বুণের কণ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যুদ্বী বাক্ দেবীসূক্তের ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা। এই কারণে ইহাকে “বাক্‌সূক্ত”ও বলা হইয়া থাকে। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেন, “মহর্ষি অম্বুণের কণ্ঠা বাক্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সর্বগত পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগৎরূপে ও সকলের আশ্রয় রূপে আমিই সকল হইয়াছি—এইভাবে স্বীয় আত্মাকেই স্তব করিয়াছেন (স্বাত্মানম্ অস্তোৎ)।”, অথবা অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মরূপিণী আত্মাশক্তি ভগবতী পরিশুদ্ধ আধার ব্রহ্মবিদ্যুদ্বী বাক্‌কে যন্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়া স্বয়ং আত্মস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই দেবীসূক্ত চণ্ডীতন্ত্রে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে সকল তত্ত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে তাহা সমস্তই বীজাকারে দেবীসূক্তে নিহিত রহিয়াছে; এই কারণে দেবীসূক্তের এতটা গুরুত্ব।



মন্ত্র ১, (পৃষ্ঠা ১)

**অম্বয়্যার্থ।**—অহং (আমি অর্থাৎ ব্রহ্মরূপিণী আত্মশক্তি ভগবতী) রুদ্রেভিঃ (রুদ্রেঃ, একাদশ রুদ্ররূপে) বহুভিঃ (অষ্ট বহু রূপে) চরামি বিচরণ করি)। অহম্ (আমি) আদিত্যৈঃ (দ্বাদশ আদিত্য রূপে) উত (এবং) বিশ্বদেবৈঃ (বিশ্বদেবগণ রূপে) [চরামি] (বিচরণ করি)। অহং (আমি) মিত্রাবরুণা (মিত্র ও বরুণ) উভা (উভয়কে) বিভর্ষি (ধারণ করি)। অহম্ (আমি) ইন্দ্রায়ী (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) [বিভর্ষি] (ধারণ করি)। অহম্ (আমি) উভা অশ্বিনা (অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে [বিভর্ষি] (ধারণ করি)।

**অনুবাদ।**—আমি রুদ্রগণ ও বহুগণরূপে বিচরণ করি; আমি আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে ধারণ করি।

টিপ্পনী।

**রুদ্রেভিঃ**—রুদ্রগণ বৈদিক গণ-দেবতার অন্ততম। ইহার ঝটিকাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিদেবতা। রুদ্রগণ সংখ্যায় একাদশ যথা (১) অজ, (২) একপাং, (৩) অহিব্রহ্ম, (৪) বিরূপাক্ষ, (৫) রৈবত, (৬) হর, (৭) বহুরূপ, (৮) জ্যাক্ষ, (৯) সাবিত্র, (১০) জয়ন্ত এবং (১১) পিনাকী। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, রুদ্রগণ শিবের অবতার, চন্দ্রকলাযুক্ত এবং জটাজুটধারী।

**বহুভিঃ**—অষ্টবহু যথা (১) ভব, (২) ধ্রুব, (৩) সোম, (৪) বিষ্ণু, (৫) অনিল, (৬) অনল, (৭) প্রত্ন্যব এবং (৮) প্রভব।

**আদিত্যৈঃ**—সূর্যের দ্বাদশ অংশ দ্বাদশ আদিত্য নামে অভিহিত। দ্বাদশ মাসে নিম্নোক্ত ক্রমাহুযায়ী দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হইয়া থাকে যথা (১) মাঘে অরুণ, (২) ফাল্গুনে সূর্য, (৩) চৈত্রে বেদজ, (৪) বৈশাখে তপন, (৫) জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, (৬) আষাঢ়ে রবি, (৭) শ্রাবণে গভস্তি, (৮) ভাদ্রে ষম, (৯) আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, (১০) কার্ত্তিকে দিবাকর, (১১) অগ্রহায়ণে চিত্র এবং (১২) পৌষে বিষ্ণু।

**বিশ্বদেবৈঃ**—বিশ্বদেবগণ বৈদিক গণ-দেবতা বিশেষ। ইষ্টিশ্রাদ্ধে, নান্দীমুখে, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মে এবং পার্বণে ইহাদের পূজা বিধান আছে। পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত



## দেবীস্তুত

২৭

দেবযজ্ঞে ইহাদের উদ্দেশ্যে বলি বিহিত হইয়াছে। বিশ্বদেবগণের সংখ্যা ত্রয়োদশ, মতান্তরে ইহার অষ্টাবিংশতি সংখ্যক।

**মিত্রাবরুণা**—মিত্র ও বরুণ যথাক্রমে দিবা ও রাত্রির অভিমানী দেব।

**অশ্বিনা**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ইহারা স্বর্গ-বৈভব এবং পরম রূপবান্।

**বিভর্শ্বি**—আমি এই সমস্ত দেবতাকে অধিষ্ঠানরূপে ধারণ করিয়া আছি। ইহারা আমাতেই অধিষ্ঠিত, আমিই এই সমুদয় দেবতার আত্মস্বরূপ।

ত্রিচীচণ্ডীতে দেবী বলিয়াছেন, “আমি আমার বিভূতি দ্বারা বহু দেবদেবীরূপে বিরাজ করিতেছি” (১০।৮)। দেবী আত্মস্বরূপকে অনেক মূর্তিতে বহুপ্রকারে প্রকটিত করেন (১১।৩০)। ব্রহ্মরূপিণী দেবী ভগবতী একা অদ্বিতীয়া; সমুদয় দেবতা তাঁহারই অনন্ত শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র; দৈত্যপতি শুভ্র তাহার আত্মরিক বুদ্ধিতে এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দেবীকে বলিয়াছিল, তুমি অগ্ন্যাগ্ন দেবতাদের সাহায্য নিয়া অসুর সৈন্য ক্ষয় করিতেছ; ইহাতে তোমার নিজের গর্ভ করিবার কিছুই নাই। উত্তরে দেবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

পশ্চাতা দুষ্ট মম্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥

(চণ্ডী, ১০।৫)

এই জগতে একা আমিই আছি। আমা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আর কে আছে? রে দুষ্ট দেখ, আমারই এই সকল বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিতেছে।

ব্রহ্মরূপিণী আত্মশক্তি দেবী ভগবতী সর্ব দেবদেবীরূপে বিরাজিতা, ইহাই দেবীস্তুতের প্রথম স্তকের প্রতিপাত বিষয়।

মন্ত্র ২, (পৃষ্ঠা ১)

**অন্নমার্থ**।—অহং (আমি) আহনসং (শত্রু নাশকারী) সোমং (সোমদেবকে) বিভর্শ্বি (ধারণ করি)। অহং (আমি) ত্বষ্টারম্ (ত্বষ্টা নামক দেবকে) উত (এবং) পুষং (পুষা দেবকে) ভগং (ভগদেবকে) [বিভর্শ্বি] (ধারণ করি)। অহং (আমি) হবিষ্মতে (হবিঃসমন্বিত) সূপ্রাবো (দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী) সূবতে (সোমরস প্রস্তুতকারী) যজমানায় (যজমানকে) ত্রবিণং (যজ্ঞফল) দধামি (প্রদান করি)।



**অনুবাদ :**—আমি শক্রনাশকারী সোমদেবকে ধারণ করি। আমি ভৃষ্টা, পুষা এবং ভগদেবকে ধারণ করি। হবিঃসমন্বিত, দেবগণের তৃপ্তি সাধনকারী এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানকে আমি যজ্ঞফল প্রদান করিয়া থাকি।

**টিপ্পনী।**

**সোম**—ঋগ্বেদের অমৃষ্টানগুলির মধ্যে সোমধাগের স্থান মুখ্য, এই হেতু বৈদিক দেবতা সমূহের মধ্যে সোমদেব অগ্রাভ্যাস প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। নবম মণ্ডলের সমুদয় সূক্তগুলি (১১৪) এবং অগ্ন্যাত্ম মণ্ডলের ও প্রায় ছয়টি সূক্ত সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। সোমদেব সোমরসের অধিদেবতা। কেবল ভারতীয় যজ্ঞেই নহে, প্রাচীন ইরাণীয়দের যজ্ঞ ব্যবস্থাতেও সোমরসের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা সোমকে “হোমা” কহিতেন। ঋগ্বেদের কতগুলি সূক্তে সোমকে চন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

**আহনসং সোমং বিভিন্ধি**—আচার্য্য সায়ন ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—(১) দেবারি-বিনাগী আকাশস্থ সোমদেবকে ধারণ করি। (২) অভিষবনীয় সোমরসকে ধারণ করি। দুইখানি কাষ্ঠফলকের মধ্যে সোমলতাকে স্থাপন করিয়া উপরের ফলকের উপর প্রস্তর দ্বারা (গ্রাবন্) নিষ্পীড়ন করা হইত; তাহাতেই সোমরস নিঃসৃত হইত। এই বৈদিক প্রক্রিয়ার নাম “সোমাভিষব”।

**ভৃষ্টা**—ইনি দেবগণের অস্ত্রাদি নিষ্পাতা, পুরাণের বিশ্বকর্মা।

**পুষা**—নিরুক্তকার ষাঙ্কের মতে ইনি সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা আদিত্য। সায়নাচার্য্যের মতে ইনি জগতের পরিপোষক পৃথিবী অভিমানী দেব।

**ভগ**—ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম, উপাসকে ধন দান করেন।

**হবিষ্মতে স্প্রাব্যে স্প্রবতে যজমানান্ন**—কিরূপ যজমানকে দেবী যজ্ঞ ফল দান করেন তাহা বলা হইতেছে—(১) যিনি প্রচুর হবিঃযুক্ত অর্থাৎ ষাঁহার আহুতি দেওয়ার উপযুক্ত যজ্ঞ সামগ্রী আছে (হবিষ্মতে), (২) যিনি যথাযোগ্য হবিঃ দ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করেন (স্প্রাব্যে) এবং (৩) যিনি বিধিপূর্বক সোমরস প্রস্তুত করেন (স্প্রবতে)।

**অহং দ্রবিণং দধামি**—দেবী ভগবতী সাধককে তাহার প্রার্থনানুসারে ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। মেধসু ঋষি মহারাজ সুরথকে বলিতেছেন,—



## দেবীসূক্ত

২২

তামূণৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ (চণ্ডী, ১৩।৫)

হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীরই শরণাপন্ন হও। তিনিই আরাধিতা হইলে  
মহুশ্যগণকে ঐহিক ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।

মন্ত্র ৩, (পৃষ্ঠা ১)

অম্বস্বার্থ।—অহং (আমি) : রাষ্ট্রী (জগদীশ্বরী), বসুনাং (ধনসমূহের) সংগমনী  
(প্রাপয়িত্রী), চিকিতুষী (পরব্রহ্মজ্ঞানবতী), যজ্ঞিয়ানাং (যজ্ঞে পূজ্যদিগের মধ্যে)  
প্রথমা (প্রধানা)। ভুরি-স্বাত্রাং (বহুরূপে অবস্থিতা) ভুরি-আবেশমন্তীং (জীবাশ্মা  
রূপে সর্বভূতে প্রবিষ্টা) তাং মা (সেই আমাকে) দেবাঃ (দেবগণ বা যজমানগণ)  
পুরুত্বা (সর্বত্র) ব্যদধুঃ (পূজা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ :—আমি জগদীশ্বরী, ধনদায়িনী, পরব্রহ্মজ্ঞানবতী এবং যজ্ঞে  
পূজ্যদিগের প্রধানা। বহুরূপে অবস্থিতা, সর্বভূতে প্রবিষ্টা সেই আমাকে  
দেবগণ সর্বত্র পূজা করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

অহং রাষ্ট্রী—আজ্ঞা শক্তি ভগবতীর শক্তিতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া  
থাকে। এইজন্ত চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, “সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে  
সনাতনি।” ১১।১১

বসুনাং সংগমনী—দেবী উপাসকগণকে পার্থিব এবং অপার্থিব উভয়বিধ ধন প্রদান  
করিয়া থাকেন। তিনি নিকাম ভক্তকে আত্মজ্ঞান এবং সকাম ভক্তকে ঐহিক ও পারত্রিক  
ভোগৈশ্বর্য প্রদান করেন। “সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং ভূষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।”  
(চণ্ডী, ১২।৩৭)।

চিকিতুষী—যে পর ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করা কর্তব্য আমি সেই পরব্রহ্মকে স্বকীয়  
আত্মারূপে সাক্ষাৎ করিয়াছি অর্থাৎ পরব্রহ্মজ্ঞানবতী (সায়ন)। যে জ্ঞান দ্বারা জীব  
আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে দেবী সেই ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী।

ভুরি-স্বাত্রাং—আমি একা অদ্বিতীয়া হইয়াও প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা।

ভূর্য্যাবেশমন্তীং—আমি সর্বভূতে জীবাশ্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি।



তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুষা—ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য সায়েন বলেন, “উক্তপ্রকারে আমি বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছি বলিয়া দেবগণ যাহা যাহা করেন তাহা আমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া করেন।” অর্থাৎ যে সাধক যে দেবতার আরাধনা করুক না কেন সকল পূজা আমাতেই পর্য্যবসিত হয়। এখানে ‘দেব’ শব্দের অর্থ দৈবী সম্পাদ্যুক্ত যজমান। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যে ২ প্যত্রদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তে ২ পি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

নতু মামভিজ্ঞানস্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবস্তি তে ॥ ৯।২৩-২৪

যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে অগ্নাত দেবতার পূজা করে তাহারা অবিধিপূর্ব্বক হইলেও (অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ অবগত না হইয়াও) আমারই পূজা করে। কারণ আমিই সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। পরন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, এইজন্ত সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে।

মন্ত্র ৪, (পৃষ্ঠা ২)

অন্বয়ার্থ—যঃ (যে ব্যক্তি) অনন্নম্ অত্তি (অন্ন ভোজন করে), যঃ বিপশ্চতি (দর্শন করে), যঃ প্রাণিতি (প্রাণধারণ করে), যঃ উক্তং (কথিত বিষয়) শৃণোতি (শ্রবণ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) ময়া (আমার দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকে)। [যে] (যাহারা) ঙ্গঃ (ঈদৃশী) মাম্ (আমাকে) অমন্তবঃ (না জানে), তে (তাহারা) উপক্ষিয়ন্তি (ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারে হীন হয়)। শ্রুত (হে কীর্ত্তিমান্ সখে!) শ্রুধি (শ্রবণ কর), শ্রদ্ধিবঃ (শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব) তে বদামি (তোমাকে বলিতেছি)।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে কথা শ্রবণ করে, সে আমার শক্তি-দ্বারাই তাহা করিয়া থাকে। ঈদৃশী আমাকে যাহারা না জানে তাহারা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে কীর্ত্তিমান্ সখে! শ্রবণ কর, তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি।

টিপ্পনী ।

ময়া সো..... শৃণোত্যুক্তম্

আহার গ্রহণ, দর্শন ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, শ্রবণ ক্রিয়া ইত্যাদি বাবতীয় ইন্দ্রিয়



ব্যাপার জীব সেই মহাশক্তিরই শক্তি দ্বারা নির্বাহ করিতেছে। ফেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

“শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উপ্রাণস্ত প্রাণশ্চক্ষুশ্চক্ষুঃ।” ১।২

যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। ব্রহ্ম শক্তিই সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপারের নিয়ামক। আদ্যাশক্তি অন্তর্ধ্যামিনীরূপে ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া থাকেন। চণ্ডীতে দেবগণ দেবীর স্তুতি করিতেছেন;—

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।

ভূতেষু সততং তস্মৈ ব্যাপ্তিদৈব্যা নমো নমঃ ॥ ৫।৭৭

যিনি সকল প্রাণীতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহের এবং ক্ষিতি, অপ্, প্রভৃতি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সতত বিরাজমানা সেই ব্যাপ্তি দেবীকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাগিনী ব্রহ্মশক্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

### অমস্তুবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি

উক্ত প্রকারে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িত্রীরূপে যাহারা আমাকে (ব্রহ্মশক্তিকে) না জানে তাহারা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। “উপক্ষিয়ন্তি উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনা ভবন্তি” (সায়ন ভাষ্যম্)। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতি হইতে মুক্তি অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া জীব হীন দশা প্রাপ্ত হয়।

শ্রুত—হে বিস্মত সথে! (সায়ন)। জীবাত্মাকে এখানে সখ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী, শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—“দ্বা স্পর্গা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে।” (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।১; মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১)। দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন।

### মন্ত্র ৫, (পৃষ্ঠা ২)

অম্বমার্থ।—অহং (আমি) স্বয়ম্ এবং (নিজেই) দেবেভিঃ (দেবগণ কর্তৃক) উত (এবং) মাহুষেভিঃ (মহুশ্যগণ কর্তৃক) জুহুং (সেবিত) ইদং (এই ব্রহ্মতত্ত্ব) বদামি (উপদেশ করিতেছি)। [অহং] যং (যাহাকে) কাময়ে (ইচ্ছা করি) তং তং (সেই সেই পুরুষকে) উগ্রং (শ্রেষ্ঠ) ক্রণোমি (করি), তং (তাহাকে) ব্রহ্মাণং (সৃষ্টি কর্তা), তম্ (তাহাকে) ঋষিং (অতীন্দ্রিয় বিষয়দর্শী), তং (তাহাকে) স্মমেধাং (উত্তম প্রজ্ঞাশালী) [ক্রণোমি] (করিয়া থাকি)।



অনুবাদ,—দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি নিজেই উপদেশ করিতেছি। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি; তাহাকে ব্রহ্মা, ঋষি অথবা উত্তম প্রজ্ঞাশালী করিয়া থাকি।

টিপ্পনী।

জুষ্টং দেবেভিরুত মানুবেভিঃ—ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না, এইজন্ত দেবতা ও মনুষ্য সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ তপস্তা করিয়া থাকে।

যং কাময়ে.....কুণোমি—দেবীর ইচ্ছা বা প্রসাদেই জীব অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া থাকে। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে, “সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না” (৪।১৫)। আপনি প্রসন্না হইলে সর্বদা অভ্যুদয় প্রদান করিয়া থাকেন। “সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে” (১।৫১)। ইনিই প্রসন্না হইলে মানবগণের মুক্তির জন্ত বরদাজ্ঞী হইয়া থাকেন।

মুমেধাম্—শোভন-প্রজ্ঞ (সায়ন)। যদ্বারা সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায় তাহাকে “মেধা” বলে। ভগবতী মেধা স্বরূপিণী। “মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রমারা” (চণ্ডী, ৪।১১)।

মন্ত্র ৬, (পৃষ্ঠা ২)

অম্বমার্থ।—অহং (আমি) ব্রহ্মদেবী (ব্রহ্মদেবী) শরবে (হিংসক অশুরকে) হন্তবৈ (=হন্তং, বধ করিবার নিমিত্ত) উ (পাদপূরক অব্যয়) রুদ্রায় (=রুদ্রশ্চ, রুদ্রের) ধনুঃ আতনোমি (ধনু জ্যা সংযুক্ত করি)। অহং জনায় (সজ্জনের রক্ষণার্থ) সমদং (সংগ্রাম) কুণোমি (করি)। অহং দ্যাবাপৃথিবী (স্বর্গ ও মর্ত্যে) আবিবেশ (প্রবিষ্ট হইয়া আছি)।

অনুবাদ।—ব্রহ্মদেবী হিংসক অশুর বধের নিমিত্ত আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যা সংযোগ করি। সজ্জনের রক্ষণার্থ আমি সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমি স্বর্গ ও মর্ত্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছি।



টিপ্পনী ।

অহং রুদ্রান.....হস্তবা উ

পুরাকালে ত্রিপুর বিজয় সময়ে ব্রাহ্মগণের ঘেঘকারী, হিংসক, ত্রিপুর নিবাসী অসুরকে বধ করিবার জন্ত যখন রুদ্র প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন আমিই তাঁহার ধনুকে জ্যাসংযোগ করিয়াছিলাম (সায়ন)। এই সম্বন্ধে পৌরাণিক বার্তা এইরূপ;—তারকাসুরের তিন পুত্র,—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী। তাহাদের জন্ত ময় দানব স্বর্গে কাঞ্চনময়, অস্তরীক্ষে রজতময় এবং মর্ত্যে লৌহময় পুরজয় নির্মাণ করেন। ব্রহ্মার নিকট উক্ত তিন অসুর এই বর লাভ করে যে, যদি কেহ এক বাণে পুরজয় ধ্বংস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারই হস্তে ইহারা নিহত হইবে, অস্ত্রের অবধ্য হইবে। রুদ্র ত্রিপুর ধ্বংস করিয়া উহার অধিবাসীদিগকে বধ করেন। (মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৩৫তম অধ্যায়)।

ব্রহ্মদ্বিষে—ব্রাহ্মগণের ঘেঘকারী (সায়ন)। যখন আসুরীশক্তি প্রবল হইয়া ব্রাহ্মদিগকে অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিগণকে নিপীড়িত করে তখন ঐ আসুরী শক্তি বিনাশের জন্ত আত্মশক্তি ভগবতীই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রকে শক্তি জোগাইয়া থাকেন।

শরবে—শৃ ধাতু (হিংসার্থক) + উ = শরু, চতুর্থী বিভক্তিতে শরবে। হস্তবৈ—হনু ধাতু + তুম্ অর্থে তবৈ।

অহং অনায় সমদং কুণোমি

সামুগ্ধগণের পরিভ্রাণের নিমিত্ত আমি তাহাদের নিপীড়নকারী অসুরদের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। চণ্ডীতে ইহার বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

অহং ছাবাপৃথিবী আ বিবেশ

আমি অন্তর্ধ্যামিণীরূপে দ্ব্যলোক ও ভূলোকে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। দেবগণ ভগবতীকে স্তুতি করিয়াছেন,—

চিত্তিক্রপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।

নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥ (চণ্ডী ৫৭৮-৮০)

যিনি চিৎশক্তি বা জীবচৈতন্য রূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

মন্ত্র ৭, (পৃষ্ঠা ২)

অম্বয়ার্থ।—অহং (আমি) অশ্র (ইহার অর্থাৎ ভূলোকের) মূর্ধন (উপরে) পিতরং (পিতাকে অর্থাৎ দ্ব্যলোককে) হুবে (প্রসব করি)। সমুদ্রে (পরমাঙ্গাতে) অপস্থ



অন্তঃ (ব্যাপনশীল বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই) মম (আমার) যোনিঃ (কারণ অর্থাৎ প্রকাশস্থান)। ততঃ (সেই হেতু) [অহং] বিশ্বা (সমস্ত) ভুবনা (ভুবন মধ্যে, প্রাণিবর্গমধ্যে) অনু (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) বিতিষ্ঠে (বিবিধরূপে বর্তমান আছি)। উত (অধিকন্তু) অমং ত্বাং (ঐ দ্যুলোককে অর্থাৎ যাবতীয় বিকারজাত বস্তুকে) বস্মাণা (কারণভূত মায়ায়ক আমার দেহ দ্বারা) উপস্পৃশামি (স্পর্শ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছি)।

অনুবাদঃ—আমি এই ভুলোকের উপরে অবস্থিত দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি। পরমাত্মাতে ব্যাপনশীল বুদ্ধি বৃত্তির মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম চৈতন্য তাহাই আমার কারণ অর্থাৎ প্রকাশ স্থান। সেই হেতু আমি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিবিধরূপে বর্তমান আছি। অধিকন্তু আমি নিজ দেহ দ্বারা ঐ দ্যুলোককে স্পর্শ করিয়া আছি।

টিপ্পনী।

অহং পিতরং স্মবে—আমি পিতা অর্থাৎ দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি (সায়ন)। ঐতিহ্যে দ্যুলোককে পিতা বলা হইয়াছে “দ্যোঃ পিতা”। দ্যুলোকদ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের আদি আকাশ বা ব্যোমতত্ত্বকে বুঝায়।

অশ্রু মূর্দ্ধন—সায়নাচার্য্য ইহার দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন,—(১) অশ্রু ভুলোকশ্রু মূর্দ্ধন মূর্দ্ধনি উপরি। এই ভুলোকের উপরে। (২) অশ্রু পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন মূর্দ্ধনি উপরি। পরমাত্মার উপরে। পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর আধারস্বরূপ, আকাশাদি কার্য্যবস্তু তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত আছে।

মম যোনিঃ অপ স্ত্র অন্তঃ সমুদ্রে

আচার্য্য সায়নের মতে এস্থলে “অপ স্ত্র” শব্দের অর্থ ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি। যাহা হইতে ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে তিনিই “সমুদ্র” অর্থাৎ পরমাত্মা। “সমুদ্রবস্তি অস্মাদ্ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা।” বুদ্ধিবৃত্তি মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই আমার প্রকাশ স্থান (যোনি)। সাধকের পরিশুদ্ধ স্বপ্ন বুদ্ধির ভিতর দিয়াই ব্রহ্মময়ী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এইজন্য ঐতিহ্য বলিয়াছেন,—

এষঃ সর্কেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্রামা বুদ্ধ্যা স্বপ্নয়া স্বপ্নদর্শিভিঃ ॥ (কঠোপনিষৎ ৩।১২)



এই আত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না। কিন্তু হৃদয়দর্শীরা ইহাকে  
তীক্ষ্ণ ও হৃদয়বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন।

### ভূত বিত্তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা

যেই আমি সাধকের বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। সেই আমিই বিশ্বভুবনের  
যাবতীয় পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ নামরূপ ধারণ করিয়া আছি। ঋতি বলিতেছেন,—

অগ্নির্ধৈথ্যে ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরায়া।

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ॥ (কঠোপনিষৎ ৫।৩)

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহবস্তুর রূপভেদে তত্তদ্ রূপ ধারণ করিয়া  
থাকে, তেমনি সর্বভূতের এক অন্তরায়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্ বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং  
এই সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন।

### অমুং ভাং বস্মণা উপস্পৃশামি

আমি মদীয় কারণভূত মায়াশুক দেহদ্বারা (বস্মণা) ঐ দ্যুলোককে স্পর্শ করিয়া  
আছি। দ্যুলোকের দ্বারা এখানে যাবতীয় কার্য বস্তুকেই বুঝাইতেছে। (সায়ন)

অঙ্ক ৮, (পৃষ্ঠা ২-৩)

অম্বমার্থ।—বিশ্বা (=বিশ্বানি, সমস্ত) ভুবনানি (লোকসমূহ বা ভূতবর্গ)  
আরভমাণা (উৎপাদন করিতে করিতে) অহম্ এব (আমিই) বাতঃ ইব (বায়ুর আয়  
স্বেচ্ছায়) প্রবামি (প্রবাহিত হই)। [অহম্ এব] (আমিই) দিবা পরঃ (দ্যুলোকের  
উপরে) এনা পৃথিব্যাঃ পরঃ (এই পৃথিবীর উপরে)। [অহম্ এব] (আমিই)  
মহিনা (=মহিমা, মহিমা দ্বারা) এতাবতী (এইরূপ জগন্ময় রূপধারিণী) সংবভূব  
(হইয়াছি)।

অনুবাদ :—আমিই সমস্ত ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর আয়  
প্রবাহিত হই। আমিই দ্যুলোক ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া আছি।  
স্বীয় মহিমা দ্বারা আমিই এই সমস্ত হইয়াছি।



টিপ্পনী।

অহমেব বাত ইব প্রবামি

বায়ু যেমন অল্প কিছু দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বচ্ছায় প্রবাহিত হয়, আমি ও তদ্রূপ অল্প কাহারও দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া নিজেই স্বেচ্ছায়া কার্যে প্রবৃত্ত হই ( সায়ন )।

পন্নো দিবা.....সংবভূব

দ্যলোক ও পৃথিবী এই প্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় কার্যাবল্লভ উপলক্ষিত হইতেছে। যদিও আমি সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের অতীত, অসঙ্গ, উদাসীন, নির্বিকার ব্রহ্মচেতনরূপিনী তথাপি আমিই স্বীয় মহিমা বলে সর্বজগৎরূপে সজ্জত হইয়াছি ( সায়ন )।

আদ্যাশক্তি যদিও স্বরূপতঃ নামরূপাতীতা, তথাপি তিনিই মায়াৰূপ মহিমা দ্বারা সমস্ত বস্তুরূপে সজ্জতা হন। মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

স্বমেব স্মৃশ্বা শ্বলা অং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।

নিরাকারাপি সাকারা কস্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ( ৪।১৫ )

তুমিই ( আদ্যা শক্তি ভগবতী ) স্মৃশ্বা ও শ্বলা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিনী, নিরাকারা হইয়াও সাকারা, তোমাকে কে জানিতে পারে ?

ঋথেন্দোক্ত দেবীসূক্ত \* সমাপ্ত।

\* বৈদিক দেবীসূক্ত ব্যতীত তান্ত্রিক দেবীসূক্তও রহিয়াছে। ত্রীচীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত দেবগণকৃত স্তোত্রে তান্ত্রিক দেবীসূক্ত বলে।



## অর্গল-স্তোত্র ।

ত্ৰীত্ৰীচণ্ডীৰ মূল অংশ পাঠেৰ পূৰ্বে অঙ্গ স্বৰূপে অর্গল, কীলক ও কবচ পাঠ কৰিতে হয় । বারাহীতন্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে,—

অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ ।

জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্ৰম এষ শিবোদিতঃ ॥

প্রথমে অর্গল, কীলক ও কবচ পাঠ কৰিয়া তৎপৰ সপ্তশতী বা মূল চণ্ডী পাঠ কৰিতে হয়—ইহাই চণ্ডী পাঠেৰ শিবোক্ত ক্ৰম ।

অর্গল, কীলক, কবচ ও চণ্ডী পাঠেৰ ফল মংগল সূক্তেৰ একটি বচনে সঙ্ক্ষেপে বৰ্ণিত হইয়াছে,—

অর্গলং ছুরিতং হস্তি কীলকং ফলদং তথা ।

কবচং রক্ষয়ৈন্নিত্যং চণ্ডিকা ত্রিতয়ং তথা ॥

অর্গল পাপ নাশ কৰে, কীলক ফলদান কৰে, কবচ নিত্য রক্ষা কৰে এবং চণ্ডী পাঠে উক্ত ত্ৰিবিধ ফলই লাভ হয় ।

“অর্গল” ( বা অর্গলা ) শব্দেৰ অর্থ কপাট বন্ধ কৰিবাব কাষ্ঠদণ্ড, খিল । যেকুপ গৃহদ্বাৰ অর্গলাবদ্ধ থাকিলে বাহিৰ হইতে কেহ ভিতৰে প্ৰবেশ কৰিতে পারে না, সেইকুপ চণ্ডীপাঠেৰ পূৰ্বে “অর্গল-স্তোত্র” ( বা অর্গলা-স্তোত্র ) পাঠ কৰিয়া লইলে বাহ্য বিষয়েৰ দ্বাৰা চিন্ত-বিক্ষেপ উৎপাদিত হইতে পারে না । তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে,—

অর্গলং হৃদয়ে যস্য স চার্গলময়ঃ সদা ।

ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য শিবেন রচিতং পুরা ॥

যাহাৰ হৃদয়ে অর্গল স্তোত্র বিৰাজিত সে সৰ্বদা অর্গলময় হইয়া থাকিবে অৰ্থাৎ অর্গল বন্ধ গৃহে অবস্থানেৰ আয় নিৰাপদে অবস্থান কৰিতে পারিবে— ইহা স্থিৰ কৰিয়াই শিব পুরাকালে এই অর্গল স্তোত্র রচনা কৰিয়াছিলেন ।

অর্গল-স্তোত্ৰেৰ “দুৰ্গাপ্ৰদীপ” নামক টীকাতে উক্ত হইয়াছে,—



“সিদ্ধিপ্রতিবন্ধকং পাপমর্গলা-সদৃশত্বাদ্ অর্গলা, তন্নাশক-স্তোত্রস্তাপি  
তত্তল্লক্ষণয়া অর্গলেতি সংজ্ঞা।”

সিদ্ধির প্রতিবন্ধক পাপ অর্গলা সদৃশ। লক্ষণাধারা সেই পাপ নাশক  
স্তোত্রেরও “অর্গলা” নাম হইয়াছে।

শ্লোক ১, ( পৃষ্ঠা ৩ )

অনুবাদ।—হে দেবি চামুণ্ডে, তোমার জয় হউক। হে পৃথিবীর  
সন্তাপহারিণি, তোমার জয় হউক। হে সর্বব্যাপিণি দেবি, তোমার জয়  
হউক। হে কালরাত্রি, তোমাকে নমস্কার।

টিপ্পনী।

দেবীর অনন্ত নাম, অনন্ত মূর্তি। এই স্তোত্রে দেবীর কতিপয় নাম উক্ত হইয়াছে।  
এই নামগুলি তাঁহার বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রতীক স্বরূপ। ইহাদের সাহায্যে দেবীর  
বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তির ধ্যান করিতে হয়। দেবীপুরাণের ৩৭শ অধ্যায়ে দেবীর  
কতগুলি নামের তাৎপর্য ( নিরুক্তি ) বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে,—

অপ্যেকং বেত্তি যো নাম ধাত্ত্বর্থ-নিগমৈ নরঃ।

স হুঃখৈ বর্জিতঃ সর্বৈঃ সদা পাপাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩৭।১০৪

যে মানব দেবীর ( অসংখ্য নামের মধ্যে ) একটি মাত্র নামের তাৎপর্যও বিদিত  
হইতে পারে, সে সর্বপ্রকার দুঃখ ও পাপ হইতে সর্বদা মুক্ত হইয়া থাকে।

চামুণ্ডা—দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

হস্তা রুদ্রং মহাদৈত্যং ব্রহ্মবিষ্ণু-ভয়ঙ্করম্

তন্ত প্রবৃত্তং বৈ চর্ম্ম মৃণ্ডং বাম করে তথা।

গৃহীত্বা নির্গতা তুমা সা চামুণ্ডা ভভঃ স্মৃতা ॥ ৩৭।১৭

ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর রুদ্র নামক মহাদৈত্যের বধ করিয়া  
তাহার চর্ম্ম ও মৃণ্ড বাম করে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম “চামুণ্ডা”।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে “চামুণ্ডা” নামের অল্পপ্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,—



বস্মাক্ষণ্ডঃ মুণ্ডঃ গৃহীত্বা ত্রমুপাগতা ।

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ৭।২৭

যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড নামক অস্ত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, এইজন্য হে দেবি ! তুমি লোক মধ্যে “চামুণ্ডা” নামে কীৰ্ত্তিতা হইবে।

**ভূতাপহারিণি—**(১) ভূ-তাপহারিণি, যিনি পৃথিবীর সন্তাপ দূর করিয়া থাকেন ;  
(২) ভূত-অপহারিণি, যিনি বিদ্বকারী ভূতগণকে অপসারণ করিয়া থাকেন।

**কালরাত্রি—**প্রলয়কালীন রাত্রিস্বরূপা, যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়।

শ্লোক ২, (পৃষ্ঠা ৩)

**অনুবাদ :**—তুমি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা। তোমাকে নমস্কার।

টিপ্পনী।

**জয়ন্তী :**—দেবী সর্বোৎকৃষ্টা বলিয়া তাঁহার একটি নাম জয়ন্তী। ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী সর্ব পদার্থের মূলভূত কারণ, এইজন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্টা (দুর্গাপ্রদীপ টীকা)। দেবীপুরাণ মতে, ইনি সর্বত্রই জয়লাভ করেন বলিয়া ইহার নাম জয়ন্তী। “জয়ন্তী জয়নাখ্যাতা”। (৩৭।১২)

**মঙ্গলা—**মঙ্গল জনন-মরণাদিরূপঃ সর্পণঃ ভক্তানাং লাতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদা মঙ্গলা ইত্যুচ্যতে (প্রদীপঃ)। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি রূপ সংসৃতিকে “মঙ্গ” বলে। ভক্তগণের জন্মমরণরূপ সংসৃতি নাশ করেন বলিয়া দেবীর একটি নাম “মঙ্গলা”।

**কালী—**কলয়তি ভক্ষয়তি সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী (প্রদীপঃ)। যিনি প্রলয়কালে এই জগৎ প্রপঞ্চ ভক্ষণ করেন তিনি “কালী”। মহানির্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

মহাকালস্ত কলনাং স্বমাতা কালিকা পরা ॥ (৪।৩১)

মহাকাল সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া উক্ত নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও কলন বা গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম আত্মা পরমা কালিকা।



**ভক্তকালী**—ভক্তং মঙ্গলং স্তুতং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুমিতি ভক্তকালী (প্রদীপঃ)। যিনি ভক্তগণকে ভক্ত অর্থাৎ মঙ্গল বা স্তুতপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন তিনি “ভক্তকালী”। রহস্তাগমে উক্ত হইয়াছে “ভক্তকালী স্তুতপ্রদা।”

**কপালিনী**—দুর্গাপ্রদীপ টীকার মতে, যিনি প্রলয়কালে ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদের কপাল হস্তে লইয়া বিচরণ করেন তিনি “কপালিনী।” রহস্তাগমের মতে, পরাদেবী এই জগৎ প্রপঞ্চরূপ পদকে হস্তে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার নাম “কপালিনী”। “প্রপঞ্চাশূজহস্তা চ কপালিনীচ্যুতে পরা।” দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা।

কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাদ্ বা কপালিনী ॥ (৩৭।১৬)

ইনি সর্বদা হস্তে ব্রহ্মকপাল ধারণ করেন কিংবা পালন করেন বলিয়া ইহার নাম “কপালী” বা “কপালিনী”।

**দুর্গা**—দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগ-সর্বকর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা (প্রদীপঃ)। যিনি দুঃখ দ্বারা প্রাপ্য অর্থাৎ ষাঁহাকে অষ্টাঙ্গ যোগ ও সর্বকর্ম উপাসনারূপ ক্লেশের দ্বারা লাভ করিতে হয় তিনি “দুর্গা”। দেবীপুরাণ মতে,—

স্মরণাদিভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুসঙ্কটে।

দেবাঃ শক্রাদয়ো যস্মাৎ তেন দুর্গা প্রকীৰ্ত্তিতা। (৩৭।২)

স্মরণমাত্রেই দেবী ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শক্র-সঙ্কট-ভয় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম “দুর্গা”।

**শিবা**—চিদ্রূপিণী (প্রদীপঃ)। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শিবামুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী।

শিবায় যো জপেদেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা ॥ (৩৭।৩)

শিব শব্দের অর্থ মুক্তি, দেবী যোগিগণকে মোক্ষ ফল প্রদান করেন। শিব ফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম “শিবা”।

**ক্ষমা**—দেবী ভক্ত ও অভক্তদের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন এবং সস্থ করেন যেহেতু ইনি সকলের জননী। ইনি অতিশয় করুণাময়ী। এই কারণে তাঁহাকে “ক্ষমা” নামে অভিহিত করা হয় (প্রদীপঃ)।

**ধাত্রী**—সর্বপ্রপঞ্চধারণকর্ত্রী (প্রদীপঃ)। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



ধাত্রী মাতা সমাখ্যাতা ধারণে চোপগীয়তে ।

ত্রয়াণ্যাকৈব লোকানাং নাম ত্রৈলোক্য ধাত্রিকা ॥ ( ৩৭।২২ )

ধাত্রী শব্দে জননী এবং যিনি ধারণ করেন, তাঁহাকে বুঝায় । স্বতরাং সেই ভগবতী ত্রিভুবনের জননী ও ধারণকর্ত্রী বলিয়া তাঁহার নাম ত্রৈলোক্যধাত্রী হইয়াছে ।

স্বাহা—দেবপোষিণী ( প্রদীপঃ ) । চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—“যন্তাঃ সমস্ত-স্বরতা সমুদীরণেন তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মথেষু দেবি স্বাহাসি বৈ” ( ৪।৮ ) । হে দেবি ! সমস্ত যজ্ঞে যে স্বাহার সম্যক উচ্চারণে নিখিল দেবগণ তৃপ্তি লাভ করেন, তুমি সেই “স্বাহা” স্বরূপিণী ।

স্বধা—পিতৃপোষিণী ( প্রদীপ ) । চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—“পিতৃগণশ্চ চ তৃপ্তিহেতু রুচ্চাধ্যাসে ভ্রমত এব জর্জৈঃ স্বধা চ” ( ৪।৮ ) পিতৃলোকের তৃপ্তির হেতুভূত “স্বধা”ও তুমি । এইজন্ত পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ তোমাকে স্বধা রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।  
শ্লোক ৩, ( পৃষ্ঠা ৩ )

অম্বুবাদ :—হে মধু-কৈটভ নাশিনি, ব্রহ্মাকে বরদায়িনি, তোমাকে নমস্কার । রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর ।

টিপ্পনী ।

মধু-কৈটভ-বিধবংসি, বিধাতৃ-বরদে

মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উত্তত হইলে ব্রহ্মা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন । দেবী তাহাতে প্রসন্না হইয়া বিষ্ণু দ্বারা মধু-কৈটভের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন । এই বৃত্তান্ত ত্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ।

রূপং দেহি.....জহি

ত্রীশ্রীচণ্ডীতে অভ্যাদয় অর্থাৎ ঐহিক ভোগ ও পারলৌকিক স্বর্গ সাধনের যেমন উপদেশ আছে, তেমনি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি সাধনের উপদেশও রহিয়াছে । ইহাতে অধিকারী ভেদে সকাম ও নিকাম, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ উভয়বিধ ধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে । দেবী সাধকের প্রার্থনানুসারে ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকেন । “রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি” এই শ্লোকাক্টের তাৎপর্যও সকাম ও নিকাম অধিকারী ভেদে ভিন্নরূপ হইবে । যিনি ষেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থগ্রহণ করিবেন ।



**রূপং দেহি—**(১) মা, আমাকে সৌন্দর্য্য প্রদান কর। (২) রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্ম-বস্তু (প্রদীপঃ)। একমাত্র নিরূপণীয় বস্তু যাহা তাহাই “রূপ” অর্থাৎ পরমাত্মা। মা, আমাকে পরমাত্ম বস্তু লাভ করাইয়া দাও।

**জয়ং দেহি—**(১) মা, আমাকে জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত কর। (২) জয়ত্যানেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো বেদস্মৃতিরশিঃ (প্রদীপঃ)। যদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ জয় করা যায় (জানা যায়) তাহাই “জয়” অর্থাৎ বেদস্মৃতিরশি। মা, আমাকে শ্রুতি স্মৃতির জ্ঞান প্রদান কর যদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারি।

**যশো দেহি—**(১) মা, আমাকে কীৰ্ত্তিমান্ কর। (২) “সহ নো যশঃ” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞান-সম্পাদন-জ্ঞাং যশস্তদ্ দেহি (প্রদীপঃ)। আমাকে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভজনিত যশ প্রদান কর।

**জিহ্বা জহি—**(১) মা, আত্মরিক শক্তি সম্পন্ন দুৰ্ব্বৃত্ত শত্রুদিগকে ধ্বংস কর। (২) কাম-ক্রোধাদীন্ শত্রূন্ জহি (প্রদীপঃ)। মা, আমার কামক্রোধাদি রিপুবর্গকে বিনাশ কর। গীতায় শ্রীভগবান অৰ্জুনকে বলিয়াছেন, “জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং হুরাসদম্।” (৩৪৩)। হে অৰ্জুন! তুমি কামরূপ দুৰ্জ্জয় শত্রুকে বধ কর।

শ্লোক ৪, (পৃষ্ঠা ৩)

**অনুবাদঃ**—হে মহিষাসুর নাশিনি, সৃষ্টিকর্ত্রি, বরদায়িনি, তোমাকে নমস্কার। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

টিপ্পনী।

দেবী কর্তৃক মহিষাসুরের বধ বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক ৫, (পৃষ্ঠা ৩)

**অনুবাদঃ**—হে ধূম্রলোচন বধকারিণি, ধর্ম্ম অর্থ ও কামদাত্রি, তোমাকে নমস্কার। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

টিপ্পনী।

দেবী কর্তৃক ধূম্রলোচন বধ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক ৬, (পৃষ্ঠা ৪)



অনুবাদ :—হে রক্তবীজ বধকারিণি, চণ্ড ও মুণ্ডবিনাশকারিণি দেবি, রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

টিপ্পনী।

রক্তবীজ বধ অষ্টম অধ্যায়ে এবং চণ্ডমুণ্ড বধ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক ৭, ( পৃষ্ঠা ৪ )

অনুবাদ :—হে শুভ ও নিশুভ নাশিনি, ত্রিভুবনের মঙ্গল দায়িনি, তোমাকে নমস্কার। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

টিপ্পনী।

নিশুভের বধ বৃহত্তম নবম অধ্যায়ে এবং শুভের বধ বৃহত্তম দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক ৮, ( পৃষ্ঠা ৪ )

অনুবাদ :—হে দেবি ! তোমার চরণ যুগল ( ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক ) বন্দিত, তুমি সর্ববিধ সৌভাগ্যদানকারিণী। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ৯, ( পৃষ্ঠা ৪ )

অনুবাদ :—হে দেবি ! তোমার রূপ ও চরিত্র চিত্তার অতীত, তুমি সকল শত্রু বিনাশ করিয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ১০, ( পৃষ্ঠা ৪ )

অনুবাদ :—হে অপর্ণে, যাহারা তোমাকে সর্বদা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করে তুমি তাহাদের পাপ নাশ করিয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।



টিপ্পনী ।

**অপর্ণা**—দুর্গা গিরিরাজগৃহে জন্ম লইয়া শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্বী করেন। ঐ সময় তিনি গলিত পত্র ভক্ষণও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্ত তাঁহার একটি নাম “অপর্ণা”। এই সম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস “কুমারসম্ভবম্” মহাকাব্যে লিখিয়াছেন,—

স্বয়ং বিশীর্ণক্রমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তুয়া পুনঃ ।

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥

৫।২৮

বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত শুষ্ক পত্রদ্বারা জীবন ধারণ করাই তপস্বীর চরম উৎকর্ষ, কিন্তু পার্শ্ববর্তী সেই পর্ণাহারও বিসর্জন করিলেন। এই হেতুই পুরাণশাস্ত্রবিদগণ সেই প্রিয়ংবদার নাম “অপর্ণা” রাখিয়াছিলেন।

শ্লোক ১১, (পৃষ্ঠা ৪)

**অনুবাদ** :—হে চণ্ডিকে, যাহারা তোমাকে ভক্তিপূর্বক স্তব করে তুমি তাহাদের ব্যাধি নাশ করিয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ১২, (পৃষ্ঠা ৪)

**অনুবাদ** :—হে চণ্ডিকে, তুমি সর্বদা যুদ্ধে জয়শালিনী, তুমি পাপনাশিনী। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ১৩, (পৃষ্ঠা ৪)

**অনুবাদ** :—হে দেবি, সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও, পরম সুখ প্রদান কর। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ১৪, (পৃষ্ঠা ৫)

**অনুবাদ** :—হে দেবি, কল্যাণ বিধান কর, প্রভূত ঐশ্বর্য প্রদান কর। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।

শ্লোক ১৫, (পৃষ্ঠা ৫)

**অনুবাদ** :—শত্রুগণের ধ্বংস বিধান কর, অতিশয় উচ্চ বল প্রদান কর। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে বধ কর।



টিপ্পনী ।

উচ্চকৈঃ—অতিশয়েন উচ্চম্ (প্রদীপঃ) । প্রতিতে আছে, “নাশমায়া বলহীনেন লভ্যঃ” (মুক্তক ৩২।৪) । বলহীনব্যক্তি পরমাআকে লাভ করিতে পারে না । মা, আমাকে মহৎ বল প্রদান কর যাহাতে তোমাকে লাভ করিতে পারি ।

শ্লোক ১৬, (পৃষ্ঠা ৫)

অনুবাদঃ—হে দেবি, সুর ও অসুরগণের মস্তকস্থিত রত্নদ্বারা তোমার পাদপদ্ম ঘর্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমি সুরাসুর বন্দিতা । রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর ।

শ্লোক ১৭, (পৃষ্ঠা ৫)

অনুবাদঃ—আমাকে বিদ্যায়ুক্ত, যশস্বী ও শ্রীসম্পন্ন কর । রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর ।

টিপ্পনী ।

বিদ্যাবস্তুঃ—বিদ্যা দ্বিবিধ পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা । মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “দে বিত্তে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ।” (১।১।৪) । ব্রহ্মবিদেয়া বলেন, দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা ।

“তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” (১।১।৫) ।

ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্কবেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণাদি বোধক বেদাঙ্গ, কল্প অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বোধক বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বেদ ব্যাখ্যার নিয়মাদি বোধক বেদাঙ্গ, ছন্দ ও জ্যোতিষ—ইহারা অপরা বিদ্যা । পক্ষান্তরে যদ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা ।

শ্লোক ১৮, (পৃষ্ঠা ৫)

অনুবাদঃ—হে দেবি, তুমি তোমার প্রচণ্ড ভূজদণ্ডের দ্বারা দৈত্যগণের দর্প চূর্ণ করিয়া থাক । (অথবা যে সকল দৈত্যের ভূজদণ্ড প্রচণ্ড, তুমি তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া থাক) । রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর ।



শ্লোক ১৯, ( পৃষ্ঠা ৫ )

অনুবাদ :—প্রচণ্ড দৈত্যগণের দর্পনাশিনী হে চণ্ডিকে ! তোমার চরণে প্রণত আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২০, ( পৃষ্ঠা ৫ )

অনুবাদ :—হে চতুর্ভুজে, তুমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্কৃত। হে পরমেশ্বর, রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২১, ( পৃষ্ঠা ৫ )

অনুবাদ :—হে অশ্বিকে, তুমি কৃষ্ণ ( বিষ্ণু ) কর্তৃক সর্বদা ভক্তি সহকারে সংস্কৃত হইয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২২, ( পৃষ্ঠা ৫ )

অনুবাদ :—হে পরমেশ্বর, হিমালয়-কন্যা উমার পতি অর্থাৎ মহাদেব কর্তৃক তুমি সংস্কৃত হইয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২৩, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদ :—হে পরমেশ্বর, তুমি শচীপতি ইন্দ্র কর্তৃক ভক্তি সহকারে পূজিতা হইয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

টিপ্পনী।

ইন্দ্রাণীপতি-সম্ভাব-পূজিতে—গুপ্তবতী টীকাকার ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন (১) ইন্দ্রাণীর পতি অর্থাৎ ইন্দ্র কর্তৃক ভক্তিভাবে পূজিত। (২) ইন্দ্রাণী কর্তৃক পতি অর্থাৎ ইন্দ্রের অবস্থান জ্ঞানার্থ পূজিত। পুরাণে কথিত হইয়াছে, দুর্কাসা মুনির অভিশাপে ইন্দ্র লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়া কোনও সরোবরে পদ্ম মুণালের মধ্যে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রাণী চণ্ডীর আরাধনা দ্বারা পতির অবস্থান অবগত হইয়া তৎসন্নিধানে গমন করেন।



শ্লোক ২৪, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদ।—হে দেবি অশ্বিকে, তুমি ঐকান্তিক ভক্তদিগকে আনন্দোদয় অর্থাৎ মোক্ষদান করিয়া থাক। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

টিপ্পনী।

ভক্তজনোদ্ধাম-দত্তানন্দোদয়ে—ভক্তজনেষু যে উদ্ধামাঃ, তেভ্যঃ দত্ত আনন্দোদয়ঃ মোক্ষঃ যয়া ( গুণবতী )। ভক্তদের মধ্যে যাহারা উদ্ধাম অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট তাহাদিগকে যিনি আনন্দোদয় অর্থাৎ মোক্ষদান করেন।

শ্লোক ২৫, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদ।—আমার চিত্তবৃত্তির অনুসরণকারিণী মনোরমা পত্নী দাও। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২৬, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদ।—হে গিরিকন্ঠে, তুমি দুর্গম সংসার সাগর পারকারিণী। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুদিগকে নাশ কর।

শ্লোক ২৭, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদ।—মনুষ্য এই স্তোত্র ( অর্গল স্তোত্র ) পাঠ করিয়া মহাস্তোত্র ( শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য ) পাঠ করিবে। সপ্তশতী আরাধনা করিয়া সে দুর্লভ বর প্রাপ্ত হয়।

টিপ্পনী।

সপ্তশতী—সপ্তশতমন্ত্রযুক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী।

এই অর্গল স্তোত্রে সাধক “চিন্তামণি কামদুখা” ভগবতীর নিকট রূপ, জয়, যশোলাভ এবং শত্রুনাশের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; সৌভাগ্য, আরোগ্য, পরম সুখ, কল্যাণ, বিপুল শ্রী, বিদ্যা ও মহৎ বল লাভের নিমিত্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু জগদম্বার নিকট সর্বল প্রার্থনা



নিবেদন করিতেছেন। অভ্যাসকামী প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠানকারী সকাম সাধকের যাহা যাহা প্রার্থনীয় হইতে পারে তাহা সবই এই স্তোত্রে রহিয়াছে। ঋগ্বেদে এই ধরনের বহু প্রার্থনা-মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

প্রার্থনীয় বিষয়গুলিকে লৌকিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া ইহাদের গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অবধারণপূর্বক নিঃশ্রেয়সকামী নিবৃত্তিমार्গের সাধকেরাও শ্রদ্ধার সহিত অর্গল-স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। লৌকিক অর্থের পশ্চাতে উক্ত শব্দগুলির কি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে, মহেশ ঠাকুর তৎকৃত “দুর্গাপ্রদীপ” টীকাতে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। টিপ্পনীতে যথাস্থানে আমরা তাহা উল্লেখ করিয়াছি। নিকাম ভক্তেরা ঐরূপ অর্থ চিন্তা করিয়া স্তোত্রটি পাঠ করিবেন।

অর্গল-স্তোত্র সমাপ্ত।

—:~:—



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
অষ্টাধ্যায়ঃ

## কীলক-স্তব ।

কীলক শব্দের অর্থ,—কীলতি বধ্নাতি অনেন ইতি কীলঃ, স্বার্থে কন্ । যদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাকে কীল বা কীলক বলে । দুর্গাপ্রদীপ-টীকা হইতে অবগত হওয়া যায়, “সর্ববিধ মন্ত্রের ফলসিদ্ধির প্রতিবন্ধক শাপকে কীলক বলা হয়।” কীলক-স্তব শাপোদ্ধার বিশেষ । শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের উপর মহাদেব কৃত কীলক আছে । সেই কীলক দূর করিয়া চণ্ডী পাঠ না করিলে উহা অভীষ্ট ফলদানে অসমর্থ হয় । এই শাপ বা কীলকের প্রকৃত রহস্য অধিকার নির্ণয় । কীলক-স্তোত্র অনুধ্যানের দ্বারা সাধক চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন ।

রহস্য তন্ত্রোক্ত গুরু-কীলক পটল হইতে জানা যায়, জগতে আশু সিদ্ধিপ্রদ চণ্ডী-স্তোত্রের প্রচলন হেতু ব্রহ্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং তন্ত্রকাণ্ডের প্রচার ব্যাহত হইয়া যায় । মহাদেব উক্ত কাণ্ডত্রয়ের সার্থকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীকে কীলক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখেন ।

তদারভ্য চ মন্ত্রোহয়ং কীলকেনাস কীলিতঃ ।

ন সর্বেষাং ভবেৎ সিদ্ধ্যৈ যে কীলক-পরাজুখাঃ ॥

যে নরাঃ কীলকেনমং জপন্তি পরয়া মুদা ।

তেষাং দেবী প্রসন্না স্যাৎ ততঃ সর্বাঃ সমুদয়ঃ ॥

( গুরু-কীলক পটলঃ, ৫-৬ )

তখন হইতে এই মন্ত্র অর্থাৎ চণ্ডী-স্তোত্র কীলকের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে । যাহারা কীলক-পরাজুখ অর্থাৎ যাহারা কীলক-স্তব পাঠ না করিয়া চণ্ডী পাঠ করে তাহাদের চণ্ডী পাঠ সফল হয় না । যাহারা পরম আনন্দ সহকারে কীলক সহিত চণ্ডী পাঠ করে তাহাদের প্রতি দেবী প্রসন্না হন এবং তাহা হইতে সর্ববিধ সমুদ্বিলাভ হইয়া থাকে ।



## শ্লোক ১, ( পৃষ্ঠা ৬ )

অনুবাদঃ—মার্কণ্ডেয় ঋষি ( শিষ্যগণকে ) কহিলেন,—বিশুদ্ধ জ্ঞান  
যাঁহার দেহ স্বরূপ, বেদত্রয় যাঁহার দিব্যচক্ষুস্বরূপ, যিনি মঙ্গল প্রাপ্তির কারণ  
এবং যিনি ( ললাটে ) অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করেন সেই মহাদেবকে নমস্কার করি ।

টিপ্পনী ।

এই শ্লোকটি কুমারিলভট্টবিরচিত মীমাংসা-বার্ত্তিক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপেও  
দৃষ্ট হয় ।

## শ্লোক ২, ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদঃ—( চণ্ডী ) মন্ত্রসমূহের এই কীলক সম্পূর্ণরূপে জানিবে ।  
যিনি সর্বদা কীলক-স্তব পাঠে তৎপর হন তিনি মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন ।

## শ্লোক ৩, ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদঃ—যাঁহারা এই স্তোত্রসমূহ দ্বারা দেবীকে ভক্তিসহকারে  
স্তব করেন, তাঁহাদের উচ্চাটনাদি সকল কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয় ।

টিপ্পনী ।

উচ্চাটনাদীনী—উচ্চাটন প্রভৃতি অভিচার কৰ্ম্মসমূহ ।

“অভিচার” শব্দে বিপদ নিবারণ এবং তজ্জগৎ যাগ-যজ্ঞাদি বা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক  
কাম্যসিদ্ধি বুঝায় । পৃথিবীর সর্বত্র মন্ত্র বা গুণক্রিয়া দ্বারা শত্রুমর্দন বা অভীষ্ট সিদ্ধিতে  
বিশ্বাস দেখা যায় । কেবল ভারতবর্ষেই নহে, প্রাচীন মিশর, রোম, আসীরীয়া প্রভৃতি  
দেশেও এইরূপ অভিচারের প্রচলন ছিল ।

তন্ত্রশাস্ত্রে অভিচার ক্রিয়াসমূহ “ষট্‌কৰ্ম্ম” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহারা  
ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ;—

শাস্তি-বশ-সুস্তনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা ।

মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কৰ্ম্মাণি মনীষিণঃ ॥

( ষট্‌কৰ্ম্মদীপিকা, ২ )



## কীলক-স্তব

(১) শাস্তি-কর্ম, (২) বশীকরণ, (৩) স্তম্ভন, (৪) বিদেষণ, (৫) উচ্চাটন এবং (৬) মারণ—পণ্ডিতগণ এই ষড়্বিধ কর্মকে ষট্‌কর্ম বলিয়া থাকেন।

রোগ-কৃত্য-গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শাস্তিরীরিতা।

বশ্যং জনানাং সর্বেষাং বিদেষয়ম্মদীরিতম্ ॥ ৩

যে কর্মদ্বারা রোগ, কুক্রত্যা ও গ্রহাদির দোষ শাস্তি হয় তাহাকে শাস্তিকর্ম এবং ষাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয় তাহাকে বশীকরণ বলে।

প্রবৃত্তিরোধঃ সর্বেষাং স্তম্ভনং সমুদাহতম্।

স্নিগ্ধানাং দ্বেষজননং মিথো বিদেষণং মতম্ ॥ ৪

যে প্রক্রিয়াদ্বারা সকল প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয় তাহার নাম স্তম্ভন এবং ষাহাতে পরস্পর প্রণয়ীব্যক্তিদের প্রণয়ভঞ্জন হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদেষ উৎপন্ন হয় তাহাকে বিদেষণ বলে।

উচ্চাটনং স্বদেশাদেভঃ শনং পরিকীর্তিতম্।

প্রাণিনাং প্রাণহরণং মারণং সমুদাহতম্ ॥ ৫

যে কর্মদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করা যায় তাহার নাম উচ্চাটন এবং ষাহাতে প্রাণিবর্গের প্রাণবধ করা যায় তাহাকে মারণ বলে।

শ্লোক ৪, ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদঃ—সেই ব্যক্তির কার্য্যসিদ্ধিতে মত্ত, ঔষধ কিংবা অন্য কিছু আবশ্যক হয় না। উচ্চাটনাদি সমস্ত কর্ম তত্তৎ মন্ত্ৰজপ ব্যতীত ( কেবল কীলক স্তব পাঠেই ) সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্লোক ৫, ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদঃ—( চণ্ডী পাঠে ) যাবতীয় অভিলাষ সিদ্ধ হয় কিনা লোক-মধ্যে এইরূপ সন্দেহ আশঙ্কা করিয়া মহাদেব সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এই স্তোত্রই মঙ্গলপ্রদ।

শ্লোক ৬, ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদঃ—তৎপর তিনি চণ্ডীর সেই স্তবটিকে গুপ্ত করিয়া রাখিলেন। ষাঁহারা যথাবিধি দেবীকে ধ্যান করেন তাঁহাদেরই মত ঐ ব্যক্তিও সুপুণ্যদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।



গুহ্যং চকার—মহাদেব কীলকদ্বারা চণ্ডী-স্তবকে গুপ্ত করিয়া রাখিলেন।

নিমজ্জিগাম্—ধ্যানপরাণাম্। যেমন ভাবে ধ্যানপরাণব্যক্তিগণ দেবীর দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, তেমনি যে সাধক কীলক-স্তব পাঠ করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনিও উক্ত পাঠলব্ধ পুণ্য হেতু দেবী দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

শ্লোক ৭, ৮ ( পৃষ্ঠা ৭ )

অনুবাদ—তিনি সর্ববিধ কল্যাণপ্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যিনি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বা অষ্টমীতে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবীকে দান করেন এবং প্রতিগ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতি ইনি প্রসন্না হন, অথ কোন প্রকারে নহে। এইরূপে মহাদেব কর্তৃক এই চণ্ডী কীলিত ( আবদ্ধ ) হইয়াছে।

টিপ্পনী।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি—সর্বদা দেবীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদরূপে ঐগুলি প্রতিগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার করিতে হইবে। আয়ের পক্ষ অংশের তিন অংশ নিজ প্রয়োজনে, একাংশ পক্ষ মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠানে এবং একাংশ গুরু বা তাঁহার পুত্রাদিকে দান করিতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে “দান-প্রতিগ্রহ” অমুষ্ঠান বলে। রহস্য তন্ত্রস্থিত গুরু কীলক-পটলে এই অমুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ উপলব্ধ হয়।

স্বং প্রমৃত্ত্বদাজপ্ত্বদাস্ত্বং পরায়ণঃ।

স্বয়ামচিন্তনপরম্বদার্থেহং নিয়োজিতঃ ॥ ৭

ময়ার্জিতমিদং সর্বং তব স্বং পরমেশ্বরি।

রাষ্ট্রং বলং কোশগৃহং সৈন্তমন্যচ্চ সাধনম্ ॥ ৮

তৃদধীনং করিষ্যামি যত্রার্থে স্বং নিযোক্ষ্যসি।

তত্র দেবি সদা বর্তে তবাজ্জামেব পালয়ন্ ॥ ৯

সাধক দেবীর উদ্দেশে বলিবেন,—“আমি তোমা হইতে প্রমৃত, তোমা কর্তৃক আদিষ্ট, তোমার দাস, তোমারই একান্ত আশ্রিত, তোমার নাম চিন্তাপরায়ণ এবং তোমারই কার্যে আমি নিয়োজিত। হে পরমেশ্বরি, আমি কর্তৃক অর্জিত এই সমস্ত তোমারই সম্পত্তি। রাষ্ট্র, বল, কোশগৃহ, সৈন্ত এবং অস্ত্রাস্ত্র উপকরণ তোমারই অধীন করিব।



তুমি আমাকে যে কার্যে নিয়োজিত কর, হে দেবি, তোমারই আদেশ পালন পূর্বক আমি তাহাতেই সর্বদা নিযুক্ত থাকিব।

ইতি সঙ্কিস্তা মনসা স্বার্জিতানি ধনানি চ।

কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ১০

সমর্পয়েন্নহাদেবৈ স্বার্জিতং সকলং ধনম্।

রাষ্ট্রং বলং কোশগৃহং নবং যদ্ যদুপার্জিতম্ ॥ ১১

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বা অষ্টমী তিথিতে একাগ্রচিত্তে নিজের অর্জিত সকল ধন, রাষ্ট্র, বল, কোশগৃহ, নূতন যাহা উপার্জিত হয়, তৎসমস্ত মহাদেবীকে সমর্পণ করিতে হইবে।

অগ্নিন্ মাসি ময়া দেবি তুভ্যমেতং সমর্পিতম্।

ইতি ধ্যাত্বাত্তো দেব্যাঃ প্রসাদাং প্রতিগৃহ চ ॥ ১২

বিভজ্য পঞ্চধা সর্বং ত্র্যংশান্ স্বার্থং প্রকল্পয়েৎ।

দেব-পিতৃতিথীনাং চ ক্রিয়ার্থং স্ত্রেকমাদিশেৎ ॥ ১৩

একাংশং গুরবে দত্তাত্তেন দেবী প্রসীদতি।

তত্ত্ব রাজ্যং বলং সৈন্তং কোশঃ সাধু বিবর্ততে ॥ ১৪

“হে দেবি! এই মাসে আমি তোমাকে ইহা অর্পণ করিলাম।” এইরূপ ধ্যান করিয়া দেবীর প্রসাদরূপে তাহা প্রতিগ্রহণ পূর্বক সমস্ত ধনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিবে। তাহা হইতে তিন ভাগ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে। দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য এবং অতিথি সেবার জন্ত একভাগ নির্দিষ্ট রাখিবে এবং অবশিষ্ট এক ভাগ গুরুকে দান করিবে। এতদ্বারা দেবী প্রসন্ন হন। ঐ ব্যক্তির রাজ্য, বল, সৈন্ত এবং কোশ উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৯, (পৃষ্ঠা ৭)

অনুবাদঃ—যে ব্যক্তি এই চণ্ডীকে কীলকশূভ করিয়া নিত্য পাঠ করে সে নিশ্চয়ই সিদ্ধ, গণ অথবা গন্ধর্ব্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করে।



টিপ্পনী ।

সিদ্ধ—অগ্নিমাদি সিদ্ধিবিশিষ্ট দেবযোনি বিশেষ ।

গণ—রুদ্রাহুচর ।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গগায়ক দেবযোনি বিশেষ ।

শ্লোক ১০, ( পৃষ্ঠা ৮ )

অনুবাদ :—তাহার কোন কার্য্যে অপটুতা থাকে না, কোথায়ও ভয় হয় না, তাহার অপমৃত্যু ঘটে না এবং মৃত্যু হইলে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।

শ্লোক ১১, ( পৃষ্ঠা ৮ )

অনুবাদ :—এইরূপ জানিয়া ( কীলক-স্তব ) পূর্ব্বে পাঠ করিয়া তৎপর চণ্ডী পাঠ করিবে । যে তাহা না করে, সে বিনাশ প্রাপ্ত হয় । অতএব পণ্ডিতগণ ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া চণ্ডী পাঠ করিয়া থাকেন ।

টিপ্পনী ।

বিনশ্চিতি—সিদ্ধিহীন হইয়া থাকে ( গুপ্তবতীটিকা ) ।

শ্লোক ১২, ( পৃষ্ঠা ৮ )

অনুবাদ :—স্রীলোকদিগের সৌভাগ্যাদি যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমস্ত চণ্ডী পাঠের প্রসাদে হইয়া থাকে । অতএব ইহা সর্বদা পাঠ করা উচিত ।

শ্লোক ১৩, ( পৃষ্ঠা ৮ )

অনুবাদ :—এই চণ্ডী ধীরে ধীরে পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ ফল লাভ হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় । অতএব চণ্ডী পাঠ উক্ত প্রকারেই কর্তব্য ।

টিপ্পনী ।

শর্টনেষ্ট—ধীরে ধীরে অর্থাৎ স্বকর্ণ গোচর করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ( প্রদীপ ) ।



শ্লোক ১৪, (পৃষ্ঠা ৮)

অনুবাদঃ—তাহার (শ্রীশ্রীচণ্ডীর) কৃপায় ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ এবং পরম মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তবে লোকে কেন তাঁহাকে স্তব করে না ?

শ্লোক ১৫, (পৃষ্ঠা ৮)

অনুবাদঃ—যে ব্যক্তি মনে মনে সর্বদা চণ্ডীকে স্মরণ করে, সে অন্তরের অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তাহার হৃদয়ে দেবী সর্বদা বাস করিয়া থাকেন।

শ্লোক ১৬, (পৃষ্ঠা ৮)

অনুবাদঃ—প্রথমে মহাদেবকৃত সিদ্ধিবিঘ্ননাশক এই কীলক-স্তব পাঠ দ্বারা চণ্ডীকে কীলকহীন করিয়া একাগ্রচিত্তে চণ্ডী পাঠ করিবে।

টিপ্পনী।

কীলক-বারণম্—সিদ্ধির বিঘ্নকে কীলক বলে; তাহার নিবারণকারী অর্থাৎ কীলক-স্তোত্র।

নিষ্কীলঞ্চ কৃৎস্না—সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করিয়া।

কীলক-স্তব সমাপ্ত।

—:~:—



## দেবী-কবচ ।

“কবচ” শব্দের অর্থ অঙ্গত্রাণ বা বস্ত্র । কবচ পরিধান করিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয় অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত হইতে সৈনিকের সর্বঙ্গ সুরক্ষিত থাকে । তেমনি ইষ্ট দেব-দেবীর নামে সর্বঙ্গ আবৃত করিয়া জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইলে সাধকের কোনও বিপদ ঘটিতে পারে না ; এই কারণে এবস্থিধ স্তোত্র-মন্ত্রকেও, “কবচ” বলা হয় । দেবী-কবচ-স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“দেব্যাস্ত্র কবচে নৈব মরক্ষিততনুঃ সুধীঃ ।

পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাশ্রনঃ ॥”

সুধীজন যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে দেবী-কবচদ্বারা শরীর রক্ষা না করিয়া এক পদও গমন করিবেন না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবীকে স্মরণ না করিয়া ক্ষণমাত্র সময় ও ব্যয় করা উচিত নহে । “ক্ষণমাত্র-মপি দেবীস্মরণং বিনা ন ক্ষণীয়ম্ ইতি তাৎপর্য্যম্ ।” ( ভূর্গাপ্রদীপ টীকা ) । পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ ।

কীৰ্ত্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যেত বন্ধনাং ॥

যিনি নিদ্রায়, উপবেশনে, পথগমনকালে, কথা বলার সময় এবং ভোজন কালে সর্বদা দেবীর চিন্তা করেন, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

এই দেবী-কবচে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্ত জগন্মাতার বিভিন্ন নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনার বিধান আছে । ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে, সাধক তাঁহার সত্তার বিভিন্ন অংশকে মায়ের দিব্যশক্তি ও জ্যোতির দিকে খুলিয়া ধরিবেন, যেন মায়ের কৃপায় আধারের সর্ব্বাঙ্গীণ রূপান্তর সম্ভব হয় । পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্ম-উন্মীলনের দ্বারা ভাগবতী শক্তিকে আধারের মধ্যে কাজ করিতে দিলেই দিব্য রূপান্তর লাভ সম্ভব । দেহ-মন-প্রাণকে ভাগবতী চেতনাদ্বারা সম্যক্ উদ্বুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া কি প্রকারে দিব্য-জীবন লাভ করিতে হয়, তাহার সঙ্কেত “দেবী-কবচে” নিহিত রহিয়াছে ।



শ্লোক ১, ( পৃষ্ঠা ২ )

অনুবাদ :—শতানীক কহিলেন,—হে পিতামহ ! জগতে যাহা অতিশয় গোপনীয় ও সকলের রক্ষাকারী, যাহা অত্র কাহারও নিকট ব্যাখ্যাত হয় নাই, আমাকে তাহা বলুন ।

টিপ্পনী ।

শতানীক—মুনিবিশেষ, ইনি ব্যাসের শিষ্য ছিলেন । ‘মার্কণ্ডেয় উবাচ’ এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয় ।

শ্লোক ২, ( পৃষ্ঠা ২ )

অনুবাদ :—ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিপ্র ! সর্বজীবের হিতকারক, অতিশয় গোপনীয় দেবীর পবিত্র কবচ আছে । মহামুনে ! তুমি তাহা শ্রবণ কর ।

[ নবদুর্গা ]

শ্লোক ৩—৫, ( পৃষ্ঠা ২ )

অনুবাদ :—প্রথম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চণ্ডঘণ্টা, চতুর্থ কুম্ভাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি, অষ্টম মহা গৌরী এবং নবম সিদ্ধিদাত্রী—ইহারা “নবদুর্গা” বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন । মহাত্মা ব্রহ্মা কর্তৃক এই নামসমূহ উক্ত হইয়াছে ।

টিপ্পনী ।

নবদুর্গা :—যোগিনঃ কাম্যবৃহদ একস্তা এব দুর্গায়া এতে নবভেদা যে শাস্ত্রে ধোয়স্বেন প্রোক্তান্তে ময়া কীর্তিতা ইত্যর্থঃ ( প্রদীপঃ ) । যোগীর কাম্যবৃহৎ এক দুর্গারই নবভেদ বিবিধ উপাসকের ধ্যানের জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

শৈলপুত্রী—শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইনি “শৈলপুত্রী” নামে অভিহিতা হন । “জাতা শৈলেন্দ্রে গেহে সা শৈলরাজমুতা ততঃ ।” ( দেবীপুরাণ ৩৭।৩৫ ) । কুর্শ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হিমালয় ভগবতীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন । ভক্তবৎসলা দেবী কারুণ্য বশতঃ হিমালয়ের পুত্রী স্বীকার করেন ।



**ব্রহ্মচারিণী**—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং / তচ্চারয়িতুং শীলম্ অশ্রাঃ সা ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মরূপপ্রদা ইত্যর্থঃ ( প্রদীপঃ ) । সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করানই যাহার স্বভাব তিনি ব্রহ্মচারিণী । দেবীই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন, ব্রহ্মস্বরূপ অবগত করাইয়া দেন এই কারণে তাঁহার একটি নাম ব্রহ্মচারিণী । দেবীপুরাণ বলেন,—“বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী” ( ৩৭।২৭ ) । সর্ববেদে বিচরণ করেন বলিয়া দেবীর ব্রহ্মচারিণী নাম হইয়াছে ।

**চণ্ডঘণ্টা**—দুর্গাপ্রদীপ টীকাতে “চন্দ্রঘণ্টা” পাঠ গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—(১) চন্দ্রবর্নিস্থলা ঘণ্টা যশ্রাঃ ; যদ্বা (২) চন্দ্রং ঘণ্টয়তি প্রতিবাদিতয়া ভাষতে স্বশ্রাহ্লাদকারিত্বাভিমানেনেতি চন্দ্রঘণ্টা । চন্দ্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন লাবণ্যবতীত্যর্থঃ ( প্রদীপঃ ) ।

চন্দ্রবৎ নির্মল ঘণ্টা যাহার অথবা যিনি চন্দ্রাপেক্ষা অতিশয় লাবণ্যবতী বা আহ্লাদকারিণী তিনি “চন্দ্রঘণ্টা ।” রহস্তাগমে উক্ত হইয়াছে, “আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দ্রঘণ্টেতি কীর্তিতা ।” কালিকাপুরাণে “চণ্ডঘণ্টা” নাম দৃষ্ট হয় । চণ্ডা ঘণ্টা যশ্রাঃ ; যাহার করধৃত ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দকারী সেই দেবীর নাম চণ্ডঘণ্টা ।

**কুস্মাণ্ডা**—কুংসিত উন্মাদ সন্তাপস্তাপত্রয়রূপো যস্মিন্ সংসারে, স সংসারঃ অণ্ডে মাংসপেশ্যাম্ উদররূপায়াং যশ্রাঃ, ত্রিবিধ তাপযুক্তসংসারভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থঃ ( প্রদীপঃ ) ।

কু ( কুংসিৎ ) উন্মাদ ( সন্তাপত্রয় ) যে সংসারে, সেই সংসার যাহার অণ্ডে ( উদরে ) বিद्यমান তিনি কুস্মাণ্ডা অর্থাৎ ত্রিবিধ তাপযুক্ত সংসার ভক্ষণকর্ত্রী ।

**স্কন্দমাতা**—সনৎকুমারস্ত ভগবতীবীৰ্য্যাদ্ উদ্ভূতস্ত স্কন্দ ইতি সংজ্ঞা । তথাচ জ্ঞানিভিরপি যদুদরে জন্মাভিলষণীয়ম্ ইত্যতিশুদ্ধা ইত্যর্থঃ ( প্রদীপঃ ) ।

ভগবতী হইতে উৎপন্ন বলিয়া মহর্ষি সনৎকুমারের অপরা নাম স্কন্দ । যাহার উদরে জন্মলাভ জ্ঞানীদেরও অভিলষণীয় অর্থাৎ যিনি অতি শুদ্ধ তিনি “স্কন্দমাতা” নামে অভিহিতা হন ।

**কাত্যায়নী**—মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবকার্য্যের জন্ত আবির্ভূতা হইয়া ইনি উক্ত মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই কারণে ইহার নাম কাত্যায়নী । ইনি সতত কুমারীত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন, পতির অধীন হন নাই ; এতদ্বারা ইহার স্বতন্ত্রত্ব সিদ্ধ হইতেছে ( প্রদীপ ) ।

**কালরাত্রি** :—সর্বমারকস্ত কালস্তাপি রাত্রিঃ নাশিকা ইত্যর্থঃ, প্রলয়ে কালস্তাপি নাশাৎ ( প্রদীপঃ ) ।



রাত্রি শব্দের অর্থ নাশকারিণী। যিনি সৰ্ব্ব বিনাশক কালকেও নাশ করিয়া থাকেন তিনি কালরাত্রি। প্রলয়ে কালেরও বিনাশ হইয়া থাকে।

মহাগৌরী—একদা শিব পরিহাসচ্ছলে দেবীকে কালী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহাতে দেবী অভিমানিনী হইয়া তপস্রায় প্রবৃত্ত হন এবং স্বর্ণবৎ উজ্জল গৌরবর্ণ দেহ ধারণ করেন (কালিকা পুরাণ, ৪৫তম অধ্যায়)।

জিহ্মিদাত্রী—মোক্ষদা (প্রদীপ)।

শ্লোক ৬—৮, (পৃষ্ঠা ১০)

অনুবাদ।—যাহারা অগ্নিদ্বারা দহুমান, রণক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে পতিত অথবা বিষম সঙ্কটে ভীত হইয়া দেবীর শরণাগত হয়, তাহাদের রণ-সঙ্কটে কোমণ্ড অমঞ্জল ঘটেনা এবং তাহারা শোক-দুঃখময় ভীষণ বিপদ দর্শন করে না। যাহারা সর্বদা ভক্তিসহকারে দেবীকে স্মরণ করে তাহাদের সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

### [ মাতৃকাগণ ]

শ্লোক ৯—১২, (পৃষ্ঠা ১০)

অনুবাদ।—শবারূঢ়া চামুণ্ডা, মহিষ-বাহনা বারাহী, গজারূঢ়া ইন্দ্রাণী, গরুড়-বাহনা বৈষ্ণবী, মহাবীৰ্য্যা নারসিংহী, মহাবল শালিনী শিবদূতী, বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, ময়ূর-বাহনা কোমারী, হংসারূঢ়া সর্ববালঙ্কারভূষিতা ব্রাহ্মী, পদ্মাসনা পদ্মহস্তা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবী, শ্বেতবর্ণা বৃষ-বাহনা ঈশ্বরী দেবী—এই সমুদয় মাতৃকা সর্ববিধ যোগৈশ্বর্য্যযুক্তা এবং নানা আভরণ ও নানা রত্নে সুশোভিতা।

টিপ্পনী।

মাভর :—মাতৃকাগণ। শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে জানা যায় (৮।১২—২১),—শুভ-নিশুভাদি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের বিজয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ ও ইন্দ্রের শরীর হইতে তাঁহাদের শক্তি সমূহ নির্গত হইয়া দেবাদের অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণ পূর্বক চণ্ডিকার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। যে দেবতার ষে রূপ



আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তি ও তদ্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণ পূর্বক অম্বর বিনাশার্থ সমরক্ষেত্রে যোগদান করেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী, মহেশ্বর বা শিবের শক্তি মাহেশ্বরী, কার্তিকেয়ের শক্তি কোমারী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণুশক্তি বারাহী, বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নরসিংহের শক্তি নারসিংহী এবং ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহারা প্রত্যেকে “মাতৃকা” নামে প্রসিদ্ধ।

বরাহ-পুরাণের মতে, অন্ধকাসুরের নিধনেচ্ছায় ক্রুদ্ধ রুদ্রের বদনমণ্ডল হইতে বহিঃশিখা নিঃসৃত হয়, তাহা হইতে যোগেশ্বরীর প্রাদুর্ভাব হয়। যোগেশ্বরীই প্রথম ও প্রধান মাতৃকারূপে অভিহিতা। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, কার্তিকেয়, যম ও বরাহরূপী বিষ্ণু ইহারা প্রত্যেকে এক একজন মাতৃকা মূর্তি সৃষ্টি করেন। সর্বসমেত আটটি মাতৃকার উৎপত্তি হয়। দেহের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, পৈশুণ্য ও অমৃয়া এই আটটি অষ্টমাতৃকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কাম যোগেশ্বরী, ক্রোধ মাহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মদ ব্রহ্মাণী, মোহ কোমারী, মাৎসর্য ইন্দ্রাণী, পৈশুণ্য দণ্ডধারিণী এবং অমৃয়া বারাহী নামে খ্যাত।

মৎস্য-পুরাণের মতে মহাদেব অন্ধকাসুরকে বিনাশের জন্ত শূল্যঘাত করিলে তাহার দেহ হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং সেই রক্ত হইতে সহস্র সহস্র অম্বর সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই অবস্থায় মহাদেব অন্ধকাসুরের রক্ত পান করিয়া ফেলিতে বহু সংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। মৎস্য-পুরাণে ইহাদের নাম উল্লিখিত আছে (মৎস্য-পুরাণ, ১৭৯)। দেবী-কবচের পরবর্তী শ্লোক সমূহে অনেক মাতৃকাশক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লোক ১৩—১৪, (পৃষ্ঠা ১০)

অনুবাদ।—দিব্যহারে লম্বিত উৎকৃষ্ট মুক্তা এবং মনোরম ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পদ্মরাগমণি সমূহ দ্বারা বিভূষিতা ঐ সকল দেবী ক্রোধাধ্বিতা হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে।

টিপ্পনী।

ইন্দ্রনীল, মহানীল—যে নীলমণির মধ্যে ইন্দ্রধনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয় তাহা ইন্দ্রনীল নামে এবং যে মণি বর্ণের বাহ্যিক নিবন্ধন শতগুণ দৃষ্টে নিহিত হইয়া সমস্ত দৃষ্টকে নীলবর্ণ করিতে সমর্থ হয় তাহা মহানীল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত



বিবরণ ভোজদেব কৃত “যুক্তিকল্পতরুতে” দ্রষ্টব্য। ভগবান্ অগস্ত্যের মতে সিংহল দ্বীপসমুদ্র ইন্দ্রনীল মণিই মহানীল নামে অভিহিত হয় (মল্লিনাথ টীকা, শিশুপাল বধ কাব্য ১।১৬)।

**পদ্মরাগ**—বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে পদ্মরাগমণির ভিন্ন ভিন্ন কাস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আকরের প্রভেদানুসারে উহার হ্রাসিগত পার্থক্য ঘটয়া থাকে। কোন কোন পদ্মরাগ ভ্রমরবর্ণ, অঞ্জনবর্ণ বা জম্বু-রসবর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন পদ্মরাগ মিশ্রবর্ণ, ইহাদের হ্রাসি অল্প এবং ইহাদের সহিত গৈরিক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে (বৃহৎ সংহিতা, ৮১ অধ্যায়)।

শ্লোক ১৫—১৬, (পৃষ্ঠা ১১)

**অনুবাদ** :—ইহার (দেবীগণ) দৈত্যগণের দেহনাশ, ভক্তগণের অভয় এবং দেবতাদের হিতের নিমিত্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল, মুষলাস্ত্র, খেটক (ঢাল), তোমর, পরশু, পাশ, কুস্তাস্ত্র, খড়্গ, উৎকৃষ্ট ধনু এবং এইরূপ আরও অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন।

টিপ্পনী।

**শাঙ্গ**—“ধনুস্ত্ব দ্বিবিধং প্রোক্তং শাঙ্গং বাংশং তথৈব চ” (যুক্তিকল্পতরুঃ)। যুদ্ধধনু দ্বিবিধ (১) শাঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গবিকারজাত এবং (২) বাংশ অর্থাৎ বাঁশের দ্বারা নির্মিত। মহিষাদির শৃঙ্গ গলাইয়া পশ্চাৎ তাহা জমাট করিয়া তদ্বারা যে ধনুক নির্মিত হইত, শাঙ্গে তাহা শাঙ্গ-ধনু নামে খ্যাত।

**কুস্ত**—বর্ষাবিশেষ। শুক্রনীতি হইতে জানা যায়, ইহা দশ-হস্ত পরিমিত, মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকা। “দশহস্তমিতঃ কুস্তঃ ফালাগ্রঃ শঙ্খবৃদ্ধতঃ।”

শ্লোক ১৭, (পৃষ্ঠা ১১)

**অনুবাদ** :—হে মহাভয়ঙ্করি, অতি প্রচণ্ড পরাক্রমশালিনি, মহাবল-সমব্রিতে, মহাউৎসাহযুক্তে, মহাভয় নাশকারিণি, তোমাকে নমস্কার। হে হৃদর্শনীয়, শত্রুদের ভয় বর্ধনকারিণি দেবি। আমাকে পরিত্রাণ কর।

টিপ্পনী।

**মহাবলে**—মায়াশক্তিরূপ মহৎ বলযুক্তা (প্রদীপ)।

**মহোৎসাহে**—জগৎ রক্ষার্থে যাহার উৎসাহ মহান্ (প্রদীপ)।



মহাভয়-বিনাশিনি—যিনি মৃত্যুরূপ মহাভয় জ্ঞানদানের দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন  
( প্রদীপ ) ।

তুপ্পেক্ষ্যে—হৃদর্শনীয়ে । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

ন সন্দ্ধে তিষ্ঠতি রূপমস্য

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনেনম্ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তো

য এতদ্বিহরমৃত্যুশ্চে ভবন্তি ॥ কঠ, ৬৯

ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না ; কেহ ইহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না । হৃদয়, সংশয় রহিত বুদ্ধি এবং মননদ্বারা ইনি প্রকাশিত হন । ষাঁহার ইহাকে জানেন, তাঁহার অমর হন ।

শত্রুণাং—কামক্রোধাদি শত্রুদের ।

[ দশদিক্‌পাল দেবতা ]

শ্লোক ১৮, ( পৃষ্ঠা ১১ )

অনুবাদ—।—ঐন্দ্রী আমাকে পূর্বদিকে এবং অগ্নিদেবতা অগ্নিকোণে রক্ষা করুন । বারাহী দক্ষিণ দিকে এবং খড়্গধারিণী নৈঋত কোণে আমাকে রক্ষা করুন ।

টিপ্পনী।

খড়্গধারিণী—নিষ্ক'তিশক্তি ( প্রদীপ ) । পাপ-দেবীর নাম নিষ্ক'তি ।

শ্লোক ১৯, ( পৃষ্ঠা ১১ )

অনুবাদ :—বারুণী পশ্চিম দিকে, বায়ুদেবতা বায়ুকোণে, কৌবেরী উত্তর দিকে এবং শূলধারিণী ঈশান কোণে রক্ষা করুন ।

টিপ্পনী ।

শূলধারিণী—ঈশান-শক্তি ।



শ্লোক ২০, (পৃষ্ঠা ১১)

অনুবাদ—ব্রাহ্মী উর্দ্ধদিকে এবং বৈষ্ণবী আমাকে অধোদিকে রক্ষা করুন। এইরূপে শবারুঢ়া চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে রক্ষা করুন।

টিপ্পনী।

দেবী চামুণ্ডা দশদিক্‌পাল দেবতার দশটি বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তকে দশ দিকে রক্ষা করিয়া থাকেন। দিক্‌পালগণ—(১) পূর্বদিকে ইন্দ্র, ইন্দ্রশক্তি—ঐন্দ্রী, (২) অগ্নি কোণে অগ্নি, অগ্নিশক্তি—অগ্নি-দেবতা, (৩) দক্ষিণ দিকে যম, যমশক্তি—বারাহী, (৪) নৈঋত কোণে নিঋত, নিঋত-শক্তি—ঋগ্‌ধারিণী, (৫) পশ্চিম দিকে বরুণ, বরুণ-শক্তি—বারুণী, (৬) বায়ুকোণে মরুৎ, মরুৎ-শক্তি—বায়ু-দেবতা, (৭) উত্তর দিকে কুবের, কুবের-শক্তি—কৌবেরী, ঈশান কোণে ঈশ, ঈশ-শক্তি—শূলধারিণী, (৮) উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা-শক্তি—ব্রাহ্মী এবং (১০) অধোদিকে অনন্ত, অনন্ত-শক্তি—বৈষ্ণবী।

[ দেহাদি রক্ষার জন্য প্রার্থনা ]

শ্লোক ২১, (পৃষ্ঠা ১১)

অনুবাদ—জয়া আমাকে সম্মুখভাগে রক্ষা করুন, বিজয়া পৃষ্ঠভাগে, অজিতা বামপার্শ্বে এবং অপরাজিতা দক্ষিণপার্শ্বে রক্ষা করুন।

টিপ্পনী।

অজিতা—ইহাকে কেহ জয় করিতে পারে না, এইজন্ত ইহার নাম “অজিতা।” অজিতা ন জিতা কচিৎ” (দেবী-পুরাণ, ৩৭।১২)।

বিজয়া, অপরাজিতা—বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্। বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ॥ (দেবী-পুরাণ, ৩৭।১৩)। মহাবল পদ্মনামক দৈত্যরাজকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বিজয়া হইয়াছে এবং লোকে তদবধি ইহাকে অপরাজিতাও বলে।

শ্লোক ২২, (পৃষ্ঠা ১১)

অনুবাদ—চোতিনী আমার শিখা রক্ষা করুন। উমা মস্তকে এবং মালাধরী ললাটে অবস্থান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। যশস্বিনী জুহুয় রক্ষা করুন।



শ্লোক ২৩—২৪, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ।—চিত্রনেত্রা আমার চক্ষুদ্বয় ও যম-ঘণ্টা পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করুন। শঙ্খিনী চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে এবং দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। কালিকা দুইগুণ্ড এবং শঙ্করী দুই কর্ণমূল রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৫, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ।—সুগন্ধা নাসিকাতে, চর্চিকা উপরের ওষ্ঠে, অমৃতকলা অধরে এবং সরস্বতী জিহ্বাতে অবস্থান পূর্বক রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৬, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ।—কৌমারী দন্তসমূহ রক্ষা করুন। চণ্ডিকা কণ্ঠমধ্যে থাকিয়া রক্ষা করুন। চিত্রঘণ্টা ঘণ্টিকা অর্থাৎ আলজিভ্ রক্ষা করুন এবং মহামায়া তালুদেশে থাকিয়া রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৭, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ।—কামাখ্যা আমার চিবুক এবং সর্বমঙ্গলা আমার বাক্য রক্ষা করুন। ভদ্রকালী গ্রীবদেশে এবং ধনুর্ধরী মেরুদণ্ডে থাকিয়া রক্ষা করুন।

টিপ্পনী।

পৃষ্ঠবংশে—মেরুদণ্ডে।

সর্বমঙ্গলা—সর্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।

দদাতি দৈপ্যিতাল্লোকে তেন সা সর্বমঙ্গলা ॥ ( দেবী-পুরাণ, ৩৭।১ )

দেবী সকলের হৃদয়স্থিত শুভকর মঙ্গলজনক অভিলষিত ফলদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম “সর্বমঙ্গলা।”

শ্লোক ২৮, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ।—নীলগ্রীবা কণ্ঠের বহির্দেশে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। নুলকুবরী কণ্ঠনালী, খড়্গধারিণী উভয় স্বক এবং বজ্রধারিণী আমার বাহুদ্বয় রক্ষা করুন।



টিপ্পনী ।

ললিকা—কণ্ঠনালী ।

শ্লোক ২৯, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ—দণ্ডিনী হস্তদ্বয়ে থাকিয়া রক্ষা করুন । অস্থিকা অঙ্গুলী-সমূহ এবং সুরেশ্বরী নখসমূহ রক্ষা করুন । নরেশ্বরী কুক্ষিতে ( উদর-গহবরে ) থাকিয়া রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৩০, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ—মহাদেবী স্তনদ্বয় এবং শোক-বিনাশিনী মন রক্ষা করুন । ললিতা দেবী হৃদয়ে এবং শূলধারিণী উদরে অবস্থান পূর্বক রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৩১, ( পৃষ্ঠা ১২ )

অনুবাদ—কামিনী নাভিতে থাকিয়া রক্ষা করুন । গুহেশ্বরী গুহদেশ, তুর্গন্ধা লিঙ্গ এবং গুহবাসিনী মলদ্বার রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৩২, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—ভগবতী কটিদেশে ( কোমরে ) থাকিয়া রক্ষা করুন । ঘন-বাহনা আমার উরুদ্বয়, মহাবলা জজ্বাদ্বয় এবং মাধবনায়িকা জানুদ্বয় রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৩৩, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—নারসিংহী গুলফদ্বয়ে এবং কৌশিকী পদের উপরিভাগে থাকিয়া রক্ষা করুন । শ্রীধরী পদের অঙ্গুলীসমূহ এবং পাতাল-বাসিনী পদতল রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৩৪, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—দংষ্ট্রাকরালী পদের নখসমূহ এবং উর্দ্ধকেশিনী কেশসকল রক্ষা করুন । কৌমারী লোমকূপসমূহ এবং যোগেশ্বরী ত্বকু রক্ষা করুন ।



শ্লোক ৩৫, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—পার্বতী রক্ত, মাংস, বসা ( রক্তের সার বা চর্বি ), মজ্জা ( মাংসের সার ), অস্থি ও মেদ ( অস্থির সার ) রক্ষা করুন। কালরাত্রী অস্ত্রসমূহ এবং মুকুটেশ্বরী পিত্ত রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৬, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—পদ্মাবতী পদ্মকোষে অর্থাৎ শ্বাসযন্ত্রে এবং চূড়ামণি কক্ষে থাকিয়া রক্ষা করুন। জ্বালামুখী নখস্থিত তেজ রক্ষা করুন। অভেতা সমস্ত সন্ধিস্থলে থাকিয়া রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৭, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—ব্রহ্মাণী আমার শুক্র এবং ছত্রেশ্বরী ছায়া রক্ষা করুন। ধর্মধারিণী আমার অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৮, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—কল্যাণ-শোভনা বজ্রহস্তা আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ুকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৯, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—যোগিনী রস, রূপ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়ে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। নারায়ণী আমার সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণ সর্বদা রক্ষা করুন।

টিপ্পনী ।

যোগিনী—ভগবতীর সখীরূপা আবরণ দেবতা। যোগিনীগণের মধ্যে চতুষষ্টি প্রধান। দুর্গাপূজার সময় এই সকল যোগিনীর পূজা করিতে হয়। ভূত ডামর তন্ত্রে যোগিনী সাধনের বিধি আছে, যথাবিধি যোগিনী সাধন করিলে নানাবিধ ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে। চতুষষ্টি যোগিনীমধ্যে ভৈরবী প্রধান।

শ্লোক ৪০, ( পৃষ্ঠা ১৩ )

অনুবাদ—বারাহী আয়ু রক্ষা করুন। বৈষ্ণবী ধর্ম, যশ, কীর্তি ও সম্পদ সর্বদা রক্ষা করুন।



শ্লোক ৪১, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—ইন্দ্রাণী আমার বংশ রক্ষা করুন এবং চণ্ডিকা পশুসমূহ রক্ষা করুন । মহালক্ষ্মী পুত্রগণ এবং ভৈরবী পত্নী রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৪২, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—ধনেশ্বরী ধন এবং কোমারী কন্যা রক্ষা করুন । ক্ষেমঙ্করী পথ রক্ষা করুন এবং বিজয়া সর্বদিকে থাকিয়া রক্ষা করুন ।

শ্লোক ৪৩, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—কবচদ্বারা বর্জিত হইয়া যে যে স্থান রক্ষাহীন আছে, হে সঙ্কটনাশিনি তুর্গে দেবি, তুমি আমার সেই সকল স্থান রক্ষা কর ।

### [ কবচ পাঠের ফল ]

শ্লোক ৪৪, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—সর্বরক্ষাকর এই পবিত্র কবচ সর্বদা পাঠ করিবে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তোমার ভক্তিহেতু আমি তোমাকে এই গোপনীয় কবচ বলিলাম ।

শ্লোক ৪৫, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করে তবে এইরূপে দেবীর কবচদ্বারা শরীর রক্ষা না করিয়া একপদও গমন করিবে না ।

শ্লোক ৪৬, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—( সুধীজন ) সর্বদা কবচদ্বারা আবৃত হইয়া যেখানে যেখানে অবস্থান করে সেই সেই স্থানে তাহার অর্থলাভ ও সর্বকালে বিজয় লাভ হইয়া থাকে ।

শ্লোক ৪৭, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ :—ঐ ব্যক্তি যে যে কাম্যবস্তু চিন্তা করে তৎসমুদয় অনায়াসে প্রাপ্ত হয় । সে অবিকৃত দেহে পরম অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে ।



শ্লোক ৪৮, ( পৃষ্ঠা ১৪ )

অনুবাদ—এই কবচদ্বারা আবৃত হইয়া মরণশীল মানব নির্ভয়, যুদ্ধে অপরাজিত এবং ত্রিভুবনে পূজনীয় হইয়া থাকে ।

শ্লোক ৪৯—৫০, ( পৃষ্ঠা ১৪—১৫ )

অনুবাদ—দেবীর এই কবচ দেবগণেরও ছল্লভ । যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাঘিত ও সংযত হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্যা ইহা পাঠ করে, দেবী তাহার বশীভূতা হন, সে ত্রিভুবনে অপরাজিত হয় এবং অপমৃত্যু বর্জিত হইয়া পূর্ণ একশত বৎসর জীবিত থাকে ।

টিপ্পনী ।

বর্ষশত্ৰু—শ্রুতি বলেন, “শতায়ুর্কৈ পুরুষঃ,” মনুষ্যের আয়ু শতবর্ষ । ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “কুর্ক্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ” মনুষ্য কৰ্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে । ( ঈশোপনিষৎ, ২ ) ।

শ্লোক ৫১, ( পৃষ্ঠা ১৫ )

অনুবাদ—তাহার লুতা ও বিস্ফোটকাদি সকল ব্যাধি নষ্ট হয় । স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম যে কোনও বিষ এবং পৃথিবীতে অভিচার কার্য বিষয়ক যে সকল মন্ত্র ও যন্ত্র আছে—সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ।

টিপ্পনী ।

লুতা—রোগবিশেষ, মর্মরোগ, বৃক্ক । লুতা বা মাকড়শার দংশন জন্ম বিধে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা লুতারোগ নামে কথিত হয় । লুতা-বিষ অতি ভয়ানক । সূক্ষ্মতকল্প, অষ্টম অধ্যায়ে এই রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে ।

বিষ—বৈদ্যক-শাস্ত্রমতে বিষ ত্রিবিধ—যথা, স্থাবর, জঙ্গম এবং কৃত্রিম । মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্, ক্ষীর, সার, নির্ঘাস, ধাতু এবং কন্দ—বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের এই দশটি অংশকে আশ্রয় করিয়া স্থাবর-বিষ বিদ্যমান । সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি প্রাণীর দংশন হেতু জাত বিষকে জঙ্গম-বিষ বলে । বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর সংযোগ হেতু যে বিষ প্রস্তুত হয় তাহাকে কৃত্রিম-বিষ বলে ।



যন্ত্র—তন্ত্রে লিখিত আছে, যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এই জন্ত যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়। যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকার—পূজা যন্ত্র ও ধারণ যন্ত্র। পূজা যন্ত্রে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়। যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা হয়, তাহার নাম ধারণ-যন্ত্র।

শ্লোক ৫২—৫৪, ( পৃষ্ঠা ১৫ )

অনুবাদঃ—যে ব্যক্তি এই দেবী-কবচদ্বারা আবৃত হয় তাহাকে দেখিয়া ভূচর, খেচর, কুলজা ( ছুষ্ট দেবতা ), উপদেশজা ও সহজা নামক ক্ষুদ্র দেবতাগণ, কুলিক নামক সর্পসমূহ, ডাকিনী, শাকিনী, আকাশচারিণী ভয়ঙ্করী মহাশব্দকারিণী ডাকিনীগণ, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ব্রহ্ম-রাক্ষস, বেতাল, কুম্ভাণ্ড এবং ভৈরব প্রভৃতি পলায়ন করে।

শ্লোক ৫৫—৫৬, ( পৃষ্ঠা ১৫ )

অনুবাদঃ—( যে ব্যক্তি এই কবচদ্বারা আবৃত হয় ) রাজসমীপে তাহার মান বৃদ্ধি এবং অত্যন্ত তেজো বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যদিগের যশোবৃদ্ধি ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং হে মূনে, ভক্তজন সর্ব্বদা অভীষ্টপ্রদ এই কবচ পাঠ করিবে।

শ্লোক ৫৭, ( পৃষ্ঠা ১৫ )

অনুবাদঃ—প্রথমতঃ কবচ পাঠ করিয়া পরে সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহা হইলে নির্বিঘ্নে চণ্ডীপাঠজনিত সিদ্ধিলাভ হইবে।

শ্লোক ৫৮, ( পৃষ্ঠা ১৬ )

অনুবাদঃ—পর্ব্বত, বন ও উপবন সমন্বিত এই ভূমণ্ডলকে [অনন্তনাগ] যতকাল ধারণ করিবেন ততকাল পৃথিবীতে চণ্ডী-জপকারীর সন্তান পরম্পরা বিদ্যমান থাকিবে।

শ্লোক ৫৯, ( পৃষ্ঠা ১৬ )

অনুবাদঃ—সেই মনুষ্য ( অর্থাৎ চণ্ডী-জপকারী সাধক ) মহামায়ার কৃপায় মৃত্যুর পর দেবগণেরও দুর্লভ পরম স্থান প্রাপ্ত হন।



টিপ্পনী ।

পরমং স্থানং—জ্ঞানদ্বারা মোক্ষরূপ পরম স্থান প্রাপ্ত হন । ( প্রদীপ ) ।

মহামায়া-প্রসাদতঃ—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে “য এতাং মায়াশক্তিং বেদ, স মৃত্যুং জয়তি, স পাপানং তরতি, সোহমৃতত্বং চ গচ্ছতি ।” যিনি এই মায়াশক্তিকে জানেন, তিনি মৃত্যু জয় করেন, পাপ অতিক্রম করেন এবং অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।

শ্লোক ৬০, ( পৃষ্ঠা ১৬ )

অনুবাদ—যেখানে গেলে আর পুনর্জন্ম হয় না সেই ভক্ত ঐ স্থানে গমন করেন । তিনি পরম স্থান লাভ করেন এবং শিবের সহিত সমত্ব প্রাপ্ত হন ।

টিপ্পনী ।

গীতায় “পরম স্থানের” এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদ্ গতা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।১৬

সেই ধাম সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না । যাহা প্রাপ্ত হইলে সাধকগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না তাহাই আমার পরম ধাম ।

শ্রীহরিহরব্রহ্ম বিরচিত দেবী-কবচ সমাপ্ত ।

—:~:—

দ্রষ্টব্য—

অর্গল, কীলক এবং কবচ—ইহাদের পাঠক্রম সম্বন্ধে মতভেদ বিद्यমান । চিদম্বর সংহিতাতে চণ্ডীপাঠের পূর্বে প্রথমতঃ অর্গল, পরে কীলক এবং তৎপর কবচ পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়,—

অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পাঠিত্বা কবচং পঠেৎ ।

জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ সিদ্ধিকামেন মন্ত্রিণাং ॥



কিন্তু যোগরত্নাবলীতে পাঠক্রম অন্তরূপ বিহিত হইয়াছে। উহাতে কবচকে সপ্তশতী মহামন্ত্রের বীজ, অর্গলাকে শক্তি এবং কীলক-স্তবকে উহার কীলক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যেমন সকল মন্ত্রেই প্রথমতঃ উহার বীজ, পরে শক্তি এবং তৎপর কীলকের উচ্চারণ হয় তদ্রূপ চণ্ডীপাঠেও প্রথমে কবচরূপ বীজ, পরে অর্গলারূপ শক্তি এবং তৎপর কীলকরূপ কীলক-স্তব পাঠ বিধেয়।

কবচং বীজমাদিষ্টমর্গলা শক্তিরূচ্যতে।

কীলকং কীলকং প্রাচ্ছঃ সপ্তশত্যা মহামনোঃ ॥

যথা সর্বমন্ত্রেষু বীজ-শক্তি-কীলকানাং প্রথমমুচ্চারণং তথা সপ্তশতী পাঠেইপি কবচার্গলা-কীলকানাং প্রথমং পাঠঃ ( যোগ রত্নাবলী )।

এই প্রকারে বিভিন্ন তন্ত্রের মতানুসারে কবচ, অর্গল এবং কীলকের পাঠক্রমের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থায় যে দেশে পূর্বপরাম্পরা-ক্রমে যে রীতি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার অনুসরণ করাই সমীচীন।



## প্রথম চরিত্র । মহাকালী ।

প্রথম চরিত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দঃ গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বীজ রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব অগ্নি এবং স্বরূপ ঋগ্বেদ । মহাকালীর প্রীতির নিমিত্ত প্রথম চরিত্র পাঠের বিনিয়োগ হয় ।

ধ্যান—

ওঁ খড়্গং চক্রং গদেষু-চাপ-পরিধান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ  
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাদ্ভূষাবৃতাম্ ।  
নীলাশ্মদ্যুতিমাশ্র-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং  
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হস্তং মধুং কৈটভম্ ॥

বিষ্ণু যোগনিদ্রা মগ্ন হইলে মধু ও কৈটভ নামক অশ্রুদ্বয়কে বধ করিবার জন্য ব্রহ্মা যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাকালীর সেবা ( ধ্যান ) করি । ইনি দশ হস্তে খড়্গা, চক্র, গদা, তীর, ধনু, পরিষ, শূল, ভুশুণ্ডী, নরমুণ্ড এবং শঙ্খ ধারণ করেন । ইনি ত্রিনয়না, ইঁহার সর্বাদ্ভূষণ দ্বারা আচ্ছাদিত । ইঁহার দেহজ্যোতিঃ নীলকান্ত মণিতুল্য, ইনি দশ মুখ ও দশচরণ বিশিষ্ট ।

টিপ্পনী ।

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা প্রভৃতির স্মরণ ব্যতীত শাস্ত্রীয় কোন মন্ত্রাদি পাঠ হয় না । গ্রন্থারম্ভে এই সমস্তের স্মরণ ও মনন করিলে শাস্ত্রার্থজ্ঞানের বিকাশ হয় এবং শাস্ত্রার্থপ্রকাশের শক্তি জন্মে । স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ ।

যোহধ্যাপয়েজ্জপেদ্ বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ ॥

কোন মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ না জানিয়া উক্ত মন্ত্র যে শিক্ষা দেয় কিংবা জপ করে সে পাপী হয় ।



# শ্রীশ্রীচণ্ডী

## প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ বধ ।

ওঁ নমস্চণ্ডিকায়ৈ ।

অঙ্ক ১—২, ( পৃ: ১৭ )

অঙ্কস্বার্থ ।—মার্কণ্ডেয়: উবাচ ( মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাণ্ডরি মুনিকে বলিলেন ),—য: সূর্য্য-তনয়: ( যে সূর্য্যপুত্র ) সাবর্ণি: ( সর্বাঙ্গায়া: অপত্যং, সর্বাঙ্গার গর্ভজাত ) অষ্টম: মনু: কথ্যতে ( অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হন ), তদ-উৎপত্তি: ( তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত ) বিস্তরাদ্ গদত: ( বিস্তরেণ কথ্যত:; বিস্তৃতভাবে বর্ণনাকারী ) মম নিশাময় ( মৎসকাশাং শৃণু, আমার নিকট শ্রবণ কর ) ।

অনুবাদ ।—মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যে সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি, অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হন, আমি বিস্তৃতভাবে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বলিতেছি, তুমি আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর ।

টিপ্পনী ।

মনু :—মনুর সংখ্যা চতুর্দশ যথা (১) স্বাম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি বা রৌচ্য এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি বা ভৌত্য । এক এক মনু এক এক মন্বন্তরের অধিপতি । কিঞ্চিদধিক ৭১ চতুষ্পুংগে অর্থাৎ ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ সহস্র মানবীয় বৎসরে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে । উহাই ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও মনুর অধিকার কাল । এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে, এই মন্বন্তরের অধিপতি বৈবস্বত । স্বারোচিষ মনুর অধিকার কালে বা দ্বিতীয় মন্বন্তরে রাজা সুরথ শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনা করিয়া অষ্টম মন্বন্তরাধিপতি হইবার বরলাভ করেন । তাহার ফলে সুরথ আগামী বা অষ্টম মন্বন্তরে সর্বাঙ্গগর্তে সূর্য্যের ঔরসে জন্ম লাভ করিয়া সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইবেন ।



মন্ত্র ৩, ( পৃ: ১৮ )

অর্থার্থ।—স: মহাভাগ: ( সেই মহা ঐশ্বর্যশালী ) রবে: তনয়: সাবর্ণি: ( স্বর্ঘ্যের পুত্র সাবর্ণি ) যথা ( যে প্রকারে ) মহামায়া-অনুভাবেন ( মহামায়ায়া: প্রসাদেন, মহামায়ার অনুগ্রহে ) মন্বন্তর-অধিপ: ( মন্বন্তরের অধিপতি ) বভুব ( হইলেন ), [ তথা নিশাময়, তাহা শ্রবণ কর । ]

অনুবাদ।—সেই মহাভাগ সূর্য্যপুত্র সাবর্ণি মহামায়ার অনুগ্রহে যে প্রকারে মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন, তাহা শ্রবণ কর ।

টিপ্পনী ।

মহাভাগ:—ঐশ্বর্য, বীর্ঘ্য, যশ: শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে “ভগ” বলে । ভগ বা ঐশ্বর্যাদির সমুচ্চয়কে “ভাগ” বলা হয় । বাহাতে ঐশ্বর্যাদি প্রভূত পরিমাণে বিজ্ঞমান তিনিই “মহাভাগ” ।

মন্বন্তরাধিপ: বভুব—দ্বিতীয় মন্বন্তরের সুরথ সাবর্ণিরূপে আগামী অর্থাৎ অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন । সুরথ অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হওয়ার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় মন্বন্তরে । সুরথ ‘মন্বন্তরাধিপ: বভুব’ ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে, তিনি মন্বন্তরের আধিপত্য লাভে অধিকারী হইলেন । কোন কোন টীকাকার বলেন, এখানে “ভবিষ্যতি” এই অর্থে ‘বভুব’ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ; “ভাবিনি ভুতআরোপ:” ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

[ মহারাজ সুরথের ইতিবৃত্ত ]

মন্ত্র ৪, ( পৃ: ১৮ )

অর্থার্থ।—পূর্ব্ব: ( পুরাকালে ) স্বারোচিষে অন্তরে ( স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মন্বন্তর অধিকার কালে ) সমস্তে ক্ষিতি-মণ্ডলে ( সমগ্র ভূমণ্ডলে ) চৈত্র-বংশ-সমুদ্ভব: ( চৈত্রো নাম স্বারোচিষ-মনো: জ্যেষ্ঠপুত্র:, তস্য বংশে সমুদ্ভব: যস্য স: ; চৈত্র নামক স্বারোচিষ মন্বন্তর জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশে উৎপন্ন ) সুরথ: নাম রাজা অভূৎ ( সুরথ নামে রাজা হইয়াছিলেন ) ।

অনুবাদ।—পুরাকালে স্বারোচিষ নামক মন্বন্তর অধিকার কালে ( অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরে ) চৈত্রবংশসমুদ্ভূত সুরথ নামক রাজা সমগ্র ভূমণ্ডলে অধিপতি হইয়াছিলেন ।



অঙ্ক ৫, ( পৃ: ১৮ )

অর্থার্থ।—ঔরসান্ পুত্রান্ ইব ( ঔরস পুত্রের ত্রায় ) প্রজাঃ ( প্রজাগণকে ) সম্যক্ পালয়তঃ ( উত্তমরূপে পালনকারী ) তস্য ( তাঁহার অর্থাৎ সুরথের ) তথা (—তদা, তৎকালে ) কোলা-বিক্ষংসিনঃ ( কোলা নামক নগর ধ্বংসকারী ) ভূপাঃ ( রাজগণ ) শত্রবঃ বভূবুঃ ( শত্রু হইয়াছিল )।

অনুবাদ।—তিনি ঔরস পুত্রের ত্রায় প্রজাগণকে উত্তমরূপে পালন করিতেন ; তৎকালে কোলানগর ধ্বংসকারী ( স্লেচ্ছ ) রাজগণ তাঁহার শত্রু হইল।

টিপ্পনী।

কোলাবিক্ষংসিনঃ—টাকাকারগণ ইহার বিভিন্নপ্রকার অর্থ করিয়াছেন;—(১) ‘কোল’ শব্দের অর্থ শূকর ; শূকর খাদক কাশ্মীর প্রান্তদেশস্থিত স্লেচ্ছ রাজগণ। (২) ‘কোলা’ সুরথের অপর রাজধানীর নাম ; ঐ নগর ধ্বংসকারিগণ। (৩) শত্রু বিশেষের নাম ‘কোলা’ ; কোলা নামক শত্রু প্রয়োগে যাহারা ধ্বংস করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গা উপাখ্যানে সুরথের কোলা নগরী আক্রান্ত হওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় “কোলাঞ্চ বেষ্টয়ামাস সুরথশ্চ মহামতেঃ” ( ৬২।৩ )। দেবী ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায়, কোলাবিক্ষংসী পর্তবাসী স্লেচ্ছগণ কর্তৃক সুরথের রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল “স্লেচ্ছাঃ পর্তবাসিনঃ... ...কোলাবিক্ষংসিনঃ প্রাপ্তাঃ” ইত্যাদি ৫।৩২।৭-৯

অঙ্ক ৬, ( পৃ: ১৮ )

অর্থার্থ।—অতি-প্রবল-দণ্ডিনঃ ( অতি প্রবলান্ অপি দণ্ডয়িতুং শীলং বস্যা সঃ তস্য, অতিশয় প্রবল শত্রুকেও দণ্ডপ্রদানকারী ) তস্য ( তাঁহার অর্থাৎ সুরথের ) তৈঃ [ সহ ] তাহাদের সহিত অর্থাৎ স্লেচ্ছ রাজগণের সহিত ) যুদ্ধম্ অভবৎ ( যুদ্ধ হইয়াছিল )। নূনৈঃ অপি ( সংখ্যায় অল্প হইলেও ) তৈঃ কোলাবিক্ষংসিভিঃ ( সেই কোলানগর ধ্বংসকারী স্লেচ্ছ রাজগণ কর্তৃক ) যুদ্ধে সঃ ( তিনি অর্থাৎ সুরথ ) জিতঃ ( পরাভূতঃ অভূৎ, পরাজিত হইলেন )।

অনুবাদ।—তাহাদের সহিত অতি প্রবল শত্রুর দণ্ডদাতা সেই রাজা সুরথের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কোলা ধ্বংসকারী স্লেচ্ছ রাজগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও সুরথ তাহাদের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।



মন্ত্ৰ ৭, ( পৃ: ১৮ )

অৰ্থম্বাৰ্থ।—তত: ( তৎপৰ ) [ স স্বৰথঃ, সেই স্বৰথ ] স্বপুৰম্ আয়াতঃ ( স্বীয়  
ৰাজধানীতে ফিৰিয়া আসিয়া ) নিজ-দেশ-অধিপ: ( স্বকীয় মূলৰাষ্ট্ৰের অধিপতি ) অভবৎ  
( হইলেন ) ; তদা ( তৎকালে ) সঃ মহাভাগঃ ( সেই মহাভাগ স্বৰথ ) তৈঃ প্রবল-অরিভিঃ  
( ঐ প্রবল শত্রুদিগের দ্বারা ) আক্রান্তঃ ( আক্রান্ত হইলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যগমন করিয়া নিজ  
দেশেরই অধিপতি হইয়া রহিলেন ; কিন্তু তৎকালে ও মহাভাগ স্বৰথ  
সেই প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন ।

মন্ত্ৰ ৮, ( পৃ: ১৮ )

অৰ্থম্বাৰ্থ।—তত: ( তৎপৰ ) তত্র স্ব-পুৰে অপি ( সেই নিজ পুরীতে ও ) দুষ্টৈঃ  
দুৰাশ্ৰয়ভিঃ বলিভিঃ অমাত্যৈঃ ( দুষ্ট দুৰাশ্রয় বলবান্ অমাত্যগণ কর্তৃক ) দুৰ্বলস্য ( দুৰ্বল  
স্বৰথ ৰাজার ) কোষঃ ( ধনাগার ) বলঃ চ ( এবং সৈন্যাদি ) অপহৃতম্ ( অধিকৃত হইল ) ।

অনুবাদ।—তৎপৰ দুষ্ট, দুৰ্বল, বলবান্ অমাত্যগণ দুৰ্বল স্বৰথ-  
ৰাজার স্বকীয় পুরীমধ্যেও তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি আত্মসাৎ করিয়া লইল ।

### [ সুরথের বনগমন ]

মন্ত্ৰ ৯, ( পৃ: ১৮ )

অৰ্থম্বাৰ্থ।—তত: ( তদনন্তর ) সঃ ভূপতিঃ ( সেই ৰাজা স্বৰথ ) হৃত-স্বাম্যঃ  
( হৃতধিপত্যঃ সন্, আধিপত্যহারা হইয়া ) যুগয়া-ব্যাঞ্জন ( যুগয়াচ্ছলেন, যুগয়া করিবার  
ছলে ) একাকী হয়ম্ আকুহ ( অশ্ব আরোহণ করিয়া ) গহনং বনং জগাম ( দুৰ্গম অরণ্যে  
গমন করিলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর সেই ৰাজ্য-হারা ভূপতি যুগয়ার ছলে একাকী  
অশ্বারোহণপূৰ্বক নিবিড় অরণ্যে গমন করিলেন ।

মন্ত্ৰ ১০, ( পৃ: ১৮ )

অৰ্থম্বাৰ্থ।—সঃ ( তিনি ) তত্র ( সেই অরণ্যে ) দ্বিজ-বর্ধাস্য মেধসঃ ( দ্বিজ-শ্রেষ্ঠস্য  
মেধোনাং, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির ) প্রশান্ত-স্বাপদ-আকীৰ্ণঃ ( প্রশান্তঃ স্বাপদৈঃ আকীৰ্ণঃ



ব্যাপ্তং, পরম্পর হিংসাবিরহিত ব্যাভ্রাদি হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ) মুনি-শিষ্য-উপশোভিতং ( মুনি ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিশোভিত ) আশ্রমম্ আশ্রমীং ( আশ্রম দেখিতে পাইলেন ) ।

**অনুবাদ।**—তিনি ( সুরথ ) সেই অরণ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসের আশ্রম দেখিতে পাইলেন ; উহা পরম্পর হিংসা বিরহিত জন্তুগণে পূর্ণ এবং মুনি ও শিষ্যসমূহ কর্তৃক পরিশোভিত ছিল ।

টিপ্পনী ।

দেবীভাগবত পুরাণে ঋষির নাম “স্বমেধা” ( স্বমেধস্ ) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে “মেধস” ( অকারাস্ত ) দৃষ্ট হয় ।

অঙ্ক ১১, ( পৃ: ১৮ )

**অর্থ।**—সঃ চ ( আর সেই সুরথ ) তেন মুনিনা ( ঐ মেধস্ মুনি কর্তৃক ) সংকৃতঃ ( কৃত্যতিথ্যঃ সন্, অতিথি সংকার প্রাপ্ত হইয়া ) তস্মিন্ মুনিবর-আশ্রমে ( সেই মুনিবরের আশ্রমে ) ইতঃ চ ইতঃ চ ( এদিক্ ওদিক্ ) বিচরন্ ( ভ্রমণ করিতে করিতে ) কক্ষিৎ কালং ( কিছুকাল ) তস্থৌ ( অবস্থান করিলেন ) ।

**অনুবাদ।**—তিনি ( সুরথ ) সেই মুনি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া উক্ত মুনিবরের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন ।

অঙ্ক ১২, ( পৃ: ১৯ )

**অর্থ।**—তদা ( তৎকালে ) তত্র ( সেই স্থানে ) মমত্ব-আকৃষ্ট-চেতনঃ ( মমত্বেন আকৃষ্টা বশীকৃত্য চেতনা বিবেকবতী বুদ্ধিঃ যস্য সঃ, মমতা দ্বারা যাহার বুদ্ধি অভিভূত হইয়াছে, এইরূপ ) সঃ ( তিনি অর্থাৎ সুরথ ) অচিস্তয়ৎ ( চিন্তা করিতে লাগিলেন ) ।

**অনুবাদ।**—তিনি তখন মমতাভিভূত চিত্তে সেই স্থানে ভাবিতে লাগিলেন ;—

অঙ্ক ১৩, ( পৃষ্ঠা ১৯ )

**অর্থ।**—পূর্কঃ ( পূর্বকালে ) মৎ-পূর্কঃ ( আমার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক ) পালিতঃ ( রক্ষিত ) ময়া হীনঃ ( আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত ) হি তৎ পূরং ( সেই পুরী ) অসদ-বৃত্তে:



( দুর্বৃত্ত ) তৈঃ মদ-ভূত্যৈঃ ( আমার সেই ভূত্যগণ কর্তৃক ) ধর্মতঃ ( ধর্মালুসারে ) পাল্যতে ন বা ( পালিত হইতেছে কিনা ? )

অনুবাদ।—পূর্বকালে আমার পূর্ব পুরুষগণ কর্তৃক পালিত এবং ( সম্প্রতি ) আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরী আমার ঐ সকল দুর্বৃত্ত ভূত্যেরা ধর্মালুসারে পালন করিতেছে কি না ?

অঙ্ক ১৪, ( পৃ: ১১ )

অর্থার্থ।—সঃ ( সেই ) প্রধানঃ ( শ্রেষ্ঠ ) সদা-মদঃ ( সর্বদা মদশ্রাবী ) মে ( আমার ) শূর-হস্তী ( শূরঃ প্রচুরবলঃ হস্তী, মহাবলশালী হস্তী ) মম বৈরি-বশং যাতঃ ( আমার শত্রুদের বশবর্তী হইয়া ) কান্ ভোগান্ ( বিরূপ আহাৰ্য্যবস্ত ) উপলপ্ততে ( প্রাপ্ত হইবে ) [ ইতি, ইহা ] ন জানে ( জানি না ) ।

অনুবাদ।—সর্বদা মদশ্রাবী আমার সেই মহাবলশালী প্রধান হস্তীটি আমার শত্রুদের আয়ত্তাধীন হইয়া বিরূপ আহাৰ্য্য প্রাপ্ত হইবে জানি না ।

টিপ্পনী ।

টীকাকার নাগোজীভট্ট “স-প্রধানঃ” পাঠগ্রহণ করিয়াছেন। প্রধানৈঃ মহামাত্রৈঃ সহিতঃ। প্রধান শব্দের অর্থ মহামাত্র বা মাছত। মাছতগণ সহিত ( হস্তী ) ।

অঙ্ক ১৫, ( পৃ: ১২ )

অর্থার্থ।—যে ( যাহারা ) প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ ( পারিতোষিক, বেতন ও ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা ) নিত্যঃ ( সর্বদা ) মম অন্নগতাঃ [ আসন্ ] ( আমার বশীভূত ছিল ) এবং ( নিশ্চয়ই ) অন্ন তে ( তাহারা ) অন্ন-মহীভৃতাম্ ( অপর রাজাদের ) অন্নবৃন্তিঃ কুর্কন্তি ( সেবা করিতেছে ) ।

অনুবাদ।—যাহারা পারিতোষিক, বেতন ও ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা সর্বদা আমার বশীভূত ছিল, নিশ্চয়ই আজ তাহারা অপর রাজগণের সেবা করিতেছে ।



অঙ্ক ১৬, ( পৃ: ১৯ )

অর্থার্থ।—অসম্যাগ্ ব্যয়নীলৈঃ ( অথবা ব্যয় পরায়ণ ) সততং ব্যয়ং কুর্কন্তিঃ ( সর্বদা ব্যয়কারী ) তৈঃ ( অমাতৈঃ, সেই অমাত্যগণ কর্তৃক ) অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ ( অতি দুঃখে সংগৃহীত ) সঃ কোষঃ ( সেই ধনাগার ) ক্ষয়ং গমিষ্যতি ( ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ) ।

অনুবাদ।—অমিতব্যয়ী সেই অমাত্যদের দ্বারা সর্বদা ব্যয়িত হওয়াতে অতি দুঃখে সঞ্চিত আমার সেই ধনাগার ( সত্তর ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে ।

## [ সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের সাক্ষাৎকার ]

অঙ্ক ১৭, ( পৃ: ১৯ )

অর্থার্থ।—পাখিবঃ ( রাজা ) এতৎ চ অত্র চ ( এই বিষয় ও অত্র বিষয় ) সততং ( সর্বদা ) চিন্তয়ামাস ( চিন্তা করিতে লাগিলেন ) । সঃ ( তিনি অর্থাৎ সুরথ ) তত্র ( সেখানে ) বিপ্র-আশ্রম-অভ্যাসে ( বিপ্রশ্রম মেধসঃ আশ্রমশ্রম সন্নিকটে, মেধস্ মুনির আশ্রমের নিকটে ) একং বৈশ্যং দদর্শ ( এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন ) ।

অনুবাদ।—রাজা সর্বদা এই বিষয় ও অত্র বিষয় ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় তিনি সেখানে মুনির আশ্রম সমীপে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন ।

টিপ্পনী ।

বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে—কোন কোন টীকাকার ‘বিপ্র’ ইহাকে ভাগুরির সম্বোধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভাগুরির নিকট দেবী মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। ( ভূমিকা দ্রষ্টব্য )

অঙ্ক ১৮, ( পৃ: ১৯ )

অর্থার্থ।—তেন ( তৎকর্তৃক ) সঃ বৈশ্যঃ ( সেই বৈশ্য ) পৃষ্টঃ ( জিজ্ঞাসিত হইলেন ), ভোঃ কঃ ত্বম্ ( আপনি কে ? ) অত্র আগমনে ( এখানে আগমন বিষয়ে ) হেতুঃ চ কঃ ( কারণই বা কি ? ) কস্মাৎ ত্বং ( আপনাকে কেন ) সশোকঃ ইব ( শোকার্তের মত ) দুঃখনাঃ ইব ( দুঃখিত্তাগ্রস্তের মত ) লক্ষ্যসে ( দেখা যাইতেছে ) ?



অনুবাদ।—তিনি (স্বরথ) সেই বৈশ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—  
আপনি কে? এখানে আগমনের হেতু কি? আপনাকে শোকাক্ত ও  
দুশ্চিন্তাগ্রস্তের আয় দেখাইতেছে কেন?

মন্ত্র ১৯ (পৃ: ১৯)

অর্থ।—সঃ বৈশ্বঃ (সেই বৈশ্ব) তস্য ভূপতেঃ (ঐ নৃপতির) প্রণয়-উদিতম্  
(প্রণয়েন উদিতং কথিতং, প্রীতিসহকারে কথিত) ইতি বচঃ আকর্ণ্য (এই বাক্য শুনিয়া)  
প্রশ্নয়-অবনতঃ (প্রশ্নয়েণ বিনয়েন অবনতঃ সন্, বিনয়াবনত হইয়া) তং নৃপং (সেই  
রাজাকে) প্রতি-উবাচ (প্রত্যুত্তর করিলেন)।

অনুবাদ।—সেই বৈশ্ব ঐ রাজার প্রীতিপূর্বক কথিত এই প্রকার  
বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।

মন্ত্র ২০-২১, (পৃ: ১৯)

অর্থ।—বৈশ্বঃ উবাচ (বৈশ্ব কহিলেন),—অহং (আমি) সমাধিঃ নাম বৈশ্বঃ  
(সমাধি নামক বৈশ্ব)। ধনিনাং কুলে উৎপন্নঃ (ধনীদেব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি),  
ধন-লোভাৎ (ধন লোভ হেতু) অসাধুভিঃ পুত্র-দারৈঃ (অসৎ স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক) নিরন্তঃ  
চ (পরিত্যক্ত হইয়াছি)।

অনুবাদ।—বৈশ্ব কহিলেন—আমি সমাধি নামক বৈশ্ব, ধনীবংশে  
জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধনলোভে অসৎ স্ত্রীপুত্রদের দ্বারা আমি পরিত্যক্ত  
হইয়াছি।

মন্ত্র ২২, (পৃ: ২০)

অর্থ।—দারৈঃ পুত্রৈঃ চ (পত্নী ও পুত্রগণ কর্তৃক) যে ধনম্ আদায় (আমার  
ধন গ্রহণ করায়) [অহং] ধনৈঃ বিহীনঃ (আমি ধনহীন হইয়াছি); আশু-বন্ধুভিঃ চ  
(আশুঃ স্নহন্তিঃ বন্ধুভিঃ চ, স্নহং ও বন্ধুগণ কর্তৃক) নিরন্তঃ (পরিত্যক্ত) দুঃখী [অহং]  
বনম্ অভ্যাগতঃ (আমি বনে আসিয়াছি)।

অনুবাদ।—পত্নী ও পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণ করায় আমি ধনহীন  
হইয়া পড়িয়াছি। স্নহং ও বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত চিত্তে আমি  
বনে আসিয়াছি।



অঙ্ক ২৩ ( পৃষ্ঠা ২০ )

অম্বস্বার্থ।—সঃ অহং ( সেই আমি ) অত্র সংস্থিতঃ ( এই স্থানে অবস্থিত থাকিয়া ) পুত্রাণাং স্বজনানাং দারাণাং চ ( পুত্র, আত্মীয় ও পত্নী প্রভৃতির ) কুশল-অকুশল-আত্মিকাং ( শুভাশুভরূপাং, শুভ বা অশুভ বিষয়ক ) প্রবৃত্তিঃ ( বার্তাঃ, সংবাদ ) ন বেদ্বি ( জানি না ) ।

অঙ্ক ২৪, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অনুবাদ।—সেই আমি এখানে থাকিয়া পুত্র, আত্মীয় ও পত্নী প্রভৃতির শুভাশুভ সংবাদ পাইতেছি না ।

অম্বস্বার্থ।—সাম্প্রতঃ ( সম্প্রতি ) তেষাং গৃহে ( তাহাদের গৃহে ) ক্ষেমঃ ( কুশল ) কিংহু ( কিংবা ) অক্ষেমঃ ( অকুশল ) কিংহু? তে মে সূতাঃ ( আমার সেই পুত্রগণ ) কথং ( কিরূপ আছে )? [ তে, তাহারা ] সদ-বৃত্তাঃ ( সচ্চরিত্র ) কিংহু ( কিংবা ) দুর্দ-বৃত্তাঃ ( দুষ্চরিত্র ) কিংহু? [ ইতি অহং ন বেদ্বি, আমি তাহা জানি না ] ।

অনুবাদ।—এক্ষণে তাহাদের গৃহে কুশল কি অকুশল, আমার সেই পুত্রগণ কিরূপ আছে, তাহারা সচ্চরিত্র হইয়াছে না দুষ্চরিত্রই আছে, ( তাহা জানি না ) ।

অঙ্ক ২৫-২৬, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অম্বস্বার্থ।—রাজা উবাচ ( রাজা কহিলেন )—ভবান্ ( আপনি ) ধনৈঃ ( হেতুভূতৈঃ, ধনহেতু ) নৃকৈঃ ( লোভী ) যৈঃ পুত্র-দারা-আদিভিঃ ( যৈঃ সকল স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কর্তৃক ) নিরন্তঃ ( দূরীকৃত হইয়াছেন ), তেষু ( তাহাদের প্রতি ) ভবতঃ মানসং ( আপনার মন ) কিং ( কথং, কি জন্য ) স্নেহম্ অনুবদ্বাতি ( স্নেহে আবদ্ধ হইতেছে ) ?

অনুবাদ।—রাজা কহিলেন,—আপনি ধনের নিমিত্ত যে সকল লোভী স্ত্রী পুত্রাদি কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছেন, আপনার মন তাহাদের প্রতি কি জন্ম স্নেহাসক্ত হইতেছে ?

অঙ্ক-২৭-২৮, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অম্বস্বার্থ।—বৈশ্য উবাচ ( বৈশ্য কহিলেন )—ভবান্ ( আপনি ) অশ্বদ-গতাং ( আমার সম্পর্কিত ) বচঃ ( বাক্য ) যথা প্রাহ ( যেরূপ বলিলেন ) এতৎ এবম্ ( ইহা একরূপই বটে ) । কিং করোমি ( কি করি ) মম মনঃ ( আমার মন ) নিষ্ঠুরতাং ন বদ্বাতি ( নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিতেছে না ) ।



অনুবাদ।—বৈষ্ণু কহিলেন,—আপনি আমার বিষয়ে যেরূপ কথা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু কি করি, আমার মন যে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

মন্ত্র ২৯, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অন্বয়ার্থ।—ধন-লুব্ধৈঃ যৈঃ ( ধনলোভী যাহাদের দ্বারা ) পিতৃস্নেহং ( পিতৃভক্তি ) পতি-স্বজন-হর্দিং চ ( স্বামি-বন্ধুগত-প্রেমাণং, স্বামী ও বন্ধুগত প্রেম ) সন্ত্যজ্য ( পরিত্যাগ পূর্বক ) [ অহং, আমি ] নিরাকৃতঃ ( বিতাড়িত হইয়াছি ) তেষু এব ( তাহাদের প্রতিই ) মে মনঃ ( আমার মন ) হর্দিং ( হর্দিং প্রেমা তদ্ অশ্ব অস্তি, স্নেহযুক্ত )।

অনুবাদ।—যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃভক্তি, পতিপ্রেম ও বন্ধুপ্রীতি পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহাদের প্রতিই আমার মন স্নেহযুক্ত।

মন্ত্র ৩০, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] মহামতে! বি-গুণেষু ( প্রতিকূল ) বন্ধুষু অপি ( বন্ধুগণের প্রতিও ) চিত্তং যৎ প্রেম-প্রবণং ( চিত্ত যে স্নেহাসক্ত ), এতৎ জানন্ অপি ( ইহা জানিয়াও ) কিং ( কথং, কেন ) ন অভিজানামি ( বুঝিতে পারিতেছি না )।

অনুবাদ।—হে মহামতে! প্রতিকূল বন্ধুগণের প্রতিও আমার চিত্ত কেন যে স্নেহাসক্ত হয়, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।

মন্ত্র ৩১, ( পৃষ্ঠা ২০ )

অন্বয়ার্থ।—তেষাংকৃতে ( তাহাদের নিমিত্ত ) মে নিঃশ্বাসাঃ ( আমার দীর্ঘশ্বাস ) দৌর্শ্বনশ্চ চ ( চিত্তের অস্থিরতা ) জায়তে ( উৎপন্ন হইতেছে ), অপ্রীতিষু তেষু ( প্রীতিরহিত তাহাদের প্রতি ) মনঃ যৎ নিষ্ঠুরং ন [ ভবতি ] ( মন যে নিষ্ঠুর হইতেছে না ), কি করোমি ( কি করি )।

অনুবাদ।—তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে ও অস্থিরতা উপস্থিত হইতেছে। তাহারা প্রীতি হীন হইলেও তাহাদের প্রতি যে আমার মন নিষ্ঠুর হইতেছে না, কি করি।



প্রথম অধ্যায় ]

মধুকটভ বধ

মন্ত্র ৩২-৩৩, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থার্থ।—মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ ( মার্কণ্ডেয় ভাগুরিকে কহিলেন )—[ হে ] বিপ্র ( ভাগুরে ! ) ততঃ ( অনন্তর ) অসৌ সমাধিঃ নাম বৈশ্বঃ ( সমাধি নামক ঐ বৈশ্ব ) সং চ পার্থিব-সত্তমঃ ( এবং সেই নৃপশ্রেষ্ঠ সুরথ ) তৌ সহিতৌ ( তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া ) তং মুনিং ( সেই মেধস্ মূনির নিকট ) সমুপস্থিতৌ ( উপস্থিত হইলেন ) ।

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বিপ্র ! অনন্তর সমাধি নামক সেই বৈশ্ব এবং উক্ত নৃপশ্রেষ্ঠ ( সুরথ ) উভয়ে মিলিত হইয়া ঐ মূনির নিকট উপস্থিত হইলেন ।

মন্ত্র ৩৪, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থার্থ।—তৌ বৈশ্ব-পার্থিবৌ ( সেই বৈশ্ব সমাধি ও রাজা সুরথ ) তু যথাগায়ং ( যথাবিধি ) যথা-অর্হং ( যথাযোগ্য ) তেন [ সহ ] ( তাঁহার অর্থাৎ মেধস্ মূনির সহিত ) সংবিদং কৃত্বা ( সম্ভাষণ করিয়া ) উপবিষ্টৌ [ সন্তৌ ] ( উপবিষ্ট হইয়া ) কাঃ চিং কথাঃ চক্রতুঃ ( কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ) ।

অনুবাদ।—ঐ বৈশ্ব ও নৃপতি তাঁহাকে যথাবিধি ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্বক উপবেশন করিয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ।

[ মেধস্ মুনিকে সুরথের প্রশ্ন

মন্ত্র ৩৫-৩৬, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থার্থ।—রাজা উবাচ ( রাজা সুরথ মেধস্ মুনিকে বলিলেন )—[ হে ] ভগবন্ ! অহং ( আমি ) ত্বাম্ ( আপনাকে ) একং ( একটি বিষয় ) প্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ( প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি ) তং বদস্ব ( তাহা বলুন ) । মে মনসঃ ( আমার মনের ) স্ব-চিন্ত-আয়ত্ততাং বিনা ( স্বচিন্তে নিশ্চয়্যাকে আয়ত্ততাং নিরোধং বিনা, নিজ চিন্তে নিরোধ ব্যতীত ) যং দুঃখায় ( যাহা দুঃখের কারণ হইতেছে ) [ এতং কিম্, ইহা কি ? ]

অনুবাদ।—রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আমি আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আমাকে উপদেশ করুন । আমার মন নিজ চিন্তের বশীভূত না হওয়াতে দুঃখের হেতু হইতেছে [ এরূপ হয় কেন ? ]



টিপ্পনী ।

“মন” সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, “চিত্ত” নিশ্চয়াত্মক । ( তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা ) ।  
আমার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অস্থির মনকে নিশ্চয়াত্মক চিত্ত বা বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে  
না পারায় দুঃখ ভোগ করিতেছি । যাহাদের জ্ঞান শোক করা উচিত নহে বুদ্ধি দ্বারা  
বুঝিতেছি, চঞ্চল মন তাহাদের জ্ঞানই শোকাবুল হইতেছে, ইহার কারণ কি ?

মন্ত্র ৩৭, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থার্থ ।—[ হে ] মুনিসত্তম ( মুনিশ্রেষ্ঠ ! ) জ্ঞানতঃ অপি ( জানিয়াও ) যথা অজ্ঞশ্চ  
( মূর্খের ন্যায় ) মম রাজ্যশ্চ ( রাজ্যে, সপ্তমার্থে যষ্টী, আমার রাজ্যের প্রতি ) অখিলেষু  
রাজ্য-অঙ্গেষু অপি ( সমস্ত রাজ্য উপকরণের প্রতিও ) মমত্বং [ যদ্ ভবতি ] ( যে  
মমতাভিমান হইতেছে ) এতৎ কিম্ ( ইহা কিরূপ ) ?

অনুবাদ ।—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! [ ইহারা আমার নহে ] ইহা জানিয়াও  
আমার রাজ্য ও রাজ্যঙ্গ সমূহের প্রতি অজ্ঞের ন্যায় যে মমতা হইতেছে,  
ইহার কারণ কি ?

টিপ্পনী ।

রাজ্যঙ্গ ।—স্বামী ( রাজা ), অমাত্য, সূত্রং, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল ( সৈন্য )  
এই সাতটিকে “রাজ্যঙ্গ” বলা হয় ।

মন্ত্র ৩৮, ( পৃঃ ২১ )

অর্থার্থ ।—অয়ং চ ( এই বৈশ্যও ) পুত্রৈঃ নিকৃতঃ ( পুত্রগণ কর্তৃক দূরীকৃত )  
তথা দারৈঃ ভৃত্যৈঃ উজ্জ্বিতঃ ( এবং স্ত্রী ও ভৃত্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ) স্বজনেন চ সন্ত্যক্তঃ  
( এবং আত্মীয়গণ কর্তৃক বর্জিত ); তথাপি তেষু ( তাহাদের প্রতি ) অতিহান্দী  
( অতিশয় স্নেহবান ) ।

অনুবাদ ।—ইনিও পুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত, স্ত্রী ও ভৃত্যগণ কর্তৃক  
পরিত্যক্ত এবং আত্মীয়গণ কর্তৃক বর্জিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি তাহাদের  
প্রতি অতিশয় স্নেহাসক্ত ।



অঙ্ক ৩৯, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থ—এবং ( এই প্রকারে ) এষঃ ( এই বৈশ্ব ) তথা অহং চ ( এবং আমি স্বরথ ) দ্বৌ অপি ( উভয়েই ) অত্যন্ত-দুঃখিতৌ ( অতিশয় দুঃখিত ) ; বিষয়ে ( ভোগ্য বস্তুতে ) দৃষ্ট-দোষে অপি ( দোষ দর্শন করা সত্ত্বেও ) মমত্ব-আকৃষ্ট-মানসৌ ( মমত্বের আকৃষ্ট মানসঃ যমোঃ তো, আমাদের উভয়ের মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে ) ।

অনুবাদ—এইরূপে ইনি ও আমি দুইজনেই অত্যন্ত দুঃখিত আছি । বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া ও আমাদের মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে ।

অঙ্ক ৪০, ( পৃষ্ঠা ২১ )

অর্থ—[ হে ] মহাভাগ ! মম ( আমার ) অশ্র চ ( এবং এই বৈশ্বের ) জ্ঞানিনোঃ অপি ( জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ) যৎ ( যে ) মোহঃ [ ভবতি ] ( মোহ হইতেছে ) তৎ এতৎ কেন ( তাহা কি নিমিত্ত ) ? অবিবেক-অন্ধশ্চ \* ( অবিবেকের অন্ধশ্চ, অবিবেক হেতু অন্ধ ব্যক্তির ) এষা মূঢ়তা ভবতি ( এইরূপ মূঢ়তা হইয়া থাকে ) ।

অনুবাদ—হে মহাত্মন ! জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আমার ও ইহার এই যে মোহ, তাহার হেতু কি ? অবিবেক হেতু অন্ধ ব্যক্তিরই তো এইরূপ মূঢ়তা হইয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।

কোনটি নিত্য বস্তু কোনটি অনিত্য বস্তু যদ্বারা জানা যায় তাহাই “বিবেক” । বিবেকহীন ব্যক্তি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে না বলিয়া অন্ধতুল্য ।

‘জ্ঞানিনোঃ অপি’ আমরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও—স্বরথ এখানে যে জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা উপলক্ষ্য করিয়াই মেধস্ মুনি উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন । উক্ত জ্ঞান হইল ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিষয় জ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান । এই জ্ঞানের দ্বারা মোহ নিবৃত্তি হইতে পারে না । কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা মোহ নিবৃত্তি হয় এবং কি উপায়ে ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হয় মেধস্ মুনি তাহা বলিতেছেন ।

\* কোন কোন টীকাকার “বিবেকান্দ্রশ্চ” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । বিবেকে অন্ধশ্চ, বিবেকরহিতশ্চ ইত্যর্থঃ ।



## [ ঋষি কর্তৃক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ ]

মন্ত্র ৪১-৪২, ( পৃ: ২২ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষি: উবাচ ( মেধসু ঋষি সুরথকে কহিলেন ).—সমস্তস্ত জন্তোঃ ( সকল প্রাণীর ) বিষয়-গোচরে ( রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ বিষয়ে ) জ্ঞানম্ অস্তি ( জ্ঞান আছে ); [ হে ] মহাভাগ ! এবং ( এই প্রকারে ) বিষয়ঃ চ ( বিষয়ও ) পৃথক্ পৃথক্ যাতি ( বিভিন্নরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ হইয়া থাকে ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । হে মহাভাগ ! সেই বিষয় ও এই প্রকারে বিভিন্নরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ হইয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও বৃক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় । রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পাঁচটি ষষ্ঠাক্রমে উক্ত পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ বা সংযোগ হইলে জ্ঞান জন্মে । এই জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিষয় জ্ঞান বলে । উক্ত জ্ঞান সর্বজীবেরই সাধারণ ও স্বাভাবিক ।

মন্ত্র ৪৩, ( পৃ: ২২ )

অন্বয়ার্থ।—কেচিৎ প্রাণিনঃ ( পেচকাদি কোন কোন প্রাণী ) দিবা-অন্ধাঃ ( দিনের বেলায় দৃষ্টিশক্তিহীন ), তথা অপরে ( সেইরূপ কাকাদি অপর প্রাণী ) রাত্রৌ অন্ধাঃ ( রাত্রিকালে দৃষ্টিশক্তিহীন ), কেচিৎ ( কেঁচো প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী ) দিবা তথা রাত্রৌ [ অন্ধাঃ ] ( দিবা ও রাত্রিতে অন্ধ ), [ কেচিৎ ] প্রাণিনঃ ( বিড়াল প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী ) তুল্য-দৃষ্টয়ঃ ( দিবারাত্রিতে সমান দৃষ্টি সম্পন্ন ) ।

অনুবাদ।—( পেচকাদি ) কোন কোন প্রাণী দিবাভাগে অন্ধ, আবার ( কাক প্রভৃতি ) অত্যাশ্রয় প্রাণী রাত্রিতে অন্ধ, ( কেঁচো ইত্যাদি ) কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে অন্ধ, আবার ( বিড়াল প্রভৃতি ) কোন কোন প্রাণী দিবা-রাত্রিতে সমান দৃষ্টি সম্পন্ন ।



## টিপ্পনী ।

ইন্দ্রিয় জ্ঞাত বিষয় জ্ঞান চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তির তারতম্য হেতু বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে । চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের শক্তির তারতম্য হেতু বিভিন্ন প্রাণীর রূপ নামক বিষয় গ্রহণে অর্থাৎ দর্শন ব্যাপারে কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে তাহাই এস্থলে উদাহরণস্বরূপ বলা হইল ।

অঙ্ক ৪৪, ( পৃ: ২২ )

অন্বয়ার্থ—মহুজাঃ ( মহুজাগণ ) জ্ঞানিনঃ [ ইতি ] সত্যং ( জ্ঞানী ইহা সত্য ), কিন্তু কেবলং তে [ জ্ঞানিনঃ ] ( কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী ) [ ইতি ] ন হি ( ইহা নহে ), যতঃ ( যেহেতু ) পশু-পক্ষি-মৃগ-আদয়ঃ ( পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি ) সর্কে হি ( সকলেই ) জ্ঞানিনঃ ( জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান সম্পন্ন ) ।

অনুবাদ :—মহুজাগণ জ্ঞানী—ইহা সত্য বটে, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানী তাহা নহে, যেহেতু পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি সকলেই জ্ঞান-সম্পন্ন ।

## টিপ্পনী ।

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে তাহা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ রূপ শব্দাদি বিষয়-জ্ঞান ।

“পশু” শব্দদ্বারা গ্রাম্য পশুকে এবং “মৃগ” শব্দদ্বারা আরণ্য পশুকে বুঝাইতেছে ।  
( তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকা )

অঙ্ক ৪৫, ( পৃ: ২২ )

অন্বয়ার্থ—তেষাং মৃগ-পক্ষিণাং ( সেই পশু-পক্ষীদের ) যৎ জ্ঞানং ( যেরূপ বিষয়-জ্ঞান ) মহুজাগাং চ তৎ ( মহুজাদেরও সেইরূপ বিষয়-জ্ঞান ); মহুজাগাং চ যৎ ( এবং মহুজাদের যেরূপ বিষয়-জ্ঞান ) তেষাম্ [ অপি তৎ ] ( তাহাদের অর্থাৎ পশু-পক্ষীদেরও তদ্রূপ ); তথা ( সেইরূপ ) অত্রাং ( আহার-নিদ্রাদি অত্যাগ্ৰ বিষয়ও ) উভয়োঃ ( মহুজ ও ইতর প্রাণী উভয়ের ) তুল্যাম্ ( সমান ) ।



**অনুবাদ।**—ঐ পশু-পক্ষীদের যেমন জ্ঞান আছে, মনুষ্যগণেরও তদ্রূপ জ্ঞান আছে; আবার মনুষ্যগণের যেমন জ্ঞান আছে, তাহাদেরও তদ্রূপ। ( আহার নিদ্রাদি ) অত্যাগ্র বিষয়ের জ্ঞানও উভয়ের সমান।

টিপ্পনী।

**“তুল্যম্ অন্যৎ তথোভয়োঃ”**—কোন কোন টীকাকার এরূপ অর্থ করেন যে, অগ্র যে জ্ঞান ( বাহ্য প্রকৃত জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান ) তাহাও উভয়েরই সমান অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান সাধারণ মনুষ্যেরও নাই, পশু-পক্ষী প্রভৃতিরও নাই। বিষয়-জ্ঞান দ্বারা কখনও মোহ নিবৃত্তি হয় না। যদ্বারা মোহের নিবৃত্তি হয় তাহাই ষথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। উক্ত হইয়াছে,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥

( হিতোপদেশঃ )

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাди ব্যাপার পশু ও মানুষ উভয়েরই সমান। কিন্তু মানুষের ধর্মবুদ্ধি আছে যাহা পশুদের নাই, ইহাতেই মানুষের বিশেষত্ব। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান।

মন্ত্র ৪৬, ( পৃ: ২২ )

**অর্থার্থ।**—জ্ঞানে সতি অপি ( [ শাবকের ভোজনে আমাদের তৃপ্তি নাই এই ] জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ) ক্ষুধা ( ক্ষুধা, ক্ষুধাদ্বারা ) পীড়মানান্ অপি ( পীড়িত হইয়াও ) মোহাৎ ( মোহ বশতঃ ) শাবচক্ষুষ্ ( শাবকদের চক্ষুপুটে ) কণ-মোক্ষ-আদৃতান্ ( তত্ত্বলকণা প্রভৃতি খাণ্ডপ্রদানে অল্পরক্ত ) এতান্ পতগান্ ( এইপক্ষিগণকে ) পশু ( দেখ )।

**অনুবাদ।**—( শাবকের ভোজনে নিজের তৃপ্তি হয় না এইরূপ ) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এই পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকের চক্ষুপুটে খাণ্ড কণা প্রদানে কেমন যত্নশীল দেখ।

মন্ত্র ৪৭, ( পৃ: ২২ )

**অর্থার্থ।**—মহুজব্যাহ্র ( হে নরশ্রেষ্ঠ ! ) এতে মানুষাঃ ( এই মনুষ্যগণ ) প্রতাপকারায় ( ভবিষ্যৎ উপকার লাভের আশায় ) লোভাৎ ( লোভ বশতঃ ) সূতান্ প্রতি ( পুত্রগণের প্রতি ) সাভিলাষাঃ ( স্নেহযুক্ত ), নহু ( সন্মোদনে ) কিং ন পশুসি ( ইহা কি দেখিতেছ না ? )



অনুবাদ :—হে নরশ্রেষ্ঠ ! এই মনুষ্যগণ প্রত্যাশকার লোভে পুত্রগণের প্রতি অনুরক্ত, ইহা দেখিতেছ না কি ?

টিপ্পনী ।

প্রত্যাশকারায়—উত্তরকালে আমাকে পরিপালন করিবে এই আশায় ।

পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রত্যাশকারের আশা না করিয়াও কেবল মমতা হেতুই সন্তানের প্রতি স্নেহাসক্ত । প্রত্যাশকার লোভী মানুষেরা যে সন্তানের প্রতি স্নেহাসক্ত হইবে—ইহাতে বিশ্বাসের কি আছে ? সকলেই মোহাচ্ছন্ন ! এই মোহের কারণ কি ঋষি তাহা বুঝাইতেছেন ।

### [ মহামায়া মাহাত্ম্য ]

অঙ্ক ৪৮, ( পৃ: ২২ )

অর্থার্থ :—তথাপি সংসার-স্থিতিকারিণঃ ( বিশেষঃ, সংসারের স্থিতিকারী বিষ্ণুর ) মহামায়া-প্রভাবেণ ( মহামায়ার শক্তিতে ) [ মনুষ্যাঃ, মনুষ্যগণ ] মমতা-আবর্তে ( মমতারূপ ঘূর্ণিপাকে ) মোহগর্ভে ( দেহাভিমানরূপ গর্ভে ) নিপাতিতাঃ ( নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকে ) ।

অনুবাদ :—তথাপি মনুষ্যগণ সংসারস্থিতিকারী বিষ্ণুর মহামায়ার শক্তিতে মমতারূপ আবর্তে এবং মোহরূপ গর্ভে নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।

কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের নিম্নোক্তরূপ অর্থ ও অর্থ করিয়াছেন,—তথাপি [ মনুষ্যাঃ ] মহামায়াপ্রভাবেণ মমতাবর্তে মোহগর্ভে নিপাতিতাঃ [ সন্তঃ ] সংসারস্থিতিকারিণঃ [ ভবন্তি ] ( সংসারস্থিতির হেতু হইয়া থাকে ) ।

তথাপি—মনুষ্যগণ জানে যে, মোহাসক্তি সর্ব দুঃখের মূল তথাপি তাহারা যে মোহাসক্ত হইয়া থাকে, তাহার কারণ মহামায়ার অচিন্তনীয় প্রভাব ।

অঙ্ক ৪৯ ( পৃ: ২২ )

অর্থার্থ :—মহামায়া জগৎপতে: হরে: চ ( জগৎপতি বিষ্ণুরও ) ষোগনিদ্রা । তয়া ( তাঁহাঘারা ) এতৎ জগৎ ( এই জগৎ ) সংমোহতে ( মোহিত হইয়া আছে ) ; তৎ ( তন্মাৎ, অতএব ) অত্র ( এই বিষয়ে ) বিশ্বয়ঃ ন কার্য্যঃ ( বিশ্বিত হওয়া উচিত নহে ) ।



অনুবাদ।—মহামায়া জগৎপতি হরির ও যোগনিদ্রারূপিণী।  
তাহাদ্বারা এই জগৎ মোহিত হইয়া আছে ; সুতরাং এই বিষয়ে বিস্ময় কর্তব্য  
নহে।

টিপ্পনী।

যোগনিদ্রা—যোগরূপা নিদ্রা, পরমানন্দময়ী শক্তি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। তমঃ-  
প্রধানাশক্তি ( নাগোজী )।

মন্ত্র ৫০, ( পৃঃ ২৩ )

অর্থার্থ।—সা দেবী ( সর্বৈন্দ্রিয়গোতনশীলা ) ভগবতী ( অচিন্ত্যস্বর্ধ্যাশালিনী )  
মহামায়া হি জ্ঞানিনাম্ অপি ( বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও ) চেতাংসি ( চিত্তসমূহকে )  
বলাদ্ আকৃশ্ণ ( বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া ) মোহায় প্রযচ্ছতি ( মোহকে সমর্পণ করেন )।

অনুবাদ।—সেই দেবী ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত  
বল পূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহকে সমর্পণ করেন ( অর্থাৎ মোহাবৃত করিয়া  
থাকেন )।

টিপ্পনী।

এই প্রসঙ্গে দেবীভাগবতে সুরথের প্রতি স্মৃতি, —“মহুশ্মা মধ্যে তুমি  
রজোগুণ কলুষিত একটি সামান্য ক্ষত্রিয় সন্তান বই ত নও ; তোমার কথা দূরে থাকুক,  
সেই মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্তকে নিরন্তর মোহিত করিয়া থাকেন। এই দেখ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও মহেশ্বর প্রভৃতি পরম জ্ঞানী হইয়াও মহামায়ার কুহকে ভুলিয়া বিষয়ানুরাগ বশতঃ সংসারে  
কতবার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার সীমা নাই।” ৫।৩৩।১৪-১৫

মন্ত্র ৫১, ( পৃঃ ২৩ )

অর্থার্থ।—তয়া ( সেই মহামায়া কর্তৃক ) এতৎ বিশ্বং ( এই সমগ্র ) চরাচরং  
( চেতন ও অচেতন ) জগৎ বিসৃজ্যতে ( জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে ), সা এষা ( উক্তলক্ষণা  
মহামায়া ) প্রসন্না [ সূতী ] ( প্রসন্না হইলে ) নৃণাং ( নরগণের ) মুক্তয়ে ( মুক্তির নিমিত্ত )  
বরদা ( বরদাত্রী ) ভবতি ( হইয়া থাকেন )।



প্রথম অধ্যায় ]

মধুকৈটভ বধ

2/6/1361

**অনুবাদ**।—এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ তৎকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনিই প্রসন্না হইলে মানবগণের মুক্তির জন্ত বর প্রদান করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

সৈবা প্রসন্না—তুলনীয় :—

তস্তা দেব্যাঃ প্রসাদশ্চ যন্তোপরি ভবেম্প।

স এব মোহমতোতি নাগুথা ধরণীপতে ॥

( দেবী-ভাগবত, ১০।১০।২৫

হে রাজন্! যাহার উপর সেই দেবীর অনুগ্রহ হয়, ঐ ব্যক্তিই মোহ অতিক্রম করিতে পারে, নতুবা কেহই মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

অঙ্ক ৫২, ( পৃঃ ২৩ )

**অর্থ**।—সা সনাতনী (সেই সনাতনী মহামায়া) মুক্তে: হেতুভূতা (মুক্তির কারণস্বরূপা) পরমা বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী), সা এব (তিনিই) সংসার-বন্ধ-হেতু: চ (সংসার এব বন্ধ: বন্ধনং তন্তু হেতু: কারণং, সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপিণী অবিদ্যা), [সা এব, তিনিই] সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বরী (সর্বৈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রী, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান দেবগণেরও অধীশ্বরী)।

**অনুবাদ**।—সেই সনাতনী মহামায়া মুক্তির কারণস্বরূপা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা; আবার তিনিই সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপিণী [অবিদ্যা]। তিনিই সকল ঈশ্বরের অধীশ্বরী।

টিপ্পনী।

**সর্বৈশ্বরেশ্বরী**—দেবী ভাগবতে মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি স্বমেধা স্বরথকে বলিতেছেন,—

তয়া নিমিত্তভূতাস্তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ।

কল্লিতাঃ স্বস্বকার্যেষু প্রেরিতাঃ লীলয়া স্বমী ॥ ৫।৩৩।৬৩



মহামায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন ; বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংই এই সমুদয় করিতেছেন, কেবল লীলার জন্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে নিয়োগ করিয়াছেন ।

তে তাং ধ্যায়ন্তি দেবেশাঃ পূজয়ন্তি পরাং মূদা ।

জ্ঞাস্ত্বা সর্বেশ্বরীং শক্তিং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনীম্ ॥ ৫৩৩৬৫

সেই প্রধান দেবগণ শক্তিরূপিণী মহামায়াকে সৃষ্টি-স্থিতিসংহারিণী ও সর্বপ্রধানরূপে জানিয়াই ধ্যান করিয়া থাকেন এবং পরমানন্দে পূজা করেন ।

অঙ্ক ৫৩—৫৪, ( পৃঃ ২৩ )

অন্বয়ার্থ ।—রাজা উবাচ ( রাজা স্বরথ মেধস্ মুনিকে বলিলেন ),—[ হে ] ভগবন্ ! যাং ( যাঁহাকে ) ভবান্ ( আপনি ) মহামায়া ইতি ব্রবীতি ( মহামায়া নামে অভিহিত করিতেছেন ), সা দেবী কা হি ( সেই দেবী কে ) ? সা কথম্ উৎপন্না ( তিনি কি প্রকারে [ উৎপন্না হন ) ? [ হে ] দ্বিজ ! অস্তাঃ ( এই মহামায়ার ) কস্মৈ চ কিম্ ( কস্মৈ বা কিরূপ ) ?

অনুবাদ ।—রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে ? তিনি কি প্রকারে উৎপন্না হন ? হে দ্বিজ ! তাঁহার কস্মৈ বা কিরূপ ?

অঙ্ক ৫৫, ( পৃঃ ২৩ )

অন্বয়ার্থ ।—[ হে ] ব্রহ্মবিদাং বর ( হে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ! ) সা দেবী ( সেই দেবী মহামায়া ) যৎ-স্বভাবা ( যেরূপ স্বভাবযুক্তা ) যৎস্বরূপা ( যেরূপ স্বরূপ অর্থাৎ আকৃতি-বিশিষ্টা ) যদ্-উদ্ভবা চ ( উদ্ভবতি অস্মাদ্ ইতি উদ্ভবঃ জন্ম নিমিত্তঃ, য উদ্ভবঃ যস্তাঃ ; যেরূপ কারণ হইতে উৎপত্তিসমম্বিতা ) ত্বত্তঃ ( আপনার নিকট হইতে ) তৎ সর্বং ( সেই সমস্ত ) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ( শুনিতে ইচ্ছা করি ) ।

অনুবাদ ।—হে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ! সে দেবী যেরূপ স্বভাবযুক্তা, যেরূপ আকৃতি বিশিষ্টা এবং যাঁহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি—সেই সমস্ত আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ।



টিপ্পনী ।

ব্রহ্মবিদ্যাং বর—এই সম্বোধনের দ্বারা মেধস্ব ঋষি প্রোক্ত বিষয় সমূহ যে বেদান্তগামী তাহাই সূচিত হইতেছে । ( নাগোজী )

অনু ৫৬—৫৭, ( পৃ: ২৩ )

অর্থ—ঋষি: উবাচ ( ঋষি স্বরথকে কহিলেন ),—সা ( মহামায়া ) নিত্য এব ( সর্বদাই বর্তমান ), জগৎ-মূর্তি: ( জগত্তি এব মূর্তি: যন্তা:, এই জগৎই তাঁহার মূর্তি ), তয়া ( সেই মহামায়া কর্তৃক ) ইদং সর্বং ( এই সমুদয় জগৎ ) ততম্ ( ব্যাপ্ত ) । তথাপি ( তিনি নিত্য হইলেও ) বহুধা ( অনেক প্রকারে ) তৎ-সমুৎপত্তি: ( তাঁহার আবির্ভাব ) মম শ্রয়তাম্ ( আমার নিকট শ্রবণ কর ) ।

অনুবাদ—ঋষি কহিলেন,—সেই মহামায়া নিত্য, জগদ্রূপিণী; তাঁহা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে । তথাপি তাঁহার বহু প্রকার আবির্ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর ।

টিপ্পনী ।

নিত্য—‘যৎ-স্বভাবা’ তাঁহার কিরূপ স্বভাব, এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, মহামায়া নিত্য । জগৎ-মূর্তি:—‘যৎ-স্বরূপা’ তাঁহার কিরূপ স্বরূপ বা মূর্তি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, এই জগতের যাবতীয় বস্তু মহামায়ারই মূর্তি । তৎসমুৎপত্তি:—‘যদুদ্ভবা’ তাঁহার কাঁহা হইতে উৎপত্তি, এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি মহামায়ার বহু প্রকার আবির্ভাবের বিবরণ বলিতেছেন ।

অনু ৫৮, ( পৃ: ২৩ )

অর্থ—সা ( সেই মহামায়া ) যদা ( যৎকালে ) দেবানাং কার্য্য-সিদ্ধি-অর্থং ( দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত ) লোকে ( লোক মধ্যে ) আবির্ভবতি ( আবির্ভূত হন ), তদা ( তৎকালে ) সা নিত্য অপি ( তিনি নিত্য হইয়াও ) উৎপন্ন ইতি অভিধীয়তে ( উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন ) ।

অনুবাদ—তিনি ( মহামায়া ) যখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত লোকমধ্যে আবির্ভূত হন, নিত্য হইয়াও তিনি সে সময় উৎপন্ন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।



টিপ্পনী ।

এই শ্লোকে ‘কথম্ উৎপন্ন’ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ।  
দেবী ভাগবতে এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে ;—

ন চোৎপত্তিরনাদিত্বান্নৃপ তস্তাঃ কদাচন ।  
নির্ভৈব্য সা পরা দেবী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥  
বর্জ্যতে সর্বভূতেষু শক্তিঃ সর্বাঅনা নৃপ ।  
শববচ্ছক্তিহীনস্ত প্রাণী ভবতি সর্বথা ॥  
চিচ্ছক্তিঃ সর্বভূতেষু রূপং তস্যাস্তদেব হি ।  
আবির্ভাব-তিরোভাবৌ দেবানাং কার্য্য-সিদ্ধয়ে ॥ ৫।৩৩।৫৫-৫৭

স্বমেধা ঋষি স্মরথকে বলিতেছেন,—“হে রাজন্ ! মহামায়া অনাদি বলিয়াই তাঁহার কোন কালেই উৎপত্তি নাই এবং পরমা দেবী কারণসমূহেরও কারণরূপিণী, অতএব নিত্য্যও বলশালিনী । তিনি সর্বভূতে শক্তিস্বরূপে সর্বতোভাবে বিद्यমান আছেন, স্মৃতরাং জীব সেই শক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শবের গ্ৰায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে । সর্বভূতে যে চিন্ময়ী-শক্তি রহিয়াছে উহাই তাঁহার রূপ ; তবে দেবগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ।”

যদা স্তবন্তি তাং দেবা মহুজাশ্চ বিশাম্পতে ।  
প্রাহুত্বতি ভূতানাং দুঃখনাশায় চাশ্বিকা ॥  
নানারূপধরা দেবী নানাশক্তিসমম্বিতা ।  
আবিভবতি কার্য্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ৫।৩৩।৫৮-৫৯

হে মহারাজ ! যখনই দেবতা বা মানবেরা তাঁহাকে স্তব করে, তখনই সেই অশ্বিকা তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ত আবিভূর্তা হন । তখন সেই পরমেশ্বরী নানারূপ ধারণ করিয়া বিবিধ শক্তি সমম্বিতা হইয়া তাহাদের কার্য্যের জন্ত স্বেচ্ছায় আবিভূর্তা হইয়া থাকেন ।

[ মধু-কৈটভ বধ বৃত্তান্ত ]

অঙ্ক ৫৯-৬০, ( পৃঃ ২৩-২৪ )

অম্বস্বার্থ।—কল্লাস্তে ( ব্রহ্মার দিব্যবাসনে, প্রলয়কালে ) ভগ্নতি এক-অর্ণবীকৃতে [ সতি ] ( ভগৎ এক কারণসমূহে পরিণত হইলে ) ভগবান্ ( অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী ) প্রভুঃ



(ঈশ্বর) বিষ্ণুঃ যদা শেষম্ আন্তীর্ধ্য (অনন্ত নাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া) যোগনিদ্রাম্ (তামসী শক্তিস্বরূপা যোগনিদ্রাকে) অভজং (ভজনা করিয়াছিলেন), তদা বিষ্ণু-কর্ণ-মল-উদ্ভূতো (বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদ্ উদ্ভূতো উৎপন্নো, বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন) ঘোরো (ভয়ঙ্কর) মধু-কৈটভো (মধু ও কৈটভ নামক) বিখ্যাতো ঘৌ অসুরো (বিখ্যাত দুইটি অসুর) ব্রহ্মাণং হস্তম্ উজ্জতো [বভূবতুঃ] (ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল)।

অনুবাদ—কল্পশেষে জগৎ এক কারণসমুদ্রে পরিণত হইলে প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্ত শয্যা বিস্তার করিয়া যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিলেন, তৎকালে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভীষণ অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল।

টিপ্পনী।

কল্পান্তে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে এক মহাযুগ। কিঞ্চিদধিক ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। এক সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন, এক কল্প বা সৃষ্টিকাল। তৎপর এক সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা প্রলয় কাল। প্রলয়ে ব্রহ্মার ও তৎসহ তাঁহার সৃষ্টির মায়াতে লয় হয় এবং প্রলয়ান্তে আবার মায়া হইতে সৃষ্টির উদয় হয়।

অঙ্ক ৬১-৬৪, (পৃঃ ২৪)

অম্বস্বার্থ—বিষ্ণোঃ নাভি-কমলে স্থিতঃ (বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত) তেজসঃ প্রভুঃ (মহাতেজস্বী) সঃ প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা (সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা) তৌ উগ্রৌ অসুরৌ দৃষ্টা (সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দর্শন করিয়া) জনাৰ্দ্ধনং চ প্রসৃষ্টং [দৃষ্টা] (এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া) হরঃ বিবোধন-অর্থায় (বিবোধনঃ জাগরণঃ তদেব অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত) একাগ্র-হৃদয়-স্থিতঃ (একাগ্রেণ হৃদয়েন স্থিতঃ, একাগ্রচিত্তে অবস্থিত হইয়া) হরি-নেত্র-কৃত-আলয়াং (বিষ্ণু-নয়ন-কৃত নিকেতনাং, বিষ্ণুর নয়নস্থিতা) বিশ্ব-ঈশ্বরীং (সৰ্ব্বকৰ্ত্তা) জগৎ-ধাত্রীং (জগতের ধারণ কৰ্ত্তা) স্থিতি-সংহার-কারিণীং (পালন ও সংহারকারিণী) ভগবতীং (অচিন্ত্য ঐশ্বর্যময়ী) অতুলাং (অতুলনীয়) বিষ্ণোঃ নিদ্রাং (বিষ্ণুর নিদ্রাস্বরূপিণী) তাং যোগনিদ্রাং (সেই যোগ নিদ্রাকে) তুষ্টাব (স্তব করিলেন)।

অনুবাদ—বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত মহাতেজস্বী সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ ভীষণ অসুরদ্বয়কে দর্শন করিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রামগ্ন অবলোকন



করিয়া তাঁহার জাগরণের নিমিত্ত একাগ্র হৃদয়ে হরির নয়নাশ্রিতা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, পালন ও সংহারকারিণী, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যময়ী, নিরুপমা, বিষ্ণুর নিদ্রাস্বরূপিণী সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন ।

টিপ্পনী ।

তেজসঃ—কোন কোন টীকাকার “তেজসঃ” পদকে “বিষ্ণোঃ”র বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করেন । তেজসঃ তেজঃস্বরূপশ্চ বিষ্ণোঃ, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ বিষ্ণুর ।

যোগনিদ্রাং—ইনিই মহামায়ার তামসী প্রকাশ মহাকালী । যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের দেবতা । মার্কণ্ডেয় পুরাণের খিলাংশে স্থিত বৈকুণ্ঠিক রহস্যে উক্ত হইয়াছে,—

যোগনিদ্রা হরেকৃতা মহাকালী তমোগুণা ।

মধুকৈটভনাশার্থং ষাং তুষ্টাবাস্তুজ্ঞাসনঃ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ বিনাশের জন্ত যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী তমোগুণ প্রধানা “মহাকালী” নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম, মধ্যম ও উত্তর চরিত্র—এই তিনটি মাহাত্ম্যো দেবীর তিনটি বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণিত হইলেও ইহারা এক মহামায়ারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । মহামায়ার তামসিক প্রকাশ “মহাকালী”, রাজসিক প্রকাশ “মহালক্ষ্মী” এবং সাত্ত্বিক প্রকাশ “মহাসরস্বতী” নামে কথিত হয় । এই সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

নিগুণা ষা সদা নিত্য ব্যাপিকা হবিকৃতা শিবা ।

যোগগম্যাহ খিলাধারা তুরীয়া ষা চ সংস্থিতা ॥

তশ্চাস্ত সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা ।

মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ জিহ্বাঃ ॥ ১।২।১৯-২০

যে শিবা নিগুণা নিত্য সত্য সর্বব্যাপিনী এবং বিকার রহিতা, যোগ ব্যতীত যাহাকে লাভ করা যায় না, যিনি জগতের আশ্রয় এবং তুরীয় চৈতন্য রূপে অবস্থিতা, তাঁহারই (সমুপাবস্থায়) সাত্ত্বিকী শক্তি মহাসরস্বতী, রাজসী শক্তি মহালক্ষ্মী এবং তামসী শক্তি মহাকালী; ইহারা সকলেই জীমূর্তি ।



## [ ব্রহ্মা কর্তৃক যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালীর স্তব ]

মন্ত্র ৬৫-৬৬, ( পৃ: ২৪ )

অঙ্কস্বার্থ।—ব্রহ্মা উবাচ ( ব্রহ্মা কহিলেন ) ;—নিত্যে ( হে সনাতনি ! ) অক্ষরে ( হে পরিণাম রহিতে ! ) স্বঃ ( তুমি ) স্বাহা ( দেবগণকে হবিঃ দানের মন্ত্ররূপিণী ), স্বঃ স্বধা ( পিতৃগণকে হবিঃ দানের মন্ত্ররূপিণী ), স্বঃ হি ( তুমিই ) বষট্কার-স্বর-আত্মিকা ( বষট্কারঃ ইন্দ্রহবির্দান মন্ত্রঃ তথা স্বরাঃ উদাত্তাদয়ঃ আত্মা স্বরূপঃ যশ্চাঃ সা, ইন্দ্রকে হবিঃ দানের মন্ত্ররূপিণী এবং উদাত্ত, অল্পদাত্ত ও স্বরিত নামক স্বররূপিণী ), স্বঃ স্বধা ( অমৃতস্বরূপা ), ত্রিধা মাত্ৰা-আত্মিকা ( হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত-রূপা, অথবা অকার-উকার-মকারাত্মক-প্রণবরূপা ) স্থিতা ( অবস্থিতা ) ।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নিত্যে ! হে অক্ষরে ! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্কার ও স্বররূপিণী, তুমি অমৃতস্বরূপা এবং ত্রিবিধ মাত্ৰারূপে অবস্থিতা ।

টিপ্পনী ।

স্বাহা, স্বধা—শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—“যশ্চাঃ সমস্তস্বরতা সমুদীরণেন তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মথেষু দেবি স্বাহাসি বৈ ।” হে দেবি ! সমস্ত যজ্ঞে যে “স্বাহা”র সম্যক্ উচ্চারণে নিখিল দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন, তুমি সেই “স্বাহা” । “পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতুরুচ্চার্যাসে ত্বমতএব জ্ঞানৈঃ স্বধা চ ।” পিতৃলোকের তৃপ্তির হেতুভূত “স্বধা” ও তুমি । এইজন্ত দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ অল্পদানকারী ব্যক্তিগণ তোমাকে “স্বাহা” ও “স্বধা” রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন । ( ৪৮ )

স্বরাত্মিকা—মন্ত্র সমূহ পাঠ করিতে গেলে যে ত্রিবিধ স্বর উচ্চারিত হয় তাহা উদাত্ত, অল্পদাত্ত ও স্বরিত নামে অভিহিত । মন্ত্র সমূহ যথাযথ স্বর অনুযায়ী উচ্চারিত না হইলে ফলপ্রসূ হয় না ।

ত্রিধা মাত্ৰাত্মিকা—(১) তুমিই হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত—এই ত্রিবিধ মাত্ৰা রূপে অবস্থিতা ।

একমাত্ৰো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্ৰো দীর্ঘ উচ্যতে ।

ত্রিমাত্ৰস্ত ভবেৎ প্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্কমাত্ৰকম্ ॥

হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ একমাত্ৰা, দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ দুই মাত্ৰা, প্লুত স্বরের উচ্চারণ তিন মাত্ৰা এবং ব্যঞ্জনের উচ্চারণ অর্কমাত্ৰা ।



(২) তুমিই প্রণবের অ-উ-ম এই তিন মাত্রা রূপে অবস্থিত। ওঙ্কারের অ-উ-ম এই তিন পাদই উহার তিন মাত্রা। মাণ্ডূক্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“ওঙ্কারোহ-  
ষিমাভ্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি।” (৮) উপনিষৎ  
প্রতিপাদ্য জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অভিমানী দেবতা বিষ্ণু, তৈজস ও প্রাজ্ঞ রূপে তুমিই  
অবস্থান করিতেছ।

মন্ত্র ৬৭, ( পৃ: ২৪ )

অঙ্কম্বার্য্য।—যা বিশেষতঃ অঙ্কম্বার্য্য। (যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য,  
বাক্যাতীত) নিত্য (ধ্রুবা) অর্দ্ধমাত্রা (তুরীয় বা নিগুণরূপে) স্থিতা (অবস্থিত) সা  
ঈম্ এবং (তাহা তুমিই), স্বং সাবিত্রী (তুমি গায়ত্রী), [হে] দেবি! স্বং পরা  
জননী (তুমি পরমা জননী)।

অনুবাদ।—যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য সেই নিত্য অর্দ্ধ  
মাত্রা রূপে তুমিই অবস্থিত আছ; তুমি গায়ত্রী, হে দেবি! তুমি পরমা  
জননী।

টিপ্পনী।

অর্দ্ধমাত্রা—(১) ব্যঞ্জন বর্ণরূপ। তুমিই স্বরসংযোগ ব্যতীত অঙ্কম্বার্য্য অর্দ্ধমাত্রা  
রূপে অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণরূপে অবস্থিত।

(২) তুরীয় বা নিগুণ ব্রহ্ম। পূর্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, তুমি প্রণবের অ-উ-ম এই  
মাত্রাত্রয়রূপে অবস্থিত। কেবল তাহাই নহে, এই তিনের অতীত, নামরূপের অতীত,  
শাস্ত শিব অর্থে অর্দ্ধমাত্রা রূপ যে তুরীয় পদ বা নিগুণ ব্রহ্ম তাহাও তুমিই। “অমাত্রাশ্চতুর্থো  
হ ব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবো হ বৈভঃ” (মাণ্ডূক্য উপনিষৎ, ১২)। তুরীয় বা অর্দ্ধমাত্রা  
স্বরূপে তুমি অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সর্কেন্দ্রিয়ের অনধিগম্য এবং সত্য (নিত্য বা অঙ্কম্বার্য্য  
বিশেষতঃ)।

মন্ত্র ৬৮-৬৯, ( পৃ: ২৪ )

অঙ্কম্বার্য্য।—[হে] দেবি! ঈম্ এবং (তোমা দ্বারা) সর্কং (সমুদয় জগৎ)  
ধারণ্যতে (ধৃত রহিয়াছে), ঈম্ (তোমা কর্তৃক) এতৎ জগৎ সৃজ্যতে (এই জগৎ সৃষ্ট হয়),  
ঈম্ এতৎ পাল্যতে (তোমা কর্তৃক এই জগৎ পালিত হয়), সর্কদা অস্তে চ (এবং প্রলয়  
কালে সর্কদা) অংসি (গ্রাস করিয়া থাক)।



অনুবাদ।—হে দেবি ! তোমা দ্বারাই সমুদয় জগৎ বিধৃত আছে, তোমা কর্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট ও পালিত হয় এবং প্রলয়কালে তুমি সর্বদা গ্রাস করিয়া থাক।

টিপ্পনী।

ধার্য্যভে—বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গাগি সূর্য্যচন্দ্রমণৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গাগি ত্বা বা পৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।” (৫.৮.৯) হে গাগি ! এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গাগি ! এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে দ্বালোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

মন্ত্র ৭০, ৭১. ( পৃঃ ২৪ )

অন্বয়ার্থ।—জগৎ-ময়ে ( হে জগৎ স্বরূপে ! ) অস্যা জগতঃ ( এই পরিদৃশ্যমান জগতের ) বিশ্বষ্টৌ ( সৃষ্টিকালে ) ত্বং ( তুমি ) সৃষ্টিক্রুপা ( সৃষ্টি ক্রিয়া রূপা ), পালনে চ ( এবং পালন কালে ) স্থিতিক্রুপা ( পালন ক্রিয়া রূপা ), তথা ( সেইরূপ ) অস্তে ( প্রলয়কালে ) সংহতিক্রুপা ( সংহারক্রিয়া রূপা )।

অনুবাদ।—হে বিশ্বময়ি ! এই জগতের সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিক্রুপা, পালনকালে স্থিতিক্রুপা এবং প্রলয়কালে তুমি সংহার রূপা।

টিপ্পনী।

জন্মান্তশ্চ যতঃ ( ব্রহ্মসূত্র ১।১।২ ) ষাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম প্রভৃতি অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। দেবী ব্রহ্মরূপে স্ততা হইতেছেন।

মন্ত্র ৭২, ( পৃঃ ২৫ )

অন্বয়ার্থ।—ভবতী ( আপনি ) মহাবিদ্ভা ( “তস্ময়সি” এই মহাবাক্যরূপিণী ) মহামায়া ( সর্বমোহিনী অবিদ্ভা রূপিণী ) মহামেধা ( সর্বজ্ঞত্ব শক্তিরূপা ) মহাস্বত্তিঃ ( বেদবিদ্ভারূপিণী ) মহামোহা ( সংসারের মূল কারণ আসক্তি রূপা ) মহাদেবী ( সকল দেবশক্তিরূপা ) মহা-অম্বরী চ ( এবং সকল অম্বর শক্তি রূপা )।

অনুবাদ।—তুমি মহাবিদ্ভা ও মহামায়া, তুমি মহামেধা ও মহাস্বত্তি, তুমি মহামোহরূপিণী, সর্বদেব শক্তি তুমি, আবার সমস্ত অম্বরশক্তিও তুমি।



## টিপ্পনী ।

পরম্পর বিরুদ্ধ ভাব ও শক্তির একত্র সমাবেশ কেবল তোমাতেই সম্ভব । মা, তুমিই বিদ্যা অবিদ্যা, স্মৃতি অস্মৃতি, দৈবীশক্তি আত্মরী শক্তি স্বরূপা ।

মহাস্মৃতিঃ—(১) প্রলয়ান্তে ব্রহ্মা যে বেদবিদ্যা স্মরণ করিয়া সৃষ্টি করেন তুমিই সেই মহাস্মৃতি রূপিণী । ( নাগোজী )

(২) মহা-অস্মৃতিঃ—তত্ত্বজ্ঞান বিশ্বত্বিক্রপা মহতী অস্মৃতি ও তুমি । ( দেবীভাষ্য )

অঙ্ক ৭৩, ( পৃ: ২৫ )

অন্বয়ার্থ।—স্বঃ ( তুমি ) সর্বস্ব ( সকল পদার্থের ) প্রকৃতিঃ (মূল কারণ রূপা প্রকৃতি), গুণত্রয়-বিভাবিনী চ ( গুণত্রয়ঃ সত্ত্ব-রজস্তমাংসি বিভাবয়িতুঃ শীলং যশ্চাঃ, গুণত্রয়ের প্রসব কারিণী ), কালরাত্রিঃ ( কল্মাস্ত রাত্রি ), মহারাত্রিঃ ( মহাপ্রলয় রাত্রি ), দারুণা মোহরাত্রিঃ চ ( এবং অজ্ঞানরূপ ভীষণ রাত্রি স্বরূপা ) ।

অনুবাদ।—তুমি সর্বভূতের মূল কারণরূপা প্রকৃতি এবং গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী । তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং ভীষণ মোহরাত্রি স্বরূপা ।

## টিপ্পনী ।

গুণত্রয় বিভাবিনী—গুণত্রয় প্রতিপন্ন কারিণী অথবা গুণত্রয় বিভাগ কারিণী ( কাশীনাথ ) । গুণত্রয় তারতম্যে বিবিধরূপে সৃষ্টি প্রদবিনী । ( দেবীভাষ্য ) ।

কালরাত্রিঃ—ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা ( নাগোজী ) । তুমি কালরাত্রি যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয় ।

মহারাত্রিঃ—সংসার প্রলয়রূপা রাত্রি ( কাশীনাথ ) ।

মোহরাত্রিঃ—অজ্ঞানরূপ ভীষণ নিশা যদ্বারা জীব মমতাবর্তে নিপতিত হয় । একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই এই মোহরাত্রির অবসান হইতে পারে, অতঃ কোনও উপায়ে নহে । এইজন্য ইহাকে “দারুণা” বলা হইয়াছে ।

তাত্ত্বিক পরিভাষা মতে কালরাত্রি=কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা যুক্ত চতুর্দশী রাত্রি । মহারাত্রি=মহাষ্টমী নিশি । মোহরাত্রি=জন্মাষ্টমী নিশি । দারুণা=মঙ্গলবারযুক্ত বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া নিশি । মহামায়া এই সকল পুণ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

যেমন রাত্রিতে জীব-জগতের কার্যাবিরতি ও বিশ্রাম লাভ হয় সেইরূপ মহামায়াতেই আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয় পদার্থের চরম বিশ্রাম ; এইজন্য মহামায়া রাত্রিরূপা । ঋগ্বেদীয় “রাত্রিস্তত্তে”



দেবীর উক্ত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্ত চণ্ডীপাঠের পূর্বে “রাত্রিস্মৃত্ত” পাঠেরও বিধান রহিয়াছে। ( ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৭তম সূক্ত “রাত্রিস্মৃত্ত” নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অঙ্ক ৭৪-৭৫, ( পৃ: ২৫ )

অর্থার্থ।—ঐ ( তুমি ) শ্রী: ( লক্ষ্মী ), ঐম্ ঈশ্বরী ( ঐশ্বর্য শক্তিরূপা ), ঐম্ হ্রী: ( নিষিদ্ধ কার্যে লজ্জা রূপিণী ), ঐম্ বোধ-লক্ষণা ( বোধ: ব্যবসায়: তদাঙ্গিকা, নিশ্চয়াঙ্গিকা ) বুদ্ধি:, ঐম্ লজ্জা ( তুমি লজ্জা রূপিণী ), পুষ্টি: ( বুদ্ধি ), তথা ( এবং ) তুষ্টি: ( সন্তোষ ), ঐম্ এব ( তুমিই ) শান্তি: ( বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় বিরতি, উপশম ) ক্ষান্তি: চ ( এবং ক্ষমা রূপিণী )।

অনুবাদ।—তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হ্রী, তুমি নিশ্চয়াঙ্গিকা বুদ্ধি, তুমি লজ্জা, পুষ্টি ও তুষ্টি, তুমিই শান্তি এবং ক্ষমারূপিণী।

টিপ্পনী।

শ্রীঃ—“ষা শ্রী: স্বয়ং স্কৃতিনাং ভবনেষু” ( চণ্ডী ৪।৫ ) যিনি পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপা।

হ্রীঃ—অকরণ-বৈমুখ্যং ( কাশীনাথ )। নিষিদ্ধ কার্য অহুষ্ঠানে স্বাভাবিক সঙ্কোচ।

লজ্জা—অকরণীয়ে পরশঙ্কয়া অপ্রবৃত্তি: ( কাশীনাথ )। লোকনিন্দার ভয়ে নিষিদ্ধ কার্য অহুষ্ঠানে বিমুখতা।

শান্তিঃ—বিষয়স্থানহুসন্ধান-রাহিত্যম্ ( তব প্রকাশিকা )। বিষয় স্থখ সম্ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ের বিরতি।

তাত্ত্বিকগণ বলেন, এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বীজমন্ত্রগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে যথা,—  
শ্রী = লক্ষ্মীবীজ শ্রী, ঈশ্বরী = কামবীজ ক্লী, হ্রী = ভুবনেশ্বরী বীজ হ্রী।

দেবী সর্বভূতে শ্রী, হ্রী, বুদ্ধি, লজ্জা ইত্যাদি শক্তিরূপে বিद्यমান আছেন। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে এই সমস্ত শক্তিরূপিণী দেবীর স্তব করা হইয়াছে, “ষা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ইত্যাদি।

অঙ্ক ৭৬, ( পৃ: ২৫ )

অর্থার্থ।—[ ঐম্, তুমি ] খড়্গিনী ( খড়্গাযুক্তা ) শূলিনী ( শূল ধারিণী ) ঘোরা ( এক হস্তে নরমুণ্ড ধারণে ভয়ঙ্করী ) গদিনী ( গদাবিশিষ্টা ) চক্রিণী ( চক্রহস্তা ) শঙ্খিনী



(শঙ্খধারিণী) চাপিনী (ধনুধারিণী), বাণ-ভুগুণ্ডী-পরিষ-আয়ুধা (বাণ: ভুগুণ্ডী পরিষশচ আয়ুধানি যন্তা: সা; বাণ, ভুগুণ্ডী ও পরিষ নামক অস্ত্রধারিণী)।

অনুবাদ—তুমি খড়্গা ও শূলধারিণী, [এক হস্তে নরমুণ্ড ধারণ হেতু] ভয়ঙ্করী, তুমি গদা, চক্র, শঙ্খ ও ধনুযুক্তা এবং বাণ, ভুগুণ্ডী ও পরিষ নামক অস্ত্রধারিণী।

টিপ্পনী।

মহাকালী দশভূজা, দশ হস্তে ঐ সকল আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন! (ধ্যান দ্রষ্টব্য, পৃ: ১৪২)

ভুগুণ্ডী (বা ভূষণ্ডী)—ইহা প্রাচীন আৰ্য্য হিন্দুগণের একটি যুদ্ধাস্ত্র। ধনুর্বেদ হইতে জানা যায়, ইহা বাহুত্ৰয় পরিমিত লম্ব, গ্রন্থিযুক্ত ও স্থূলকায়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ সর্পের গায় এবং দর্শন তাদৃশ উগ্র। ইহা ঘূৰাইয়া বা ফেলিয়া মারিতে হইত। ঘূৰ্ণন বা পাতন—ইহার দুই প্রকার গতি।

ভূষণ্ডী তু বৃহদগ্রন্থি বৃহদেহঃ স্তমৎসরঃ।

বাহুত্ৰয় সমুৎ সেধঃ কৃষ্ণসৰ্পোগ্রবর্ণবান্।

পাতনং ঘূৰ্ণনঞ্চৈতি দ্বৈ গতি তৎসমাপ্রীতে ॥ (ধনুর্বেদঃ)

পরিষ—ধনুর্বেদে উক্ত হইয়াছে, এই অস্ত্র স্ফগোল, লম্বে সার্কি ত্রিহস্ত। ইহা বিশেষ শক্তি প্রয়োগ পূৰ্ব্বক দূর হইতে শত্রুর উপর ছুড়িয়া মারা হইত।

পরিষো বর্জুলাকার স্থালমাত্রঃ স্ততারবঃ।

বর্জলকসাধ্যসম্পাতস্তস্মিন্ জ্যেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥ (ধনুর্বেদঃ)

মন্ত্র ৭৭, (পৃ: ২৫)

অঙ্কসার্থ—[অং, তুমি] সৌম্যা (সুন্দরী) সৌম্যতরা (অধিকতর সুন্দরী) অশেষ-সৌম্যোভা: তু (সমৃদ্ধ সুন্দর বস্তু হইতেও) অতিসুন্দরী; [অং] পর-অপরাণাং (পরে ব্রহ্মাদয়: অপরে ইন্দ্রাদয়: তেবাং; পর অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং অপর অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরমা (অত্যাৎকৃষ্টা), ত্বম্ এব (তুমিই) পরম-ঈশ্বরী (পরমা নিয়ন্ত্রী)।

অনুবাদ—তুমি সুন্দরী, অধিকতর সুন্দরী, নিখিল সুন্দর বস্তু হইতেও নিরতিশয় সুন্দরী। তুমি পর এবং অপর দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী।



টিপ্পনী ।

প্রাচীন টীকাকার বিজ্ঞাবিনোদ বলেন, দেবী ঐহিক স্বধনাজী বলিয়া “সৌম্যা”, স্বর্গাদি পারত্রিক স্থলের হেতু বলিয়া “সৌম্যতরা” এবং নীরাগনাজী বলিয়া “অতিসুন্দরী” । ( তত্ত্ব-প্রকাশিকাতে উদ্ধৃত )

কোন কোন টীকাকার “সৌম্যা অসৌম্যতরা” এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া অর্থ করিয়াছেন, —তুমি ভক্তের পক্ষে সৌম্যা, কিন্তু অসুখের পক্ষে অতি ভয়ঙ্করী ( অসৌম্যতরা ) । চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবগণ ভগবতীর স্তব করিয়াছেন, “অতিসৌম্যাতি রোজ্রায়ে নভাশ্চৈশ্চ নমো নমঃ” যিনি অতি সৌম্যা এবং অতি রোজ্রা ( অতিশয় ভয়ঙ্করী ) তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । ( ৫।১৩ )

ব্রহ্ম ৭৮, ( পৃ: ২৫ )

অন্বয়ার্থ ।—অখিল-আত্মিকে ( হে সর্বস্বরূপে ! ) স্বং-চ কিম্-চিং ( যাহা কিছু ) ক্-চিং ( কোনও দেশে বা কালে ) সৎ ( নিত্য ) অসৎ বা ( অথবা অনিত্য ) বস্তু [ অস্তি, আছে ], তন্তু সর্বশ্চ ( সেই সকলের ) যা শক্তি: ( যেই শক্তি ) সা স্বং ( তাহা তুমি ) ; তদা ( তখন ) কিং স্ত যসে ( তোমার স্তব কিরূপে করা যায় ) ?

অনুবাদ ।—হে সর্বস্বরূপে ! যে কোনও দেশে বা কালে যে কোন নিত্য বা অনিত্য বস্তু আছে, সেই সকলের যেই শক্তি তাহা তুমিই । অতএব কিরূপে তোমার স্তব করিব ?

টিপ্পনী ।

সৎ অসৎ বা—দেবী নিত্য বা অনিত্য, চিং বা জড়, সূক্ষ্ম বা স্থূল, কারণ বা কার্য, বিজ্ঞমান বা অবিজ্ঞমান সমুদয় বস্তুর শক্তি স্বরূপিণী । এই সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;—

বিদ্বাংসোহপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীষতে ।

ক্রহিণে সৃষ্টিশক্তিঞ্চ হরৌ পালনশক্তিচা ॥

হরে সংহারশক্তিঞ্চ সূর্য্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা ।

ধরাধরণশক্তিঞ্চ শেষে কুর্মে তথৈবচ ॥

সাত্বাশক্তিঃ পরিণতা সর্কশ্বিন্ বা প্রতিষ্ঠিতা ।

দাহশক্তিস্তথা বহৌ সমীরে প্রেরণাশ্চিকা ॥ ১।৮।২৮-৩০



জ্ঞানিগণ বলেন এবং পুরাণ শাস্ত্র সমূহেও এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টি শক্তি, হরিতে পালন শক্তি, হরে সংহার শক্তি, সূর্য্যে প্রকাশ শক্তি, অনন্ত ও কুর্শদেবে ধরা ধারণ শক্তি, বহ্নিতে দাহিকা শক্তি ও সমীরণে যে সঞ্চালিকা শক্তি দেদীপ্যমান, একমাত্র সেই আত্মশক্তিই তত্তৎ বিবিধ শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন ।

কিং স্তূয়সে—ভেদজ্ঞানেই স্তুতি, প্রার্থনা সম্ভব, অভেদ জ্ঞানে তাহা অসম্ভব । মা ! যখন স্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি সকলই তুমি, তখন কে কাহার স্তব করিবে ? চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে দেবগণ ভগবতীকে বলিয়াছেন,—“ত্বমৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরাপরোক্তিঃ ।” ( ১১।৬ ) মাতৃরূপে একা তুমিই এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ । অতএব তোমার আবার স্তব কি ? কারণ, স্তবনীয় বস্তু বিষয়ে যে পরা ও অপরা অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ উক্তিকে স্তব বলে, সেই উক্তিত তুমিই ।

মন্ত্র ৭৯, ( ২৫ )

অন্বয়ার্থ—যঃ জগৎ সৃষ্টা ( যিনি জগতের সৃষ্টিকারী ), জগৎ-পাতা ( জগৎপালনকারী ) জগৎ অত্তি ( যিনি জগৎ ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সংহার করেন ) সঃ অপি ( সেই ভগবান্ বিষ্ণু ও ) যয়া স্বয়া ( যোগ নিদ্রারূপিণী যেই তোমা দ্বারা ) নিদ্রাবশং নীতঃ ( নিদ্রাবিষ্ট হইয়া আছেন ), [ তাং ] স্বাং ( সেই তোমাকে ) ইহ ( এই জগতে ) স্তোতুং ( স্তব করিতে ) কঃ ঈধরঃ ( কে সমর্থ ) ?

অনুবাদ—যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্তা তিনিও যখন তোমাদ্বারা নিদ্রাবিষ্ট হইয়া আছেন, তখন এই জগতে তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ ?

টিপ্পনী ।

এইস্থলে দেবী ভাগবতে ব্রহ্মার স্তুতি তুলনীয় ;—

কো বেদ তে জননি মোহবিলাসলীলাং

মৃঢ়োহস্মাহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে ।

ঈদৃকৃতয়া সকলভূতমনোবিলাসে

বিবৃন্তমো বিবৃধকোটিষু নিপুণায়াঃ । ১।৭।২৮

হে সর্বভূত মনোবিলাসিনি ! জননি ! আমি তোমার তত্ত্ববিষয়ে নিতান্তই মূঢ় । তোমার শক্তিতে ভগবান্ হরিও যখন নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ান আছেন, তখন কোটি কোটি



প্রথম অধ্যায় ]

মধুকৈটভ বধ

১৭৫

জ্ঞানীর মধ্যে এমন কে বিদ্বত্তম আছেন, যিনি গুণাতীতা তোমার ঈদৃশী মায়ায় নীলা সম্যক বুঝিতে পারেন ?

মন্ত্র ৮০, ( পৃ: ২৫ )

অন্বয়ার্থ।—যতঃ (যেহেতু) বিষ্ণুঃ, অহং (আমি অর্থাৎ ব্রহ্মা) ঈশানঃ এব চ (এবং শিবও) তে (ত্বয়া, তোমা কর্তৃক) শরীর-গ্রহণং কারিতাঃ (দেহ ধারণ করান হইয়াছে), অভঃ (অতএব) ত্বাং স্তোতুং (তোমাকে স্তব করিতে) কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ (কে সমর্থ হইবে) ?

অনুবাদ।—তুমি যখন বিষ্ণুকে, আমাকে এবং শিবকে ও শরীর ধারণ করাইয়াছ, তখন তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ?

টিপ্পনী ।

বহুচ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“তস্মা এব ব্রহ্মা অজীজনং । বিষ্ণুরজীজনং । রুদ্রোহজীজনং ।” সেই পরাশক্তি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র জন্মান্ত করিয়াছেন ।

মন্ত্র ৮১, ( পৃ: ২৫ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] দেবি ! সা ত্বং (সেই তুমি) ইথং (এইরূপ) নৈঃ (স্বকীয়) উদারৈঃ প্রভাবৈঃ (অসাধারণ মাহাত্ম্যাদ্বারা) সংস্তুতা [ সতী ] (উত্তমরূপে স্তুতা হইয়া) এতৌ হুরাধৰৌ (এই দুর্দাস্ত) অশুরৌ মধু-কৈটভৌ (মধু ও কৈটভ নামক অশুরদ্বয়কে) মোহয় (মোহিত কর) ।

অনুবাদ।—হে দেবি ! সেই তুমি এই প্রকার স্বকীয় অসাধারণ মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা পরিতুষ্টা হইয়া এই দুর্দর্শ মধু ও কৈটভ নামক অশুরদ্বয়কে মোহিত কর ।

মন্ত্র ৮২, ( পৃ: ২৬ )

অন্বয়ার্থ।—জগৎস্বামী (জগতের প্রভু) অচ্যুতঃ (বিষ্ণু) লঘু (সদৃশ) [ ত্বয়া ] প্রবোধঃ চ নীয়তাম্ (তোমা কর্তৃক প্রবোধিত হউন), এতৌ মহা-অশুরৌ (এই মহা অশুরদ্বয়কে) হস্তঃ (বিনাশের নিমিত্ত) অশ্ব (ইহার অর্থাৎ বিষ্ণুর) বোধঃ চ ক্রিয়তাম্ (প্রবৃতি উৎপাদিত হউক) ।



অনুবাদ।—জগৎ পতি বিষ্ণুকে সত্ত্বর প্রবুদ্ধ কর এবং এই মহা  
অসুরদ্বয়কে বিনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রবৃত্তি দান কর ।

টিপ্পনী ।

অচ্যুতঃ—যিনি স্বীয় স্বরূপ হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হন না ; বিষ্ণুর নামাস্তর ।

ব্রহ্মাকৃত এই দেবীস্তুত্রকে বিশেষরীমুক্ত বা তাত্ত্বিক রাত্রীমুক্ত বলা হয় । বৈদিক  
রাত্রী মুক্তের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ( ১।৭৩ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) ।

### [ মহাকালীর আবির্ভাব ]

অঙ্ক ৮-৩-৮-৬, ( পৃ: ২৬ )

অন্তর্য্যার্থ।—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( সুরথকে কহিলেন ) ;— তদা ( তৎকালে )  
তত্র ( তথায় অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিকমলে স্থিত ) বেদসা ( ব্রহ্মা কর্তৃক ) এবং ( এই প্রকারে )  
স্ততা [ সতী ] ( স্ততা হইয়া ) তামসী দেবী ( তমোময়ী যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী )  
মধু-কৈটভৌ নিহন্তং ( মধু ও কৈটভকে নিহত করিতে ) বিষ্ণোঃ প্রবোধন-অর্থায় ( বিষ্ণুর  
জাগরণের নিমিত্ত ) [ তস্মা, তাঁহার ] নেত্র-আশ্র-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্য: ( চক্ষু, মুখ, নাসিকা,  
বাহু ও হৃদয় হইতে ) তথা ( এবং ) উরস: ( বক্ষ:স্থল হইতে ) নির্গম্য ( নির্গত হইয়া )  
অব্যক্ত-জন্মন: ব্রহ্মণ: ( অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার ) দর্শনে তদ্বৌ ( দৃষ্টির গোচরীভূতা হইলেন ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—তৎকালে তথায় ব্রহ্মা কর্তৃক এই  
প্রকারে স্ততা হইয়া তামসী দেবী ( অর্থাৎ মহাকালী ) মধুকৈটভের বধার্থ  
বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত তদীয় চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষ:স্থল  
হইতে নির্গত হইয়া অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার দৃষ্টির গোচরীভূতা হইলেন ।

টিপ্পনী ।

তামসী দেবী—জ্ঞানের আবরক বলিয়া এই শক্তি তমোগুণ প্রধান ( নাগোজী ) ।  
বিশেষ বিশেষ লীলা প্রকাশের জন্ত চণ্ডিকা বাহুত: তমোময়ী মহাকালী, রজোময়ী মহালক্ষ্মী  
এবং সত্ত্বময়ী মহাসরস্বতী রূপ ধারণ করিলেও অন্তরে প্রত্যেকটি স্বরূপই এক ও অভিন্ন ।  
কালিকা পুরাণে ব্রহ্মাকৃত মহামায়ার স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে;—



অং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্ত প্রকাশিনী,

তথা তমঃস্বরূপেণ চ্ছাদয়ন্তী সদা জগৎ । ৫।১৮

জ্যোতিঃ স্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা, আবার তমোরূপে তুমিই সর্বদা জগৎকে আবৃত করিয়া রাখ ।

**অব্যক্ত-জন্মানঃ**—অব্যক্তাদ্ বিষ্ণোঃ জন্ম যন্ত ( তত্ত্ব প্রকাশিকা ) । অব্যক্ত অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে ঋহাংর জন্ম । বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে অব্যক্ত-জন্মা বলা হয় ।

মন্ত্র ৮৭-৮৮, ( পৃ: ২৬ )

**অম্বয়্যার্থ** ।—জগন্নাথঃ জনাৰ্দ্দনঃ ( জগৎ প্রভু বিষ্ণু ) তয়া ( যোগনিদ্রা কর্তৃক ) যুক্তঃ [ সন্ ] ( পরিত্যক্ত হইয়া ) এক-অৰ্গবে ( একাকার সাগরে ) অহি-শয়নাং ( অনন্ত শয্যা হইতে ) উত্তস্কৌ চ ( উত্থিত হইলেন ) । ততঃ চ ( এবং তৎপর ) সঃ ( তিনি অর্থাৎ বিষ্ণু ) দুরাত্মানৌ ( দুই স্বভাব ) অতিবীৰ্য্য-পরাক্রমৌ ( অতিশয় বীৰ্য্য ও পরাক্রমশালী ) ক্রোধ-রক্ত-ঈক্ষণৌ ( ক্রোধে রক্তে ঈক্ষণে চক্ষুযৌ যযোঃ তৌ, ক্রোধ হেতু আরক্ত চক্ষুবিশিষ্ট ) ব্রহ্মাণম্ অন্তুঃ ( ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে ) জনিত-উত্তমৌ ( কৃতপ্রযত্ন ) তৌ মধু-কৈটভৌ ( সেই মধু ও কৈটভকে ) দদৃগে চ ( দেখিতে পাইলেন ) ।

**অনুবাদ** ।—জগন্নাথ বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া একাৰ্গবস্থিত অনন্ত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং দুরাত্মা, মহাবীৰ্য্য ও পরাক্রমশালী, ক্রোধে আরক্ত লোচন সেই মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন ।

টিপ্পনী ।

**জনাৰ্দ্দনঃ**—দুৰ্জ্জন-হিংসকঃ ( কাশীনাথ ) । দুইজনের নিধনকারী বলিয়া বিষ্ণুর এক নাম জনাৰ্দ্দন । অথবা জন নামক অসুর বধকারী ।

[ মধু-কৈটভ বধ ]

মন্ত্র ৮৯, ( পৃ: ২৬ )

**অম্বয়্যার্থ** ।—ততঃ ( অনন্তর ) বিভুঃ ( সর্বব্যাপী ) ভগবান্ হরিঃ সমুথায় ( সম্যকরূপে উত্থিত হইয়া ) বাহু-প্রহরণঃ [ সন্ ] ( বাহুরূপ আয়ুধযুক্ত হইয়া ) পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি ( পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ ) তাভ্যাং ( সেই অসুরদ্বয়ের সহিত ) যুষ্মে ( যুদ্ধ করিয়াছিলেন ) ।



অনুবাদ।—অনন্তর সর্বব্যাপী ভগবান্ হরি গাত্রোথান পূর্বক তাহাদের সহিত পঞ্চ সহস্র বর্ষ যাবৎ বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

মন্ত্র ৯০-৯১, ( পৃ: ২৬ )

অর্থার্থ।—অতি-বল-উন্নতৌ ( অতিশয় বল গর্বে বিমূঢ় ) তৌ অপি ( তাহারা উভয়েই ) মহামায়া-বিমোহিতৌ ( মহামায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া ) অশ্রুতঃ ( আমাদের নিকট হইতে ) বরঃ ব্রিয়তাম্ ( বর প্রার্থনা কর ) ইতি ( ইহা ) কেশবম্ উক্তবন্তৌ ( বিষ্ণুকে কহিল ) ।

অনুবাদ।—অতিশয় বলোন্নত তাহারা উভয়ে মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া কেশবকে কহিল,—“তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর ।”

মন্ত্র ৯২-৯৪, ( পৃ: ২৬ )

অর্থার্থ।—শ্রীভগবান্ ( বিষ্ণু ) উবাচ ( মধু-কৈটভকে বলিলেন ),—[ যদি ] মে ( আমার প্রতি ) উভৌ অপি তুষ্ঠৌ ( উভয়েই তুষ্ট হইয়া থাক ), [ তর্হি, তবে ] অত্র মম ( আমার ) বধ্যৌ ভবেতাম্ ( বধ্য হও ) । অত্র ( এই স্থানে ) অশ্রুত বরণে কিম্ ( অত্র বরে প্রয়োজন কি ? ) এতাবৎ হি ( ইহাই ) মম ( আমার ) বৃত্তম্ ( বর ) ।

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—“যদি তোমরা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তবে অত্র উভয়েই আমার বধ্য হও । এইস্থলে অত্র বরে প্রয়োজন কি ? ইহাই আমার বর ।”

মন্ত্র ৯৫-৯৭, ( পৃ: ২৭ )

অর্থার্থ।—ঋষিঃ ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( স্বরথকে বলিলেন ),—ইতি ( এই প্রকারে ) বঞ্চিতাভ্যাং তাভ্যাং ( মহামায়া কর্তৃক ছলিত সেই অশ্রুতদ্বয় কর্তৃক ) তদা ( তৎকালে ) সর্বং জগৎ ( সকল জগৎ ) আপোময়ং বিলোক্য ( জলময় দেখিয়া ) ভগবান্ কমল-দৈক্ষণঃ ( কমল-লোচন বিষ্ণু ) গদিতঃ ( উক্ত হইলেন ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—এই প্রকারে সেই বঞ্চিত অশ্রুতদ্বয় তৎকালে সমগ্র জগৎ জলময় দেখিয়া ভগবান্ কমললোচনকে বলিল ।



টিপ্পনী ।

বক্ষিতাভ্যাং—মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়াই মধু-কৈটভ বিষুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিল, যাহার ফলে বিষু তাহাদেরই মৃত্যুর প্রার্থনা করেন ।

মন্ত্র ৯৮, ( পৃঃ ২৭ )

অম্বস্বার্থ ।—তব যুদ্ধেন ( তোমার সহিত যুদ্ধে ) [ আবাং, আমরা উভয়ে ] প্রীতোঃ ( প্রীত হইয়াছি ), ত্বং ( তুমি ) আবয়োঃ ( আমাদের ) শ্লাঘ্যঃ ( প্রশংসনীয় ) মৃত্যুঃ ( নিধন কর্তা ), যত্র ( যেখানে ) উর্কী ( পৃথিবী ) সলিলেন ( জল দ্বারা ) ন পরিপ্লুতা ( প্লাবিত হয় নাই ) [ তত্র, সেখানে ] আবাং ( আমরাদিগকে ) জহি ( বধ কর ) ।

অনুবাদ ।—তোমার সহিত যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি, তোমা দ্বারা আমাদের মৃত্যু শ্লাঘনীয় । যেখানে পৃথিবী জল দ্বারা প্লাবিত হয় নাই, আমরাদিগকে সেই স্থানে বধ কর ।

টিপ্পনী ।

প্রীতোঃ.....মৃত্যুরাবয়োঃ—তত্ত্ব প্রকাশিকা টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী বলেন—“হরিবংশীয় এই পদ্যার্থ কেহ কেহ পাঠ করেন, কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয় ; যেহেতু মূল সংহিতাতে ইহা দৃষ্ট হয় না এবং টীকাকারগণও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই ।”

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, চতুর্ধরী ও শাস্তনবী টীকাতে উক্ত পদ্যার্থ গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

আবাং জহি—মধু-কৈটভ ভাবিয়াছিল, সমগ্র পৃথিবী যখন জল প্লাবিত, এ অবস্থায় জলশূন্য কোনও স্থান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং তাহাদের মৃত্যুও হইবে না ।

মন্ত্র ৯৯-১০১, ( পৃঃ ২৭ )

অম্বস্বার্থ ।—ঋষিঃ ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( সুরথকে কহিলেন ),—শম্ভু-চক্র-গদাভূতা ( শম্ভু, চক্র ও গদাধারী ) ভগবতা ( বিষু কর্তৃক ) তথা [ অন্ত ] ( তাহাই হউক ) ইতি উক্ত । ( ইহা বলিয়া ) তয়োঃ ( তাহাদের ) শিরসী ( মস্তকদ্বয় ) জঘনে ( জঘনদেশে ) কৃতা ( স্থাপন করিয়া ) চক্রেণ ( চক্রদ্বারা ) বৈ ছিয়ে ( ছিন্ন হইল ) ।

অনুবাদ ।—ঋষি কহিলেন,—শম্ভু চক্র গদাধারী ভগবান্ “তাহাই হউক” বলিয়া তাহাদের মস্তকদ্বয় ( স্বীয় ) জঘন দেশে স্থাপন পূর্বক চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন ।



টিপ্পনী ।

শব্দ-চক্র-গদাভূতা—বিষ্ণু শব্দ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী । এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে পদ্মের  
প্রয়োজন না হওয়াতে তাহা উল্লিখিত হয় নাই ।

জঘনে—নাভির নিম্নভাগ হইতে অধমাস্থের উর্দ্ধভাগ “জঘন ।”

ছিন্নে—দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

গতপ্রাণো তদা জাতৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ ।

সাগরঃ সকলো ব্যাপ্ত স্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমস্ততঃ ।

অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৮।৮৩-৮৪

দানবদ্বয় মধু ও কৈটভ গত প্রাণ হইলে উহাদের মেদে সমুদয় সাগর পরিব্যাপ্ত হইয়া  
পড়িল । হে মূনিবরগণ ! সেই কারণেই পৃথিবীর নাম মেদিনী এবং মৃত্তিক অভক্ষ্যা  
হইয়াছে ।

মন্ত্র ১০২-১০৩, ( পৃঃ ২৭ )

অদ্বয়ার্থ—এষা ( ইনি অর্থাৎ মহামায়া ) এবং ( এই প্রকারে ) ব্রহ্মণা ( ব্রহ্মা কর্তৃক )  
সংস্তুতা [ সতী ] ( সম্যকরূপে স্তুতা হইয়া ) স্বয়ং ( নিজে ) সমুৎপন্না ( আবির্ভূতা  
হইয়াছিলেন ) । অস্তাঃ দেব্যাঃ তু ( এই দেবীর ) প্রভাবঃ ( প্রাদুর্ভাব ) ভূমঃ ( পুনরায় )  
শৃণু ( শ্রবণ কর ), তে ( তুভ্যং, তোমাকে ) বদামি ( বলিতেছি ) ।

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুতা হইয়া ইনি ( মহামায়া ) স্বয়ং  
আবির্ভূতা হইয়াছিলেন । এই দেবীর আবির্ভাব পুনরায় শ্রবণ কর, তোমাকে  
বলিতেছি ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে মধু-  
কৈটভবধ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

টিপ্পনী ।

প্রভাবঃ—প্রাদুর্ভাব ( নাগোজী ) । প্রকৃষ্ট উৎপত্তি ( সিদ্ধান্ত-বাগীশ ) ।

সাবর্ণিকে মন্বন্তরে—সাবর্ণে: কঃ প্রকাশঃ যত্র তাদৃশে মন্বন্তরে তদ্বর্ণনে ইত্যর্থঃ  
( নাগোজী ) । সাবর্ণির প্রকাশ বাহাতে তাহা সাবর্ণিক, তাদৃশ মন্বন্তর বর্ণনা সম্বন্ধে ।  
অষ্টম মন্বন্তরের নাম সাবর্ণিক মন্বন্তর ।



শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রোক্ত ঘটনা প্রলয়ের প্রায় অবসানান্তে নবসৃষ্টির প্রাক্কালে সম্ভটিত হয়। বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা নবসৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছিলেন, এমন সময় মধুকৈটভ তাঁহাকে সংহার করিতে উত্তত হয়। বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ বধ ব্যাপারে মহাকালীই নিয়ন্ত্রী। বিষ্ণুর নিদ্রারূপা ও তিনি, জাগরণরূপা ও তিনি এবং মধুকৈটভের বিমোহনরূপা ও তিনি। এই জগত্বে দেবী “মধুকৈটভ-নাশিনী” আখ্যায় অভিহিতা হন।

বৈকৃতিক রহস্তে মহাকালীর নিম্নোক্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

যোগনিদ্রা হরেকল্পা মহাকালী তমোগুণা ।  
 মধু-কৈটভ নাশার্থং বাং তুষ্টাবাস্থজাসনঃ ॥  
 দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঙ্গনপ্রভা ।  
 বিশালয়া রাজমানা ত্রিশল্লোচন-মালয়া ॥  
 ক্ষুরদংশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ ।  
 রূপসৌভাগ্যকাস্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়াম্ ॥  
 খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভূষণ্ডিভূং ।  
 পরিঘং কাম্বুকং শীৰ্ষং নিশ্চ্যোতক্রধিরং দধৌ ॥  
 এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী হরত্যায়া ।  
 আরাধিতা বশীকূৰ্ঘ্যাং পূজাকৰ্ত্তৃ চরাচরম্ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ নাশের নিমিত্ত ঐহাকে স্তব করিয়াছিলেন তিনিই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী তামসী মহাকালী বলিয়া অভিহিতা হন। তিনি দশ মুখ, দশ হস্ত ও দশ পদ বিশিষ্টা। তাঁহার প্রভা অঙ্গনবৎ কৃষ্ণ, ত্রিশটি বিশাল চক্ষুরূপ মালা দ্বারা তিনি শোভিতা। হে রাজন্! উজ্জ্বল দন্তযুক্তা ও ভীষণরূপিণী হইলেও তিনি রূপ, সৌভাগ্য, কাস্তি এবং মহতী শ্রীর প্রতিষ্ঠারূপিণী। তিনি খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভূষণ্ডি, পরিঘ, ধনু এবং রক্তক্ষরণশীল নৃমুণ্ড ধারণ করেন। ইনিই বৈষ্ণবী মায়া, ইনিই হরতিক্রমণীয়া মহাকালী। ইনি আরাধিতা হইলে চরাচর জগৎ পূজাকারীর বশীভূত হইয়া থাকে।

—:—



## মধ্যম চরিত্র—মহালক্ষ্মী ।

মধ্যম চরিত্রের ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দঃ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্বরী, বীজ দুর্গা, তত্ত্ব বায়ু এবং স্বরূপ যজুর্বেদ । মহালক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত মধ্যম চরিত্র পাঠের বিনিয়োগ হয় ।

### ধ্যান

ওঁ অক্ষস্রক্-পরশুং গদেষু-কুলিশং পদ্মংধনুঃ কুণ্ডিকাং  
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাপাত্রম্ ।  
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তেঃ প্রবালপ্রভাং \*  
সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

যিনি ( অষ্টাদশ ) হস্তে (১) রুদ্রাক্ষমালা, (২) কুঠার, (৩) গদা, (৪) বাণ, (৫) বজ্র, (৬) পদ্ম, (৭) ধনু, (৮) কমণ্ডলু, (৯) দণ্ড, (১০) শক্তি, (১১) অসি, (১২) ঢাল, (১৩) শঙ্খ, (১৪) ঘণ্টা, (১৫) সুরাপাত্র, (১৬) শূল, (১৭) পাশ এবং (১৮) সুদর্শন চক্র ধারণ করিয়া আছেন, যিনি প্রবালবৎ লোহিত প্রভা বিশিষ্টা, এখানে সেই কমলাসনস্থিতা মহিষাসুর-মর্দিনী মহালক্ষ্মীর সেবা ( ধ্যান ) করি ।

---

\* প্রসন্নাননাং ইতি বা পাঠঃ ।

কুণ্ডিকা—কমণ্ডলু, জলজ—শঙ্খ, সৈরিভ—মহিষ ।

দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ—এই তিন অধ্যায়ে মধ্যম চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ।



## দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-সৈন্যবধ ।

অঙ্ক ১—২, ( পৃ: ২৭ )

অন্তর্যর্থ । ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( সুরথকে বলিলেন ), পুরা ( পূর্বকালে ) মহিষে ( মহিষাসুর ) অসুরাণাং ( অসুরদিগের ), পুরন্দরে চ দেবানাং ( এবং পুরন্দর দেবগণের ) অধিপে [ সতি ] ( অধিপতি থাকা কালে ) পূর্ণম্ অক্ষ-শতং ( পূর্ণ শতবৎসর ব্যাপী ) দেব-অসুরং যুদ্ধম্ ( দেবাসুর সংগ্রাম ) অভূং ( হইয়াছিল ) ।

অনুবাদ ।—ঋষি বলিলেন—পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন সেই সময়ে দেবতাও অসুরদের মধ্যে পূর্ণ একশত বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল ।

টিপ্পনী ।

পুরা—প্রথম অর্থাৎ স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে । মেধস্ ঋষি দ্বিতীয় বা ঋষ্যোচিষ মন্বন্তরে সুরথের নিকট দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করেন ।

পুরন্দরে—পুরাণি দারয়তি ইতি পুরন্দরঃ ; যিনি শত্রুগণের পুরী ধ্বংস করেন । ইনি প্রথম মন্বন্তরে দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন । “ইন্দ্র” শব্দটি উপাধিবাচক, ইহা ব্যক্তিবাচক নাম নহে । চতুর্দশ মন্বন্তরে চতুর্দশ ইন্দ্রের প্রাহর্য্য হইয়া থাকে । কোন্ মন্বন্তরে কে ইন্দ্র হইয়াছিলেন মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

পুরন্দরো বিপশ্চিচ্চ স্মশান্তিঃ শিখিরেব চ ।

পঞ্চমঃ শত-যজ্ঞশ্চ ষষ্ঠো মনোজবঃ স্তুতঃ ॥

ওজস্বী চ বক্তিশ্চৈব সহস্রাক্ষ স্তথৈব চ,

শান্তি স্তথা বৃষাক্ষশ্চ ঋতধামা দিবস্পতিঃ ।

সুচিশ্চতুর্দগৈতে বৈ জ্যেষ্ঠা ইন্দ্রা যথাক্রমম্ ॥

( গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত টীকাতে উদ্ধৃত )

চতুর্দশ ইন্দ্রের ক্রমিক নাম যথা (১) পুরন্দর, (২) বিপশ্চিৎ, (৩) স্মশান্তি, (৪) শিখি, (৫) শতযজ্ঞ, (৬) মনোজব, (৭) ওজস্বী, (৮) বলি, (৯) সহস্রাক্ষ, (১০) শান্তি, (১১) বৃষাক্ষ, (১২) ঋতধামা, (১৩) দিবস্পতি, এবং (১৪) সুচি ।



মহিষাসুর—দেবী ভাগবতে মহিষাসুরের উৎপত্তি ও বরলাভের বিবরণ এইরূপ দৃষ্ট হয় ( ৫ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায় ) ;—

পুরাকালে রম্ভ ও করম্ভক নামক বিখ্যাত অসুরদ্বয় পঞ্চনদের জলে নিমগ্ন হইয়া পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্র তাহাদের তপস্যায় ভীত হইয়া কুন্তীর রূপ ধারণপূর্বক করম্ভকে বিনাশ করেন। রম্ভ ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া নিজ মন্তকচ্ছেদন পূর্বক বহুতে হোম করিতে উদ্যত হয়। অগ্নি প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রার্থনা যত তাহাকে ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্র লাভের বর প্রদান করেন। রম্ভ বরলাভে উৎফুল্ল হইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন কালে ভবিতব্যতা নিবন্ধন পথিমধ্যে এক মহিষীতে সমাসক্ত হয়। ঐ মহিষীর গর্ভে মহাশক্তিশালী মায়াবী মহিষাসুর জন্মলাভ করে।

মহিষাসুর স্ত্রমেক পর্বতে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা করে। ব্রহ্মা তাহাকে বর দিতে চাহিলে মহিষাসুর অমরত্ব প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা বলিলেন, “মৃত্যু জীবের সনাতন ধর্ম, অমরত্ব ব্যতিরেকে তুমি অল্প ষে বর প্রার্থনা কর, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। তখন মহিষাসুর বর চাহিল, “দেব, দানব এবং মনুষ্য জাতীয় পুরুষ হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। নারীকে আমি গণনা করি না।” ব্রহ্মা তাহাকে প্রার্থিত বর প্রদান পূর্বক কহিলেন ;—

যদা কদাপি দৈত্যৈশ্চ নার্য্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্ ।

ন নরৈভ্যো মহাভাগ মৃত্যুশ্চৈব মহিষাসুর ॥ ৫।২।১৪

দানবেন্দ্র ! যে কোন সময় নারী হইতেই তোমার অবশ্য মৃত্যু হইবে। হে মহাভাগ মহিষাসুর ! কোন পুরুষ জাতি হইতে তোমার মৃত্যু ভয় নাই।

[ মহিষাসুর কর্তৃক দেবগণের পরাজয় ও নিগ্রহ ]

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ২৭ )

অন্তর্যার্থ।—তত্র ( সেই যুদ্ধে ) মহাবীর্ঘ্যে: ( অতিশয় শক্তিশালী ) অসুরৈ: ( অসুরগণ কর্তৃক ) দেবসৈন্তং ( দেবসৈন্য ) পরাজিতং ( পরাভূত হইল ) ; মহিষাসুর: চ ( এবং মহিষাসুর ) সকলান্ দেবান্ ( সকল দেবগণকে ) জিত্বা ( জয় করিয়া ) ইন্দ্র: ( দেবরাজ ) অভূং ( হইয়াছিল ) ।

অনুবাদ।—সেই যুদ্ধে মহাশক্তিশালী অসুরগণ কর্তৃক দেবসৈন্য পরাভূত হইল এবং মহিষাসুর সকল দেবগণকে জয় করিয়া ইন্দ্র হইল।



মন্ত্র ৪, ( পৃ: ২৭ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) পরাজিতাঃ দেবাঃ ( পরাজিত দেবগণ ) পদ্ম-যোনিঃ ( বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন ) প্রজাপতিং ( ব্রহ্মাকে ) পুরস্কৃত্য ( অগ্রে স্থাপন করিয়া ) যত্র ( যেখানে ) ঈশ-গুরুদ্বন্দ্বো ( শিব ও বিষ্ণু ) [ বর্তেতে, ছিলেন ], তত্র ( সেখানে ) গতাঃ ( গমন করিলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর পরাজিত দেবগণ পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মাকে অগ্রে স্থাপন করিয়া যেখানে শিব ও বিষ্ণু ছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ।

মন্ত্র ৫, ( পৃ: ২৮ )

অন্বয়ার্থ।—ত্রিদশাঃ ( দেবগণ ) তয়োঃ ( তাঁহাদের উভয়ের অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুর নিকট ) দেব-অভিভব-বিস্তরং ( দেবানাম্ অভিভবন্ত বিস্তরং বাহুল্যং যত্র, দেবগণের পরাজয় বিবরণ সমেত ) মহিষাসুর-চেষ্টিতং ( মহিষাসুরের আচরণ ) যথা বৃত্তং ( যেক্রপ ঘটয়াছিল ) তদ্বৎ ( সেইরূপ ) কথয়ামাস্ ( বলিলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবগণ তাঁহাদের ( শিব ও বিষ্ণুর ) নিকট মহিষাসুরের কার্যকলাপ ও দেবগণের পরাজয় বিবরণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন ।

মন্ত্র ৬, ( পৃ: ২৮ )

অন্বয়ার্থ।—সঃ ( সেই মহিষাসুর ) সূর্য্য-ইন্দ্র-অগ্নি-অনিল-ইন্দ্রনাং ( সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্রের ) যমশ্চ ( যমের ) বরুণশ্চ চ ( ও বরুণের ) অশ্রোষাং চ ( এবং অশ্রোষ দেবতাগণের ) অধিকারান্ ( অধিকার সমূহ ) স্বহ্ম এব ( নিজেই ) অধিষ্ঠিতি ( অধিকার করিতেছে ) ।

অনুবাদ।—সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ এবং অশ্রোষ দেবগণের অধিকার সে নিজেই ভোগ করিতেছে ।

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ২৮ )

অন্বয়ার্থ।—সর্বে দেবগণাঃ ( সকল দেবগণ ) তেন দুরাশ্রনা ( সেই দুরাশ্রা ) মহিষেণ ( মহিষাসুর কর্তৃক ) স্বর্গাং ( স্বর্গ হইতে ) নিরাকৃতাঃ [ সন্তঃ ] ( দূরীকৃত হইয়া ) যথা মর্ত্যাঃ ( মনুষ্যগণের আয় ) ভূবি ( পৃথিবীতে ) বিচরন্তি ( বিচরণ করিতেছেন ) ।

অনুবাদ।—সেই দুরাশ্রা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সমস্ত দেবতাগণ মনুষ্যের আয় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন ।



অঙ্ক ৮, ( পৃ: ২৮ )

অঙ্ক্যার্থ।—এতৎ সৰ্বং ( এই সমস্ত ) অমর-অরি-বিচেষ্টিতং ( দেবশত্রু অর্থাৎ অশুরের কার্যকলাপ ) বঃ ( যুযুভ্যং, আপনাদের নিকট ) কথিতং ( কথিত হইল ) ; [ বহুঃ ] চ ( এবং আমরা ) শরণং প্রপন্নাঃ ( শরণাগত ) স্মঃ ( হইলাম ) ; তস্মা ( সেই মহিষাশুরের ) বধঃ ( বধের উপায় ) বিচিন্ত্যতাম্ ( বিশেষভাবে চিন্তা করুন ) ।

অনুবাদ।—আপনাদের নিকট অশুরের কার্যকলাপ সমস্তই বর্ণিত হইল ; আমরা শরণাগত হইলাম, আপনারা তাহার বধোপায় চিন্তা করুন।

[ দেবগণের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব ]

অঙ্ক ৯, ( পৃ: ২৮ )

অঙ্ক্যার্থ।—দেবানাং ( দেবগণের ) ইখং ( এই প্রকার ) বচাংসি ( বাক্যসমূহ ) নিশয়া ( শ্রবণ করিয়া ) মধুসূদনঃ ( মধুনাশক অশুর হস্তা অর্থাৎ বিষ্ণু ) শত্ৰুঃ চ ( এবং শিব ) কোপং চকার ( ক্রোধ করিলেন ), [ তৌ ] ( তাঁহারা উভয়ে ) ভ্রুকুটী-কুটিল-আননৌ ( ভ্রুকুটী ললাট-সঙ্কোচনং তয়া কুটিলং ভীষণম্ আননং ঘয়োঃ তৌ, ভ্রুকুটী হেতু ভীষণ মুখযুক্ত ) [ জাতৌ ] ( হইলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবগণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন ও শিব ক্রুদ্ধ হইলেন, ভ্রুকুটী দ্বারা তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণ হইয়া উঠিল।

অঙ্ক ১০, ( পৃ: ২৮ )

অঙ্ক্যার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) অতি-কোপ-পূর্ণস্ত ( অতিশয় ক্রুদ্ধ ) চক্রিণঃ ( সূদর্শন চক্রধারী বিষ্ণুর ) ততঃ ( তৎপর ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মার ) শঙ্করস্ত চ ( এবং শঙ্করের ) বদনাং ( মুখ হইতে ) মহৎ তেজঃ ( প্রচণ্ড তেজ ) নিঃস্ক্রাম ( নিঃসৃত হইল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শঙ্করের বদন হইতে প্রচণ্ড তেজ নিঃসৃত হইল।

অঙ্ক ১১, ( পৃ: ২৮ )

অঙ্ক্যার্থ।—অগ্নেবাং ( অপরাপর ) শত্রু-আদীনাং ( ইন্দ্র প্রভৃতি ) দেবানাং চ এব ( দেবগণেরও ) শরীরতঃ ( শরীর হইতে ) স্ম-মহৎ তেজঃ ( স্মবিপুল জ্যোতি ) নির্গতং ( নিঃসৃত হইল ), তৎ চ ( এবং সেই তেজ ) ঐক্যং সমগচ্ছত ( একত্র মিলিত হইল ) ।



অনুবাদ—ইন্দ্রাদি অপরাপর দেবগণের শরীর হইতেও বিপুল তেজোরশি নির্গত হইল এবং তাহা একত্র মিলিত হইল।

মন্ত্র ১২, ( পৃ: ২৮ )

অর্থ—তত্র ( তথায় ) তে সুরাঃ ( সেই দেবগণ ) জালা-ব্যাণ্ড দিক্-অস্তরম্ ( জালাভিঃ শিখাভিঃ ব্যাণ্ডানি দিগন্তরাশি যেন তং, দশ দিকে শিখা দ্বারা পরিব্যাণ্ড ) অতীব জলন্তং ( অতিশয় প্রজ্বলিত ) পর্বতম্ ইব ( পর্বতের স্থায় ) তেজসঃ ( তেজের ) কূটং ( রাশি ) দদৃশুঃ ( দেখিতে পাইলেন )।

অনুবাদ—ঐ দেবগণ তথায় দশদিকে শিখা দ্বারা পরিব্যাণ্ড অতিশয় প্রজ্বলিত পর্বতের স্থায় তেজোরশি দেখিতে পাইলেন।

মন্ত্র ১৩, ( পৃ: ২৮ )

অর্থ—তৎ ( ততঃ, তৎপর ) তত্র ( সেইস্থানে ) অতুলং ( নিরূপম ) সর্ব-দেব-শরীরজং ( সকল দেবতার শরীর হইতে উৎপন্ন ) দ্বিবাং ( প্রভা দ্বারা ) ব্যাণ্ড-লোক-জং ( ব্যাণ্ডং লোকজং যেন তৎ, ত্রিভুবন ব্যাণ্ড করিয়াছে বাহা ) তৎ তেজঃ ( সেই তেজ ) এক-স্থং [ সৎ ] ( একত্র মিলিত হইয়া ) নারী অভূং ( নারীমূর্তি হইল )।

অনুবাদ—অনন্তর তথায় সর্বদেব শরীর সমুত্ত সেই অনুপম তেজ, যাহার প্রভায় ত্রিভুবন পরিব্যাণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তাহা একত্র মিলিত হইয়া একটি নারীমূর্তি ধারণ করিল।

টিপ্পনী।

তত্র—পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধ কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে (নাগোজী)। বামন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবগণের সম্মিলিত তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। কাত্যায়ন-স্বীয় তেজ দ্বারা দেবগণের তেজ পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। কাত্যায়নের নামানুসারে দেবীর এক নাম কাত্যায়নী। (বামন পুরাণ, অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রষ্টব্য)।



## [ বিভিন্ন দেব তেজে দেবীর অঙ্গ রচনা ]

অঙ্ক ১৪, ( পৃ: ২২ )

অঙ্গস্বার্থ।—শান্তবঃ ( শম্ভু সঙ্কীয় ) ষৎ তেজঃ ( ষেই তেজ ) অভূৎ ( হইল ), তেন ( তদ্বারা ) তৎ-মুখম্ ( তস্তাঃ মুখম্, ঐ দেবীর মুখ ) অজায়ত ( উৎপন্ন হইল ), ষাম্যোন চ [ তেজসা ] ( এবং ষম সঙ্কীয় তেজ দ্বারা ) কেশাঃ ( কেশ সমূহ ), বিষ্ণু-তেজসা ( বিষ্ণুর তেজ দ্বারা ) বাহবঃ ( হস্ত সমূহ ) অভবন্ ( উৎপন্ন হইল )।

অনুবাদ।—শম্ভু হইতে যে তেজ নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা তাঁহার মুখ উৎপন্ন হইল, যমের তেজে কেশ সমূহ এবং বিষ্ণুর তেজে বাহু সকল উৎপন্ন হইল।

টিপ্পনী।

শান্তবঃ—শম্ভু ষেতবর্গ; স্তত্রাং তাঁহার তেজে দেবীর মুখ উৎপন্ন হওয়াতে ইনি ষেতাননা। ( নাগোজী )

বিষ্ণুতেজসা—বিষ্ণু নীলবর্গ, স্তত্রাং তাঁহার তেজে উৎপন্ন দেবীর অষ্টাদশ বাহু নীল বর্গ। ( নাগোজী )

বাহবঃ—মহালক্ষ্মী অষ্টাদশ ভূজা; কিন্তু ইনি যুদ্ধকালে সহস্রভূজাও হইয়া থাকেন। চণ্ডীর ২।৩২ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “দিশো ভূজনহম্বেশ সমস্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।” বৈকুণ্ঠিক রহস্যে মহালক্ষ্মী সঙ্কল্পে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—“অষ্টাদশভূজা পূজ্যা সা সহস্রভূজা সতী” সহস্রভূজা হইলেও তিনি অষ্টাদশভূজা রূপে পূজ্যা।

অঙ্ক ১৫, ( পৃ: ২২ )

অঙ্গস্বার্থ।—সৌম্যোন [ তেজসা ] ( সৌম সঙ্কীয় অর্থাৎ চন্দ্রের তেজ দ্বারা ) স্তনয়োঃ যুগ্মঃ ( স্তনযুগল ), ঐন্দ্রেণ চ ( এবং ইন্দ্রের তেজ দ্বারা ) মধ্যং ( দেহের মধ্যভাগ ), বরুণেন ( এবং বরুণের তেজ দ্বারা ) জজ্বা-উরু ( জজ্বা ও উরুদ্বয় ), ভুবঃ তেজসা ( পৃথিবীর তেজ দ্বারা ) নিতম্বঃ ( কটির পশ্চাৎভাগ ) অভবৎ ( হইল )।

অনুবাদ।—চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জজ্বা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব উৎপন্ন হইল।



টিপ্পনী ।

যেই দেবতার যেই বর্ণ সেই দেবতার তেজে উৎপন্ন দেবীর ঐ অঙ্গও তদনুরূপ বর্ণ যুক্ত । ( কালীনাথ )

চন্দ্রঃ তেজে স্তনযুগল রচিত বলিয়া মহালক্ষ্মী শ্বেতস্তনী। ইন্দ্রতেজে মধ্যভাগ রচিত হওয়াতে দেবী রক্ত-মধ্যা, বরুণতেজে উৎপন্ন বলিয়া দেবীর জজ্বা ও উরু নীলবর্ণ ।

অঙ্ক ১৬, ( পৃঃ ২২ )

অন্বয়ার্থ—ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মার ) তেজসা ( তেজ দ্বারা ) পাদৌ ( পদদ্বয় ), অর্ক-তেজসা ( সূর্য্যের তেজ দ্বারা ) তৎ-অঙ্গুলাঃ ( তাঁহার পদাঙ্গুলীসমূহ ), বসুনাং চ [ তেজসা ] ( এবং অষ্ট বসুর তেজ দ্বারা ) কব-অঙ্গুলাঃ ( হস্তের অঙ্গুলীসমূহ ), কোবেরেণ চ [ তেজসা ] ( এবং কুবেরের তেজ দ্বারা ) নাসিকা [ অভ্যং ] ( নাসিকা উৎপন্ন হইল ) ।

অনুবাদ—ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পদাঙ্গুলী, বসুগণের তেজে করাদ্বলী এবং কুবেরের তেজে নাসিকা উৎপন্ন হইল ।

টিপ্পনী ।

ব্রহ্মা রক্তবর্ণ বলিয়া দেবীর পদদ্বয় রক্তবর্ণ । ( নাগোজী )

বসুনাং—মার্কণ্ডেয় পুরাণে অষ্টবসুর নাম এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোহনলঃ ।

প্রত্নাষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥

( গঙ্গারাম সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত টীকাতে উদ্ধৃত )

(১) আপ, (২) ধ্রুব, (৩) সোম, (৪) ধব, (৫) অনিল, (৬) অনল, (৭) প্রত্নাষ, এবং (৮) প্রভাস—ইহারা অষ্টবসু নামে কীর্তিত হন । মতান্তরে আপ স্থানে ভব এবং ধব স্থানে ধর নাম দৃষ্ট হয় ।

অঙ্ক ১৭, ( পৃঃ ২২ )

অন্বয়ার্থ—প্রাজাপত্যেন তেজসা ( দক্ষাদি প্রাজাপতিগণের তেজ দ্বারা ) তন্তাঃ তু ( সেই দেবীর ) দন্তাঃ সমুতাঃ ( দন্তসকল উৎপন্ন হইল ), তথা ( সেইরূপ ) পাবক-তেজসা ( অগ্নির তেজ দ্বারা ) নয়ন-ত্রিতয়ং ( নেত্র ত্রয় ) জজ্ঞে ( উৎপন্ন হইল ) ।



অনুবাদ।—প্রজাপতিগণের তেজে তাঁহার দন্তসমূহ এবং অগ্নির তেজে নয়নত্রয় উৎপন্ন হইল।

টিপ্পনী।

প্রজাপতি—ব্রহ্মার তপশ্চাক্রান্ত (১) মরীচি, (২) অজি, (৩) অদ্বিরাঃ, (৪) পুনস্তা, (৫) পুনহ, (৬) ক্রতু, (৭) প্রচেতাঃ, (৮) বশিষ্ঠ, (৯) ভৃগু ও (১০) নারদ—এই দশজন প্রজাপতি। (মহু ১।৩৫) মতান্তরে প্রচেতার পরিবর্তে দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি। (ভাগবত ৩।১২।২১)

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ২২ )

অঙ্ক্যার্থ।—সঙ্খ্যায়োঃ তেজঃ (প্রাতঃ ও সায়ং উভয় সঙ্খ্যা দেবীর তেজ) ক্রবো [অভূতাম্] (ক্রয়ুগল রূপে পরিণত হইল), অনিলশ্চ চ [তেজঃ] (এবং বায়ুর তেজ) প্রবণৌ [অভূতাম্] (কর্ণধ্বয়রূপে পরিণত হইল), অগ্নেযাং চ এব দেবানাং (এবং বিশ্ব-কর্মাদি অপরাপর দেবগণের) তেজসাং (তেজ সমষ্টির) সম্ভবঃ (একীভাব) শিবা (মঙ্গলময়ী) [জাতা] (উৎপন্ন হইলেন)।

অনুবাদ।—উভয় সঙ্খ্যার তেজে ক্রয়ুগল ও বায়ুর তেজে কর্ণধ্বয় উৎপন্ন হইল এবং অপরাপর দেবগণের একীভূত তেজোরশি শিবারূপে পরিণত হইল।

টিপ্পনী।

সম্ভবঃ—“সম্ভবঃ কথিতো হেতৌ উৎপত্তৌ মেলনেহ পি চ” ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। সম্ভব শব্দটি হেতু, উৎপত্তি ও মেলন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বৈকৃতিক রহস্তে মহালক্ষ্মীর দেহের একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

শ্বেতাননা নীলভূজা স্বেতস্তনমণ্ডলা ॥

রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজ্জৈবাক্ষরুক্ষমা ॥

সুচিত্রজঘনা চিত্রমালাদ্বয়বিভূষণা ॥

চিত্রাঙ্কলেপনা কাস্তি রূপ-মৌভাগ্যশালিনী ॥



মহালক্ষ্মী খেতাননা ও নীলহস্তা। তাঁহার স্তনমণ্ডল উত্তম খেতবর্ণ বিশিষ্ট। তাঁহার শরীরের মধ্যভাগ ও পদদ্বয় রক্তবর্ণ, জজ্বা ও উরু নীলবর্ণ। তিনি উন্নতা, মনোহর জঘন বিশিষ্টা এবং বিচিত্র মালা ও বস্ত্রবিভূষিতা। তিনি চন্দ্রনাদি মনোরম অঙ্কলেপনযুক্তা এবং কাস্তি, রূপ ও সৌভাগ্যমণ্ডিতা।

অঙ্ক ১৯, ( পৃ: ২৯ )

অনুব্রাত্যার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) সমস্ত-দেবানাং ( সকল দেবগণের ) তেজঃ-রাশি-সমুদ্ভবাং ( তেজসমষ্টি হইতে উৎপন্না ) তাং ( সেই দেবীকে ) বিলোক্য ( দর্শন করিয়া ) মহিষ-অর্দ্ধিতাঃ ( মহিষাসুর কর্তৃক নিপীড়িত ) অমরাঃ ( দেবগণ ) মুগ্ধং ( হর্ষ ) প্রাপুঃ ( প্রাপ্ত হইলেন )।

অনুব্রাত্য।—অনন্তর সমস্ত দেবগণের তেজোরাশি সমুৎপন্না তাঁহাকে দর্শন করিয়া মহিষাসুরনিপীড়িত দেববৃন্দ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

টিপ্পনী।

ব্রহ্মাদিতে বিদ্যমান যে তেজ তাহা দেবীরই স্বকীয় তেজ ; সূত্রবাং ভগবতী স্বকীয় তেজেই আবিভূতা হইয়াছিলেন। ( নাগোজী )

লক্ষ্মীতন্ত্রে ইন্দ্রের প্রতি মহালক্ষ্মীর উক্তি,—

মহালক্ষ্মীরহং শত্রু পুনঃ স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে।

হিতায় সর্কদেবানাং জাতা মহিষমর্দ্দিনী ॥

মদীয়ঃ শক্তিলেশা যে তত্র দেবশরীরগাঃ।

ধৃতং ময়া তৈঃ সমুতৈ রূপং পরমশোভনম্ ॥

হে ইন্দ্র! আমি মহালক্ষ্মী। স্বায়ত্ত্বব মনস্তরে সকল দেবতার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি মহিষমর্দ্দিনীরূপে পুনরায় আবিভূতা হইয়াছিলাম। আমি দেবশরীরস্থিত আমারই শক্তিকণাসমূহ হইতে সমুত পরম শোভনরূপ ধারণ করিয়াছিলাম।

[ দেবগণ কর্তৃক মহালক্ষ্মীকে আয়ুধ প্রদান ]

অঙ্ক ২০, ( পৃ: ২৯ )

অনুব্রাত্যার্থ।—পিনাক-ধৃক্ ( পিনাকধারী অর্থাৎ মহাদেব ) শূলাং ( শূল হইতে ) শূলং বিনিষ্কৃত্য ( শূল আকর্ষণ করিয়া ) তশ্চৈ ( সেই দেবীকে ) দদৌ ( দিলেন ), কৃষ্ণঃ চ ( এবং



বিষ্ণু) স্ব-চক্রতঃ ( নিজচক্র হইতে ) চক্রং সমুৎপাদ্য ( চক্র উৎপাদন করতঃ ) দত্তবান্ ( দিলেন )।

অনুবাদ—মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া এবং বিষ্ণু নিজ চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া ঐ দেবীকে প্রদান করিলেন।

টিপ্পনী।

পিলাক—(১) মহাদেবের ধনু ও বাণ বস্ত্র। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহাতে শর নিক্ষেপ করিতেন এবং অগ্নি সময়ে ইহাকে বাদন জগ্ন ব্যবহার করিতেন। (২) ত্রিশূল।

চক্রং—কোন কোন টীকাকারের মতে এস্থলে ‘চ’ কারের দ্বারা গদাকে ও বুঝাইতেছে। বিষ্ণু দেবীকে চক্র ও গদা এই দুইটি আয়ুধই প্রদান করিয়াছিলেন। নচেৎ মহালক্ষ্মীর অষ্টাদশ ভূজস্থিত অষ্টাদশ আয়ুধ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

অঙ্ক ২১, (পৃঃ ২২)

অম্বয়ার্থ—তন্ত্রে ( তাঁহাকে অর্থাৎ মহালক্ষ্মীকে ) বরুণঃ ( বরুণদেবতা ) শঙ্খঃ ( শঙ্খ ), হতাশনঃ চ ( এবং অগ্নি ) শক্তিং দদৌ ( শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন )। মারুতঃ ( বায়ুদেবতা ) চাপং ( ধনু ) তথা ( এবং ) বাণ-পূর্ণে ( শরপরিপূর্ণ ) ইয়ুধী ( তুণীরদ্বয় ) দত্তবান্ ( প্রদান করিলেন )।

অনুবাদ—বরুণ তাঁহাকে শঙ্খ এবং অগ্নি শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন। বায়ু তাঁহাকে ধনু এবং বাণপূর্ণ তুণীরদ্বয় অর্পণ করিলেন।

টিপ্পনী।

শক্তি—প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ অস্ত্র। ইহা এক প্রকারের লৌহ নির্মিত বর্শা, দুই পাশেই তীক্ষ্ণ ( মনু ৮।৩১৫ )। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, হস্তক্ষেপ্য পৃথুমূল লৌহ দণ্ড বিশেষের নাম “শক্তি” ( মহাভারত ১।১২।১৩ )।

ধনুর্বেদে শক্তির এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়;—“শক্তি অনধিক দুই হাত লম্বা। সিংহের গ্রায় মুখ। জিহ্বা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ। ধরিবার মুষ্টিস্থানটি বৃহৎ। দেখিতে অতিভীষণ, ঘটানাদের দ্বারা ভয়জনক, শত্রুরক্তের দ্বারা রঞ্জিতাঙ্গ, অস্ত্রজালে বিজড়িত, গাঢ় নীলবর্ণ, অত্যন্ত দূরগামিনী, তির্যক্ গতিযুক্ত এবং পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমগিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ। যুদ্ধে জয়দায়িনী এতদ্রূপিণী শক্তিকে দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া প্রেরণ করিতে হয়।”



অঙ্ক ২২, ( পৃ: ২২ )

অর্থার্থ।—অমর-অধিপ: ( দেবরাজ ) সহস্র-অক্ষ: ইন্দ্র: ( সহস্রলোচন ইন্দ্র ) কুলিমাং ( বজ্র হইতে ) বজ্র: সমুৎপাত্ত ( বজ্র উৎপাদন করিয়া ), ঐরাবতাং গজাং ( ঐরাবত নামক হস্তী হইতে ) ঘণ্টাং [ সমুৎপাত্ত ] ( ঘণ্টা উৎপাদন করিয়া ) তন্ত্ৰৈ ( ঐ দেবীকে ) দদৌ ( দিলেন )।

অনুবাদ।—দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবত হইতে ঘণ্টা উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন।

অঙ্ক ২৩, ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ।—যম: কাল-দণ্ডাং ( কালদণ্ড হইতে ) দণ্ডং [ সমুৎপাত্ত ] ( উৎপাদন করিয়া ) [ দদৌ ] ( দিলেন ), অম্বুপতি: চ ( এবং বরুণদেব ) পাশং দদৌ ( পাশ অস্ত্র দিলেন )। প্রজাপতি: ব্রহ্মা অক্ষমালাং ( রুদ্রাক্ষমালা ) কমণ্ডলুং চ ( এবং কমণ্ডলু ) দদৌ ( দিলেন )।

অনুবাদ।—যম দেবীকে কালদণ্ড হইতে দণ্ড এবং বরুণ তাঁহাকে পাশ প্রদান করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে রুদ্রাক্ষমালা এবং কমণ্ডলু প্রদান করিলেন।

টিপ্পনী।

কালদণ্ড—সময় উপস্থিত হইলে যাহা দ্বারা অখিল প্রাণীর বিনাশ সাধিত হয় তাহাই যমের “কালদণ্ড”। ( দেবী ভাগবত, ১৫।২।১৬ )

পাশ—আগ্নেয় ধনুর্কর্ত্তে পাশের একরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—“পাশ দশ হস্ত পরিমাণ করিতে হইবে, ইহা বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকারে রক্ষিত হয়। ইহার গুণরজ্জু কার্পাস সূত্র, মুঞ্জনামক তৃণ, পশুবিশেষের স্নায়ু, আকন্দত্বকের সূত্র এবং চর্ম্ম বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতস্তিন্ন অগ্ন্যাণু দৃঢ় সূত্রে ইহা প্রস্তুত হয়। সূক্ষ্ম ৩০ গাছি তন্তু উত্তমরূপে একত্র পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পাশাস্ত্রের ক্রিয়া এইরূপ,—যুদ্ধকালে এই পাশ কক্ষপ্রদেশে রাখিতে হয়। প্রয়োগের সময় কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। এই পাশ প্রয়োগের বিভিন্ন প্রকার গতি আছে। এই সকল গতিদ্বারা শত্রুকে ইচ্ছানুরূপ বন্ধন করিয়া নিকটে আনা যায়।

পাশের প্রাপ্ত নাগমুখাকৃতি হইলে তাহাকে “নাগপাশ” বলা হয়। ( শুক্রনীতি ৪।৭।২১৬ )



মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ—দিবাকরঃ (সূর্য্য) [তন্ত্রাঃ] (তঁহার) সমস্ত-রোম কূপেষ্ (সকল লোম ছিদ্র মধ্যে) নিদ্র-রশ্মীন্ (আপনার কিরণ সমূহ), কালঃ চ (এবং কালান্তিমাত্রী দেবতা) তন্ত্রাঃ (= তন্ত্র, তঁাহাকে) নির্মলঃ (স্বচ্ছ) খড়্গাং চর্ষ চ (খড়্গ ও ঢাল) দত্তবান্ (প্রদান করিলেন)।

অনুবাদ—দেবীর সকল রোমকূপে সূর্য্য স্বীয় কিরণরাশি অর্পণ করিলেন এবং কাল তঁাহাকে নির্মল খড়্গ ও ঢাল প্রদান করিলেন।

টিপ্পনী।

দেবগণের যে সকল বিভিন্ন আয়ুধ, সে সমস্ত দেবীরই শক্তি-সম্ভূত। দেবগণ মহালক্ষ্মীর শক্তি-সম্ভূত আয়ুধই মহালক্ষ্মীকে প্রদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীতন্ত্রে মহালক্ষ্মী ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—

“আয়ুধানি চ দেবানাং যানি যানি সুরেশ্বর।

মচ্ছত্ৰমস্তদাকারাগ্ণায়ুধানি যমাভবন্ ॥”

হে সুরেশ্বর! দেবগণের যে যে আয়ুধ তাহা আমারই শক্তির অংশ। আমার আয়ুধ সমূহও ঐসকল দেবতার আয়ুধের মতই আকার বিশিষ্ট হইয়াছিল।

[ দেবগণ কর্তৃক মহালক্ষ্মীকে ভূষণ দান ]

মন্ত্র ২৫-২৭, ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ—ক্ষীরোদঃ চ (এবং ক্ষীরোদ সমুদ্র) অমলং হারং (বিশুদ্ধ হার), তথা চ (এবং) অজরে (জরাবিহীন, চিরনূতন) অম্বরে (বস্ত্রদ্বয়), তথা (এবং) দিব্যাং (অলৌকিক) চূড়ামণিঃ (শিরোরত্ন), কুণ্ডলে (কর্ণাভরণদ্বয়), কটকানি চ (ও বলয় সমূহ), শুভ্রং (শুভ্রবর্ণ) অর্দ্ধচন্দ্রং (ললাটভূষণ), তথা (এবং) সর্কবাহুষ্ (সকল বাহুতে) কেয়ূরান্ (বাজু সকল), বিমলৌ (নির্মল) নৃপূরৌ (নৃপূরদ্বয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) অমৃতমং (অতি উৎকৃষ্ট) গ্ৰৈবেয়কং (কণ্ঠভূষণ), সমস্তাস্থ অঙ্গুলীষ্ চ (এবং সকল অঙ্গুলীতে) অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি (শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়সমূহ) দত্তবান্ (প্রদান করিলেন)।

অনুবাদ—ক্ষীরোদসমুদ্র দেবীকে বিশুদ্ধ হার, চিরনবীন বস্ত্রদ্বয়, দিব্যচূড়ামণি, কুণ্ডলদ্বয়, বহু বলয়, শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সকল বাহুতে কেয়ূর (বাজু), নির্মল নৃপূরদ্বয়, অত্যুত্তম কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলীতে উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন।



দ্বিতীয় অধ্যায় ]

মহিষাসুর-সৈন্যবধ

সৌভাগ্যশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

টিপ্পনী ।

ভরত মুনিরূপে নাট্যশাস্ত্রে কোন্ অঙ্গের কি আভরণ সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয় ;—“চূড়ামণি ও মুকুট মস্তকের আভরণ । কুণ্ডল কর্ণের আভরণ । মুক্তাবলী ( মুক্তাহার ), হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠের আভরণ । বটিকা এবং অঙ্গুলি-মুদ্রা অঙ্গুলির আভরণ । কেয়ুর ও অঙ্গদ কুর্পরের অর্থাৎ কল্লুইর উপরিভাগের আভরণ । ত্রিসর এবং হার গ্রীবার ও স্তনমণ্ডলের আভরণ । লঙ্ঘমান মুক্তাহার ও মালা প্রভৃতি দেহের আভরণ । তরল ও সূত্রক কটির আভরণ ।” ( নাট্যশাস্ত্রম্ ২১।১৫-১৮, নির্ণয়-সাগর সংস্করণ, পৃ: ২২৭ )

ছাত্র—ইহা সাধারণতঃ মুক্তার দ্বারা নির্মিত হইত । সেইজন্য হারের অপর নাম “মুক্তাবলী” ।

চূড়ামণি—মুকুটস্থিত নায়কমণি ।

কুণ্ডল—আধুনিক মাকড়ি হল প্রভৃতি যেমন কর্ণে ঝুলিয়া থাকে, পূর্বকালে কুণ্ডলের ব্যবহার ও এই রীতিতেই সম্পন্ন হইত । কুণ্ডলে বিভিন্ন জাতীয় মণি সন্নিবেশের উল্লেখ দেখা যায় ।

কটিক—ইহা প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ কল্লুই-এর নিম্নভাগে ধারণ করা হইত । সোনার পাতের উপর রত্নখচিত করিয়া ইহা নির্মিত হইত ।

অর্দ্ধচন্দ্র—তদাকার বিশিষ্ট ললাটভূষণ বিশেষ ।

কেয়ুর—ইহা কল্লুইর উপরিভাগে ব্যবহৃত হইত । বর্তমান কালের অনন্তকে কেয়ুরের বংশধর বলা যাইতে পারে। ইহা রত্নখচিত হইত ।

নুপুন্ন—পদের আভরণ । ইহা সুবর্ণনির্মিত এবং নানাপ্রকার রত্নখচিত হইত । নুপুন্ন বাচক অগ্ন্যাগ্ন শব্দ যথা পাদাঙ্গদ, তুলাকোটী, মঞ্জীর, হংসক এবং পাদকটক ।

প্রৈবেয়ক—কণ্ঠলগ্ন আভরণ কণ্ঠী, তাবিজ প্রভৃতি ।

মন্ত্র ২৮, ( পৃ: ৩০ )

অম্বমার্থ ।—বিশ্বকর্মা ( দেবশিল্পী ) তর্শৈ ( ঐ দেবীকে ) অতি-নির্মলং ( সুপরিষ্কৃত ) পরশু ( কুঠার ) চ অনেক-রূপাণি অস্ত্রাণি ( নানাবিধ অস্ত্র ) তথা ( এবং ) অভেদ্যং ( যাহা বিদীর্ণ করা যায় না এইরূপ ) : দংশনং ( বর্ষ ) চ দদৌ ( প্রদান করিলেন ) ।

অনুবাদ ।—বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অতি নির্মল কুঠার, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য বর্ষ প্রদান করিলেন ।



টিপ্পনী ।

পরন্তু—বৈশম্পায়নীয় ধনুর্বেদ হইতে জানা যায়, ইহার পরিমাণ বাহুপরিমিত । একটি যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইহা নিবদ্ধ, মুখদেশ বিস্তৃত ও সম্মুখ ভাগে স্থাপিত । মুষ্টিস্থান সরু এবং উর্দ্ধদেশ শিখা সম্বলিত । ইহার কার্য্য পাতন ও ছেদন ।

মন্ত্র ২৯ ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ—জলধিঃ ( সমুদ্র ) তশ্চৈ ( তাঁহাকে ) অগ্নান-পঙ্কজাং ( অগ্নানানি পঙ্কজানি যন্তাঃ তাদৃশীং, অমলিন পদ্মবিশিষ্ট ) মালাং ( একটি মালা ) শিরসি ( মস্তকে ), অপরাংচ ( তাদৃশ আর একটি মালা ) উরসি ( বক্ষে ), অতি শোভনং চ ( এবং অতি মনোরম ) পঙ্কজং ( পদ্ম ) [ হস্তে ] অদদৎ (= অদদাৎ, প্রদান করিলেন ) ।

অনুবাদ—সমুদ্র তাঁহার মস্তকে একটি অগ্নান পদ্মমালা, বক্ষঃস্থলে তাদৃশ আর একটি মালা এবং ( হস্তে ) একটি অতি মনোরম পদ্ম প্রদান করিলেন ।

মন্ত্র ৩০, ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ—হিমবান্ ( হিমালয় ) সিংহং বাহনং ( বাহনরূপে সিংহ ) বিবিধানি রত্নানি চ ( এবং নানাবিধ রত্ন ), ধন-অধিপঃ ( কুবের ) সুরয়া ( সুরা দ্বারা ) অশূণ্ডং ( সর্বদা পূর্ণ ) পানপাত্রং দদৌ ( পানপাত্র প্রদান করিলেন ) ।

অনুবাদ—হিমালয় দেবীকে সিংহ বাহন ও নানাবিধ রত্ন এবং কুবের সুরাপূর্ণ অক্ষয় পানপাত্র অর্পণ করিলেন ।

মন্ত্র ৩১, ( পৃ: ৩০ )

অর্থার্থ—যঃ ( যিনি ) ইমাং পৃথিবীং ( এই পৃথিবীকে ) ধত্তে ( ধারণ করেন ) [ সঃ ] ( সেই ) সর্ব-নাগ-ঈশঃ ( সর্বনাগাধিপতি ) শেষঃ চ ( অনন্ত ও ) মহামণি-বিভূষিতং ( মহারত্নমণ্ডিত ) নাগহারং ( নাগলোকোদ্ভূত হার ) তশ্চৈ ( সেই দেবীকে ) দদৌ ( দিলেন ) ।

অনুবাদ—যিনি এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন সেই সর্বনাগা-ধিপতি অনন্ত ও তাঁহাকে মহারত্ন মণ্ডিত একটি নাগহার প্রদান করিলেন ।



দ্বিতীয় অধ্যায় ]

মহিষাসুর-সৈন্তবধ

Shri

Anandamayee Ashram

মন্ত্র ৩২, ( পৃ: ৩১ )

BANARAS

অর্থার্থ।—অষ্টৈঃ সুরৈঃ অপি (অস্ত্র দেবগণ কর্তৃকও) ভূষণৈঃ তথা আয়ুধৈঃ (অলঙ্কার ও অস্ত্র দ্বারা) সম্মানিতা [সতী] (সম্মানিতা হইয়া) দেবী স-অট্টহাসং (ভয়ানক হাস্য সহকারে) মুহঃ মুহঃ (পুনঃ পুনঃ) উঠৈঃ ননাদ (উচ্চস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ।—দেবী অপরাপর দেবগণ কর্তৃকও অলঙ্কার এবং অস্ত্রদ্বারা সম্মানিতা হইয়া অট্টহাস্য সহকারে পুনঃ পুনঃ উচ্চস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন।

[ দেবীর সিংহনাদ ও দেবগণের উল্লাস ]

মন্ত্র ৩৩, ( পৃ: ৩১ )

অর্থার্থ।—তস্তাঃ (সেই দেবীর) ঘোরেন (ভীষণ) অ-মায়তা (অপরিমিত) অতি মহতা (অতি মহান্) নাদেন (সিংহনাদের দ্বারা) ক্লংমং (সমগ্র) নভঃ (আকাশ) আ-পূরিতং (পরিব্যাপ্ত হইল); মহান্ প্রতিধ্বঃ (প্রতিধ্বনি) অভূং (উদ্ভিত হইল)।

অনুবাদ।—তঁাহার ভীষণ অপরিমিত স্রমহান্ সিংহনাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং মহান্ প্রতিধ্বনি সমুদ্ভিত হইল।

টিপ্পনী।

অমায়তা—(১) মা ধাতু পরিমার্গার্থক+ক্ৰিপ্=মা (পরিমাণং)। মাং যতা (গচ্ছতা)=মায়তা। ন মায়তা=অমায়তা (অপরিমিতেন)।

(২) অমা+যতা। অমাং (রবিরশ্মিবিশেষং) যতা (গচ্ছতা)। “অমা নাম রবেঃ রশ্মিঃ সূর্যালোকে প্রতিষ্ঠিতা।” সূর্যালোকে প্রতিষ্ঠিত যে রবির কিরণ তাহার নাম “অমা”। সূর্যালোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে বাহা ঈদৃশ নাদের দ্বারা (অমায়তা নাদেন)।

মন্ত্র ৩৪, ( পৃ: ৩১ )

অর্থার্থ।—সকলাঃ লোকাঃ (সমুদয় ভুবন) চুক্ষুভুঃ (ক্ষুব্ধ হইল), সমুদ্রাঃ চ (এবং সমুদ্র সকল) চকম্পিরে (কম্পিত হইল), বহুধা (পৃথিবী) চচাল (বিচলিত হইল), সকলাঃ মহীধরাঃ (এবং সমস্ত পর্বত) চেলুঃ (চঞ্চল হইল)।

অনুবাদ।—(সেই শব্দে) সমুদয় ভুবন ও সমুদ্র সকল কম্পিত হইতে লাগিল, পৃথিবী ও পর্বত সকল বিচলিত হইয়া উঠিল।



মন্ত্র ৩৫, ( পৃ: ৩১ )

অম্বস্বার্থ।—দেবাঃ চ (এবং দেবগণ) মুদা (হর্ষ সহকারে) তাং সিংহবাহিনীং (সেই সিংহারুঢ়া দেবীকে) জয় (তুমি জয় লাভ কর) ইতি উচুঃ (এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন); মুনয়ঃ চ (এবং মুনীগণ) ভক্তি-নম্র-আত্ম-মূর্তয়ঃ (ভক্ত্যা ভাবেন নম্রাঃ আত্মা মনঃ মূর্তয়ঃ দেহাশ্চ যেষাং তথা সন্তঃ, ভক্তিভরে চিত্ত ও দেহকে আনত করিয়া) এনাং (এই দেবীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তুতি করিলেন)।

অনুবাদ।—দেবগণ সহর্ষে সেই সিংহবাহিনী দেবীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং মুনীগণ ভক্তিভরে চিত্ত ও দেহ আনত করিয়া ইহার স্তব করিতে লাগিলেন।

টিপ্পনী।

জয়েতি—জয়া+ইতি, তাঁহাকে “জয়া” এই নামে অভিহিত করিলেন, এইরূপ অর্থও হইতে পারে। জয়তি অম্বরানু ইতি জয়া (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। অম্বরগণকে জয় করেন বলিয়া দেবীর এক নাম “জয়া”।

তুষ্টুবুঃ—দেবী ভাগবতে এইস্থলে দেবীর একটি স্তব দৃষ্ট হয়। (৫।৩।২৩-২২)

[ অম্বরগণের সমর সজ্জা ]

মন্ত্র ৩৬, ( পৃ: ৩১ )

অম্বস্বার্থ।—তে অমর-অরয়ঃ (সেই দেবশত্রু অম্বরগণ) সমস্তং ত্রৈলোক্যং (সমগ্র ত্রিভুবনকে) সংস্কৃৎ (বিচলিত) দৃষ্টা (দেখিয়া) সন্নদ্ধ-অখিল-সৈন্যাঃ (সন্নদানি নিবন্ধ-কবচানি অখিলানি সমগ্রানি সৈন্যানি যেষাং তে, যাহাদের সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত হইয়াছে এইরূপ) উদ-আয়ুধাঃ (উদগতানি আয়ুধানি যেষাং তে, যাহাদের অস্ত্রশস্ত্র উত্তত হইয়াছে এইরূপ) [ সন্তঃ ] (হইয়া) সমুত্তম্বুঃ (সমুখিত হইল)।

অনুবাদ।—সেই অম্বরগণ সমগ্র ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্র উত্তত করিয়া সমুখিত হইল।

মন্ত্র ৩৭, ( পৃ: ৩১ )

অম্বস্বার্থ।—মহিষাসুরঃ “আঃ এতৎ কিং?” (আঃ ইহা কি?) ইতি (ইহা) ক্রোধাৎ (ক্রোধ হেতু) আভাশ্য (বলিয়া) অশৈধৈঃ (অসংখ্য) অম্বরৈঃ (অম্বরগণ কর্তৃক) বৃতঃ [ সন্ ] (বেষ্টিত হইয়া) তং শব্দম্ (সেই শব্দাভিমুখে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল)।



দ্বিতীয় অধ্যায় ]

মহিষাসুর-সৈন্তবধ

১৯৯

অনুবাদ।—“আঃ একি ?” মহিষাসুর ক্রোধভরে এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল।

মন্ত্র ৩৮-৩৯, ( পৃ: ৩১ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সেই মহিষাসুর ) দ্বিবা ( কান্তি দ্বারা ) ব্যাপ্ত-লোক-ত্রয়াং ( ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং যথা তাং, ত্রিভুবন ব্যাপ্তকারিণী ) পাদ-আক্রান্ত্যা ( পদক্ষেপের দ্বারা ) নত-ভুবং ( নতা নতীকৃত ভূঃ যথা তাং, পৃথিবীকে অবনতকারিণী ) কিরীট-উল্লিখিত-অক্ষরাং ( কিরীটেন উল্লিখিতং যুষ্টম্ অক্ষরম্ আকাশঃ যথা তাদৃশীং, মুকুট দ্বারা আকাশ স্পর্শকারিণী ) ধ্বজ-জ্যা-নিঃস্বনেন ( ধ্বজ জ্যা শব্দদ্বারা ) ক্ষোভিত-অশেষ-পাতালাং ( সমস্ত পাতাল বিক্ষুব্ধকারিণী ) ভুজ-সহশ্রেণ ( সহস্র বাহুদ্বারা ) সমস্তাং দিশঃ ( সকল দিক্ ) ব্যাপ্য ( ব্যাপ্ত করিয়া ) সংস্থিতাং ( অবস্থানকারিণী ) তাং দেবীং ( সেই দেবীকে ) দদর্শ ( দেখিতে পাইল )।

অনুবাদ।—অনন্তর সে ( মহিষাসুর ) ঐ দেবীকে দেখিল যে, তাঁহার অঙ্গকান্তিতে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছে, পদভরে পৃথিবী নত হইয়া পড়িয়াছে, কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, ধ্বজের শব্দে সমস্ত পাতাল বিচলিত হইতেছে এবং তিনি সহস্র বাহুদ্বারা সমস্ত দিক্‌গুল পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

[ দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ ]

মন্ত্র ৪০, ( পৃ: ৩১ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) তয়া দেব্যা [ সহ ] ( সেই দেবীর সহিত ) সুর-দ্বিবাং ( দেবশক্রগণের অর্থাৎ অসুরদের ) বহুধা ( বহু প্রকারে ) মূর্ত্তৈঃ ( নিষ্কিপ্ত ) শস্ত্র-অস্ত্রৈঃ ( শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা ) আদীপিত-দিক্-অন্তরং ( আ সম্যক্ দীপিতানি প্রকাশিতানি দিগন্তরাণি যত্র, দিক্‌গুল সমুজ্জলকারী ) যুদ্ধং প্রববৃতে ( যুদ্ধ আরম্ভ হইল )।

অনুবাদ।—তৎপর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তাহাতে বহুপ্রকারে নিষ্কিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা দিগন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।



টিপ্পনী ।

শাস্ত্রান্বৈঃ—যে আয়ুধ নিক্ষেপ করা যায় না, হাতে রাখিয়াই ব্যবহার করিতে হয় তাহা শস্ত্র যথা খড়্গাদি। যে আয়ুধ নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা অস্ত্র যথা বাণ প্রভৃতি ( শাস্ত্রনবী টীকা ) ।

বল্ল ৪১, ( পৃঃ ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—মহিষাসুর-সেনানীঃ ( মহিষাসুরের সেনাপতি ) চিহ্নর-আখ্যঃ মহা-অসুরঃ ( চিহ্নর নামক মহা অসুর ) চামরঃ চ ( এবং চামর নামক মহা অসুর ) চতুঃ-অঙ্গ-বল-অস্থিতঃ [ সন্ ] ( চতুরঙ্গ সেনা সম্পন্ন হইয়া ) অষ্টৈঃ [ সহ ] ( অষ্ট অসুরগণ সহযোগে ) যুদ্ধে ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—মহিষাসুরের সেনাপতি চিহ্নর এবং চামর নামক মহাসুর চতুরঙ্গসেনা সম্পন্ন হইয়া অষ্টাষ্ট অসুরগণ সহযোগে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

“হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং সেনাঙ্গং স্রাক্ততুষ্টয়ম্” ইত্যমরঃ । হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুর্বিধ অঙ্গ পরিপূর্ণ সৈন্যদলকে “চতুরঙ্গ” বলা হয় ।

বল্ল ৪২, ( পৃঃ ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—উদগ্র-আখ্যঃ মহা-অসুরঃ ( উদগ্র নামক মহা অসুর ) রথানাং ষড়্ভিঃ অযুতৈঃ ( ছয় অযুত অর্থাৎ ষাট হাজার রথ সহ ), মহাহনুঃ চ ( এবং মহাহনু নামক মহা অসুর ) অযুতানাং সহস্রৈঃ ( সহস্র অযুত অর্থাৎ এক কোটি রথ সহ ) অযুধ্যত ( যুদ্ধ করিল ) ।

অনুবাদ।—উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত অর্থাৎ ষাট হাজার রথ এবং মহাহনু সহস্র অযুত অর্থাৎ এক কোটি রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

বল্ল ৪৩, ( পৃঃ ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—অসিলোমা মহাসুরঃ চ ( এবং অসিলোমা নামক মহা অসুর ) [ রথানাং ] পঞ্চাশন্তিঃ নিযুতৈঃ ( পঞ্চাশ নিযুত অর্থাৎ পাঁচ কোটি রথ সহ ), বাঙ্কলঃ ( বাঙ্কল নামক মহা অসুর ) [ রথানাম্ ] অযুতানাং ষড়্ভিঃ শতৈঃ ( ছয় শত অযুত অর্থাৎ ষাটলক্ষ রথ সহিত ) রণে ( যুদ্ধক্ষেত্রে ) যুদ্ধে ( যুদ্ধ করিল ) ।



অনুবাদ :- অসিলোমা মহাস্থর পঞ্চাশ নিযুত অর্থাৎ পাঁচকোটি এবং বাঙ্কল ছয়শত অযুত অর্থাৎ বাটলক্ষ রথ সহ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

বল্ল ৪৪, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ :- পরিবারিতঃ ( পরিবারিত নামক মহাস্থর ) অনৈকৈঃ ( বহু ) গজ-বাজি-সহস্র-ওর্ষৈঃ ( সহস্র হস্তী ও অশ্বসমূহ দ্বারা ) রথানাং কোট্যা চ ( এবং এক কোটি রথ দ্বারা ) বৃত্তঃ [ সন্ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) তস্মিন্ যুদ্ধে ( সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ) অযুত ( যুদ্ধ করিতে লাগিল )।

অনুবাদ :- পরিবারিত নামক মহাস্থর সহস্র হস্তী ও অশ্বসমূহ এবং এক কোটি রথদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

বল্ল ৪৫, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ :- অথ ( অনন্তর ) বিভালাক্ষঃ চ ( বিভালাক্ষ নামক মহাস্থর ও ) অযুতানাং রথানাং পঞ্চাশক্তিঃ অযুতৈঃ ( অযুত রথের পঞ্চাশ অযুত দ্বারা অর্থাৎ পাঁচ বৃন্দ রথ দ্বারা ) পরিবারিতঃ [ সন্ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) তত্র সংযুগে ( সেই যুদ্ধস্থলে ) যুযুধে ( যুদ্ধ করিতে লাগিল )।

অনুবাদ :- অনন্তর বিভালাক্ষ নামক মহাস্থর ও পাঁচ বৃন্দ ( পাঁচ শত কোটি ) রথে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে লাগিল।

টিপ্পনী।

অযুতানাং পঞ্চাশক্তিঃ অযুতৈঃ = ১০,০০০ × ৫০ × ১০,০০০ = ৫,০০,০০,০০,০০০ = ৫০০ কোটি বা ৫০ অর্কদ বা ৫ বৃন্দ।

হিন্দু সংখ্যা গণনা পদ্ধতি :-

একং দশ শতং চৈব সহস্রমযুতং তথা।

লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্কদমেব চ ॥

বৃন্দং থর্কো নিথর্কশ্চ শত্ৰুপদৌ চ সাগরঃ।

অন্ত্যং মধ্যং পরাঙ্কঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্ ॥

( ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্ )

- (১) এক, (২) দশ, (৩) শত, (৪) সহস্র, (৫) অযুত, (৬) লক্ষ, (৭) নিযুত, (৮) কোটি, (৯) অর্কদ, (১০) বৃন্দ, (১১) থর্ক, (১২) নিথর্ক, (১৩) শত্ৰু, (১৪) পদ, ...



(১৫) সাগর, (১৬) অস্ত্রা, (১৭) মধ্য, এবং (১৮) পরাধ্ব—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি পরবর্তী সংখ্যা পূর্ববর্তী সংখ্যা অপেক্ষা দশগুণ অধিক।

মন্ত্র ৪৬, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—তত্র (তথায়) অগ্নে মহাস্থরাঃ চ (অপর মহাস্থরগণও) অযুতশঃ (অযুত অযুত) রথ-নাগ-হস্তৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা) বৃত্তাঃ [সন্তঃ] (পরিবেষ্টিত হইয়া) দেব্যা সহ (দেবীর সহিত) তত্র সংযুগে (সেই রণক্ষেত্রে) যুদ্ধঃ (যুদ্ধ করিয়াছিল)।

অনুবাদ।—তথায় অগ্নায় মহাস্থরগণও অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

মন্ত্র ৪৭, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—তত্র যুদ্ধে (সেই সংগ্রামে) মহিষাস্থরঃ রথানাং (রথ সমূহের) তথা (এবং) দন্তিনাং (হস্তিগণের) হস্তানাং চ (এবং অশ্বসমূহের) কোটি-কোটি-সহস্রৈঃ তু (কোটি কোটি সহস্র দ্বারা) বৃত্তঃ অভূৎ (বেষ্টিত হইয়াছিল)।

অনুবাদ।—মহিষাস্থর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ, হস্তী এবং অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।

মন্ত্র ৪৮, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—[অস্থরাঃ] (অস্থরগণ) তোমরৈঃ (তোমর সমূহ দ্বারা) ভিন্দিপালৈঃ চ (ও ভিন্দিপাল সমূহ দ্বারা) শক্তিভিঃ তথা মুসলৈঃ (শক্তি এবং মুসল সমূহ দ্বারা) খড়্গৈঃ (খড়্গ সমূহ দ্বারা) পরশু-পট্টিণৈঃ (পরশু ও পট্টিশ সমূহ দ্বারা) দেব্যা (দেবীর সহিত) সংযুগে (সংগ্রাম স্থলে) যুদ্ধঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল)।

অনুবাদ।—অস্থরগণ রণস্থলে তোমর, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়্গ, পরশু এবং পট্টিশ প্রভৃতি আয়ুধ দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

টিপ্পনী।

ভোমর—হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অস্ত্র বিশেষ (নীলকণ্ঠ)। ইহার অপর নাম শর্বলা অর্থাৎ শাবল। এই শাবল দুই প্রকার,—দণ্ডযুক্ত ও সর্কাবয়ব নৌহময়। দৈর্ঘ্য হিসাবে ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। পঞ্চহস্ত প্রমাণ উত্তম, সার্ক চতুর্হস্ত প্রমাণ মধ্যম ও চতুর্হস্ত প্রমাণ অধম।



ধনুর্বেদে তোমরের আর এক প্রকার বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। বৈশম্পায়ন মুনির ধনুর্বেদ অনুসারে ইহা একপ্রকার লৌহফলক বিশিষ্ট ও কাষ্ঠদণ্ডযুক্ত তীর, শাঙ্গধরোক্ত ধনুর্বেদের মতে সর্পফণাকৃতি ফলকযুক্ত লৌহতীরের নাম তোমর। তোমরের তিন প্রকার কার্য,— প্রথম উদ্ধান ( উদ্ধীকরণ ), দ্বিতীয় বিনিযুক্তি অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তৃতীয় বেধন অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুর ছিদ্রীকরণ। তোমর সময়ে সময়ে বিধাত্ত করা হইত।

ভিন্দিপাল ( ভিন্দিপাল, ভিণ্ডিবাণ বা ভিন্দিবাণ ) :—ইহা এক প্রকার প্রক্ষেপণীয় হাতুড়ি। এই শত্রুঘাতী আয়ুধকে পদাতিক সৈন্তেরাই ব্যবহার করিত। অন্যান্য তিনবার ঘুরাইয়া ইহা নিক্ষেপ করা বিধি। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে ইহার আকৃতি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

ভিণ্ডিবাণস্ত বক্রাঙ্গো নব্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ।

হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ ॥

ভিণ্ডিবাণ বা ভিন্দিপাল নামক অস্ত্রের শরীরটি বাঁকা, মাথাটি নোয়ান, মস্তক শরীর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উচ্চতা একহস্ত এবং মুঠা করিয়া ধরা যায় এরূপ ভাবের গোলগঠন।

মুসল—মুদগর বিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে ইহার নিম্নোক্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

মুসলস্তক্ষি-শীর্ষাভ্যাং কঠৈঃ পাঠৈঃ বিবজ্জিতঃ।

মূলে চান্তে হতি সন্ধকঃ পাতনং পোথনং দ্বয়ম্ ॥

মুসলের চক্ষু, মস্তক, হস্ত ও পদ কিছুই নাই অর্থাৎ সর্বত্র সমান। ইহার নিপাতন ও পোথন এই দুইটি মাত্র ক্রিয়া আছে।

কৌটিল্য তাঁহার রচিত অর্থশাস্ত্রে ( ২।১৮ ) ত্রিবিধ মুদগরের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—মুসল, যষ্টি ও গদা। টীকাকার বলেন, মুসল ও যষ্টি খদির কাষ্ঠ নিষ্মিত সূক্ষ্মাগ্রদণ্ড, আর গদা দীর্ঘ ও ভারীদণ্ড।

পট্টিশ—খড়্গবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদে ইহার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

পট্টিশঃ পুং প্রমাণঃ স্র্যাং দ্বিধার স্তীক্লশৃঙ্গকঃ।

হস্তদ্রাণসমায়ুক্তো মুষ্টিঃ খড়্গসহোদরঃ ॥

পট্টিশ নামক আয়ুধ খড়্গের সহোদর অর্থাৎ প্রায় খড়্গাকার। ইহা পুরুষপ্রমাণ দীর্ঘ, দুই দিকেই সমানধার, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, ইহার মুষ্টি হস্তদ্রাণযুক্ত।



মন্ত্র ৪৯, ( পৃ: ৩২ )

অন্বয়ার্থ।—কেচিং চ ( কোন কোন অসুর আবার ) শক্তিঃ ( শক্তিসমূহ ) তথা ( এবং ) অপরে কেচিং ( অপর কেহ কেহ ) পাশান্ ( পাশসমূহ ) চিক্ষিপুঃ ( নিক্ষেপ করিল ) । তে ( সেই অসুরগণ ) খড়া-প্রহারে: তু ( খড়া প্রহার দ্বারা ) তাং দেবীং ( সেই দেবীকে ) হন্তুঃ প্রচক্রমুঃ ( বধ করিতে উত্তত হইল ) ।

অনুবাদ।—আবার কেহ কেহ শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ নিক্ষেপ করিল । অত্যাশ্র অসুরগণ খড়াঘাতে সেই দেবীকে বধ করিতে উত্তত হইল ।

মন্ত্র ৫০, ( পৃ: ৩৩ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) নিজ-শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষণী ( নিজের শস্ত্র ও অস্ত্র সমূহ বর্ষণকারিণী ) সা দেবী চণ্ডিকা অপি ( সেই চণ্ডিকা দেবী ও ) তানি শস্ত্রানি অস্ত্রানি ( সেই শস্ত্র ও অস্ত্র সকল ) লীলয়া এব ( অনায়াসেই ) প্রচিচ্ছেদ ( ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবীও স্বকীয় অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

টিপ্পনী ।

শস্ত্রানি অস্ত্রানি—শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গ্রন্থানভেদে উল্লিখিত হইয়াছে,—আম্বুধ চতুর্বিধ যথা (১) মুক্ত, (২) অমুক্ত, (৩) মুক্তামুক্ত এবং (৪) যন্ত্রমুক্ত । মুক্ত অর্থাৎ চক্র প্রভৃতি, অমুক্ত খড়া প্রভৃতি, মুক্তামুক্ত শল্য এবং শল্যেরই নানা প্রকার ভেদ ইত্যাদি, যন্ত্রমুক্ত শর প্রভৃতি । মুক্তকেই “অস্ত্র” নামে অভিহিত করা হয়, অমুক্তকে “শস্ত্র” বলা হয় ।

মন্ত্র ৫১, ( পৃ: ৩৩ )

অন্বয়ার্থ।—সুর-ঋষিভিঃ ( দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক ) স্তুয়মানা ( স্তুতা ) অনায়াস্ত-আননা ( অবিকৃত মুখী ) ঈশ্বরী ( সর্বশক্তিময়ী ) দেবী অসুর-দেহেষু ( অসুরগণের দেহে ) শস্ত্রানি অস্ত্রানি চ ( শস্ত্র ও অস্ত্র সমূহ ) মুমোচ ( নিক্ষেপ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুত করিতে থাকিলে সর্বশক্তি-ময়ী দেবী অগ্নান বদনে অসুরগণের শরীরে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।



টিপ্পনী ।

অনায়স্তাননা—অনায়স্তম্ আয়াসজ্ঞ-বিকারম্ অপ্রাপ্তম্ আননং বস্তাঃ সা । বাহার মুখ আয়াস হেতু বিকার প্রাপ্ত হয় নাই তিনি । “আয়স্তং বিকৃতে ক্ষিপ্তে ক্লিষিতে কুপিতে হতে” ইতি কোষঃ । আয়স্ত শব্দটি বিকৃত, ক্ষিপ্ত, ক্লেশপ্রাপ্ত, কুপিত এবং হত অর্থে প্রযুক্ত হয় ।  $n + \text{আয়স্তম্} = \text{অনায়স্তম্}$  ।

ব্রহ্ম ৫২, ( পৃঃ ৩৩ )

অন্তর্য্যর্থ—দেব্যাঃ ( দেবীর ) সঃ বাহন-কেশরী অপি ( সেই বাহন সিংহও ) ক্রুদ্ধঃ ( কুপিত ) ধূত-সটঃ [ সন্ ] ( কম্পিত-কেশর হইয়া ) বনেষু ( বনমধ্যে ) হতাশনঃ ইব ( অগ্নির জ্বায় ) অসুর-সৈন্যেযু ( অসুর সৈন্য সমূহ মধ্যে ) চচার ( বিচরণ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ—দেবীর সেই বাহন সিংহও ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া বনমধ্যে দাবানলের জ্বায় অসুর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

ধূত-সটঃ—ধূতাঃ কম্পিতাঃ সট্যাঃ কেশরাঃ যেন সঃ । সটা শব্দের অর্থ জটা ও কেশর । “সটা জটা-কেশরয়োঃ” ইতি মেদিনী ।

ব্রহ্ম ৫৩, ( পৃঃ ৩৩ )

অন্তর্য্যর্থ—রণে যুধ্যমানা ( সংগ্রাম স্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে ) অশ্বিকা যান্ নিঃখাসান্ ( যে সকল নিঃখাস ) মুমুচে ( ত্যাগ করিলেন ) তে এব ( সে সকলই ) সত্ত্বঃ ( তৎক্ষণাৎ ) শত-সহস্রশঃ ( শতগুণ সহস্র অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ) গণাঃ ( প্রমথ সৈন্য ) সন্তুতাঃ ( উৎপন্ন হইল ) ।

অনুবাদ—সংগ্রামস্থলে অশ্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সমস্ত নিঃখাস ত্যাগ করিলেন সে সকলই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ প্রমথ সৈন্যরূপে পরিণত হইল ।

টিপ্পনী ।

নৃত্যগীতাদি বিশারদ শিবারুচরদিগকে প্রমথ বলে । চণ্ডীর ৩২৪ মন্ত্রে দেবীর প্রমথ সৈন্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যাবত সৌমসুরঃ ।”



অঙ্ক ৪৯, ( পৃ: ৩২ )

অর্থ—কেচিং চ ( কোন কোন অস্ত্র আবার ) শক্তিঃ ( শক্তিসমূহ ) তথা ( এবং ) অপরে কেচিং ( অপর কেহ কেহ ) পাশান্ ( পাশসমূহ ) চিক্ষিপুঃ ( নিক্ষেপ করিল ) । তে ( সেই অস্ত্রগণ ) খড়া-প্রহারৈঃ তু ( খড়া প্রহার দ্বারা ) ভাং দেবীং ( সেই দেবীকে ) হন্তং প্রচক্রমুঃ ( বধ করিতে উদ্যত হইল ) ।

অনুবাদ—আবার কেহ কেহ শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ নিক্ষেপ করিল । অত্যাশ্র অস্ত্রগণ খড়াঘাতে সেই দেবীকে বধ করিতে উদ্যত হইল ।

অঙ্ক ৫০, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থ—ততঃ ( অনন্তর ) নিজ-শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষণী ( নিজের শস্ত্র ও অস্ত্র সমূহ বর্ষণকারিণী ) সা দেবী চণ্ডিকা অপি ( সেই চণ্ডিকা দেবী ও ) তানি শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি ( সেই শস্ত্র ও অস্ত্র সকল ) লীলয়া এব ( অনায়াসেই ) প্রচিচ্ছেদ ( ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ) ।

অনুবাদ—অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবীও স্বকীয় অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

টিপ্পনী ।

শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি—শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত গ্রন্থানভেদে উল্লিখিত হইয়াছে,—আয়ুধ চতুর্বিধ যথা (১) মুক্ত, (২) অমুক্ত, (৩) মুক্তামুক্ত এবং (৪) যন্তমুক্ত । মুক্ত অর্থাৎ চক্র প্রভৃতি, অমুক্ত খড়া প্রভৃতি, মুক্তামুক্ত শল্য এবং শল্যেরই নানা প্রকার ভেদ ইত্যাদি, যন্তমুক্ত শর প্রভৃতি । মুক্তকেই “অস্ত্র” নামে অভিহিত করা হয়, অমুক্তকে “শস্ত্র” বলা হয় ।

অঙ্ক ৫১, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থ—স্ব-ঋষিভিঃ ( দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক ) স্তুয়মানা ( স্তুতা ) অনায়াস-আনন্দা ( অবিকৃত মুখী ) ঈশ্বরী ( সর্বশক্তিময়ী ) দেবী অস্ত্র-দেহে ( অস্ত্রগণের দেহে ) শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ ( শস্ত্র ও অস্ত্র সমূহ ) মুমোচ ( নিক্ষেপ করিলেন ) ।

অনুবাদ—দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার স্তুত করিতে থাকিলে সর্বশক্তি-ময়ী দেবী অগ্নান বদনে অস্ত্রগণের শরীরে অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।



টিপ্পনী ।

অনায়স্তাননা—অনায়স্তম্ আয়াসজ্ঞ-বিকারম্ অপ্রাপ্তম্ আননং বস্তাঃ সা । বাহার  
মুখ আয়াস হেতু বিকার প্রাপ্ত হয় নাই তিনি । “আয়স্তং বিকৃতে ক্ষিপ্তে ক্লিশিতে কুপিতে  
হতে” ইতি কোষঃ । আয়স্ত শব্দটি বিকৃত, ক্ষিপ্ত, ক্লেশপ্রাপ্ত, কুপিত এবং হত অর্থে প্রযুক্ত  
হয় ।  $n + \text{আয়স্তম্} = \text{অনায়স্তম্}$  ।

মন্ত্র ৫২, ( পৃ: ৩৩ )

অল্পস্বার্থ—দেব্যাঃ ( দেবীর ) সঃ বাহন-কেশরী অপি ( সেই বাহন সিংহও ) ক্রুদ্ধঃ  
( কুপিত ) ধূত-সটঃ [ সন্ ] ( কম্পিত-কেশর হইয়া ) বনেষু ( বনমধ্যে ) হতাশনঃ ইব  
( অগ্নির ত্রায় ) অসুর-সৈন্ত্রেষু ( অসুর সৈন্য সমূহ মধ্যে ) চচার ( বিচরণ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ—দেবীর সেই বাহন সিংহও ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া  
বনমধ্যে দাবানলের ত্রায় অসুর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

ধূত-সটঃ—ধূতাঃ কম্পিতাঃ সটীঃ কেশরাঃ যেন সঃ । সটী শব্দের অর্থ জটা ও কেশর ।  
“সটী জটী-কেশরয়োঃ” ইতি মেদিনী ।

মন্ত্র ৫৩, ( পৃ: ৩৩ )

অল্পস্বার্থ—রণে যুধ্যমানা ( সংগ্রাম স্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে ) অস্বিকা যান্  
নিঃখাসান্ ( যে সকল নিঃখাস ) মুমুচে ( ত্যাগ করিলেন ) তে এব ( সে সকলই ) সত্ত্বঃ  
( তৎক্ষণাৎ ) শত-সহস্রশঃ ( শতগুণ সহস্র অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ) গণাঃ ( প্রথম সৈন্য )  
সত্ত্বতাঃ ( উৎপন্ন হইল ) ।

অনুবাদ—সংগ্রামস্থলে অস্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সমস্ত  
নিঃখাস ত্যাগ করিলেন সে সকলই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ প্রথম সৈন্যরূপে পরিণত  
হইল ।

টিপ্পনী ।

নৃত্যগীতাদি বিশায়ণ শিবাহুচরদিগকে প্রথম বলে । চণ্ডীর ৩২৪ মন্ত্রে দেবীর  
প্রথম সৈন্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সৌহস্রঃ ।”



মন্ত্র ৫৪, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থার্থ।—তে ( তাহারা অর্থাৎ প্রথম সৈন্যগণ ) দেবীশক্তি-উপবৃংহিতাঃ [ সম্ভ: ] ( দেবীর শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ) পরশুভিঃ ( কুঠারসমূহ দ্বারা ) ভিন্দিপাল-অসি-পট্টিশৈঃ ( ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশ নকল দ্বারা ) অম্বর-গণান্ ( অম্বরদিগকে ) নাশয়ন্তঃ ( নাশ করিতে করিতে ) যুদ্ধঃ ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—তাহারা দেবীর শক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পরশু, ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশ দ্বারা অম্বরগণকে বিনাশ করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

মন্ত্র ৫৫, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থার্থ।—তস্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎসবে ( সেই যুদ্ধরূপ মহা উৎসবে ) [ কেচিং ] গণাঃ ( প্রথম সৈন্যদের কেহ কেহ ) পটহান্ ( ঢাক সকল ) তথা ( এবং ) অপরে ( অল্প কেহ কেহ ) শঙ্খান্ ( শঙ্খ সমূহ ) তথা এব অগ্রে চ ( এবং অপর কেহ কেহ বা ) মৃদঙ্গান্ ( মৃদঙ্গসমূহ ) অবাদয়ন্ত ( বাজাইতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে প্রথম সৈন্যদের কেহ কেহ ঢাক, অপর কেহ কেহ শঙ্খ এবং অপর কেহ কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল ।

মন্ত্র ৫৬, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) দেবী ত্রিশূলেন ( ত্রিশূল দ্বারা ) গদয়া ( গদা দ্বারা ) শক্তি-বৃষ্টিভিঃ ( শক্তি নামক অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা ) খড়্গাদিভিঃ চ ( এবং খড়্গ প্রভৃতি দ্বারা ) শতশঃ ( শত শত সংখ্যায় ) মহাস্মরান্ ( মহাস্মরদিগকে ) নিজ্বান ( নিহত করিলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তি অস্ত্র বর্ষণ এবং খড়্গাদি দ্বারা শত শত মহাস্মরকে নিহত করিলেন ।

মন্ত্র ৫৭, ( পৃ: ৩৩ )

অর্থার্থ।—[ দেবী ] অগ্নান্ অম্বরান্ চ ( অগ্না অম্বরদিগকে ) ঘণ্টা-শ্বন-বিমোহিতান্ [ কৃত্বা ] ( ঘণ্টাশব্দ দ্বারা বিমোহিত করিয়া ) ভুবি ( ভূতলে ) পাতয়ামাস ( পাতিত করিলেন ), অগ্নান্ চ ( এবং অগ্না কতকগুলিকে ) পাশেন বদ্ধা ( পাশের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ) অকর্ষত ( আকর্ষণ করিলেন ) ।



অনুবাদ—দেবী অত্যাশ্র অসুর দিগকে ঘণ্টা শব্দে বিমোহিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অত্যাশ্র কতকগুলিকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

শ্লোক ৫৮, ( পৃ: ৩৪ )

অর্থ—কেচিং ( কেহ কেহ ) তীক্ষ্ণ-খড়্গপাঠৈঃ ( তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাত দ্বারা ) দ্বিধা-কৃতঃ ( দ্বিধাশ্রিত হইল ), তথা ( এবং ) অপরে ( অপর কেহ কেহ ) গদায়া ( গদা দ্বারা ) বিপোধিতাঃ [ সন্তঃ ] ( বিমর্দিত হইয়া ) নিপাতেন ( পতন হেতু ) ভূবি ( ভূতলে ) শেরতে [ শ্ম ] ( শয়ন করিল ) ।

অনুবাদ—কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিধাশ্রিত হইল এবং অপর কেহ কেহ গদাদ্বারা বিমর্দিত ও নিপাতিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল ।

শ্লোক ৫৯, ( পৃ: ৩৪ )

অর্থ—কেচিং চ ( এবং কোন কোন অসুর ) মুসলেন ( মুসলদ্বারা ) ভৃং ( অত্যন্ত ) হতাঃ [ সন্তঃ ] ( আহত হইয়া ) রুধিরং বেমুঃ ( রক্ত বমন করিল ), কেচিং ( কেহ কেহ ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) বক্ষসি ( বক্ষস্থলে ) ভিন্নাঃ [ সন্তঃ ] ( বিদীর্ণ হইয়া ) ভূমৌ ( ভূমিতলে ) নিপাতিতাঃ ( নিপাতিত হইল ) ।

অনুবাদ—কোন কোন অসুর মুসল দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বক্ষস্থলে শূল দ্বারা বিদারিত হইয়া ভূমিতলে নিপাতিত হইল ।

শ্লোক ৬০, ( পৃ: ৩৪ )

অর্থ—সেনা-অসুরকারিণঃ ( সেনাম্ অসুর পশ্চাৎ কুর্সন্তি যে তে, সৈন্তগণের অগ্রগামী ) কেচিং ( কোনও কোন ) ত্রিদশ-অর্দনাঃ ( ত্রিদশান্ দেবান্ অর্দয়ন্তি গীড়য়ন্তি যে তে, দেব গীড়কগণ অর্থাৎ অসুরগণ ) রণ-অজিরে ( রণাঙ্গনে ) শর-ওঘেন ( শর সমূহ দ্বারা ) নিরস্তরাঃ কৃতঃ [ সন্তঃ ] ( নিরবকাশাঃ জর্জরী-কৃতঃ সন্তঃ, জর্জরিত হইয়া ) প্রাণান্ মুমোচ ( প্রাণত্যাগ করিল ) ।

অনুবাদ—সৈন্তগণের অগ্রগামী কোন কোনও অসুর রণাঙ্গনে শরসমূহ দ্বারা জর্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ।



মন্ত্র ৬১, ( পৃ: ৩৪ )

অন্বয়ার্থ।—কেবাঞ্চিং ( কাহারও কাহারও ) বাহবঃ ( বাহুসমূহ ) ছিন্নাঃ ( ছিন্ন হইল ), তথা ( এবং ) অপরে ( অত্র কেহ কেহ ) ছিন্ন-গ্রীবাঃ [ বভূবুঃ ] ( ছিন্নগ্রীব হইল ), অগ্নেযাং ( অপর কাহারও কাহারও ) শিরাংসি ( মস্তকসকল ) পেতুঃ ( পতিত হইল ), অগ্নে ( অত্র কোন কোন অশ্বর ) মধ্যে ( দেহের মধ্যভাগে ) বিদারিতাঃ [ বভূবুঃ ] ( বিদীর্ণ হইল ) ।

অনুবাদ।—কোন কোন অশ্বরের বাহু ছিন্ন হইল, কাহারও কাহারও গ্রীব ছিন্ন হইল, কাহারও কাহারও মস্তক পতিত হইল, কাহারও কাহারও বা দেহের মধ্যভাগ বিদারিত হইল ।

মন্ত্র ৬২, ( পৃ: ৩৪ )

অন্বয়ার্থ।—অপরে তু মহাশ্বরাঃ ( আবার অপর মহাশ্বরগণ ) বিচ্ছিন্ন-জজ্বাঃ [ সম্ভঃ ] ( ছিন্ন-জজ্ব হইয়া ) উর্ক্যাং ( পৃথিবীতে ) পেতুঃ ( পতিত হইল ), কেচিং ( কেহ কেহ ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) দ্বিধা কৃতাঃ [ সম্ভঃ ] ( দ্বিধাশ্রিত হইয়া ) এক-বাহু-অক্ষি-চরণাঃ [ জাতাঃ ] ( এক বাহু, এক চক্ষু এবং একচরণ বিশিষ্ট হইল ) ।

অনুবাদ।—আবার অপর মহাশ্বরগণ ছিন্নজজ্ব হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কেহ কেহ বা দেবীকর্তৃক দ্বিধাশ্রিত হইয়া এক বাহু, এক চক্ষু ও এক চরণবিশিষ্ট হইল ।

মন্ত্র ৬৩-৬৪, ( পৃ: ৩৪ )

অন্বয়ার্থ।—অগ্নে চ ( এবং অপর কোন কোন অশ্বর ) শিরসি ছিন্নে [ সতি ] অপি ( মস্তক ছিন্ন হইলেও ) পতিতাঃ [ সম্ভঃ ] ( পতিত হইয়া ) পুনঃ উথিতাঃ ( পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল ) । কবন্ধাঃ ( ছিন্নমুণ্ড অশ্বরগণ ) গৃহীত-পরম-আয়ুধাঃ [ সম্ভঃ ] ( উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক ) দেব্যা ( দেবীর সহিত ) যযুধুঃ ( যুদ্ধ করিল ), অপরে চ ( এবং অপর কবন্ধগণ ) তুর্য-লয়-আশ্রিতাঃ [ সম্ভঃ ] ( রণবাঞ্ছের তাল অবলম্বন পূর্বক ) তত্র যুদ্ধে ( সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ) ননৃতুঃ ( নৃত্য করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—আবার অত্র কোন কোন অশ্বর মস্তক ছিন্ন হইলেও ভূপতিত হইয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল । কবন্ধগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক



দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অপর কবন্ধগণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বাতের তাল অনুসারে নৃত্য করিতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

কবন্ধ—ক্রিষাযুক্ত মস্তকহীন দেহ । কথিত আছে অযুত হস্তী, নিযুত অশ্ব, একশত পঞ্চাশ রথ এবং দশ কোটি পদাতি সংগ্রামে নিহত হইলে একটি কবন্ধের উৎপত্তি হয় ।

নাগানামযুতং তুরদনিযুতং সার্কং রথানাং শতং ।

পতীনাং দশকোটয়ো নিপতিতা একঃ কবন্ধো রণে ॥

( মহানাটকম্ )

মন্ত্র ৬৫, ( পৃ: ৩৪ )

অন্বয়ার্থ—ছিন্ন-শিরসঃ ( ছিন্নমুণ্ড ) কবন্ধাঃ ( কবন্ধগণ ) খড়া-শক্তি-ঋষ্টি-পাণয়ঃ [ সন্তঃ ] ( খড়া, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে লইয়া ) [ যুযুধুঃ ] ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) । অগ্রে মহাসুরাঃ ( অত্যাগ্ৰ মহাসুরগণ ) দেবীং ( দেবীকে ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ( থাম থাম ) ইতি ভাবন্তঃ ( এইরূপ বলিতে বলিতে ) [ যুযুধুঃ ] ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ—ছিন্নমুণ্ড কবন্ধগণ খড়া, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । অত্যাগ্ৰ মহাসুরগণ দেবীকে “থাম থাম” এইরূপ বলিতে বলিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

ঋষ্টি—উভয় পার্শ্বে ধার বিশিষ্ট খড়া বিশেষ । ( নাগোজী )

মন্ত্র ৬৬, ( পৃ: ৩৪ )

অন্বয়ার্থ—যত্র ( যেখানে ) সঃ মহারণঃ ( সেই মহাযুদ্ধ ) অভূং ( হইয়াছিল ), তত্র ( সেখানে ) সা বসুন্ধরা ( সেই পৃথিবী ) পাতিতৈঃ ( নিপাতিত ) রথ-নাগ-অশ্বৈঃ ( রথ, হস্তী ও অশ্বদ্বারা ) অসুরৈঃ চ ( এবং অসুরগণদ্বারা ) অগম্যা ( গমনাগমনের অযোগ্য ) অভবৎ ( হইল ) ।

অনুবাদ—যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সেইস্থানে ভূপাতিত রথ, হস্তী, অশ্ব এবং অসুরগণ দ্বারা পৃথিবী অগম্য হইল ।



মন্ত্র ৬৭, ( পৃ: ৩৪-৩৫ )

অর্থার্থ।—তত্র চ ( এবং সেখানে ) অসুর-সৈন্যমধ্যে ( অসুরসৈন্যের মধ্যে )  
বারণ-অসুর-বাজিনাং ( হস্তী, অসুর ও অশ্বসমূহের ) শোণিত-ওষাঃ ( রক্তপ্রবাহ সমূহ )  
সত্তাঃ ( তৎক্ষণাৎ ) মহানন্তাঃ [ ইব ] ( মহানদী সকলের আশ্রয় ) বিস্কৃৎসুঃ ( প্রবাহিত হইল ) ।

অনুবাদ।—তথায় অসুরসৈন্যমধ্যে হস্তী, অসুর ও অশ্বসমূহের  
রক্তপ্রবাহ তৎক্ষণাৎ মহানদী সমূহের আশ্রয় প্রবাহিত হইতে লাগিল ।

মন্ত্র ৬৮, ( পৃ: ৩৫ )

অর্থার্থ।—যথা ( যেমন ) বহিঃ ( অগ্নি ) তৃণ-দারু-মহাচয়ঃ ( তৃণানি চ দারুণি চ  
তৃণদারুণি, তেযাং মহান্ চয়ঃ সমূহঃ তম্ ; তৃণ ও কাষ্ঠের বৃহৎ স্তপকে ) [ ক্ষণেন ক্ষয়ং  
নয়তি ] ( ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষয় করে ) তথা ( তদ্রূপ ) অশ্বিকা অসুরাণাং ( অসুরদিগের )  
তৎ মহাসৈন্যং ( সেই বিপুলসৈন্যরাশি ) ক্ষণেন ( ক্ষণকালের মধ্যে ) ক্ষয়ং নিন্তে ( বিনষ্ট  
করিয়া ফেলিলেন ) ।

অনুবাদ।—অগ্নি যেমন তৃণ ও কাষ্ঠের বৃহৎ স্তপকে ক্ষণকাল মধ্যে  
ক্ষয় করে, তদ্রূপ অশ্বিকা মুহূর্তমধ্যে অসুরদিগের সেই বিপুল সৈন্যরাশি বিনষ্ট  
করিয়া ফেলিলেন ।

মন্ত্র ৬৯, ( পৃ: ৩৫ )

অর্থার্থ।—সঃ সিংহঃ চ ( সেই সিংহও ) মহানাদং ( ভীষণগর্জ্জন ) উৎসৃজ্জন্  
( ত্যাগ করিতে করিতে ) ধূত-কেশরঃ [ সন্ ] ( কেশর কম্পিত করিয়া ) অমর-অরীণাং  
( দেবশত্রুগণের অর্থাৎ অসুরদের ) শরীরেভ্যঃ ( শরীর সকল হইতে ) অমৃন্ ( প্রাণসমূহ )  
বিচিষতি ইব ( যেন চয়ন করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—সেই সিংহ ও ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে কেশর  
কম্পিত করিয়া অসুরদের শরীর হইতে যেন তাহাদের প্রাণ আহরণ করিতে  
লাগিল ।

মন্ত্র ৭০, ( পৃ: ৩৫ )

অর্থার্থ।—তত্র ( সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ) দেব্যাঃ ( দেবীর ) তৈঃ গণৈঃ চ ( সেই প্রমথ  
সৈন্যগণ কতৃক ও ) অসুরৈঃ [ সহ ] ( অসুরদিগের সহিত ) তথা ( এইরূপ ) যুদ্ধং কৃতং



( যুদ্ধ কৃত হইল ) যথা ( বাহাতে ) দিবি ( স্বর্গে ) দেবাঃ ( দেবগণ ) পুষ্প-বৃষ্টি-মুচঃ  
[ সন্তঃ ] ( পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিয়া ) এবং ( ইহাদের প্রতি ) তুভুঃ ( পরিতোষ প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন ) ।

অনুবাদ ।—তথায় দেবীর সেই প্রমথ সৈন্তগণও অসুরদের সহিত  
এইরূপ যুদ্ধ করিল যে, স্বর্গে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া ইহাদের প্রতি সন্তোষ  
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমল্লুর অধিকার সম্বন্ধীয়

দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর-সৈন্তবধ নামক

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

---



## তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর বধ ।

[ চিক্ষুরাদি অসুরসেনাপতি বধ ]

মন্ত্র ১—২ ( পৃ: ৩৫ )

অঙ্ক্যার্থ।—ঋষি: ( মেঘস্ ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ স্বরথকে কহিলেন ),—অথ ( অনন্তর ) তৎ সৈন্তং ( সেই সৈন্ত ) ( দেব্যা ) ( দেবী কর্তৃক ) নিহতমানম্ ( নিহত হইতে ) অবলোক্য ( দেখিয়া ) সেনানী: ( সেনাপতি ) মহাসুর: চিক্ষুর: ( চিক্ষুর নামক মহা অসুর ) কোপাৎ ( ক্রোধ হেতু ) অশ্বিকাং যোদ্ধুং ( অশ্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে ) যযৌ ( গমন করিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—অনন্তর সেই সৈন্তদলকে নিহত হইতে দেখিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর ক্রোধ বশতঃ অশ্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল ।

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৩৫ )

অঙ্ক্যার্থ।—যথা ( যেরূপ ) তোয়দ: ( মেঘ ) তোয়বর্ষণ ( জলবর্ষণদ্বারা ) মেঘ-গিরে: ( সূমেরু পর্বতের ) শৃঙ্গং ( শিখরকে ) [ বর্ষতি ] ( আচ্ছাদিত করে ) [ তথা ] ( তদ্রূপ ) স: অসুর: ( সেই অসুর চিক্ষুর ) সমরে ( যুদ্ধে ) শর-বর্ষণ ( বাণবৃষ্টিদ্বারা ) দেবীং বর্ষ ( দেবীকে আচ্ছাদিত করিল ) ।

অনুবাদ।—মেঘ যেরূপ জলবর্ষণদ্বারা সূমেরু পর্বতের শিখরদেশ প্লাবিত করে, তদ্রূপ সেই অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে বাণবৃষ্টি দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিল ।

মন্ত্র ৪, ( পৃ: ৩৫ )

অঙ্ক্যার্থ।—তত: ( তৎপর ) দেবী তন্ত্র ( তাহার অর্থাৎ চিক্ষুর অসুরের ) শর-উৎকরান্ ( বাণসমূহ ) লীলয়া এব ( অনায়াসেই ) ছিষা ( ছেদন - করিয়া ) তুরগান্ ( অশ্বসমূহকে ) বাজিনাং ( অশ্বসমূহের ) যন্তারং চ এব ( সারথিকেও ) বাণৈ: ( বাণসমূহ দ্বারা ) জঘান ( বধ করিলেন ) ।



অনুবাদ।—অনন্তর দেবী তাহার শরসমূহ অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া তদীয় অশ্বসকলকে এবং তাহাদের সারথিকে ও বাণদ্বারা নিহত করিলেন ।

মন্ত্র ৫, ( পৃ: ৩৬ )

অর্থ।—[ দেবী ] সত্তা: ( তৎক্ষণাৎ ) ধনু: ( চিকুরাসুরের ধনু ) অতি-সমুচ্ছিতং ( অত্যাচ ) ধ্বজং চ ( পতাকাও ) চিচ্ছেদ চ ( ছেদন করিলেন ) । ছিন্ন-ধ্বজানং ( ছিন্নধনু-চিকুরকে ) আশ্বগৈ: ( বাণদ্বারা ) গাত্রেযু এব ( সর্বগাত্রেই ) বিদ্যাদ চ ( বিদ্ধ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু ও অত্যাচ পতাকা ছেদন করিলেন এবং ঐ ছিন্নধনু চিকুরকে বাণদ্বারা সর্বগাত্রেই বিদ্ধ করিলেন ।

মন্ত্র ৬, ( পৃ: ৩৬ )

অর্থ।—স: অশ্বর: ( সেই চিকুর নামক অশ্বর ) ছিন্ন-ধ্বা ( ছিন্নধনু ) বিরথ: ( রথহীন ) হত-অশ্ব: ( যাহার অশ্ব হত হইয়াছে ) হতসারথি: ( যাহার সারথি হত হইয়াছে ) ধ্বজ-চর্ম-ধর: [ সন্ ] ( খড়্গ ও ঢাল ধারণ পূর্বক ) তাং দেবীম্ ( সেই দেবীর প্রতি ) অভ্যধাবত ( ধাবিত হইল ) ।

অনুবাদ।—ধনু ছিন্ন, রথ বিনষ্ট, অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে সেই অশ্বর খড়্গ ও চর্ম ধারণ পূর্বক ঐ দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ।

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ৩৬ )

অর্থ।—অতিবেগবান্ [ চিকুর: ] ( অতিবেগশালী চিকুরাসুর ) তীক্ষ্ণধারং খড়্গেন ( তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা ) সিংহং ( সিংহকে ) মৃদ্ধনি ( মস্তকে ) আহত্য ( আহত করিয়া ) দেবীম্ অপি ( দেবীকেও ) সব্যে ভূজে ( বাম হস্তে ) আজঘান ( আঘাত করিল ) ।

অনুবাদ।—অতি বেগশালী চিকুর তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা সিংহকে মস্তকে আহত করিয়া দেবীকেও বাম হস্তে আঘাত করিল ।

মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৩৬ )

অর্থ।—নৃপ-নন্দন ( হে রাজপুত্র স্বরথ! ) ধ্বজ: তস্তা: ( সেই দেবীর ) ভূজং প্রাপ্য ( বাহতে ঠেকিয়া ) পঞ্চাল ( ভগ্ন হইল ) । তত: ( অনন্তর ) স: ( সেই



অসুর ) কোপাৎ ( ক্রোধ হেতু ) অরুণ-লোচনঃ [ সন্ ] ( রক্তচক্ষু হইয়া ) শূলং জগ্রাহ  
( শূল গ্রহণ করিল ) ।

অনুবাদ।—হে রূপ-নন্দন সুরথ ! খড়্গা সেই দেবীর বাহুতে ঠেকিয়া  
ভাঙ্গিয়া গেল । অনন্তর ঐ অসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল ।  
অঙ্ক ৯, ( পৃঃ ৩৬ )

অর্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) মহাসুরঃ ( মহা-অসুর চিফুর ) অধরাৎ ( আকাশ  
হইতে ) তেজোভিঃ ( তেজস্বারা ) জাজ্ঞ্যমানঃ ( দেদীপ্যমান ) রবি-বিশ্বম্ ইব ( সূর্য্য  
মণ্ডলের ন্যায় ) তৎশূলং ( সেই শূল ) ভদ্রকাল্যাং ( ভদ্রকালীর প্রতি ) চিক্ষেপ চ  
( নিক্ষেপ করিল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর মহাসুর ( চিফুর ) আকাশ হইতে তেজোরশি  
দ্বারা দেদীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডলবৎ উজ্জ্বল ঐ শূল ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল ।  
টিপ্পনী ।

ভদ্রকালী—ভগবতী দুর্গার নামান্তর । কালিকা পুরাণমতে ইনি ষোড়শভুজা, অতসী  
পুষ্পবর্ণাভা, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চন কুণ্ডল ; মস্তক জটাজূট, অর্দ্ধচন্দ্র ও মুকুটে ভূষিত । গলদেশে  
নাগহার ও সূর্য্যহার বিরাজিত । ইনি দক্ষিণ বাহুসমূহে (১) শূল, (২) খড়্গা, (৩) শঙ্খ,  
(৪) চক্র, (৫) বাণ, (৬) শক্তি, (৭) বজ্র এবং (৮) দণ্ড ধারণ করেন । বাম হস্তনিচয়ে  
(৯) খেটক, (১০) চর্ম্ম, (১১) চাপ, (১২) পাশ, (১৩) অঙ্কুশ, (১৪) ঘণ্টা, (১৫)  
পরশু এবং (১৬) মুষল ধারণ করেন । ইনি সিংহবাহিনী ।

দেবী ভদ্রকালীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত কালিকা পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; একদা  
মহিষাসুর স্বপ্ন দর্শন করে, যেন দেবী ভদ্রকালী তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া রক্তপান  
করিতেছেন । স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইয়া মহিষাসুর প্রাতঃকালে অল্পচর বর্গের সহিত ভদ্রকালীর  
পূজা আরম্ভ করেন । পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূতা  
হন । তখন দৈত্যরাজ কহিল, “দেবি ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি. আপনি আমার শিরচ্ছেদ  
করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা যে ঘটবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেহই নিয়তি লঙ্ঘন  
করিতে সমর্থ নহে । আপনার নিকট আমি ভাবী মঙ্গলের নিমিত্ত একটি বর প্রার্থনা  
করিতেছি, আমি আপনার অল্পগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি এবং যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য  
থাকিবে ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ করিব না” । মহিষাসুরের বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া



দেবী কহিলেন, “পূর্বেই সমুদয় ষষ্ঠভাগ দেবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ষষ্ঠের এমন একটিও ভাগ নাই বাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, আমা কষ্ট ক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাকে আমার চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, তথায় তুমিও পূজা পাইবে।”

( দ্রষ্টব্য কালিকা পুরাণ, ৬০তম অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ )

মন্ত্র ১০, ( পৃ: ৩৬ )

অঙ্ঘ্যার্থ।—দেবী তৎশূলং ( সেই শূলকে ) আপতৎ দৃষ্ট্বা ( আসিতে দেখিয়া ) শূলম্ অমুঞ্চত ( শূল নিক্ষেপ করিলেন )। তেন ( দেবী নিক্ষিপ্ত ঐ শূল দ্বারা ) তৎশূলং ( সেই অস্ত্রের শূল ) শতধা নীতং ( শত খণ্ডে হইয়া গেল ), সঃ চ মহাসুরঃ ( এবং সেই মহাসুর চিহ্নরও ) [ শতধা নীতঃ ] ( শত খণ্ডে খণ্ডিত হইল )।

অনুবাদ।—সেই শূল আসিতেছে দেখিয়া দেবী শূল নিক্ষেপ করিলেন। তদ্বারা ঐ শূল এবং সেই মহাসুরও শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া গেল।

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৩৬ )

অঙ্ঘ্যার্থ।—তস্মিন্ মহাবীৰ্য্যে ( সেই মহাশক্তিশালী ) মহিষস্ত চমু-পতো ( মহিষাসুরের সেনাপতি চিহ্নর ) হতে ( নিহত হইলে ) ত্রিদশ-অর্দ্ধনঃ ( দেবপীড়ক ) চামরঃ ( চামর নামক অস্ত্র ) গজ-আরুঢ়ঃ [ সন্ ] ( গজে আরোহণ করিয়া ) আজগাম ( আগমন করিল )।

অনুবাদ।—মহিষাসুরের সেই মহাবীৰ্য্যবান্ সেনাপতি ( চিহ্নর ) নিহত হইলে দেবদেবী চামর গজারোহণ পূর্বক আগমন করিল।

টিপ্পনী।

ত্রিদশ—বাল্য, যৌবন ও জরা এই তিন দশা এককালে ভোগ করেন বলিয়া দেবতার অপর নাম ত্রিদশ।

মন্ত্র ১২, ( পৃ: ৩৬ )

অঙ্ঘ্যার্থ।—অথ ( অনন্তর ) সঃ অপি ( সেই চামরাসুরও ) দেব্যাঃ ( দেবীর প্রতি ) শক্তিঃ মুমোচ ( শক্তি নিক্ষেপ করিল )। অধ্বিকা দ্রুতং ( দ্রুত ) তাং ( সেই শক্তিকে ) হুঙ্কার-অভিহতাং ( হুঙ্কার দ্বারা প্রতিহত ) নিপ্প্রভাং [ কৃত্বা ] ( প্রভাশূন্য করিয়া ) ভূমৌ ( ভূতলে ) পাতয়ামাস ( পাতিত করিলেন )।



অনুবাদ।—অনন্তর সেই চামরাসুরও দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল। অম্বিকা তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার দ্বারা তাহা প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।

টিপ্পনী।

অম্বিকা—অম্বা (মাতা)+স্বার্থে কণ্ টাপ্। জগন্মাতা বলিয়া ভগবতী দুর্গার নামান্তর অম্বিকা।

মন্ত্র ১৩, ( পৃ: ৩৬ )

অর্থ।—চামরঃ ( চামরাসুর ) শক্তিং ( শক্তি অস্ত্রকে ) ভগ্নাং নিপতিতাং দৃষ্ট্য়া ( ভগ্ন ও ভূপতিত দেখিয়া ) ক্রোধ-সম্বিতঃ [ সন্ ] ( রাগান্বিত হইয়া ) শূলং চিক্ষেপ ( শূল নিক্ষেপ করিল )। সা ( তিনি অর্থাৎ দেবী ) বাণৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) তদ্ অপি ( সেই শূলকেও ) অচ্ছিন্নং ( ছেদন করিলেন )।

অনুবাদ।—শক্তি অস্ত্র ভগ্ন ও ভূপতিত দেখিয়া চামর ক্রোধান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী বাণদ্বারা তাহাও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্র ১৪, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—ততঃ ( তৎপর ) সিংহঃ সমুৎপত্য ( লক্ষ প্রদান করিয়া ) গজ-কুম্ভ-অন্তর-স্থিতঃ [ সন্ ] ( গজ কুম্ভদ্বয়েব মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া ) তেন ত্রিদশ-অরিণা [ সহ ] ( সেই দেবশত্রু চামরের সহিত ) বাহুযুদ্ধেন ( বাহুযুদ্ধ দ্বারা ) উচৈঃ ( প্রচণ্ডভাবে ) যযুধে ( যুদ্ধ করিতে লাগিল )।

অনুবাদ।—তৎপর সিংহ লক্ষ প্রদান পূর্বক গজ-কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সেই দেবশত্রু চামরের সহিত প্রচণ্ডভাবে বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল।

টিপ্পনী।

হস্তীর শিরঃস্থিত কুম্ভাকৃতি মাংসপিণ্ডদ্বয়ে গজ-কুম্ভ বলা হয়।

মন্ত্র ১৫, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) যুধ্যমানৌ তৌ তু ( উভয়েই অর্থাৎ সিংহ ও চামর যুদ্ধ করিতে করিতে ) তস্মাৎ নাগাং ( সেই হস্তী হইতে ) মহীং গতৌ ( ভূমিতে নামিয়া



আসিল ), অতি-সংরুদ্ধো [ সন্তো ] ( অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ) [ তো ] ( উভয়ে ) অতি-দারুণৈঃ ( অতিভীষণ ) প্রহারৈঃ ( প্রহার দ্বারা ) যুষ্মধাতে ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর তাহারা উভয়ে ( সিংহ ও চামর ) যুদ্ধ করিতে করিতে হস্তীর উপর হইতে ভূতলে নামিয়া আসিল এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর ভীষণ প্রহার পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—ততঃ ( তৎপর ) যুগ-অরিণা ( সিংহ কর্তৃক ) বেগাৎ ( সবেগে ) থম্ উৎপত্য ( আকাশে উঠিয়া ) নিপত্য চ ( এবং নামিয়া আসিয়া ) কর-প্রহারেণ ( চপেটাঘাতে ) চামরশ্চ শিরঃ ( চামরের মস্তক ) পৃথক্ কৃতম্ ( ছিন্ন করা হইল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর সিংহ সবেগে আকাশে উল্লক্ষন পূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া চপেটাঘাতে চামরের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল ।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—দেব্যা ( দেবী কতৃক ) বণে উদগ্রঃ চ ( উদগ্র নামক অসুরও ) শিলা-বৃক্ষ-আদিভিঃ ( প্রস্তর ও বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা ) হতঃ ( নিহত হইল ) । করালঃ চ ( এবং করাল নামক অসুর ) দন্ত-মুষ্টি-তলৈঃ ( দন্ত, মুষ্টি ও করতল প্রহার দ্বারা ) নিপাতিতঃ ( নিপাতিত হইল ) ।

অনুবাদ।—দেবী যুদ্ধে উদগ্র অসুরকে প্রস্তর ও বৃক্ষাদি প্রহারে নিহত করিলেন এবং করাল অসুরকে দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে নিপাতিত করিলেন ।

টিপ্পনী ।

কোন কোন টীকাকারের মতে এখানে “দন্ত” শব্দদ্বারা গজদন্ত নির্মিত আয়ুধ-বিশেষকে বুঝাইতেছে ।

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—দেবী ক্রুদ্ধা [ সতী ] ( কুপিতা হইয়া ) গদাপাতৈঃ ( গদাঘাত দ্বারা ) উদ্ধতঃ চ ( উদ্ধতনামক অসুরকেও ) চূর্ণয়ামাস ( চূর্ণ করিলেন ), ভিন্দিপালেন ( ভিন্দিপাল দ্বারা ) বাঙ্কলং ( বাঙ্কল নামক অসুরকে ), বাণৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) তাস্ং



তাত্র নামক অসুরকে ) তথা ( এবং ) অন্ধকং ( অন্ধকনামক অসুরকে ) [ জঘান ] ( বধ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবী কুপিতা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধত নামক অসুরকে চূর্ণ করিলেন, ভিন্দিপাল দ্বারা বাস্কলকে এবং বাণদ্বারা তাত্র ও অন্ধককে বধ করিলেন ।

মন্ত্র ১৯, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—ত্রিনেত্রা ( ত্রিনয়না ) পরমেশ্বরী ( পরমঐশ্বর্যশালিনী ভগবতা ) উগ্রাশ্রম্, উগ্রবীৰ্য্যং চ, তথা মহাহনু এব চ ( উগ্রাশ্র, উগ্রবীৰ্য্য এবং মহাহনু নামক অসুরদ্বয়কে ) ত্রিশূলেন ( ত্রিশূল দ্বারা ) জঘান চ ( বধ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—ত্রিনয়না পরমেশ্বরী উগ্রাশ্র, উগ্রবীৰ্য্য এবং মহাহনু অসুরকে ত্রিশূল দ্বারা বধ করিলেন ।

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—[দেবী] অসিনা (খড়্গদ্বারা) বিড়ালশ্র ( বিড়াল নামক অসুরের ) শিরঃ ( মস্তক ) কায়াং বৈ ( দেহ হইতে ) পাতয়ামাস ( নিপাতিত করিলেন ) । দুর্ধরং দুমুখং চ উভৌ ( দুর্ধর ও দুমুখ নামক অসুরদ্বয়কে ) শরৈঃ ( বাণদ্বারা ) যম-ক্ষয়ং ( যমালয়ে ) নিগ্ধে ( প্রেরণ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবী খড়্গদ্বারা বিড়াল অসুরের মস্তক দেহ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং দুর্ধর ও দুমুখ নামক অসুরদ্বয়কে বাণদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ।

### [ মহিষাসুরের যুদ্ধ ]

মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৩৭ )

অর্থ।—এবং ( এইরূপে ) স্ব-সৈন্তে ( নিজসৈন্ত ) সংক্ষীয়মাণে ( সম্যক ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ) মহিষাসুরঃ তু মহিষেণ স্বরূপেণ ( মহিষ তুল্য আকৃতি ধারণ দ্বারা ) তান্ গগান্ ( সেই প্রমথসৈন্তদিগকে ) ত্রাসয়ামাস ( সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল ) ।



অনুবাদ।—এইরূপে নিজসৈন্য সম্যক্ ক্রয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মহিষাসুর মহিষের রূপ ধারণ পূর্বক সেই প্রমথসৈন্যদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল ।

মন্ত্র ২২-২৩, ( পৃ: ৩৭-৩৮ )

অর্থ।—[ মহিষাসুর: ] কান্-চিং ( কোন কোন প্রমথসৈন্যকে ) তুণ্ড-প্রহারেণ ( মুখের আঘাত দ্বারা ) তথা ( এবং ) অপরান্ ( অগ্র প্রমথসৈন্য দিগকে ) খুর-ক্ষেপেণ: ( খুরের আঘাত দ্বারা ), অগ্নান্ চ ( এবং অগ্র কতকগুলিকে ) লাদ্গূল-তাড়িতান্ [ কৃত্বা ] ( লাদ্গূল দ্বারা তাড়িত করিয়া ), শৃঙ্গাভ্যাং চ ( এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা ) বিদারিতান্ [ কৃত্বা ] ( বিদীর্ণ করিয়া ), কান্-চিং ( কতকগুলিকে ) বেগেন ( বেগদ্বারা ), অপরান্ ( অগ্র কতকগুলিকে ) নাদেন ( গর্জনদ্বারা ), ভ্রমণেন চ ( এবং মণ্ডলাকার গতিদ্বারা ) অগ্নান্ ( অগ্র প্রমথসৈন্যদিগকে ) নিশ্বাস-পবনেন ( নিশ্বাস বায়ুদ্বারা ) ভূতলে পাতয়ামাস ( নিপাতিত করিল ) ।

অনুবাদ।—মহিষাসুর কোন কোন প্রমথসৈন্যকে মুখপ্রহারে, কাহাকেও খুরাঘাতে, কাহাকেও কাহাকেও বা লাদ্গূলদ্বারা তাড়িত এবং শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, কাহাকেও বেগের দ্বারা, কাহাকেও কাহাকেও গর্জন ও ভ্রমণদ্বারা এবং অগ্ন্যাগ্ন প্রমথসৈন্যদিগকে নিশ্বাস বায়ুদ্বারা ভূতলে নিপাতিত করিল ।

মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৩৮ )

অর্থ।—স: অসুর: ( সেই মহিষাসুর ) প্রমথ-অনীকং ( প্রমথসৈন্যগণকে ) নিপাত্য ( নিপাতিত করিয়া ) মহাদেব্যা: ( মহাদেবীর ) সিংহং হস্তং ( সিংহকে বধ করিতে ) অভ্যধাবত ( ধাবিত হইল ) । তত: ( তখন ) অশ্বিকা কোপং চক্রে ( ক্রোধ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—প্রমথ-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া সেই অসুর মহাদেবীর সিংহকে বধ করিতে ধাবিত হইল । তাহাতে অশ্বিকা ক্রোধ করিলেন ।

মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৩৮ )

অর্থ।—মহাবীৰ্য্য: স: অপি ( মহাবলশালী সেই মহিষাসুর ও ) কোপাং ( ক্রোধ হেতু ) খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতল: ( খুরে: ক্ষুণ্ণ বিদীর্ণং মহীতলং যেন স:, খুরাঘাতে ভূতল বিদীর্ণ



করিতে করিতে) শৃঙ্গাভ্যাং (শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা) উচ্চান্ পর্বতান্ (উচ্চ পর্বতসমূহ) চিক্ষেপ  
চ (নিক্ষেপ করিল) ননাদ চ (এবং গর্জন করিল)।

**অনুবাদ।**—মহাবলশালী সেই অশুরও ক্রোধভরে খুরাঘাতে ভূতল  
বিদীর্ণ করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বারা উচ্চ পর্বত সমূহ নিক্ষেপ পূর্বক গর্জন করিতে  
লাগিল।

মন্ত্র ২৬ (পৃ: ৩৮)

**অর্থ।**—তত্ত্ব (ঐ মহিষাসুরের) বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা [সতী] (বেগেন যদ্  
ভ্রমণং তেন ক্ষুণ্ণা সম্পিষ্টা সতী, বেগে ভ্রমণ হেতু পিষ্ট হইয়া) মহী (পৃথিবী) ব্যাধীযত  
(বিশীর্ণ হইল) লাদ্ল লেন চ (এবং লাদ্ল দ্বারা) আহতঃ [সন্] (তাড়িত হইয়া) অন্ধিঃ  
(সমুদ্র) সর্বতঃ (সকল দিক্) প্লাবয়ামাস (প্লাবিত করিল)।

**অনুবাদ।**—তাহার সবেগ ভ্রমণে পিষ্ট হইয়া পৃথিবী বিশীর্ণ হইল  
এবং লাদ্ল লাঘাতে আহত হইয়া সমুদ্র সর্বস্থান প্লাবিত করিল।

মন্ত্র ২৭ (পৃ: ৩৮)

**অর্থ।**—ঘনাঃ চ (এবং মেঘসমূহ) ধূত-শৃঙ্গ-বিভিন্নাঃ [সন্তঃ] (ধূতে কম্পিতে  
যে শৃঙ্গে, তাভ্যাং ভিন্নাঃ বিদীর্ণকৃতাঃ সন্তঃ, কম্পিত শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া) খণ্ড-খণ্ডঃ  
যযুঃ (খণ্ড খণ্ড হইল)। শতশঃ অচলাঃ (শত শত পর্বত) শ্বাস-অনিল-অস্তাঃ [সন্তঃ]  
(শ্বাসা এব অনিলাঃ তৈঃ অস্তাঃ উৎক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ, শ্বাস বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া) নভসঃ  
(আকাশ হইতে) নিপেতুঃ (নিপতিত হইল)।

**অনুবাদ।**—তাহার কম্পিত শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া মেঘসমূহ খণ্ড খণ্ড  
হইয়া গেল। শত শত পর্বত নিশ্বাস বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ হইতে  
পতিত হইতে লাগিল।

মন্ত্র ২৮, (পৃ: ৩৮)

**অর্থ।**—ইতি (উক্ত প্রকারে) ক্রোধ-সমাপ্নাতং (ক্রোধেন সমাপ্নাতম্ উদ্দীপ্তং,  
ক্রোধে উদ্দীপিত) মহাস্বরং (মহাস্বরকে) আপতন্তং দৃষ্ট্বা (আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া)  
তদা (তখন) সা চণ্ডিকা (সেই চণ্ডিকা দেবী) তদ্-বধায় (তাহার বধের নিমিত্ত) কোপম্  
অকরোৎ (ক্রোধ করিলেন)।



অনুবাদ।—ক্রোধোদীপ্ত মহাসুরকে এই প্রকারে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তাহার বধের নিমিত্ত ক্রোধ করিলেন।

চিঞ্জনী ।

চণ্ডিকা—চণ্ডী+স্বার্থে কণ্ টাপ্। চড়ি কোপে, চণ্ডতে চণ্ডতি বা চণ্ডিকা (শান্তনবী টাকা)। চড়ি খাতু ক্রোধ করা অর্থে প্রযুক্ত হয়। যিনি ক্রোধ করেন তিনিই চণ্ডী বা চণ্ডিকা। ভগবতী চণ্ডিকার ক্রোধকে সকলেই ভয় করে। ভুবনেশ্বরী সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

যদ্ ভয়াদ্ বাতি বাতো হয়ঃ সূর্য্যো ভীত্যা চ গচ্ছতি ।

ইন্দ্রাগ্নিমুত্যব স্তদ্বৎ সা দেবী চণ্ডিকা স্মৃতা ॥

যাঁহার ভয়ে এই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য ভীত হইয়া গমন করিতেছে, তদ্রূপ ইন্দ্র, অগ্নি এবং যমও স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করিতেছে সেই দেবাই চণ্ডিকা নামে অভিহিতা হন।

মন্ত্র ২৯, ( পৃ: ৩৮ )

অর্থার্থ।—সা (সেই চণ্ডিকা) বৈ তন্ত্ৰ [ উপরি ] ( তাহার অর্থাৎ মহিষাসুরের উপরে ) পাশং ক্ষিপ্ত্। ( পাশ নিক্ষেপ করিয়া ) তং মহাসুরং (সেই মহাসুরকে (বন্ধ (বাঁধিলেন)। সঃ অপি (সেই মহিষাসুরও) মহা-মুখে (মহাযুদ্ধে) বদ্ধঃ [ সন্ ] (বদ্ধ হইয়া) মাহিষং রূপং (মহিষের মূর্ত্তি) তত্যাঙ্গ (ত্যাগ করিল)।

অনুবাদ।—দেবী মহিষাসুরের উপরে পাশ নিক্ষেপ করিয়া ঐ মহাসুরকে বন্ধন করিলেন। সেও মহাযুদ্ধে বদ্ধ হইয়া মহিষের মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিল।

মন্ত্র ৩০, ( পৃ: ৩৮ )

অর্থার্থ।—ততঃ (অনন্তর) সঃ (সেই মহিষাসুর) সত্তঃ (তৎক্ষণাৎ) সিংহঃ অভবৎ (সিংহ হইল)। অশ্বিকা যাবৎ (যখন) তন্ত্ৰ ( তাহার অর্থাৎ সিংহের ) শিরঃ (মস্তক) ছিনত্তি (ছিন্ন করিলেন) তাবৎ (তখন) খড়্গ-পাণিঃ পুরুষঃ (অসিধারী এক পুরুষ) অদৃশ্যত (দৃষ্ট হইল)।

অনুবাদ।—মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল। অশ্বিকা যেই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, অমনি সে খড়্গধারী পুরুষরূপে দৃষ্ট হইল।



মন্ত্র ৩১, ( পৃ: ৩৮ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( তৎপর ) দেবী আশু এব ( শীঘ্রই ) সায়কৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) খড়্গ-চর্মণা সার্ব্জ ( খড়্গ ও ঢাল সহিত ) তং পুরুষং ( সেই পুরুষকে ) চিচ্ছেদ ( ছেদন কারলেন )। ততঃ ( তখন ) সঃ ( সেই মহিষাসুর ) মহাগজঃ অভূং ( প্রকাণ্ড হস্তীরূপে পার্ণগত হইল )।

অনুবাদ।—তৎপর দেবী শীঘ্রই বাণদ্বারা খড়্গা চর্ম সহিত সেই পুরুষকে ছেদন করিলেন। তখন সে প্রকাণ্ড হস্তীরূপে পার্ণগত হইল।

মন্ত্র ৩২, ( পৃ: ৩৯ )

অর্থার্থ।—[ সঃ মহাগজঃ ] ( সেই মহাগজ ) করেণ চ ( শুণুদ্বারা ) তং মহাসিংহং ( দেবীবাহন সেই মহাসিংহকে ) চকর্ষ ( আকর্ষণ করিল ) জগর্জ্জ চ ( এবং গর্জন করিল )। দেবী তু ( কিন্তু চণ্ডিকা দেবী ) কর্ষতঃ [মহাগজস্ত] ( আকর্ষণকারী মহাগজের ) করং ( শুণু ) খড়্গেন ( খড়্গ দ্বারা ) নিরকুন্তত ( কর্তন করিলেন )।

অনুবাদ।—সেই মহাগজ শুণুদ্বারা মহাসিংহকে আকর্ষণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। দেবী আকর্ষণকারী মহাগজের শুণুটি খড়্গদ্বারা কর্তন করিলেন।

টিপ্পনী।

মহাসিংহ—দেবীপুরাণে দেবীবাহন সিংহের ধ্যান আছে। তাহাতে জানা যায়, দেবীবাহন ভগবান্ সিংহ সর্বদেবময়। তাঁহার গ্রীবাতে মধুসূদন, শিরে নীলকণ্ঠ, ললাটে পার্বতী, বক্ষস্থলে দুর্গা, করগ্রস্থিসমূহে কাক্তিকেশ, পার্শ্বে নাগসমূহ এবং কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় বিরাজিত। তাঁহার নয়ন যুগলে চন্দ্র ও সূর্য্য, দন্তসমূহে অষ্টবহু, জিহ্বাতে বরুণ, হৃদয়ে চণ্ডিকা, গণ্ডদ্বয়ে যক্ষ ও যম, ওষ্ঠযুগলে সন্ধ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে ইন্দ্র অবস্থিত। তাঁহার গ্রীবা-সন্ধিসমূহে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এবং হৃদয়ে সাধ্যগণ বিद्यমান। তাঁহার প্রাণ-বায়ুতে মাতৃকুল, অপান-বায়ুতে পিতৃকুল, রূপে লক্ষ্মী এবং সূর্য্যরশ্মিতুল্য-কেশদামে বিমলা বিরাজিত। বৈকৃতিক রহস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দেবীবাহন সিংহ সমগ্র ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর ( “সিংহঃ সমগ্র ধর্ম্ম ঈশ্বরম্” )। ইনি চরাচর বিশ্ব ধারণ করেন।



অঙ্ক ৩৩, ( পৃ: ৩২ )

অর্থার্থ।—তত: ( অনন্তর ) মহাসুর: ( মহাসুর মহিষ ) ভূয়: ( পুনরায় ) মহিষ: বপু: ( মহিষের শরীর ) আস্থিত: [ সন্ ] ( গ্রহণ করিয়া ) তথা এব ( পূর্ববৎ ) স-চর-অচর: ( স্থাবর জঙ্গম সহিত ) ত্রৈলোক্যং ( ত্রিভুবন ) ক্ষোভয়ামাস ( ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর মহাসুর পুনরায় মহিষ শরীর ধারণ করিয়া পূর্বের মতই স্থাবর জঙ্গম সহিত ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল।

অঙ্ক ৩৪, ( পৃ: ৩২ )

অর্থার্থ।—তত: ( তৎপর ) জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা [ সতী ] ( ক্রুপিতা হইয়া ) উত্তমং পানং ( উৎকৃষ্ট মধু ) পুন: পুন: পর্ণো ( বারংবার পান করিতে লাগিলেন ), অরুণ-লোচনা চ এব [ সতী ] ( এবং আরক্তনয়না হইয়া ) জহাস ( হাস্য করিতে লাগিলেন )।

অনুবাদ।—তৎপর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুপিতা হইয়া উত্তম মধু পুন: পুন: পান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্তনয়না হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

অঙ্ক ৩৫, ( পৃ: ৩২ )

অর্থার্থ।—স: অসুর: অপি ( সেই মহিষাসুরও ) বল-বীৰ্য্য-মদ-উদ্ধত: ( বলং সামর্থ্যং, বীৰ্য্যম্ উৎসাহঃ, তাভ্যা: মদ: গর্ভঃ, তেন উদ্ধত: উচ্ছৃঙ্খল: সন্; বল ও বীৰ্য্যের গর্বে উদ্ধত হইয়া ) ননর্দ চ ( গর্জন করিল ), বিধাণাভ্যাং চ ( এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা ) চণ্ডিকাং প্রতি ( চণ্ডিকার প্রতি ) ভূধরান্ ( পর্বতসমূহ ) চিক্ষেপ ( নিক্ষেপ করিল )।

অনুবাদ।—বল বীৰ্য্যগর্বে উদ্ধত হইয়া সেই অসুরও গর্জন করিতে লাগিল এবং শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বত সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অঙ্ক ৩৬, ( পৃ: ৩২ )

অর্থার্থ।—সা চ ( সেই চণ্ডিকা দেবীও ) তেন প্রহিতান্ ( মহিষাসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ) তান্ ( সেই সকল পর্বত ) শর-উৎকরৈ: ( বাণসমূহ দ্বারা ) চূর্ণয়ন্তী ( চূর্ণ করিতে করিতে ) মদ-উদ্ধূত-মুখ-রাগা [ সতী ] ( মদেন উদ্ধূত: অতিশয়িত: মুখস্ত রাগ: রক্তিমায়ন্তা: সা, মধুপানে সমধিক আরক্তবদনা হইয়া ) তং ( তাহাকে অর্থাৎ মহিষাসুরকে ) আকুল-অঙ্গরম্ ( অশ্লিষ্ট বাক্যে ) উবাচ ( কহিলেন )।



অনুবাদ—চণ্ডিকা দেবীও মহিষাসুর কর্তৃক নিষ্কিণ্ণ ঐ পর্বতগুলি  
বাণদ্বারা চূর্ণ করিতে করিতে মধুপানে সমধিক আরক্তবদন হইয়া তাহাকে  
অস্পষ্ট বাক্য কহিলেন।

মন্ত্র ৩৭-৩৮, ( পৃ: ৩২ )

অর্থ—দেবী উবাচ ( চণ্ডিকা কহিলেন ),—মৃচ্ ( ওরে মূর্খ ! ) অহং ( আমি )  
যাবৎ ( যতক্ষণ ) মধু পিবামি ( মধু পান করি ) [ তাবৎ ] ক্ষণং ( ততক্ষণ ) গর্জ্জ-গর্জ্জ  
( গর্জন করিতে থাক ) । ময়া ( আমা কর্তৃক ) স্মৃণি হতে ( তুই নিহত হইলে ) অত্রএব  
( এইস্থানেই ) আস্ত ( শীঘ্র ) দেবতাঃ ( দেবগণ ) গর্জ্জিগ্ৰস্তি ( গর্জন করিবেন ) ।

অনুবাদ—দেবী কহিলেন, ওরে মূর্খ ! আমি যতক্ষণ মধুপান  
করিতেছি ততক্ষণ তুই গর্জন করিতে থাক । আমি তোকে নিহত করিলে  
এই স্থানেই দেবগণ সত্বর গর্জন করিবেন ।

টিপ্পনী ।

মধু—মধুক পুষ্পজাত:মজ্জ ।

### [ মহিষাসুর বধ ]

মন্ত্র ৩৯-৪০, ( পৃ: ৩২ )

অর্থ—ঋষিঃ উবাচ ( মেধস্ ঋষি মহারাজ সুরথকে কহিলেন ),—স। ( সেই  
দেবী ) এবম্ উক্ত। ( এইরূপ বলিয়া ) সমুৎপত্তা ( লক্ষ প্রদান করিয়া ) তং মহাসুরম্ ( সেই  
মহিষাসুরের উপর ) আকৃতা [ সতী ] ( আরোহণ করিয়া ) পাদেন ( পদ দ্বারা ) কণ্ঠে চ  
( কণ্ঠ দেশে ) আক্রম্য ( নিপীড়ন করিয়া ) এনং ( ইহাকে অর্থাৎ মহিষাসুরকে ) শূলেন  
( শূল দ্বারা ) অতাড়য়ৎ ( তাড়না করিলেন ) ।

অনুবাদ—ঋষি কহিলেন, দেবী এইরূপ বলিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক  
সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা কণ্ঠদেশে নিপীড়ন করত  
ইহাকে শূলদ্বারা তাড়না করিলেন ।



মন্ত্র ৪১, ( পৃ: ৩৯ )

অর্থার্থ—ততঃ ( অনন্তর ) সঃ অপি ( সেই মহিষাসুরও ) তন্মা ( ঐ দেবী কর্তৃক ) পদ-আক্রান্তঃ [ সন্ ] ( পদদ্বারা নিপীড়িত হইয়া ) নিজ-মুখাং ( নিজ মুখ হইতে ) অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব ( অর্দ্ধ শরীর মাত্র নির্গত হইয়াই ) ততঃ ( তখন ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) অতি-বীর্যেণ ( অতিশয় তেজ দ্বারা ) সংবৃতঃ ( নিরুদ্ধ হইল ) ।

অনুবাদ—অনন্তর মহিষাসুরও দেবী কর্তৃক পদদ্বারা নিপীড়িত হইয়া নিজ মুখ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র দেবীর অমিত তেজে নিরুদ্ধ হইয়া গেল ।

মন্ত্র ৪২, ( পৃ: ৪০ )

অর্থার্থ—অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব ( অর্দ্ধ নির্গত হইয়াই ) অসৌ মহাসুরঃ ( ঐ মহিষাসুর ) যুধ্যমানঃ ( যুদ্ধ করিতে করিতে ) তন্মা দেব্যা ( সেই দেবী কর্তৃক ) মহা-অসিনা ( মহা খড়্গদ্বারা ) শিরঃ ছিন্ধা ( মস্তক ছিন্ন হইয়া ) নিপাতিতঃ ( ভূতলে পাতিত হইল ) ।

অনুবাদ—অর্দ্ধ নির্গত হইয়াই সেই মহাসুর যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী কর্তৃক মহাখড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পাতিত হইল ।

টিপ্পনী ।

ভগ্না দেব্যা—শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় তদীয় “গুপ্তবতী” টীকাতে বলেন, ভগবতী চণ্ডিকা মধুপান দ্বারা রাজসী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তিতেই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ।

মন্ত্র ৪৩, ( পৃ: ৪০ )

অর্থার্থ—ততঃ ( অনন্তর ) হাহাকৃতং ( হাহাকার করিতে করিতে ) তৎ সর্কং দৈত্য-সৈন্যং ( সেই সমুদয় অসুর সৈন্য ) ননাশ ( পলায়ন করিল ) । সকলাঃ দেবতা-গণাঃ চ ( এবং সমস্ত দেবতাগণ ) পরং ( অতিশয় ) প্রহর্ষং ( আনন্দ ) জগ্মুঃ ( প্রাপ্ত হইলেন ) ।

অনুবাদ—অনন্তর সেই সমুদয় দৈত্যসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং সমস্ত দেবতাগণ অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ।



মন্ত্র ৪৪, ( পৃ: ৪০ )

অর্থঃ—স্বরাঃ ( দেবগণ ) দিব্যৈঃ ( স্বর্গস্থিত ) মহর্ষিভিঃ সহ ( নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সহিত ) তাং দেবীং ( সেই দেবীকে ) তুষ্টুযুঃ ( স্তব করিলেন ) । গন্ধর্ব্ব-পতয়ঃ ( বিখ্যাত প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ ), জগুঃ ( গান করিলেন ), অঙ্গরোগণাঃ চ ( এবং উর্কশী প্রভৃতি অঙ্গরোগণ ) ননুভুঃ ( নৃত্য করিলেন ) ।

অনুবাদঃ—দেবগণ স্বর্গস্থিত মহর্ষিগণ সহিত সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্বপতিগণ গান এবং অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্র অধিকার সম্বন্ধীয়  
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধ নামক তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত ।



## চতুর্থ অধ্যায় ।

শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি ।

অঙ্ক ১—২ ( পৃ: ৪০ )

অঙ্কস্বার্থ ।—ঋষি: ( মেধসু ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ! সুরথকে ) কহিলেন,—  
অতিবীর্যো ( অতিশয় বলশালী ) দুরাঅনি তস্মিন্ ( সেই দুৰ্বৃত্ত মহিষাসুর ) সুর-অরি-  
বলে চ ( এবং অসুর সৈন্য ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) নিহতে ( নিহত হইলে ) শক্র-আদয়ঃ  
( ইন্দ্রাদি ) সুরগণাঃ ( দেবগণ ) প্রণতি-নম্র-শিরোধর-অংসাঃ ( প্রণত্যা নম্রাঃ শিরোধরাঃ  
গ্রীবাঃ অংসাঃ স্কন্ধাঃ চ যেষাং তে ; প্রণতি দ্বারা ষাঁহাদের গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত হইয়াছিল,  
এইরূপ ) প্রহর্ষ-পুলক-উদগম-চারু-দেহাঃ ( প্রহর্ষণ পুলকঃ রোমাঞ্চঃ, তস্ম উদগমঃ সঞ্চারঃ,  
তেন চারবঃ মনোজ্ঞাঃ দেহাঃ যেষাং তে ; অত্যন্ত আনন্দ জনিত রোমাঞ্চ সঞ্চার হেতু ষাঁহাদের  
দেহ রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এইরূপ ) [ সন্তঃ ] ( হইয়া ) বাগ্ভিঃ ( বিবিধ বাক্য দ্বারা )  
তাং ( সেই দেবীকে ) তুষ্টু: ( স্তব করিতে লাগিলেন ) ।

অঙ্কবান্দ ।—ঋষি কহিলেন,—অতিশয় শক্তিশালী সেই দুৰ্বৃত্ত মহিষা-  
সুর এবং অসুর সৈন্য দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ গ্রীবা ও স্কন্ধ  
আনত করিয়া প্রণাম পূর্বক তাঁহাকে বিবিধ বাক্য দ্বারা স্তব করিতে  
লাগিলেন ; অত্যন্ত আনন্দজনিত রোমাঞ্চ সঞ্চারে তাঁহাদের দেহ রমণীয় হইয়া  
উঠিয়াছিল ।

টিপ্পনী ।

সুরগণাঃ—“সহ দিৈব্যঃ মহর্ষিভিঃ” পূর্বাধ্যায়ের শেষ মন্ত্ৰের ( ৩৪৪ ) এই অংশটি  
এই স্থলে অধ্যাহার করিতে হইবে । ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নারদাদি মহর্ষিরাও দেবীর  
স্তব করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই স্তবটি দেবগণও মহর্ষিগণ কর্তৃক  
স্তুত হইয়াছিল । “মহিষাস্তকরী-স্বক্ৰং দৃষ্টং দেবৈ মর্ষিভিঃ ।”

অঙ্ক ৩, ( পৃ: ৪০ )

অঙ্কস্বার্থ ।—নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্যা ( নিঃশেষাঃ সমগ্রাঃ যে দেবগণাঃ,  
তেষাং শক্তিসমূহঃ এব মূর্তিঃ যস্তাঃ তয়া ; সমস্ত দেবগণের শক্তি সমষ্টি ষাঁহার মূর্তি,



তৎকর্তৃক ) যয়া দেব্যা ( যেই দেবী কর্তৃক ) আত্ম-শক্ত্যা ( আপন শক্তি প্রভাবে ) ইদং জগৎ ( এই ব্রহ্মাণ্ড ) ততং ( ব্যাপ্ত ), অখিল-দেব-মহর্ষি-পূজ্যাং ( অখিলাঃ সমগ্রাঃ দেবাস্ত মহর্ষয়শ্চ, তৈঃ পূজ্যাম্; সকল দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া ) তাম্ অধিকাং ( সেই জগন্মাতাকে ) ভক্ত্যা ( ভক্তিপূর্বক ) [ বয়ং ] ( আমরা ) নতাঃ স্ব ( প্রণাম করিতেছি ) । সা ( তিনি ) নঃ ( আমাদের ) শুভানি ( সর্ববিধ মঙ্গল ) বিদধাতু ( বিধান করুন ) ।

অনুবাদ—যেই দেবী আপন শক্তি প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সমস্ত দেবগণের শক্তি সমষ্টি যাঁহার মূর্তিস্বরূপ, যিনি সমুদয় দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই জগন্মাতাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি । তিনি আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন ।

টিপ্পনী ।

স্ম—অব্যয় ; অতীত অর্থে, অস্মৎ অর্থে এবং পাদ পুরণে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

মন্ত্র ৪, ( পৃঃ ৪১ )

অর্থার্থ—ভগবান্ অনন্তঃ ( বিষ্ণু ) ব্রহ্মা হরঃ চ ( ব্রহ্মা এবং শিব ) যন্তাঃ ( যেই দেবীর ) অতুলং ( অতুলনীয় ) প্রভাবং ( মাহাত্ম্য ) বলং চ ( এবং শক্তি ) বক্তুং ( বর্ণনা করিতে ) ন হি অলং ( সমর্থ নহেন ), সা চণ্ডিকা ( সেই চণ্ডিকা দেবী ) অখিল-জগৎ-পরিপালনায় ( সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালনের নিমিত্ত ) অশুভ-ভয়ন্ত চ ( এবং অমঙ্গলজনিত ভয়ের ) নাশায় ( বিনাশের নিমিত্ত ) মতিং করোতু ( ইচ্ছা করুন ) ।

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব যাঁহার অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও শক্তি বর্ণনা করিতে অসমর্থ, সেই চণ্ডিকা দেবী সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালন এবং অমঙ্গল জনিত ভয় বিনাশে ইচ্ছা করুন ।

মন্ত্র ৫, ( পৃঃ ৪১ )

অর্থার্থ—বা ( যেই দেবী ) স্ব-কৃতিনাং ( পুণ্যশীলদিগের ) ভবনেষু ( গৃহে ) স্বয়ং শ্রীঃ ( লক্ষ্মীস্বরূপা ), পাপ-আত্মনাং ( পাপাত্মাদের ) [ ভবনেষু ] ( গৃহে ) অলক্ষ্মীঃ ( অলক্ষ্মী স্বরূপা ), কুত-ধিয়াং ( নির্মলবুদ্ধ ব্যক্তিগণের ) হৃদয়েষু ( অন্তঃকরণে ) বুদ্ধিঃ ( সুবুদ্ধিরূপিনী ), সতাং ( সজ্জনগণের ) শ্রদ্ধা ( আস্থিক্য বুদ্ধিরূপিনী ), কুল-জন-প্রভবস্ত



(সংকুল জাত ব্যক্তিদের) লজ্জা (অকার্য্য করিতে কুষ্ঠারূপিণী), তাং স্বাং (সেই তোমাকে) [বয়ং] (আমরা) নতাঃ স্ব (প্রণাম করি)। দেবি! (হে দেবি চণ্ডিকে) বিশ্বং (জগৎ) পরিপালয় (প্রতিপালন কর)।

অনুবাদ—যিনি পুণ্যশীলগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী এবং পাপাত্মাদের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে অবস্থান করেন, যিনি নির্মলচেতা ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সুবুদ্ধিরূপিণী, যিনি সজ্জনদের শ্রদ্ধা এবং সংকুলজাত ব্যক্তিদের লজ্জাস্বরূপা, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি বিশ্ব প্রতিপালন কর।  
টিপ্পনী।

অলক্ষ্মীঃ—ইহার নামান্তর নির্ধতি বা জ্যোষ্ঠা দেবী। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, সমুদ্রমন্ডনে অলক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, দ্বিভুজা, কৃষ্ণবসনা, লোহাভরণ ভূষিতা, শর্করা চন্দন চর্চিতা, সম্ভারজ্ঞানী হস্তা ও গর্দভারূঢ়া। কলহ ইহার প্রিয়, দারিদ্র্য ইহার সহচর, অনাচার-বহুল গৃহ ইহার প্রিয় বাসস্থান। দীপাশ্রিতা অমাবস্তার প্রদোষে গোময় পুত্তলিকায় কৃষ্ণপুষ্পে বাম হস্তে ইহার পূজার বিধান আছে। সূৰ্প (কুলো) বাস্তের সহিত প্রদোষে বা নিশীথে ইহার বিসর্জন করিতে হয়।

শ্রদ্ধা—আস্তিক্য বুদ্ধি (নাগোজী)। বেদার্থে দৃঢ় প্রত্যয় (তত্ত্ব প্রকাশিকা)।

কৃত-ধিরাং—কৃতে পুণ্যে বিহিতে কর্ম্মণি বা বুদ্ধিঃ ধেবাং তেবাং (কাশীনাথঃ)। কৃত শব্দটি পুণ্য ও সত্যযুগ অর্থে প্রযুক্ত হয়। “কৃতং পুণ্যে যুগে ইপি চ।”

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, দেবী লক্ষ্মী অলক্ষ্মী, সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি, শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, লজ্জা অলজ্জা অর্থাৎ দৈবী সম্পৎ ও আসুরী সম্পৎরূপে জীবহৃদয়ে বিরাজিত আছেন। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

স্বধঃ হৃঃখঃ ভবো হ ভাবো ভয়ঙ্কাতয়মেব চ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিতপো দানং যশোহৃষণঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত এব পৃথগ্ধিবাঃ ॥ ১০।৪-৫

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, স্বধ, হৃঃখ, ভব (উৎপত্তি), অভাব (নাশ), ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, কীৰ্ত্তি, অকীৰ্ত্তি—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণিগণের (স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে) আমা হইতেই উৎপন্ন হয়।



মন্ত্র ৬, ( পৃ: ৪১ )

অর্থার্থ।—[ হে ] দেবি ! তব ( তোমার ) এতদ্ ( এই ) অচিন্ত্যং ( অচিন্তনীয় ) রূপং ( রূপ ) কিং বর্ণয়াম ( কি প্রকারে বর্ণনা করিব ? ) কিঞ্চ ( আবার ) অমুর-ক্ষয়-কারি ( অমুর বিনাশকারী ) ভূরি ( প্রচুর ) অতিবীৰ্য্যং ( অমিত শক্তি ), কিঞ্চ ( অধিকন্তু ) অমুর-দেব-গণ-আদিকেষু ( অমুর, দেবতা, প্রমথ সৈন্য প্রভৃতির মধ্যে ) আহবেষু ( যুদ্ধে ) তব ( তোমার ) যানি ( যে সকল ) অতি-চরিতানি ( অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ ) [ তানি কিং বর্ণয়াম ] ( তাহা কিরূপে বর্ণনা করিব ? ) ।

অনুবাদ।—হে দেবি ! তোমার এই অচিন্তনীয় রূপ আমরা কি প্রকারে বর্ণনা করিব ? তোমার অমুর নাশকারী বিপুল অমিত বীৰ্য্য এবং সমস্ত দেবতা, অমুর, প্রমথ সৈন্য প্রভৃতির মধ্যে রণক্ষেত্রে তোমার যে অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ—তাহাই বা কি প্রকারে বর্ণনা করিব ?

টিপ্পনী ।

দেবীর রূপ, বীৰ্য্য এবং চরিত—এ সমস্তই বর্ণনার অতীত ।

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ৪১ )

অর্থার্থ।—ঈং ( তুমি ) সমস্ত-জগতাং ( সমুদয় বিশ্বের ) হেতুঃ ( মূল কারণ ) । ত্রিগুণা অপি ( সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী হইলেও ) দোষৈঃ ( রাগ ঘেবাদি দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ কষ্টক ) ন জায়সে ( জাত হওনা ) । হরি-হর-আদিভিঃ অপি ( বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দ্বারাও ) অপারা ( অনধিগম্য ) । [ ঈং ] ( তুমি ) সৰ্ব্ব-আশ্রয়া ( অবলম্বন স্বরূপা ) । ইদং ( এই ) অখিলং ( সমগ্র ) জগৎ [ তব ] ( তোমার ) অংশ-ভূতম্ ( একাংশ মাত্র ) ঈং হি ( তুমিই ) অব্যাক্ততা ( বিকার রহিতা ) আত্মা ( প্রথমা ) পরমা প্রকৃতিঃ ( মূল প্রকৃতি ) ।

অনুবাদ।—তুমি সমুদয় বিশ্বের মূল কারণ । ত্রিগুণময়ী হইলেও দোষযুক্ত জীবগণের তুমি অজ্ঞেয়া, এমন কি হরি-হরাদিরও তুমি অনধিগম্য । তুমি সকলের আশ্রয় স্বরূপা । এই সমুদয় বিশ্ব তোমার অংশ মাত্র । তুমিই বিকার রহিতা, আদিভূতা পরমা প্রকৃতি ।



চতুর্থ অধ্যায় ]

শাক্তাদিকৃত দেবীস্তুতি

২৬১

টিপ্পনী ।

ত্রিগুণা—তুমি রজোগুণে ব্রাহ্মী শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টি কর, সত্ত্বগুণে বৈষ্ণবী শক্তিরূপে পালন কর এবং তমোগুণে মাহেশ্বরী শক্তিরূপে জগৎ সংহার করিয়া থাক । ( শাস্ত্রনবী )

দোষৈঃ ন জ্ঞায়সে—তুমি ত্রিগুণা মূর্তিতে জগৎরূপে প্রতিভাত । তুমিই যদি জগৎ, তুমিই যদি নামরূপ তবে কেন তোমাকে জীব জানিতে পারে না ? যেহেতু তাহাদের চিত্ত রাগদ্বेषাদি দোষযুক্ত ।

অপারী—অনধিগত-স্বরূপা ( তব প্রকাশিকা ) ।

অংশভূতম্—তোমার এক অংশ মাত্র জগৎ আকারে অভিব্যক্ত । ঋতি বলেন, “পাদোহস্তা বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্তাহমৃতং দিবি।” ( ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৩ ) সমস্ত জীব এই পরম পুরুষের পাদ অর্থাৎ এক-চতুর্থংশ মাত্র । তাঁহার অবশিষ্ট অমৃতময় ত্রিপাদ স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যাতীত । গীতাতে উক্ত হইয়াছে, “বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ” । ( ১০।৪২ ) আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ।

অব্যাকৃতা—ষড়্‌বিধ-বিকার-রহিতা ( নাগোজী ) । জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরীণাম্, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্‌বিধ বিকার তোমাতে নাই । কোন কোন টীকাকারের মতে অব্যাকৃতা = অব্যক্তা ।

পারমা—পরঃ আত্মা মীয়তে জীবভাবেন বিচ্ছিন্নতে যয়া সা ( নাগোজী ) । যাহা দ্বারা অবচ্ছেদ শূন্য পরমা আত্মা জীব ভাবে অবচ্ছিন্ন হন তিনি “পরমা” ।

প্রকৃতিঃ—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতির লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥

গুণে প্রকৃষ্টসম্বেষ্টে প্রশম্ভো বর্ত্ততে ঋতৌ ।

মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শম্ভস্তমসি স্মৃতঃ ॥

ত্রিগুণাস্বরূপা যা সৰ্ব্বশক্তিসমম্বিতা ।

প্রধানং সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥

প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টেরাজ্ঞা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ ১।৫-৮



‘প্র’ শব্দে প্রকৃষ্টার্থ বুঝায় এবং ‘কৃতি’ শব্দের অর্থ সৃষ্টি। অতএব সৃষ্টি কার্যে যেই দেবী প্রকৃষ্টা তিনিই “প্রকৃতি” নামে অভিহিতা হন। ঋতিতে ‘প্র’ শব্দে প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ, ‘কৃ’ শব্দে রজোগুণ, ‘তি’ শব্দে তমোগুণ—এইরূপ কথিত হইয়াছে। সুতরাং যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, সর্বশক্তি সম্পন্না এবং সৃষ্টি ব্যাপারে প্রধানা তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। ‘প্র’ শব্দের অর্থ প্রথম এবং ‘কৃতি’ শব্দের অর্থ সৃষ্টি; অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা তিনিই প্রকৃতি।

মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৪১ )

অর্থার্থ।—[ হে ] দেবি। সকলেষু মথেষু ( সমস্ত যজ্ঞে ) যশ্চাঃ ( যে মন্ত্রের ) সমুদীরণেন ( সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা ) সমস্ত-স্বরতা ( সকল দেবতা ) তৃপ্তিং প্রয়াতি ( তৃপ্তি লাভ করেন ), [ সা ] বৈ স্বাহা ( সেই স্বাহা মন্ত্র ) [ ত্বম্ ] অসি ( তুমি হও )। [ স্বঃ ] ( তুমি ) পিতৃগণস্ত ( পিতৃগণের ) তৃপ্তি-হেতুঃ ( তৃপ্তির কারণ ) স্বধা চ ( স্বধা মন্ত্র )। অতঃ এব ( এই কারণেই ) জনৈঃ ( জনগণ কর্তৃক ) ত্বম্ ( তুমি ) উচ্চাৰ্য্যসে ( স্বাহা ও স্বধা মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হও )।

অনুবাদ।—হে দেবি। সমস্ত যজ্ঞে যে মন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণদ্বারা নিখিল দেববৃন্দ তৃপ্তি লাভ করেন তুমি সেই স্বাহা। পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ স্বধাও তুমি। এই কারণেই জনগণ কর্তৃক তুমি ( স্বাহা ও স্বধারূপে ) উচ্চারিত হইয়া থাক।

টিপ্পনী।

দেবী দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাধন স্বরূপ হইয়া জগদ্ব্যাক্রান্তা নিষ্পাদনের হেতু হইয়া থাকেন। বৈদিক কৰ্মকাণ্ডের হেতুভূতা হইয়া তিনিই জীবকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ প্রদান করেন। জ্ঞানকাণ্ডের সাধন স্বরূপিণী হইয়াও তিনিই জীবকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, পরবর্তী মন্ত্রে তাহা বলা হইতেছে।

মন্ত্র ৯, ( পৃ: ৪২ )

অর্থার্থ।—[ হে ] দেবি। যা ( যে বিদ্যা ) যুক্তি-হেতুঃ ( যুক্তির কারণ ), অবিচিন্ত্য-মহাব্রতা চ ( অবিচিন্ত্য মহাব্রতং যশ্চাঃ, দুঃসাধ্য ব্রহ্মচর্যাাদি মহাব্রত যে বিদ্যার সাধন ) [ স্বঃ ] হি ( তুমিই ) সা ( সেই ) ভগবতৌ পরমা বিদ্যা ( ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী ) অসি ( হও )। [ অতঃ ] ( এই জন্য ) স্নিয়ত-ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব-সারৈঃ ( স্নিয়তানি ইন্দ্রিয়ানি



যৈঃ তে স্থনিয়তেঙ্গিয়াঃ। তৎসং সারঃ যেষাং তে তৎসারাঃ। যাহারা সংযতেঙ্গিয় ও তৎসনিষ্ঠ তাঁহাদের দ্বারা) অন্ত-সমস্ত-দোষৈঃ (অস্তাঃ বিনষ্টাঃ সমস্তাঃ দোষাঃ যেষাং তৈঃ। যাহাদের সমস্ত দোষ বিনষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের দ্বারা) মোক্ষ-অর্থিভিঃ মুনিভিঃ (মুমুক্শু মুনিগণ কর্তৃক) [ত্বম্] অভ্যাসসে (তুমি অভ্যাস বা সাধনার বিষয়ীভূতা হইয়া থাক)।

অনুবাদ।—হে দেবি! যে বিদ্যা মুক্তির হেতুস্বরূপা, যাহা অচিন্তনীয় মহাব্রত আচরণ দ্বারা প্রাপ্য, তুমিই সেই ভগবতী পরমা ব্রহ্মবিদ্যা। সংযতেঙ্গিয়, তৎসনিষ্ঠ, সমস্তদোষবর্জিত মুমুক্শু মুনিগণ তোমার সাধনা করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

অবিচিন্ত্য-মহাব্রত।—পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি ব্রতকে “যম” বলে। উক্ত পঞ্চবিধ যম-সাধনা যদি জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয় অর্থাৎ অবিশ্রান্তরূপে অলুপ্তিত হয় এবং সকল অবস্থাতেই স্থস্থির থাকে তাহা হইলে তাহা “মহাব্রত” বলিয়া গণ্য হয়। “অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ। জাতি-দেশ-কাল-সময়াবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।” (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ ৩০-৩১)

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে সাধককে অহিংসাদি পঞ্চ মহাব্রত নিয়ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে অলুপ্তান করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, এমন কি অচিন্তনীয়। এই কারণে ঋতি ব্রহ্মলাভের পথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দ্রবতয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।” (কঠোপনিষৎ, ৩।১৪)। ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দ্রবতীক্রমণীয়, তেমনি সেই পথকে ও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়া থাকেন।

স্থনিয়তেঙ্গিয়-ভক্তসারৈঃ—যাহারা জিতেঙ্গিয় এবং ব্রহ্মকেই একমাত্র সারবস্তু বলিয়া জারেন, তাঁহারা ই ব্রহ্মবিদ্যার সাধনাকরিয়্য থাকেন।

ভগবতী—ভগবৎপ্রাপ্তি সাধনভূতা (তৎ প্রকাশিকা)।

মন্ত্র ১০, (পৃঃ ৪২)

অন্বয়ার্থ।—[ত্বম্] (তুমি) শব্দ-আত্মিকা (শব্দব্রহ্মস্বরূপা), সুবিমল-স্বক-যজুর্বাং (সুনির্মল স্বক ও যজুঃ মন্ত্রসমূহের) উদ্গীত-রম্য-পদপাঠবতাং (প্রণবযুক্ত ও রমণীয় পদপাঠযুক্ত) সান্নাং চ (সামমন্ত্র সমূহেরও) নিধানম্ (আশ্রয়)। [ত্বম্] (তুমি) ত্রয়ো



(বেদত্রয় রূপিণী), দেবী (দ্যোতনশীলা, জ্যোতির্ষ্ময়ী), ভগবতী (সর্বৈশ্বর্যযুক্তা), ভব-ভাবনায় (সংসার স্থিতি রক্ষার নিমিত্ত) বার্তা (কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি স্বরূপা), সর্বজগতাং (সমস্ত জগতের) পরম-আর্তি-হন্ত্রী চ (পরম দুঃখনাশিনী)।

**অনুবাদ।**—তুমি শব্দব্রহ্ম স্বরূপিণী, তুমি সুনির্মল ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্র সমূহের এবং প্রণবযুক্ত ও রমণীয় পদপাঠযুক্ত সামমন্ত্র সমূহের আশ্রয়। তুমি বেদত্রয় রূপিণী, দীপ্তিশীলা এবং সর্বৈশ্বর্যময়ী। সংসারস্থিতি রক্ষার নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তিরূপা এবং সমস্ত জগতের পরম দুঃখ নাশিনী।

**টিপ্পনী।**

পূর্বশ্লোকে পরব্রহ্মরূপিণী দেবীর স্তব করা হইয়াছে, এই শ্লোকে শব্দব্রহ্মরূপিণী দেবীর স্তব করা হইতেছে। দেবী পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম উভয় রূপিণী। ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

যে ব্রহ্মণী হি মন্তব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৫।২০

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম দ্বিবিধ জানিবে। যিনি শব্দব্রহ্মে তৎপরতা লাভ করিতে পারেন তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারেন।

**শব্দাঙ্ঘ্রিকা।**—ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষৎ বলেন,—দেবী ভগবতী অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণাঙ্ক যুক্তি দ্বারা সকল ভুবন, সর্বশাস্ত্র, সমুদয় ছন্দঃ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ভগবতীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। “পঞ্চাশদ্ বর্ণবিগ্রহেণ অকারাদি-ক্ষকারান্তেন ব্যাংগানি ভুবনানি শাস্ত্রাণিচ্ছন্দাংসি ইত্যেবং ভগবতী সর্বং ব্যাপ্নোতি ইত্যেব তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।” (৪।২১) ভক্ত শ্রীরাম প্রসাদ বলেন,—“যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে, কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।”

**সুবিমল।**—বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া, অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ বলিয়া সুবিমল।

**উদ্‌গীথ-রম্য-পদপাঠবতাম্।**—উদ্‌গীথঃ প্রণবঃ তেন রম্যঃ পদপাঠঃ অস্তি যেষাম্। পাঠান্তর,—উদ্‌গীত-রম্য-পদপাঠবতাম্। এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হইবে, উদাত্তাদি-স্বরযোগে গায়মান হওয়াতে বাহ্যর পদ পাঠ সমূহ অতি রমণীয় বোধ হয়, ঐদৃশ সামবেদেরও তুমিই আশ্রয়।



বার্তা—কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এই ত্রিবিধ বৃত্তির আশ্রয়ভূতা বিজ্ঞাকে “বার্তা” বলে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কৃষিবাণিজ্যং তদ্বচ তৃতীয়ং পশুপালনম্।

বিজ্ঞাহেতা মহাভাগ বার্তা বৃত্তিভ্রাশ্রয়াঃ ॥

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৪২ )

অন্ত্যর্থঃ—[ হে ] দেবি! বিদিত-অখিল-শাস্ত্র-সারা ( বিদিত: অখিলানাং শাস্ত্রাণাং সার: যয়া তাদৃশী; যদ্বারা সৰ্বশাস্ত্রের সার জানা যায় সেই ) মেধা ( মেধাক্রপিণী সরস্বতী ) [ ত্বম্ ] অসি ( তুমি হও )। [ ত্বম্ ] ( তুমি ) অসন্ধা ( সন্ধরহিতা, অদ্বিতীয়া ) দুর্গ-ভব-সাগর-নৌ: ( দুর্গ: দুস্তর: য: ভব: সংসার: সাগর ইব তত্র নৌ:, দুর্গম সংসাররূপ সাগরে নৌকাস্বরূপা ) দুর্গা অসি ( হও )। ত্বম্ এব ( তুমিই ) কৈটভ-অরি-হৃদয়-এক-কৃত-অধিবাসা ( কৈটভারে: বিষ্ণো: হৃদয়মেব কৃত: এক: মুখ্য: অধিবাস: যয়া সা, বিষ্ণুর হৃদয়কেই যিনি একমাত্র অধিষ্ঠান ক্ষেত্র করিয়াছেন সেই ) শ্রী: ( লক্ষ্মী ), [ চ ] (এবং) শশি-মৌলি-কৃত-প্রতিষ্ঠা ( শশিমৌলে: হরস্ত কৃত্য প্রতিষ্ঠা যয়া সা, শিবের অর্দ্ধাঙ্গে প্রতিষ্ঠিতা ) গৌরী [ অসি ] ( হও )।

অনুবাদ—হে দেবি! যদ্বারা সকল শাস্ত্রের সার জানা যায় তুমি সেই মেধা। দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয়া নৌকাস্বরূপা দুর্গাও তুমি। তুমিই বিষ্ণুর একমাত্র হৃদয়নিবাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গে প্রতিষ্ঠিতা গৌরী।

টিপ্পনী।

এই শ্লোকের পূর্বাঙ্গে দেবীর ব্রাহ্মীত্ব এবং উত্তরাঙ্গে বৈষ্ণবীত্ব ও রৌদ্রীত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ( নাগোজী )

মেধা—(১) ধারণাবতী বুদ্ধি ( ত্বম্ প্রকাশিকা ), (২) সরস্বতী ( নাগোজী )

দুর্গা—দুস্তেয়া, অগম্যস্বরূপা ( ত্বম্ প্রকাশিকা )। কোন কোন টীকাকার এই চরণের অর্থ করিয়াছেন,—তুমি দুর্গা অর্থাৎ দুর্ধিগম্যা, দুস্তর ভব সাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপা এবং নিলেপা।

অজজ্ঞা—(১) অদ্বিতীয়া, (২) নিলেপা যেহেতু তিনি চিদানন্দময়ী। দেবী স্বয়ং নৌকা ও কর্ণধার উভয়ই। স্তবরাং জীবকে সংসার সাগর পার করাইতে তাঁহাকে অদ্বিতীয়া নৌকা স্বরূপিণী বলা হইয়াছে।



গৌরী—যোগাগ্নিনা তু যা দন্ধা পুনর্জ্বতা হিমালয়ে ।

পূর্ণস্বর্ঘ্যন্দুর্বর্ণাভা অতো গৌরীতি সংস্মৃতা ॥ ( দেবীপুরাণ, ৩৭।৭ )

দেবী যোগানলে স্বীয় তনু দন্ধ করিয়া পুনরায় হিমালয়ে জন্মগ্রহণ পূর্বক স্বর্ঘ্য ও পূর্ণচন্দ্র তুল্য প্রভাযুক্ত দেহ ধারণ করেন, এই জন্ত তাঁহার নাম গৌরী ।

মন্ত্র ১২, ( পৃ: ৪২ )

অর্থ—ঈষৎ-সহাসম্ ( মৃদু হাস্যযুক্ত ) অমলং ( মালিগন্ধহিত ) পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিশ্ব-অনুকারি ( পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের অনুরূপ ) কনক-উত্তম-কাস্তি ( উৎকৃষ্ট স্বর্ণের গায় প্রভাযুক্ত ) কাস্তং ( মনোরম ) [ তব ] ( তোমার ) বক্তৃং ( মুখ ) বিলোক্য ( দেখিয়া ) তথাপি আপ্ত-রুশা ( ক্রোধান্বিত ) মহিষাসুরেণ ( মহিষাসুর কর্তৃক ) সহসা ( হঠাৎ ) প্রহতম্ ( প্রহারপ্রাপ্ত হইয়াছিলে ), [ ইতি ] অতি-অদ্ভুতম্ ( ইহা অতি আশ্চর্য্য ) ।

অনুবাদ—তোমার মৃদু হাস্যযুক্ত, নিশ্চল, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের অনুরূপ, উত্তম স্বর্ণবৎ প্রভা বিশিষ্ট, মনোরম মুখখানি দেখিয়াও যে মহিষাসুর অকস্মাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া তোমাকে প্রহার করিল, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ।

টিপ্পনী ।

জগন্মোহিনী দেবীকে দেখিয়াও যে মহিষাসুরের রূপজ মোহ উপস্থিত হয় নাই, ইহা মহিষাসুরের অতিশয় প্রভাবের পরিচায়ক । ঈদৃশ শক্তিশালী মহিষাসুরকেও নিহত করিয়াছিলেন, এতদ্বারা দেবীর অতীব উৎকর্ষ সিদ্ধ হইতেছে । ( নাগোজী )

দেবীর ঈদৃশ মুখাবলোকনে ষড়্‌রিপুনাশ হেতু চিত্তশুদ্ধি এবং তদ্বারা সত্ত্ব পরতত্ত্ববোধ অবশ্যস্বাভাবী । কিন্তু মহিষাসুরের তাহা না হইয়া ক্রোধোদ্বেগ হওয়াতে তাহার পাপাধিক্য সূচিত হইল । ( গুপ্তবতী )

মন্ত্র ১৩, ( পৃ: ৪৩ )

অর্থ—[ হে ] দেবি ! [ তব ] ( তোমার ) কুপিতং ( ক্রুদ্ধ ) ভু-কুটা-করাণং ( ভ্রুকুণ্ডনদ্বারা ভীষণ ) উত্তং-শশাঙ্ক-সদৃশ-ছবি ( উদীয়মান চন্দ্র তুল্য প্রভা বিশিষ্ট ) [ বক্তৃং ] ( মুখ ) দৃষ্ট্য়া তু ( দেখিয়াও ) মহিষঃ ( মহিষাসুর ) যৎ ( যে ) সত্ত্বঃ ( তৎক্ষণাৎ ) প্রাণান্ ন মুমোচ ( প্রাণত্যাগ করে নাই ) তৎ ( তাহা ) অতীব চিত্রং ( অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ) । হি ( যেহেতু ) কুপিত-অন্তক-দর্শনে ( ক্রুদ্ধ ষমকে দর্শন করিয়া ) কৈঃ জীব্যতে ( কাহার জীবণ ধারণ করিতে পারে ) ?



অনুব্রাত্—হে দেবি ! তোমার কুপিত, অকুটিভীষণ, উদীয়মান (পূর্ণ) চন্দ্র সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বদন মণ্ডল দর্শন করিয়াও যে মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। কারণ ক্রোধাবিষ্ট যমকে দেখিয়া কাহারো জীবন ধারণ করিতে পারে ?

টিপ্পনী ।

উত্তমজ্ঞানাস্তদৃশছবি—উদীয়মান শশাঙ্কদ্বারা কুপিতা দেবীর মুখের অতিশয় রক্তিমভা প্রকাশিত হইতেছে (নাগোজী)। এখানে “শশাঙ্ক” শব্দ দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ব্যঞ্জিত হইতেছে (তদ্ব্য প্রকাশিকা)।

মন্তব্য ১৪, (পৃ: ৪৩)

অর্থার্থ—[হে] দেবি ! প্রসন্ন (প্রসন্ন হও)। ভবতী (তুমি) পরমা (প্রসন্ন সতী, প্রসন্ন হইলে) ভবায় [সম্পত্তিতে] (কল্যাণ হইয়া থাকে); কোপবতী [সতী] (ক্রুদ্ধ হইলে) [ঋ] (তুমি) কুলানি (পাপাচারীদের বংশ সমূহ) সত্ত্বঃ (তৎক্ষণাৎ) বিনাশয়সি (বিনাশ করিয়া থাক)। এতৎ (ইহা) অধুনা এব (সম্প্রতিই) বিজ্ঞাতং (বুঝা গেল), ষৎ (যেহেতু) মহিষাসুরস্ত (মহিষাসুরের) এতৎ (এই) স্তুবিপুলং (অতি বিশাল) বলং (সৈন্য) অন্তঃ নীতম্ (ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে)।

অনুব্রাত্—দেবি, প্রসন্ন হও। তুমি প্রসন্ন হইলে কল্যাণ হইয়া থাকে, ক্রুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদয় বংশ নাশ করিয়া থাক। ইহা সম্প্রতিই জানা গেল, যেহেতু মহিষাসুরের বিশাল সৈন্যরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী ।

পরমা ভবতী ভবায়—কোন কোন টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, পরমা ভবতী (সর্বোত্তমা তুমি) ভবায় [সম্পত্তিতে] (মঙ্গল বিধান করিয়া থাক)।

মন্তব্য ১৫, (পৃ: ৪৩)

অর্থার্থ—ভবতী (তুমি) প্রসন্ন [সতী] (প্রসন্ন হইয়া) যেবাং (যাহাদের) সদা অভ্যাদয়দা [ভবতি] (অভ্যাদয় প্রদান কর), তে (তাহারা) জনপদেষু (লোকসমাজে) সম্মতাঃ (সম্মানিত হয়)। তেবাং (তাহাদের) ধনানি (ধন সম্পত্তি) যশাংসি চ (এবং সুখ্যাতি) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে), তেবাং (তাহাদের) ধর্মবর্গঃ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও



মোক্ষ এই চতুর্বর্গ) ন চ সীদতি (ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না)। নিভৃত-আত্মজ-ভৃত্য-দারাঃ (নিভৃতাঃ বিনীতাঃ আত্মজাঃ পুত্রাঃ ভৃত্যাঃ সেবকাদয়ঃ দারাঃ জিহ্বাশ্চ যেষাং; বিনীত পুত্র, ভৃত্য ও ভাৰ্য্যা সমন্বিত) তে এব ধন্থাঃ (তাহারাই ধন্থ)।

অনুবাদ—তুমি প্রসন্না হইয়া যাহাদিগকে সর্বদা অভ্যুদয় প্রদান কর তাহারা লোকসমাজে সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন ও যশোলাভ হয়, তাহাদের ধর্মাদি চতুর্বর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের পুত্র, ভৃত্য ও ভাৰ্য্যা বিনীত হইয়া থাকে এবং তাহারাই ধন্থ।

টিপ্পনী।

দেবীর প্রসন্নতার পারমাণ্বিক ফল পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এই মন্ত্রে ঐহিক ফল উক্ত হইল।

অভ্যুদয়দা—সর্বমনোরথদা (নাগোজী)। অভি অভিভতঃ সর্বতঃ উদয়ঃ সমৃদ্ধিঃ অভ্যুদয়ঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। সম্যক্ প্রকার পার্থিব উন্নতিতে অভ্যুদয় বনে।

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৪৩ )

অর্থার্থ—[ হে ] দেবি! ভবতী-প্রসাদাৎ (তোমার অনুগ্রহে) স্মৃকৃতী (পুণ্যবান্ ব্যক্তি) প্রতিদিনং (প্রত্যহ) সদা এব (সর্বদাই) অতি-আদৃতঃ (অতিশয় শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া) সকলানি ধর্ম্যাণি কর্ম্যাণি (সমস্ত ধর্মবিহিত কর্মসমূহ) কয়োতি (অনুষ্ঠান করে), ততঃ চ (এবং তৎপর) স্বর্গং প্রয়াতি (স্বর্গে গমন করে)। [ হে ] দেবি! তেন (সেই হেতু) লোকত্রয়ে অপি (তিন লোকেই) নন্থ (নিশ্চিতই) ফলদা (ফলদায়িনী)।

অনুবাদ—হে দেবি! তোমার প্রসাদে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সর্বদা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ধর্মজনক কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করে এবং তৎপর স্বর্গে গমন করে। অতএব হে দেবি! তুমি লোকত্রয়েই ফল প্রদান করিয়া থাক।  
টিপ্পনী।

অভ্যাদৃতঃ—অনুষ্ঠেয় সকল কর্মই অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতে হয়। অশ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রোত্য নো ইহ ॥ ১৭।২৮



অশ্রদ্ধা পূর্বক যাহা হোম করা হয়, যাহা দান করা হয়, যে তপস্যা অহুষ্ঠিত হয় এবং যাহা কিছু করা হয়, হে পার্থ! সে সমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা ইহলোকেও ফলদায়ক হয় না, পরলোকেও নহে।

প্রয়াতি চ—চকার দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তির পরে ক্রমে ক্রমে মোক্ষলাভও হয়, ইহা বুঝাইতেছে।

ভষতী-প্রলাদাৎ—স্বর্গলাভ বা মোক্ষলাভ উভয়ই তোমার কৃপা সাপেক্ষ। তোমার কৃপা ব্যতিরেকে কোন ফলই লাভ হয় না।

লোকত্রয়েহপি ফলদা—তুমিই জীবকে ইহলোকে স্কৃত্তী কর, তুমিই পরলোকে স্বর্গভোগের অধিকারী কর, আবার তুমিই মোক্ষধামে মুক্তিফল প্রদান করিয়া থাক।

মন্ত্র ১৭, ( পৃঃ ৪৪ )

অম্বলার্থ।—দুর্গে ( সঙ্কটে ) [ ত্বং ] ( তুমি ) স্মৃতা [ সতী ] ( স্মৃতা হইলে ) অশেষ-জন্তোঃ ( সকল প্রাণীর ) ভীতিং হরসি ( ভয় হরণ করিয়া থাক )। স্বস্থঃ ( সুস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) স্মৃতা [ সতী ] ( স্মৃতা হইলে ) অতীব শুভাং মতিং ( অতিশয় শুভ বুদ্ধি ) দদাসি ( প্রদান করিয়া থাক )। [ হে ] দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়হারিণি ( দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয়নাশিনী হে দেবি! ) ত্বং-অগ্না ( তোমা ভিন্ন ) সর্ব-উপকার-করণায় ( সকলের উপকার সাধনার্থ ) সদা ( সর্বদা ) আর্জ-চিত্তা ( করুণ হৃদয়া ) কা ( কে ) আছেন ?

অম্বলান্দ।—সঙ্কটে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকল প্রাণীর ভয় দূর করিয়া থাক। সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগকে অতিশয় শুভ বুদ্ধি প্রদান কর। দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয় নাশকারিণী, হে দেবি! তোমা ভিন্ন আর কে সকলের উপকার সাধনার্থ সর্বদা দয়ার্জচিত্ত হইয়া আছেন? টিপ্পনী।

দুর্গে—(১) দুর্গমে সঙ্কটে, (২) অথবা সন্ধোধন পদ, হে দুর্গে! তোমাকে স্মরণ করিলে সকল প্রাণীরই ভয় বিনাশ করিয়া থাক। ত্রিপুরা রহস্য তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

দুর্গেষু নিত্যং ভবসঙ্কটেষু  
দুরন্তচিন্তাহি-নিগীৰ্ঘ্যমাণান্।  
শরণ্যহীনান্ শরণাগতাৰ্ভি-  
নিবারিণী ত্বং পরিপাহি দুর্গে ॥

( ত্রিপুরারহস্যম্, মাহাত্ম্য খণ্ডম্ ৪৬৮৩ )



হে মাতঃ দুর্গে! আমরা সর্বদা দুর্ভাগ্যক্রমণীয় সংসার সঙ্কটে পতিত হইয়া দুঃখ  
চিন্তারূপ অজগর দ্বারা কবলিত হইতেছি। আমাদের অশ্রু আশ্রয় আর কেহই নাই, তুমি  
তো শরণাগতের আশ্রি নিবারণে তৎপর, আমাদিগকে রক্ষা কর।

স্বপ্নেঃ—(১) স্বপ্নিন্ আত্মনি তিষ্ঠন্তীতি স্বপ্নাঃ, আত্মানাত্মবিচারপরাঃ (তত্ত্ব-  
প্রকাশিকা)। স্ব অর্থাৎ আত্মাতে একনিষ্ঠ যাহারা, আত্মা অনাত্মা বিচারপরায়ণ  
সাধকগণ।

(২) স্বস্থচিহ্নেঃ (নরসিংহ চক্রবর্তী)।

শুভাং মতিং—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ ফলের সাধনভূতা বুদ্ধি প্রদান  
করিয়া থাক। অথবা একমাত্র তোমার মন্ত্র, তোমার ধ্যান এবং তোমার ভজনেই তাহাকে  
একনিষ্ঠা বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক (শান্তনবী)।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে। ১০।১০

যাহারা সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া প্রীতি পূর্বক আমার ভজনা করে সেই  
সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে।

সর্বোপকারকরণায়—তুমি ভক্ত, অভক্ত, উদাসীন ও শত্রু নির্বিশেষে সকলের  
উপকার সাধনের নিমিত্ত ব্যগ্র।

অগ্ন্যাদিতোভয়ং হর্তুং মতিং দাতুমমুত্তমাং।

দেবী স্বদপরা কাশ্চি সর্বোপকৃতিকারিণী ॥ (শান্তনবী টীকাধৃত)

হে দেবি! অগ্নি প্রভৃতি হইতে ভয় নাশ করিতে এবং উৎকৃষ্টা মতি প্রদান করিতে  
সর্বজীবের উপকার পরায়ণা তুমি ভিন্ন আর কে আছেন?

মন্ত্র ১৮, (পৃ: ৪৪)

অম্বমার্থ।—[হে] দেবি! [ত্বয়া] (তোমা কর্তৃক) এভিঃ হতৈঃ [সন্তিঃ]  
(এই সকল অম্বর নিহত হইলে) জগৎ সূখম্ উপৈতি (শান্তি লাভ করিবে), তথা  
(এবং) এতে (এই অম্বরেরা) চিরায় (চিরকাল) নরকায় (নরক ভোগের নিমিত্ত)  
পাপং নাম (=ন) কুর্কস্তু (পাপ না করুক), সংগ্রাম-মৃত্যুম্ (যুদ্ধে মৃত্যু) অধিগম্য (প্রাপ্ত  
হইয়া) দিবং (স্বর্গে) প্রয়াস্ত (গমন করুক), ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) [ত্বং] (তুমি)  
মূনং (নিশ্চয়ই) অহিতান্ (অহিতকারী অম্বরদিগকে) বিনিহংসি (বিনাশ করিয়া থাক)।



অনুব্রাত।—হে দেবি ! এই অসুরগণ নিহত হইলে যেন জগৎ শান্তিলাভ করিতে পারে, ইহারা চিরকাল নরক ভোগের নিমিত্ত যেন পাপ কর্ম না করে এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যেন স্বর্গে গমন করিতে পারে, নিশ্চিতরূপে এইরূপ মনে করিয়াই তুমি অহিতকারী অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাক।

টিপ্পনী।

দেবী যদি সর্বহিতকারিণী তবে অসুরবধ করেন কেন তাহা এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অসুর নিধন দ্বারা জগতের উপকারিত্ব এবং পাপীদিগকে স্বর্গদান দ্বারা অসুরগণের উপকারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

চিত্রং স্বয়্যরি-জনতাপি দয়ার্দ্ৰভাবা-

দ্বত্বা রণে শিতশরৈর্গমিতা ছ্যালোকম্।

নোচেৎ স্বকর্মনিচিতে নিরয়ে নিতান্তং

দুঃখাতিদুঃখ-গতিমাপদমাপতেৎ সা ॥ ( ৫১২৯২১ )

আপনি যে দয়ার্দ্ৰহৃদয়ে অরাতিদিগকেও সমরে নিশিত শর নিকর দ্বারা সংহারপূর্বক স্বর্গধামে প্রেরণ করিলেন, ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? নতুবা তাহারা নিঃসন্দেহে নিজকর্মফলে বিষম যন্ত্রণাপ্রদ নরকগতি প্রাপ্ত হইত।

নাম—নিষেধার্থক। "সংজ্ঞায়াঞ্চ নিষেধে চ প্রকাশে নাম চোচ্যতে।" এই স্থলে নাম শব্দ নিষেধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ( বিদ্যাসাগর )।

মন্ত্র ১৯, ( পৃ: ৪৪ )

অস্বয়্যার্থ।—ভবতী ( তুমি ) দৃষ্টা এব ( দেখিয়াই ) সর্ব-অসুরান্ ( সকল অসুরকে ) কিং ( কি ) ভস্ম ন প্রকরোতি ( ভস্ম করিতে পার না ? ) অরিষু ( শত্রুগণের প্রতি ) যৎ ( যে ) [ স্বং ] ( তুমি ) শস্ত্রং প্রহিণোষি ( শস্ত্র নিক্ষেপ কর ) রিপবঃ অপি ( শত্রুগণও ) শস্ত্র-পূতাঃ [ সন্তঃ ] ( শস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া ) হি ( নিশ্চিতই ) লোকান্ প্রয়াস্ত ( স্বর্গলোকে গমন করুক ), তেষু অপি ( তাহাদের প্রতিও ) ইথং ( এই প্রকার ) তে ( তোমার ) অতি সাক্ষী মতিঃ ( অতিশয় উদার মনোভাব ) ভবতি ( হইয়া থাকে )।



**অনুবাদ।**—তুমি কি দৃষ্টিপাত করিয়াই সকল অসুরকে ভস্ম করিতে পার না ? তথাপি তুমি যে শত্রুগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ কর, তাহার কারণ শত্রুরাও যেন শস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করিতে পারে। তাহাদের প্রতিও তোমার এই প্রকার উদার মনোভাব রহিয়াছে।

**টিপ্পনী।**

দেবীর দৃষ্টি দ্বারাই অসুর নাশ সিদ্ধ হয়, শস্ত্রক্ষেপ কেবল তাহাদের উপকারের জন্য ; এতদ্বারা দেবীর সর্বোপকারিত্ব সিদ্ধ হইল।

মন্ত্র ২০, ( পৃঃ ৪৪ )

**অম্বয়ার্থ।**—উঃপ্রৈঃ ( প্রচণ্ড ) খড়্গা-প্রভা-নিকর-বিস্মুরণৈঃ ( খড়্গা-নিঃসৃত তেজোরাশি বিকীরণ দ্বারা ) তথা ( এবং ) শূল-অগ্র-কান্তি-নিবহেন ( শূলের অগ্রভাগের জ্যোতিঃসমূহ দ্বারা ) অম্বরূপাং ( অম্বরদিগের ) দৃশঃ ( চক্ষু সকল ) যৎ ( যে ) বিলয়ঃ ন আগতাঃ ( নাশপ্রাপ্ত হয় নাই ), তদ্ এতৎ ( তাহার কারণ এই যে ), তব ( তোমার ) অংশুমদ-ইন্দুখণ্ড-যোগি-আননং ( জ্যোতির্ময় চন্দ্রকলা সমন্বিত বদন ) বিলোকয়তাম্ ( অবলোকন করিয়াছিল বলিয়া )।

**অনুবাদ।**—তোমার খড়্গা-নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোরাশি বিকীরণ দ্বারা এবং শূলাগ্রভাগের জ্যোতিঃ সমূহ দ্বারা যে, অসুরগণের দৃষ্টিশক্তি নাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তাহারা তোমার জ্যোতির্ময় চন্দ্রকলা সমন্বিত বদন মণ্ডল অবলোকন করিতে পাইয়াছিল।

**টিপ্পনী।**

দেবীর প্রচণ্ড শস্ত্রতেজ অতীব দুঃসহ। কিন্তু দেবীর চন্দ্রকোটী-স্বশীতল বদন মণ্ডলের অমৃত কিরণ দ্বারায় অসুরদের নিকট ঐ শস্ত্রতেজ অপেক্ষাকৃত সুসহ হইয়াছিল।

**অংশুমদিন্দুখণ্ডযোগ্যাননং**—অংশুমদ যদ্ ইন্দুখণ্ডং তদ্ যোগি তদ্যুক্তমাননং ( নাগোজী )।

**বিলোকয়তাম্**—হেতুগর্ভিত বিশেষণ, অম্বরূপাং পদের বিশেষণ।

মন্ত্র ২১, ( পৃঃ ৪৫ )

**অম্বয়ার্থ।**—[ হে ] দেবি ! তব শীলং ( তোমার স্বভাব ) দুর্কৃত-বৃত্ত-শমনং ( দুষ্টিং বৃত্তং যেবাং তে দুর্কৃতভাঃ, তেবাং বৃত্তং পাপং, তন্ত শমনং নিবারকম্ ; দুর্কৃতভেদে পাপ



দমন কারী), তথা (এবং) এতদ্ রূপম্ (এই সৌন্দর্য্য) অবিচিন্ত্যম্ (অচিন্তনীয়) অনৈঃ  
অতুল্যম্ (অন্তের সহিত অতুলনীয়), [তব] বীৰ্য্যং চ (এবং তোমার বীৰ্য্য) হৃত-দেব-  
পরাক্রমাণাং (হুতাঃ অপনীতাঃ দেবানাং পরাক্রমাঃ দৈঃ তে অমুরাঃ ইত্যর্থঃ তেবাং ;  
দেবগণের পরাক্রম হরণকারী অমুরদিগের) হন্ত (বিনাশক), বৈরিষু অপি (শক্রগণের  
প্রতিও) ইথং দয়া (এইরূপ দয়া) স্বয়া এব (তোমা কর্তৃকই) প্রকটিতা (প্রকাশিত  
হইয়াছে)।

অনুবাদ।—হে দেবি! দুর্বৃত্তদের পাপ দমন করাই তোমার  
স্বভাব, তোমার এই সৌন্দর্য্য অচিন্তনীয় ও অন্তের সহিত অতুলনীয়, তোমার  
বীৰ্য্য দেবগণের পরাক্রম হরণকারী অমুরদিগের বিনাশক, শক্রগণের প্রতিও  
এইরূপ দয়া কেবল তুমিই প্রকাশিত করিয়াছ।

টিপ্পনী।

শীল, রূপ, বীৰ্য্য এবং দয়ার উৎকর্ষ হেতু দেবী ভগবতী উপাশ্রুতমা ইহাই তাৎপর্য্য।  
(দেবীভাষ্য)

দয়া—অমুরদিগকে শাস্তাঘাতে হত্যা করিয়া তুমি তাহাদের পাপশাস্তি করিতেছ,  
এতদ্বারা অমুরদের প্রতি তোমার দয়াই প্রকটিত হইয়াছে। (নাগোজী)।

অঙ্ক ২২, (পৃঃ ৪৫)

অন্তর্য্যর্থ।—[হে] দোব। তে (তব, তোমার) অশ্র পরাক্রমশ্র (এই  
পরাক্রমের) কেন (কাহার সহিত) উপমা ভবতু (তুলনা হইতে পারে)? শক্র-  
ভয়কারি (শক্রর ভীতিপ্রদ) অতিহারি (অতি মনোহর) রূপং চ কুত্র (সৌন্দর্য্যই বা  
কোথায় আছে)? [হে] বরদে (বরদানকারিণি!) চিন্তে রূপা (হৃদয়ে করুণা) সমর  
নিষ্ঠুরতা চ (এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা) ভুবন-ত্রয়ে অপি (ত্রিভুবনে) স্বয়ি এব (কেবল  
তোমাতেই) দৃষ্টা (দৃষ্ট হয়)।

অনুবাদ।—দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের  
তুলনা হইতে পারে? এমন শক্রভীতিপ্রদ অথচ অতি মনোহর সৌন্দর্য্যই  
বা কোথায় আছে? হে বরদে! হৃদয়ে করুণা এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ত্রিভুবনে  
কেবল তোমাতেই দৃষ্ট হয়।



## টিপ্পনী ।

ভয়জনকত্ব ও মনোহারিত্ব, কৃপা ও নিষ্ঠুরতা—পরস্পর বিরুদ্ধ এই সকল ধর্মদ্বয়ের যুগপৎ একত্র সমাবেশ অসম্ভব । কিন্তু দেবী ভগবতী সর্বগুণময়ী বলিয়া কেবল তাঁহাতেই ইহা সম্ভবপর হইয়া থাকে ।

মন্ত্র ২৩, ( পৃঃ ৪৫ )

অন্বয়ার্থ।—ত্বয়া ( তোমা কর্তৃক ) রিপু-নাশনেন ( শত্রুনাশ দ্বারা ) এতৎ ( এই ) অখিলং ( সমগ্র ) ত্রৈলোক্যং ( ত্রিভুবন ) জাতং ( রক্ষিত হইল ) । সমর-মূর্ছনি ( সংগ্রাম ক্ষেত্রে ) [ রিপুগণান্ ] হত্বা ( শত্রুদিগকে বধ করিয়া ) ত্বয়া ( তোমা কর্তৃক ) রিপুগণাঃ অপি ( শত্রুগণও ) দিবং নীতাঃ ( স্বর্গে প্রেরিত হইল ) । অস্মাকম্ ( আমাদের ) উন্মদ-সুর-অরি-ভবং ( উন্মাদাঃ উদ্ধতাঃ যে সুরারয়ঃ দৈত্যাঃ তেভ্যঃ ভবং জাতং ; উদ্ধত অসুরগণ হইতে উৎপন্ন ) ভয়ম্ অপি ( ভয়ও ) অপাস্তম্ ( দূরীকৃত হইল ) । তে ( তুভ্যং, তোমাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) ।

অনুবাদ।—তুমি শত্রুনাশ দ্বারা এই সমগ্র ত্রিভুবন রক্ষা করিলে । সংগ্রাম ক্ষেত্রে হত হইয়া ঐ শত্রুগণও স্বর্গে প্রেরিত হইল । উদ্ধত অসুরগণ হইতে উৎপন্ন আমাদের ভয় ও দূরীকৃত হইল । তোমাকে নমস্কার ।

## টিপ্পনী ।

দেবী যুগপৎ তিনটি মঙ্গল সাধন করিলেন (১) অসুর নিধন দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, (২) অসুরদিগকে স্বর্গ প্রদান এবং (৩) দেবগণের অসুর ভীতি মোচন ।

মন্ত্র ২৪, ( পৃঃ ৪৫ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] দেবি ! শূলেন ( শূলদ্বারা ) নঃ ( আমাদের ) পাহি ( রক্ষা কর ), [ হে ] অশ্বিকে ! খড়্গেন চ ( এবং খড়্গদ্বারা ) পাহি ( রক্ষা কর ), ঘণ্টা-স্বনেন ( ঘণ্টার শব্দ দ্বারা ) চাপ-জ্যা-নিঃস্বনেন চ ( এবং ধনুর জ্যা শব্দ দ্বারা ) নঃ ( আমাদের ) পাহি ( রক্ষা কর ) ।

অনুবাদ।—হে দেবি, শূলদ্বারা আমাদের রক্ষা কর । হে অশ্বিকে, খড়্গদ্বারাও আমাদের রক্ষা কর । ঘণ্টা শব্দ ও ধনুর জ্যা শব্দ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর ।



মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৪৫ )

অর্থার্থ।—[ হে ] চণ্ডিকে ! [ হে ] ঈশ্বরী ( সর্বনিয়ন্ত্রী ) ! আত্ম-শূলশ্র ( স্বকীয় শূলের ) ভ্রামণেন ( সঞ্চালন দ্বারা ) নঃ ( আমাদিগকে ) প্রাচ্যাং ( পূর্বদিকে ) রক্ষ ( রক্ষা কর ), প্রতীচ্যাং চ ( এবং পশ্চিমদিকে ), দক্ষিণে তথা উত্তরশ্রাং চ ( দক্ষিণে এবং উত্তর দিকে ) রক্ষ ( রক্ষা কর ) ।

অনুবাদ।—হে চণ্ডিকে, হে ঈশ্বরী ! স্বীয় শূল সঞ্চালন দ্বারা আমাদিগকে পূর্বদিকে রক্ষা কর ; পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর দিকেও রক্ষা কর ।

মন্ত্র ২৬ ( পৃ: ৪৫ )

অর্থার্থ।—ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) তে ( তোমার ) যানি ( যে সকল ) সৌম্যানি রূপাণি ( প্রসন্ন মূর্তি ), যানি চ ( এবং যে সকল ) অত্যাৰ্থ-ঘোরাণি ( অতীব ভীষণ ) [ রূপাণি ] ( মূর্তি ) বিচরন্তি ( বিচরণ করেন ), তৈঃ ( তাঁহাদের দ্বারা ) অশ্মান্ ( আমাদিগকে ) তথা ভুবং ( এবং পৃথিবীকে ) রক্ষ ( রক্ষা কর ) ।

অনুবাদ।—ত্রিভুবনে তোমার যে সকল প্রসন্ন এবং অতীব ভীষণ মূর্তি বিচরণ করেন, তাঁহাদের দ্বারা আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা কর ।

টিপ্পনী ।

সৌম্যানি—সৃষ্টি ও পালনকারিণী মূর্তি সমূহ ( নাগোজী ) ।

অত্যাৰ্থ-ঘোরাণি—সংহারকারিণী মূর্তিসমূহ ( নাগোজী ) ।

অনুগ্রহাতি যান্ দেবী তেবাং সৌমী জগন্ময়ী ।

নানুগ্রহাতি যান্ দেবী তেবাং ঘোরা জগন্ময়ী ॥ ( শাস্তনবী টীকা ধৃত )

জগন্ময়ী বাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন তাহাদের নিকট অর্থাৎ ভক্তদের নিকট তদীয় সৌম্য মূর্তি প্রকাশিত করেন । বাহাদিগকে অনুগ্রহ না করেন সেই অভক্তদের নিকট স্বকীয় ভয়ঙ্করী মূর্তি প্রকাশিত করেন ।

মন্ত্র ২৭ ( পৃ: ৪৬ )

অর্থার্থ।—[ হে ] অম্বিকে ! তে ( তোমার ) কর-পল্লব-সদ্বীনি ( করা: এবং পল্লাব:, তৈ সঙ্গ: সংসর্গ: যেসম্মু অস্তি তানি ; করপল্লবে বিরাজমান ) খড়্গ-শূল-গদাদীন-



( খড়্গা, শূল, গদা প্রভৃতি ) যানি চ'অস্ত্রাণি ( যে সকল অস্ত্র ) [ সন্তি ] আছে, তৈঃ ( সেই সকল দ্বারা ) অস্মান ( আমাদিগকে ) সৰ্ব্বতঃ ( সৰ্ব্বতোভাবে ) রক্ষ ( রক্ষা কর ) ।

অনুবাদ।—হে অশ্বিকে, তোমার করপল্লবে বিরাজমান খড়্গা, শূল, গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা কর ।

টিপ্পনী ।

সৰ্ব্বতঃ—দুঃখ, পাপ ও শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ( শাস্তনবী ) ।

### [ দেবগণের ভগবতী পূজা ]

মন্ত্র ২৮-২৯, ( পৃ: ৪৬ )

অর্থার্থ।—ঋষি: উবাচ ( যৈধম্ ঋষি মহারাজ স্বরথকে কহিলেন ),—স্বরৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) এবং ( এইরূপে ) স্ততা ( স্ততা হইয়া ) জগতাং ধাত্রী ( জগতের পালন কর্ত্রী ) নন্দন-উদ্ভবৈঃ ( নন্দন বন জাত ) দিব্যৈঃ কুসুমৈঃ ( স্বর্গীয় পুষ্পসমূহ দ্বারা ) তথা ( এবং ) গন্ধ-অনুলেপনৈঃ ( চন্দনাদি গন্ধ এবং অঙ্গুরাগ দ্রব্য দ্বারা ) অর্চিতা ( পূজিতা হইলেন ) ।

অনুবাদ।—দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়া জগদ্ধাত্রীকে নন্দনকানন জাত দিব্যকুসুম, গন্ধ ও অঙ্গুরাগ দ্রব্য দ্বারা অর্চনা করিলেন ।

মন্ত্র ৩০, ( পৃ: ৪৬ )

অর্থার্থ।—সমস্তৈঃ ত্রিদশৈঃ ( সকল দেবগণ কর্তৃক ) ভক্ত্যা ( ভক্তি পূর্বক ) দিব্যৈঃ ধূপৈঃ ( স্বর্গীয় ধূপ দ্বারা ) তু ধূপিতা ( তর্পিতা হইয়া ) প্রসাদ-সুমুখী ( প্রসন্নবদনা দেবী ) প্রণতান্ সমস্তান্ সুরান্ ( প্রণত সমস্ত দেবগণকে ) গ্রাহ ( কহিলেন ) ।

অনুবাদ।—সমুদয় দেবগণকর্তৃক ভক্তিভরে দিব্য ধূপ দ্বারা তর্পিতা হইয়া প্রসন্নবদনা দেবী প্রণত সমস্ত দেবগণকে বলিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৩১-৩২, ( পৃ: ৪৬ )

অর্থার্থ।—দেবী উবাচ ( দেবী কহিলেন ),—[ হে ] সর্বৈঃ ত্রিদশাঃ ( হে সকল দেবতাগণ ) ! অস্বভঃ ( আমার নিকট হইতে ) যৎ অভিবাস্তিতং ( যাহা তোমাদের



চতুর্থ অধ্যায় ]

শক্রাদিকৃত দেবীভক্তি

২৪৭

অভীষ্ট ) [ তৎ ] ব্রিয়তাম্ ( তাহা প্রার্থনা কর ) । এভিঃ স্তবৈঃ ( এই স্তবসমূহ দ্বারা )  
 সুপূজিতা [ সতী ] ( উত্তমরূপে পূজিতা হইয়া ) অতি প্রীত্যা ( অতিশয় প্রীতি সহকারে )  
 [ তৎ ] ( ঐ অভিলষিত বর ) অহং দদামি ( আমি দিতেছি ) ।

অনুবাদ—দেবী কহিলেন,—হে দেবগণ, তোমাদের যাহা অভীষ্ট  
 আমার নিকট প্রার্থনা কর । এই স্তবসমূহ দ্বারা সুপূজিতা হইয়া আমি  
 অতি প্রীতির সহিত তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছি ।

টিপ্পনী ।

দদাম্যহমভিপ্ৰীত্যা.....সুপূজিতা—এই শ্লোকার্দ্ধ মূল সংহিতায় নাই,  
 এইজন্য কোন কোন টীকাকার ইহা গ্রহণ করেন নাই ।

[ দেবগণের বর প্রার্থনা ]

মন্ত্র ৩৩-৩৪, ( পৃঃ ৪৬ )

অষ্টম্যর্থ—দেবাঃ উচুঃ ( দেবগণ কহিলেন ),—ভগবত্যা ( ভগবতী কর্তৃক ) সৰ্বঃ  
 কৃতং ( সমস্তই সম্পাদিত হইয়াছে ), কিঞ্চিং ন অবশিষ্টতে ( কিছুই অবশিষ্ট নাই ), যৎ  
 ( যেহেতু ) অস্মাকং শত্রুঃ ( আমাদের শত্রু ) অয়ং মহিষাসুরঃ ( এই মহিষাসুর ) নিহতঃ  
 ( নিহত হইয়াছে ) ।

অনুবাদ—দেবগণ কহিলেন, ভগবতী সকলই সম্পাদন করিয়াছেন,  
 কিছুই অবশিষ্ট নাই ; যেহেতু আমাদের শত্রু এই মহিষাসুর নিহত হইয়াছে ।

মন্ত্র ৩৫, ( পৃঃ ৪৬ )

অষ্টম্যর্থ—[ হে ] মহেশ্বরি । যদি বা অপি ( যদিই বা ) ত্বয়া ( তোমা কর্তৃক )  
 অস্মাকং ( আমাদের ) বরঃ দেয়ঃ ( বর দিতে হয় ), [ ত্বহি ] ( তাহা হইলে ) ত্বং ( তুমি )  
 সংসৃত্বা সংসৃত্বা [ সতী ] ( পুনঃ পুনঃ স্মৃতা হইলে ) নঃ ( আমাদের ) পরম-আপদঃ  
 ( মহা বিপদ সমূহ ) হিংসেথাঃ ( নাশ করিও ) ।

অনুবাদ—হে মহেশ্বরি ! যদি আমাদের বর দিতেই ইচ্ছা কর  
 [ তাহা হইলে এই প্রার্থনা করি ], যখন আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ  
 করিব, তখন তুমি আমাদের মহাবিপদ সমূহ নাশ করিবে ।



মন্ত্র ৩৬-৩৭, ( পৃ: ৪৬ )

অম্বয়ার্থ।—[ হে ] অমল-মাননে ( হে প্রসন্নবদনে )! যঃ চ মর্ত্যঃ ( যে কোনও মনুষ্য ) এভিঃ স্তবৈঃ ( এই সকল স্তব দ্বারা ) স্বাং ( তোমাকে ) স্তোম্যতি ( স্তুতি করিবে ), [ হে ] অম্বিকে! অম্বং-প্রসন্না [ সত্যী ] ( আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া ) ত্বং ( তুমি ) তশ্চ ( তাহার ) বিত্ত-ঋদ্ধি-বিভবৈঃ [ সহ ] ( জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সহিত ) ধন-দারা-আদি-সম্পদাং ( ধন, পত্নী প্রভৃতি সম্পদ সমূহের ) সৰ্বদা বৃদ্ধয় ( বৃদ্ধির হেতু ) ভবেথাঃ ( হইও )।

অনুবাদ।—হে প্রসন্নবদনা অম্বিকে! যে মনুষ্য এই সকল স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি সৰ্বদা তাহার জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সহ ধন দারাাদি সম্পদের উন্নতি বিধান করিও।

টিপ্পনী।

বিত্ত-ঋদ্ধি-বিভবৈঃ—বিত্তং বেদনং জ্ঞানম্, ঋদ্ধিঃ উপচয়ঃ, বিভবঃ ঐশ্বর্যম্। সহার্থে তৃতীয়া ( চতুর্থী )। বিত্ত শব্দের অর্থ এস্থলে জ্ঞান। “বিত্তং খ্যাতে ধনে লুকে বিত্তং জ্ঞানে বিচারিতে” ( বিশ্বপ্রকাশঃ )।

ধন-দারাাদি-সম্পদাং—ধনং গোমহিষাদি, দারাঃ স্ত্রিঃ, আদিনা পুত্রপৌত্রাদিঃ।  
তে এব সম্পদঃ, তাসাং। ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )

মন্ত্র ৩৮-৩৯, ( পৃ: ৪৭ )

অম্বয়ার্থ।—ঋষিঃ উবাচ ( মেধসু ঋষি মহারাজ স্বরথকে কহিলেন ), [ হে ] নৃপ ( রাজন্ )! জগতঃ ( জগতের ) তথা ( এবং ) আত্মনঃ অর্থে ( নিজের হিতের নিমিত্ত ) দেবৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) ইতি ( এইরূপে ) প্রসাদিতা [ সত্যী ] ( প্রসাদিতা হইয়া ) ভদ্রকালী তথা ইতি উক্তা ( তাহাই হউক বলিয়া ) অস্থহিতা বভূব ( অদৃশা হইলেন )।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—হে রাজন্! জগৎ এবং নিজের হিতার্থে দেবগণ কর্তৃক এইরূপে প্রসাদিতা হইয়া দেবী ভদ্রকালী ‘তথাস্তু’ বলিয়া অদৃশা হইলেন।

টিপ্পনী

ভদ্রকালী—ভদ্রং কল্যাণং কলয়তি দদাতি ইতি ভদ্রকালী ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )।  
যিনি জীবকে ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণ দান করেন তিনি “ভদ্রকালী”। দেবী পুরাণে উক্ত



হইয়াছে,—“ভজং করোতি সা ধাতা ভজকালী মতা ততঃ।” ( ৩৭।৮০ ) তিনি মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া “ভজকালী” নামে বিখ্যাত।

**অন্তর্হিতা**—দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মহিষাসুরকে সংহার করিয়া দেবগণের পূজা গ্রহণ পূর্বক ভগবতী মহালক্ষ্মী স্বধাম “মণিদ্বীপে” প্রস্থান করেন। ঐ পরম মনোহর দ্বীপ সুধাসিন্ধু মধ্যে অবস্থিত এবং ইহা দেবীর নিত্য বিহার ভূমি। ব্রহ্মলোকেরও উর্দ্ধভাগে ইহা অবস্থিত। সমুদয় লোক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে “সর্বলোক” নামে অভিহিত করা হয়। মণিদ্বীপের বিস্তৃত বিবরণ দেবী ভাগবতের ১২।১০ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্র ৪০, ( পৃঃ ৪৭ )

**অন্তর্গতার্থ**।—[ হে ] ভূপ ( হে রাজন )! জগৎ-ত্রয়-হিতৈষিণী ( ত্রিভুবনের মঙ্গলকারিণী ) সা দেবী ( সেই দেবী ) পুরা ( প্রাচীন কালে ) দেব-শরীরেভ্যঃ ( দেবগণের শরীর হইতে ) যথা ( যেক্রমে ) সম্ভূতা ( আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ), এতৎ ( ইহা ) ইতি ( এইক্রমে ) [ ময়া ] ( আমা কর্তৃক ) কথিতং ( উক্ত হইল )।

**অনুবাদ**।—হে রাজন, ত্রিভুবনের মঙ্গলকারিণী সেই দেবী পুরাকালে দেবগণের শরীর হইতে যেক্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে কথিত হইল।

মন্ত্র ৪১-৪২, ( পৃঃ ৪৭ )

**অন্তর্গতার্থ**।—পুনঃ চ ( পুনর্বার ) দুষ্ট-দৈত্যানাং ( ধুম্রলোচনাদি দুষ্ট দৈত্যদিগের ) তথা ( এবং ) শুভ নিশুভয়োঃ ( শুভ ও নিশুভের ) বধায় ( বধের জন্য ) লোকানাং চ ( এবং লোকসমূহের ) রক্ষণায় ( রক্ষার নিমিত্ত ) দেবানাম্ উপকারিণী ( দেবগণের মঙ্গল কারিণী ) সা ( সেই দেবী ) গৌরী-দেহা [ সতী ] ( গৌরী হইতে দেহ ধারণ পূর্বক ) যথা ( যেক্রমে ) সম্ভূতা ( আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ) যথা বৎ ( যথার্থক্রমে ) তে কথ্যামি ( তোমাকে বলিতেছি ), ময়া আখ্যাতং ( মৎকর্তৃক কথিত ) তৎ ( সেই বিষয় ) শৃণু ( শ্রবণ কর )।

**অনুবাদ**।—পুনরায় দেবগণের উপকারিণী সেই দেবী শুভ, নিশুভ ও অত্যাশু দৈত্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং লোক সমূহের রক্ষণার্থ গৌরী হইতে দেহ ধারণ পূর্বক যে প্রকারে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, আমার কথিত সেই বিষয় শ্রবণ কর।



টিপ্পনী ।

গৌরী-দেহা—গৌরীয়াঃ সকাশাৎ দেহঃ যশ্চাঃ সা ( তদ্ব প্রকাশিকা ) । গৌরী বা পার্শ্বতীর দেহ হইতে কৌষিকী দেবী আবির্ভূতা হইয়া শুভ নিশুভাদি অম্বরগণকে বিনাশ করেন । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

শরীর-কোষাদ্ যতশ্চাঃ পার্শ্বত্যা নিঃসৃতাস্বিকা ।

কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৫৮৭

পার্শ্বতীর শরীর কোষ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া অস্বিকা ত্রিলোকমধ্যে “কৌষিকী” নামে অভিহিতা হন ।

এই কৌষিকী দেবীরই নামান্তর মহাসরস্বতী । বামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

গৌরীদেহাৎ সমুৎপন্না বা সৰ্বৈকগুণাশ্রয়া ।

সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাস্বরনিষূদনী ॥

যিনি গৌরী দেহ হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন সেই সৰ্বগুণময়ী দেবীই শুভাস্বর-বিনাশিনী ( মহা ) সরস্বতী নামে অভিহিতা হন ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমহুর অধিকার সপ্তমীয়

দেবীমাহাত্ম্যে শত্রাদিকৃত স্তুতি নামক ( অথবা

মহিষাসুরবধ সমাপ্ত নামক ) চতুর্থ

অধ্যায় সমাপ্ত ।



## উত্তর বা উত্তম চরিত্র ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর ( বা উত্তম ) চরিত্রের ঋষি রুদ্র, দেবতা মহাসরস্বতী, হৃন্দ অনুষ্ঠূপ, শক্তি ভীমা, বীজ ভ্রামরী, তত্ত্ব সূর্য্য এবং স্বরূপ সামবেদ । মহাসরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত উত্তর চরিত্র পাঠের বিনিয়োগ হয় ।

### মহাসরস্বতী ধ্যান ।

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং  
হস্তাজৈদর্ধতীং ঘনাস্তবিলসচ্ছীতাং শুভুল্যপ্রভাম্ ।  
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-  
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুস্তাদিদৈত্যাদিনীম্ ॥

যিনি করকমলে ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনু এবং বাণ ধারণ করেন ; যিনি মেঘমধ্যে বিচরণকারী চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্তা, গৌরীদেহ হইতে প্রাভুভূতা, ত্রিভুবনের আধাররূপিণী এবং শুস্তাদি দৈত্যবিনাশকারিণী সেই মহা-সরস্বতীকে এখানে ভজনা করি ।



## পঞ্চম অধ্যায় ।

### দেবী দূত সংবাদ ।

মন্ত্র ১-২ ( পৃ: ৪৭ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষি: উবাচ ( মেধসু ঋষি মহারাজ সুরথকে কহিলেন ), পুরা ( পূর্বকালে ) শুভ-নিশুভভ্যাম্ অমরাভ্যাং ( শুভ ও নিশুভ নামক অমরদ্বয় কর্তৃক ) মদ-বল-আশ্রয়াং ( গর্ভ ও শক্তি প্রভাবে ) শচী-পতে: ( ইন্দ্রের ) ত্রৈলোক্যাং ( ত্রিলোকের আধিপত্য ) যজ্ঞ-ভাগা: চ ( এবং যজ্ঞভাগ সমূহ ) হতা: ( অপহৃত হইয়াছিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—পুরাকালে শুভ ও নিশুভ নামক অমরদ্বয় কর্তৃক গর্ভ ও শক্তি প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগ সমূহ অপহৃত হইয়াছিল ।

টিপ্পনী ।

পুরা—বিতীয় অর্থাৎ স্বারোচিষ মন্বন্তরে ( তৎ প্রকাশিকা ) ।

শুভ-নিশুভ—বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে, কশ্যপ মুনির ভাৰ্য্যা দত্ব । তাঁহার গর্ভে ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলশালী তিন পুত্র জন্মিয়াছিল যথা শুভ, নিশুভ ও নমুচি । ইন্দ্র বত্বক কৌশলক্রমে নমুচি নিহত হইলে শুভ ও নিশুভ ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের অধিকার কাড়িয়া লয় । ( বামন পুরাণ, ৫৫তম অধ্যায় ) । দেবী ভাগবতের মতে, শুভ ও নিশুভ অমরদ্ব লাভের জন্ত পুষ্করতীরে অগ্নিহুত পরিত্যাগ পূর্বক একাসনে অযুত বর্ষ দুষ্কর তপস্কার অনুষ্ঠান করে । লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই বর প্রদান করেন যে, তাহারা সকল পুরুষের অবধ্য হইবে । উক্ত বর প্রভাবে শুভ নিশুভ সর্বলোকের অজেয় হইয়া উঠে । ( দেবী ভাগবত, ৫।২১ )

মন্ত্র ৩-৪, ( পৃ: ৪৭ )

অন্বয়ার্থ।—তৌ এব ( তাহারা উভয়েই অর্থাৎ শুভ ও নিশুভ ভ্রাতৃদ্বয়ই ) সূর্য্যভ্যাং ( সূর্য্যের অধিকার ) তদ্বং ( তদ্রূপ ) ঐন্দ্রং ( চন্দ্রের অধিকার ) কৌবেরম্ ( কুবেরের অধিকার ) অথ যাম্যং চ ( এবং যমের অধিকার ) বরুণশ্চ চ অধিকারং ( এবং বরুণের অধিকার ) চক্রাতে ( গ্রহণ করিয়াছিল ) । তৌ এব ( তাহারা উভয়েই ) পবন-ঋদ্ধি: চ ( পবনের ঋদ্ধি অর্থাৎ অধিকার ) বহ্নি-কর্ম্ম চ ( এবং অগ্নির কর্ম্ম ) চক্রতু: ( করিতে লাগিল ) ।



**অনুবাদ।**—তাহারা উভয়েই সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম এবং বরুণের অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা উভয়েই বায়ু এবং অগ্নির অধিকারও গ্রহণ করিয়াছিল।

অঙ্ক ৪-৫, ( পৃ: ৪৭-৪৮ )

**অর্থার্থ।**—ততঃ ( অনন্তর ) তাভ্যাং মহাসুরভ্যাং ( ঐ মহাসুরদ্বয় কর্তৃক )  
 বিনির্দূতাঃ ( অপমানিত ) ভ্রষ্ট-রাজ্যাঃ ( রাজ্যচ্যুত ) পরাজিতাঃ ( পরাভূত ) হত-অধিকারঃ  
 ( অধিকার চ্যুত ) নিরাকৃতাঃ ( স্বর্গ হইতে বিতাড়িত ) [ সম্তঃ ] ( হইয়া ) সর্বে ত্রিদশাঃ  
 দেবাঃ ( সকল প্রধান দেবগণ ) তাম্ অপরাজিতাং দেবীং ( সেই অপরাজিতা দেবীকে )  
 সংস্মরন্তি [ স্ম ] ( স্মরণ করিতে লাগিলেন ) ।

**অনুবাদ।**—অনন্তর ঐ মহাসুরদ্বয় কর্তৃক অপমানিত, রাজ্যচ্যুত, পরাজিত, অধিকারবিচ্যুত এবং ( স্বর্গ হইতে ) বিতাড়িত হইয়া সকল প্রধান দেবতাগণ সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

টিপ্পনী।

দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—রাজ্যচ্যুত ও ভ্রষ্ট দেবগণ নন্দন বন পরিত্যাগ  
 করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গিরি-গহ্বরের মধ্যে প্রস্থান করিলেন। সমুদয় অমরবৃন্দ  
 অধিকার ভ্রষ্ট হওয়ায় নিরাশ্রয়, নিরাধার, নিরস্ত্র ও নিস্তেজ হইয়া কখন জনশূন্য অরণ্যে,  
 কখন গিরিকন্দরে, কখন নির্জন উদ্যান মধ্যে ও কখন বা নদীগহ্বরে ভ্রমণ করিতে  
 লাগিলেন। কিন্তু স্থানভ্রষ্ট ও ক্লিষ্টহৃদয় বলিয়া কুত্রাপি স্থল লাভ করিতে পারিলেন না।  
 ( দেবীভাগবত, ৫।২১ )

**ত্রিদশাঃ**—(১) ত্র্যধিকা ত্রিরাবৃত্তা দশ ত্রিদশাঃ।  $৩ + ১০ \times ৩ = ৩৩$ টি প্রধান  
 দেবতা যথা দ্বাদশ সূর্য্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু এবং দুই বিশ্বদেব। ( নাগোজী )

(২) তিস্রো জন্ম-যৌবন-নাশলক্ষণাঃ দশা অবস্থা যেষাং ( চতুর্ধারী )। চন্দ্র,  
 যৌবন ও মৃত্যু এই তিনটি মাত্র দশা ( অবস্থা ) আছে বলিয়া দেবতাদের নামান্তর ত্রিদশ।  
 দেবতাদের জরা নাই।

**অপরাজিতা**—ভগবতী দুর্গার নামান্তর। দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্।

বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা ॥



মহাবল পদ্মনামক দৈত্যরাজকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম বিজয়া হইয়াছে এবং তদবধি তিনি লোকমধ্যে অপরাজিতা নামেও অভিহিতা হইয়া থাকেন। ( ৩৭তম অধ্যায় )।

অঙ্ক ৬, ( পৃ: ৪৮ )

অম্বয়্যার্থ।—তয়া [ দেব্যা ] ( সেই দেবী কর্তৃক ) অস্মাকং ( আমাদের ) বরঃ দত্তঃ ( বর প্রদত্ত হইয়াছিল ) যথা ( যে ), আপৎসু ( আপৎকালে ) স্মৃতা [ সতী ] ( স্মরণ করা হইলে ) তৎক্ষণাৎ ভবতাং ( তোমাদের ) অখিলাঃ ( সমস্ত ) পরম-আপদঃ ( মহা বিপদ সমূহ ) [ অহং ] ( আমি ) নাশয়িষ্যামি ( নাশ করিব )।

অনুবাদ।—সেই দেবী আমাদের বর প্রদান করিয়াছিলেন যে আপৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের সমস্ত মহাবিপদ নাশ করিব।

টিপ্পননী।

ভগবতী কর্তৃক মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ দেবীর স্তুতি করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “সংস্মৃতা সংস্মৃতা অং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ” ( শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৩৫ )। আমরা বধনই তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের মহা বিপদ সমূহ বিনষ্ট করিবে। দেবী উক্ত বর প্রদান পূর্বক অস্তুহিতা হন। এক্ষণে শুভ নিশুভাসুর কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া দেবগণ ঐ বরের কথা স্মরণ করিলেন।

অঙ্ক ৭, ( পৃ: ৪৮ )

অম্বয়্যার্থ।—দেবাঃ ( দেবগণ ) ইতি মতিং কৃত্বা ( এইরূপ চিন্তা করিয়া ) নগ-ঈশ্বরং ( পর্বতরাজ ) হিমালয়ং ( হিমালয়ে ) জগ্মুঃ ( গমন করিলেন )। ততঃ ( অনন্তর ) তত্র ( সেস্থানে ) দেবীং বিষ্ণুমায়াং ( দেবী বিষ্ণুমায়া বা মহামায়াকে ) প্রভুষ্টবুঃ ( প্রকৃষ্টরূপে ) স্তব করিতে লাগিলেন )।

অনুবাদ।—দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পর্বতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন। তৎপর সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়াকে উত্তমরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।

টিপ্পননী।

হিমবন্তং—অতি পুণ্যক্ষেত্র এবং দেবীর আবির্ভাব স্থান বলিয়া দেবগণ হিমালয়ে গমন করেন। ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )



## [ দেবগণের স্তব ]

মন্ত্র ৮-৯, ( পৃ: ৪৮ )

অম্বস্বার্থ।—দেবাঃ উচুঃ ( দেবগণ কহিলেন ),—দেবৈব্য নমঃ ( স্বপ্রকাশরূপা দেবীকে প্রণাম ), মহাদেবৈব্য [ নমঃ ] ( ব্রহ্মাদিরও নিয়ামিকা মহাদেবীকে প্রণাম ), শিবায়ৈ ( কল্যাণরূপিনী শিবাকে ) সততঃ নমঃ ( সর্বদা প্রণাম )। প্রকৃতৈব্য নমঃ ( সৃষ্টিশক্তিরূপিনী প্রকৃতিকে প্রণাম ), ভদ্রায়ৈ [ নমঃ ] ( স্থিতিশক্তিরূপিনী ভদ্রাকে প্রণাম ), নিয়তাঃ [ সন্তঃ ] ( একাগ্রচিত্ত হইয়া ) [ বয়ঃ ] ( আমরা ) তাং ( সেই দেবীকে ) প্রণতাঃ স্ব ( প্রণাম করিতেছি )।

অনুবাদ।—দেবগণ কহিলেন,—দেবীকে প্রণাম, মহাদেবীকে প্রণাম, শিবাকে সতত প্রণাম, প্রকৃতিকে প্রণাম, ভদ্রাকে প্রণাম, একাগ্রচিত্তে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

টিপ্পনী।

দেবৈব্য—যিনি জ্যোতনশীলা, স্বপ্রকাশরূপিনী সেই দেবী ভগবতীকে প্রণাম করি।

মহাদেবৈব্য—ব্রহ্মাদি দেবগণকেও যিনি সৃষ্টিাদি ব্যাপারে প্রবর্তিত করেন সেই মহাদেবী ভগবতীকে প্রণাম। ( নাগোজী )।

প্রকৃতৈব্য—সৃষ্টিশক্তিরূপিনীকে ( নাগোজী )। জগতের মূলপ্রকৃতিরূপাকে ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )।

ভদ্রায়ৈ—স্থিতি বা পালনশক্তিরূপিনীকে ( নাগোজী )। সর্বমঙ্গলরূপিনীকে ( শান্তনবী )।

এই স্তবটিকে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবীস্তুত বলে। ইহার নামান্তর অপরাজিতা স্তব। এই স্তোত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

নমো দেব্যাদিকং দেবীস্তুতং সর্বফলপ্রদম্।

ইমাং দেবীং স্তবন্নিত্যং স্তোত্রেণানেন মামিহ।

ক্লেশানতীত্য সকলানৈশ্বৰ্য্যং মহদন্নং তে ॥

“নমো দেবৈব্য” ইত্যাদি দেবীস্তুত সর্বফলদায়ক। এই স্তোত্র দ্বারা যে ব্যক্তি নিত্য দেবীকে স্তব করে, সে এই সংসারে সকল ক্লেণ অতিক্রম করিয়া মহা ঐশ্বৰ্য্য লাভ করিয়া থাকে।



প্রাধানিক রহস্যের গুপ্তবতী চাঁকায় শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় বলেন, চণ্ডীর চারিটি স্তোত্রের মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়োক্ত দেবীমুক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর তুরীয় স্বরূপের স্তব, অপর তিনটি স্তোত্র দেবীর মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী—এই ব্যাপ্তি চরিত্রত্রয়ের স্তব।

দেবগণ এই স্তবে দেবীকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নিহিত শক্তিরূপে অবস্থিত এক, অবিভক্ত, অর্ধত তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী রূপে স্তব করিয়া তাঁহার সর্বময়ত্ব দেখাইতেছেন।

মন্ত্র ১০, ( পৃ: ৪৮ )

অব্ধমার্থ।—রোজ্যায়ৈ ( সংহার শক্তিরূপিণী রোজ্যাকে ) নমঃ ; নিত্যায়ৈ ( নিত্যাকে ), গৌর্য্যৈ ( গৌরীকে ), ধাত্র্যৈ ( জগতের আধার রূপিণীকে ) নমঃ নমঃ ( পুনঃ পুনঃ নমস্কার )। জ্যোৎস্নায়ৈ ( জ্যোৎস্নারূপিণীকে ) ইন্দুরূপিণ্যৈ ( চন্দ্ররূপিণীকে ) সূর্য্যায়ৈ চ ( এবং সূর্য্যরূপিণীকে ) সততং ( সর্বদা ) নমঃ।

অনুবাদ।—রোজ্যাকে প্রণাম, নিত্য, গৌরী এবং ধাত্রীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপিণী, চন্দ্ররূপিণী এবং সূর্য্যরূপিণীকে সর্বদা প্রণাম।

টিপ্পনী।

রোজ্যায়ৈ—মা, তুমি সংহারশক্তিরূপিণী, অতিভীষণরূপা তোমাকে প্রণাম।

নিত্যায়ৈ—তুমি নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিতা, কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্না, দিকালাতীতা।

গৌর্য্যৈ—তুমি গৌরী অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা, নির্মলা, নিলেপা।

ধাত্র্যৈ—জগতের আধাররূপিণীকে ( নাগোজী )। জগৎ পোষণকারিণীকে চতুর্ধারী )।

জ্যোৎস্নায়ৈ, ইন্দুরূপিণ্যৈ—মা, তুমি জ্যোৎস্না ও চন্দ্ররূপিণী অর্থাৎ জ্যোতি-স্বরূপা। চন্দ্রাদির জ্যোতি তাহাদের নিজস্ব নহে, তোমার প্রকাশেই সকল জ্যোতির্ময় বস্তুর প্রকাশ। গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্রাসয়তে হখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১৫।১২

সূর্য্যের যে প্রভা নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, যে-জ্যোতি চন্দ্রে আছে, যে তেজ অগ্নিতে আছে,—সে তেজ আমারই জানিও।



সুখাঠ্মৈ—সুখা পরমানন্দরূপা ( নাগোজী )। সুখয়তি ইতি সুখা ( তত্ত্ব প্রকাশিকা ), সুখদায়িনী। মা, তুমি পরমানন্দস্বরূপা এবং পরমানন্দদায়িনী, তোমাকে প্রণাম।

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৪৮ )

অম্বয়ার্থ।—কল্যাণী ( কল্যাণরূপাকে ) [ বয়ং ] ( আমরা ) প্রণতাঃ ( প্রণাম করি )। বুদ্ধী ( অভ্যাসরূপাকে ) সিদ্ধী ( সিদ্ধিরূপাকে ) [ বয়ং ] ( আমরা ) নমঃ নমঃ কুর্মাঃ ( পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি )। নৈশ্বর্তী ( অলঙ্কারূপিনীকে ), ভূভাং ( রাজগণের ) লঙ্ঘী ( লঙ্ঘীকে ), শর্করাণী ( শিবশক্তিরূপিনী শর্করাণীকে ) তে ( ভূভাং, তোমাকে ) নমঃ নমঃ ( পুনঃ পুনঃ প্রণাম ) ॥

অনুবাদ।—কল্যাণীকে আমরা প্রণাম করি। বুদ্ধি ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অলঙ্কারী, রাজলক্ষ্মী এবং শিবশক্তিরূপিনী তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

টিপ্পনী।

প্রণতাবুদ্ধৌ—কোন কোন টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, প্রণতানাং ভক্তানাং আ সম্যগ্ উপচয়রূপায়ে ( সিদ্ধান্তবাগীশঃ )। প্রণত ভক্তগণের আবুদ্ধি অর্থাৎ সম্যক উন্নতি-রূপিনীকে।

সিদ্ধৌ—মা, তুমিই সাধকের নিকট সিদ্ধি বা সাফল্যরূপে উপস্থিত হইয়া থাক। তুমিই যোগীকে অষ্টবিধ যোগসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। অষ্টসিদ্ধি যথা,—

অনিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঐশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥

কুর্মাঃ—এস্থলে “কুর্মাঃ” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কুর্মা অর্থাৎ কুর্মাভতারূপী বিষ্ণুর শক্তিকে।

নৈশ্বর্তী—নৈশ্বর্তী অর্থাৎ অলঙ্কারূপিনীকে। নিষ্কান্তা ঋতে: সন্মার্গাৎ নিশ্বর্তি: অলঙ্কারী। নিশ্বর্তে: রূপম্ আকৃতি: নৈশ্বর্তী তস্মৈ, অলঙ্কারূপায়ে ( শান্তনবী )।

দেবী সকাম ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া লঙ্ঘরূপে প্রকটিত হইয়া তাহাকে রাজৈশ্বর্য প্রদান করেন, আবার অভক্ত অস্বরের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া অলঙ্ঘরূপে প্রকটিত হইয়া তাহার সর্বনাশ করিয়া থাকেন। মা, তুমিই লঙ্ঘরূপিনী, তুমিই অলঙ্ঘরূপিনী, তোমাকে প্রণাম।



মন্ত্র ১২, ( পৃ: ৪৮ )

অন্বয়ার্থ—দুর্গায়ৈ (দুর্জয়ে দেবীকে) দুর্গ-পারায়ৈ (দুর্গম ভবসাগর পারকারিণীকে) সারায়ৈ (সর্বশ্রেষ্ঠাকে) সর্ব-কারিণ্যৈ (সর্বজননীকে) খ্যাত্যৈ (খ্যাতিরূপিণীকে) তথা এব (সেইরূপ) কৃষ্ণায়ৈ (কৃষ্ণবর্ণাকে) ধূম্রায়ৈ (ধূম্রবর্ণাকে) সততং নমঃ (সর্বদা প্রণাম)।

অনুবাদ—যিনি দুর্জয়ে, দুর্গম ভবসাগর পারকারিণী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজননী, খ্যাতিরূপিণী এবং যিনি কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা সেই দেবীকে সর্বদা প্রণাম করি।

টিপ্পনী।

দুর্গায়ৈ—দুঃখেন গম্যতে জায়তে ইতি দুর্গা (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যাঁহাকে দুঃখে জানা যায় অর্থাৎ দুঃখিগম্যা।

দুর্গ-পারায়ৈ—(১) দুর্গাং সংসারাং পারং ক্রোতি ইতি দুর্গ-পারা (নাগোজী)। যিনি দুর্গম সংসার হইতে জীবকে পার করেন।

(২) দুর্গঃ দুর্গমঃ দেশতঃ কালতশ্চ পার ইয়তা যশ্চাঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। দেশ ও কালদ্বারা যাঁহার পার বা ইয়তা করা যায় না অর্থাৎ যিনি দেশকাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন।

সারায়ৈ—(১) সারো বলং তদ্ব্যৈ (নাগোজী)। সার শব্দের অর্থ বল। সারা = বলবতী।

(২) সর্বশ্রেষ্ঠায়ৈ, যদ্বা প্রলয়ে হপি অবশিষ্টমাণায়ৈ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা অথবা যিনি প্রলয়েও অবশিষ্ট থাকিয়া যান।

সর্ব-কারিণ্যৈ—(১) সর্বজননৈ আদিকারণত্বাং (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। আদি কারণ বলিয়া তাঁহাকে সর্ব-কারিণী বা সর্বজননী বলা হয়।

(২) সর্বং কর্ত্ত্বং শীলং যশ্চাস্ত্যৈ (সিদ্ধান্ত-বাগীশঃ)। যিনি সকলই করিতে পারেন তিনি সর্ব-কারিণী।

খ্যাত্যৈ—খ্যাতিরূপিণীকে। টীকাকারগণ “খ্যাতি” শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন;—(১) প্রসিদ্ধি, কীর্ত্তি।



(২) প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ ভেদজ্ঞানং খ্যাতিঃ তদ্রূপাটৈ (নাগোজী)। প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানকে খ্যাতি বলে। প্রকৃতি-পুরুষ তন্ময়ের যথার্থ উপলব্ধিরূপে তুমিই বর্তমান আছ।

(৩) খ্যাতিঃ বিকল্পাদি-পঞ্চকম্ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তবকে বলিয়াছেন ;—

“বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্” (১১।১৬।২৪) আমি খ্যাতিবাদিগণের মধ্যে বিকল্প স্বরূপ। পাঁচ প্রকার খ্যাতি বা দার্শনিক মতবাদ আছে যথা,—

আত্মখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরত্ৰয়ম্।

তথাহি নির্বচনখ্যাতি রিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্।

বিজ্ঞান-শূন্য-মীমাংসা-তর্কহর্ষৈতবিদাং মতমিতি (ক্রমসন্দর্ভঃ)।

(১) বিজ্ঞানবাদিগণের আত্মখ্যাতি, (২) শূন্যবাদিগণের অসংখ্যাতি, (৩) মীমাংসক-গণের অখ্যাতি, (৪) নৈয়ায়িকগণের অত্থাখ্যাতি এবং (৫) অর্ধৈতবাদিগণের অনির্বচনীয় খ্যাতি।

মা, জগৎ রহস্য মীমাংসার জন্তু বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বা খ্যাতিরূপে তুমিই বিরাজমানা ; সেই খ্যাতিরূপিনী তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

কৃষ্ণার্থৈ—(১) কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ তামসীরূপিনী, (২) শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপিনী (নাগোজী)। (৩) কর্ষতি জগদ্বশীকরোতি ইতি কৃষ্ণা ; যিনি জগৎকে আকর্ষণ বা বশীভূত করেন তিনি কৃষ্ণা। (৪) জনানাং পাপকর্ষণং কৃষ্ণা ; জীবের পাপ কর্ষণ বা বিনাশ করেন বলিয়া দেবী কৃষ্ণা নামে অভিহিতা হন (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

ধূম্রার্থৈ—(১) ধূম্রবর্ণা (নাগোজী), (২) ধূম্রা=যজ্ঞবিদ্যা, (৩) ধূম্রমার্গ অর্থাৎ পিতৃযান স্বরূপিনী (তত্ত্বপ্রকাশিকা) (৪) চতুর্ধারী টীকা মতে কৃষ্ণা ও ধূম্রা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা যোগিনীদ্বয়কে বুঝাইতেছে।

অঙ্ক ১৩, (পৃ: ৪৮)

অম্বয়ার্থ—তন্মৈ অতিনৌম্য-অতিরৌজ্যৈ (অতি স্নন্দরী ও অতি ভীষণা সেই দেবীকে) [বয়ং] (আমরা) নতাঃ [সম্ভঃ] (অবনত হইয়া) নমঃ নমঃ [কৃষ্ণঃ] (নমস্কার করি)। জগৎ-প্রতিষ্ঠার্থৈ (জগতের আধার রূপিনীকে) নমঃ, কুঠৈ দেবৈ (কৃতি দেবীকে, ক্রিয়ারূপিনীশক্তিকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম)।



অনুবাদ।—অতি সুন্দরী ও অতিভীষণা সেই দেবীকে আমরা নত হইয়া প্রণাম করি। জগতের আধাররূপিণী ও ক্রিয়ারূপিণী দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

টিপ্পনী।

অভিসৌম্যাতিরোজ্যায়ৈ—(১) দেবী বিচাররূপে সংসার বন্ধন ক্লেশ নিবারণ করিয়া থাকেন, এইজন্ত অতি সৌম্যা। আবার অবিচাররূপে তিনি জীবকে সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকেন, এইজন্ত অতি রোজ্য (নাগোজী)। (২) গুপ্তবতী টীকা মতে সৌম্যান্ রোজ্যাংশ্ অতিক্রান্তা অতিসৌম্যাতিরোজ্য। দেবী সৌম্য ও রোজ্যকে অতিক্রম করিয়া বিচ্যমান অর্থাৎ নির্বিশেষরূপে তিনি সর্বগুণাতীতা।

জগৎ-প্রতিষ্ঠায়ৈ—(১) দেবী জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ উপাদান কারণরূপিণী (নাগোজী)। (২) জগতের চেতন অচেতন সমুদয় পদার্থে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্থিতি; দেবী সর্বাস্তর্যামিণী (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। (৩) দেবী এই জগতের যাবতীয় প্রাণীর প্রতিষ্ঠা বা আধার শক্তিরূপিণী (শাস্তনবী)।

কৃত্যে দেবৈ—দেবী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়রূপ কৃতি বা ক্রিয়াশক্তিরূপিণী।

### [ দেবীর ত্রয়োবিংশতি রূপ ]

মন্ত্ৰ ১৪-১৬, ( পৃ: ৪২ )

অম্বমার্থ।—যা দেবী (যে দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণিমধ্যে) বিষ্ণুমায়্যা ইতি শব্দিতা (বিষ্ণুমায়্যা নামে অভিহিতা হন) তৈশ্চ নমঃ (তাঁহাকে প্রণাম), তৈশ্চ নমঃ, তৈশ্চ নমঃ, নমঃ নমঃ।

অনুবাদ।—যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়্যা নামে অভিহিতা হন তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

টিপ্পনী।

বিষ্ণুমায়্যা—(১) মূলা অবিচার (নাগোজী)। (২) অনান্যবিষয়ে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মবিষয়ে অনান্যবুদ্ধি উৎপাদন পূর্বক মমতা বশীভূত লোকসমূহ প্রসবকারিণী সর্বজননী



মহাভগবতী “বিষ্ণুমায়া” নামে অভিহিতা হন (শান্তনবী টীকা)। “বিষ্ণোর্মায়্যা ভগবতী যয়া সম্মোহিতঃ জগৎ”। যিনি জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই ভগবতী বিষ্ণুমায়া। কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃ সত্ত্বতমোগুণৈঃ ।

বিভজ্য ষার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিভক্ত করিয়া ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করেন, তিনিই বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা হন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

সৃষ্টা মায়াং পুরা সৃষ্টৌ বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ।

মোহিতং মায়ায়া বিশ্বং বিষ্ণুমায়া তদুচ্যতে ॥

( প্রকৃতি খণ্ড, ৫৪তম অধ্যায় )

পূর্বে সৃষ্টিকালে পরমাত্মা বিষ্ণু মায়া সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা বিশ্ব মোহিত করিয়াছিলেন, এইজন্ত ইনি “বিষ্ণুমায়া” নামে কথিত হন।

নমস্তৈশ্চ—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে বিষ্ণুমায়া ত্রিরূপা। সৃষ্টিহেতু, বিষ্ণুমায়া রাজসী, স্থিতি হেতু সাত্বিকী এবং সংহার হেতু তামসী। তৈশ্চ পদের তিনবার উক্তি দ্বারা বিষ্ণুমায়ার উক্ত ত্রিবিধরূপ সূচিত হইতেছে। নমঃ পদের ত্রিৰুক্তি দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম সূচিত হইতেছে।

নমো নমঃ—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত দেবীর তুরীয়া ও তুরীয়াতীতা অবস্থাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় “নমো নমঃ” বলা হইয়াছে।

এখান হইতে জগদম্বার ত্রয়োবিংশতিরূপের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক রূপের স্তুতি করা হইতেছে যথা (১) বিষ্ণুমায়া, (২) চেতনা, (৩) বুদ্ধি, (৪) নিদ্রা, (৫) স্খা, (৬) ছায়া, (৭) শক্তি, (৮) তৃষ্ণা, (৯) ক্ষান্তি, (১০) জ্ঞাত, (১১) লজ্জা, (১২) শাস্তি, (১৩) অন্ধা, (১৪) কাস্তি, (১৫) লম্বা, (১৬) বৃদ্ধি, (১৭) স্মৃতি, (১৮) দয়া, (১৯) তুষ্টি, (২০) মাতা, (২১) ভ্রাস্তি, (২২) ব্যাপ্তি এবং (২৩) চিতি।

মন্ত্র ১৭-১৯, ( পৃঃ ৪২ )

অনুবাদ—যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনা নামে অভিহিতা হন, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।



টিপ্পনী ।

ইহা দ্বিতীয়া দেবী চেতনারূপিণীর উদ্দেশ্য প্রণাম ।

চেতনা—(১) নির্বিকল্পজ্ঞান বা চিৎশক্তি (নাগোজী) । (২) জীবনাড়ী (গুপ্তবতী) । (৩) সর্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ অন্তঃকরণের শক্তি বিশেষ ; কাহারো কাহারো মতে স্থখ দুঃখানুসন্ধানশক্তির নাম চেতনা (তত্ত্বপ্রকাশিকা) ।

চেতনা স্থলে নামরূপ আকারে পরিব্যক্ত । সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণে অব্যক্ত বীজরূপে অবস্থিত । সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্য বিশ্ব, সূক্ষ্মাভিমানী চৈতন্য তৈজস এবং কারণাভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত । এই তিনের অতীত তুরীয় বা নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্য । মায়ের সর্ববিধ চৈতন্য স্বরূপকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করা হইতেছে ।

মন্ত্র ২০-২২, (পৃঃ ৪৯)

অনুবাদ—যে দেবী সকল প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

বুদ্ধিঃ—(১) সর্বিকল্প জ্ঞান (নাগোজী) । সংশয়াদি লক্ষণযুক্ত অন্তঃকরণ বিশেষ (তত্ত্ব প্রকাশিকা) ।

বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ । গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঞ্চ বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮।৩০

হে পার্থ, যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ স্বার্থাথ বুদ্ধিতে পারে তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যাকাংক্ষায়ামেব চ ।

অস্বার্থাৎ প্রজ্ঞানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য স্বার্থরূপে বুঝা যায়না, তাহা রাজসী বুদ্ধি ।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি বা মত্ততে তমসাবৃত্তা ।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২



পঞ্চম অধ্যায় ]

দেবী-দূত সংবাদ

২৬৬

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকাতে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত বুঝে তাহা তামসী বুদ্ধি।

মা, তুমিই এই দ্বিবিধ বুদ্ধিরূপে সর্বভূতে বিরাজমান আছ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

মন্ত্র ২৩-২৫, ( পৃ: ৪২ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

টিপ্পনী।

নিদ্রা—স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা ( নাগোজী )। নিদ্রা বিহিতকালে আরক্ত ও সমাপ্ত হইলে সাত্ত্বিকী, কিন্তু তাহাতে যদি বিষয়-স্বপ্ন বাহ্য থাকে তবে তাহা রাজসী, অবিহিত কালীন নিদ্রা তামসী। ( দেবীভাষ্য )

মন্ত্র ২৬-২৮, ( পৃ: ৪২ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

টিপ্পনী।

ক্ষুধা—পার্শ্বিক ধাতুক্ষয়জনিত অবসাদ ( তষ প্রকাশিকা )। স্থূল শরীরের রস রক্তাদি ধাতুর অপচয় জন্ম যে অবসাদ উপস্থিত হয় তাহার নাম ক্ষুধা। “গাধন সময়” টীকাকারের মতে, কেবল স্থূল শরীরে বা অন্তর্য কোষেই যে দেবীর এই বুভুক্ষা মূর্তির প্রকাশ তাহা নহে; প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষেও দেবীর এই ক্ষুধা মূর্তির অভিব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। প্রাণময় কোষের আহার জীবনী শক্তি, মনোময় কোষের আহার চিন্তা, বিজ্ঞানময় কোষের আহার জ্ঞান এবং আনন্দময় কোষের আহার প্রীতি হর্ষ ইত্যাদি। দেবী যেমন ক্ষুধারূপিণী আবার তেমনি অন্তর্পূর্ণারূপিণী ও বটে। যে সাধক সত্য সত্যই দেবীর ক্ষুধা মূর্তির চরণে প্রণত হইতে পারে, তাহার ভবক্ষুধা চিরতরে মিটিয়া যায়।

মন্ত্র ২৯-৩১, ( পৃ: ৪২ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।



টিপ্পনী ।

ছায়া—(১) সংসার জাপের অভাব (নাগোজী) । (২) আতপসন্তাপ হরণহেতু অতি শীতলতা (চতুর্ধরী) । (৩) ছায়া=অবিজ্ঞা (তত্ত্ব প্রকাশিকা) । আতপ প্রকাশ রূপী বলিয়া বিজ্ঞা, ছায়া তাহার অভাব অর্থাৎ অবিজ্ঞা । অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞা অর্থে ভাগবতে ছায়া ও আতপ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা “ছায়াতপো যত্র ন গৃহ্যপক্ষৌ ।” কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে যথাক্রমে ছায়া ও আতপ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় যথা “ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি” ( ১।৩।১ )

মন্ত ৩২-৩৪, ( পৃ: ৪২ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শক্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

শক্তিঃ—(১) সামর্থ্য, উৎসাহ ( তত্ত্ব প্রকাশিকা ) । (২) বস্তুগত স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ( শান্তনবী ) ।

দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ন বিষ্ণু ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ ।

ন সূর্যো বরুণঃ শক্রাঃ শ্বে শ্বে কার্যো কথঞ্চন ॥

ভয়া যুক্তা হি কুর্ত্তন্তি স্থানি কার্যানি তে সুরাঃ ।

সৈব কারণকার্যোষু প্রত্যক্ষণাবগম্যতে ॥ ১।৮।৩৮-৩৯

কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, কি ইন্দ্র, কি অনল, কি সূর্য, কি বরুণ কেহই স্বয়ং স্ব স্ব কার্যে সমর্থ হন না ; সমুদয় সুরগণই সেই আত্মশক্তির সহযোগে নিজ নিজ কার্য করিয়া থাকেন । কার্য ও কারণনিচয়ে একমাত্র তিনিই বিরাজমান থাকিয়া যে, সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতেছেন, ইহা ত প্রত্যক্ষ রূপেই অবগত হওয়া যায় ।

মন্ত ৩৫-৩৭, ( পৃ: ৪২ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিত, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।



টিপ্পনী ।

তৃষ্ণা—“তৃষ্ণা স্পৃহা-পিপাসে য়ে তদ্রূপেহাষিক। স্বতা” । তৃষ্ণা শব্দের অর্থ (১) জল পিপাসা, (২) বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা । দেবী এই উভয়বিধ তৃষ্ণারূপিণী ।

মন্ত্র ৩৮-৪০, ( পৃ: ৪৯ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ক্রান্তি ( ক্ষমা ) রূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

ক্রান্তিঃ—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপকারীর প্রতি অপকার করিবার অনিচ্ছাকে ক্রান্তি বা ক্ষমা বলে । ( নাগোজী )

মন্ত্র ৪১-৪৩, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

জাতিঃ—(১) যাহা নিত্য হইয়াও বহু পদার্থে সমবেত তাহাই জাতি যথা মনুষ্যগণে মনুষ্যত্ব, গোসমূহে গোস্ব জাতি । ( শাস্ত্রনবী )

(২) জন্ম বা ব্রহ্মসত্তা ( গুণবত্তী ) ।

মন্ত্র ৪৪-৪৬, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

লজ্জা—কর্তব্য কার্যের অকরণ এবং কুকার্যের করণহেতু অপরের নিকট হইতে বা নিজে নিজে যে সংকোচ অনুভব করা হয়, চিত্তের ঐভাবে লজ্জা বলে । ( শাস্ত্রনবী )

মন্ত্র ৪৭-৪৯, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।



টিপ্পনী ।

শান্তিঃ—ইন্দ্রিয় সংযম, বিষয় হইতে উপরতি ( নাগোজী ) ।

মন্ত্র ৫০-৫২, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ঞ্জ্জ্বাররূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

ঞ্জ্জ্বা—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় । আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—

গুরু-বেদান্তবাক্যেবু বুদ্ধির্থা নিশ্চয়াত্মিকা ।

সত্যমিত্যেব স। ঞ্জ্জ্বা নিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥

( সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহঃ, ২১২ )

গুরুবাক্য এবং বেদান্তবাক্যসমূহে—“ইহা সত্যই”—এই প্রকার যে নিশ্চয়রূপ জ্ঞান, তাহাই ঞ্জ্জ্বা । এই ঞ্জ্জ্বাই মোক্ষসিদ্ধির মূলীভূত কারণ ।

মন্ত্র ৫৩-৫৫, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

কান্তিঃ—লাবণ্য, ইচ্ছা ( গুণবতী ) ।

“কান্তিঃ শোভেচ্ছয়োঃ দ্বিয়াম্” কান্তি শব্দ শোভা ও ইচ্ছা অর্থে প্রযুক্ত হয় ।

মন্ত্র ৫৬-৫৮, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

লক্ষ্মীঃ—(১)—ধনাদি সম্পৎ ( নাগোজী ) । (২) বিদ্যা-তপোধনাদি সমৃদ্ধিরূপা ( নীলকণ্ঠ, মহাভারত টীকা, ভীষ্মপর্ব, ২৩তম অধ্যায় ) ।

মন্ত্র ৫৯-৬১, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে বৃত্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।



টিপ্পনী ।

বৃত্তিঃ—(১) বর্ত্ততে অনয়া বৃত্তিঃ, যদ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, কৃষি বাণিজ্যাদি জীবিকা । (২) চিত্তবৃত্তি ।

মন্ত্র ৬২-৬৪, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

স্মৃতিঃ—(১) সংস্কার জনিত জ্ঞান ( গুপ্তবতী ) । (২) অহুভূত বিষয়ের জ্ঞান ( নাগোজী ) ।

মন্ত্র ৬৫-৬৭, ( পৃ: ৫০ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

দয়া—পর দুঃখ দূরীকরণের ইচ্ছা ( নাগোজী ) । ইহা নিঃস্বার্থভাবে অহুষ্ঠিত হইলে সাত্বিকী, নাম যশের জন্য প্রদর্শিত হইলে রাজসী এবং অপাত্রে কৃত হইলে তামসী ।

মন্ত্র ৬৮-৭০, ( পৃ: ৫১ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

তুষ্টিঃ—সন্তোষ ( গুপ্তবতী ) ।

মন্ত্র ৭১-৭৩, ( পৃ: ৫১ )

অনুবাদ—যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

মাতা—(১) জননী, (২) ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকা শক্তি ঐহাদের ভিন্ন ভূত সৃষ্টি হয় না ।



ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈত্রী বারাহী বৈষ্ণবী তথা ।

কৌমারী চর্মমুণ্ডা চ কালী সংকর্ষণীতি চ ॥ ( শান্তনবী )

(৩) অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমূহের মাতৃকা নাম্নী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, (৪) প্রমাতা ( গুপ্তবতী ) ।

মন্ত্র ৭৪-৭৬, ( পৃ: ৫১ )

অম্মুবাণ্ড ।—যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

ভ্রান্তিঃ—অতস্মিন্ তদিতি জ্ঞানং ভ্রান্তিঃ ( শান্তনবী ) । যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু মনে করা রূপ মিথ্যাজ্ঞানকে ভ্রান্তি বলে; যেমন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, গুপ্তি বা বিহুকে রৌপ্যজ্ঞান ।

ভ্রান্তি বিপর্যয়জ্ঞানং দ্বিধা সাপি নিগততে ।

অতস্তু তদ্বরূপা চ তস্তু চাতদ্বরূপিণী ॥

ভ্রান্তি অর্থ বিপরীত জ্ঞান, তাহা দ্বিবিধ যথা (১) অতস্তু তদ্ববুদ্ধি এবং (২) তস্তু অতদ্ব বুদ্ধি ।

বেদান্ত মতে ভ্রান্তি বা ভ্রম দুই প্রকার,—সংবাদী ও বিসংবাদী । যে ভ্রম দ্বারা অভীষ্ট বস্তু মিলে তাহাকে “সংবাদী” ভ্রম বলে এবং যাহাতে তাহা মিলে না, তাহার নাম “বিসংবাদী” ভ্রম । মণিপ্রভা দেখিয়া যদি কাহারও মণি ভ্রম হয় তবে সে ঐ প্রভা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেও পরিণামে মণিই লাভ করিতে সমর্থ হয় । সংবাদী ভ্রমের ইহা দৃষ্টান্তস্থল । আবার দীপপ্রভা দেখিয়া যদি কাহারও মণিভ্রম হয় এবং মণি অন্বেষণে ঐ দীপপ্রভার দিকে ধাবিত হয় তাহা হইলে তাহার কখনও মণিলাভ হয় না, দীপই লাভ হইয়া থাকে । ইহা বিসংবাদী ভ্রমের উদাহরণ । “পঞ্চদশী” নামক বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

দীপপ্রভা মণিভ্রান্তি বিসংবাদীভ্রমঃ স্মৃতঃ ।

মণিপ্রভা মণিভ্রান্তিঃ সৎবাদী-ভ্রম উচ্যতে ॥ ৯৬

দীপপ্রভায় যে মণিভ্রম, তাহাতে মণিলাভ হইল না বলিয়া তাহাকে বিসংবাদী ভ্রম বলা হয়; আর মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি, তাহা মণিলাভের হেতু হইল বলিয়া তাহাকে সৎবাদী ভ্রম বলা হয় ।



স্বয়ং ভ্রমো হপি সংবাদী যথা সম্যক্ ফলপ্রদঃ ।

ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ৯১৩

যেমন সংবাদী ভ্রম স্বয়ং ভ্রমরূপ হইয়াও সম্যক্ ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাও অর্থাৎ সপ্তগ ব্রহ্মোপাসনা বা সাকার উপাসনাও, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের স্তায় যথার্থ বস্তুভ্রম না হইলেও মুক্তি ফল লাভের কারণ হয় ।

মন্ত্র ৭৭, ( পৃঃ ৫১ )

অন্বয়ার্থ।—যা ( যিনি ) অখিলেষু ভূতেষু ( সমস্ত প্রাণিমধ্যে ) ইন্দ্রিয়াণাং ( চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের ) ভূতানাং চ ( এবং ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত সমূহের ) অধিষ্ঠাত্রী ( প্রেরয়িত্রী ), তস্মৈ ব্যাপ্তি-দেব্যে ( সেই ব্যাপ্তি দেবীকে ) সততঃ ( সর্বদা ) নমঃ নমঃ ( প্রণাম, প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—যিনি সমস্ত প্রাণিমধ্যে ইন্দ্রিয়গণের এবং পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী, সেই ব্যাপ্তিদেবীকে সর্বদা প্রণাম, প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিষ্ঠাত্রী—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় । চৈতন্যময়ী ব্রহ্মশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করিতেছে । কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

“শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রঃ মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচঃ স উ প্রাণশ্চ প্রাণশ্চক্ষুষ্চ চক্ষুঃ ।” ( ১১২ )

যিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু । অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িত্রী ।

ব্যাপ্তি-দেব্যে—বিশ্বব্যাপিনী দেবীকে । বস্তু যেমন তত্ত্ব এবং মণি সমূহের ভিতর যেমন সূত্র অনুহাত থাকে তেমনি দেবী সমুদয় পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন এবং ইনিই তাবৎ পদার্থের প্রকাশিকা । ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )

মন্ত্র ৭৮-৮০, ( পৃঃ ৫১ )

অন্বয়ার্থ।—যা ( যে দেবী ) চিতি-রূপেণ ( চিৎশক্তি রূপে ) এতৎ কৃৎস্নং জগৎ ( এই সমগ্র জগৎ ) ব্যাপ্য স্থিতা ( ব্যাপিয়া অবস্থিতা আছেন ), তস্মৈ নমঃ ( তাঁহাকে



প্রণাম), তস্মৈ নমঃ (তাহাকে প্রণাম), তস্মৈ নমঃ (তাহাকে প্রণাম), নমঃ নমঃ (প্রণাম, প্রণাম)।

অনুবাদে।—যিনি চিত্তরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে প্রণাম, তাহাকে প্রণাম, তাহাকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।  
টিপ্পনী।

চিতিঃ—কাশ্মীরীয় শৈব দার্শনিক রাজানক ক্ষেমরাজ তৎকৃত “প্রত্যভিজ্ঞা-স্বয়ং” গ্রন্থে বলেন,—“চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।” (১) বিশ্বের সিদ্ধি অর্থাৎ সৃষ্টি সংহার করে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশশীলা (যাহার প্রকাশ অতের অধীন নহে) “চিতি” শক্তিই হেতু।

পরশক্তিরূপা ভগবতী স্বতন্ত্রা চৈতন্যময়ীরই নাম “চিতি,” যিনি শিব হইতে অভিন্নরূপা। চিতির বিকাশে জগতের উন্মেষ ও অস্তিত্ব, চিতির সংকোচে জগতের নিমেষ বা অপ্ৰকাশ। কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনে “চিতি”শক্তির অপর নাম “বিমর্শ।” বিমর্শ অর্থে ক্ষুণ্ণি, উল্লাস, প্রকাশ। জগৎ স্বতঃপ্রকাশ চিতি শক্তির উল্লাস।

১৪শ হইতে ৮০তম মন্ত্রে ভগবতীর ত্রয়োবিংশতিরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুমায়া হইতে চিতি পর্যন্ত এই ত্রয়োবিংশতি দেবীর পূজা বিধান নাগোজী ভট্টকৃত প্রয়োগবিধিতে দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ “ধৃতি” ও “পুষ্টি” নামক আরও দুইটি রূপ স্বীকার করেন, কিন্তু কাত্যয়নীতন্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া এই মত অনাধ। এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

বিষ্ণুমায়া চেতনা চ বুদ্ধি-নিদ্রে ক্ষুধা তথা।

ছায়া শক্তিঞ্চ তৃষ্ণা চ কান্তিজীতি স্ততঃ পরম্ ॥

লজ্জা শাস্তি স্ততঃ শ্রদ্ধা কান্তিলক্ষ্মীস্ততঃ পরম্।

বৃত্তিঃ স্মৃতিদয়া চৈব তুষ্টিমর্তা ততঃ পরম্ ॥

ভ্রান্তির্ব্যাপ্তিচ্চিতিশ্চৈব ত্রয়োবিংশতি সংখ্যকাঃ।

ইতোহধিকমনাৰ্হঃ শ্রান্তস্তে কাত্যয়নে ক্ষুণ্ণম্ ॥ (নাগোজীভট্টী-ধৃতি)

অঙ্ক ৮১, (পৃঃ ৫১)

অঙ্গমার্থ।—[ যা ] (যিনি) পূৰ্ব্বঃ (পূৰ্বে অর্থাৎ মহিষাসুর বধ কালে) অভীষ্ট-সংশ্রয়ঃ (অভীষ্ট লাভ হেতু) সুরৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) স্ততা (বন্দিতা হইয়াছিলেন), তথা



(এবং) সুরেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক) দিনে (প্রতিদিন) সেবিতা (পূজিতা হইয়াছিলেন), সা শুভ-হেতুঃ দৈশ্বরী (মঙ্গলের কারণভূতা সেই পরমেশ্বরী) নঃ (আমাদের) ভদ্রাণি শুভানি (অতিশয় মঙ্গল) করোতু (বিধান করুন), আপদঃ চ (এবং বিপদসমূহ) অভিহন্ত (বিনাশ করুন)।

অনুবাদ।—পূর্বে অভীষ্টলাভহেতু দেবগণ যাহাকে স্তব করিয়াছিলেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিদিন যাহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের অতিশয় মঙ্গলবিধান করুন এবং বিপদসমূহ বিনষ্ট করুন।

মন্ত্র ৮২, (পৃঃ ৫১)

অর্থ।—যা চ দৈশা (এবং যে দৈশ্বরী) সাম্প্রভঃ (এক্ষণে) উদ্ধত-দৈত্য-তাপিতৈঃ (দুরন্ত দৈত্যগণ কর্তৃক নিপীড়িত) অশ্মাভিঃ সুরৈঃ (আমরা সুরগণ কর্তৃক) নমস্ততে (নমস্কৃতা হইতেছেন), যা চ (এবং যিনি) ভক্তি-বিনম্র-মুর্তিভিঃ [অশ্মাভিঃ] (ভক্তিভরে আনন্দে আমাদিগ কর্তৃক) শ্রুতা [সতী] (শ্রুতা হইলে) তৎক্ষণম্ এব (তৎক্ষণাৎই) নঃ (আমাদের) সর্ব-আপদঃ (সকল বিপদ) হস্তি (বিনাশ করেন), [সা শুভহেতুঃ দৈশ্বরী নঃ ভদ্রাণি শুভানি করোতু, আপদঃ চ অভিহন্ত] (সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের অতিশয় মঙ্গল বিধান করুন এবং বিপদ সমূহ বিনাশ করুন)।

অনুবাদ।—এক্ষণে দুরন্ত দৈত্যগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া আমরা যেই দৈশ্বরীকে প্রণাম করিতেছি এবং ভক্তিবিনম্র শরীরে যাহাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ নাশ করিয়া থাকেন [সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের অতিশয় মঙ্গলবিধান করুন এবং বিপদসমূহ বিনাশ করুন]।

টিপ্পনী।

ভক্তিবিনম্রমুর্তিভিঃ—ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে মায়ে চরণে আশ্রয়নিবেদন করিলে মা ভক্তের সকল অন্তঃকরণ দূর করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “তোমার শ্রদ্ধা, তোমার আন্তরিকতা, তোমার সমর্পণ যত পূর্ণতর হয়ে উঠবে, মায়ে কল্পনা ও অভয় ততই তোমাকে ঘিরে রাখবে। আর মা ভগবতীর কল্পনা ও অভয়ের মধ্যে তুমি যখন, তখন কি আছে এমন যা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে, আর কাকেই বা তুমি ভয় করবে ?



ও বস্তুটির স্বরূপ তোমাকে সকল বাধা বিপত্তি ও সঙ্কট পার ক'রে দেবে। তাঁর আশ্রয় যদি তোমাকে আবৃত্ত ক'রে রাখে তবে নিরাপদে তুমি তোমার পথে চ'লে যেতে পারবে; কারণ সে পথ মায়েরই। এজগতের হ'ক আর অদৃশ্য জগতের হ'ক কোন বৈরিতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, কোন বিভীষিকাই তোমার কিছু মাত্র চিন্তার কারণ হ'তে পারে না—তারা যত শক্তিমান হ'ক না। এ-বস্তুর স্পর্শে সঙ্কট স্রবোণে পরিণত হয়, ব্যর্থতা সার্থকতায়, দুর্বলতা অমোঘ সামর্থ্যে পরিবর্তিত হয়।” ( মা; পৃ: ১৬-১৭ )

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই স্তোত্রটি প্রগতি-প্রধান। ইহাতে জগন্মাতার এক একটি রূপকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করা হইয়াছে। ঐকান্তিক প্রণতির ভিতর দিয়াই অহমিকার নাশ হয় এবং আত্মসমর্পণ ও আত্ম-উন্মীলনের সাধনা পূর্ণ হইয়া উঠে। মায়ের দিব্য জ্যোতি; শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশের জগৎ চাই অথবা ঐকান্তিক সমর্পণ, চাই ভাগবতী শক্তির দিকে অনন্তমুখি আত্ম-উন্মীলন। আধারের কোনও অংশে অহমিকা প্রচ্ছন্ন থাকিলে মাতৃকরুণালাভ বিলম্বিত হইয়া যাইবে; এই কারণে সত্তার সকল অংশকে মাতৃচরণে পরিপূর্ণ ভাবে প্রণত করিয়া দিতে হইবে। মায়ের চরণ ধুলার তলে যখন সাধকের মাথা সম্পূর্ণ নত হইয়া পড়িবে এবং সকল অহঙ্কার যখন চোখের জলে ডুবিয়া যাইবে, তখন ঐ পরিশুদ্ধ আধারের ভিতর দিয়া মা ভগবতীর দিব্য ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইবে।

যে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি বহির্জগতের প্রতিপদার্থে অল্পপ্রাৰ্শ্বিত হইয়া আছেন, তিনিই আবার আমার দেহ মন প্রাণের যাবতীয় বৃত্তির মধ্য দিয়া প্রতিনিয়ত নিজকে প্রকাশিত করিতেছেন, সাধককে ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই অল্পভূতি যে পরিমাণে গভীর হইবে সেই পরিমাণে সাধকের আধারটি শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠিবে এবং ক্রমশঃ তাহার সমগ্র সত্তা দিব্যভাবে রূপান্তরিত হইয়া মাতৃময় হইয়া যাইবে। এই দিব্য রূপান্তর সাধনার রহস্য এই স্তোত্রটির ভিতর নিহিত রহিয়াছে।

### [ কৌষিকী দেবীর আবির্ভাব ]

মন্ত্র ৮-৩-৮৪, ( পৃ: ৫২ )

অল্পস্মার্ত্ব।—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( সুরথকে বলিলেন ),—নৃপ-নন্দন ( হে রাজকুমার সুরথ ! ) তত্র ( তথায় অর্থাৎ হিমালয়ে ) এবং ( এইরূপে ) স্তব-আদি-যুক্তানাং ( স্তবাদি কাণ্ডে নিযুক্ত ) দেবানাং অভি ( দেবগণের সম্মুখে ) পার্বতী জাহব্যা: ( জাহবীর অর্থাৎ গঙ্গার ) তোয়ে ( জলে ) স্নাতুম্ ( স্নান করিতে ) আযযৌ ( আগমন করিলেন )।



অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন, হে রাজকুমার ! তথায় দেবগণ এইরূপে স্তবাদি কার্যে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় পার্বতী দেবী জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার জন্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ।

টিপ্পনী ।

স্তবাদিযুক্তানাং—আদি শব্দদ্বারা পূজা, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি ক্রিয়া বুঝাইতেছে । ( তদ্ব প্রকাশিকা )

জাহ্নবী—গঙ্গার নাগাস্তর । ভগীরথ যখন ভূতলে গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করেন, তখন গঙ্গাশ্রোতে জহুম্নির যজ্ঞবাট প্রাবিত হইলে ইনি কুপিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাজল পান করেন । তৎপর দেবগণ ও ভগীরথের প্রার্থনায় জহুম্নি কর্ণপথে ( মতান্তরে উরুভেদ পূর্বক ) গঙ্গাদেবীকে নিঃসারিত করেন । তদবধি গঙ্গা জহুম্নতা বা জাহ্নবী নামে অভিহিত হন ।

মন্ত্র ৮৫, ( পৃঃ ৫২ )

অষ্টমার্থ।—সা ( সেই ) সূ-ক্রঃ ( শোভনে ক্রবৌ বস্ত্রাঃ সা, শোভন ক্রযুক্তা অর্থাৎ সুন্দরী পার্বতী ) তান্ স্মরান্ ( ঐ দেবগণকে ) অববীং ( বলিলেন ),—ভবন্তিঃ ( আপনাদিগ কর্তৃক ) অত্র ( এইস্থানে ) কা স্মৃত্যে ( কে স্মৃতা হইতেছেন ? ) [ তদা ] ( তখন ) অস্তাঃ ( ইহার অর্থাৎ পার্বতীর ) শরীর-কোষতঃ চ ( দেহরূপ কোষ হইতে ) সমুদ্ভূতা [ সত্যী ] ( আবির্ভূতা হইয়া ) শিবা ( মঙ্গলময়ী আত্মশক্তি ) অববীং ( বলিলেন ) ।

অনুবাদ।—সেই সুন্দরী ঐ দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা এখানে কাঁহাকে স্তব করিতেছেন ? তখন ইহার শরীরকোষ হইতে শিবা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন ।

টিপ্পনী ।

শরীর-কোষতঃ—(১) শরীররূপ কোষ বা গৃহ হইতে ( নাগোজী ) । (২) শরীররূপ কোষ বা রত্নভাণ্ডার হইতে ( তদ্ব প্রকাশিকা ) । “কোষোহস্তী কুটুম্বে খড়্গপিধানৈহ রৌঘ-দিব্যয়োঃ” ( অমরকোষ ) । কোষ ( বা কোশ ) শব্দ মুকুল, খড়্গাচ্ছাদন অর্থভাণ্ডার ও দিব্য অর্থে প্রযুক্ত হয় ।



সমুদ্ভূতা—স্বপ্ৰধান অংশে প্রাদুৰ্ভূতা হইয়াছিলেন ( নাগোজী ) ।

শিবা—এখানে শিবা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সৰ্বতেজোময়ী আত্মশক্তি বুঝিতে হইবে ( শাস্তনবী ) ।

মন্ত্ৰ ৮৬, ( পৃঃ ৫২ )

অৰ্ঘ্যার্থ—সমরে ( যুদ্ধে ) নিগুপ্তেন পরাজিতৈঃ ( নিগুপ্ত কৰ্তৃক পরাজিত ) গুপ্ত-দৈত্য-নিরাকৃতৈঃ ( গুপ্তদৈত্য কৰ্তৃক বিতাড়িত ) সমেতৈঃ দেবৈঃ ( সমবেত দেবগণ কৰ্তৃক ) মম ( আমার ) এতৎ স্তোত্রং ( এই স্তব ) ক্রিয়তে ( করা হইতেছে ) ।

অনুবাদ—যুদ্ধে নিগুপ্ত কৰ্তৃক পরাজিত এবং গুপ্ত দৈত্য কৰ্তৃক বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে এই স্তব করিতেছেন ।

মন্ত্ৰ ৮৭, ( পৃঃ ৫২ )

অৰ্ঘ্যার্থ—যং ( যেহেতু ) তস্তাঃ পার্বত্যাঃ ( সেই পার্বতীর ) শরীর-কোষাৎ ( শরীর কোষ হইতে ) অম্বিকা নিঃসৃত ( নির্গতা হইয়াছেন ) ততঃ ( সেই হেতু ) সমস্তেষু লোকেষু ( সকল লোকমধ্যে ) কৌষিকী ইতি ( কৌষিকী নামে ) গীয়তে ( কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাকেন ) ।

অনুবাদ—সেই পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া অম্বিকা সমস্ত ভুবনে কৌষিকী নামে কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাকেন ।

টিপ্পনী ।

কৌষিকী ( বা কৌশিকী )—শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতাতে ( একবিংশ অধ্যায় ) কৌশিকীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দৃষ্ট হয় । নাগোজীভট্ট ও ভাস্কর রায় উভয়েই তাঁহাদের টীকায় উক্ত বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন ।

দৈত্যকুল সমুত গুপ্ত ও নিগুপ্ত নামক ভ্রাতৃদ্বয় কঠোর তপস্তা দ্বারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া এই বর লাভ করে যে, তাহারা এই জগতে পুরুষমাজেরই অবধ্য হইবে ।

অযোনিজা তু বা কণা স্ত্র্যঙ্গকোশসমুদ্ভবা ।

অজাতপুংস্পর্শ-রতি রবিলজ্জা-পরাক্রমা ।

তয়া তু নৌ বধঃ সংখ্যে তস্তাং কামাভিভূতয়োঃ ॥

কিন্তু পুংনিরপেক্ষ স্ত্রীশরীরসমুদ্ভবা, অযোনিজা, দুৰ্জয় পরাক্রমবতী কোন কণ্ডাতে কামাসক্ত হইলে কেবল তাঁহারই দ্বারা আমরা যুদ্ধে নিহত হইব ।



তৎপর শুভ-নিশুভ কৰ্তৃক জগৎ উপক্রম হইতে থাকিলে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অমৃতব্রহ্মের বধার্থ জগদম্বার দেহ হইতে পূৰ্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্টা কন্যাসৃষ্টির উপায় করিতে প্রার্থনা জানাইলেন।

অনন্তর মহাদেব একদা পরিহাসচ্ছলে পার্শ্বতীকে “কালী” নামে সম্বোধন করিলে দেবী কুপিতা হইয়া বলিলেন, “আমার দেহ গৌরবর্ণ নহে বলিয়া আমাতে আপনার সম্পূর্ণ অগ্রীতি, নতুবা আমাকে “কালী” বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন ?” শিব নানা প্রকারে সাহসনা প্রদান করিলেও কুপিতা পার্শ্বতী স্বীয় নীলবর্ণ দেহকোশ পরিত্যাগ পূৰ্বক গৌরবর্ণ দেহলাভের ইচ্ছায় শিবাজ্ঞা গ্রহণ করত গৌতমাশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মা তপঃপরায়ণা পার্শ্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “শুভ ও নিশুভ নামক দৈত্যদ্বয় আমার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ভিত হইয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতেছে, আপন! হইতেই তাহাদের বিনাশ হইবে। আপনি যে শক্তির স্বজন করিবেন, তাহাই উভয়ের মৃত্যুরূপিণী হইবে।” ব্রহ্মা কৰ্তৃক এইরূপে যাচিতা হইয়া পার্শ্বতী দেবী তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইলেন এবং উৎসৃষ্ট চন্দ্রকোশ হইতে কৌশিকী দেবীর উৎপত্তি হইল।

সা ত্বক্কোশাঅনোৎসৃষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ।

কালী কালাম্বুদপ্রপ্যা কলক সমপত্তত।

সা তু মায়াঅিকা শক্তি যোগনিজ্রা চ বৈষ্ণবী।

শঙ্খচক্রত্রিশূলাদি-সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥

সৌম্যা ঘোরা চ মিশ্রা চ ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা।

অজাতপুংস্পর্শরতিরধুয়া চাতিসুন্দরী ॥ ২১।২৬।২৮

সেই উৎসৃষ্ট চন্দ্রকোশ হইতে কৌশিকী নামে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা উৎপন্ন হইলেন। সেই মায়াময়ী বৈষ্ণবী যোগনিজ্রারূপিণী শক্তি শঙ্খ-চক্র-ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্রে বিভূষিত অষ্টবাহুশালিনী হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্যা, ঘোরা এবং উভয়রূপ মিশ্রিত। তাঁহার নয়ন তিনটি এবং মস্তক চন্দ্রকলায় ভূষিত। তিনি পুরুষ সংসর্গ বর্জিতা, অধুয়া এবং অতি সুন্দরী।

শৈব নীলকণ্ঠ দেবী ভাগবতের টীকায় (৫।২৩।২) বলেন, কৌশিকী দেবীই মহাসরস্বতী। তিনি বৈকৃতিক রহস্তোক্ত এই ধ্যানমন্ত্র উচ্চৃত করিয়াছেন,—



গৌরী-দেহাং সমুদ্ভূতা যা সৰ্বৈকগুণাশ্রয়া ।  
 সাক্ষাং সরস্বতী প্রোক্তা শুভাস্বর-নিবাহিণী ॥  
 দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভুং ।  
 শঙ্খাং ঘণ্টাং লাল্ললঞ্চ কাম্মুকং বসুধাধিপ ॥  
 এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সৰ্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি ।  
 নিগুণমখিনী দেবী শুভাস্বর-নিবাহিণী ॥

যে সৰ্বগুণময়ী দেবী গৌরী দেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই শুভাস্বরনাশিনী সাক্ষাং মহাসরস্বতী বলিয়া অভিহিতা হন । হে পৃথিবীপতে, এই অষ্টভুজা দেবী বাণ, মুসল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাল্লল ও ধনু ধারণ করেন । এই নিগুণমখিনী শুভাস্বরনাশিনী দেবী ভক্তিপূর্বক সম্পূজিতা হইলে সৰ্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন ।

মন্ত্র ৮৮, ( পৃ: ৫২ )

অর্থার্থ।—তস্তাং বিনির্গতায়াং তু ( তিনি অর্থাৎ কৌশিকী দেবী বিনির্গতা হইলে ) সা পার্ৱতী অপি ( সেই পার্ৱতী দেবীও ) কৃষ্ণা ( কৃষ্ণবর্ণা ) অভুং ( হইলেন ) । [ সা ] ( তিনি ) হিমাচল-কূত-আশ্রয়া ( হিমালয় পর্বতে অধিষ্ঠানকারিণী ) কালিকা ইতি ( কালিকা নামে ) সমাখ্যাতা ( প্রসিদ্ধা হইলেন ) ।

অনুবাদ।—তিনি ( কৌশিকী দেবী ) বিনির্গতা হইলে ঐ পার্ৱতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হইলেন এবং হিমালয় অধিষ্ঠিতা কালিকা দেবী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন ।

টিপ্পনী ।

এই প্রসঙ্গে দেবী ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয় ;—

পার্কত্যাস্ত শরীরাদ্ বৈ নিঃসৃত্য চাষিকা যদা ।  
 কৌশিকীতি সমন্তেষু ভতো লোকেষু পঠ্যতে ॥  
 নিঃসৃত্যাস্ত তস্তাং সা পার্কতী তনুব্যত্যয়াং ।  
 কৃষ্ণরূপাথ সঞ্জাতা কালিকা সা প্রকীর্তিতা ॥  
 মসীবর্ণা মহাঘোরা দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধিনী ।  
 কালরাত্রীতি সা প্রোক্তা সৰ্বকামফলপ্রদা ॥ ( ৫।২৩।২-৪ )



ভগবতী অম্বিকা, পার্বতীর দেহকোষ হইতে নির্গত হওয়ায় ত্রিলোকবাসী সকলেই তাঁহাকে কৌষিকী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তিনি পার্বতীর শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে সেই পার্বতী শরীরের পরিণাম বশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মুক্তি দর্শন করিলে দৈত্যগণেরও ভয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দেবীই সর্ব মনোরথ পূর্ণকারিণী কালরাত্রি নামে বিখ্যাত হইলেন।

দেবী ভাগবতে অবগত হওয়া যায়, কৌষিকী দেবী সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক দেবী কালিকাকে পার্শ্ববর্তিনী করত অশ্বরাজের নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

### [ চণ্ড-মুণ্ডের কৌশিকী দর্শন এবং শুভাসুরকে সংবাদ জ্ঞাপন ]

মন্ত্র ৮৯, ( পৃ: ৫২ )

অম্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) শুভ-নিশুভয়োঃ ( শুভ ও নিশুভের ) ভূত্যৌ ( ভূত্যদ্বয় ) চণ্ডঃ মুণ্ডঃ চ ( চণ্ড ও মুণ্ড ) স্মনোহরং ( অতিশয় মনোমুগ্ধকর ) পরং রূপং ( পরম সৌন্দর্য্য ) বিভ্রাণং ( ধারিণী ) অম্বিকাং ( জগদম্বাকে অর্থাৎ কৌশিকী দেবীকে ) দদর্শ ( দেখিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর শুভ ও নিশুভের চণ্ড ও মুণ্ড নামক ভূত্যদ্বয় অতি মনোহর, পরমরূপধারিণী অম্বিকাকে দেখিতে পাইল।

মন্ত্র ৯০, ( পৃ: ৫২ )

অম্বয়ার্থ।—তাভ্যাং ( তাহাদের উভয়ের দ্বারা ) [ সা ] ( সেই কৌশিকী দেবী ) শুভায় ( শুভকে ) আখ্যাতা ( বর্ণিতা হইলেন ),—[ হে ] মহারাজ ! অতীব-স্মনোহরা ( অতিশয় রমণীয়া ) কা অপি স্ত্রী ( কোনও এক নারী ) হিমাচলং ভাসয়ন্তীং ( হিমালয়কে উদ্ভাসিত করিয়া ) আশ্বে ( অবস্থান করিতেছেন )।

অনুবাদ।—এবং তাহারা উভয়ে শুভের নিকট অম্বিকার কথা বলিল,—“হে মহারাজ ! অতিশয় রমণীয়া এক নারী হিমালয় উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন।”

মন্ত্র ৯১, ( পৃ: ৫২ )

অম্বয়ার্থ।—অশ্বর-ঈশ্বর ( হে দৈত্যরাজ শুভ । ) তাদৃক্ ( তাদৃশ ) উত্তমং রূপং ( রমণীয় সৌন্দর্য্য ) কচিং ( কোথাও ) কেন চিং ( কাহারও দ্বারা ) ন এব দৃষ্টম্ ( দৃষ্ট হয়



নাই)। অসৌ দেবী (এই দেবী) কা অপি (কে) [ ইতি ] জ্ঞায়তাম্ (তাহা অবগত হউন) গৃহ্যতাং চ (এবং ইহাকে গ্রহণ করুন)।

অনুবাদ—হে অমুররাজ, তাদৃশ রমণীয় সৌন্দর্য্য কেহ কোথাও দেখে নাই। এই দেবী কে আপনি তাহা অবগত হউন এবং ইহাকে গ্রহণ করুন।

মন্ত্র ৯২, (পৃ: ৫৩)

অর্থার্থ—[ হে ] দৈত্য-ইন্দ্র ( হে দৈত্যরাজ শুভ্র ! ) সা তু ( সেই ) অতি চাক্র-অঙ্গী ( অতিশয় মনোহর অবয়বযুক্ত ) স্ত্রী-রত্নং ( রমণী-শ্রেষ্ঠা ) স্ত্রী ( কান্তিধারা ) দিশঃ স্তোতয়ন্তী ( দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া ) তিষ্ঠতি ( অবস্থান করিতেছেন )। ভবান ( আপনি ) তাং দ্রষ্টুম্ অর্হতি ( তাঁহাকে দর্শন করুন )।

অনুবাদ—হে দৈত্যরাজ, অতি মনোহর অবয়বযুক্তা সেই রমণীরত্ন স্ত্রী কান্তিধারা দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাঁহাকে দর্শন করুন।

টিপ্পনী।

স্ত্রীরত্নম্—স্ত্রীশ্রেষ্ঠা। “জাতৌ জাতৌ যদ্বৎকষ্টং তদ্বৎকষ্টমভিধীয়তে।” যে জাতিতে যেটি উৎকৃষ্ট পদার্থ তাহাকে “রত্ন” বলে।

অভিচার্কবদী—অতিচাক্র অতি মনোজ্ঞম্ অঙ্গং যন্তাঃ সা। ত্রিপুরা-বহন্যম্, মাহাত্ম্যখণ্ডে এই প্রসঙ্গে চণ্ডমুণ্ড স্তম্ভের নিকট দেবীর অনূপম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছে,—

উর্বশী পূর্বচিহ্নিচ রস্তা চাহপি তিলোত্তমা।

মেনকা চ স্মাং ভজন্তি সদেমা মিলিতা অপি ॥

তন্তাঃ পাদনখন্তাপি সৌন্দর্য্যন্ত কলাসমাঃ।

ভবেয়ুর্ভবেয়ুর্বা ইতি মে নিশ্চিতা-মতিঃ ॥ ৪৪।৬৫-৬৬

উর্বশী, পূর্বচিহ্নি, রস্তা, তিলোত্তমা এবং মেনকা নামী সুন্দরী অপ্সরাগণ আপনাকে সর্বদা সেবা করিতেছে। কিন্তু ইহারা সকলে মিলিতা হইলেও তাঁহার পাদনখের সৌন্দর্য্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান হইবে কিনা, ইহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে।



মন্ত্র ৯৩, ( পৃ: ৫৩ )

অর্থার্থ।—[ হে ] প্রভো ! ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) গজ-অশ্ব-আদীনি ( হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ) যানি রত্নানি ( যে সকল শ্রেষ্ঠ পদার্থ ), [ যে ] মণয়ঃ বৈ ( এবং যে সমস্ত মণি ) [ সস্তি ] ( আছে ), [ তানি ] সমস্তানি ( সে সমুদয়ই ) সাম্প্রতং ( অধুনা ) তে গৃহে ( আপনার গৃহে ) ভাস্তি ( শোভা পাইতেছে )।

অনুবাদ।—হে প্রভো ! ত্রিভুবন মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি রত্ন এবং মণি আছে, সে সমস্তই অধুনা আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে।

টিপ্পনী।

চণ্ডমুণ্ড আর্টটি শ্লোকের দ্বারা ( ৯৩-১০০ ) শুভাস্বর সকল রত্নের আশ্রয় স্বরূপ, ইহা উল্লেখ করিয়া তাহাকে জীবিত স্বরূপা কৌশিকীদেবী গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেছে।

মন্ত্র ৯৪, ( পৃ: ৫৩ )

অর্থার্থ।—[ স্বয়া ] ( আপনা কর্তৃক ) পুরন্দরাং ( ইন্দ্র হইতে ) গজ-রত্নং ( হস্তিশ্রেষ্ঠ ) ঐরাবতঃ, অয়ং পারিজাত-তরুঃ চ ( এবং এই পারিজাত বৃক্ষ ), তথা এব ( আর ) উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়ঃ ( উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ) সমানীতঃ ( আনীত হইয়াছে )।

অনুবাদ।—আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজরত্ন ঐরাবত, এই পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব আনিয়াছেন।

টিপ্পনী।

ঐরাবতঃ—ইরা জলানি সস্তি অত্র ইরাবান্ সমুদ্রঃ তত্র ভবঃ। ইরাবানে অর্থাৎ সমুদ্রে জাত, ইন্দ্র-হস্তী। ঐরাবত সমুদ্র মন্থনে জাত চতুর্দশ রত্নের একতম, ইহা শুক্লবর্ণ ও চতুর্দন্ত বিশিষ্ট। ঐরাবত দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় বাহন এবং পূর্ব দিকের দিগ্গজ।

পুরন্দরাং—পুরাণি অরীণাং দারয়তি পুরন্দরঃ, তস্মাৎ। শত্রুদের পুরীক্ষাংসকারী বলিয়া ইন্দ্রের এক নাম পুরন্দর।

পারিজাতঃ—পারিণঃ পারবতঃ অক্কে জাতঃ। পারী অর্থাৎ সমুদ্রে জাত। সমুদ্রে মন্থনে ইহার উৎপত্তি ; এই দেবতরু নিত্যপ্রার্থীগণের অভিনাষ পূর্ণ করিয়া থাকে।



**উচ্চৈঃশ্রবাঃ**—উচ্চৈঃ শ্রবসী কণৌ যশ্চ সং, যাহার কর্ণদ্বয় উন্নত। ইন্দ্রের অশ্ব, ইহা সমুদ্র মন্থনজাত চতুর্দশ রত্নের অত্যন্তম। ইহার বর্ণ শশাঙ্ক-ধবল।

মন্ত্র ৯৫, ( পৃ: ৫০ )

**অম্বস্বার্থ**।—বেধসঃ ( ব্রহ্মার ) যৎ হংস-সংযুক্তং ( যেই হংসবাহনযুক্ত ) রত্নভূতং ( রত্নস্বরূপ ) অদ্ভুতং ( বিস্ময়কর ) বিমানম্ ( দেবযান ) আনীৎ ( ছিল ), এতৎ ( ইহা ) ইহ তে অম্বনে ( এই আপনার প্রাঙ্গণে ) আনীতং [ সং ] ( আনীত হইয়া ) ভিষ্ঠতি ( অবস্থান করিতেছে )।

**অম্বুবাদ**।—ব্রহ্মার যে হংসযুক্ত রত্নস্বরূপ অদ্ভুত বিমান ছিল, তাহা আপনার এই প্রাঙ্গণে আনীত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মন্ত্র ৯৬, ( পৃ: ৫০ )

**অম্বস্বার্থ**।—ঐয়া ( আপনা কর্তৃক ) ধন-ঈশ্বর্যাং ( ধনপতি কুবের হইতে ) এষঃ ( এই ) মহাপদ্মঃ নিধিঃ ( মহাপদ্ম নামক নিধি ) সমানীতঃ ( আনীত হইয়াছে ), অক্টিঃ চ ( এবং সমুদ্র ) তূভাং ( আপনাকে ) কিঞ্জকিনীম্ ( কিঞ্জকিনী নামক ) অম্লান-পঙ্কজাং মালাং ( অম্লানানি পঙ্কজানি যন্তাম্ এবভূতাম্, এমন পদ্মফুলের মালা যাহার ফুলগুলি কখনও মলিন হয় না ) দদৌ ( প্রদান করিয়াছেন )।

**অম্বুবাদ**।—আপনি কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম নামক নিধি আনয়ন করিয়াছেন। সমুদ্রও আপনাকে “কিঞ্জকিনী” নামক একটি অমলিন পদ্মমালা প্রদান করিয়াছেন।

**টিপ্পনী**।

**নিধিঃ**—কুবেরের নয় প্রকার রত্ন বিশেষ।

পদ্মোহস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকর-কচ্ছপৌ।

মুকুন্দ-কুন্দ-নীলাশ্চ বর্চোহপি নিধয়ো নব ॥ ( হারাবলী )

(১) পদ্ম, (২) মহাপদ্ম, (৩) শঙ্খ, (৪) মকর, (৫) কচ্ছপ, (৬) মুকুন্দ, (৭) কুন্দ, (৮) নীল ও (৯) বর্চ—এই নয় প্রকার নিধি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আটপ্রকার নিধির বর্ণনা দৃষ্ট হয় যথা পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দক, নীল এবং শঙ্খ। এই অষ্টনিধি পশ্চিমী বিস্তার আশ্রিত। সমুদ্র হইলে এই নিধি সমূহ এবং তৎসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।



দেবতার প্রসাদে ও সাধু সংসেবন ফলে মনুষ্যের বিত্ত নিধিগণ কর্তৃক সর্বদা অবলোকিত হইয়া থাকে । ( মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৬৮তম অধ্যায় )

**ব্রহ্মাপদ্মঃ**—মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । মহাপদ্ম নামক নিধি সত্ত্বাধার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদধিষ্ঠিত মনুষ্যও সম্বৎসর হইয়া থাকে । মহাপদ্মাদিষ্ঠিত ব্যক্তি পদ্মরাগাদি রত্ন, মৌক্তিক ও প্রবাল নিচয়ের অধিস্বামী হইয়া তাহাদিগের ক্রয় বিক্রয় করিতে থাকে ; যোগীদিগকে তাঁহাদের আবাস প্রদান ও জনসাধারণকে যোগাভ্যাসে উৎসাহ প্রদান করে এবং স্বয়ং যোগশীল হইয়া থাকে । তদ্বংশীয়গণ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তদনুরূপ শীলবান হয় ; কিন্তু এই মহাপদ্ম নিধি পূর্ববর্তী পুরুষ অপেক্ষা পরবর্তী পুরুষ সকলে ক্রমশঃ অর্দ্ধ অর্দ্ধ পরিমাণে অবস্থিত হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে না ।

( মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৬৮।১৩-১৬ )

**কিজ্জ্বিনীং**—কিজ্জ্বাঃ কেশরাঃ তদ্যুক্তাম্ অবিশীর্ণকেশরাম্ ( শান্তনবী ) ।  
অবিশীর্ণ অসংখ্যকেশর বিশিষ্টা ।

মন্ত্র ৯৭, ( পৃঃ ৫৩ )

**অম্বস্বার্থ**—তে ( আপনার ) গেহে ( গৃহে ) বরুণং ( বরুণসম্বন্ধি অর্থাৎ বরুণদেবের ) ছত্রং ( ছাতা ) তথা ( এবং ) অয়ং ( এই ) শ্রুতনবরঃ ( রথশ্রেষ্ঠ ) তিষ্ঠতি ( আছে ), যঃ ( যাহা ) পুরা ( পূর্বে ) প্রজাপতেঃ ( প্রজাপতি দক্ষের ) আসীৎ ( ছিল ) ।

**অনুবাদ**—আপনার গৃহে বরুণের স্বর্ণবর্ষণকারী ছত্র আছে এবং যাহা পূর্বে প্রজাপতি দক্ষের ছিল, সেই শ্রেষ্ঠ রথটিও বিद्यমান ।

টিপ্পনী ।

**কাঞ্চন-স্রাবি**—(১) স্বর্ণবর্ষণশীল ( নাগোজী ) । (২) কান্ত্যা কাঞ্চনং অবতি বর্ষতি ( শান্তনবী ) । এই ছত্রে এমন স্বকোশলে সোনার কারুকার্য বিদ্যন্ত হইয়াছিল যে, দেখিবা মাত্র দর্শকের চক্ষু বলসিয়া যাইত এবং বোধ হইত যেন টপ টপ করিয়া স্বর্ণ বর্ণ সালিল ধারা ভূতলে পতিত হইতেছে ।

মন্ত্র ৯৮, ( পৃঃ ৫৩ )

**অম্বস্বার্থ**—ঈশ ( হে প্রভো ! ) ত্বয়া ( আপনা কর্তৃক ) মৃত্যোঃ ( যমের ) উৎক্রান্তি-  
দা নাম ( মরণদাতা নামক ) শক্তিঃ ( শক্তি অস্ত্র ) হতা ( আহত হইয়াছে ) । সলিল-রাজস্র



(জলদেবতা বরুণের) পাশঃ (পাশ অস্ত্র) তব ভ্রাতৃঃ (আপনার ভ্রাতার পরিগ্রহে) (অধিকারে বা হস্তে) [অস্তি] (আছে)।

অনুবাদ।—হে প্রভো, আপনি যমের “উৎক্রান্তিদা” নামক শক্তি আহরণ করিয়াছেন। সলিলরাজ বরুণের পাশ আপনার ভ্রাতা নিগুন্তের অধিকার আছে।

টিপ্পনী।

উৎক্রান্তি-দা।—উৎক্রান্তিঃ মরণং তাত্ দদাতি যা। জীবগণের আয়ুঃশেষে ইহা তাহাদের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া থাকে (শান্তন্বী)।

মন্ত্র ৯৯, (পৃঃ ৫৩)

অর্থার্থ।—অন্ধিজাতাঃ (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন) সমস্তাঃ (যাবতীয়) রত্ন-জাতয়ঃচ (রত্ন সমূহ) নিগুন্তস্ত (নিগুন্তের) [পরিগ্রহে সন্তি] (অধিকারে রহিয়াছে)। বহিঃ অপি চ (এবং অগ্নিও) তুভ্যম্ (আপনাকে) অগ্নি-শৌচে বাসনী (অগ্নিশুচি বস্ত্রবস্ত্র) দদৌ (প্রদান করিয়াছেন)।

অনুবাদ।—সমুদ্রজাত যাবতীয় রত্নরাজিও নিগুন্তের অধিকারে রহিয়াছে। অধিকন্তু অগ্নিদেব আপনাকে “অগ্নিশুচি” বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন।

টিপ্পনী।

রত্নজাতয়ঃ—ভক্তসারে নবরত্নের এইরূপ উল্লেখ আছে;—

মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদান্ বজ্র-বিজ্রমৌ।

পুষ্পরাগং মরকতং নীলকৈতি যথাক্রমাৎ ॥

(১) মুক্তা, (২) মাণিক্য, (৩) বৈদূর্য্য, (৪) গোমেদ, (৫) হীরা, (৬) বিজ্রম, (৭) পুষ্পরাগ, (৮) মরকত এবং (৯) নীল—এই নয়টি নবরত্ন বা মহারত্ন। অগ্নিপুত্রের রত্ন পরীক্ষা প্রকরণে বহুবিধ রত্নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (অগ্নিপুত্রাণ, অধ্যায় ২৪৫)। বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে ২২ প্রকার রত্নের পরিচয় দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে রত্নধারণ মহাপুণ্যজনক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। গ্রহদোষ প্রশমনার্থ রত্নবিশেষ ধারণের ব্যবস্থা জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখা যায়। নানাপ্রকার রোগ দূরীকরণেও রত্নের অচিন্ত্যপ্রভাব শাস্ত্রে বিবোধিত হইয়াছে।



অগ্নিশৌচে—(১) সর্দৈব অগ্নিবর্গির্শূলম্, অগ্নিপ্রক্ষেপণাপনয়নমলে বা ( শুণ্ডবতী ) ।  
সর্বদা অগ্নির মত নির্শূল অথবা অগ্নিপ্রক্ষেপের দ্বারা বাহার মল দূর করা হয় ।

(২) অগ্নিরেব নৈর্শূল্যকরণং যয়োঃ ( নাগোজী ) । অগ্নিই যে বজ্রধ্বয়ের শৌচ বা নির্শূলতা সম্পাদনকারী ।

(৩) অগ্নৌ নিক্ষিপতঃ শৌচং নির্শূলীকরণং যয়োঃ ( শান্তনবী ) । অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাহা নির্শূল হয় এইরূপ বজ্রযুগল ।

(৪) অগ্নিরিব শৌচং যয়োঃ মলসংসর্গাভাবাৎ ( দংশোদ্ধার ) । মল সংশ্রবের অভাব হেতু যাহা সর্বদা অগ্নির মত নির্শূল থাকে এইরূপ বজ্রধ্বয় ।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বলেন,—অগ্নিশুচি বজ্র, যে বজ্র অগ্নিধারা শুদ্ধ হয় । সে কি বজ্র যাহা অগ্নিধারা দ্বন্দ্ব হয় না ? অগ্নির অস্পৃশ্য বজ্র একটি আছে, ইংরেজী নাম Asbestos. বিশ্ব দেশের পুরোহিতেরা এই বজ্র পরিধান করিতেন । বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেশে আসিয়াছিল । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অগ্নির অস্পৃশ্য বজ্রের উল্লেখ বহুস্থানে আছে । ( প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৫৩, পৃ: ৫২৩ )

মন্ত্র ১০০, ( পৃ: ৫৩ )

অম্বস্বার্থ ।—দৈত্য-ইন্দ্র ( হে দৈত্যরাজ শুভ ! ) এবং ( এইরূপে ) সমস্তানি রত্নানি ( ষাবতীয় ষোড়শবস্ত্রসমূহ ) তে ( ত্বয়া, আপনা কর্তৃক ) আহুতানি ( সংগৃহীত হইয়াছে ) । এষা কল্যাণী ( এই স্থলক্ষণা ) জী-রত্নং ( সর্বোৎকৃষ্টা নারীকে ) ত্বয়া ( আপনা কর্তৃক ) কস্মাৎ ( কেন ) ন গৃহ্যতে ( গৃহীত হইতেছে না ) ?

অম্ববাদ ।—হে দৈত্যরাজ, এইরূপে আপনি সমুদয় রত্ন আহরণ করিয়াছেন ; এই স্থলক্ষণা জীরত্ন আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না ?

[ শুভকর্তৃক স্ত্রীকে দূতরূপে দেবীর নিকট প্রেরণ ]

মন্ত্র ১০১-২, ( পৃ: ৫৪ )

অম্বস্বার্থ ।—ঋষি: ( মেধস ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ সুরথকে কহিলেন ),—সঃ শুভঃ ( সেই শুভাস্বর ) তদা ( তখন ) চণ্ড-মুণ্ডয়োঃ ( চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরধ্বয়ের ) ইতি বচঃ ( এইরূপ বাক্য ) নিশম্য ( শ্রবণ করিয়া ) মহা-অস্বরং স্ত্রীং ( স্ত্রীং নামক মহাস্বরকে ) দেব্যাঃ ( কোষিকী দেবীর নিকট ) দূতং ( দূতরূপে ) প্রেষয়ামাস ( প্রেরণ করিল ) ।



অনুবাদে ।—ঋষি কহিলেন, সেই শুভ তখন চণ্ড ও মুণ্ডের এই প্রকার  
বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত্রী ব নামক মহাসুরকে দেবীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ  
করিল ।

টিপ্পনী ।

দূত—দূতত্বেনেন যথোক্তবাদিত্বাৎ পরিতাপ্যতে পর ইতি দূতঃ (শাস্তনবী) । যে  
যথোক্তকথনে শত্রুকে পরিতপ্ত করে তাহাকে “দূত” বলে । রাজা “চারৈক্ষণঃ দূতযুগঃ ।”  
রাজাদিগের চর চক্ষুস্বরূপ এবং দূত মুখস্বরূপ । দূত ভিন্ন সন্ধি বিগ্রহাদি কোন কার্য শৃঙ্খলার  
সহিত সম্পন্ন হইতে পারে না, এইজন্য দূত নিয়োগে রাজাকে বিশেষ অবহিত হইতে হয় ।  
মৎস্ত পুরাণে দূতের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

যথোক্তবাদী দূতঃ শ্রাদ্দেশভাষাবিশারদঃ ।

শত্রুঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশকালবিভাগবিৎ ॥

বিজ্ঞাতদেশকালশচ দূতঃ শ্রাৎ স মহীক্ষিতঃ ।

বক্তা নয়শ্চ যঃ কালে স দূতো নুপতে ভবেৎ ॥

যথোক্তবাদী, দেশভাষাবিশারদ অর্থাৎ যে স্থলে দূত প্রয়োগ করিতে হইবে সেই  
স্থানের ভাষায় সুপণ্ডিত, কার্যকুশল, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বাগ্মী, দেশকাল বিভাগবিৎ অর্থাৎ  
কোন সময়ে কিরূপভাবে কার্য করিলে ফলদায়ক হয়, তাহা যিনি বিশেষরূপে অবগত  
আছেন এবং যিনি যথাকালে নীতিশাস্ত্রের বক্তা, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি নুপত্তির দূত  
হইবার উপযুক্ত ।

অঙ্ক ১০৩, ( পৃঃ ৫৪ )

অর্থার্থ ।—[ অয়া ] (তোমা কতৃক) গত্যা (যাইয়া) মম বচনাৎ (আমার  
কথানুসারে) ইতি চ ইতি চ (এই এই কথা) সা (সেই দেবীকে) বক্তব্য (বলিতে হইবে) ।  
যথা চ (এবং যাহাতে) [সা] (তিনি) সংপ্রীত্যা (সম্যক প্রীতির সহিত) লঘু (শীঘ্র)  
অভি-এতি (আসেন), তথা (সেইরূপ) অয়া (তোমা কতৃক) কার্ধ্যম্ (করণীয়) ।

অনুবাদে ।—তুমি যাইয়া আমার কথানুসারে তাঁহাকে এই এই  
কথা বলিবে এবং যাহাতে তিনি সম্প্রীতির সহিত শীঘ্র আগমন করেন, সেইরূপ  
করিবে ।



মন্ত্র ১০৪, ( পৃ: ৫৪ )

অর্থার্থ।—সী দেবী ( সেই কৌষিকী দেবী ) অতি শোভনে ( পরম রমণীয় ) শৈল-উদ্দেশে ( পর্বত শিখরে ) যত্র ( যেখানে ) আস্তে ( আছেন ), সঃ ( সেই দূত ) ততঃ ( শুষ্টের নিকট হইতে ) তত্র গতা ( সেখানে যাইয়া ) প্লব্ধঃ ( কোমলভাবে ) মধুরয়া গিরা ( মধুর বাক্যে ) তাং ( তাঁহাকে অর্থাৎ দেবীকে ) প্রাহ ( বলিল ) ।

অনুবাদ।—পরম রমণীয় পর্বত শিখরে যেখানে সেই দেবী অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ দূত শুষ্টের নিকট হইতে তথায় গমন করিয়া কোমলভাবে মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ।

### [ স্ত্রীদেবী দূতের উক্তি ]

মন্ত্র ১০৫-৬, ( পৃ: ৫৪ )

অর্থার্থ।—দূতঃ ( স্ত্রীদেবী নামক দূত ) উবাচ ( কৌষিকী দেবীকে বলিল ),—[ হে ] দেবি ! দৈত্য-ঈশ্বরঃ শুষ্টঃ ( দৈত্যরাজ শুষ্ট ) ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে, স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে ) পরম-ঈশ্বরঃ ( একাধিপতি, সম্রাট ) । অহং ( আমি ) তেন প্রেরিতঃ ( তৎকর্তৃক প্রেরিত ) দূতঃ ( বার্তাবহ ), ইহ ( এখানে ) স্বসকাশম্ ( আপনার নিকট ) আগতঃ ( আসিয়াছি ) ।

অনুবাদ।—দূত বলিল,—হে দেবি, দৈত্যরাজ শুষ্ট ত্রিভুবনে একমাত্র অধীশ্বর । আমি তাঁহার প্রেরিত দূতরূপে এখানে আপনার নিকট আসিয়াছি ।

মন্ত্র ১০৭, ( পৃ: ৫৪ )

অর্থার্থ।—বঃ ( যিনি ) সদা সর্বাস্থ দেব-যোনিষু ( সমস্ত দেবযোনি মধ্যে ) অব্যাহত-আজঃ ( অব্যাহতা অপ্রতিহতা আজ্ঞা যস্য সঃ যাহার আদেশ অলঙ্ঘনীয় ), [ বঃ ] ( যিনি ) নির্জিত-অখিল-দৈত্য-অরিঃ ( নির্জিতাঃ অভিজুতাঃ অখিলাঃ দৈত্যানাম্ অরয়ঃ দেবাঃ যেন সঃ, সমস্ত দৈত্য-শত্রু অর্থাৎ দেবগণের পরাজয়কারী ) সঃ ( সেই শুষ্ট ) যৎ আহ ( যাহা বলিয়াছেন ) তৎ ( তাহা ) শৃণু ( শ্রবণ করুন ) ।



অনুবাদ।—সমস্ত দেবযোনিমধ্যে যাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, যিনি সমস্ত দৈত্যশক্রগণকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই শুভাস্বর যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ করুন ।

টিপ্পনী ।

দেবযোনিঃ—দেবানামিব যোনিঃ যশ্চ, বিজ্ঞাধরাণিঃ ।

বিজ্ঞাধরোহিষ্যরো যক্ষো রক্ষো গন্ধর্ব্বকিম্বরাঃ ।

পিশাচো গুহকঃ সিন্ধো ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ ॥ ( অমরকোষ )

বিজ্ঞাধর, অপর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর, পিশাচ, গুহক, সিন্ধ, ভূত—ইহার দেবযোনি ।

মন্ত্র ১০৮, ( পৃঃ ৫৪ )

অর্থার্থ।—অখিলং ( সমগ্র ) ত্রৈলোক্যং ( ত্রিভুবন ) মম ( আমার ) । দেবাঃ ( দেবগণ ) মম ( আমার ) বশ-অনুগাঃ ( আজ্ঞানুবর্তী ) । অহং ( আমি ) সর্ব্বান্ ( সমস্ত ) যজ্ঞ-ভাগান্ ( চক্র, পুরোডাশাদি যজ্ঞাংশ ) পৃথক্ পৃথক্ ( ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে ) উপ-অন্নামি ( উপভোগ করি ) ।

অনুবাদ।—সমগ্র ত্রিভুবন আমার, দেবগণ আমার আজ্ঞানুবর্তী । আমি সমুদয় যজ্ঞাংশ পৃথক্ পৃথক্ক্রমে উপভোগ করি ।

টিপ্পনী ।

পৃথক্ পৃথক্—ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশে প্রদত্ত পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞভাগ সেই সেই দেবতারূপে একা একাই ভোগ করিতেছি ।

মন্ত্র ১০৯-১১০, ( পৃঃ ৫৪ )

অর্থার্থ।—ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) [ যানি ] ( যে সকল ) বর-রত্নানি ( শ্রেষ্ঠরত্ন ) তথা এষ ( এবং ) গজ-রত্নানি ( উৎকৃষ্ট হস্তিসমূহ ) [ সন্তি ] ( আছে ), [ তানি ] ( সে সকল ) অশেষতঃ ( নিঃশেষে ) মম ( আমার ) বস্ত্রানি ( বস্ত্রভূত ) । অমরৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) ক্ষীরোদ-মথন-উদ্ভূতং ( ক্ষীরোদি উদকানি যশ্চ সঃ ক্ষীরোদঃ, ক্ষীরোদস্ত মথনং, ততঃ উদ্ভূতম্ । ক্ষীরোদ সাগর মস্থন হইতে উৎপন্ন ) দেব-ইন্দ্র-বাহনং ( ইন্দ্রের বাহন ) উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞং ( উচ্চৈঃশ্রবা নামক ) তৎ অশ্ব-রত্নং ( সেই শ্রেষ্ঠ অশ্বটি ) দ্বাদ্বা ( আহরণ করিয়া ) প্রণিপত্য ( প্রণাম করিয়া ) মম সমর্পিতম্ ( আমাকে সমর্পিত হইয়াছে ) ।



ভাস্কুবান্দা ।—ত্রিভুবনে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন এবং গজরত্ন আছে তৎসমুদয়ই আমার অধিকৃত । ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্নটি দেবগণ আহরণ করিয়া আমাকে প্রণাম পূর্বক সমর্পণ করিয়াছে ।

টিপ্পনী ।

উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞা—উচ্চৈঃ শ্রবো যশো যন্ত সঃ, উচ্চৈঃ শ্রবস্+অচ্ (সমানাস্ত) ।  
উচ্চৈঃশ্রবস ইতি সংজ্ঞা যন্ত সঃ উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞঃ, তম্ ।

মন্ত্র ১১১ ( পৃঃ ৫৫ )

অর্থার্থ ।—শোভনে ( হে সুন্দরি ! ) দেবেষু ( ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে ) গন্ধর্বেষু ( বিষ্ণবস্তু প্রভৃতি গন্ধর্বদের মধ্যে ) উরগেষু চ ( এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ মধ্যে ) যানি অগ্নানি ( অগ্নি যে সকল ) রত্নভূতানি ( রত্নভূত ) ভূতানি ( বস্তু ) [ সন্তি ] ( আছে ), তানি ( সে সকল ) ময়ি এব ( আমাতেই ) [ সন্তি ] ( অবস্থিত আছে ) ।

ভাস্কুবান্দা ।—হে সুন্দরি ! দেবতা, গন্ধর্ব এবং নাগগণ মধ্যে অন্ত্যান্ত যে সকল রত্নভূত বস্তু আছে, সে সমস্ত আমার অধিকারেই অবস্থিত ।

মন্ত্র ১১২ ( পৃঃ ৫৫ )

অর্থার্থ ।—[ হে ] দেবি ! বয়ং ( আমরা ) লোকে ( এই জগতে ) স্বাং ( তোমাকে ) জ্ঞী-রত্ন-ভূতাং ( নারীজাতির মধ্যে রত্নস্বরূপা ) মন্থামহে ( মনে করি ) । সা স্বম্ ( সেই তুমি ) অস্মান্ উপাগচ্ছ ( আমাদের নিকট আইস ), যতঃ ( যেহেতু ) বয়ং ( আমরা ) রত্নভূজঃ ( রত্নভোগের উপযুক্ত ) ।

ভাস্কুবান্দা ।—হে দেবি, এই জগতে আমরা তোমাকে নারীজাতির রত্নস্বরূপা মনে করি । যেহেতু আমরাই রত্নভোগের উপযুক্ত, অতএব তুমি আমাদের নিকট আইস ।

টিপ্পনী ।

রত্নভূজঃ—রাজাই রত্ন ভোগাহ । উক্ত হইয়াছে,—

স্বরাষ্ট্রমগ্নতো রক্ষত্যগ্নদীপং ক্ষিপোতি চ ।

বর্জ্যতোপায়বান্নিত্যং রত্নহারী চ পাখিবঃ ॥



রাজা নিজ রাজ্যকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, অগ্নের রাজ্য ক্ষয় করিয়া থাকেন, উপায় অবলম্বন পূর্বক নিত্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং রত্ন আহরণ করিয়া থাকেন।

অঙ্ক ১১৩, ( পৃ: ৫৫ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] চঞ্চল-অপাদি (চঞ্চলো অপাদৌ নেত্রান্তৌ যন্তাঃ সা, হে চঞ্চল-নয়নে)। যতঃ (যেহেতু) ত্বং বৈ (তুমি) রত্ন-ভূতা (রত্নস্বরূপা) অসি (হও), [ অতঃ ] (অতএব) মাং (আমাকে) বা (কিংবা) মম (আমার) অল্পং (কনিষ্ঠ ভ্রাতা) উরু-বিক্রমং (উরু: মহান বিক্রমো যন্ত তং, মহা বিক্রমশালী) নিমন্তং বা অপি (নিমন্তকে) ভজ (ভজনা কর অর্থাৎ পতিরূপে গ্রহণ কর)।

অনুবাদ।—হে চঞ্চল-নয়নে। যেহেতু তুমি রত্নস্বরূপা, অতএব আমাকে অথবা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রমশালী নিমন্তকে ভজনা কর।

অঙ্ক ১১৪, ( পৃ: ৫৫ )

অন্বয়ার্থ।—মৎ-পরিগ্রহাৎ (আমাকে আশ্রয় করিলে) [ ত্বম্ ] (তুমি) অতুলং (অতুলনীয়) পরম্ ঐশ্বর্যং (শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য) প্রাপ্যসে (প্রাপ্ত হইবে); বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) এতৎ (ইহা) সমালোচ্য (সম্যাক্রূপে বিবেচনা করিয়া) মৎ-পরিগ্রহতাং (আমার পত্নীত্ব) ব্রজ (স্বীকার কর)।

অনুবাদ।—তুমি আমাকে আশ্রয় করিলে অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইবে। ইহা বুদ্ধিদ্বারা সম্যক বিবেচনা পূর্বক আমার পত্নীত্ব স্বীকার কর।

টিপ্পনী।

পরিগ্রহঃ—“পরিগ্রহঃ কলত্রেহপি মূল-স্বীকারয়োঃপি।

শপথে পরিবারে চ রাহগ্রন্তে চ ভাস্করে ॥” (মেদিনীকোষ)

পরিগ্রহ শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা পত্নী, মূল, স্বীকার, শপথ, পরিবার এবং রাহগ্রন্ত সূর্য্য।

অঙ্ক ১১৫-১১৬, ( পৃ: ৫৫ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষিঃ (মেধসু ঋষি) উবাচ (রাজা সুরথকে বলিলেন),—যয়া (যেই দেবী কর্তৃক) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (বিধৃত হইয়া আছে), সা (সেই) ভদ্রা (মঙ্গলময়ী) ভগবতী (অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালিনী) দুর্গা (দুস্ত্রীপা, দুজ্জেরা) দেবী ইতি



( এই প্রকারে ) [ দূতেন ] উক্তা [ সতী ] ( দূত কর্তৃক উক্তা হইলে ) তদা ( তখন )  
অন্তঃস্মিতা ( অন্তঃ অভ্যন্তরে স্মিতম্ ঈবদ্ধাসঃ যশ্চাঃ সা, মনে মনে ঈবৎ হাস্যযুক্তা হইয়া )  
গম্ভীরা জগৌ ( গম্ভীরভাবে বলিলেন ) ।

অনুবাদ ।—ঋষি কহিলেন,—যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন  
সেই মঙ্গলময়ী ভগবতী হুর্গা দেবী এই প্রকারে ( দূত কর্তৃক ) অভিহিতা  
হইয়া অন্তরে ঈবৎ হাস্য করিতে করিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন ।

টিপ্পনী ।

গম্ভীরা—গূঢ়াভিপ্রায়া ( শাস্তনবী ) । দৈত্যাদিগকে হত্যা করিতে মনে মনে সঙ্কল্প  
স্থির করিলেন কিন্তু বাহিরে সেই অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন ।

“গম্ভীরাস্তাস্ত যা নার্যাঃ সমানা রোষতোষয়োঃ” ( ভরতঃ ) । যে সকল নারী ক্রোধ  
ও সন্তুষ্টি—উভয় অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ। তাহাদিগকে “গম্ভীরা” বলে ।

অন্তঃস্মিতা—দূতমুখে শুস্তাস্থরের উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবী মনে মনে হাসিলেন  
কেন ? (১) তিনি হুস্তাপ্যা, হুরধিগম্যা ( হুর্গা ) । যুগ যুগান্তব্যাপী তপশ্চা দ্বারা ঐহাকে  
লাভ করা যায় না, শুস্তাস্থর দূত পাঠাইয়া এত সহজে তাঁহাকে ক্রায়ত্ত করিতে চাহিতেছে,  
তাই দেবী অস্থরের মৃত্যু হেতু মনে মনে হাসিলেন । (২) দেবী অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী  
( ভগবতী ) । অস্থর-রাজ শুস্ত তাঁহাকে কয়েকটি রত্নের প্রলোভন দেখাইয়া আকৃষ্ট করিতে  
চাহিতেছে, এইজন্ত দেবী হাসিলেন । (৩) দেবী অশেষ মঙ্গলময়ী ( ভদ্রা ) । জগতের  
অহিতকারী অমঙ্গলরূপী শুস্তাস্থর তাঁহাকে পাইতে চাহে, তাহার স্পর্ধা হেতু দেবী  
হাসিলেন । (৪) দেবী জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী ( যমেদং ধার্য্যতে জগৎ ) । শুস্তাস্থর তাঁহাকে  
চিনিতে না পারিয়া পত্নীরূপে পাইতে চাহে, অস্থরের পশ্চাদ্বেষ হেতু দেবী মনে মনে হাসিলেন ।

[ দেবীর উত্তর ]

খন্ড ১১৭-১১৮, ( পৃঃ ৫৫ )

অম্বস্বার্থ ।—দেবী ( কৌষিকী দেবী ) উবাচ ( দূতকে কহিলেন ),—ঋষা ( তোমা  
কর্তৃক ) সত্যম্ উক্তম্ ( সত্য উক্ত হইয়াছে ), অত্র ( এই বিষয়ে ) ঋষা ( তোমা কর্তৃক )  
কিঞ্চিৎ ( কিছু যাত্র ) মিথ্যা ন উদিতম্ ( মিথ্যা বলা হয় নাই ) । শুস্তঃ ত্রৈলোক্য-অধিপতিঃ  
( ত্রিভুবনের স্বামী ), নিশুস্তঃ চ অপি ( এবং নিশুস্তও ) তাদৃশঃ ( তৎসদৃশ ) ।



অনুবাদ।—দেবী कहिलेन,—তুমি সত্যই বলিয়াছ, এই বিষয়ে কিছুমাত্র মিথ্যা বল নাই। শুভ্র ত্রিভুবনের অধীশ্বর এবং নিশুভ্রও তৎসদৃশ।  
টিপ্পনী।

দুতের প্রতি দেবীর উক্তি কয়টি দ্ব্যর্থক। আপাতনভ্য অর্থের পশ্চাতে নিগূঢ় তাৎপর্য বর্তমান। আস্থারিক বুদ্ধি সম্পন্ন দূত ও শুভ্র-নিশুভ্র সাধারণ অর্থেই দেবীর উক্তি সমূহ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহাদের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। এই শ্লোকটির গূঢ়ার্থ এইরূপ,—

“তয়া সত্যং ন উক্তম্, অত্র কিঞ্চিং মিথ্যা উদিতম্।”

হে দূত, তুমি সত্য বল নাই, এ বিষয়ে কিছু মিথ্যা বলিয়াছ। কারণ, শুভ্র-নিশুভ্র ত আর বাস্তবিক ত্রৈলোক্যাধিপতি নহে। আমি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কাহার আধিপত্য থাকিতে পারে?

মন্ত্র ১১৯, ( পৃ: ৫৫ )

অর্থস্বার্থ।—কিন্তু অত্র (এই বিবাহ বিষয়ে) [ময়া] (আমা কর্তৃক) যৎ প্রতিজ্ঞাতং (যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে) তৎ (তাহা) কথং (কিভাবে) মিথ্যা ক্রিয়তে (অনুষ্ঠান করা যায়)? অল্প বুদ্ধিত্বাৎ (বুদ্ধির অল্পতা হেতু) [ময়া] (আমা কর্তৃক) পুরা (পূর্বে) যা প্রতিজ্ঞা কৃত্য (যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে) [সা] প্রায়তাম্ (তাহা প্রবণ কর)।

অনুবাদ।—কিন্তু এই বিষয়ে আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিভাবে তাহা অনুষ্ঠান করা যায়? অল্প বুদ্ধিবশতঃ আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা প্রবণ কর।

টিপ্পনী।

প্রতিজ্ঞা-হানিতে মহাদোষ। উক্ত হইয়াছে,—

অঙ্গীকৃত-পরিত্যাগাদ্ অনঙ্গীকৃত-সংশ্রয়াৎ।

মানিনো নিরয়ং বাস্তি যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥

অঙ্গীকৃত বিষয় পরিত্যাগ করিলে এবং অনঙ্গীকৃত বিষয় আশ্রয় করিলে মানী ব্যক্তিগণ প্রলয় কাল পর্যন্ত নরক ভোগ করিয়া থাকে।



অল্পবুদ্ধিহাৎ—বুদ্ধি মূল প্রকৃতির কার্যভূত, অতএব বুদ্ধি অল্প। বুদ্ধি বজ্রোপ্তনের কার্য; সর্বজননী বুদ্ধির অগোচরা, সুতরাং বুদ্ধির অল্পত্ব সিদ্ধ। ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )

ব্রহ্ম ১২০, ( পৃ: ৫৫ )

অল্পজ্ঞার্থ।—যঃ ( যিনি ) মাং ( আমাকে ) সংগ্রামে ( যুদ্ধে ) জয়তি ( জয় করিবেন ), যঃ ( যিনি ) মে ( আমার ) দর্পং ( গর্ব ) ব্যাপোহতি ( দূর করিবেন ), যঃ ( যিনি ) লোকে ( জগতে ) মে ( আমার ) প্রতিবলঃ ( সমবল সম্পন্ন ), সঃ ( তিনি ) মে ( আমার ) ভর্তা ( স্বামী ) ভবিষ্যতি ( হইবেন )।

অনুবাদ।—যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবেন, যিনি আমার গর্ব খর্ব করিবেন এবং যিনি জগতে আমার সম-বল হইবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন।

টিপ্পনী।

দেবীর প্রতিজ্ঞায় তিনটি কল্প আছে;—প্রথম কল্প সংগ্রাম জয়, দ্বিতীয় কল্প দর্প নাশ, তৃতীয় কল্প সমান বল। সংগ্রাম জয় দ্বারা কর্মযোগ, দর্প নাশ দ্বারা ভক্তিযোগ এবং প্রতিবল কথাটি দ্বারা জ্ঞানযোগ লক্ষিত হইতেছে। এই তিন কল্পের যে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া অথবা কল্পত্রয়ের সমুচ্চয়ে সাধনা করিতে পারিলে সাধক ব্রহ্মবিজ্ঞাকে অধিগত করিতে পারেন—ইহাই এই শ্লোকটির গূঢ়ার্থ।

যো মাং জয়তি সংগ্রামে—সুখ দুঃখ, রাগদেবাদি বিরুদ্ধ-ভাবসম্মিশ্রিত সংসারে যিনি কর্মযোগের সাধনাদ্বারা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে জয় করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন।

যো মে দর্পং ব্যাপোহতি—মহামায়ার বিশ্বমোহিনী মায়াতে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত মোহিত। ভক্তিযোগের সাধনা অবলম্বন পূর্বক যে সাধক একান্ত ভাবে দেবীর শরণ গ্রহণ করেন, একমাত্র তিনিই দুঃখত্যাগ মায়াকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

যো মে প্রতিবলো লোকে—যে সাধক মৎস্বরূপে আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন অর্থাৎ জ্ঞানযোগের সাধনাদ্বারা যিনি জীব-ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞা স্বরূপিণী আমাকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হন।



স মে ভর্তা ভবিষ্যতি—ভূ ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ । ভর্তা শব্দের অর্থ ধারক ও পোষক । ভর্তা—ভর্তৃসদৃশ অর্থাৎ শিববৎ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য ।

মাতৃভক্ত সাধক কি প্রকারে ব্রহ্মময়ী জগন্মাতার সহিত সাধন সময়ে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে জয় করিয়া লন, শাক্ত কবি দ্বিজ রসিক চন্দ্রের নিম্নোক্ত সাধনসঙ্ঘটটিতে তাহা সুপরিষ্কৃত হইয়াছে,—

আয় মা সাধন-সময়ে ।

দেখব মা হারে কি পুত্র হারে ॥

আরোহণ করি পুণ্য-মহারথে,

ভজন পূজন দুটো অথ জুড়ি তাতে,

দিয়ে জ্ঞান-ধন্যকে টান,

ভক্তি-ব্রহ্মবাণ বসে আছি ধরে ॥

এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে,

ডকা মেরে লব মুক্তি-ধন ।

আমার রসনা-ঝঙ্কারে, তারা নাম হুঙ্কারে,

কার সাধ্য আমার সনে রণ ॥

বারে বারে তুমি দৈত্যরাজ্যী,

এবার আমার রণে ব্রহ্মময়ি ।

দ্বিজ রসিক চন্দ্রে বলে,

মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমায়ে ॥

উপনিষৎ এই সাধন সময়ে জয়লাভ করিবার উপায় নির্দেশ করিতেছেন,—

ধনু গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং

শরং ছাপাগা নিশিতং সঙ্কয়ীত ।

আয়ম্য তস্তাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ মুণ্ডক, ২।২।৩

উপনিষৎ বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা শাণিত শরসম্মান করিবে ।  
হে সৌম্য, তাঁহাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভাবনাগত চিত্র দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর ।



প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ঐ, ২।২।৪

প্রণব অর্থাৎ ঔকার ধনু, শর আত্মা, ব্রহ্মকে লক্ষ্য বলা হয় । একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শরের ত্রায় তন্ময় হইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে মগ্ন হয়, তেমনি সাধক ব্রহ্মে মগ্ন হইবেন ।

মন্ত্র ১২১, ( পৃ: ৫৬ )

অন্বয়ার্থ।—তৎ ( সেই হেতু ) মহাসুরঃ শুভঃ নিশুভঃ বা ( মহাসুর শুভ অথবা নিশুভ ) অত্র আগচ্ছতু ( এখানে আসুন ) । মাং জিয়া ( আমাকে জয় করিয়া ) লঘু ( সম্বর ) মে ( আমার ) পাণিং গৃহ্নাতু ( পাণিগ্রহণ করুন অর্থাৎ বিবাহ করুন ) । অত্র ( এই বিষয়ে ) কিং চিরেণ ( বিলম্বে কি প্রয়োজন ) ?

অনুবাদ।—অতএব মহাসুর শুভ অথবা নিশুভ এখানে আসুন । আমাকে জয় করিয়া সম্বর আমার পাণিগ্রহণ করুন । এই বিষয়ে বিলম্বে কি প্রয়োজন ?

টিপ্পনী ।

পাণিং গৃহ্নাতু—আমার হস্তের চপেটাঘাত গ্রহণ করুক, ইহা ধনিত হইতেছে ( গুপ্তবতী ) ।

লঘু—এই পদ দ্বারা অসুর হননে দেবীর উৎকর্ষা ধনিত হইতেছে ( গুপ্তবতী ) ।

### [ দূতের প্রত্যুত্তর ]

মন্ত্র ১২২-২৩, ( পৃ: ৫৬ )

অন্বয়ার্থ।—দূতঃ ( স্ত্রীবা নামক দূত ) উবাচ ( কৌষিকী দেবীকে বলিল ),—  
[ হে ] দেবি ! ত্বং ( আপনি ) অবলিপ্তা ( গর্ভহেতু বিবেকহীনা ) অসি ( হইয়াছেন ) ।  
মম ( আমার ) অগ্রতঃ ( সম্মুখে ) এবং ( এইরূপ ) মা ক্রুহি ( বলিবেন না ) । ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) শুভ-নিশুভয়োঃ ( শুভ ও নিশুভের ) অগ্রে ( সম্মুখে ) কঃ পুমান্ ( কোন পুরুষ ) জিষ্ঠেৎ ( দাঁড়াইতে পারে ? )



অনুবাদ।—দূত বলিল,—হে দেবি, আপনি গর্বিতা হইয়াছেন। আমার সম্মুখে এরূপ বলিবেন না। শুভ-নিশুভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে ত্রিভুবনে এমন পুরুষ কে আছে ?

অঙ্ক ১২৪, ( পৃ: ৫৬ )

অর্থ।—অন্তেষাং দৈত্যানাং অপি ( অত্যাগ্ৰ দৈত্যগণেরও ) সম্মুখে সর্বকৈ দেবাঃ ( সকল দেবগণ ) যুধি ( যুদ্ধে ) ন বৈ তিষ্ঠন্তি ( স্থির থাকিতে পারে না )। [ হে ] দেবি! ত্বম্ ( আপনি ) একিকা ( একাকিনী ) স্ত্রী, কিং পুনঃ [ করিষসি ] ( আপনি আবার কি করিবেন ) ?

অনুবাদ।—সমুদয় দেবগণ অত্যাগ্ৰ দৈত্যগণের সম্মুখেই তিষ্ঠিতে পারে না। আপনি একাকিনী স্ত্রী হইয়া আবার কি করিবেন ?

টিপ্পনী।

অন্তেষাং দৈত্যানাং—ধ্বলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি শুভের অল্পচর দৈত্যগণের।

অঙ্ক ১২৫, ( পৃ: ৫৬ )

অর্থ।—যেষাং শুভ-আদীনাং ( যে শুভপ্রভৃতি দৈত্যগণের সহিত ) সংযুগে ( যুদ্ধে ) ইন্দ্র-আত্মাঃ সকলাঃ দেবাঃ ( ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ) ন তস্তুঃ ( দাঁড়াইতে পারে নাই ), তেষাং সম্মুখে ( সেই শুভাদির সম্মুখে ) [ ত্বং ] স্ত্রী ( আপনি নারী হইয়া ) কথং প্রবাস্তসি ( কিরূপে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইবেন ) ?

অনুবাদ।—যে শুভাদির সহিত সংগ্রামে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণও দাঁড়াইতে পারে নাই, আপনি নারী হইয়া কিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে যাইবেন ?

অঙ্ক ১২৬, ( পৃ: ৫৬ )

অর্থ।—ময়া এব ( আমা কর্তৃকই ) উক্তা [ সত্য ] ( উপদিষ্ট হইয়া ) সা ত্বং ( সেই আপনি ) শুভ-নিশুভয়োঃ পার্শ্বং ( শুভ ও নিশুভের পার্শ্বে ) গচ্ছ ( গমন করুন )। কেশ-আকর্ষণ-নির্দ্ধৃত-গৌরবা ( কেশানাম্ আকর্ষণেন নির্দ্ধৃতং ঋণ্ডিতং গৌরবং যন্তাঃ তাদৃশী; কেশাকর্ষণ দ্বারা গৌরবহীন ) [ সত্য ] ( হইয়া ) মা গমিষ্যসি ( যাইবেন না )।



অনুবাদ ।—আমা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আপনি শুভ-নিশ্চয়ের  
পার্শ্বে গমন করুন । কেশাকর্ষণে হ্রতগৌরব হইয়া যাইবেন না ।

### [ দেবীর প্রত্যুত্তর ]

অঙ্ক ১২৭-২৮, ( পৃ: ৫৬ )

অর্থার্থ ।—দেবী (কৌষিকী) উবাচ (দূতকে কহিলেন),—এতৎ (ইহা)  
এবম্ (এইরূপই বটে) । শুভঃ (শুভাস্বর) বলী (বলবান্), নিশ্চিন্তঃ চ (এবং নিশ্চিন্ত)  
অতি-বীৰ্য্যবান্ (অতিশয় শক্তিশালী) । যৎ (যেহেতু) মে (ময়া, আমা কর্তৃক) পুরা  
(পূর্বে) প্রতিজ্ঞা অনালোচিতা (প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বিচার করা হয় নাই), [অতঃ]  
(সুতরাং) কিং করোমি (কি করি) ?

অনুবাদ ।—দেবী কহিলেন,—ইহা সত্য বটে । শুভ বলশালী এবং  
নিশ্চিন্ত ও অত্যন্ত বীৰ্য্যবান্ । কিন্তু পূর্বে প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে বিবেচনা করি নাই,  
এখন কি করি ?

টিপ্পনী ।

বলী—এস্থলে এই কথাটি দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জক । গুঢ় অর্থ শুভ ও নিশ্চিন্ত উভয়ে আমার বলি  
যোগ্য । (গুপ্তবতী)

অঙ্ক ১২৯, ( পৃ: ৫৬ )

অর্থার্থ ।—সঃ স্বং (সেই তুমি) গচ্ছ (যাও) । ময়া (আমা কর্তৃক) যৎ  
(যাহা) তে উক্তং (তোমাকে বলা হইল), এতৎ সৰ্ব্বম্ (এই সমুদয়) আদৃতঃ [সন্]  
(আদরযুক্ত হইয়া) অমুর-ইন্দ্রায় (অমুররাজ শুভকে) আচক্ষু (বল) । সঃ চ (এবং  
তিনি) যৎ যুক্তং (যাহা উচিত) তৎ করোতু (তাহা করুন) ।

অনুবাদ ।—তুমি যাও ; আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তৎ সমুদয়  
যত্ন সহকারে অমুর-রাজকে বল । যাহা উচিত হয় তিনি তাহা করুন ।



টিপ্পনী ।

আদৃষ্টঃ—ন্যূনাতিরিক্ত না করিয়া যথাযথ বলিও । ( নাগোজী )

যদ্যুস্কং ভৎ করোতু—আয় যুদ্ধ বা বলপ্রয়োগ এই দুইটির মধ্যে যাহা কর্তব্য মনে হয় তাহা করুন । ( তত্ত্ব প্রকাশিকা )

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণি মনুর

অধিকার সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যে

দেবী-দূত সংবাদ নামক

পঞ্চম অধ্যায়

সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠ অধ্যায়

ধূত্রলোচন বধ ।

মন্ত্র ১-২, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ।—ঋষিঃ ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( স্মরণ্যে কহিলেন ),—সঃ দূতঃ ( সেই দূত ) দেব্যাঃ ( কৌষিকী দেবীর ) ইতি বচঃ ( এই বাক্য ) আকর্ষণ ( শুনিয়া ) অমর্ষ-পূরিতঃ [ সন্ ] ( ক্রোধপূর্ণ হইয়া ) সমাগম্য ( প্রত্যাগমন করিয়া ) দৈত্য-রাজ্য ( দৈত্যরাজ্য ) শুভকে ( বিস্তার ) ( বিস্তৃতভাবে ) সমাচষ্ট ( নিবেদন করিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—সেই দূত দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক দৈত্যরাজকে সবিস্তার নিবেদন করিল ।

[ সেনাপতি ধূত্রলোচনের প্রতি শুভের আদেশ ]

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) অসুর-রাট্ ( অসুররাজ ) তস্য দূতস্য ( সেই দূতের ) ওদ বাক্যম্ ( এই কথা ) আকর্ষণ ( শুনিয়া ) সক্রোধঃ [ সন্ ] ( ক্রোধান্বিত হইয়া ) দৈত্যানাং অধিপং ( দৈত্যগণের সেনাপতি ) ধূত্রলোচনং ( ধূত্রলোচনকে ) গ্রাহ ( বলিল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর অসুররাজ দূতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধপূর্বক দৈত্যগণের সেনাপতি ধূত্রলোচনকে কহিল ।

মন্ত্র ৪, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ।—হে ধূত্রলোচন ! ত্বম্ ( তুমি ) আশু ( শীঘ্র ) স্ব-সৈন্ত-পরিবারিতঃ [ সন্ ] ( নিজ সৈন্তদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ) তাং দৃষ্টাং ( সেই দৃষ্টাকে ) বলং ( বলপূর্বক ) কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাং [ কৃত্বা ] ( কেশাকর্ষণ দ্বারা ব্যাকুল করিয়া ) আনয় ( আনয়ন কর ) ।

অনুবাদ।—হে ধূত্রলোচন, তুমি সত্ত্বর নিজ সৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ দৃষ্টাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া আনয়ন কর ।



মন্ত্র ৫, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ—যদি বা ( আর যদি ) তৎ-পরিজ্ঞাণ-দঃ ( তস্তাঃ পরিজ্ঞাণং তৎ দদাতি ইতি ; তাহার রক্ষাকারী ) কশ্চিৎ অপরঃ ( অস্ত্বে কেহ ) উপস্থিতে ( উপস্থিত হয় ), সঃ ( সেই ব্যক্তি ) অমরঃ বা অপি যক্ষঃ ( দেবতা অথবা যক্ষ ) গন্ধর্ব্বঃ এব বা ( কিংবা গন্ধর্ব্বই হউক ) হস্তব্যঃ ( বধ্য ) ।

অনুবাদ—যদি তাহার রক্ষাকারী অপর কেহ উপস্থিত হয়, তবে সে দেবতা, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউক, তাহাকেও বধ করিবে ।

মন্ত্র ৬-৭, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ—ঋষিঃ ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( স্বরথকে বলিলেন ),—ততঃ ( অনন্তর ) সঃ দৈত্যঃ ধুম্রলোচনঃ ( সেই দৈত্য ধুম্রলোচন ) তেন ( তৎকর্তৃক, শুভকর্তৃক ) আশ্রপ্তঃ [ সন্ ] ( আদিষ্ট হইয়া ) শীঘ্রঃ ( তখনই ) অশ্রুয়াণাং ( অশ্রুদিগের ) সহস্রাণাং ষষ্ঠ্যা ( ষাট হাজার কর্তৃক ) বৃতঃ [ সন্ ] ( বেষ্টিত হইয়া ) দ্রুতং ( দ্রুতবেগে ) যযৌ ( গমন করিল ) ।

অনুবাদ—ঋষি বলিলেন,—অনন্তর সেই দৈত্য ধুম্রলোচন শুভ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ষাট হাজার অশ্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিল ।

[ দেবীর প্রতি ধুম্রলোচনের উক্তি ]

মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ—ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সে, ধুম্রলোচন ) তুহিন-মচল-সংস্থিতাং ( হিমাচলে অবস্থিত ) তাং দেবীং ( সেই কৌষিকী দেবীকে ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ), শুভ-নিশুভয়োঃ মূলং ( শুভ ও নিশুভের সমীপে ) প্রযাহি ( গমন করুন ) ইতি ( ইহা ) উচ্চৈঃ জগাদ ( উচ্চস্বরে বলিল ) ।

অনুবাদ—তৎপর সে হিমাচলে অবস্থিতা ঐ দেবীকে দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে বলিল,—“আপনি শুভ নিশুভের সমীপে গমন করুন ।”

মন্ত্র ৯, ( পৃ: ৫৭ )

অর্থার্থ—চেৎ ( যদি ) ভবতী ( আপনি ) অস্ত ( আজ ) প্রীত্যা ( প্রীতি সহকারে ) যদ-ভর্তারম্ ( আমার প্রভুর নিকট ) ন উপ-এক্সতি ( উপস্থিত না হন ), ততঃ ( তাহা



ষষ্ঠ অধ্যায় ]

ধূতলোচন বধ

২০৯

হইলে) এবং [ অহং ] (এই আমি) বলাৎ (বলপূর্বক) [ ত্বং, আপনাকে ] কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাৎ [ কৃষা ] (কেশাকর্ষণ দ্বারা ব্যাকুল করিয়া) নয়ামি (লইয়া যাইব)।

অনুবাদ।—আপনি যদি অত্যন্ত শ্রীতি সহকারে আমার প্রভুর নিকট উপস্থিত না হন, তবে আমিই আপনাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া যাইব।

## [ দেবীর প্রত্যুত্তর ]

অঙ্ক ১০-১১, ( পৃঃ ৫৭ )

অন্বয়ার্থ।—দেবী (কৌমিকী) উবাচ (ধূতলোচনকে কহিলেন),—[ ত্বং ] (তুমি) দৈত্য-ঈশ্বরেণ (দৈত্যরাজ শুশুভর্জক) প্রেরিতঃ (প্রেরিত), বলবান্ (বলশালী), বল-সংবৃতঃ (সৈন্য পরিবেষ্টিত)। [ ত্বং চেৎ ] (তুমি যদি) মাম্ (আমাকে) এবং (এই প্রকারে) বলাৎ (বলপূর্বক) নয়সি (লইয়া যাও), ততঃ (তবে) তে (তোমার) কিং করোমি (কর্ত্ত্বুং শক্লোমি, কি করিতে পারি)?

অনুবাদ।—দেবী কহিলেন,—তুমি দৈত্যরাজ কর্ত্ত্বক প্রেরিত, বলশালী এবং সৈন্য পরিবেষ্টিত। তুমি যদি আমাকে এই প্রকারে বলপূর্বক লইয়া যাও, তবে আমি কি করিতে পারি?

টিপ্পননী।

ইহা দেবীর সোপহাস উক্তি।

কিং তে করোমি—গুঢ়ার্থঃ, এবমপি সমর্থস্ত তব কিং কুৎসিতং মরণমেব করোমি কৰিষ্যামি (তত্ত্ব প্রকাশিকা)। তুমি এই প্রকার সামর্থ্যযুক্ত হইলেও আমি তোমার যত্ন ঘটাইব, ইহাই দেবীর উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য।

## [ দেবীকর্ত্ত্বক ধূতলোচন বধ ]

অঙ্ক ১২-১৩, ( পৃঃ ৫৮ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষিঃ (যেধস ঋষি) উবাচ (স্বরথকে বলিলেন),—[ দেব্যা ] (দেবী কর্ত্ত্বক) ইতি উক্তঃ [ সন্ ] (এইরূপ কথিত হইয়া) সঃ অম্বরঃ ধূতলোচনঃ (সেই



অম্বর ধূলোচন) তাম্ অভি-অধাবৎ (তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল)। ততঃ (তখন) না অম্বিকা (সেই অম্বিকা দেবী) তং (তাহাকে, ধূলোচনকে) হৃৎকারণেণ এব (হৃৎকার দ্বারা) ভস্ম চকার (ভস্ম করিয়া ফেলিলেন)।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—দেবী এইরূপ বলিলে সেই অম্বর ধূলোচন তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা তাহাকে হৃৎকার দ্বারা ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

টিপ্পনী।

হৃৎকারণেণ—ক্রোধোদ্দীপক শব্দদ্বারা (তত্ত্ব প্রকাশিকা)। দেবীর ক্রোধানল জ্বালাতে ধূলোচন পণ্ডিতবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

মন্ত্র ১৪, (পৃঃ ৫৮)

অম্বয়ার্থ।—অথ (অনস্তর) তথা (তাহাতে, ধূলোচন বধে) অম্বরাদ্যাং (অম্বরদের) মহাসৈন্যং (বিশাল সেনাদল) ক্রুদ্ধং [সং] (ক্রুদ্ধ হইয়া) ভীতৈঃ সায়কৈঃ (ভীত বাণসমূহ দ্বারা) তথা (এবং) শক্তি-পরশ্বধৈঃ (শক্তি ও কুঠারসমূহ দ্বারা) অম্বিকাং (অম্বিকার প্রতি) বর্ষ (বর্ষণ করিতে লাগিল)।

অনুবাদ।—অনস্তর ঐ ঘটনাতে অম্বরদের বিশাল সৈন্যদল ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ, শক্তি ও কুঠারসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।

[ দেবী সিংহ কর্তৃক অম্বর-সৈন্য বিনাশ ]

মন্ত্র ১৫, (পৃঃ ৫৮)

অম্বয়ার্থ।—ততঃ (তখন) দেব্যাঃ (দেবীর) স্ব-বাহনঃ (নিজবাহন) সিংহঃ কোপাৎ (ক্রোধ হেতু) ধূত-সটঃ [সন্] (কম্পিত-কেশর হইয়া) স্ত-ভৈরবং (অতিভীষণ) নাদং কৃৎবা (গর্জন করিয়া) অম্বর-সেনায়াং (অম্বর সৈন্যমধ্যে) পপাত (পতিত হইল)।

অনুবাদ।—তখন দেবীর নিজবাহন সিংহ ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া অতি ভীষণ গর্জন করতঃ অম্বর সৈন্য মধ্যে আপতিত হইল।

টিপ্পনী।

নাদকহীন অম্বর সৈন্য বধে স্বয়ং দেবীর প্রয়াস অনাবশ্যক মনে করিয়া দেবীবাহন সিংহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল (নাগোজী)।



মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৫৮ )

অর্থার্থ।—[সঃ] (সেই সিংহ) কান্-চিং দৈত্যান্ (কতগুলি দৈত্যকে) কর-  
প্রহারেণ (করাঘাত দ্বারা), অপরান্ চ (এবং অত্র কতগুলি দৈত্যকে) আশ্রেন (মুখদ্বারা  
অর্থাৎ সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া), অন্তান্ চ স্ব-মহাসুরান্ (এবং অন্তান্ত মহাসুরদিগকে) অধরেণ  
আক্রান্ত্যা (অধর দ্বারা আক্রমণের দ্বারা অর্থাৎ অর্ধগ্রাস ও চর্কণ করিয়া) জ্বান  
(হত্যা করিল)।

অনুবাদ।—সেই সিংহ কতগুলি দৈত্যকে করাঘাতে, অপর  
কতগুলিকে মুখদ্বারা এবং অন্তান্ত মহাসুরদিগকে অধর দ্বারা আক্রমণ করিয়া  
হত্যা করিল।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৫৮ )

অর্থার্থ।—কেশরী (সিংহ) নৈথঃ (নখরসমূহ দ্বারা) কেশাং চিং (কাহারও  
কাহারও) কোষ্ঠানি (উদর) পাটয়ামাস (বিদীর্ণ করিল), তথা (এবং) তল-প্রহারেণ  
(করতলের আঘাত দ্বারা) [কেশাং চিং] (কাহারও কাহারও) শিরাংসি (মস্তক)  
পৃথক্ কৃতবান্ (বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল)।

অনুবাদ।—সিংহ নখরদ্বারা কতগুলি দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করিল  
এবং করতলের আঘাতে কতগুলির মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৫৮ )

অর্থার্থ।—তথা (আর) অপরে [অসুরাঃ] (অন্তান্ত অসুর সকল) তেন  
(সেই সিংহ কর্তৃক) বিচ্ছিন্ন-বাহু-শিরসঃ কৃতাতাঃ (বিচ্ছিন্নাঃ বাহবঃ শিরাংসি চ যেষাং,  
ছিন্ন-বাহু ও ছিন্ন-মস্তক হইল)। [সঃ] চ (এবং সে) ধৃত-কেশরঃ [সন্]  
(কম্পিত-কেশর হইয়া) অশ্বেষাং কোষ্ঠাং (অন্তান্তের উদর হইতে) রুধিরং পপৌ  
(রক্তপান করিল)।

অনুবাদ।—আর সেই সিংহ কর্তৃক অন্তান্ত অসুরদের বাহু ও মস্তক  
বিচ্ছিন্ন হইল। সে কেশর কম্পিত করিয়া অন্তান্ত অসুরদের উদর হইতে  
রক্তপান করিতে লাগিল।



টিপ্পনী ।

পপৌ চ রুধিরং—ইহা সিংহের “বীরপান ।” “বীরপানং তু যৎপানং বৃন্তে ভাবিনি বা রণে ।” ( অমর টীকা ) । অতীত যুদ্ধে বিজয়শ্রম অপনয়নার্থ বা ভাবীযুদ্ধে মনের উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত বীরগণের মজাদি পানকে “বীরপান” বলে ।

মন্ত্র ১৯, ( পৃঃ ৫৮ )

অঙ্ঘর্যার্থ।—মহাঅনা ( মহাপরাক্রমশালী ) অতি-কোপিনা ( অতিশয় ক্রোধযুক্ত ) দেব্যাঃ বাহনেন ( দেবীর বাহন ) তেন কেশরিণা ( সেই সিংহ কর্তৃক ) ক্ষণেন ( ক্ষণকালমধ্যে ) তৎসর্কং বলং ( সেই সমস্ত সৈন্য ) ক্ষয়ং নীতং ( নাশ প্রাপ্ত হইল ) ।

অনুবাদ।—মহাপরাক্রমশালী অত্যন্ত ক্রোধাবিত দেবীর বাহন ঐ সিংহ ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত সৈন্য ক্ষয় করিয়া ফেলিল ।

টিপ্পনী ।

শ্রীশ্রীহর্গাপূজার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবীবাহন সিংহকে পূজা করিতে হয় ।

ও বজ্রনখদংষ্ট্রাধুদায় মহাসিংহায় হৃৎফট্ নমঃ ।

ও সিংহ ত্বং সর্কজন্তুনাম্ অধিপোহসি মহাবল ।

পার্কভীবাহন শ্রীমন্ বয়ং দেহি নমোহস্ত তে ॥

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেবীবাহন সিংহের একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রহিয়াছে । সাধক যখন দেহ, মন, প্রাণ সর্বতোভাবে মহাশক্তির চরণতলে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছিতে পরিচালিত হয় তখন সে ভগবতীর “স্ববাহনে” পরিণত হয় । ঐ অবস্থা প্রাপ্ত সাধকের ভিতর জগন্মাতার দিব্য শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ খেলিতে থাকে । ঐরূপ সাধক মাতৃচরণ স্পর্শে “মহাঅনা” হইয়া যায় এবং অপরিমিত চুর্কীর শক্তিপ্রভাবে অল্পকাল মধ্যে ( ক্ষণেন ) সর্ববিধ আত্মরিক শক্তি ধ্বংস করতঃ দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠায় জগদম্বার সহায়ক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে ।

[ চণ্ড ও মুণ্ডের প্রতি শুষ্টের আদেশ ]

মন্ত্র ২০-২১, ( পৃঃ ৫৮-৫৯ )

অঙ্ঘর্যার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) তম্ অম্বরং ধ্বংলোচনং ( সেই ধ্বংলোচন নামক অম্বর ) নিহতং ( নিহত হইয়াছে ), দেবী-কেশরিণা চ ( এবং দেবীর



বাহন সিংহ কর্তৃক ) ক্লংসং ( সমস্ত ) বলং ( সৈন্য ) ক্ষয়িতং ( ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে ) শ্রদ্ধা ( শুনিয়া ) চূকোপ ( কুপিত হইল ), প্রক্ষুরিত-অধরঃ চ [ সন্ ] ( এবং কম্পিতাধর হইয়া )  
তো মহাস্বরৌ চণ্ডমূৰ্ত্তৌ ( চণ্ড ও মূণ্ড নামক ঐ মহাস্বরদ্বয়কে ) আজ্ঞাপয়ামাস ( আদেশ করিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবী কর্তৃক সেই ধূলোলোচন অশুর নিহত হইয়াছে এবং দেবীবাহন সিংহ কর্তৃক সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ শুভ কুপিত হইল এবং কম্পিতাধরে চণ্ড ও মূণ্ড নামক মহাস্বরদ্বয়কে আদেশ করিল।

অঙ্ক ২২-২৩, ( পৃ: ৫০ )

অর্থ।—হে চণ্ড, হে মূণ্ড ! [ যুবাং ] ( তোমরা উভয়ে ) বহ্নৈঃ বর্নৈঃ ( বহু সৈন্য দ্বারা ) পরিবারিতৌ [ সন্তৌ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) তত্র ( তথায়, হিমালয়ে ) গচ্ছত ( গচ্ছতং, যাও ), গচ্ছা চ ( এবং যাইয়া ) কেশেযু আকৃষ্য ( কেশে আকর্ষণ করিয়া ) বদ্ধা বা ( অথবা বন্ধন করিয়া ) [ যুবাভ্যাং ] ( তোমাদের উভয় কর্তৃক ) লঘু ( সম্ভব ) সা সমানীয়তাম্ ( সেই দেবী আনীতা হউক )। যদি বঃ ( তোমাদের ) যুধি ( যুদ্ধে ) সংশয়ঃ ( সন্দেহ ) [ শ্র্যাং ] ( হয় ), তদা ( তবে ) সর্কৈঃ অশুরৈঃ ( সকল অশুর কর্তৃক ) অশেষ-আয়ুধৈঃ ( নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ) [ সা ] ( সেই দেবী ) বিনিহন্তাম্ ( যেন নিহত হয় )।

অনুবাদ।—হে চণ্ড, হে মূণ্ড ! তোমরা উভয়ে বহু সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গমন কর এবং যাইয়া কেশাকর্ষণ অথবা বন্ধন করিয়া তাহাকে সম্ভব লইয়া আইস। যদি তোমাদের যুদ্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তবে তোমরা সকল অশুর মিলিয়া যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে তাহাকে নিহত করিবে।

অঙ্ক ২৪, ( পৃ: ৫০ )

অর্থ।—তস্তাং দুষ্টায়াং ( সেই দুষ্টা ) হতায়াং ( নিহত হইলে ) সিংহে চ ( এবং সিংহ ) বিনিপাতিতে ( বিনষ্ট হইলে ) শীঘ্রম্ ( সম্ভব ) আগম্যতাম্ ( চলিয়া আসিবে )। অথ ( অথবা সম্ভবপর হইলে ) তাম্ অশ্বিকাং ( সেই অশ্বিকাকে ) বদ্ধা ( বন্ধন করিয়া ) গৃহীত্বা [ আগম্যতাম্ ] ( লইয়া আসিবে )।



অনুবাদ।—সেই ছুটা নিহত এবং সিংহ বিনষ্ট হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিবে। অথবা সেই অস্থিকাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিবে।

টিপ্পনী।

অস্থিকাকে হত্যা না করিয়া জীবিতাবস্থায় আনয়ন করাই চতুস্তর আন্তরিক অভিপ্রায়; ইহা বুঝাইবার জগুই বন্ধন করিয়া আনয়নের আদেশ পুনর্ব্বার প্রদত্ত হইল।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমল্লুর অধিকার সম্বন্ধীয়  
দেবীমাহাত্ম্যে শুভ-নিশুভ-সেনানী ধুম্রলোচনবধ  
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।



## সপ্তম অধ্যায় ।

### চণ্ড-মুণ্ড বধ ।

[ চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধযাত্রা ]

মন্ত্র ১-২, ( পৃ: ৫২ )

অর্থার্থ।—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( স্বরথকে বলিলেন ),—তত: ( অনন্তর )  
[ শুভেন ] ( শুভ কর্তৃক ) আক্ৰণ্ঠা: [ সন্ত: ] ( আদিষ্ট হইয়া ) চণ্ড-মুণ্ড-পুৰোগমা: ( চণ্ড ও  
মুণ্ড প্রমুখ ) তে দৈত্যা: ( সেই দৈত্যগণ ) চতু:—অঙ্গ-বল-উপেতা: ( চতুরঙ্গ সৈন্যযুক্ত )  
অভি-উত-আয়ুধা: [ সন্ত: ] ( উত্ততাজ হইয়া ) যযু: ( যাত্রা করিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন,—অনন্তর চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ আদিষ্ট  
হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যদল সহ অস্ত্রশস্ত্র উত্তত করিয়া যাত্রা করিল ।

টিপ্পনী ।

চতুরঙ্গবলোপেতা:—চতুরি অঙ্গানি যেথাং তে, তৈ: বৈলৈ: সৈন্যৈ: উপেতা: যুক্তা: ।  
হস্তাং-রথ-পাদাং সেনাঙ্গং স্রাজতুটয়ম্ ইতামর: । হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিযুক্ত সৈন্যদলকে  
“চতুরঙ্গ বল” বহে ।

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৫২ )

অর্থার্থ।—তত: ( তখন ) তে ( তাহারা, চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ ) কাঞ্চনে  
( কাঞ্চনময় ) মহতি ( অতুচ্চ ) শৈলেন্দ্রে-শৃঙ্গে ( হিমালয় শিখরে ) সিংহস্য উপরি ( সিংহের  
উপর ) ব্যবস্থিতাম্ ( অধিষ্ঠিতা ) ঈষৎ-হাসাং ( মৃদু হাস্যযুক্তা ) দেবীং ( কোষিকী দেবীকে )  
দদৃশু: ( দেখিতে পাইল ) ।

অনুবাদ।—তখন তাহারা কাঞ্চনময় অতুচ্চ হিমালয় শিখরে সিংহের  
উপর অধিষ্ঠিতা মৃদু হাস্যময়ী দেবীকে দেখিতে পাইল ।

টিপ্পনী ।

কাঞ্চনে—কাঞ্চনবৎ প্রকাশিত ( কানীনাথ ) । তুষারশুভ্র হিমালয়ের শৃঙ্গে সূর্য্যরশ্মি  
প্রতিফলিত হওয়াতে উহা স্বর্ণময় জ্যোতি ধারণ করিয়াছিল ।



দেবীম্—কৌষিকী দেবীকে। কালিকা পুরাণে কৌষিকী দেবীর মূর্তি ও রূপের একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে,—“মস্তকে কবরীবন্ধন, তাহার নীচে অধোমুখী চন্দ্রকলা, কেশের অন্তে একটি উর্দ্ধমুখ তিলক, গণ্ডস্থল মণিকুণ্ডল দ্বারা সংস্থষ্ট, মস্তকে মুকুট, কর্ণ সমুজ্জ্বল কর্ণপূর নামক কর্ণভূষণদ্বারা অলঙ্কৃত; স্বর্ণ, মণিমাণিক্য এবং নাগহারে বিরাজিত, নিম্নত সুগন্ধ অন্নান পদ্মদ্বারা অতি শৌন্দর্যের আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রীবাদেশে মালা, কেশুর রত্ন-নির্মিত, মুণাল সদৃশ কোমল আয়ত, অথচ গোলগোল সুন্দর বাহনচিহ্নে সুশোভিত শরীর, বন্ধুকদ্বারা আবৃত পয়োধর পীন এবং উন্নত, মধ্য ক্ষীণ ত্রিবলীভূষিত, বস্ত্র পীত বর্ণ। দক্ষিণদিকের হস্ত-নিচয় দ্বারা উর্দ্ধ হইতে যথাক্রমে নীচে নীচে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ এবং শক্তি ধারণ করিয়া আছেন; ঐরূপে বামদিকের হস্ত-নিচয় দ্বারা উর্দ্ধাধঃ ক্রমে গদা, ঘণ্টা, চাপ, চর্ম্ম এবং শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন; সিংহের উপর আস্তোর্ণ ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া কৌষিকী অতুলরূপে সুর এবং অসুরকে বিমোহিত করিতেছেন।” (৬১তম অধ্যায়, ৭৪-৮২)

মন্ত্র ৪, ( পৃ: ৬০ )

অম্বস্বার্থ।—তে ( তাহার, চণ্ডমুণ্ডাদি দৈত্যগণ ) তাং দৃষ্ট। ( সেই দেবীকে দেখিয়া ) উত্ততাঃ [ সন্তঃ ] ( উৎসাহিত হইয়া ) সমাদাতুম্ ( গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ) উত্তমং চক্ৰুঃ ( উত্তোগ করিল )। তথা ( এবং ) অস্ত্রে ( অপর কেহ কেহ ) আকৃষ্ট-চাপ-অসি-ধরাঃ ( আকৃষ্ট-চাপং ধনুঃ যৈঃ তে, অসিধরাশ্চ সন্তঃ; ধনু আকর্ষণ ও খড়্গ ধারণ করিয়া ) তৎ-সমীপ-গাঃ ( তাঁহার, দেবীর সমীপগামী ) [ অভবন্ ] ( হইল )।

অনুবাদ।—তাঁহার। সেই দেবীকে দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উত্তোগ করিল। অপর কেহ কেহ ধনু আকর্ষণ ও খড়্গধারণ করিয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইল।

### [ কালীর আবির্ভাব ]

মন্ত্র ৫, ( পৃ: ৬০ )

অম্বস্বার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) অম্বিকা তান্ অরীন্ প্রতি ( সেই শত্রুগণের প্রতি ) উচ্চৈঃ ( অত্যন্ত ) কোপং চকার ( ক্রোধ করিলেন )। তদা ( তখন ) কোপেন চ ( ক্রোধ দ্বারা ) অস্ত্রাঃ ( ইহার, অম্বিকার ) বদনং ( মুখমণ্ডল ) মসী-বর্ণম্ ( কৃষ্ণবর্ণ ) অভূং ( হইল )।



অনুবাদ।—অনন্তর অশ্বিকা সেই শক্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল।

টিপ্পনী।

মসীবর্ণম্—ইহার অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। (১) নাগোজী ভট্টের মতে, মসী লিপি-সাধনদ্রব্য, তদ্বৎ শ্রামবর্ণ। নিঃসরমাণা কালীর প্রতিবিম্ব বশতঃ অশ্বিকার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। (২) গোপাল চক্রবর্তী তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায় বলেন, “মসী শেফালিকা-বৃন্তে” মসীশব্দে শেফালী পুষ্পের বোঁটাকে বুঝায়। ক্রোধে অশ্বিকার মুখ শেফালী পুষ্পের বোঁটার ন্যায় অত্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

এস্থলে দেবীভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায়, দেবীর মুখ ক্রোধ হেতু মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল “কোপেন বদনং তস্মা বভূব ঘনসন্নিভম্।” ৫১২৬.৩৮

অন্ত ৬, ( পৃঃ ৬০ )

অন্বয়ার্থ।—তস্মাঃ ( তাঁহার, অশ্বিকার ) ভ্রুকুটী-কুটীলাং ( ভ্রুভঙ্গী দ্বারা কুঞ্চিত ) ললাট-ফলকং ( ললাট দেশ হইতে ) দ্রুতং ( শীঘ্র ) করাল-বদনা ( ভীষণাননা ) অসি-পাশিনী ( খড়্গ ও পাশধারিণী ) কালী বিনিক্ষান্তা ( নির্গতা হইলেন )।

অনুবাদ।—তাঁহার ভ্রুকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে দ্রুতবেগে ভীষণাননা, খড়্গ ও পাশধারিণী কালী নির্গতা হইলেন।

টিপ্পনী।

চণ্ডারি অস্তুর নিতান্ত তামস প্রকৃতি সম্পন্ন। এইজন্ত তাহাদের বধ নিমিত্ত তামসী শক্তিরূপিণী কালী আবিভূত হইলেন। ( নাগোজী )

কালী—দেবী-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, “কলনা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীষতে” ( অধ্যায় ৩৭ )। ইনি কালে সমস্ত পদার্থই কলন ( সংহার ) করেন বলিয়া দেবগণ ইহার “কালী” নাম দিয়াছেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্বে উক্ত হইয়াছে,—

কালনিয়ন্ত্রণং কালী জ্ঞানতত্ত্বপ্রদায়িনী।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন যজ্ঞেতুভয়সিদ্ধয়ে ॥ ১১।১৮

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া ইহার নাম “কালী।” ইনি জ্ঞানতত্ত্বপ্রদায়িনী ; এইজন্ত ভোগ ও মোক্ষ—এই উভয় কামনায় ইহার আরাধনা করিবে।



কালীমূর্তি অষ্টবিধা, যথা—(১) দক্ষিণাকালী, (২) সিদ্ধকালী, (৩) উগ্রকালী, (৪) গুহ্যকালী, (৫) ভদ্রকালী, (৬) শ্মশান কালী, (৭) মহাকালী এবং (৮) চামুণ্ডা কালী। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাদের পৃথক পৃথক ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে “চামুণ্ডা কালীর” রূপ বর্ণিত হইতেছে।

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ৬০ )

অম্বয়্যার্থ।—[ সা ] ( তিনি, কালী ) বিচিত্র-খট্টাঙ্গ-ধরা ( অদ্ভুত খট্টাঙ্গধারিণী ) নরমালা-বিভূষণ ( নরমুণ্ডের মালারূপ অলঙ্কারযুক্তা ) দ্বীপ-চর্ম-পর্যায়ানা ( ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিতা ) গুহ্য-মাংসা ( গুহ্য মাংসময় দেহযুক্তা অর্থাৎ ষাঁহার দেহটি অস্থিচর্মসার ) অতি-ভয়ব্যা ( অতিশয় ভয়ঙ্করী )।

অনুবাদ।—তিনি বিচিত্র খট্টাঙ্গধারিণী, নরমুণ্ডমালা ভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, গুহ্য মাংসময় দেহযুক্তা এবং অতি ভয়ঙ্করী।

টিপ্পনী।

খট্টাঙ্গ ( বা খট্টাঙ্গ )—টীকাকারগণ এই আয়ুধটির বিভিন্ন প্রকার পরিচয় দিয়াছেন ; (১) নরকঙ্কাল পঙ্খর ( নাগোজী ) ; (২) লৌহময় যষ্টিবিশেষ, কোতক বা জ্রিশিখ নামেও পরিচিত ( তন্ত্র প্রকাশিকা ) ; (৩) নরশিরোযুক্ত দণ্ড বিশেষ ( গুপ্তবতী ) ; (৪) খট্টাস্থরের কঙ্কাল রূপ আয়ুধ ( শাস্ত্রনবী ) ; (৫) খটা—পিতৃভূমিষ্ঠা শ্মশানসিকিলিক্কা দেবতা, স্বয়ং—তদন্ত আয়ুধ। ইহা অপ্রতিহত শক্তি বিশিষ্ট এবং অসাধ্য সাধনকারী ( শাস্ত্রনবী )।

নরমালা বিভূষণা—নরমুণ্ডমালা-বিভূষণা, মধ্যপদলোপী সমাস ( শাস্ত্রনবী )।

মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৬০ )

অম্বয়্যার্থ।—[ সা ] ( তিনি, কালী ) অতি-বিস্তার-বদনা ( অতিশয় বিস্তৃত মুখ বিশিষ্টা ) জিহ্বা-ললন-ভীষণা ( জিহ্বায়াঃ ললনং চালনং তেন ভীষণা, জিহ্বার সঞ্চালন হেতু ষাঁহাকে ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে ) নিমগ্ন-আরক্ত-নয়না ( কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা ) নাদ-আপ্রতিত-দিক্-মুখা ( নাদেন শব্দেন আ সর্বতঃ পুরিতানি দিশাং মুখানি যা, সিংহনাদে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণকারিণী )।

অনুবাদ।—তাঁহার মুখ অতি বিস্তৃত, জিহ্বা সঞ্চালন হেতু তিনি ভয়প্রদা, তাঁহার নয়ন কোটরগত ও রক্তবর্ণ, তাঁহার সিংহনাদে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল।



## টিপ্পনী ।

কালিকা পুরাণে চামুণ্ডা কালী মূর্তির এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ;—

নীলোৎপলদলশ্রামা চতুর্ভুজসমম্বিতা ।

খট্টাঙ্গ চন্দ্রহাসঞ্চ বিলতী দক্ষিণে করে ॥

বামে চর্ম চ পাশঞ্চ উর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ ।

দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাজ্জর্জরাস্বরী ॥

কৃষাঙ্গী দীর্ঘদংষ্ট্রা চ অতিদীর্ঘাতিভীষণা ।

লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না নাদৈভরবা ॥

কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারশ্রবণাননা ।

এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে ॥

[ পাঠান্তর, এষা তারাহ্রয়া দেবী চামুণ্ডেতি চ গীযতে ]

( কালিকা পুরাণ ৬১।৮৮।৯১ )

ইনি নীলোৎপলদলের মত শ্রামবর্ণ, চতুর্ভুজা । দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে উর্দ্ধাধঃক্রমে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বামদিকের হস্তদ্বয়ে মেইরূপ চর্ম ও পাশ ধারণ করিতেছেন । গলদেশে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাজ্জর্জর; কৃষাঙ্গী, দীর্ঘদংষ্ট্রা, অতি দীর্ঘা এবং ভীষণাকারী; জিহ্বা লকূলক্ করিতেছে, চক্ষু অতিশয় লাল, তাহাতে মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে । ইনি কবন্ধ বাহনে আসীনা এবং ইহার শ্রবণ ও বদন অতি বিস্তৃত । ইনি চামুণ্ডা কালী নামে অভিহিতা হন ।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজাতে মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে চামুণ্ডা-কালীর বিশেষ পূজার অহুষ্ঠান হয়; ইহা সন্ধিপূজা নামে প্রসিদ্ধ । ইহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত “কালী করাল বদনা.....নাশা পুরিতদ্বিধুধা” মন্ত্রে ( ৭।৬৮ ) অথবা কালিকা পুরাণোক্ত পূর্বোক্ত মন্ত্রে চামুণ্ডা কালীর ধ্যান করা হয় ।

[ কালী কর্তৃক চতুরঙ্গ অশুর সৈন্য বিনাশ ]

মন্ত্র ৯, ( পৃঃ ৬০ )

অশ্বরার্থ—সা ( তিনি, কালী ) তত্র স্বর-অরীণাং সৈন্তে (সেই অশুরদের সৈন্যমধ্যে)  
বেগেন (সবেগে) অভিপতিতা [ সতী ] ( প্রবিষ্ট হইয়া ) মহা-অশ্বরান্ ( প্রধান



অশ্বরদিগকে ) ঘাতয়ন্তী ( হনন করিতে করিতে ) তদ্ বলম্ ( ঐ সৈন্যগণকে ) অভক্ষয়ত ( ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ) ।

অনুবাদ—তিনি সেই অশ্বর সৈন্য মধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান অশ্বর দিগকে হনন করিতে করিতে সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ১০, ( পৃ: ৬০ )

অম্ব্যর্থ—[ সা ] ( তিনি, কালী ) পার্শ্বগ্রাহ-অঙ্কুশগ্রাহি-যোদ্ধা-ঘটা-সমম্বিতান্ ( পৃষ্ঠরক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহী বা মাহত, যোদ্ধা এবং ঘটা সমেত ) বারণান্ ( হস্তিসমূহকে ) এক-হস্তেন ( এক হস্তের দ্বারা ) সমাদায় ( গ্রহণ করিয়া ) মুখে চিক্ষেপ ( মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ) ।

অনুবাদ—তিনি পৃষ্ঠরক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহী ( মাহত ), যোদ্ধা এবং ঘটা সহিত হস্তিসমূহকে এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ।

টিপ্পন্য ।

চণ্ড-মুণ্ড চতুরঙ্গ বল লইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিল; হস্তী উহার প্রথম অঙ্গ । রণহস্তীর পুরোভাগে অঙ্কুশ ধারণ করিয়া অঙ্কুশগ্রাহী বা মহামাত্র ( মাহত ) ইহাকে পরিচালিত করে । পশ্চাদ্ভাগে পার্শ্বগ্রাহ অবস্থান করিয়া গজের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করে । মধ্যভাগে যোদ্ধা উপবেশন করিয়া যুদ্ধ করে । হস্তীর গলদেশে ঘটামালায় স্ত্রশোভিত থাকে ।

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৬০ )

অম্ব্যর্থ—তথা এব ( সেই রূপেই অর্থাৎ এক হস্তে গ্রহণ করিয়াই ) [ কালী ] যোদ্ধাং ( যোদ্ধাকে ) সারথিনা সহ ( সারথি সহিত ) রথং ( রথকে ) বক্ত্রে, নিক্ষিপ্যা ( মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ) দশনৈঃ ( দন্তসমূহ দ্বারা ) অতি-ভৈরবং ( অতি ভীষণভাবে ) চর্কয়তি ( চর্কণ করিতে লাগিলেন ) ।

অনুবাদ—সেইরূপেই কালী অশ্বসহ যোদ্ধাকে এবং সারথিসহ রথকে মুখ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তদ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্কণ করিতে লাগিলেন ।



## টিপ্পনী ।

চতুরঙ্গ বলের দ্বিতীয় অঙ্গ অশ্ব, তৃতীয় অঙ্গ রথ । কালী তাহাদের ধ্বংস করিলেন । পরের স্তোকে চতুর্থ অঙ্গ পদাতি সৈন্যক্ষয় বর্ণিত হইতেছে ।

মন্ত্র ১২, ( পৃ: ৬০ )

অন্ত্যার্থ ।—[ সা ] ( তিনি, কালী ) একং ( কাহাকে ) কেশে ( কেশে ) অথ  
অপরং চ ( এবং অপর কাহাকেও ) গ্রীবায়াং ( গলদেশে ) জগ্রাহ ( গ্রহণ করিলেন ) ।  
অগ্ন্যং চ এব ( এবং অপর কাহাকেও বা ) পাদেন ( পদ দ্বারা ), অন্তম্ ( অপর কাহাকেও )  
উরসা ( বক্ষঃ দ্বারা ) আক্রম্যা ( আক্রমণ করিয়া ) অপোথয়ং ( মর্দন করিলেন ) ।

অনুবাদ ।—তিনি কাহাকে কেশে, কাহাকেও বা গলদেশে ধরিলেন ।  
কাহাকেও পদ দ্বারা, কাহাকেও বা বক্ষঃদ্বারা আক্রমণ করিয়া মর্দন করিয়া  
ফেলিলেন ।

মন্ত্র ১৩, ( পৃ: ৬১ )

অন্ত্যার্থ ।—[ সা ] ( তিনি, কালী ) তৈ: ( সেই অশ্বরগণ কর্তৃক ) মুক্তানি  
( নিক্ষিপ্ত ) শস্ত্রাণি ( খড়্গাদি শস্ত্র সমূহ ) তথা মহা-অস্ত্রাণি চ ( এবং বাণাদি প্রধান অস্ত্র  
সমূহ ) মুখেন জগ্রাহ ( মুখ দ্বারা গ্রহণ করিলেন ) । [ তয়া ] ( কালী কর্তৃক ) ক্রযা  
( ক্রোধ হেতু ) দশনৈ: অপি ( দন্তসমূহ দ্বারা ) [ তানি ] ( অস্ত্রশস্ত্র সকল ) মথিতানি  
( চর্কিত হইল ) ।

অনুবাদ ।—তিনি তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও মহাশস্ত্র সমূহ মুখে গ্রহণ  
করিলেন এবং ক্রোধে দন্তদ্বারা চর্কণ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ১৪, ( পৃ: ৬১ )

অন্ত্যার্থ ।—[ কালী ] বলিনাং ( বলবান্ ) মহাঅনাম্ ( বিপুল মেহধারী ) অশ্বরগাং  
( অশ্বরদিগের ) তৎসর্কং বলং ( সেই সমুদয় সৈন্য ) মমর্দ ( মর্দন করিলেন ), অগ্নান্ চ  
( এবং অপর অশ্বরদিগকে ) অভক্ষয়ং ( ভক্ষণ করিলেন ), তদা অগ্নান্ চ ( আর তখন  
অপরপর অশ্বরদিগকে ) অতাড়য়ং ( বিভাড়িত করিলেন ) ।

অনুবাদ ।—বলবান্ ও বিশালকায় অশ্বরদিগের ঐ সমস্ত সৈন্যকে  
তিনি মর্দন করিলেন, অপর কতকগুলিকে ভক্ষণ করিলেন এবং অগ্ন্য  
অশ্বরদিগকে বিভাড়িত করিলেন ।



টিপ্পনী ।

মহাঅনাম্—মহাস্তঃ আনানঃ দেহাঃ যেষাং তে মহাঅনানঃ তেষাম্ ( শাস্তনবী ) ।

মন্ত্র ১৫, ( পৃ: ৬১ )

অঙ্কস্বার্থ—কেচিং [ অসুরাঃ ] ( কোনও কোনও অসুর ) অসিনা ( খড়্গদ্বারা ) নিহতাঃ ( নিহত হইল ), কেচিং ( কেহ কেহ ) খট্টাদ-তাড়িতাঃ ( খট্টাদ দ্বারা তাড়িত হইল ), তথা ( এবং ) অসুরাঃ ( কোনও কোনও অসুর ) দন্ত-অগ্র-অভিহতাঃ [ সন্তঃ ] ( দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আহত হইয়া ) বিনাশং জগ্মুঃ ( নিখন প্রাপ্ত হইল ) ।

অনুবাদ—কোনও কোনও অসুর খড়্গদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ খট্টাদদ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ বা দস্তাগ্রদ্বারা আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল ।

[ কালীর সহিত চণ্ড ও মুণ্ডের যুদ্ধ ]

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৬১ )

অঙ্কস্বার্থ—ক্ষণেন ( ক্ষণকাল মধ্যে ) অসুরাণাং ( অসুরদিগের ) তৎ সৰ্ব্বং বলং ( সেই সমস্ত সৈন্য ) [ কাল্যা ] নিপাতিতং দৃষ্ট্য়া ( কালী কর্তৃক নিহত দেখিয়া ) চণ্ডঃ ( চণ্ড নামক মহাসুর ) তাম্ অতি ভীষণাং কালীম্ ( সেই অতি ভয়ঙ্করী কালীর প্রতি ) অভিহুত্বা ( ধাবিত হইল ) ।

অনুবাদ—ক্ষণকাল মধ্যে অসুরদের সমস্ত সৈন্য নিহত দেখিয়া চণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্করী কালীর প্রতি ধাবিত হইল ।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৬১ )

অঙ্কস্বার্থ—মহাসুরঃ ( চণ্ড ) মহাভীমৈঃ ( অতি ভীষণ ) শর-বর্ষৈঃ ( বাণ বর্ষণ দ্বারা ), মুণ্ডঃ চ ( এবং মুণ্ড নামক মহাসুর ) সহস্রশঃ ( সহস্র সহস্র ) ক্ষিপ্তৈঃ চক্রৈঃ ( নিক্ষিপ্ত চক্রসমূহ দ্বারা ) তাং ভীম-অক্ষীং ( সেই ভীষণ-নয়না কালীকে ) ছাদয়ামাস ( আচ্ছাদন করিল ) ।

অনুবাদ—মহাসুর ( চণ্ড ) অতি ভীষণ বাণবর্ষণদ্বারা এবং মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপদ্বারা সেই ভীষণ-নয়না কালীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ।



## টিপ্পনী ।

চক্র—এই অস্ত্র কুণ্ডলাকার অর্থাৎ গোল । প্রান্তভাগ উত্তম কোণযুক্ত বা ধারাল ।  
নীলমিশ্রিত জলের ত্রায় বর্ণ এবং মণ্ডল পরিমাণে দুই প্রাদেশ অর্থাৎ এক হস্ত ।

চক্রস্ত কুণ্ডলাকারমস্তে স্বপ্রিসমম্বিতম্ ।

নীলী-সলিল-বর্ণং তৎ প্রাদেশদ্বয়মণ্ডলম্ ।

ইহার কার্য্য পঞ্চবিধ যথা,—

গ্রহনং ভ্রামণকৈব ক্ষেপণং পরিকর্তনম্ ।

দলনকৈব পট্টকৈব গতয়শ্চক্রসংশ্রিতাঃ ॥

গ্রহন অর্থাৎ গাঁথিয়া ফেলা, ঘুরান, ক্ষেপন, কর্তন ও দলিত করন—চক্রের এই পঞ্চবিধ গতি ।

এই সম্বন্ধে আগ্নেয় ধনুর্কর্ষেদে উক্ত হইয়াছে,—

ছেদনং ভেদনং পাতো ভ্রামণং নামনস্তথা ।

বিকর্তনং কর্তনঞ্চ চক্রকর্ষেদমেব চ ॥

চক্রের কার্য্য ছেদন, ভেদ করন, নিপাতন, ভ্রামণ, শাশ্বিত করা, বিকর্তন ও কর্তন ।

শুক্রনীতির মতে চক্র উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । চক্র আটটি শলাকায়ুক্ত হইলে উত্তম, ছয়টি শলাকায়ুক্ত হইলে মধ্যম এবং চারিটি শলাকায়ুক্ত হইলে অধম । আবার পরিমাণভেদেও চক্র তিন প্রকার হইয়া থাকে । বালকের পক্ষে ষাট পলে যে চক্র নির্মিত হয় তাহা উত্তম, একাদশ পলে নির্মিত হইলে মধ্যম এবং দশ পলে যাহা নির্মিত হয়, তাহাকে অধম বলে । কিন্তু যুবকের পক্ষে পঞ্চাশ পল ওজনের চক্র উত্তম, চল্লিশ পল ওজনের চক্র মধ্যম এবং ত্রিশ পল ওজনের চক্র অধম । বিস্তার ভেদেও তিন প্রকারের চক্র হইয়া থাকে । বালকের পক্ষে আট আঙ্গুল বিস্তৃত চক্র উত্তম, সাত আঙ্গুল বিস্তৃত মধ্যম ও ছয় আঙ্গুল বিস্তৃত চক্রকে অধম বলা হয় । যুবকের পক্ষে ষোল আঙ্গুল উত্তম, চৌদ্দ আঙ্গুল মধ্যম এবং বার আঙ্গুল চক্র অধম । চক্রের নেমি সৈক্য লৌহদ্বারা নির্মাণ করিতে হয় । নেমির পরিমাণ তিন আঙ্গুল হইলে উত্তম, আড়াই আঙ্গুল হইলে মধ্যম ও দুই আঙ্গুল হইলে অধম বলা হয় ।

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৬১ )

অন্বয়ার্থ ।—যথা ( যেমন ) স্ব-বহুনি ( বহু সংখ্যক ) অর্ক-বিমানি ( সূর্য্যমণ্ডল )  
ঘন-উদরং ( মেঘমধ্যে ) [ বিশমানানি ভাস্তি ] ( প্রবেশকালে শোভা পায় ) [ তথৈব ]



( তদ্রূপ ) তিনি অনেকানি চক্রাণি ( যুগু নিষ্কিণ্ণ সেই অনেক অঙ্গ ) তৎ-মুখং ( তাঁহার অর্থাৎ কালীর মুখে ) বিশ্রামানি [ সন্তি ] ( প্রবিষ্ট হইয়া ) বভূঃ ( শোভা পাইতে লাগিল )।

অনুবাদ—বহুসংখ্যক সূর্য্যমণ্ডল মেঘমধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ সেই সমস্ত অনেক চক্র তাঁহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

টিপ্পনী।

কৃষ্ণবর্ণ মেঘের সহিত কালীর মুখ মণ্ডলের এবং সূর্য্য বিষের সহিত চক্রসমূহের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্র ১৯, ( পৃ: ৬১ )

অম্বস্বার্থ—ততঃ ( অনন্তর ) ভৈরব-নাদিনী ( ভীষণ গর্জ্জনকারিণী ) করাল-বভূঃ-অস্তঃ-দুর্দর্শ-দশন-উজ্জ্বলা ( করালং ভীষণং যদ্ বভূঃ, তস্মৈ অস্তঃ মধ্যো, দুঃখেন দৃশ্যন্তে দুর্দর্শাঃ অতিভয়ানকাঃ যে দশনাঃ, তৈঃ উজ্জ্বলা। করাল বদনের মধ্যবর্তী ভীষণদৃশ্য দন্তসমূহের দ্বারা দীপ্তিময়ী ) কালী অতি ক্রুমা ( অতিশয় ক্রোধভরে ) ভীমং জহাস ( বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন )।

অনুবাদ—অনন্তর কালী অতিশয় ক্রোধভরে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি তদীয় করাল বদনের মধ্যবর্তী দুর্নিরীক্ষ্য দন্তসমূহের প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

টিপ্পনী।

দশন পংক্তির গুলুতা হেতু কালী কৃষ্ণবর্ণা হইলেও হাস্যদ্বারা দীপ্তিমতী হইয়া উঠিলেন। এতদ্বারা তাঁহার বর্ণোৎকর্ষ সূচিত হইল। ( শাস্তনবী )

[ কাণী কর্তৃক চণ্ড ও যুগু বধ ]

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৬১ )

অম্বস্বার্থ—দেবী চ ( এবং কালী ) মহা-অসিং ( মহা খড়্গ ) উখার ( উত্তোলন করিয়া ) “ হম্ ” [ ইতি উক্তা ] ( “ হং ” এইরূপ কোপমুচক শব্দ করিয়া ) চণ্ডম্ অধাবত



(চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন), অশ্রু চ (এবং ইহার) কেশেষু গৃহীত্বা (কেশ আকর্ষণ করিয়া) তেন অসিনা (সেই খড়্গদ্বারা) শিরঃ (মস্তক) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিলেন)।

অনুবাদ।—দেবী মহাখড়্গা উত্তোলন করিয়া “হং” এই শব্দ করতঃ চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং ইহার কেশাকর্ষণ পূর্বক ঐ খড়্গদ্বারা-মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

টিপ্পনী।

মহাসিংহং—মহাসিং মহাখড়্গাম্। হম্ ইতি কোপোক্তিঃ (গুপ্তবতী)। “হং প্রস্বেদ্যাকৃতো রোষে” ইতি বিশ্বঃ। প্রস্ব, অঙ্গীকার ও ক্রোধ অর্থে “হং” অব্যয়টি প্রযুক্ত হয়।

কেহ কেহ “উথায় চ মহাসিংহং” পাঠ গ্রহণ করিয়া মহাসিংহে আরোহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করেন। ইহা সঙ্গত নহে; কারণ কালী সিংহবাহনা নহেন এবং এই মন্ত্ৰের শেষাংশে “তেনাসিনা” থাকায় এই অর্থ স্থগত হয় না। (চতুর্থী)

শান্তনবী টীকাকার এই মন্ত্ৰের পরে নিম্নোক্ত শ্লোকটি অধিক পাঠরূপে গ্রহণ করিয়াছেন,—

ছিন্নে শিরসি দৈতেন্দ্রশচক্রে নাদং স্তম্ভৈরবম্।

তেন নাদেন মহতা ত্রাসিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥

মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৬১ )

অর্থার্থ।—অথ (অনন্তর) চণ্ডং (চণ্ডকে) নিপাতিতং দৃষ্ট্বা (নিহত দেখিয়া) মুণ্ডঃ অপি (মুণ্ডও) তাম্ অধাবৎ (কাগীর প্রতি ধাবিত হইল)। সা (তিনি, কালী) কৃষা (ক্রোধ হেতু) তম্ অপি (তাহাকেও, মুণ্ডকেও) খড়্গ-অভিহতঃ [কৃত্বা] (খড়্গের দ্বারা নিহত করিয়া) ভূমৌ (ভূমিতে) অপাতয়ৎ (পাতিত করিলেন)।

অনুবাদ।—অনন্তর চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডও তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তিনি ক্রোধে তাহাকেও খড়্গদ্বারা নিহত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।



মন্ত্র ২২, ( পৃ: ৬২ )

অর্থার্থ।—ততঃ (তখন) স্ম-মহাবীৰ্য্যং (অত্যন্ত বলশালী) চণ্ডং মুণ্ডং চ (চণ্ড ও মুণ্ডকে) নিপাতিতং দৃষ্ট্বা (নিহত দেখিয়া) হত-শেষং সৈন্তং (হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ) ভয়-আতুরং [সং] (ভয়ান্ত হইয়া) দিশঃ ভেজে (নানাদিকে পলায়ন করিল)।

অনুবাদ।—তখন অতিশয় বলশালী চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ ভয়ান্ত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিল।

[ কালীকর্তৃক চণ্ডিকাকে চণ্ড-মুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার প্রদান ]

মন্ত্র ২৩, ( পৃ: ৬২ )

অর্থার্থ।—কালী চ (এবং কালী) চণ্ডস্ত শিরঃ (চণ্ডের মস্তক) মুণ্ডম্ এব চ (এবং মুণ্ডের মস্তক) গৃহীত্বা (লইয়া) চণ্ডিকাম্ অভ্যোত্যা (চণ্ডিকার নিকট আগমন করিয়া) প্রচণ্ড-অট্টহাস-মিশ্রং (বিকট অট্টহাস সহকারে) প্রাহ (বলিলেন)।

অনুবাদ।—কালী চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক লইয়া চণ্ডিকা সমীপে আগমন পূর্ব্বক বিকট অট্টহাস সহকারে বলিলেন।

টিপ্পনী।

মুণ্ডম্—এস্থলে মুণ্ড শব্দে লক্ষণাধারা মুণ্ডাস্থরের মুণ্ড অর্থ বুঝাইতেছে (তদ্ব্য প্রকাশিকা)। শাস্তনবী টীকাতে মৌণ্ড পাঠ দৃষ্ট হয়। মুণ্ডস্ত অস্থরস্ত ইদং মৌণ্ড শিরঃ। নাগোজী ভট্টের মতে কালী চণ্ডাস্থরের মস্তক এবং মুণ্ডাস্থরের মস্তক সমন্বিত মৃতদেহটা (সশিরস্বং সদেহম্) লইয়া চণ্ডিকা বা কৌষিকী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে কালী মুণ্ডকে খড়্গাঘাতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক ছিন্ন করেন নাই। (৭২১ টীকা)

বামন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, দেবী চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ের মস্তকই ছেদন করিয়াছিলেন।

চণ্ডস্বাদায় মুণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চাস্থরনায়কৌ।

চকার কুপিতা দুর্গা বিশিরস্কৌ মহাস্থরৌ। ৫৫।৭২

ত্রিপুরারহস্ত তন্ত্রম্, মাহাত্ম্যধণ্ডম্ হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়,—

বিনাশাহস্থরসেনাং সা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাস্থরৌ।

ছিষ্টা খড়্গেন চাদায় চণ্ডিকায়ৈ নিবেদয়ৎ ॥ ৪৩২১



**চণ্ডিকা**—চণ্ডী+স্বার্থে কন্+স্ত্রী টাপ্। “চন্ডি কোপে” কুপ্যতি চণ্ডতে চণ্ডিকা (শাস্তনবী)। ‘চন্ডি’ ধাতু কোপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্তবরাং চণ্ডী বা চণ্ডিকা শব্দের অর্থ কোপময়ী। শরণাগত দেবগণ বা ভক্তগণকে অসুরদের নিপীড়ন হইতে পরিজ্ঞান করিবার জন্ত ব্রহ্মস্বরূপা ব্রহ্মশক্তি যখন শাস্ত্যভাব ত্যাগ করিয়া ক্রোধ হেতু ভীষণ ভাব ধারণ করেন তখন তিনি “চণ্ডী” বা “চণ্ডিকা” নামে অভিহিতা হন।

ব্রহ্মসূত্রে “কম্পনাং” ( ১।৩।৩৯ ) অধিকরণে “মহাভয়” ব্রহ্মলিঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। “মহদ্ ভয়ং বজ্রযুগ্মতম্” ( কঠ ২।৩২ ) ব্রহ্মশক্তি উত্তম বজ্রের মত অতি ভীষণ। ঋতি এই মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

ভীষান্মাঘাতঃ পবতে ভৌষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষান্মাদগ্নিস্চেদ্রশ্চ যতু্যধীবতি পঞ্চমঃ ॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৮

ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য উদিত হইতেছেন, ইহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম যত্ন স্ব স্ব কার্যে ধাবিত হইতেছেন। এই মহাশক্তিই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে অভিহিতা।

মন্ত্র ২৪, ( পৃঃ ৬২ )

**অম্বস্বার্থ**।—অত্র যুদ্ধ-যজ্ঞে ( এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে ) ময়া ( আমি কর্তৃক ) তব ( তুভ্যং, তোমাকে ) চণ্ড-মুণ্ডো মহাপশু ( চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাপশুদ্বয় ) উপহৃতৌ ( উপহার প্রদত্ত হইল )। স্বয়ং ( তুমি নিজে ) শুভং নিশুভং চ ( শুভ ও নিশুভকে ) হনিষ্যসি ( বধ করিবে )।

**অম্বুবাদ**।—এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি তোমাকে চণ্ড, মুণ্ড মহাপশুদ্বয় উপহার দিলাম। তুমি স্বয়ং শুভ ও নিশুভকে বধ করিও।

**টিপ্পনী**।

**যুদ্ধযজ্ঞে**—যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধে যত্ন ঘটিলেও স্বর্গলাভ হয়, এই কারণে যুদ্ধকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে।

**মহাপশু**—যজ্ঞে পশু বলি বিহিত। এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি চণ্ডমুণ্ড নামক মহাপশুদ্বয়কে তোমার প্রীত্যর্থে বলি দিয়াছি। তুমি স্বয়ং দেবগণ প্রীত্যর্থে শুভ নিশুভ অপর মহাপশুদ্বয়কে বলিপ্রদান কর।



## [ চণ্ডিকা কর্তৃক কালীকে “চামুণ্ডা” নাম প্রদান ]

মন্ত্র ২৫-২৬, ( পৃ: ৬২ )

অনুব্যর্থ।—ঋষি: (মেধসু ঋষি) উবাচ (স্বরথকে বলিলেন),—তত: (অনন্তর) তৌ মহাস্বরৌ চণ্ড-মুণ্ডৌ (সেই চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাস্বরদ্বয়কে) [কাল্যা] (কালী কর্তৃক) আনীতো দৃষ্টা (আনীত দেখিয়া) কল্যাণী (মঙ্গলময়ী) চণ্ডিকা কালীং (কালীকে) নলিতং বচ: (মধুর বাক্য) উবাচ (বলিলেন)।

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন, —অনন্তর (কালী কর্তৃক) আনীত চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাস্বরদ্বয়কে দর্শন করিয়া কল্যাণময়ী চণ্ডিকা মধুরবাক্যে কালীকে কহিলেন।

মন্ত্র ২৭, ( পৃ: ৬৩ )

অনুব্যর্থ।—[হে] দেবি! যস্মাৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) চণ্ডং মুণ্ডং চ গৃহীত্বা (চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া) উপাগতা (উপস্থিত হইয়াছ), তত: (সেই কারণে) লোকে (জগতে) চামুণ্ডা ইতি (চামুণ্ডা নামে) খ্যাতা ভবিষ্যসি (বিখ্যাত হইবে)।

অনুবাদ।—হে দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছ, সেই কারণে জগতে চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবে।

টিপ্পনী।

চামুণ্ডা—চণ্ড-মুণ্ডৌ বিচ্ছেতে অস্তা: ইতি চামুণ্ডা (তত্ত্ব প্রকাশিকা)। “পৃশোদরাদি স্বাৎ” সূত্র অনুসারে চণ্ড-মুণ্ডা স্থানে চামুণ্ডা পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

তদ্বশারে চামুণ্ডার নিম্নোক্ত ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা স্তবদনা সাস্ত্রাঙ্ককারে স্থিতা।

ঋষ্টাঙ্গাশনি-গুটদক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ ॥

শ্রামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়ঙ্করী শাঙ্গূল-চন্দ্রাবৃত্তা।

চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধোয়া সদা সাধকৈঃ ॥

চামুণ্ডা দেবী বিকটদন্তে ভয়ঙ্করাকৃতি ও স্তবদনা। ইনি নিবিড় অঙ্ককারে অবস্থিত করেন। ইনি চতুর্ভুজা; দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ঋষ্টাঙ্গ ও বজ্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে পাশ ও নরমুণ্ড। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, কেশরাশি পিঙ্গলবর্ণ, ভয়ঙ্করী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা এবং শববাহিনী। সাধক জপকালে চামুণ্ডাকে সর্বদা উক্তরূপে ধ্যান করিবে।



সপ্তম অধ্যায় ]

চণ্ড-মুণ্ড বধ

৩১২৮৮৮

BANARAS

চামুণ্ডার মূর্তিভেদ—অগ্নিপু্রাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে চামুণ্ডার অষ্টবিধ মূর্তিভেদ বর্ণিত হইয়াছে যথা (১) রুদ্র-চর্চিকা, (২) রুদ্র-চামুণ্ডা, (৩) মহালক্ষ্মী, (৪) সিদ্ধ-চামুণ্ডা, (৫) সিদ্ধ-যোগেশ্বরী, (৬) রূপবিভা, (৭) ক্ষমা এবং (৮) দন্তরা। ইহারা সকলেই ভীমা ভয়ঙ্করী এবং ঋণানবাসিনী। ইহারা “অম্বাষ্টক” নামে অভিহিত।

(১) রুদ্র-চর্চিকা—ইনি ষড়্ভুজা; নরকপাল, কর্তরী (কাটারী), শূল, পাশ ও গজচর্মধারিণী। ইনি উর্দ্ধাশ্রা ও উর্দ্ধপাদা।

(২) রুদ্র-চামুণ্ডা—ইনি অষ্টভুজা; পূর্বোক্ত আয়ুধ ব্যতিরেকে নরমুণ্ড ও ডমরুধারিণী। ইনি নাটেশ্বরী ও নৃত্যপরায়ণা।

(৩) মহালক্ষ্মী—ইনি চতুর্মুখী, অষ্টভুজা এবং উপবিষ্টা; হস্তস্থিত নর, অশ্ব, মহিষ এবং হস্তী ভক্ষণ নিরতা।

(৪) সিদ্ধ-চামুণ্ডা—ইনি দশভুজা, ত্রিনয়না। দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র, অসি, ডমরু এবং বাম হস্তে ঘণ্টা, খেটক, খট্টাঙ্গ ও ত্রিশূলধারিণী।

(৫) সিদ্ধ-যোগেশ্বরী—ইনি দ্বাদশভুজা; পূর্বোক্ত আয়ুধগুলির অতিরিক্ত পাশ ও অঙ্কুশধারিণী। ইনি সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।

(৬) রূপবিভা—ইনিও দ্বাদশভুজা।

(৭) ক্ষমা—ইনি দ্বিভুজা, বৃদ্ধা, বিবর্তননা এবং শিবা সমুদ্বার্য পরিবেষ্টিত।

(৮) দন্তরা—ইনি উন্নতদন্তযুক্তা, উর্দ্ধজাহ্নু হইয়া ভূমিতে উপবিষ্টা, একহস্ত জাহ্নুর উপরে স্থাপিত।

বঙ্গদেশের নানাস্থানে চামুণ্ডা দেবীর বিভিন্ন রকমের প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল মূর্তির কতক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন প্রত্নশালায় রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, এক সময়ে বঙ্গদেশে এমন বীর সাধক সম্প্রদায় বর্তমান ছিল যাহারা এই ভীমা ভয়ঙ্করী দেবীর আরাধনা করিতেন।

কালী বা চামুণ্ডা তত্ত্ব—চণ্ডীর সপ্তম অধ্যায়ে অম্বরনাশিনী “কালী” বা চামুণ্ডার যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত “কালের” সৌসাদৃশ্য বর্তমান। বস্তুতঃ পক্ষে গীতায় যিনি “কাল”, চণ্ডীতে তিনিই “কালী”। উভয়ে এক ও অভিন্ন। “কলয়তি ভক্ষয়তি সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী” (দুর্গাপ্রদীপ টীকা)। যিনি প্রলয় কালে বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ ভক্ষণ করেন তিনিই “কালী”। গীতায় ইনি “কাল” নামে বর্ণিত।



কালোহস্মি লোকক্ষয়কুংপ্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহৰ্তুমিহ প্রবৃত্তঃ । ( গীতা, ১১।৩২ )

আমি লোকক্ষয়কারী কাল, লোকসমূহ সংহার করিতে এখানে প্রবৃত্ত আছি ।

ঋতি ব্রহ্মের এই সর্বসংহারিণী শক্তির বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

যশ্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ ।

মৃত্যুৰ্যশ্রোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ ( কঠোপনিষৎ, ২।২৫ )

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাহার অন্নস্বরূপ এবং যম যাহার ব্যঞ্জনস্থানীয়, তিনি যেখানে থাকেন তাহা বিশেষরূপে কে জানে ? অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বসংহারক স্বরূপটি অতি দুজ্ঞেয় ।

শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া প্রপন্ন ভক্ত অৰ্জুনকে তাঁহার লোকক্ষয়কারী ভীষণ মহাকাল মূর্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাহাতে অৰ্জুন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বহির অভিমুখে ধাবিত পতঙ্গবৃন্দের ঞ্চায় জীবসমূহ মহাকালের করাল কবলে আত্মাহুতি দিবার জন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে,—

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ

বিশস্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা-

স্তবাপি বক্ত্রাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ( গীতা, ১১।২৯ )

চণ্ডীতে বর্ণিত হইয়াছে, কালীকে তদীয় করাল বক্ত্র, ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাসমূহদ্বারা অতি ভীষণ দেখাইতেছিল । “কালী করালবক্ত্রাস্ত দুর্দর্শ-দশনোজ্জ্বলা” ( ৭।১২ ) । তিনি এক হস্তে অস্ত্র সৈন্য, হস্তী, অশ্ব ও রথগুলি আকর্ষণ করিয়া মূখ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তদ্বারা ভীষণভাবে চৰ্ক্ষণ করিতেছিলেন । “নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চৰ্ক্ষয়ত্যতি ভৈরবম্” ( ৭।১১ ) ।

গীতাতেও তেমনি মহাকালের দংষ্ট্রাকরাল বদনে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধাবর্গের প্রবেশ ও তৎকর্তৃক চৰ্ক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

বক্ত্রাণি তে স্বরমাণা বিশস্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেণ

সদংশুস্তে চূর্ণিতৈ রুদ্রমাদৈঃ ॥ ( গীতা, ১১।২৭ )

তাহারা স্বরিত গতিতে তোমার ভয়ানক দংষ্ট্রাকরাল মূখ-বিবরে প্রবেশ করিতেছে । কেহ কেহ চূর্ণিত যন্তকে তোমার দশন-মধ্যে লাগিয়া রাখিয়াছে, দেখা যাইতেছে ।



অৰ্জুনের মত মহাবীরও ভগবানের এই সংহারমূর্তি কণকাল মাত্র দর্শন করিয়াই  
অতিমাত্র ভীত হইয়া আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন,—

দৃষ্ট্বা হি শ্ৰীং প্রব্যথিতাস্তরাশ্রা

ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিবেশা। (গীতা, ১১।২৪)

হে বিবেশা ! তোমার এই ভীষণরূপ দেখিয়া আমার অন্তরাশ্রা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া  
উঠিয়াছে ; আমি আর ধৈর্য্য ও মনের স্থিরতা রাখিতে পারিতেছি না।

শক্তি সাধকেরা ব্রহ্মশক্তির প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া ভয় পান না। তাঁহারা এই  
সর্বসংহারিণী মৃত্যুরূপা কালীকে “মা” বলিয়া ডাকেন, উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা  
এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করেন যে, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমৃতত্বে পৌঁছিতে হইবে ; মৃত্যুরূপিণী  
কালীকে পূজা করিয়াই মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার সাধনা করিতে হইবে। বিশ্বশক্তি বিরাট সৃষ্টি এবং  
বিরাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বিশ্বশক্তি শুধু সর্বমঙ্গলা  
দুর্গা নহে, রুধিরাক্ত কলেবরা ধ্বংস-নৃত্য-পরায়ণা করালী কালীও বটে। সমস্ত অশুভ,  
বিরোধ, ঘৃণা, ধ্বংস ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া তিনি আমাদের ক্রমশঃ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের  
অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। সুতরাং মাতৃভক্ত বীর সাধক মৃত্যুরূপিণী কালীকে এই  
বলিয়া আবাহন করিয়া থাকেন ;—

“মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;

তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !

কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্ত্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।”

(স্বামী বিবেকানন্দ)

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমুরুর অধিকার

সম্বন্ধীয় দেবী মাহাত্ম্যে চণ্ড-মুণ্ড-বধ

নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।



## অষ্টম অধ্যায়

### রক্তবীজ-বধ

[ শুভ কৰ্ত্তক যুদ্ধোত্তোগের আদেশ ]

মন্ত্র ১—৩, ( পৃ: ৬৩ )

অম্বস্বার্থ।—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( সুরথকে বলিলেন ),—ততঃ ( অনন্তর ) চণ্ডে দৈত্যে চ নিহতে ( চণ্ডদৈত্য নিহত হইলে ) মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে ( এবং মুণ্ড বিনষ্ট হইলে ) বহুলেষ্ সৈন্তেষ্ চ ( এবং বহু সৈন্ত ) ক্ষয়িত্বেষ্ ( ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ) অম্বর-ঋষরঃ ( অম্বরোধিপতি ) প্রতাপবান্ শুভঃ ( প্রতাপশালী শুভ ) কোপ-পরাধীন-চেতাঃ [ সন্ ] ( ক্রোধপরবশ চিত্ত হইয়া ) দৈত্যানাং ( দৈত্যদিগকে ) সৰ্ব-সৈন্তানাম্ উত্তোগম্ ( সমস্ত সৈন্তের যুদ্ধসজ্জা ) আদিশে হ ( আদেশ করিলেন )।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—অনন্তর চণ্ডদৈত্য নিহত ও মুণ্ডদৈত্য নিপাতিত হইলে এবং প্রভূত সৈন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অম্বরোধিপতি প্রতাপশালী শুভ ক্রোধাভিভূত চিত্তে দৈত্যদিগকে সমস্ত সৈন্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল।

মন্ত্র ৪, ( পৃ: ৬৩ )

অম্বস্বার্থ।—অত্ ( আজ ) বড়শীতিঃ ( ছিয়াশী জন ) উদায়ুধাঃ দৈত্যগণঃ ( উদায়ুধ নামক দৈত্যগণ ) সৰ্ব-বলৈঃ [ সহ ] ( সমস্ত সৈন্ত সহিত ), কবুং চতুরশীতিঃ ( কবু বংশ জাত দৈত্যদিগের চুরাশী জন ) স্ব-বলৈঃ ( নিজ সৈন্তগণকর্ত্তক ) বৃতাঃ [ মন্তঃ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) নির্ঘাস্ত ( নির্গত হউক )।

অনুবাদ।—অত ছিয়াশীজন উদায়ুধ নামক দৈত্য সমস্ত সৈন্ত সহ এবং কবুবংশজাত চুরাশীজন দৈত্য নিজ সৈন্ত কর্ত্তক পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হউক।

টিপ্পনী।

উদায়ুধাঃ—(১) উদায়ুধসংজ্ঞক দৈত্যগণ, (২) ষাহারা অস্ত্রশস্ত্র উত্তত করিয়া সতত পার্শ্বে বিद्यমান। ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )



অষ্টম অধ্যায় ]

রক্তবীজ-বধ

মন্ত্র ৫, ( পৃ: ৬৩ )

অর্থ—কোটিবীৰ্য্যানি ( কোটিবীৰ্য্য নামক কুলজাত ) অশ্বরাণং ( অশ্বদিগের পঞ্চাশং কুলানি ( পঞ্চাশটি বংশ ), ধোয়াণং ( ধূম্রবংশ জাত অশ্বদিগের ) শতং কুলানি ( একশত বংশ ) মম আজ্ঞয়া ( আমার আদেশে ) হেতু ( নির্গচ্ছন্ত ( নির্গত হউক ) ।

অনুবাদ—কোটিবীৰ্য্য কুলজাত অশ্বদের পঞ্চাশটি বংশ এবং ধূম্রবংশজাত অশ্বদের একশত বংশ আমার আদেশে নির্গত হউক ।

মন্ত্র ৬, ( পৃ: ৬৩ )

অর্থ—কালকা: ( কাল বংশীয় ), দৌহতা: ( দুহত বংশীয় ), মৌধ্য: ( মুর বংশীয় ) তথা ( এবং ) কালকেয়া: ( কালকেয় বংশীয় ) অশ্বা: ( অশ্বরগণ ) স্বরিতা: ( অবিলম্বে ) মম আজ্ঞয়া ( আমার আদেশে ) যুদ্ধায় ( যুদ্ধের নিমিত্ত ) সজ্জা: [ সস্ত: ] ( সজ্জিত হইয়া ) নির্ধাস্ত ( নির্গত হউক ) ।

অনুবাদ—কালক, দৌহত, মৌধ্য এবং কালকেয় অশ্বরগণ অবিলম্বে আমার আদেশে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া নির্গত হউক ।

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ৬৩ )

অর্থ—ভৈরব-শাসন: ( ভৈরবম্ উগ্রং শাসনম্ আজ্ঞা যন্ত স: ; ভয়ঙ্কর বাহার শাসন সেই ) অশ্ব-পতি: শুন্ত: ( অশ্বরাজ শুন্ত ) ইতি আজ্ঞাপা ( এইরূপ আদেশ দিয়া ) বহুভি: মহাসৈন্য-সহস্রৈ: ( বহুসহস্র উত্তম সৈন্যকর্তৃক ) বৃত: [ সন্ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) নির্জগাম ( বহির্গত হইল ) ।

অনুবাদ—ভয়ঙ্কর যাহার শাসন সেই অশ্ব-রাজ শুন্ত এইরূপ আদেশ দিয়া বহুসহস্র উত্তম সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল ।

[ দেবীপক্ষে সমরধ্বনি ]

মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৬৩ )

অর্থ—চণ্ডিকা অতি-ভীষণ: ( অতিশয় ভয়ঙ্কর ) তং সৈন্যং ( সেই সৈন্য ) আয়াতং দৃষ্ট্বা ( আগত দেখিয়া ) জ্যা-বনৈ: ( ধনুষ্টকার শব্দ দ্বারা ) ধবণী-গগন-অন্তরং ( পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থল ) পূরয়ামাস ( পূর্ণ করিলেন ) ।



অনুবাদ।- চণ্ডিকা অতিভীষণ সেই সৈন্তদল সমাগত দেখিয়া  
ধনুষ্টিষ্কার শব্দে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যদেশ পরিপূরিত করিলেন।

মন্ত্র ৯, ( পৃ: ৬৩ )

অর্থ।-নৃপ ( হে রাজন্, স্বরথ ) ততঃ ( অনন্তর ) সিংহঃ ( দেবীবাহন )  
অতীব মহানাদং ( অতি ভীষণ শব্দ ) কৃতবান্ ( করিল )। অস্থিকা চ ( এবং অস্থিকা )  
ঘণ্টা-ধ্বনেন ( ঘণ্টা শব্দ দ্বারা ) তান্ নাদান্ ( সেই শব্দসমূহকে ) উপবৃংহয়ৎ ( = উপাবৃংহয়ৎ,  
বর্দ্ধিত করিলেন )।

অনুবাদ।-হে রাজন্, অনন্তর সিংহ অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া  
উঠিল। অস্থিকা ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই শব্দ সমূহকে আরও পরিবর্দ্ধিত করিলেন।

মন্ত্র ১০, ( পৃ: ৬৪ )

অর্থ।-শব্দ-আপূরিত-দিক্-মুখা ( শব্দে: আপূরিতানি দিশাং মুখানি যয়া সা ;  
স্বীয় শব্দ দ্বারা দিগ্-মণ্ডল পূর্ণকারিণী ) বিস্তারিত-আননা ( বিস্তৃতবদনা ) কালী ( চামুণ্ডা )  
ভীষণৈঃ নিনাদৈঃ ( ভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা ) ধনুঃ-জ্যা-সিংহ-ঘণ্টানাং [ নাদান্ ] ( ধনুর জ্যা শব্দ,  
সিংহের গর্জ্জন এবং ঘণ্টার ধ্বনিকে ) জিগ্যে ( জয় করিলেন )।

অনুবাদ।-বিস্তৃতবদনা কালী শব্দ দ্বারা দিগ্-মণ্ডল পূর্ণ করিয়া  
ভীষণ শব্দে ধনুষ্টিষ্কার, সিংহগর্জ্জন এবং ঘণ্টাধ্বনি অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৬৪ )

অর্থ।-তৎ-নিনাদম্ ( সেই শব্দ ) উপশ্রুত্যা ( শ্রবণ করিয়া ) সরোষৈঃ ( ক্রুদ্ধ )  
দৈত্য-সৈন্যৈঃ ( অসুর সৈন্যদের দ্বারা ) দেবী, সিংহঃ তথা কালী ( চণ্ডিকা দেবী, সিংহ এবং  
কালী ) চতুর্দিশং পরিবারিতাঃ ( চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইলেন )।

অনুবাদ।-সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ দৈত্য সৈন্যগণ দেবী, সিংহ  
এবং কালীকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিল।

[ সপ্ত দেবশক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভাব ]

মন্ত্র ১২-১৩, ( পৃ: ৬৪ )

অর্থ।-ভূপ ( হে রাজন্, স্বরথ ) এতস্মিন্ অন্তরে ( এই অবসরে ) স্বর-দ্বিষাং  
( দেবদেবী অসুরগণের ) বিনাশায় ( বিনাশের নিমিত্ত ) তথা ( এবং ) অমর-সিংহানাং



(দেবশ্রেষ্ঠগণের) ভবায় (কল্যাণের নিমিত্ত) ব্রহ্মা-ঈশ-গুহ-বিষ্ণুনাং (ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয় ও বিষ্ণুর) তথা ইন্দ্রশ্চ (এবং ইন্দ্রের) অতি বীৰ্য্য-বল-অস্থিতাঃ (অতি বীৰ্য্য ও বলযুক্তা) শক্তয়ঃ (শক্তিগণ) [ তেষাং ] (তাহাদের) শরীরেভ্যঃ (শরীর হইতে) বিনিষ্ক্রম্য (নিষ্ক্রান্ত হইয়া) তদ-রূপৈঃ (সেই সেই রূপে) চণ্ডিকাং ষযুঃ (চণ্ডিকার নিকট গমন করিলেন)।

অনুবাদ।—হে রাজন্! এই অবসরে অশুরগণের বিনাশ এবং দেবশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের অতিবীৰ্য্য ও বলসম্পন্ন শক্তিগণ তাহাদের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদেরই রূপ ধারণপূর্ব্বক চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন।

টিপ্পনী।

অতিবীৰ্য্যবল্যস্থিতাঃ—বীৰ্য্য=উৎসাহশক্তি; বল=দেহশক্তি (দংশোদ্ধার)।

শক্তয়ঃ—সপ্ত দেবশক্তি যথা (১) ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী, (২) ঈশ বা মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী, (৩) গুহ বা কুমার কার্তিকেয়ের শক্তি কোমারী, (৪) বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী; বিষ্ণু শব্দ দ্বারা এস্থলে বিষ্ণুর অবতার বরাহ এবং নরসিংহকেও বুঝিতে হইবে; (৫) বরাহের শক্তি বারাহী, (৬) নরসিংহের শক্তি নারসিংহী, এবং (৭) ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী।

এই দেবশক্তিগণ বস্তুতঃ পক্ষে সমষ্টি-শক্তিভূতা আত্মাশক্তি ভগবতী চণ্ডিকারই বিভিন্ন ব্যষ্টিশক্তি মাত্র। তিনিই সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে; “যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা” (৫।৩২)। দশম অধ্যায়ে ভগবতী চণ্ডিকা শুভাস্বরকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণীপ্রমুখ শক্তিগণ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন, ইহারাই তাঁহারই বিভূতি মাত্র, “মদ-বিভূতয়ঃ” (১০।৫)। “অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈঃ যদা স্থিতা” (১০।৮), আমি নিজ বিভূতি দ্বারা বহুরূপে বিস্তৃত হইয়াছিলাম। পরে ব্রহ্মাণীপ্রমুখ সমস্ত শক্তিগণ ভগবতী চণ্ডিকার শরীরে জীন হইয়া গেলেন। একাদশ অধ্যায়ে ১৩-১২ মন্ত্রে পূর্বোক্ত সপ্ত দেবশক্তিকে দেবতাগণ যে স্তব করিয়াছেন, তাহাতেও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাশক্তি ভগবতী চণ্ডিকা বা নারায়ণীই ব্রহ্মাণীরূপধারিণী, তিনিই মাহেশ্বরীস্বরূপা ইত্যাদি।



মন্ত্র ১৪, ( পৃঃ ৬৪ )

অম্বস্বার্থ—যশ্চ দেবশ্চ (যে দেবতার) যদ্ রূপং (যেমন রূপ) যথা ভূষণ-বাহনং (যেমন অলঙ্কার ও বাহন) তৎ-শক্তিঃ (তাঁহার শক্তি) তদ্ বৎ এব হি (ঠিক সেই সেই ভাবেই) অম্বরান্ বোদ্ধুম্ (অম্বরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে) আঘযৌ (আগমন করিলেন)।

অনুবাদ—যে দেবের যেমন রূপ, যেমন ভূষণ ও বাহন, সেই দেবের শক্তি ও ঠিক তেমন ভাবেই অম্বরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন।

মন্ত্র ১৫, ( পৃঃ ৬৪ )

অম্বস্বার্থ—অগ্রে (প্রথমে) হংস-যুক্ত-বিমানা (হংস দ্বারা বাহিত বিমানে অবস্থিত) স-অক্ষশূত্র-কমণ্ডলুঃ (অক্ষশূত্রঃ জপমালা কমণ্ডলুঃ, তাভ্যাং সহ বর্তমানা; জপমালা ও কমণ্ডলু সম্বিত) ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ (ব্রহ্মার শক্তি) আঘাতা (আসিলেন)। সা (তিনি) ব্রহ্মাণী [ ইতি ] অভিধীয়তে (ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত হন)।

অনুবাদ—প্রথমে হংসযুক্ত বিমানস্থিতা, জপমালা ও কমণ্ডলু ধারিণী ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিত।

টিপ্পনী।

বিমানাগ্রে—বিমানের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে এরূপ অর্থও হইতে পারে।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মাণম্ আনয়তি চেষ্টয়তি ইতি (নাগোজী)। ব্রহ্মাণী সৃষ্টিশক্তি। শ্রীশ্রীহর্গাপূজাতে ব্রহ্মাণী প্রমুখ মাতৃগণকেও অর্চনা করিতে হয়; ঐ ধ্যান মন্ত্র যথা,—

ওঁ চতুর্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারুঢ়াং বরপ্রদাম্।

সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহম্ ॥

মন্ত্রপুরাণে ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তিলক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মসদৃশী চতুর্ভুজা চতুর্ভুজা।

হংসাধিরুঢ়া কর্তব্য সাক্ষশূত্রকমণ্ডলুঃ ॥২৬১২৪

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সদৃশী; ইনি চতুর্মুখী, চতুর্ভুজা, হংসোপরি অধিষ্ঠিতা এবং অক্ষশূত্র ও কমণ্ডলুসম্বিতা। ব্রহ্মাণীর মূর্ত্তি এইরূপ করিতে হইবে।



ব্রহ্মাণীর হস্তে কোন অঙ্গশব্দ না থাকিলেও তিনি কি করিয়া যুদ্ধ করিলেন ? পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, ব্রহ্মাণী কমণ্ডলু হইতে কুণ্ঠ দ্বারা মস্তপূত জল সিক্তন করিয়া অস্ত্রগণকে বীৰ্য্যহীন ও গুজঃশূন্য করিয়াছিলেন । ( অষ্টব্য ৮।৩৩, ৯।৩৮, ১১।১৩ )

মন্ত্র ১৬, ( পৃঃ ৬৪ )

অম্বস্বার্থ—বৃষ-আরুঢ়া ( বৃষবাহনা ) ত্রিশূল-বর-বারিণী ( যিনি হস্তে শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন ), মহা-অহি-বলয়া ( মহাসর্পের বলয়যুক্তা ) চন্দ্র-রেখা-বিভূষণা ( চন্দ্রকলা দ্বারা যাহার ললাটদেশে শোভিত ) মাহেশ্বরী ( মহেশ্বরের শক্তি ) প্রাপ্তা ( সমাগতা হইলেন ) ।

অনুবাদ—মাহেশ্বরী বৃষে আরোহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ধারণ করত সমাগতা হইলেন । তিনি মহাসর্পের বলয় ও চন্দ্রকলা দ্বারা বিভূষিতা ।  
টিপ্পনী ।

মহাহিবিবলয়া—মহাহী তক্ষকানন্তৌ বলয়ৌ যন্তাঃ সা ( নাগোজী ) । এক হস্তে তক্ষক এবং অপর হস্তে অনন্ত নামক মহাসর্পদ্বয়কে যিনি বলয়রূপে ধারণ করিতেছেন ।

মাহেশ্বরী—ইনি সংহারশক্তি । দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে মাহেশ্বরীর ধ্যানমন্ত্র যথা,—

ওঁ বৃষাক্রুঢ়াং শুভাং শুক্লাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্ ।

মাহেশ্বরীং নমাম্যন্ত সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥

মৎস্তপুরাণে মাহেশ্বরীর মূর্তিলক্ষণ যথা,—

মহেশ্বরশ্চ রূপেণ তথা মাহেশ্বরী মতা ।

জটামুকুট-সংযুক্তা বৃষস্থা চন্দ্রেণেখরা ।

কপাল-শূল-খট্ভাজ-বরদাঢ্যা চতুর্ভুজা ॥ ২৬।১২৬

মাহেশ্বরী মহেশ্বররূপা, জটামুকুটসংযুক্তা, বৃষাক্রুঢ়া, শিরোদেশে চন্দ্র শোভিত ; ইনি চতুর্ভুজা এবং হস্তচতুষ্টয়ে কপাল, ত্রিশূল, খট্ভাজ এবং বরমুদ্রাধারিণী ।

মন্ত্র ১৭, ( পৃঃ ৬৪ )

অম্বস্বার্থ—শক্তি-হস্তা ( শক্তি নামক অঙ্গধারিণী ) ময়ূর-বর-বাহনা ( ময়ূরশ্রেষ্ঠে আরুঢ়া ) গুহ-রূপিণী ( কান্তিকৈয় রূপধারিণী ) অম্বিকা ( মাতা ) কৌমারী চ ( কৌমারীও ) মৈত্যান্ যোদ্ধুম্ ( দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ) অভ্যাষধৌ ( আগমন করিলেন ) ।



অনুবাদ।—কার্তিকেয়রূপিণী মাতা কোমারী শ্রেষ্ঠ ময়ূরবাহনে আরোহণ পূর্বক শক্তিহস্তে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন।

টিপ্পনী

গুহরূপিণী—গৃহতে সেনাং সংবৃণোতি গুহঃ (শাস্তনবী)। যিনি স্বীয় সৈন্তদলকে গোপন রাখেন তিনি গুহ, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়।

গুহং কুমারম্ আকারেণ রূপয়তি দর্শয়তি গুহরূপিণী (শাস্তনবী); কার্তিকেয় রূপধারিণী।

কোমারী—দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে কোমারীর ধ্যানমন্ত্র যথা,—

ওঁ কোমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাম্।

শক্তিহস্তাং সিতাঙ্গীং তাং নমামি বরদাং সদা ॥

অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—কোমারী দ্বিভুজা, রক্তবর্ণা, শক্তিহস্তা এবং শিখিপৃষ্ঠে আসীনা। “কোমারী শিখিগা রক্তা শক্তিহস্তা দ্বিভুজা।” (অগ্নিপুরাণ, ৫০।১২)

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১১।১৫ মন্ত্রে কোমারীকে “ময়ূর-কুক্কট-বৃতা” বলা হইয়াছে। মৎস্তপুরাণের বর্ণনা হইতে উপলব্ধ হয়, কোমারী ময়ূরপৃষ্ঠে আসীনা এবং কুক্কটযুক্ত।

কুমাররূপা কোমারী ময়ূরবরবাহনা।

রক্তবস্ত্রধরা ভদ্রচ্ছ লশক্তিধরা মতা।

হার-কেয়ুরসম্পন্ন ককবাকু-ধরা তথা ॥

( মৎস্তপুরাণ, ২৬।১২৭ )

কোমারী কুমাররূপধারিণী, ময়ূরবাহনা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, শূল ও শক্তিধারিণী, হার ও কেয়ুর দ্বারা ভূষিতা এবং কুক্কটযুক্ত।

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৬৪ )

অর্থার্থ।—তথা এব (সেইরূপেই) বৈষ্ণবী শক্তি: গরুড় উপরি সংস্থিতা (গরুড়ের উপর আসীনা হইয়া) শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ-খড়্গ-হস্তা [সতী] (শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ হস্তে ধারণ করতঃ) অভি-উপ-আযযৌ (উপস্থিত হইলেন)।

অনুবাদ।—সেইরূপেই বৈষ্ণবীশক্তি গরুড়ের উপর আসীনা হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ হস্তে ধারণ পূর্বক উপস্থিত হইলেন।



টিপ্পনী ।

বৈষ্ণবী—ইনি স্থিতি বা পালনীশক্তি । বৈষ্ণবীর হস্ত সংখ্যা নিয়া টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় । কাঁহারও মতে ইনি চতুর্ভুজা, কাঁহারও মতে ষড়্ভুজা, কাঁহারও মতে বা ইনি অষ্টভুজা । আলোচ্য মন্ত্রে উল্লিখিত আয়ুধসমূহ হইতে এই বৈষ্ণব্য স্রষ্টি হইয়াছে ।

(১) নাগোজী ভট্টের মতে বৈষ্ণবী ষড়্ভুজা । এখানে শাঙ্গ বা ধনু শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাণও উপলক্ষিত হইতেছে । বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বাহুভি গর্কড়াক্রুতা শঙ্খ-চক্র-গদাসিনী ।

শাঙ্গ-বাণধরা জাতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী ॥

( বামন পুরাণ, ৬০৬ )

গরুড়বাহনা সৌন্দর্য্যশালিনী বৈষ্ণবী হস্তসমূহ দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি, ধনু ও বাণ ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূতা হইলেন । এতদ্বারা বৈষ্ণবীর ষড়্ভুজা স্রষ্টি হইতেছে । গুপ্তবতী টীকাকারও এই মত পোষণ করেন ।

(২) শাঙ্গ বা ধনু সাহচর্য্যে যেমন বাণ উপলক্ষিত তেমনি খড়্গ সাহচর্য্যে চর্ম্ম বা ঢালও উপলক্ষিত । তাহা হইলে সপ্ত আয়ুধ দেবীর সপ্ত বাহুতে শোভিত, তাঁহার এক বাহু আয়ুধহীন । এই শূণ্ণ্য দোষাবহ নহে ; কারণ কৌমারী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি একায়ুধা । অথবা শঙ্খ সাহচর্য্যে পদ্মকেও বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে অষ্ট আয়ুধ দেবীর অষ্টবাহুতে শোভিত । সুতরাং বৈষ্ণবী অষ্টভুজা ( দংশোদ্ধার টীকা ) ।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী বলেন, দক্ষসম্ভাদি ব্যাপারে কখনও কখনও অষ্টভুজ বিষ্ণুর আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে,—“শঙ্খাঙ্ক-চক্র-শর-চাপ-গদাসি-চর্ম্ম-বায়ুৈর্হিরণ্যমুভূজৈরিব কর্ণিকারঃ ।”

(৩) হাঁহার বৈষ্ণবীর চতুর্ভুজা স্বীকার করেন, তাঁহার আলোচ্য শ্লোকটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন,—

(ক) “অভূপ” শব্দের অর্থ বাহুমূল । “অভূপো বাহুমূলঃ শ্রাং” ইতি বিশ্বঃ । শঙ্খঃ ( পাঞ্চজন্মঃ ), চক্রঃ ( সূর্যমণ্ডলঃ ), গদা ( কৌমুদকী ), শাঙ্গঃ ( ধনুঃ ), খড়্গঃ ( নন্দকঃ )—এতানি পঞ্চ হস্তাভূপেষু ষষ্ঠাঃ সা শঙ্খ চক্র-গদা-শাঙ্গ-খড়্গ-হস্তাভূপা ( দংশোদ্ধারটীকা ) । শঙ্খ, চক্র, গদা ও ধনু দেবীর চারিহস্তে এবং খড়্গ তাঁহার বাহুমূল বা বগলে শোভিত ; সুতরাং বৈষ্ণবী চতুর্ভুজা ।



(খ) অথবা শব্দ পদটি ঋগ্গোর বিশেষণ। শৃঙ্গময়ো মুষ্টিঃ অশ্রু ইতি শব্দঃ, স চাসৌ ঋগ্গশ্চেতি চত্বারি আয়ুধানি হস্তেষু অশ্রাঃ (দংশোদ্ধারঃ)। শব্দ, চক্র, গদা এবং শৃঙ্গময় মুষ্টিযুক্ত ঋগ্গ—এই চারিটি আয়ুধ দেবীর চারি হস্তে শোভিত; স্মৃতরাং বৈষ্ণবী চতুর্ভুজা। তদ্ব্যগ্রকাশিকা এবং শান্তনবী টীকাতেও বৈষ্ণবীর চতুর্ভুজার আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণীস্তবে বৈষ্ণবীকে চারি আয়ুধ ধারিণী বলিয়া উল্লেখ করাতে বৈষ্ণবীর চতুর্ভুজা হই স্থচিত হইতেছে,—

শব্দ-চক্র-গদা-শব্দ-গৃহীতপরমাযুধে।

প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১১।১৬

মৎস্ত পুরাণোক্ত বৈষ্ণবীর প্রতিমা লক্ষণে বৈষ্ণবী চতুর্ভুজা সমন্বিতাক্রমে বর্ণিতা হইয়াছেন,—

বৈষ্ণবী বিষ্ণুদশী গরুড়ে সমুপস্থিতা।

চতুর্ভুজা চ বরদা শব্দ-চক্র-গদাধরা ॥ ২৬।১২২

দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে বৈষ্ণবীর প্রণাম মন্ত্র যথা,—

ওঁ শব্দচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীম্।

স্থিতিরূপাং ধগেন্দ্রস্বাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্।

মন্ত্র ১৯, (পৃ: ৬৫)

অর্থার্থ।—অতুলং (অতুলনীয়) যজ্ঞ-বরাহং রূপং (যজ্ঞাদ্ কল্লিত বরাহের রূপ) বিভ্রতঃ (ধারণকারী) হরেঃ (হরির) যা শক্তিঃ (যে শক্তি), সা অপি (তিনিও) বারাহীং তস্মৈ বিভ্রতী (বারাহী মূর্তি ধারণ পূর্বক) তত্র (সেই যুদ্ধক্ষেত্রে) আযযৌ (আগমন করিলেন)।

অনুবাদ।—হরি যে অতুলনীয় যজ্ঞ-বরাহের রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার শক্তিও বারাহীমূর্তি গ্রহণ পূর্বক তথায় আগমন করিলেন।

টিপ্পনী।

যজ্ঞ-বরাহ—ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়পর্যায়ময় পৃথিবীকে দশনাগ্রে স্থাপন পূর্বক উদ্ধার করেন। ইহা বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। এই অবতারাে বরাহ কর্তৃক নৈতাপতি হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বরাহদেহ পরিত্যাগ করিলে



ঐ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ এবং যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ উৎপন্ন হয়। এইজন্ত ভগবান্ বিষ্ণু “যজ্ঞ-বরাহ” নামে খ্যাত ( কালিকা পুরাণ ২৯-৩১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য )। যজ্ঞাত্মকঃ বরাহঃ যজ্ঞ-বরাহঃ, তস্মৈ ইদমিতি যজ্ঞ-বরাহম্ ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা )।

বারাহী—বরাহ অবতারের শক্তি। মৎস্যপুরাণে বারাহী দেবীর প্রতিমা লক্ষণ যথা,—

বারাহীঞ্চ প্রবক্ষ্যামি মহিষোপরিসংস্থিতাম্।

বরাহসদৃশী দেবী শিরশ্চামরধারিণী।

গদাচক্রধরা তদ্বদানবেন্দ্রবিনাশিনী ॥ ২৬১।৩০

বারাহী বরাহরূপিণী ও মহিষবাহনা। ইহার মন্তকোপরি চামর বিস্তৃত। ইনি গদা ও চক্র ধারিণী এবং দানবেন্দ্রগণের বিনাশকারিণী।

দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে বারাহীশক্তির ধ্যান-মন্ত্র যথা,—

ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধত-বস্করাম্।

শুভদ্যাং গীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্ ॥

রুদ্র যামল তন্মৈ বারাহীশ্চোত্র দৃষ্ট হয়। বারাহীদেবীর নামানুসারে “বারাহী-তন্ত্র” নামকরণ হইয়াছে; ইহা একখানি প্রাচীন মহাতন্ত্র। বারাহীশক্তি বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভুলুয়া রাজবংশের ইষ্টদেবী ছিলেন।

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৬৫ )

অর্থার্থ—নারসিংহী ( নরসিংহ-শক্তি ) নৃসিংহস্ত সদৃশং ( নৃসিংহের তুল্য ) বপুঃ বিভ্রতী ( দেহধারণপূর্বক ) সটা-ক্ষেপ-ক্ষিপ্ত-নক্ষত্র সংহতিঃ ( সটাঃ কেশরাঃ, তাশাং ক্ষেপঃ চালনাং, তেন ক্ষিপ্তাঃ ইত্যন্ততঃ চালিতাঃ, নক্ষত্রাণাং সমূহাঃ যয়া সা। কেশর সঞ্চালন দ্বারা নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে ) তত্র ( তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ) প্রাপ্তা ( আগমন করিলেন )।

অনুবাদ—নারসিংহী নৃসিংহের তুল্য দেহধারণ পূর্বক কেশর সঞ্চালনে নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।  
টিপ্পনী।

নৃসিংহ—ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধের নিমিত্ত ইনি আবির্ভূত হন। এই মূর্তি অর্ধ নরাকার, অর্ধ সিংহাকার। ইহার লোচন



তপ্তকাক্ষন তুলা, বদন দেদীপ্যমান, জটা ও কেশরে আকৃতি অতিশয় বিজ্জ্বলিত, কবাল-  
দংষ্ট্রা করবাল তুলা চঞ্চল এবং জিহ্বা ক্ষুব্ধার তুলা তীক্ষ্ণ, মুখ ত্র্যকুটিযুক্ত ও দুর্নিরীক্ষ্য।  
ইহার শরীর স্বর্ণস্পর্শী, গ্রীবা অদীর্ঘ অথচ স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল, উদর অতিশয় কুশ। ঐ  
শরীরের সকল অংশে চন্দ্রকিরণ সদৃশ গৌরবর্ণ লোম ব্যাপ্ত। ইহার নখরসমূহ শস্ত্র সদৃশ  
এবং ইনি বহুভূজ সমন্বিত ও চক্র বজ্রাদি আয়ুধধারী। (দ্রষ্টব্য শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৮।২০-২২)

নারসিংহী—নৃসিংহ অবতারের শক্তি। দুর্গোৎসব পদ্ধতিতে নারসিংহীর ধ্যান-  
মন্ত্র যথা,—

ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদম্পহাম্।

শুভাং শুভপ্রদাং শুভাং নারসিংহীং নমাম্যহম্ ॥

মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৬৫ )

অর্থার্থ।—তথা এব (সেই ভাবেই) বজ্র-হস্তা (বজ্রধারিণী) সহস্রনয়না (সহস্র  
চক্ষুবিশিষ্টা) ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি) গজরাজ-উপরিস্থিতা [সতী] (ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ  
করিয়া) প্রাপ্তা (আগমন করিলেন)। যথা শক্রঃ (ইন্দ্র যেমন), সা (ঐন্দ্রী) তথা এব  
(তদ্রূপই)।

অনুবাদ।—সেই ভাবেই বজ্রধারিণী সহস্রনেত্রী ঐন্দ্রীও ঐরাবত পৃষ্ঠে  
আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন, তিনিও ঠিক তেমনি।

টিপ্পনী।

মৎস্তপুরাণে ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রীর প্রতিমা লক্ষণ যথা,—

ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্র-শূলগদাধরাম্।

গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈ বহুভিব্রুতাম্।

তপ্তকাক্ষনবর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥ ২৬।৩২

ইন্দ্রাণী ইন্দ্রসদৃশী; বজ্র, শূল ও গদাধারিণী। ইনি বহু নয়ন-সমন্বিতা এবং গজাসনে  
উপবিষ্টা। ইহার বর্ণ তপ্তকাক্ষন তুলা এবং ইনি দিব্য আভরণে ভূষিতা।

দুর্গোৎসব পদ্ধতিতে ইন্দ্রাণীর ধ্যান-মন্ত্র যথা,—

ওঁ ইন্দ্রাণীং গজকুন্তস্থাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাম্।

নমামি বরদাং দেবীং সর্বদেবনমস্কৃতাম্ ॥



## [ যুদ্ধক্ষেত্রে শিবের আবির্ভাব ]

মন্ত্র ২২, ( পৃ: ৬৫ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) ঈশানঃ ( শিব ) তাভিঃ দেব-শক্তিভিঃ ( সেই সমস্ত দেবশক্তি কর্তৃক ) পরিবৃতঃ [সন্] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) চণ্ডিকাম্ আহ ( চণ্ডিকাকে বলিলেন ),—মম প্রীত্যা ( আমার প্রীতির নিমিত্ত ) শীঘ্রঃ ( সত্বর ) অম্বরাঃ হস্তস্তাম্ ( অম্বরগণ নিহত হউক ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর ঈশান দেবশক্তিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন,—আমার প্রীতির নিমিত্ত অম্বরগণকে সত্বর নিহত করা হউক ।

## [ চণ্ডিকা-শক্তি অপরাজিতার আবির্ভাব ]

মন্ত্র ২৩, ( পৃ: ৬৫ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) দেবী-শরীরাং তু ( চণ্ডিকা দেবীর শরীর হইতে ) অতি-ভীষণা ( অতি ভয়ঙ্করী ) অতি-উগ্রা ( অত্যন্ত ক্রোধযুক্তা ) শিবা-শত-নির্নাদিনী ( শব্দকারী শত শত শৃগাল দ্বারা বেষ্টিতা ) চণ্ডিকা-শক্তিঃ ( চণ্ডিকাদেবীর শক্তি অপরাজিতা ) বিনিষ্কাশ্তা ( নির্গতা হইলেন ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভয়ঙ্করী, অত্যন্ত ক্রোধযুক্তা এবং শব্দকারী শত শত শৃগাল দ্বারা বেষ্টিতা চণ্ডিকাশক্তি নির্গতা হইলেন ।

টিপ্পনী ।

চণ্ডিকা-শক্তিঃ—অপরাজিতা বা শিবদূতী ; ইনি চণ্ডিকার দ্বিতীয়া শক্তি । প্রথম শক্তি কালী বা চামুণ্ডা ; ইহার উৎপত্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

শিবাশত নির্নাদিনী—শিবাশতানাম্ অনন্তশৃগালানাং নাদেন যুক্তা ( গুপ্তবতী ) । শত শত শিবা তাঁহার সহিত বিচরমান । শত শব্দ অসংখ্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । অসংখ্য শিবা তাঁহার সহিতই প্রাচুর্ভূত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । “শিবা গৌরী-শৃগালয়োঃ” শিবা শব্দ গৌরী এবং শৃগাল অর্থে প্রযুক্ত হয় ।



## [ অপরাজিতা কর্তৃক শিবকে দৌত্যকর্মে নিয়োগ ]

মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৬৫ )

অঙ্ঘর্যার্থ।—স চ অপরাজিতা ( এবং সেই অপরাজিতা নামক চণ্ডিকা-শক্তি )  
ধূম্র-জটিলম্ ( ধূম্রবর্ণ জটাবিশিষ্ট ) ঈশানম্ ( শিবকে ) আহ ( বলিলেন ),—[ হে ] ভগবন্!  
শুভ-নিশুভয়োঃ পার্থঃ ( শুভ ও নিশুভের নিকট ) দূতস্বঃ গচ্ছ ( দূতরূপে গমন করুন ) ।

অনুবাদ।—এবং সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণজটাবিশিষ্ট ঈশানকে  
কহিলেন,—“হে ভগবন্, আপনি শুভ ও নিশুভের নিকট দূতরূপে গমন  
করুন ।”

টিপ্পনী ।

অপরাজিতা—বিজয়া-দশমী দিনে শ্রীশ্রীভূগা বিসর্জনের পর কুলপ্রথা অনুসারে বিজয়  
কামনায় অপরাজিতা দেবীর পূজা করিতে হয় । “অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম”  
এই ধারণমন্ত্রে দক্ষিণ বাহুতে অপরাজিতা লতা বাঁধিবার নিয়ম আছে ।

মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৬৫ )

অঙ্ঘর্যার্থ।—অতি-গর্বিতৌ ( অতিশয় অহঙ্কৃত ) দানবৌ শুভঃ নিশুভঃ চ ( শুভ ও  
নিশুভ নামক দানবদ্বয়কে ), যে চ অস্ত্রে দানবাঃ ( এবং অপর যে সকল দানব ) তত্র ( তথায় )  
যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ( যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত ) [ তান্ ] ক্রহি ( তাহাদিগকে বলুন ) ।

অনুবাদ।—অতি গর্বিত দানব শুভ ও নিশুভকে এবং অস্ত্রাস্ত্র যে  
সমস্ত দানব তথায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত, তাহাদিগকে বলুন;—

মন্ত্র ২৬, ( পৃ: ৬৫ )

অঙ্ঘর্যার্থ।—ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং লভতাং ( ইন্দ্র ত্রিভূবনের আধিপত্য লাভ করুন ),  
দেবাঃ ( দেবগণ ) হবিঃ-ভুজঃ ( যজ্ঞীয় আহুতি ভোজনকারী ) সন্ত ( হউন ), যুয়ং ( তোমরা )  
যদি জীবিতুম্ ইচ্ছথ ( যদি বাঁচিতে চাও ) [ তন্মা ] ( তাহা হইলে ) পাতালং প্রয়াত  
( পাতালে প্রস্থান কর ) ।

অনুবাদ।—ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুন, দেবগণ যজ্ঞীয়  
আহুতি ভোগ করুন, যদি তোমরা বাঁচিতে চাও তবে পাতালে প্রস্থান কর ।



টিপ্পনী ।

হবিঃ—মহুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

মুহুর্তানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চাপস্কৃতম্ ।

অক্ষারলবণকৈব প্রকৃত্যা হবিরূচ্যতে ॥ ( ৩২৫৭ঃ )

মুনিজন সেবিত আরণ্য নীবারাদি অন্ন, দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত সন্তোমাংস, সৈন্ধবাদি অবিকৃত লবণ—ইহাদিগকে স্বাভাবিক হবিঃ বলা হইয়া থাকে ।

মন্ত্র ২৭, ( পৃঃ ৬৫ )

অন্বয়ার্থ।—অথ চেৎ ( আর যদি ) বল-অবলোপাৎ ( বলের গর্ভাহেতু ) ভবন্তঃ ( তোমরা ) যুদ্ধ-কাজিগণঃ [ ভবৎ ] ( যুদ্ধাভিলাষী হও ), তদা ( তবে ) আগচ্ছত ( আইস ), মৎ-শিবাঃ ( আমার শৃগালগণ ) বঃ ( তোমাদের ) পিশিতেন ( মাংস দ্বারা ) তৃপ্যন্তু ( তৃপ্ত হউক ) ।

অনুবাদ।—আর যদি তোমরা বলগর্ভে যুদ্ধাভিলাষী হও, তবে আইস, আমার শৃগালগণ তোমাদের মাংসে তৃপ্তিলাভ করুক ।

টিপ্পনী ।

অচ্ছিবাঃ—নিদাদ করিতে করিতে যাহারা আমার সহিত প্রাহুভূত হইয়াছিল ( নাগোজী ) ।

কুক্কুশাশ্চ শৃগালাশ্চ হরিগাশ্চ তথা বয়ঃ ।

প্রিয়া ভবন্তি শক্তীনাং ভৈরবাগাংচ বৈ তথা ॥

কুক্কুর, শৃগাল, হরিণ এবং কাক—ইহারা শক্তিগণ ও ভৈরবগণের প্রিয় ॥

[ অপরাজিতার শিবদূতী আখ্যা ]

মন্ত্র ২৮, ( পৃঃ ৬৬ )

অন্বয়ার্থ।—যতঃ ( যেহেতু ) তদ্বা দেব্যা ( সেই অপরাজিতা দেবী কর্তৃক ) স্বয়ং শিবঃ ( শিব নিজেই ) দৌত্যেন নিযুক্তঃ ( দূতকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) ততঃ ( সেই হেতু ) অগ্নিন্ লোকে ( এই জগতে ) সা ( তিনি ) শিবদূতী ইতি ( শিবদূতী নামে ) ধ্যাতিম্ আগতা ( প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন ) ।



অনুবাদ।—যেহেতু সেই দেবী কর্তৃক স্বয়ং শিব দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি “শিবদূতী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।  
টিপ্পনী।

শিবদূতী—শিবঃ দূতঃ যশাঃ সা। কালিকা-পুরাণে শিবদূতীর ধ্যান যথা,—

রূপমশ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু বৎসৈকসম্মতঃ ।  
চতুর্ভূজং মহাকাশং সিন্দূরসদৃশদ্যুতি ।  
রক্তদন্তং মুণ্ডমালাজটাজুটাক্ষৈশ্চৈব ।  
নাগকুণ্ডলহারাব্যং শোভিতং নখরোজ্জলম্ ।  
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং দক্ষিণে শূলখড়্গধরম্ ॥  
বামে পাশং তথা চর্ম্ম বিভদ্রদ্বীপরক্রমাৎ ।  
স্থূলবস্ত্রঞ্চ পীনোষ্ঠভূষণমুত্তমং ভয়ঙ্করম্ ॥  
নিষ্কিন্দ্রা দক্ষিণং পাদং সন্তীর্ণং কুণ্ঠপোপরি ।  
বামপদং শৃগালস্ত পৃষ্ঠে ফেঙ্গশতৈবৃতম্ ।  
ঈদৃশীং শিবদূত্যাস্ত মুক্তিং ধ্যায়েদ্ বিভূতয়ে ॥

( কালিকাপুরাণম্, অধ্যায় ৬১ )

হে বৎস, এই শিবদূতীর রূপ বর্ণনা করিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ইনি চতুর্ভূজা, মহাকাশা, ইহার দ্যুতি সিন্দূর-সদৃশ, দন্তসমূহ রক্তবর্ণ। ইনি মুণ্ডমালা, জটাজুট ও অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী। ইনি নাগের কুণ্ডল ও হারদ্বারা শোভিত, ইহার নখগুলি সমুজ্জল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয় উর্দ্ধাধঃক্রমে শূল ও খড়্গ এবং বামদিকের হস্তদ্বয় ঐরূপক্রমে পাশ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়াছে। মুখ ও ওষ্ঠদ্বয় স্থূল, মুক্তি উচ্চ এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর। দক্ষিণ চরণ শবের বক্ষে এবং বাম চরণ শৃগালের পৃষ্ঠে বিভ্রান্ত। শত শত ফেঙ্গগণে পরিবেষ্টিত। শিবদূতীর এইরূপ মুক্তি বিভূতীলাভার্থ ধ্যান করিবে।

[ চণ্ডিকা ও মাতৃগণের সহিত অম্বরদিগের যুদ্ধ ]

অঙ্ক ২৯, ( পৃঃ ৬৬ )

অর্থার্থ।—তে মহাসুরাঃ অপি (সেই গুপ্তাদি মহাসুরগণও) শর্ক-আখ্যাভঃ (মহাদেব কর্তৃক কথিত) দেব্যাঃ (দেবী শিবদূতীর) বচঃ শ্রদ্ধা (বাক্য শ্রবণ করিয়া)



অমৰ্ষ-আপুৰিতাঃ [ সন্তঃ ] ( ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ) যতঃ ( যেখানে ) কাত্যাযনী স্থিত।  
( কাত্যাযনী অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবী ছিলেন ) [ তত্র ] ( সেখানে ) জগ্মুঃ ( গিয়াছিল )।

অনুবাদ।—সেই মহাসুরগণও মহাদেব কর্তৃক কথিত দেবীর বাক্য  
শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পূর্ণ হইয়া সেখানে গমন করিল।

টিপ্পনী।

শর্ব্বঃ—শৃণাতি হিনস্তি শর্ব্বঃ শিবঃ ( শান্তনবী )। যিনি সর্ব্বজীবের সংহার করেন  
তিনি “শর্ব্ব” ; শিবের নামান্তর।

মন্ত্র ৩০, ( পৃঃ ৬৬ )

অর্থ—ততঃ ( অনন্তর ) প্রথমম্ এব ( প্রথমেই ) অগ্রে ( দেবীর সম্মুখে )  
উদ্ধত-অমৰ্ষাঃ ( উদ্ধতঃ উদগতঃ অমৰ্ষঃ যেখানে তে ; তাহাদের ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে  
ঈদৃশ ) অমর-অরয়ঃ ( দেবশক্রগণ অর্থাৎ অসুরগণ ) শর-শক্তি-ঋষ্টি-বৃষ্টিভিঃ ( বাণ, শক্তি ও  
ঋষ্টিবর্ষণ দ্বারা ) তাং দেবীং ( সেই দেবী চণ্ডিকাকে ) ববর্ষুঃ ( = ববর্ষুঃ, আচ্ছন্ন  
করিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর প্রথমেই পুরোভাগে অসুরগণ ক্রোধে উদ্দীপিত  
হইয়া বাণ, শক্তি ও ঋষ্টি বর্ষণ দ্বারা সেই দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

টিপ্পনী।

ঋষ্টি—উভয়নিকে ধারবিশিষ্ট অসি ( নাগোজী )।

মন্ত্র ৩১, ( পৃঃ ৬৬ )

অর্থ—সা চ ( দেবী চণ্ডিকাও ) গ্রহিতান্ ( অসুরদের নিক্ষিপ্ত ) তান্ বাণান্  
( সেই শরসমূহ ) শূল-চক্র-পরশধান্ ( শূল, চক্র ও কুঠারসমূহ ) লৌলয়া ( অনায়াসে )  
আঘাত-ধনুঃ-মুতৈঃ ( টঙ্কার ধ্বনিবিশিষ্ট ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ) মহা-ইষুভিঃ ( মহাবাণ সকল  
দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছিন্ন করিলেন )।

অনুবাদ।—তিনিও তাহাদের নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বাণ, শূল, চক্র ও  
কুঠার সমূহ অনায়াসে টঙ্কারযুক্ত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত মহাবাণ সমূহদ্বারা ছিন্ন  
করিয়া ফেলিলেন।



টিপ্পনী ।

আশ্বাভ-ধনুযুগ্মৈঃ—আশ্বাতং টঙ্কারেণ শব্দিতং যৎ ধনুঃ ততো যুক্তৈঃ । আশ্বাত শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতেছে যে, দেবী অতিশয় ক্ষিপ্ততা সহকারে ধনুতে তীর সংযোগ ও তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তদ্বারা অবিরাম টঙ্কার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল ( তদ্ব-প্রকাশিকা ) ।

মন্ত্র ৩২, ( পৃ: ৬৬ )

অম্বয়ার্থ—তথা ( সেইরূপে ) কালী ( চামুণ্ডা ) তদা ( তখন ) অরীন্ ( শত্রুদিগকে ) শূল-পাত-বিদারিতান্ ( শূলাঘাতে বিদীর্ণ ) খট্টাঙ্গ-প্রোথিতান্ কুর্ক্বতী চ ( এবং খট্টাঙ্গ দ্বারা মর্দিত করিতে করিতে ) তস্তাঃ অগ্রতঃ ( তাঁহার অর্থাৎ চণ্ডিকার সম্মুখে ) ব্যচরণ ( বিচরণ করিতে লাগিলেন ) ।

অনুবাদ—তখন কালীও সেইরূপে শত্রুদিগকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্টাঙ্গদ্বারা মর্দিত করিতে করিতে তাঁহার ( চণ্ডিকার ) সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

টিপ্পনী ।

তস্তাগ্রতঃ—(১) তস্তাঃ+অগ্রতঃ, ছান্দসঃ সন্ধিঃ ( নাগোজী ) । তস্তা অগ্রতঃ হওয়া উচিত ছিল, সন্ধি আর্ধ । চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে । (২) তস্ত ( শুভ্র ) + অগ্রতঃ ( তদ্বপ্রকাশিকা ) । শুভ্রাহরের সম্মুখে ।

কাঁহারও কাঁহারও মতে কালী বা চামুণ্ডার আয়ুধ শূল নহে; সূত্রাং এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইবে;—কালী সেই শুভ্রের সম্মুখে ( তস্তাগ্রতঃ ), চণ্ডিকার শূলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যে শত্রুরা তখনও জীবিত ছিল ( শূলপাতবিদারিতান্ অরীন্ ), তাহাদিগকে খট্টাঙ্গপ্রহারে মারিতে মারিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৩৩, ( পৃ: ৬৬ )

অম্বয়ার্থ—ব্রহ্মাণী ( ব্রহ্মার শক্তি ) যেন যেন ( যে যে স্থানে ) ধাবতি স্ম ( ধাবিত হইলেন ) [ তত্র তত্র ] ( সেই সেই স্থানে ) শত্রুন্ ( শত্রুদিগকে ) কমণ্ডলু জল-আক্ষেপ-হত-বীৰ্য্যান্ ( কমণ্ডলুর জলসিঞ্চন দ্বারা বীৰ্য্যহীন ) হত-ওজসঃ চ ( এবং হতভেজ ) অকরোং ( করিলেন ) ।



অনুবাদে ।—ব্রহ্মাণী যে যে স্থানে ধাবিত হইলেন সেই সেই স্থানে শক্রদিগকে কমণ্ডলুর জল-সিঞ্চনদ্বারা হতবীর্য ও হততেজ করিয়া ফেলিলেন ।

মন্ত্র ৩৪, ( পৃ: ৬৬ )

অর্থার্থ ।—অতিকোপনা ( অতিশয় ক্রুদ্ধা ) মাহেশ্বরী ( মহেশ্বরের শক্তি ) ত্রিশূলেন ( ত্রিশূলদ্বারা ) তথা ( এবং ) বৈষ্ণবী ( বিষ্ণুর শক্তি ) চক্রেণ ( চক্রদ্বারা ) তথা ( এবং ) কৌমারী ( কার্তিকেয়ের শক্তি ) শক্ত্যা ( শক্তি নামক অস্ত্রদ্বারা ) দৈত্যান্ জঘান ( দৈত্যদিগকে বধ করিলেন ) ।

অনুবাদে ।—অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া মাহেশ্বরী ত্রিশূল, বৈষ্ণবী চক্র এবং কৌমারী শক্তি দ্বারা দৈত্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৩৫, ( পৃ: ৬৬ )

অর্থার্থ ।—ঐন্দ্রী-কুলিশ-পাতেন ( ইন্দ্রাণীর বজ্রাঘাত দ্বারা ) শতশ: ( শত শত ) দৈত্য-দানবা: ( দৈত্য ও দানবগণ ) বিদারিতা: ( বিদারিত হইয়া ) রুধির-শব-প্রবর্ষণ: [ সম্ভ: ] ( শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া ) পৃথ্ব্যাং ( পৃথিবীতে ) পতু: ( পতিত হইল ) ।

অনুবাদে ।—ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য-দানব বিদারিত হইয়া শোণিত স্রোত প্রবাহিত করত: পৃথিবীতে পতিত হইল ।

টিপ্পনী ।

দৈত্য-দানবা:—দ্বিতে: অপত্যানি পুমাংস: দৈত্যা: । দনো: অপত্যানি পুমাংস: দানবা: ( শাস্তনবী ) ।

দ্বিতে: কণ্ঠপের পত্নী; ইহার গর্ভজাত পুত্রগণ দৈত্য নামে পরিচিত । দনু কণ্ঠপের আর এক পত্নী; ইহার গর্ভজাত পুত্রগণ দানব নামে খ্যাত ।

মন্ত্র ৩৬, ( পৃ: ৬৬ )

অর্থার্থ ।—বরাহ-মূর্ত্যা ( বরাহমূর্ত্তিধারিণী দেবী অর্থাৎ বারাহী কর্তৃক ) তুণ্ড-প্রহার-বিধ্বস্তা: [ সম্ভ: ] ( মুখ প্রহারে বিনষ্ট হইয়া ) দংষ্ট্রা-অগ্র-ক্ষত-বক্ষস: ( দস্তাগ্রদ্বারা বক্ষোদেশে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ) চক্রেণ চ ( এবং চক্রদ্বারা ) বিদারিতা: [ সম্ভ: ] ( বিদারিত হইয়া ) [ তে ] ( তাহার, দৈত্য-দানবগণ ) শূপতনু ( নিপতিত হইল ) ।



**অনুবাদ।**—বারাহী কর্তৃক মুখ-প্রহারে বিনষ্ট, দন্তাগ্রদ্বারা বক্ষঃস্থলে ক্ষত-বিক্ষত এবং চক্রদ্বারা বিদারিত হইয়া তাহারা নিপতিত হইল।

মন্ত্র ৩৭, ( পৃ: ৬৭ )

**অর্থস্বার্থ।**—নাদ-আপূর্ণ-দিক্-অধরা ( নাদৈঃ আপূর্ণানি দিশঃ অধরঞ্চ যয়া সা ; সিংহনাদে দণদিক্ ও আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া ) নারসিংহী ( নরসিংহ-শক্তি ) অগ্নান্ মহাস্থরান্ চ ( অগ্নাত্ম মহাস্থরদিগকে ) নৈথৈঃ ( নথরসমূহ দ্বারা ) বিদারিতান্ [ কুর্ত্তী ] ( বিদারিত করিয়া ) ভক্ষয়ন্তী ( ভক্ষণ করিতে করিতে ) আজৌ ( যুদ্ধে ) চচায় ( বিচরণ করিতে লাগিলেন ) ।

**অনুবাদ।** নারসিংহী অগ্নাত্ম মহাস্থরদিগকে নথর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে সিংহনাদে দিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৩৮, ( পৃ: ৬৭ )

**অর্থস্বার্থ।**—চণ্ড-অট্টহাসৈঃ ( প্রচণ্ড অট্টহাস্ত দ্বারা ) শিবদূতী-অভিদূষিতাঃ ( শিবদূতী কর্তৃক মূর্ছিত ) অস্থরাঃ ( অস্থরগণ ) পৃথিব্যাং পেতুঃ ( ভূতলে পতিত হইল ) । অথ সা ( আর তিনি অর্থাৎ শিবদূতী ) তদা ( তখন ) পতিতান্ তান্ ( পতিত সেই অস্থর-দিগকে ) চখাদ ( ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ) ।

**অনুবাদ।** শিবদূতীর প্রচণ্ড অট্টহাস্তে অস্থরগণ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । আর তখন তিনি সেই পতিত অস্থরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৩৯, ( পৃ: ৬৭ )

**অর্থস্বার্থ।**—ইতি ( এইরূপে ) ক্রুদ্ধাঃ মাতৃগণং ( ক্রুদ্ধা মাতৃগণকে ) বিবিধৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ ( নানাবিধ উপায়ে ) মহাস্থরান্ ( মহাস্থরদিগকে ) মর্দয়ন্তঃ দৃষ্ট্য়া ( মর্দন করিতে দেখিয়া ) দেব-অরি-সৈনিকাঃ ( অস্থর সৈন্যগণ ) নেপুঃ ( পলায়ন করিল ) ।

**অনুবাদ।**—এইরূপে ক্রুদ্ধা মাতৃগণকে নানাবিধ উপায়ে মহাস্থর-দিগকে মর্দন করিতে দেখিয়া অস্থরসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল ।



টিপ্পনী ।

মাতৃগণ—মাতৃগণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় । ভামর-তন্ত্রের নবর্ণ-বিধানে “অষ্টমাতার” উল্লেখ পাওয়া যায়,—

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।

বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

তদ্রাস্তরে অষ্টমাতার কিঞ্চিৎ ভিন্ন নাম-তালিকা দৃষ্ট হয়,—

ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী কোমারী শিবদূতিকা ।

ঐন্দ্রী চ নারসিংহী চ বারাহী চাষ্টমাতরঃ ॥

( শাস্তনবী টীকা ধৃত )

মতান্তরে মাতৃগণের সংখ্যা সাত বধা,—

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।

বারাহী চৈব মাহৈন্দ্রী চামুণ্ডা সপ্তমাতরঃ ॥

( শাস্তনবী টীকা ধৃত )

ত্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনামুসারে মাতৃগণের সংখ্যা নয়, বধা—(১) ব্রহ্মাণী, (২) মাহেশ্বরী, (৩) কোমারী, (৪) বৈষ্ণবী, (৫) বারাহী, (৬) নারসিংহী, (৭) ঐন্দ্রী, (৮) কালী বা চামুণ্ডা এবং (৯) শিবদূতী ।

[ মাতৃগণের সহিত রক্তবীজের যুদ্ধ ]

অঙ্ক ৪০, ( পৃ: ৬৭ )

অর্থার্থ।—মাতৃ-গণ-অর্দ্ধিতান্ ( ব্রহ্মাণী প্রমুখ মাতৃগণ কর্তৃক নিপীড়িত ) দৈত্যান্ ( দৈত্যদিগকে ) পলায়ন-পরান্ দৃষ্ট । ( পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া ) মহাসুরঃ রক্তবীজঃ ( রক্ত-বীজ নামক মহাসুর ) ক্রুদ্ধঃ [ সন্ ] ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) যোদ্ধুন্ম অভাষধৌ ( যুদ্ধ করিতে সমাগত হইল ) ।

অনুবাদ।—মাতৃগণ কর্তৃক নিপীড়িত দৈত্যদিগকে পলায়মান দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমাগত হইল ।



টিপ্পনী।

রক্তবীজঃ—রক্তং বীজং কারণং যন্ত সঃ ( নাগোজী )। গুপ্তবতী টীকাতে রক্ত-বীজের পরিচয়স্বচক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

ভাগিনেয়ো মহাবীৰ্য্যন্তয়োঃ শুশ্রুণিসুশ্রুয়োঃ।

ক্রোধবত্যাঃ স্ততো জ্যেষ্ঠো মহাবলপরাক্রমঃ ॥

মহাবীর রক্তবীজ শুশ্রু ও নিশ্রুন্তের ভাগিনেয়। তাহার মাতার নাম ক্রোধবতী, সে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মন্ত্র ৪১, ( পৃঃ ৬৭ )

অর্থার্থ—যদা ( যখন ) অস্ত শরীরতঃ ( ইহার অর্থাৎ রক্তবীজের শরীর হইতে ) রক্ত-বিন্দুঃ ( এক বিন্দু রক্ত ) ভূমৌ পততি ( ভূমিতে পতিত হয় ), তদা ( তখন ) মেদিন্যাঃ ( পৃথিবী হইতে ) তৎ-প্রমাণঃ ( তৎসদৃশ ) অম্বরঃ সমুৎপততি ( উৎপন্ন হয় )।

অনুবাদ—ইহার শরীর হইতে যখন এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইত, তখনই ভূতল হইতে তৎসদৃশ অপর একটি অম্বর উৎপন্ন হইত।

টিপ্পনী।

দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, এই দানব মহাদেবকে তপস্তা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বর লাভ করিয়াছিল। ( ৫ম স্কন্ধ, ২৯ তম অধ্যায় )

মন্ত্র ৪২, ( পৃঃ ৬৭ )

অর্থার্থ—সঃ মহাম্বরঃ ( সেই মহাম্বর রক্তবীজ ) গদা-পাণিঃ [ সন্ ] ( হস্তে গদা লইয়া ) ইন্দ্র-শক্ত্যা [ সহ ] ( ঐন্দ্রীর সহিত ) যুদ্ধে ( যুদ্ধ করিল )। ততঃ ( তখন ) ঐন্দ্রী চ ( ঐন্দ্রীও ) স্ব-বজ্রেন ( নিজ বজ্রদ্বারা ) রক্তবীজম্ অত্যাড়য়ৎ ( রক্তবীজকে আঘাত করিলেন )।

অনুবাদ—সেই মহাম্বর গদাহস্তে ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ঐন্দ্রীও স্বকীয় বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন।



[ রক্তবীজের শোণিত-বিন্দু হইতে অসংখ্য অঙ্গুরের উৎপত্তি ]

ব্রহ্ম ৪৩, ( পৃ: ৬৭ )

অর্থার্থ।—কুলিশেন ( বজ্রধারা ) আহতস্ত তস্ত ( আহত তাহার অর্থাৎ রক্তবীজের ) শোণিতং ( রক্ত ) আণ্ড স্ফাব ( দ্রুতবেগে নিঃসৃত হইল ) । ততঃ ( তাহা হইতে ) তৎ-রূপাঃ ( তাহার মত আকারবিশিষ্ট ) তৎ-পরাক্রমাঃ ( তাহার মত পরাক্রমবিশিষ্ট ) যোদ্ধাঃ ( যোদ্ধাসকল ) সমুত্তস্থঃ ( সমুখিত হইল ) ।

অনুবাদ।—বজ্রধারা আহত হইলে তাহার রক্ত দ্রুতবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল । তাহা হইতে তৎসদৃশ আকার ও পরাক্রমবিশিষ্ট যোদ্ধাসকল সমুখিত হইল ।

ব্রহ্ম ৪৪, ( পৃ: ৬৭ )

অর্থার্থ।—তস্ত ( তাহার, রক্তবীজের ) শরীরং ( শরীর হইতে ) যাবন্তঃ ( যত সংখ্যক ) রক্ত-বিন্দবঃ পতিতাঃ ( রক্তবিন্দু পতিত হইল ), তাবন্তঃ ( তত সংখ্যক ) তদ্-বীৰ্য্য-বল-বিক্রমাঃ ( তাহার অর্থাৎ রক্তবীজ সদৃশ বল, বীৰ্য্য ও বিক্রমবিশিষ্ট ) পুরুষাঃ জাতাঃ ( পুরুষগণ উৎপন্ন হইল ) ।

অনুবাদ।—তাহার শরীর হইতে যত সংখ্যক রক্তবিন্দু পতিত হইল, তৎসদৃশ বল, বীৰ্য্য ও বিক্রমসম্পন্ন তত সংখ্যক পুরুষ উৎপন্ন হইল ।

টিপ্পনী ।

তদ্-বীৰ্য্য-বল-বিক্রমাঃ—তস্ত ইব বীৰ্য্যম্ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, বলং দেহশক্তিঃ, বিক্রমঃ উৎসাহঃ যেষাং তে ( তৎ-প্রকাশিকা ) ।

ব্রহ্ম ৪৫, ( পৃ: ৬৭ )

অর্থার্থ।—তে চ ( এবং সেই সকল ) রক্তসন্তবাঃ ( রক্ত হইতে উদ্ভূত ) পুরুষাঃ অপি ( পুরুষগণও ) তত্র ( সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ) মাতৃভিঃ সমং ( মাতৃগণের সহিত ) অতি-উগ্র-শস্ত্র-পাত-অতি-ভীষণং ( অত্যাগ্রম্ অতিদারুণং যথা শ্রুতং তথা, শস্ত্রাণাং পাঠে: অতিভীষণং চ যথা শ্রুতং তথা; অতি দারুণ আয়ুধ প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত ভীষণ ভাবে ) যুদ্ধঃ ( যুদ্ধ করিতে লাগিল ) ।

অনুবাদ।—রক্তসন্তুত সেই সকল পুরুষও তথায় মাতৃগণের সহিত অতি দারুণ আয়ুধ প্রয়োগ পূর্বক অত্যন্ত ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।



মন্ত্র ৪৬, ( পৃ: ৬৮ )

অর্থার্থ।—পুনঃ চ ( পুনরায় ) [ ঐন্দ্র্যোঃ ] (ইন্দ্র-শক্তির) বজ্রপাতেন (বজ্রাঘাতদ্বারা) যদা (যখন) অশ্র ( ইহার, রক্তবীজের ) শিরঃ ( মস্তক ) ক্ষতম্ ( আহত হইল ), [ তদা ] ( তখন ) রক্তং ববাহ ( রক্ত প্রবাহিত হইল )। ততঃ ( সেই রক্ত হইতে ) সহস্রশঃ ( সহস্র সহস্র ) পুরুষাঃ জাতাঃ ( পুরুষ উৎপন্ন হইল )।

অনুবাদ।—পুনরায় বজ্রাঘাতে যখন ইহার মস্তক আহত হইল, তখন রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইল; তাহা হইতে সহস্র সহস্র পুরুষ উৎপন্ন হইল।

মন্ত্র ৪৭ ( পৃ: ৬৮ )

অর্থার্থ।—বৈষ্ণবী চ ( বৈষ্ণবী শক্তিও ) সমরে ( যুদ্ধে ) চক্রেণ ( চক্র দ্বারা ) এনং ( ইহাকে, রক্তবীজকে ) অভিজ্ঞান হ ( আহত করিলেন )। ঐন্দ্রী ( ইন্দ্রশক্তি ) তম্ অশ্বর-ঈশ্বরং ( সেই অশ্বরশ্রেষ্ঠকে ) গদয়া ( গদা দ্বারা ) তাড়য়ায়াস ( তাড়িত করিলেন )।

অনুবাদ।—যুদ্ধে বৈষ্ণবী ইহাকে চক্র দ্বারা আহত করিলেন। ঐন্দ্রী সেই অশ্বর শ্রেষ্ঠকে গদা দ্বারা তাড়িত করিলেন।

টিপ্পনী।

গদয়া—কোন কোন টীকাকারের মতে ঐন্দ্রীর গদা আয়ুধ না থাকায় এস্থলে “গদয়া” পদের অর্থ বাক্যদ্বারা। গদনং গদঃ পচাণচ, টাপ্। ঐন্দ্রী ক্রুর বাক্য দ্বারা ( গদয়া ) রক্তবীজকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য।

ঐন্দ্রীভম্—কোন কোন টীকাকার “ঐন্দ্রীভম্” একটি পদ রূপে গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—ঐন্দ্র্যোঃ শব্দে: ইতং পরাজুখং স্বসংমুখং প্রাপ্তম্ ( নাগোজী )। ঐন্দ্রীর নিকট হইতে যুদ্ধে পরাজুখ হইয়া আগত ( ঐন্দ্রী + ইতম্ ) রক্তবীজকে বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা আহত ও গদা দ্বারা তাড়িত করিলেন।

মন্ত্র ৪৮, ( পৃ: ৬৮ )

অর্থার্থ।—বৈষ্ণবী-চক্র-ভিন্নশ্র [ রক্তবীজশ্র ] ( বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা বিদারিত রক্তবীজের ) ঋধির-শ্রাব-সম্ভবৈঃ ( রক্তক্ষরণ হইতে উৎপন্ন ) তৎ-প্রমাণৈঃ ( ভদ্ররূপ ) সহস্রশঃ ( সহস্র সহস্র ) মহাশুরৈঃ ( মহাশুরগণ কর্তৃক ) জগৎ ব্যাপ্তম্ ( পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল )।



অনুবাদ।—বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা বিদারিত তাহার রক্তক্ষরণ হইতে তদনুরূপ সহস্র সহস্র মহাসুর সমুৎপন্ন হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

মন্ত্র ৪৯, ( পৃ: ৬৮ )

অন্বয়ার্থ।—কৌমারী ( কার্তিকেয়-শক্তি ) শক্ত্যা ( শক্তি অস্ত্রদ্বারা ) বারাহী চ ( এবং বরাহাঘাতার-শক্তি ) অসিনা ( খড়্গ দ্বারা ) তথা ( এবং ) মাহেশ্বরী ( মহেশ্বর-শক্তি ) ত্রিশূলেন ( ত্রিশূল দ্বারা ) মহাসুরঃ রক্তবীজঃ ( মহাসুর রক্তবীজকে ) জঘান ( প্রহার করিল )।

অনুবাদ।—কৌমারী শক্তিদ্বারা, বারাহী খড়্গদ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা রক্তবীজকে প্রহার করিলেন।

টিপ্পনী।

বারাহী দেবীর বদনই কেবল বরাহ তুল্য, কর চরণাদি নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। স্ততরাং বারাহী দেবীর সংগ্রামে খড়্গ গ্রহণ সম্ভবপর নহে, এরূপ শব্দ কঠব্য নহে ( শান্তনবী )।

বারাহী-অনুগ্রহাষ্টক স্তোত্রে বারাহী দেবীর রূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

স্বামশ্ব তপ্তকনকোজ্জল কান্তিমন্ত-

যে চিস্তয়ন্তি যুবতী তল্লমাগলান্তাম্।

চক্রাযুধ-ত্বিনয়নাধরপোতৃ-বক্ত্রাং

তেবাং পদাযুজযুগং প্রণমন্তি দেবাঃ ॥

হে মাতঃ বারাহি ! তুমি তপ্তস্বর্ণবৎ উজ্জল কান্তি বিশিষ্টা, তুমি নিয় হইতে গলদেশ অবধি যুবতীতলু ধারিণী, তুমি চক্র আযুধযুক্তা, ত্বিনয়না, শ্রেষ্ঠ বরাহ বদন ধারিণী। যাহারা অন্তরে তোমার ঈদৃশ রূপ চিন্তা করেন, তাঁহাদের পাদপদ্ম যুগলে দেবগণও প্রণত হয়।

মন্ত্র ৫০, ( পৃ: ৬৮ )

অন্বয়ার্থ।—স চ দৈত্যঃ ( এবং সেই দৈত্য ) মহাসুরঃ রক্তবীজঃ অপি ( মহাসুর রক্তবীজও ) কোপ-সমাবিষ্টঃ [ সন্ ] ( ক্রোধান্বিত হইয়া ) গদয়া ( গদা দ্বারা ) সর্বাঃ এব মাতঃ ( সকল মাতৃগণকেই ) পৃথক্ ( এক এক করিয়া ) অহনৎ ( = অহন, আঘাত করিল )।



অনুবাদ।—এবং সেই দৈত্য মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধাঘিত হইয়া  
গদা দ্বারা সমস্ত মাতৃগণকেই পৃথক্ পৃথক্ আঘাত করিতে লাগিল।

টিপ্পনী।

দৈত্যঃ মহাসুরঃ—দৈত্যে অপত্যম্ দৈত্যঃ। মহাস্তঃ অসুরাঃ যস্মাদ্ ইতি ন  
পৌনরুক্ত্যম্ (নাগোজী)। দিতির সন্তান এই অর্থে দৈত্য শব্দ প্রযুক্ত। বাহা হইতে  
মহা মহা অসুরগণ প্রাদুর্ভূত সে মহাসুর। এইরূপ অর্থ করিলে দৈত্য ও মহাসুর প্রয়োগে  
পুনরুক্তি দোষ হয় না।

সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্—এতদ্বারা রক্তবীজের অতি ক্ষিপ্ত প্রহার সামর্থ্য প্রদর্শিত  
হইতেছে। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)

মন্ত্র ৫১, (পৃ: ৬৮)

অর্থার্থ।—শক্তি-শূল-আদিভিঃ (শক্তি ও শূল প্রভৃতি আয়ুধ দ্বারা) বহুধা আহতস্ত  
(বহু প্রকারে আহত) তস্ত (তাহার, রক্তবীজের) যঃ বৈ রক্ত-ঘণঃ (যে রক্ত প্রবাহ)  
ভূবি পপাত (ভূমিতে পতিত হইল), তেন (তদ্বারা) শতশঃ অসুরাঃ (শত শত অসুর)  
আসন্ (উৎপন্ন হইল)।

অনুবাদ।—শক্তি শূলাদি দ্বারা বহু প্রকারে আহত হইলে তাহার  
যে রক্তপ্রবাহ ভূমিতে পতিত হইল তদ্বারা শত শত অসুর উৎপন্ন হইল।

টিপ্পনী।

শক্তিশূলাদিভিঃ—মাতৃগণের আয়ুধ যথা,—(১) ব্রহ্মাণীর আয়ুধ শক্রহননকারী  
মন্ত্র, (২) বৈষ্ণবীর আয়ুধ চক্র, (৩) মাহেশ্বরীর আয়ুধ শূল, (৪) কৌমারীর আয়ুধ শক্তি,  
(৫) ঐন্দ্রীর আয়ুধ কুলিশ (বজ্র), (৬) বারাহীর আয়ুধ চক্র, মুখ, নখর এবং পঞ্জর, (৭)  
শিবদূতীর আয়ুধ শূল এবং পিনাক নামক ধনু, (৮) কালীর আয়ুধ শূল এবং চক্র  
(শাস্তনবী)।

মন্ত্র ৫২, (পৃ: ৬৮)

অর্থার্থ।—অসুর-অশ্বক্-সমুৎতৈঃ (অসুর রক্তবীজের রক্ত হইতে উৎপন্ন) তৈঃ  
অশ্বকৈঃ চ (সেই অসুরগণ কর্তৃক) সকলং জগৎ (সমগ্র জগৎ) ব্যাপ্তম্ আসীৎ (ব্যাপ্ত  
হইল)। ততঃ (সেই হেতু) দেবাঃ (দেবগণ) উত্তমং (নিরতিশয়) ভয়ম্ আজগ্মুঃ  
(ভয় প্রাপ্ত হইলেন)।



অনুবাদ।—অম্বর (রক্তবীজের) রক্তজাত সেই অম্বরগণ কর্তৃক সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেল; সেই হেতু দেবগণ নিরতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন।

টিপ্পনী।

এই স্থলে দেবী ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

“দেবগণ সেই অগণিত রক্তবীজ সমূহকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া ভীত, বিষন্ন এবং শোকার্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এই রক্ত সম্মত সহস্র সহস্র মহাকাশ মহাবীর দানব কিরূপে আজ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? এই স্থানে এক অধিকা, কালী এবং বৈষ্ণবী প্রভৃতি মাতৃগণ অবস্থিত, এই অসংখ্য দানব জন্মের ভার মাত্র ইহাদের উপর নির্ভর করিতেছে; বড়ই কষ্টকর ব্যাপার হইল, দেখিতেছি। ইহার উপর আবার শুভ নিশ্চয় যদি সহস্রা রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ত মহান্ অনর্থ ঘটবে।” (দেবী ভাগবত, ৫।২৯)।

[ চণ্ডিকা কর্তৃক দেবগণকে অভয়দান এবং কালীর প্রতি নির্দেশ ]

মন্ত্র ৫৩, ( পৃঃ ৬৮ )

অন্বয়ার্থ।—তান্ স্বরান্ ( সেই দেবগণকে ) বিষন্নান্ দৃষ্ট্বা ( বিষন্ন দেখিয়া ) চণ্ডিকা সত্ত্বরা সতী ( স্তব্ধা হইয়া ) প্রাহ ( = আশ্বাসঘামাস, আশ্বাস প্রদান করিলেন; কালীম্ উবাচ ( কালীকে বলিলেন ), [ হে ] চামুণ্ডে ! বদনং ( মুখ ) বিস্তরং কুরু ( ব্যাদান কর ) ।

অনুবাদ।—সেই দেবগণকে বিষন্ন দেখিয়া চণ্ডিকা সত্ত্বরা আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং কালীকে বলিলেন, “হে চামুণ্ডে ! তুমি মুখ ব্যাদান কর।”  
টিপ্পনী।

প্রাহ সত্ত্বরা—(১) সত্ত্বরা স্তব্ধা সহিতা চণ্ডিকা স্বরান্ প্রাহ, যুগ্মে মা বিষদত ইতি শেষঃ ( নাগোজী ) । চণ্ডিকা স্তব্ধা হইয়া দেবগণকে বলিলেন, “তোমরা বিষন্ন হইও না”—এই বাক্যটির অধ্যাহার করিয়া অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

(২) কোন কোন টীকাকার “প্রাহ-সত্ত্বরা” একটি সমাস বন্ধ পদ করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—প্রহস্ততেহত্র ইতি প্রাহঃ রণঃ, তত্র সত্ত্বরা স্তব্ধাবতী ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । “প্রাহ” শব্দের অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধ বিষয়ে সত্ত্বরা হইয়া।



(৩) কেহ কেহ “প্রাহসদ্বারা” এইরূপ পাঠগ্রহণ করিয়া অর্থ করেন, চণ্ডিকা প্রাহসং, ত্বরা উবাচ কালীং.....। দেবগণকে বিষয় দেখিয়া মহাশক্তির সামর্থ্য সম্বন্ধে দেবগণের অজ্ঞতা হেতু চণ্ডিকা হাসিলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া কালীকে বলিলেন (দংশোদ্ধার টীকা)।

মন্ত্র ৫৪, ( পৃ: ৬৮ )

অন্বয়ার্থ।—ত্বং ( তুমি, চামুণ্ডা ) বেগিতা [ সতী ] ( ত্বরান্বিতা হইয়া ) অনেন বক্তেণ ( এই বিস্তারিত মুখ দ্বারা ) মৎ-শস্ত্র-পাত-সংভূতান্ ( আমার শস্ত্রাঘাত হইতে উৎপন্ন ) রক্তবিন্দু ( রক্তবিন্দু সমূহকে ), রক্তবিন্দোঃ মহাসুরান্ ( রক্ত বিন্দু হইতে উৎপন্ন মহাসুরদিগকে ) প্রতীচ্ছ ( গ্রহণ কর অর্থাৎ ভক্ষণ কর )।

অনুবাদ।—তুমি ত্বরান্বিতা হইয়া এই মুখ দ্বারা আমার শস্ত্রাঘাতে উদ্ভূত রক্তবিন্দুসমূহ এবং রক্তবিন্দুজাত মহাসুরদিগকে ভক্ষণ কর।  
টিপ্পনী।

রক্তবিন্দোঃ—রক্তবিন্দুভ্যঃ। জাত্যর্থো একবচন প্রয়োগ হইয়াছে ( নাগোজী )।

মন্ত্র ৫৫, ( পৃ: ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—তৎ-উৎপন্নান্ ( সেই রক্তবিন্দু হইতে জাত ) মহাসুরান্ (মহাসুরদিগকে) ভক্ষয়ন্তী ( ভক্ষণ করিতে করিতে ) [ ত্বং ] ( তুমি, কালী ) রণে ( যুদ্ধক্ষেত্রে ) চর ( বিচরণ কর )। এবং ( এই প্রকারে ) এষঃ দৈত্যঃ ( এই দৈত্য রক্তবীজ ) ক্ষীণ-রক্তঃ [ সন্ ] ( রক্তশূন্য হইয়া ) ক্ষয়ং গমিষ্যতি ( বিনাশ প্রাপ্ত হইবে )।

অনুবাদ।—তাহা হইতে উৎপন্ন মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর। এই প্রকারে এই দৈত্য রক্ত শূন্য হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

মন্ত্র ৫৬, ( পৃ: ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—ত্বয়া ( তোমা কর্তৃক ) ভক্ষ্যমাণাঃ চ ( ভক্ষিত হইতে থাকিলে ) অপরে উগ্রাঃ চ ( অপর উগ্র দৈত্যগণ ) ন উৎপৎসন্তি চ ( আর উৎপন্ন হইবে না )।

অনুবাদ।—তুমি ভক্ষণ করিতে থাকিলে অপর উগ্র দৈত্যগণ আর উৎপন্ন হইতে পারিবে না।



অষ্টম অধ্যায় ]

রক্তবীজ-বধ

Sh.

No.

LIBRARY

BANARAS

173/1 Ashram

## [ কালী কর্তৃক রক্তবীজের রক্তপান ]

মন্ত্র ৫৭, ( পৃ: ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) দেবী ( চণ্ডিকা ) তাম্ ( তাঁহাকে, কালীকে ) ইতি উক্তা ( ইহা বলিয়া ) তং ( তাহাকে, রক্তবীজকে ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) অভিজঘান ( আঘাত করিলেন )। কালী ( চামুণ্ডা ) মুখেন ( মুখ দ্বারা ) রক্তবীজস্ত শোণিতং ( রক্তবীজের রক্ত ) ভগ্নহে ( গ্রহণ করিলেন )।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবী তাঁহাকে ( কালীকে ) এইরূপ বলিয়া শূলদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। কালী মুখদ্বারা রক্তবীজের রক্তগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মন্ত্র ৫৮, ( পৃ: ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( তখন ) অসৌ অথ ( ঐ রক্তবীজও ) তত্র ( তথায় ) গদয়া ( গদা দ্বারা ) চণ্ডিকাম্ আজঘান ( চণ্ডিকাকে আঘাত করিল )। গদা-পাতঃ ( গদাঘাত ) অশ্রাঃ ( ইহার, চণ্ডিকার ) অল্লিকাম্ অপি ( অতি অল্পমাত্রও ) বেদনাং ন চক্রে ( ব্যথা উৎপাদন করে নাই )।

অনুবাদ।—তখন সেই রক্তবীজও তথায় গদাদ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত করিল। ঐ গদাঘাত ইহার অতি অল্প মাত্র বেদনাও জন্মাইতে পারিল না।

মন্ত্র ৫৯, ( পৃ: ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—আহতস্ত তস্ত ( আহত সেই রক্তবীজের ) দেহাৎ তু ( দেহ হইতে ) বহ শোণিতং ( প্রচুর রক্ত ) স্রাব ( ক্ষরিত হইল )। চামুণ্ডা যতঃ ততঃ ( যখন তখনই ) বক্ত্রেণ ( মুখ দ্বারা ) তং ( সেই রক্ত ) স্প্রতীচ্ছতি ( পান করিয়া ফেলিলেন )।

অনুবাদ।—আহত সেই রক্তবীজের দেহ হইতে প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। চামুণ্ডা যখন তখনই মুখ দ্বারা তাহা পান করিয়া ফেলিলেন।  
টিপ্পনী।

যতঃ ততঃ—(১) যতঃ যস্মিন্ ক্ষণে ততঃ তস্মিন্বেব ক্ষণে ( তৎক্ষণাৎ )। (২) যতঃ যস্মাৎ দেহপ্রদেশাৎ ততঃ তস্মাদেব দেহপ্রদেশাৎ ( ঐ টীকা )। এই মতে শ্লোকের



অৰ্ধ হইবে,—আহত তাহার দেহের যে যে স্থান হইতে বহু রক্তধারা নির্গত হইল, চামুণ্ডা মুখ দ্বারা তত্তৎ স্থান হইতে তাহা পান করিতে লাগিলেন ।

মন্ত্র ৬০, ( পৃঃ ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—অস্তাঃ-মুখে ( ইহার অর্থাৎ চামুণ্ডার মুখ মধ্যে ) রক্ত-পাতাৎ ( রক্তপাত হইতে ) যে মহাসুরাঃ ( যে সকল মহাসুর ) সমুদগতাঃ ( উৎপন্ন হইল ), চামুণ্ডা তান্ চখাদ ( তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন ) । অথ ( অনন্তর ) তন্তু ( তাহার, রক্তবীজের ) শোণিতং চ পপৌ ( রক্তও পান করিলেন ) ।

অনুবাদ।—ইহার ( চামুণ্ডার ) মুখ মধ্যে রক্তপাত হইতে যে সকল মহাসুর উৎপন্ন হইল, ইনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন । অনন্তর রক্তবীজের রক্তও পান করিলেন ।

টিপ্পনী ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে ( ৮৪১ ), রক্তবীজের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়া মাত্র, ভূতল হইতে তৎসদৃশ অপর অসুর উৎপন্ন হইত ; কিন্তু এখানে বলা হইল, চামুণ্ডার মুখমধ্যে নিপতিত রক্তবীজের রক্ত হইতে অসুর সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এ সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন,—“মূল প্রকৃতির অংশভূতা চামুণ্ডাতে সকল কার্য্য পদার্থের ( ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের ) সূক্ষ্মরূপে অবস্থান হেতু তদীয় মুখের পার্শ্ববদ্ব সিদ্ধ ।” ( তত্ত্বপ্রকাশিকায় উদ্ধৃত ) ।

### [ চণ্ডিকা কর্তৃক রক্তবীজ বধ

মন্ত্র ৬১, ( পৃঃ ৬৯ )

অন্বয়ার্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) চামুণ্ডা-পীত-শোণিতং ( চামুণ্ডা পীতং শোণিতং যন্ত তাদৃশং ; চামুণ্ডা কর্তৃক যাহার রক্ত পীত হইয়াছে ) তং রক্তবীজং ( সেই রক্তবীজকে ) শূলেন ( শূলদ্বারা ) বজ্রেন ( বজ্রদ্বারা ) বাণৈঃ ( বাণ সমূহ দ্বারা ) অসিভিঃ ( খড়্গসমূহ দ্বারা ) ঋষ্টিভিঃ ( দ্বিধারবিশিষ্ট খড়্গসমূহ দ্বারা ) জঘান ( বধ করিলেন ) ।

অনুবাদ।—চামুণ্ডা কর্তৃক রক্ত পীত হইলে চণ্ডিকা দেবী সেই রক্তবীজকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টিসমূহ দ্বারা বধ করিলেন ।



টিপ্পনী ।

অসিদ্ধিঃ—অসিকৃত প্রহার-বাছল্যকেই উপচার হেতু অসিসমূহ বলা হইয়াছে (শাস্ত্রনবী) ।

মন্ত্র ৬২, ( পৃ: ৬৯ )

অর্থার্থ—[ হে ] মহীপাল ! ( হে রাজন্, স্বরথ ) শস্ত্র-সজ্জ-সমাহতঃ ( শস্ত্রসমূহ দ্বারা আহত ) নীরক্তঃ চ [ সন্ ] ( এবং রক্তশূণ্য হইয়া ) সঃ মহাস্বরঃ রক্তবীজঃ ( সেই মহাস্বর রক্তবীজ ) মহীপৃষ্ঠে পপাত ( ভূতলে পতিত হইল ) ।

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই মহাস্বর রক্তবীজ শস্ত্রসমূহ দ্বারা আহত ও রক্তশূণ্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।

মন্ত্র ৬৩, ( পৃ: ৬৯ )

অর্থার্থ—[ হে ] নৃপ ( হে রাজন্, স্বরথ ) ততঃ ( অনন্তর ) তে ত্রিদশাঃ ( সেই দেবগণ ) অতুলং হর্ষং ( অতুলনীয় আনন্দ ) অবাপুঃ ( প্রাপ্ত হইলেন ) । তেবাং [ দেহেভ্যঃ ] জাতঃ ( তাঁহাদের দেহ হইতে প্রাদুর্ভূত ) মাতৃগণঃ ( ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ ) অশ্বক্-মদ-উদ্ধতঃ [ সন্ ] ( রক্তপান জনিত মত্ততায় বিহ্বল হইয়া ) ননর্ধ ( নৃত্য করিতে লগিলেন ) ।

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর সেই দেবগণ অতুলনীয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । তাঁহাদিগ হইতে প্রাদুর্ভূত মাতৃগণ রক্তপানজনিত মত্ততায় বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

টিপ্পনী ।

অশ্বক্-মদোদ্ধতঃ—(১) অশ্বক্-ভিঃ যো মদঃ মত্ততা, তেন উদ্ধতঃ সন্; (২) অশ্বক্-রক্তং মদ আসব ইব, তেন উদ্ধতঃ সন্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । অশ্বর-রক্তপান জনিত মত্ততায় বিহ্বল অথবা অশ্বর-রক্তরূপ মত্তপানে বিহ্বল । ইহাতে সমরারবসানে মাতৃগণের “বীরপান” স্থচিত হইল । “বীরপানং তু যৎ পানং বৃন্তে ভাবিনি বা রণে।” যুদ্ধাবসানে বিজয় লাভের অম দুরীকরণের নিমিত্ত অথবা যুদ্ধের প্রাক্কালে দেহ-মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্ত বীরগণের মত্তাদি পানকে “বীরপান” বলে ।

মাতৃগণ—ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত । নপ্তমাতৃকার মূর্তি একই প্রস্তর খণ্ডে পাশাপাশি উৎকীর্ণ অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষেই পাওয়া



বঙ্গালী দেশেও পাশাপাশি উৎকীর্ণ সপ্ত-মাতৃকার মূর্তিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড অনেক পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মাতৃকাগণের মধ্যে চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী—এই চারি মাতৃকার পৃথক পৃথক মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তର୍গত সাবর্ণিমহুর অধিকার  
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজ-বধ  
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

—\*—



## নবম অধ্যায়

### নিশুস্ত-বধ।

[ মেধসু ঋষিকে সুরথের প্রশ্ন ]

মন্ত্র ১-২, ( পৃ: ৭০ )

অঙ্ঘমার্থ।—রাজা ( সুরথ ) উবাচ ( মেধসু মুনিকে কহিলেন ),—[ হে ] ভগবন্ ! ভবতা ( আপনা কর্তৃক ) রক্তবীজ-বধ-আশ্রিতং ( রক্তবীজ-বধ বিষয়ক ) দেব্যাঃ ( চণ্ডিকা দেবীর ) ইদং বিচিত্রং ( এই অদ্ভুত ) চরিত-মাহাত্ম্যং ( চরিত্র মহিমা ) মম আখ্যাতম্ ( আমার নিকট কথিত হইয়াছে ) ।

অনুবাদ।—রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি রক্তবীজ-বধ বিষয়ক দেবীর এই অদ্ভুত চরিত্র মহিমা আমাকে বলিয়াছেন ।

টিপ্পননী ।

ভগবন্—যিনি অতীত ও অনাগত বিষয়ে অভিজ্ঞ ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা ) ।

চরিত-মাহাত্ম্যম্—(১) চরিতং কৰ্ম, মাহাত্ম্যং প্রভাবঃ ( নাগোজী ) । দেবীর কৰ্ম ও প্রভাব । (২) চরিতং চেষ্টিতং তন্ত্ৰ মাহাত্ম্যম্ ঔদার্যম্ ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা ) । দেবীর ক্রিয়াকলাপের মহিমা ।

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৭০ )

অঙ্ঘমার্থ।—রক্তবীজে নিপাতিতে ( রক্তবীজ নিহত হইলে ) অতি কোপনঃ ( অতিশয় ক্রুদ্ধ ) শুস্তঃ নিশুস্তঃ চ ( শুস্ত ও নিশুস্ত ) যং কৰ্ম চকার ( যে কৰ্ম করিয়াছিল ), [ তং ] ( তাহা ) ভূয়ঃ চ ( আরও ) অহং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ( আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ) ।

অনুবাদ।—রক্তবীজ নিহত হইলে অতি ক্রুদ্ধ শুস্ত ও নিশুস্ত যে কৰ্ম করিয়াছিল, তাহা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি ।

[ দেবীর বিরুদ্ধে শুস্ত-নিশুস্তের যুদ্ধযাত্রা ]

মন্ত্র ৪-৫, ( পৃ: ৭০ )

অঙ্ঘমার্থ।—ঋষিঃ উবাচ ( মেধসু ঋষি সুরথকে কহিলেন ),—আহবে ( যুদ্ধে ) রক্তবীজে নিপাতিতে ( রক্তবীজ নিহত হইলে ) অশ্বেষু চ হতেষু ( এবং অশ্বাত্ত অশ্বরগণ



নিহত হইলে ) শুভাসুরঃ নিশুভঃ চ ( শুভ ও নিশুভ অসুর ) অতুলং ( অত্যন্ত ) কোপঃ চকার ( ক্রোধ করিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—যুদ্ধে রক্তবীজ ও অশ্রুশ্রু অসুরগণ নিহত হইলে শুভাসুর ও নিশুভ অত্যন্ত ক্রোধ করিল ।

অঙ্ক ৬, ( পৃঃ ৭০ )

অঙ্কসার্থ।—অথ ( অনন্তর ) মহাসৈন্যং ( বিপুল সৈন্য ) হনুমানং বিলোক্য ( নিহত হইতে দেখিয়া ) নিশুভঃ অমর্ষম্ ( ক্রোধ ) উদ্বহন ( প্রাপ্ত হইয়া ) মুখ্যয়া ( প্রধান ) অসুর-সেনয়া [ সহ ] ( অসুর সৈন্য সহিত ) অভ্যধাবৎ ( দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর বিপুল সৈন্য নিহত হইতে দেখিয়া নিশুভ ক্রোধান্বিত হইয়া প্রধান অসুরসেনার সহিত অভিধাবিত হইল ।

অঙ্ক ৭, ( পৃঃ ৭০ )

অঙ্কসার্থ।—ভস্ম ( তাহার, নিশুভের ) অগ্রতঃ ( সম্মুখে ) তথা ( এবং ) পৃষ্ঠে ( পশ্চাতে ) পার্শ্বাঃ চ ( ও উভয় পার্শ্বে ) মহাসুরাঃ ( মহাসুরগণ ) ক্রুদ্ধাঃ ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) সন্দষ্ট-ওষ্ঠ-পুটাঃ [ সন্তঃ ] ( ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে ) দেবীং হন্তম্ ( দেবীকে বধ করিতে ) উপাঘমুঃ ( আগমন করিল ) ।

অনুবাদ।—তাহার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে দেবীকে বধ করিতে আগমন করিল ।  
টিপ্পনী ।

সন্দষ্টোষ্ঠপুটাঃ—(১) ওষ্ঠঃ পুট ইব ওষ্ঠপুটঃ, সন্দষ্টঃ ওষ্ঠপুটঃ যৈঃ তে । পুট শব্দ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত দুইটি পাত্রকে বুঝায় । এস্থলে ওষ্ঠ শব্দে অধর ও ওষ্ঠ দুইই বুঝিতে হইবে ( শাস্তনবী ) । (২) সন্দষ্টো দষ্টেঃ নিস্পীড়্যো ওষ্ঠপুটৌ ওষ্ঠাধরৌ যৈঃ তাদৃশাঃ ( কাশীনাথঃ ) ।

অঙ্ক ৮, ( পৃঃ ৭০ )

অঙ্কসার্থ।—মহাবীৰ্য্যঃ ( মহাশক্তিশালী ) শুভঃ অপি ( শুভাসুরও ) স্ববলৈঃ ( নিজ সৈন্যদল কর্তৃক ) বৃতঃ [ সন্ ] ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) মাতৃভিঃ [ সহ ] ( ব্রহ্মাণী প্রমুখ মাতৃগণ সহিত ) যুদ্ধং তু কৃত্বা ( যুদ্ধ করিয়া ) চণ্ডিকাং নিহন্তং ( চণ্ডিকাকে বধ করিতে ) কোপাৎ ( ক্রোধভরে ) আজগাম ( আগমন করিল ) ।



নবম অধ্যায় ]

নিমন্ত-বধ

Sh. ....

Page Ashram

BANARAS

অনুবাদ।—মহাশক্তিশালী শুভ ও স্বৈশ্ব্য পরিবেষ্টিত হইয়া মাতৃগণ

সহ যুদ্ধ করত চণ্ডিকাকে বধ করিতে ক্রোধভরে আগমন করিল।

অঙ্ক ৯, ( পৃ: ৭০ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) মেঘদ্বয়োঃ ইব ( মেঘদ্বয়ের আয় ) অতীব উগ্রঃ ( অতি ভীষণ ) শর-বর্ষণ বর্ষতোঃ ( বাণবৃষ্টি বর্ষণকারী ) শুভ-নিমন্তয়োঃ ( শুভ ও নিমন্তের ) দেব্যাঃ [ সহ ] ( দেবী চণ্ডিকার সহিত ) অতীব যুদ্ধম্ আসীৎ ( যোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবীর সহিত মেঘদ্বয়ের আয় বাণরূপ বৃষ্টি-বর্ষণকারী শুভ ও নিমন্তের যোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

টিপ্পনী।

শুভ ও নিমন্তকে বারিবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মেঘ হইতে যেমন অঙ্গুর ধারায় বারিবর্ষণ হয়, শুভ এবং নিমন্তও তেমনি অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেবীর উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অঙ্ক ১০, ( পৃ: ৭০ )

অর্থার্থ।—চণ্ডিকা আস্ত ( সমস্ত ) শর-উৎকর্ষৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) তাভ্যাং ( তাহাদের উভয়ের দ্বারা ) অন্তান্ ( নিক্ষিপ্ত ) শরান্ ( বাণসকল ) চিচ্ছেদ ( ছিন্ন করিলেন ) ; শস্ত্র-ওষৈঃ চ ( এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা ) অস্ত্র-ঈশ্বরৌ ( দৈত্যাদি পতিদ্বয়কে অর্থাৎ শুভ-নিমন্তকে ) অদেষু ( সর্বদে ) তাড়য়ামাস ( প্রহার করিলেন )।

অনুবাদ।—চণ্ডিকা সমস্ত বাণসমূহ দ্বারা তাহাদের নিক্ষিপ্ত শর সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় শস্ত্রসমূহ দ্বারা দৈত্যাদি পতিদ্বয়কে সর্বদে প্রহার করিতে লাগিলেন।

[ চণ্ডিকার সহিত নিমন্তের যুদ্ধ ]

অঙ্ক ১১, ( পৃ: ৭১ )

অর্থার্থ।—নিমন্তঃ নিশিতং খড়্গাং ( শাণিত খড়্গ ) সুপ্রভং চর্ম চ ( এবং উজ্জল ঢাল ) আদায় ( গ্রহণ করিয়া ) দেব্যাঃ ( চণ্ডিকা দেবীর ) উত্তমং বাহনং সিংহং ( শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহকে ) মুর্দ্ধি ( মস্তকে ) অভাডয়ৎ ( আঘাত করিল )।



অনুবাদ।—নিমন্ত শাগিত খড়া ও উজ্জল ঢাল গ্রহণ করিয়া দেবীর  
শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহকে মস্তকে আঘাত করিল।

টিপ্পনী।

চর্ম্ম—ফলক, ঢাল। “যুক্তিকল্প-তরুতে” চর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

শরীরাবরকং শস্ত্রং চর্ম্ম ইত্যভিধীয়তে।

তৎপুনর্দ্বিবিধং কাষ্ঠচর্ম্মসম্ভবেদতঃ ॥

শরীরাবরকৎক লঘুতা দৃঢ়তা তথা।

দুর্ভেদ্যতেতি কথিতা চর্ম্মণাং গুণসংগ্রহঃ ॥

স্বল্পতা গুরুতা চৈব মৃদুতা স্তম্ভেদ্যতা।

বিরুদ্ধবর্ণতা চেতি চর্ম্মণাং দোষসংগ্রহঃ ॥

সিতো রক্তস্তথা পীতঃ কৃষ্ণ ইত্যভিশব্দিতঃ।

ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন চর্ম্মণাং বর্ণনির্ণয়ঃ।

চিত্রবর্ণস্ত সর্কেষাং সর্কদৈবোপপত্ততে ॥

শরীর আবরণকারী শস্ত্রকে “চর্ম্ম” বলে। কাষ্ঠ ও চর্ম্ম হইতে উৎপত্তিভেদে ইহা  
দ্বিবিধ। চর্ম্ম বা ঢালের গুণসমূহ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—শরীর আবরণ-সামর্থ্য,  
লঘুতা, দৃঢ়তা এবং দুর্ভেদ্যতা। দোষসমূহ কথিত হইয়াছে, যথা—স্বল্পতা, গুরুতা, মৃদুতা,  
সহজভেদ্যতা এবং বিরুদ্ধবর্ণতা। চর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে যথাক্রমে গুরু, রক্ত, পীত এবং  
কৃষ্ণ। চর্ম্ম প্রায়শঃ বিচিত্র বর্ণেরও হইয়া থাকে।

অঙ্ক ১২, ( পৃ: ৭১ )

অর্থার্থ।—বাহনে তাড়িতে [ সতি ] ( দেবীর বাহন সিংহ আক্রান্ত হইলে ) দেবী  
( চণ্ডিকা ) খুরপ্রের ( খুরপ্র নামক বাণদ্বারা ) নিমন্তস্ত্র ( নিমন্তস্ত্রের ) উত্তমম্ অসিং ( উৎকৃষ্ট  
খড়া ), অষ্ট-চক্রকং ( অষ্টচক্র চিহ্নযুক্ত ) চর্ম্ম চ অপি ( ঢালও ) আশু ( তৎক্ষণাৎ ) চিচ্ছেদ  
( ছিন্ন করিলেন )।

অনুবাদ।—বাহন আক্রান্ত হইলে দেবী খুরপ্র নামক বাণদ্বারা  
নিমন্তস্ত্রের উৎকৃষ্ট খড়া এবং অষ্টচক্রচিহ্নযুক্ত ঢাল তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া  
ফেলিলেন।



টিপ্পনী ।

ধুরপ্রেরণ—ক্ষুরাকৃতি ফলাবিশিষ্ট বাণের নাম ধুরপ্র বা ক্ষুরপ্র ।

অষ্টচন্দ্রকম্—অষ্টো চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকারাঃ মণিময়াশ্চন্দ্রকবিশেবাঃ ষড্র (তৎ-প্রকাশিকা) ।  
আটটি চন্দ্রাকার মণি দ্বারা নিশুস্তের ঢালটি হুশোভিত ছিল ।

মন্ত্র ১৩, ( পৃঃ ৭১ )

অম্বয়ার্থ—চন্দ্রাণি খড়্গো চ ( ঢাল ও অসি ) ছিন্নে [ সতি ] ( ছিন্ন হইলে ) সঃ  
অম্বরঃ ( সেই অম্বর নিশুস্ত ) শক্তিং চিক্ষেপ ( শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল ) । [ দেবী ]  
( চণ্ডিকা ) অভিযুথ-আগতাং ( সম্মুখে আগত ) অস্ত্র ( ইহার, নিশুস্তের ) তাম্ অপি ( সেই  
শক্তিকেও ) চক্রেণ ( চক্রদ্বারা ) দ্বিধা চক্রে ( দ্বিখণ্ডিত করিলেন ) ।

অনুবাদ—ঢাল ও খড়্গা ছিন্ন হইলে সেই অম্বর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ  
করিল । দেবী তাহার ঐ শক্তিকেও সম্মুখে আসা মাত্র চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত  
করিলেন ।

মন্ত্র ১৪, ( পৃঃ ৭১ )

অম্বয়ার্থ—অথ ( অনন্তর ) দানবঃ নিশুস্তঃ কোপ-আঘাতঃ [ সন্ ] ( ক্রোধে  
প্রজ্জলিত হইয়া ) শূলং গ্রহাং ( শূল গ্রহণ করিল ) । দেবী ( চণ্ডিকা ) আঘাতঃ ( = আঘাতং  
পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ ; আগত প্রায় ) তং চ অপি ( সেই শূলকেও ) মুষ্টি-পাতেন ( মুষ্টি  
আঘাত দ্বারা ) অচূর্ণয়ৎ ( চূর্ণ করিলেন ) ।

অনুবাদ—অনন্তর দানব নিশুস্ত ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া শূল গ্রহণ  
করিল । দেবী আগত প্রায় সেই শূলকেও মুষ্টিপ্রহারে চূর্ণ করিলেন ।

মন্ত্র ১৫, ( পৃঃ ৭১ )

অম্বয়ার্থ—অথ ( তখন ) সঃ অপি ( সেই নিশুস্তও ) গদাম্ আবধা ( গদা বিঘূর্ণিত  
করিয়া ) চণ্ডিকাং প্রতি ( চণ্ডিকার প্রতি ) চিক্ষেপ ( নিক্ষেপ করিল ) । সা অপি ( সেই  
গদাও ) দেব্যা ( দেবী বর্ভুক ) ত্রিশূলেন ( ত্রিশূল দ্বারা ) ভিন্না [ সতী ] ( বিদারণিত হইয়া )  
ভস্মভূম্ আগতা ( ভস্মীভূত হইল ) ।

অনুবাদ—তখন নিশুস্ত গদা বিঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ  
করিল । দেবী সেই গদাও ত্রিশূল দ্বারা বিদারণ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ।



## টিপ্পনী

ত্রিশূলেন—অগ্নিবীজ-গর্ভ ত্রিশূল দ্বারা (শাস্তনবী)। অগ্নাত্ত পুরাণেও অগ্নি নিঃসারক ত্রিশূলাস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

## [ নিশুস্তের মুর্ছা ]

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৭১ )

অম্বমার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) দেবী ( চণ্ডিকা ) পরশু-হস্তঃ ( কুঠার হস্তে ) আয়াস্তঃ ( আগমনকারী ) তং দৈত্য-পুঙ্গবং ( সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুস্তকে ) বাণ-ওধৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) আহত্য ( আহত করিয়া ) ভূতলে অপাতয়ত ( পাতিত করিলেন )।

অনুবাদ।—অনন্তর দেবী সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুস্তকে কুঠার হস্তে আসিতে দেখিয়া বাণসমূহ দ্বারা আহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৭১ )

অম্বমার্থ।—তস্মিন্ ( সেই ) ভীম-বিক্রমে ( ভীষণ পরাক্রমশালী ) ভ্রাতরি নিশুস্তে ( ভ্রাতা নিশুস্ত ) ভূমৌ নিপতিতে [ সতি ] ( ভূমিতে পতিত হইলে ) [ শুভঃ ] অতীব সংক্রুদ্ধঃ [ সন্ ] ( অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ) অশ্বিকাং হন্তুং ( অশ্বিকাকে বধ করিতে ) প্রযযৌ ( গমন করিল )।

অনুবাদ।—সেই ভীষণ পরাক্রমশালী ভ্রাতা নিশুস্ত ভূমিতে পতিত হইলে শুভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বিকাকে বধ করিতে গমন করিল।

## [ চণ্ডিকার সহিত শুস্তের যুদ্ধ ]

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৭১ )

অম্বমার্থ।—রথাস্থঃ ( রথারূঢ় ) সঃ ( সেই শুস্ত ) অতুলৈঃ ( অতুলনীয় ) তথা ( এবং ) অতি-উর্ধৈঃ ( সুদীর্ঘ ) গৃহীত-পরম-আয়ুধৈঃ ( মহাস্থধারী ) অষ্টাভিঃ ভূজৈঃ ( অষ্ট হস্ত দ্বারা ) অশেষঃ নভঃ ( সমস্ত আকাশ ) ব্যাপ্য ( ব্যাপ্ত করিয়া ) বভৌ ( শোভা পাইল )।

অনুবাদ।—রথারূঢ় সেই শুস্ত অতুলনীয় ও সুদীর্ঘ অষ্ট হস্তে উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ ধারণপূর্বক সমস্ত আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।



মন্ত্র ১৯, ( পৃ: ৭১ )

অম্বস্বার্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) তং ( তাহাকে, শুভকে ) আয়াস্তং সমালোকা  
( আগমন করিতে দেখিয়া ) শঙ্খম্ অবাদয়ৎ ( শঙ্খ বাজাইলেন )। ধনুঃ চ ( এবং ধনুর )  
অতীব হ্রঃসহং ( অত্যন্ত হ্রঃসহনীয় ) জ্যা-শব্দম্ অপি ( জ্যাশব্দও ) চকার ( করিলেন )।

অনুবাদ।—দেবী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি এবং  
ধনুর অত্যন্ত হ্রঃসহনীয় জ্যা শব্দ করিলেন।

টিপ্পনী।

ভ্যা।—ধনুকের গুণ বাঁ ছিল। ধনুর্কেদের গুণ লক্ষণ প্রকরণে অবগত হওয়া যায়,  
ইহা তিন প্রকার পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা (১) নুত্র, (২) ন্নায়ু ও (৩) লতা।  
পট্ট, কোষেয় ও কার্পাস এই তিন প্রকারের নুত্র—পর পর অধম বলিয়া কথিত হয়। হরিণ,  
মহিষ ও গোর শিরা সকলকে ন্নায়ু কহে; ইহারা যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম। লতা  
ও তিন প্রকার যথা অর্কলতা, মূর্কা ও চীরন্নায়ু ( কোদণ্ড মণ্ডনম্, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )।

বুদ্ধ শাঙ্গধর বলেন, পট্টনুত্র দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত মোটা ও ধনুকের সমান লম্বা  
গুণ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কোন প্রকার জোড়া থাকিবে না, শুদ্ধ ও মাজা হইবে, সন্ন  
মোটা না হয়, এরূপভাবে তেতার দিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাপে ছিলা করিবে। এরূপ ছিলা  
বুদ্ধকালে সকল প্রকার টান সহিতে পারে। পাকা বাঁশের চাঁচাড়ী দিয়াও গুণ করা যায়।  
কিন্তু তাহারও সর্কাদ পট্টনুত্র দিয়া ঢাকিয়া লইতে হয়। এইরূপ ছালের ছিলা বড় শক্ত,  
তাহা সকল প্রকার টান সহিতে পারে। পট্টনুত্র না পাইলে হরিণের ন্নায়ু, মহিষের ন্নায়ু ও  
বৃষের ন্নায়ু এবং সন্তোহত গাভীর বা ছাগের চর্ম লোম শূন্ত করিয়া তাহাতে তাঁত প্রস্তুত  
করিয়া তদ্বারাও উৎকৃষ্ট গুণ নির্মিত হইতে পারে।

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৭২ )

অম্বস্বার্থ।—[ দেবী ] চ ( এবং চণ্ডিকা দেবী ) সমস্ত-দৈত্য-সৈন্তানাং ( সকল দৈত্য  
সৈন্তগণের ) তেজঃ-বধ-বিধায়িনা ( তেজ বিনাশকারী ) নিজ-ঘণ্টা-ধ্বনে ( স্বীয় ঘণ্টাধ্বনি  
দ্বারা ) ককুভঃ ( দিক্ সকল ) পুরয়ামাস ( পূর্ণ করিলেন )।

অনুবাদ।—দেবী সমস্ত দৈত্য সৈন্তের তেজ বিনাশকারী স্বীয় ঘণ্টা  
ধ্বনি দ্বারা দিক্‌সমূহ পূর্ণ করিলেন।



মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৭২ )

অর্থার্থ।—তত: ( অনন্তর ) সিংহ: ( দেবীর বাহন সিংহ ) ত্যাজিত-ইভ-মহামর্দৈ: ( ত্যাজিতা: ইভানাং মহামর্দা: মদবারৌণি-বৈ: তাদৃশৈ: ; হস্তিগণের মদশ্রাব নিবারণকারী ) মহানর্দৈ: ( ভীষণ গর্জন দ্বারা ) গগনং ( আকাশ ) গাং ( পৃথিবী ) তথা ( এবং ) দশ উপদিশ: ( নিকটস্থ দশ দিক্ ) পূরয়ামাস ( পূর্ণ করিল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর সিংহ হস্তিগণের মদশ্রাব নিবারণকারী ভীষণ গর্জনদ্বারা আকাশ, পৃথিবী এবং নিকটবর্তী দশদিক্ পূর্ণ করিল ।

টিপ্পনী ।

ভ্যাজিতেভমহামর্দৈ:—দেবীবাহন সিংহের ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণ করিয়া অশ্রু পক্ষের মদমত্ত হস্তিগণ একরূপ ভয় প্রাপ্ত হইল যে তাহাদের গণ্ড নিঃসৃত মদজল হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল ।

উপদিশ:—(১) সমীপভূতা: দশ দিশ: ( তৎপরাশিকা ), (২) উপদিক্-সহিতা দিশ:, শাকপাৰ্থিবাশিহ্নাং সমাস: ( চতুর্দশী ) । ছয়টি উপদিক্ সমেত চারিদিক্, মোট দশ দিক্ । (৩) অথবা উপ শব্দটি পূরয়ামাস ক্রিয়ার সহিত অস্থিত, উপপূরয়ামাস । উপ শব্দ এখানে আধিক্য সূচনা করিতেছে । পূর্বকৃত শব্দ, জ্যা এবং ঘণ্টাধ্বনি অপেক্ষা সিংহনাদ অধিকতর প্রবল ; মহত্তর সিংহনাদ দ্বারা শব্দ, জ্যা ও ঘণ্টাধ্বনি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, উপ শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইল ( শাস্তনবী ) ।

কোন কোন টীকাকার এস্থলে “গাং তথৈব দিশো দশ” এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন ; এই পাঠ স্তম্ভ ।

মন্ত্র ২২, ( পৃ: ৭২ )

অর্থার্থ।—তত: ( তৎপর ) কালী ( চামুণ্ডা ) গগনং সমুপত্য ( আকাশে লক্ষদান করিয়া ) করাভ্যাং ( দুই হস্ত দ্বারা ) স্মাম্ ( পৃথিবীকে ) অতাড়য়ং ( আঘাত করিলেন ) । তৎ-নির্নাদেন ( সেই শব্দ দ্বারা ) তে প্রাক্-শ্বনা: ( সেই পূর্বেস্থিত শব্দ সমূহ ) তিরোহিতা: ( তিরোহিত হইল ) ।

অনুবাদ।—তৎপর কালী আকাশে লক্ষদান পূর্বক দুই হস্তে পৃথিবীকে আঘাত করিলেন । সেই শব্দ দ্বারা পূর্বের শব্দ সমূহ তিরোহিত হইয়া গেল ।



নবম অধ্যায় ]

নিম্নস্ত-বধ

Shri ...

Sri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS

টিপ্পনী ।

কালী লক্ষ্মপ্রদান পূর্বক আকাশে উঠিয়া এবং তথা হইতে ভূপতিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে যে চপেটাঘাত করিলেন, সেই ভীষণ শব্দে পূর্বোক্তিত শঙ্খধ্বনি, ধনুঃধ্বনি, ঘণ্টাশব্দ এবং সিংহনাদ ডুবিয়া গেল ।

কোন কোন টীকাকার এইরূপ অর্থ করেন,—কালী সমুৎপত্ত্য গগনং স্রাং [ চ ] করাভ্যাম্ অতাড়য়ৎ । কালী লক্ষ্ম দিয়া উঠিয়া দুই করে আকাশ ও পৃথিবীকে আঘাত করিলেন ।

মন্ত্র ২৩, ( পৃ: ৭২ )

অন্বয়ার্থ—শিবদূতী ( চণ্ডিকা-শক্তি ) অশিবম্ ( অমঙ্গল সূচক ) অট্ট-অট্ট-হাসং ( অত্যুচ্চ হাস্য ) চকার হ ( করিলেন ) । তৈ: শবৈ: ( সেই সকল শব্দ দ্বারা ) অম্বরা: ( অম্বরগণ ) ত্রেহু: ( ভীত হইল ), শুভ: পরং কোপং ( অত্যন্ত ক্রোধ ) যযৌ ( প্রাপ্ত হইল ) ।

অনুবাদ—শিবদূতী অমঙ্গলসূচক অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন । সেই শব্দে অম্বরগণ ভীত এবং শুভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল ।

টিপ্পনী ।

অট্টট্টহাসং—অট্ট+অট্টহাসং, শব্দকাদিত্বাৎ অকার লোপ: । অট্টট্টহাসং পাঠও দৃষ্ট হয় ।

মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৭২ )

অন্বয়ার্থ—[ রে ] হুরাঅন! ( ওরে দুর্বৃত্ত শুভ ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ( থাম্ থাম্ ) ইতি ( এইরূপ ) যদা ( যখন ) অম্বিকা ( চণ্ডিকা দেবী ) ব্যাজহার ( বলিলেন ), তদা ( তখন ) আকাশ-সংস্থিতৈ: দেবৈ: ( আকাশস্থিত দেবগণ কর্তৃক ) “জয়” ( আপনার জয় হউক ) ইতি অভিহিতম্ ( ইহা উক্ত হইল ) ।

অনুবাদ—“ওরে দুর্বৃত্ত থাম্ থাম্” অম্বিকা যখন এইরূপ কহিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন ।

মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৭২ )

অন্বয়ার্থ—শুভেন আগত্য ( শুভ কর্তৃক আগত হইয়া ) জালা-অতিভীষণা ( অগ্নি-শিখা দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর ) বা শক্তি: ( যেই শক্তি অস্ত্র ) মুক্তা ( নিদ্বিষ্ট হইল ),



বহি-কূট-আভা ( বহুঃ কূটঃ, তদ্বদ্ আভা যন্তাঃ ; অগ্নিরাশিবৎ প্রভাশালিনী ) সা ( সেই শক্তি ) মহোক্তয়া ( মহোক্তা নামক অস্ত্র দ্বারা ) [ দেব্যা ] ( দেবী কর্তৃক ) নিরস্তা ( নিরাকৃত হইল ) ।

অনুবাদ।—শুভ্র আসিয়া অতিভীষণ অগ্নিশিখা বিশিষ্ট যে শক্তি নিক্ষেপ করিল, অগ্নিরাশিবৎ প্রভাযুক্ত সেই শক্তি আসিতে-না-আসিতেই দেবী মহোক্তা নামক অস্ত্রদ্বারা তাহা নিরস্ত করিলেন ।

মন্ত্র ২৬, ( পৃ: ৭২ )

অম্বয়্যার্থ।—[ হে ] অবনী-পতে! ( হে রাজন্, স্বরথ ) শুভ্রশ্র ( শুভ্রাসুরের ) সিংহনাদেন ( সিংহনাদ দ্বারা ) লোক-ত্রয়-অস্তরং ( ত্রিলোকের মধ্যস্থল ) ব্যাপ্তং ( পরিপূর্ণ হইল ) । ঘোরঃ ( প্রচণ্ড ) নির্ধাত-নিঃস্বনঃ ( আকস্মিক উৎপাত-ধ্বনি ) [ তং সিংহনাদং ] ( সেই সিংহনাদকে ) জিতবান্ ( অভিভূত করিল ) ।

অনুবাদ।—হে রাজন্! শুভ্রাসুরের সিংহনাদে ত্রিলোকের মধ্যস্থল পরিব্যাপ্ত হইল । প্রচণ্ড আকস্মিক উৎপাত ধ্বনিতে তাহা অভিভূত হইয়া গেল ।

টিপ্পনী ।

লোকত্রয়াস্তঃ—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকের মধ্যস্থল অর্থাৎ ভূধলোক ( চতুর্ধরী ) ।

নির্ধাত-নিঃস্বনঃ—টীকাকারগণ ইহার অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন ; (১) শুভ্রবতী টীকার মতে, শুভ্র নিক্ষিপ্ত বহুকূটাভা শক্তির সহিত দেবীর নিক্ষিপ্ত মহোক্তা নামক শক্তির সংঘর্ষ হেতু যে প্রচণ্ড শব্দ উথিত হইয়াছিল, তাহাই নির্ধাত-নিঃস্বন । (২) উৎপাত ধ্বনি ( নাগোজী ) । (৩) নির্মেষ আকাশে ভীষণ বজ্রধ্বনি, ইহা পাণ্ডা অশুরদের অমদলস্থচক মহোৎপাত ( শাস্তনবী ) ।

বায়ুনাভিহতে বায়ৌ গগনাক্ষ পতত্যধঃ ।

প্রচণ্ডঘোরনির্ঘোষো নির্ধাত ইতি কথ্যতে ॥

( শঙ্কমালা )



বায়ু কড়'ক বায়ু অভিহিত হইয়া আকাণতল হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলে যে প্রচণ্ড শব্দ হয় তাহাকে “নির্ঘাত” বলে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে যে সময় নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই সময় কোনরূপ মঙ্গল কার্য্য করিতে নাই।

মন্ত্র ২৭, ( পৃ: ৭২ )

অর্থার্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) শুভ-মুক্তান্ ( শুভ কড়'ক নিক্ষিপ্ত ) শতশঃ ( শত শত ) অথ ( এবং ) সহস্রশঃ ( সহস্র সহস্র ) শরান্ ( বাণ সমূহকে ), শুভঃ তৎ-প্রহিতান্ ( দেবী কড়'ক নিক্ষিপ্ত ) [ শতশঃ অথ সহস্রশঃ ] ( শত শত, সহস্র সহস্র ) শরান্ ( বাণ সমূহকে ) উগ্রৈঃ ( তীক্ষ্ণ ) স্ব-শরৈঃ ( স্ব স্ব বাণসমূহ দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )।

অনুবাদ।—দেবী শুভ নিক্ষিপ্ত এবং শুভ ও দেবীনিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র বাণ স্ব স্ব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন ও করিল।  
টিপ্পনী।

এতদ্বারা দেবী ও শুভাস্থরের তুল্য-যুদ্ধ স্থচিত হইল ( নাগোজী )।

[ শুভের মূর্চ্ছা ]

মন্ত্র ২৮, ( পৃ: ৭২ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) সা চণ্ডিকা ( সেই চণ্ডিকা দেবী ) ক্রুদ্ধা [ মতী ] ( কুপিতা হইয়া ) তং ( তাহাকে, শুভকে ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) অভিঘ্রাণ ( প্রহার করিলেন )। সঃ ( শুভ ) তদা ( তখন ) অভিহতঃ ( আহত ) মূর্চ্ছিতঃ [ সন্ ] ( মূর্চ্ছিত হইয়া ) ভূমৌ ( ভূতলে ) নিপগাত হ ( নিপতিত হইল )।

অনুবাদ।—অনন্তর সেই চণ্ডিকাদেবী কুপিতা হইয়া তাহাকে শূলদ্বারা প্রহার করিলেন ; তখন সে আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

[ নিশুস্তের চৈতন্যলাভ ও দেবীর সহিত পুনঃ যুদ্ধ ]

মন্ত্র ২৯, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) নিশুস্তঃ চেতনাং সংপ্রাপ্য ( সংজ্ঞালাভ করিয়া ) আত্ম-কাম্মু'কঃ [ সন্ ] ( ধন গ্রহণপূর্বক ) শরৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) দেবীং ( চণ্ডিকা দেবীকে ) কালীং ( চামুণ্ডাকে ) তথা ( এবং ) কেসরিণং ( দেবী বাহন সিংহকে ) আজঘাণ ( আঘাত করিল )।



অনুবাদ।—অতঃপর নিম্নস্ত সংজ্ঞালাভ করত ধনু গ্রহণপূর্বক বাণ দ্বারা দেবী ( চণ্ডিকা ), কালী এবং সিংহকে আঘাত করিল ।

টিপ্পনী ।

কান্দুক—কুম্ভক + অণ্; কুম্ভক কাঠে নির্মিত ধনু । আশ্বেষ ধনুর্বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, লৌহ, শৃঙ্গ এবং দারু এই তিন প্রকার দ্রব্য দ্বারা ধনু নির্মিত হইত ।

“ধনুর্দ্রব্যত্রয়ং লৌহং শৃঙ্গং দারু দ্বিজোত্তম ।”

এই সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে;—

পৃথগ্ বা বিপ্র মিশ্রং বা লৌহং শাদ্ধ স্তু কারয়েৎ ।

শাদ্ধং সমুচিতং কার্য্যং কল্পবিন্দু বিভূষিতম্ ॥

কুটিলং ক্ষুটিতং চাপং সচ্ছিত্রঞ্চ ন শস্ততে ।

স্ববর্ণং রক্ততং তাম্রং কৃষ্ণায়ো ধনুষি স্মৃতম্ ॥

মাহিষং শারভং শাদ্ধং রোহিষং বা ধনুঃ শুভম্ ।

চন্দনং বেতসং সালং বাবলং ককুভং তরুঃ ।

সর্বশ্রেষ্ঠং ধনুর্বংশৈগৃহীতৈঃ শরদি শূতৈঃ ॥

( অগ্নিপুরাণ, ২৪৫।৮-১১ )

লৌহ বা শৃঙ্গদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা মিশ্রভাবে ধনু নির্মাণ করিবে । শৃঙ্গ নির্মিত ধনু স্বর্ণবিন্দু দ্বারা বিভূষিত করিবে । কুটিল, বিশীর্ণ এবং সচ্ছিত্র ধনু প্রশস্ত নহে । স্ববর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কিংবা লৌহ নির্মিতই হউক, অথবা মাহিষ, শরভ বা মৃগের শৃঙ্গ নির্মিতই হউক, কিংবা চন্দন, বেতস, সাল, বাবল বা ককুভ কাঠ নির্মিতই হউক, শরৎকালে সংগৃহীত বংশদ্বারা যে ধনু নির্মিত হয় তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট ।

অঙ্ক ৩০, ( পৃ: ৭৩ )

অন্বয়ার্থ।—পুনঃ চ ( পুনরায় ) দিতিজঃ ( দিতি স্ত্রুত ) দনুজ-ঈশ্বরঃ ( দানবপতি নিমন্ত ) বাহুনাং অযুতঃ কৃত্বা ( দশ সহস্র বাহু ধারণ করিয়া ) চক্র-আয়ুধেন ( চক্র নামক অস্ত্র দ্বারা ) চণ্ডিকাং ( চণ্ডিকা দেবীকে ) ছাদয়ামাস ( আচ্ছাদিত করিল ) ।

অনুবাদ।—পুনরায় দিতিস্ত্রুত দানবপতি ( নিমন্ত ) অযুত বাহু ধারণ করিয়া চক্রাস্ত্রদ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছাদিত করিল ।



টিপ্পনী ।

দ্বিতিজঃ দলুজেশ্বরঃ—নিশুস্ত দহর পুত্র হইলেও দ্বিতি সন্তান নৈত্যাদের সমান শীল সম্পন্ন হওয়ায় তাহাকে দ্বিতিজ বলা হইয়াছে ( নাগোজী ) ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, কশ্যপ ঋষি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের গর্ভে ত্রয়োদশ বিভিন্ন জাতীয় জীব উৎপন্ন হইয়াছিল, যথা (১) অদ্বিতি গর্ভে দেবগণ, (২) দ্বিতি গর্ভে দৈত্যগণ, (৩) দহর গর্ভে দানবগণ, (৪) বিনতার গর্ভে গরুড় ও অক্ষণ (৫) খগার গর্ভে ষক্ষ ও রাক্ষসগণ, (৬) কক্ষর গর্ভে নাগগণ, (৭) মুনির গর্ভে গন্ধর্বগণ, (৮) ক্রোধার গর্ভে কুল্যগণ, (৯) অরিশ্টার গর্ভে অসুরগণ, (১০) ইরার গর্ভে ঐরাবতাদি মাতঙ্গগণ, (১১) তাম্রার গর্ভে শ্রেণীপ্রভৃতি কন্যাগণ, ( ভাগবতের মতে তাম্রার গর্ভে শ্রুণ, গৃধ্রপ্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল ), (১২) ইলা হইতে পাদপগণ এবং (১৩) প্রধা হইতে পতঙ্গগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিল । ( মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ১০৪ ) ।

চক্রাযুধেন।—(১) চক্রমেব আযুধম্ অস্ত্রং তেন ( সিদ্ধান্ত বাগীশঃ ); চক্র নামক অস্ত্র দ্বারা । (২) চক্রাণি চ আযুধানি বাণাশ্চ তৎ চক্রাযুধম্ তেন ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ); চক্র ও বাণদ্বারা ।

মন্ত্র ৩১, ( পৃঃ ৭৩ )

অন্বয়ার্থ।—ততঃ ( তৎপর ) দুর্গ-আর্তি-নাশিনী ( সঙ্কটে ক্লেশ নাশিনী ) ভগবতী দুর্গা ( চণ্ডিকা দেবী ) ক্রুদ্ধা [ সতী ] ( কুপিতা হইয়া ) স্ব-শরৈঃ ( স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা ) তানি চক্রাণি ( নিশুস্ত নিষ্কিণ্ত সেই চক্রসমূহ ) তান্ সায়কান্ চ ( এবং ঐ বাণসমূহ ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) ।

অনুবাদ।—তৎপর সঙ্কটকালীন ক্লেশনাশিনী ভগবতী দুর্গা কুপিতা হইয়া স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা ঐ সকল চক্র ও বাণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

টিপ্পনী ।

দুর্গার্ভিনাশিনী—দুর্গঃ সঙ্কটম্ আর্তিঃ পীড়া, যদ্বা দুর্গে সঙ্কটে বা আর্তিঃ, তাং নাশয়তি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

দুর্গা—“দুর্গা” নামের তাৎপর্য এবং ভগবতী দুর্গার মহিমা সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;—



অধুনা শৃণু বিপ্রেজ্ঞ দুর্গাদেব্যা বিধানকম্ ।  
 যন্তাঃ স্মরণমাত্রেণ পলায়ন্তে মহাপদঃ ॥  
 এনাং ন ভজতে যো হি তাদৃঙ্ নাস্ত্যেব কুত্রচিৎ ।  
 সর্কোপাস্তা সর্বমাতা শৈবী শক্তি ম'হাদ্ভুতা ॥  
 সর্ববুদ্ধ্যধিদেবীমমৃত্যুমিস্করুণিণী ।  
 দুর্গসঙ্কটহন্ত্রীতি দুর্গেতি প্রার্থিতা ভুবি ॥  
 বৈষ্ণবানাং শৈবানামুপাস্ত্রয়ঞ্চ নিত্যশঃ ।  
 মূলপ্রকৃতিরূপা সা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥

( দেবী ভাগবতম্, ৯।৫।৫৩-৫৬ )

হে বিপ্রেজ্ঞ ! যাহার স্মরণমাত্রেই যোর বিপত্তিসকল ভয়ে পলায়ন করে, এক্ষণে সেই দুর্গাদেবীর উপাসনা বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । ইহাকে ভজনা না করে, এমন কোন ব্যক্তি কোথাও নাই । এই অত্যন্ত অদ্ভুতা শিবা সকলের মাতা এবং সকলেরই উপাস্তা । ইনি অমৃত্যুমিগী রূপিণী নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; দুর্গম সঙ্কট নাশ করেন বলিয়া ইনি দুর্গা নামে বিখ্যাতা । সৃষ্টি স্থিতি নাশকারিণী মূলপ্রকৃতিরূপা উক্ত ভগবতী দুর্গা কি শৈব, কি বৈষ্ণব—সকলেরই সর্বদা উপাসনীয় ।

সর্বৈ দেবা হরিত্রাস্ত্রমুখা মনবন্তথা ।  
 মনুষ্যো জ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ যোগিনশ্চাশ্রমাস্তথা ॥  
 লক্ষ্ম্যাদয়স্তথা দেব্যঃ সর্বৈ ধ্যায়ন্তি তাং শিবাম্ ।  
 তদৈব জন্মসাফল্যং দুর্গাস্মরণমস্তি চেৎ ॥  
 চতুর্দশাপি মনবো ধ্যানা চরণপঙ্কজম্ ।  
 মনুষ্যং প্রাপ্তবস্ত্শ্চ দেবাঃ স্বং স্বং পদং তথা ॥

( ঐ, ৯।৫।৮২-৯১ )

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মনুগণ, জ্ঞাননিষ্ঠ মুনিগণ, যোগিগণ, নিখিল আশ্রমিগণ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ সকলেই সেই ভগবতী শিবার ধ্যান করিয়া থাকেন । ভগবতী দুর্গার স্মরণ মাত্রেই জন্ম সফল হয় । চতুর্দশ মনুই তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া মনুষ্য লাভ করিয়াছেন এবং দেবগণ তাঁহার উপাসনায় স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।



নবম অধ্যায় ]

নিমন্ত-বধ

৩৬৭

অঙ্ক ৩২, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) নিমন্তঃ দৈত্য-সেনা-সমাবৃতঃ [ সন্ ] ( দৈত্য সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ) গদাম্ আদায় ( গদা গ্রহণ করিয়া ) চণ্ডিকাং ( চণ্ডিকাকে ) বৈ ( অব্যয় ) হন্তুং ( বধ করিতে ) বেগেন ( সবেগে ) অভ্যধাবত ( ধাবিত হইল )।

অনুবাদ।—অনন্তর নিমন্ত দৈত্যসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া গদাগ্রহণ-পূর্বক চণ্ডিকাকে বধ করিতে সবেগে ধাবিত হইল।

অঙ্ক ৩৩, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—চণ্ডিকা আপততঃ এব ( আগতপ্রায় ) তন্ত ( তাহার, নিমন্তের ) গদাং ( গদাকে ) শিত-ধারেণ ( তীক্ষ্ণধার ) খড়্গেন ( খড়্গদ্বারা ) আশু ( তৎক্ষণাৎ ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )। সঃ চ ( নিমন্তও ) শূলং সমাদদে ( শূলগ্রহণ করিল )।

অনুবাদ।—সে আসিতে-না-আসিতেই চণ্ডিকা তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার গদা ছেদন করিলেন ; সে তখন শূলগ্রহণ করিল।

টিপ্পনী।

গদা।—প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত শস্ত্রসমূহের মধ্যে গদা একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার উৎপত্তি বিবরণ বায়ু পুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—“গদা” নামে এক ভয়ঙ্কর অসুরের অস্থি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ছিল। তাহার অস্থিতে বিষ্ণুর “গদা” নির্মিত হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতিরক্ষ ব্রহ্মার বরে দেবগণের অজেয় হইয়া উঠে। তাহার অত্যাচারে দেবগণ স্বর্গ হইতে নিরাকৃত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু গদাসুরের অস্থি নির্মিত গদা দ্বারা হেতিরক্ষকে বিনাশ করেন ; তদবধি বিষ্ণু “গদাধর” নামে অভিহিত হন।

ধনুর্কোদ হইতে অবগত হওয়া যায়, যন্ত্রসমূহের মধ্যে গদা যুদ্ধই অতিশয় কঠিন ও যোদ্ধাবর্গের বিশেষ বল সাপেক্ষ। গদা দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইলে বিবিধ গতি শিক্ষা করিতে হয়। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্কোদের মতে ঐ সকল গতির অর্থাৎ নিম্নের সঙ্করণ ও গদার পরিচালন বিংশতি সংখ্যক যথা,—(১) বিচিত্র মণ্ডল, (২) গত-প্রত্যাগত, (৩) পরিমোক্ষ, (৪) প্রহার বর্জন, (৫) পরিধাবন, (৬) অভিজবণ, (৭) আক্ষেপ, (৮) সবিশ্রম অবস্থান, (৯) পরাবৃত্ত, (১০) সন্নিবৃত্ত, (১১) অবপ্লুত, (১২) উপপ্লুত, (১৩) দক্ষিণমণ্ডল, (১৪) বাম মণ্ডল, (১৫) আবিদ্ধ, (১৬) প্রবিদ্ধ (১৭) ফোটন, (১৮) জালন, (১৯) উপগ্রস্ত ও (২০) অপগ্রস্ত। আগ্রেষ ধনুর্কোদে আহত, গোমূত্র, প্রভূত, কমলাগন, উর্দ্ধগাজ, নমিত, বাম-দক্ষিণ, আবৃত্ত,



পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমার্গ ও বিমার্গ—এই কল্পপ্রকার গদাযুদ্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (অগ্নিপূরণ, ২৫২তম অধ্যায়)। মহাভারত শল্য পর্বের ৫৭তম অধ্যায়ের টীকাতে (বদ্বাসী সংস্করণ) নীলকণ্ঠ বিভিন্ন প্রকার গদাযুদ্ধের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। গদার সন্যাসহার অত্যন্ত বল সাধ্য, যেহেতু ইহা “আয়সময়ী” অর্থাৎ লৌহ নির্মিত।

### [ চণ্ডিকা কর্তৃক নিশুস্ত বধ ]

মন্ত্র ৩৪, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—চণ্ডিকা শূলহস্তঃ সমায়াস্তঃ ( শূল হস্তে আগমনকারী ) অমর-অর্দনঃ ( দেব-পীড়ক ) নিশুস্তঃ ( নিশুস্তকে ) বেগ-আবির্ভবন ( সবেগে ঘূর্ণিত ) শূলেন ( শূলদ্বারা ) হৃদি ( হৃদয়ে ) বিব্যাধ ( বিদ্ধ করিলেন )।

অনুবাদ।—চণ্ডিকা শূলহস্তে আগমনকারী দেবপীড়ক নিশুস্তকে সবেগে ঘূর্ণিত শূলদ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন।

মন্ত্র ৩৫, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—শূলেন ভিন্নশ্র ( শূলদ্বারা বিদীর্ণ ) তশ্র ( তাহার, নিশুস্তের ) হৃদয়াৎ ( হৃদয় হইতে ) অপরঃ ( অন্য এক ) মহাবলঃ মহাবীৰ্য্যঃ পুরুষঃ ( মহাশক্তিশালী ও মহাবীৰ্য্য সম্পন্ন অশুর ) “তিষ্ঠ” ইতি বদন্ ( “থাম্ থাম্” এই কথা বলিতে বলিতে ) নিঃশ্বতঃ ( নিশ্বাস্ত হইল )।

অনুবাদ।—শূলদ্বারা বিদীর্ণ নিশুস্তের হৃদয় হইতে মহাশক্তিশালী ও মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন অপর এক পুরুষ “থাম্ থাম্” বলিতে বলিতে নিশ্বাস্ত হইল।

মন্ত্র ৩৬, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( তৎপর ) দেবী ( চণ্ডিকা ) স্বন-বৎ ( সশব্দে ) প্রহস্র ( উচ্চহাস্য করিয়া ) নিশ্বামতঃ তশ্র ( নির্গত হওয়া মাত্র ঐ অশুরের ) শিরঃ ( মস্তক ) ধড়্গেন ( খজা দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )। ততঃ ( তখন ) অসৌ ( ঐ নিশুস্ত ) ভূমি ( ভূমিতে ) অপতৎ ( পতিত হইল )।

অনুবাদ।—তৎপর ঐ অশুর নির্গত হওয়া মাত্রই দেবী সশব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া খজা দ্বারা তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সে ভূতলে পতিত হইল।



টিপ্পনী ।

প্রহস্ত—সমুদয় মায়াই আমা হইতে উৎপন্ন ; আমারই মায়া অবলম্বনে আমাকেই বধ করিতে উত্তত হইয়াছে । এইরূপ মনে করিয়া দেবী হাসিলেন ( শান্তনবী ) ।

[ মাতৃগণ ও সিংহ কর্তৃক অশুর সৈন্য বিনাশ ]

অঙ্ক ৩৭, ( পৃ: ৭৩ )

অর্থ—ততঃ ( অনন্তর ) সিংহঃ ( দেবী বাহন সিংহ ) উগ্র-দংষ্ট্রা-ক্ষুর-শিরঃ-ধরান্ ( শিরঃ ধরতি বিভর্তি যঃ শিরোধরঃ গ্রীবা । উগ্রাভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ ক্ষুরাঃ চূর্ণিতাঃ শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তান্ । তীক্ষ্ণ দন্তসমূহ দ্বারা বাহাদেব গ্রীবা চূর্ণীকৃত হইয়াছে দৈদৃশ ) তান্ অশুরান্ ( সেই অশুরদিগকে ) চখাদ ( ভক্ষণ করিল ) ; তথা ( তদ্রূপ ) কালী ( চামুণ্ডা ) তথা ( এবং ) শিবদূতী অপরান্ ( অত্র অশুরদিগকে ) [ চখাদ ] ( ভক্ষণ করিলেন ) ।

অনুবাদ—অনন্তর সিংহ তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা গ্রীবাদেশ চূর্ণ করিয়া সেই অশুরদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ; তদ্রূপ কালী এবং শিবদূতী অপর অশুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

অঙ্ক ৩৮, ( পৃ: ৭৪ )

অর্থ—কেচিৎ মহাসুরাঃ ( কোন কোন মহাসুর ) কৌমারী-শক্তি-নির্ভরাঃ [ সন্তঃ ] ( কৌমারীর শক্তি অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ) নেপ্তঃ ( বিনষ্ট হইল ) । অথো ( অপর কেহ কেহ ) ব্রহ্মাণী-মন্ত্রপুতেন ভোয়েন ( ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপুত জল দ্বারা ) নিরাকৃতাঃ ( নিরাকৃত হইল ) ।

অনুবাদ—কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইল । অপর কেহ কেহ ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপুত জলদ্বারা নিরাকৃত হইল ।

টিপ্পনী ।

অঙ্ক—গোপনে ভাষণীয় বর্ণময় নিগমাগম শাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর উপদেশগম্য প্রণবাদি ( শান্তনবী ) । আফিকতস্তে উক্ত হইয়াছে, “মননাং ত্রায়তে বশ্যাং তন্মায়ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ” মনন হেতু ত্রাণ করে, এই জন্ত “মন্ত্র” নামে অভিহিত হয় ।



মন্ত্র ৩৯, ( পৃ: ৭৪ )

অর্থার্থ।—তথা ( তদ্রূপ ) অপরে ( অত্র কোন কোন অসুর ) মাহেশ্বরী-ত্রিশূলে  
( মাহেশ্বরীর ত্রিশূল দ্বারা ) ভিন্নাঃ [ সন্তঃ ] ( বিনীর্ণ হইয়া ), কেচিং ( কেহ কেহ ) বারাহী-  
ভুগু-বাতেন ( বারাহীর মুখ প্রহারে ) চূর্ণীকৃতাঃ [ সন্তঃ ] ( চূর্ণীকৃত হইয়া ) ভূবি ( ভূতলে )  
পেতুঃ ( পতিত হইল ) ।

অনুবাদ।—অত্র কোন কোন অসুর মাহেশ্বরীর ত্রিশূলে বিদীর্ণ হইয়া  
এবং কেহ কেহ বারাহীর মুখ প্রহারে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।

মন্ত্র ৪০, ( পৃ: ৭৪ )

অর্থার্থ।—দানবাঃ ( দানবগণ ) বৈষ্ণব্যা ( বৈষ্ণবী কর্তৃক ) চক্রেণ ( চক্রদ্বারা )  
তথা ( এবং ) অপরে ( অত্র কেহ কেহ ) ঐন্দ্রী-হস্ত-অগ্র-বিমুক্তেন ( ঐন্দ্রীর হস্তাগ্র দ্বারা  
নিষ্কিপ্ত ) বজ্রেণ চ ( বজ্রদ্বারা ) খণ্ড-খণ্ডং চ কৃতাঃ ( খণ্ড খণ্ড কৃত হইল ) ।

অনুবাদ।—বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা কোন কোন দানবকে এবং ঐন্দ্রী  
হস্তাগ্র নিষ্কিপ্ত বজ্রদ্বারা অত্র কতগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ।

মন্ত্র ৪১, ( পৃ: ৭৪ )

অর্থার্থ।—কেচিং অসুরাঃ ( কোন কোন অসুর ) বিনেপ্তঃ ( বিনষ্ট হইল ) ।  
কেচিং ( কেহ কেহ ) মহা-আহবাং ( মহাযুদ্ধ হইতে ) নষ্টাঃ ( পলায়ন করিল ) । অপরে চ  
( এবং অত্যাগত অসুরগণ ) কালী-শিবদূতী-যুগ-অধিপৈঃ ( চামুণ্ডা, শিবদূতী এবং সিংহ  
কর্তৃক ) ভক্ষিতাঃ ( ভক্ষিত হইল ) ।

অনুবাদ।—কোন কোন অসুর বিনষ্ট হইল, কেহ কেহ মহাযুদ্ধ  
হইতে পলায়ন করিল এবং অত্যাগত অসুরগণ কালী, শিবদূতী এবং সিংহ কর্তৃক  
ভক্ষিত হইল ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্র অধিকার

সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যে নিম্নস্ত বধ

নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

—ঃ—



## দশম অধ্যায়

শুভ বধ ।

মন্ত্র ১—২, ( পৃ: ৭৪ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষিঃ ( মেঘস্ ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ হ্রথকে বলিলেন ),—প্রাণ-সম্বিতং ( প্রাণতুল্য ) ভ্রাতরং নিশুস্তং ( ভ্রাতা নিশুস্তকে ) নিহতং ( বিনষ্ট ), বলং চ এব ( এবং সৈন্যগণকে ) হত্য়মানং দৃষ্ট্৷ ( হত-হইতেছে দেখিয়া ) শুভঃ ক্রুদ্ধঃ [ সন্ ] ( কুপিত হইয়া ) বচঃ অববীং ( বাক্য বলিল ) ।

অনুবাদ।—ঋষি বলিলেন,—প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুস্তকে নিহত এবং সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শুভ কুপিত হইয়া এই কথা বলিল ।

[ চণ্ডিকার প্রতি শুভের উক্তি ]

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৭৪ )

অন্বয়ার্থ।—বল-অবলেপ-দৃষ্টে ( হে বলগর্বে দুর্কিনীতে ) দুর্গে ! স্বং ( তুমি ) গর্কং মা আবহ ( গর্ক করিও না ) । অতিমানিনী [ সতী অপি ] ( অতি গর্কিতা হইয়াও ) যা স্বং ( যেই তুমি ) অত্মাং ( অত্ম দেবীগণের ) বলম্ আশ্রিত্য ( শক্তি আশ্রয় করিয়া ) যুদ্ধসে ( যুদ্ধ করিতেছ ) ।

অনুবাদ।—হে বলগর্বে দুর্কিনীতে দুর্গে ! তুমি গর্ক করিও না ; যেহেতু তুমি অতিমানিনী হইয়াও অত্ম দেবীগণের শক্তি আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ ।

টিপ্পনী ।

বলাবলেপদৃষ্টে—(১) বলেন যঃ অবলেপঃ গর্কঃ তেন দৃষ্টে দুর্কিনীতে ! হে বলগর্বে দুর্কিনীতে ! ( নাগোজী ) (২) বলং মাতৃগণঃ তস্মাদ্ অবলেপঃ গর্কঃ তেন দৃষ্টে উক্তে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । এখানে 'বল' শব্দে মাতৃগণকে বুঝাইতেছে, তাঁহাদের গর্বে উদ্ধতা ।



অগ্ন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে—তুমি ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণের শক্তি আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ। শুভাসুরের উক্তির অভিপ্রায় এই,—তুমি পূর্বে সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলে, “যো মাং জয়তি সংগ্রামে” (৫।১২০) যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে ইত্যাদি, কিন্তু কার্য্যতঃ তুমি অগ্নাত্ত দেবীর বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ। কালী কর্তৃক চণ্ডমুণ্ড নিহত হইয়াছে। রক্তবীজের রক্তপানও কালীই করিয়াছেন। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তির সহায়তায় তুমি নিশ্চিন্তকে নিপাতিত করিয়াছ। অতএব তুমি তোমার সংগ্রাম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ।

শুভের সমগ্র সৈন্যবল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, সেনানায়কগণ এবং ভ্রাতা নিশ্চিন্ত নিহত হইয়াছে; শুভাসুর এখন রণক্ষেত্রে একাকী উপস্থিত। কিন্তু চণ্ডিকাদেবী কিঞ্চিৎকাল ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া দেবীগণের সহিত পূর্ণশক্তিতে বিরাজমানা। ইহাতে রোষে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া শুভ দেবীকে বলিল, “হে দুর্গে! তুমি অগ্নের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ, স্ততরাং তোমার নিজের গর্ভ করিবার কিছুই নাই।

### [ চণ্ডিকার প্রত্যুত্তর—দেবী একা অদ্বিতীয়া ]

মন্ত্র ৪—৫, ( পৃ: ৭৪ )

অর্থার্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( শুভাসুরকে বলিলেন ),—অত্র জগতি ( এই জগতে ) অহম্ ( আমি, চণ্ডিকা ) একা এব [ অস্মি ] ( একাই আছি ) ; মম অপরা দ্বিতীয়া ( আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয়া ) কা [ অস্মি ] ( কে আছে ) ? দুষ্ট ( রে দুর্শ্রুতি শুভ ) ! এতাঃ ( এই সকল ) মদ-বিভূতয়ঃ ( আমার বিভূতি সমূহ ) ময়ি এব ( আমাতেই ) বিশস্ত্যঃ ( প্রবেশ করিতেছেন ) পশু ( দেখ ) ।

অনুবাদ।—দেবী কহিলেন, এই জগতে আমি একাই আছি ; আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয়া কে আছে ? ওরে দুষ্ট দেখ, এই সকল আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন ।

টিপ্পনী ।

একৈকবাহু—ঋতি বলিতেছেন, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ( ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।২।১,২ ) । ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় । এতদ্বারা ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই ভেদত্রয়ের প্রতিবেধ হইয়াছে । বৃক্ষ ও মনুষ্য ভিন্ন জাতীয় বস্তু, তাহাদের পরম্পর ভেদকে বিজাতীয় ভেদ বলে ।



আত্ম বৃক্ষ ও নারিকেল বৃক্ষে সজাতীয় ভেদ এবং একই বৃক্ষের ফল, ফল, শাখা বা পল্লব ইত্যাদি বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্বগত ভেদ বিদ্যমান। এই জগতে বস্তু বস্তু আছে সমস্তই এই তিন প্রকার ভেদযুক্ত। কেবল মাত্র ব্রহ্ম এমন একটি বিচিত্র পদার্থ যে, ইহার সজাতীয়, বিজাতীয় কিম্বা স্বগত অপর কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মস্বরূপিনী আত্মশক্তি ভগবতী চণ্ডিকা উক্ত ত্রিবিধ ভেদবর্জিতা, একা অদ্বিতীয়া।

দ্বিতীয়া কা মমাপনা—যেহেতু আমি পরমাত্মস্বরূপিনী, অতএব আমার সহায়ভূতা দ্বিতীয়া আর কে আছে? কেহই নাই, ইহাই তাৎপর্য (নাগোজী)।

ঋতি বলিয়াছেন, “ন তু তদ্বিতীয় মন্তি” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৩।২৩)। তাঁহা হইতে দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। “নেহ নানাস্তি কিংচন” (কঠোপনিষৎ, ৪।১১)। ইহাতে কোন প্রকার নানাস্ব নাই।

দেবী-গীতায় ভগবতী এ সম্বন্ধে হিমালয়কে বলিতেছেন,—

ন তদন্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্ ।  
যতন্তি চেতচ্ছূণ্ডং শ্রাদ্ বক্ষ্যাপুত্রোপমং হি তং ॥  
রজ্জ্বৰ্থা সর্প-মালাভেদৈরেকা বিভাতি হি ।  
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ ॥  
অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্লিতং তন্ন ভাসতে ।  
তস্মান্নাসত্ত্বগ্নৈতৎ সত্তাবল্লাগুথা ভবেৎ ॥

(দেবী-গীতা, ৩।১৭-১৯)

আমি ব্যতীত এই চরাচরে আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই; যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বক্ষ্যাপুত্র সদৃশ অসৎ। যেমন একমাত্র রজ্জ্বই সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মরূপিনী একমাত্র আমিই ঈশ্বরাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। কল্লিত কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, অতএব আমাতে কল্লিত এই জগৎ ও আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাব্যুক্ত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

অযোয্য বিশল্যোন্মদ-বিভূতয়ঃ—এতদ্বারা ভেদ নিরস্তু হইল; অল্পভূয়মান ভেদ বাস্তব নহে (নাগোজী)।



দেবী বলিতেছেন,—

জগতো নাহমস্মা স্মাৎ, স্মান্নদগ্জ্জগচ্চ ন ।

জগতো মম চাঠ্যক্যাম্ ব্যক্তিরগ্না ততোহস্তি কা ॥

অহঙ্ক জগতী চৈকা জগতী মনয়ী মতঃ ।

দুষ্কবদমধি চাপ্যেকং দধি দুষ্কময়ং যতঃ ॥

(শাস্তনবী টীকা-ধৃত)

আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নহি এবং জগৎও আমা হইতে পৃথক্ নহে । আমার ও জগতের অভিন্নতা হেতু মদতিরিক্ত দ্বিতীয় কে আছে ? যেমন দধি দুষ্কময় এবং দুষ্ক দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎ ও মনয়ী ।

গীতার ১০।৭ শ্লোকের টীকা হইতে “বিভূতি” শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ অবগত হওয়া যায়,—(১) বিস্তার (শব্দর) ; (২) বিবিধ প্রকার হওয়া (বিবিধা ভূতিঃ ভবনম্), বৈভব সর্বাঙ্গকতা (আনন্দগিরি) ; (৩) ঐশ্বর্য (রামায়জ) ।

বিভূতি কখনও আশ্রয় বা অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত পৃথক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু হয় না । একা অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী চণ্ডিকার বিভূতিসমূহ তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র । ইহাদের স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই । শুভ তাহার আস্থরিক বুদ্ধি হেতু এই স্বল্প তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ ; এই কারণে দেবী তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলেন যে, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তিগণ একে একে সকলেই তাঁহার দেহে লীন হইয়া যাইতেছেন “যধোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ” (মুণ্ডক ১।১।৭) মাকড়শা যেমন স্বয়ং সূত্র উৎপাদন করে এবং উহা গ্রাস করে, তদ্রূপ আত্মাশক্তি চণ্ডিকা ইচ্ছামাত্র স্বকীয় সত্তা হইতে বিভূতিসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আবার ইচ্ছামাত্র তাঁহাদিগকে স্বীয় সত্তাতেই সংহরণ করিয়া লইলেন ।

[ চণ্ডিকার শরীরমধ্যে মাতৃগণের লয় ]

ব্রহ্ম ৬, (পৃঃ ৭৫)

অস্বয়্যার্থ।—ততঃ (অনন্তর) ব্রহ্মাণী-প্রমুখাঃ (ব্রহ্মাণী প্রভৃতি) তাঃ সমস্তাঃ দেব্যাঃ (সেই সমস্ত দেবীগণ) তস্মাঃ দেব্যাঃ (সেই দেবী চণ্ডিকার) তনৌ (শরীরে) লয়ং জগ্মুঃ (লয় প্রাপ্ত হইলেন) । তদা (তখন) অম্বিকা (চণ্ডিকা) একা এব (একাই) আসীৎ (বহিলেন) ।



অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবীগণ ঐ দেবীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন অম্বিকা একাই রহিলেন।

টিপ্পনী।

লয়ং জগ্মুঃ—ব্রহ্মাদি হইতে আবির্ভূতা হইলেও মাতৃগণের চণ্ডিকাতে লয় দর্শনদ্বারা ইনিই সমস্তের উপাদানস্বরূপা ইহা প্রদর্শিত হইল। মাতৃগণ মূলশক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়াই এইরূপ উক্ত হইল। (নাগোত্তী)

অম্বিকা—অম্বা এব অম্বিকা, জগন্মাতা। ললিতা-সহস্রনাম-ভাষ্য “সৌভাগ্যভাস্কর” গ্রন্থে শ্রীমদভাস্কর রায় বলেন, “ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তীনাং সমষ্টিঃ অম্বিকা ইত্যুচ্যতে”। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, ইহাদের সমষ্টিস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি ভগবতীই অম্বিকা নামে অভিহিতা।

ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তিস্বরূপিণী।

সর্বাধারা স্প্রতিষ্ঠা সদসদ্রূপধারিণী ॥

(ললিতাসহস্রনাম, ২।১৩০)

মন্ত্র ৭—৮, (গুঃ ৭৫)

অম্বয়ার্থ—দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (শুভকে বলিলেন),—অহং (আমি) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্য দ্বারা) ইহ (এই রণক্ষেত্রে) বহুভিঃ রূপৈঃ (বহু মূর্তিতে) যং আস্থিতা (যে অবস্থিতা ছিলাম), তং (তাহা) ময়া (আমাকর্তৃক) সংহতম্ (প্রত্যাহত হইল)। [অহং] (আমি) একা এব তিষ্ঠামি (একাই অবস্থান করিতেছি), আজৌ (যুদ্ধে) [যং] (তুমি) স্থিরঃ ভব (স্থির হও)।

অনুবাদ—দেবী বলিলেন,—আমি ঐশ্বর্য্যদ্বারা এইস্থলে যে বহু মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম, আমা কর্তৃক তাহা প্রত্যাহত হইল। আমি একাই অবস্থান করিতেছি, যুদ্ধে তুমি স্থির হও।

টিপ্পনী।

অহং বিভূত্যা..... আস্থিতা—সৌভাগ্যভাস্কর গ্রন্থে ভাস্কর রায় বলেন, একা অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি ভক্তগণকে অহুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাদের স্ব স্ব বাসনা অনুসারে এবং বিভিন্ন কার্য্য ভেদে অনন্তরূপ ধারণ করিয়া থাকেন (ভক্তাহুজিহ্বকয়া তত্তদ্বাসনানুসারেণ কার্য্যভেদেন চ গৃহীতানাং রূপাণাম্ অনন্তস্বাৎ)।



সুপ্রভেদ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

যতীনাং মন্ত্রিণাং চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা ।

ধ্যানপূজানিমিত্তং হি তত্ত্বগুহ্যত্বাতি মায়য়া ॥

যক্তি, মন্ত্রবিৎ, জ্ঞানী ও যোগিগণের ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ভগবতী মায়াধারা বহরূপ ধারণ করিয়া থাকেন ।

কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

মায়ৈকা ভিন্নরূপেণ কমলাধায়া সরস্বতী ।

সাবিত্রী সা চ সন্ধ্যা চ ভূতা কার্য্যশ্চ ভেদতঃ ॥

এক অদ্বিতীয়া মহামায়াই কার্য্যভেদে কমলা, সরস্বতী, সাবিত্রী, সন্ধ্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন ।

এক অদ্বিতীয়া ভগবতী চণ্ডিকা কেন আপনাকে বহরূপে প্রকাশিত করেন, বিভূতি-সমূহের প্রয়োজন কি, এই দুইরূহ তত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—“মা একই, তবে তিনি আমাদের সম্মুখে নানারূপে আবির্ভূতা; বহু তাঁর শক্তি ও মূর্তি, বহু তাঁর প্রকাশ ও বিভূতি—সকলে তাঁরই কাঙ্ক্ষ ব্রহ্মাণ্ডে ক’রে চলে। যে অদ্বিতীয়াকে মা ব’লে আমরা পূজা করি তিনি বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠাত্রী, ভগবতী চিৎশক্তি। এক তিনি, অথচ এত বহুরূপী যে, তাঁর গতি অমুসরণ ক’রে চলা অতি ক্ষিপ্ত মন বা সর্বতোভাবে মুক্ত, পরম ব্যাপক বুদ্ধিরও পক্ষে অসম্ভব। মা পরমেশ্বরের চৈতন্য ও শক্তি, নিজের যাবতীয় সৃষ্টির বহু উর্দ্ধে তিনি। তবে তাঁর গতিবিধি কিছু আমরা দেখতে ও অনুভব করতে পারি—তাঁর বিশেষ বিশেষ বিগ্রহের ভিতর দিয়ে, আর যে নানা দেবীমূর্তি ধ’রে তিনি কৃপাভরে তাঁর সৃষ্ট জীবের কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন তাদের কল্যাণে—এরা সকলে অপেক্ষাকৃত সহজগ্রাহ্য, কারণ এদের গুণ ও ক্রিয়া অধিকতর নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।” ( “মা”, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫ )

[ চণ্ডিকার সহিত শুভাসুরের যুদ্ধ ]

অঙ্ক ৯—১০, ( পৃ: ৭৫ )

অন্বয়ার্থ—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ স্বরথকে বলিলেন ),—ততঃ ( অনন্তর ) পশুতাং ( দর্শনকারী ) সর্বদেবানাম্ ( সকল দেবগণের ) অসুরাণাং চ ( এবং অসুরগণের সম্মুখে ) দেব্যা: ( চণ্ডিকা দেবীর ) শুভশ্চ চ ( এবং শুভের ) উভয়ো: ( উভয়ের ) দাক্ষণং যুদ্ধং ( ভীষণ সংগ্রাম ) প্রববৃতে ( আরম্ভ হইল ) ।



অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—অনন্তর অবলোকনকারী সকল দেবতা ও অশুরের সমক্ষে দেবী ও শুভ উভয়ের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।  
টিপ্পনী।

দারুণত্ব—যদি শুভ জয়লাভ করে তাহা হইলে দেবগণের ভয়, যদি দেবী জয়লাভ করেন তবে অশুরদের ভয়, অতএব দেবতা এবং অশুর উভয় পক্ষের জন্যই এই যুদ্ধ দারুণ।  
( শান্তনবী )

অঙ্ক ১১, ( পৃ: ৭৫ )

অঙ্ক্যার্থ।—শরবর্ষে: ( বাণবৃষ্টি দ্বারা ) শিঠৈ: শঠৈ: ( শাণিত বড়গাদি শস্ত্রদ্বারা ) তথা ( এবং ) দারুণৈ: অষ্টৈ: চ ( শক্তি প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র দ্বারা ) তয়ো: ( দেবী ও শুভ উভয়ের মধ্যে ) ভূয়: ( পুনরায় ) সর্ব-লোক-ভয়ঙ্করং ( সকল লোকের ভয়োৎপাদক ) যুদ্ধম্ অভূং ( যুদ্ধ হইল )।

অনুবাদ।—বাণবৃষ্টি, শাণিত শস্ত্র এবং ভীষণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে পুনরায় সর্বলোকের ভয়োৎপাদক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

অঙ্ক ১২, ( পৃ: ৭৫ )

অঙ্ক্যার্থ।—অথ ( অনন্তর ) অশ্বিকা ( চণ্ডিকা দেবী ) যানি ( যে সকল ) শতশ: ( শত শত ) দিব্যানি অস্ত্রাণি ( দিব্য অস্ত্রসমূহ ) মুমুচে ( নিষ্ক্ষেপ করিলেন ), দৈত্য-ইন্দ্র: ( দৈত্যরাজ শুভ ) তৎ-প্রতীঘাত-কর্তৃভি: ( সেই সকল দিব্যাস্ত্রের প্রতিবেধক অস্ত্রসমূহ দ্বারা ) তানি ( সেই সকলকে ) বভঞ্জ ( ভগ্ন করিল )।

অনুবাদ।—অনন্তর অশ্বিকা যে সকল দিব্যাস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিলেন, দৈত্যরাজ শুভ তাহাদের প্রতিবেধক অস্ত্রসমূহ দ্বারা সে সমস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিল।

টিপ্পনী।

দিব্যানি অস্ত্রাণি—মন্ত্রপূত দৈবশক্তি সম্পন্ন অলৌকিক আগ্নেয়াদি অস্ত্রসমূহ।

তৎপ্রতীঘাতকর্তৃভিঃ—তেষাং দিব্যাস্ত্রাণাং প্রতীঘাত: নিরাকরণং তৎকারিভি: প্রত্যষ্টৈ: ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। শুভাশুর দেবী কর্তৃক নিষ্ক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দ্বারা নিরস্ত করিল, বারুণাস্ত্রকে বায়বাস্ত্র দ্বারা, বায়বাস্ত্রকে পন্নগাস্ত্র দ্বারা, পন্নগাস্ত্রকে গাকড়াস্ত্র দ্বারা নিরস্ত করিল। অস্ত্রশাস্ত্র সিদ্ধান্তানুসারে এইগুলি পরস্পর “প্রত্যস্ত” ( শান্তনবী )।



মন্ত্র ১৩, ( পৃ: ৭৫ )

অম্বমার্থ।—তেন চ ( এবং শুভ কৰ্তৃক ) মুক্তানি ( নিষ্কিণ্ণ ) দিব্যানি অম্বানি ( দিব্য অস্ত্রসমূহকে ) পরমেশ্বরী ( সৰ্বনিয়ন্ত্রী চণ্ডিকা দেবী ) উগ্র-হৃদার-উচ্চারণ-আদিভিঃ ( ভীষণ হৃদার ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা ) লীলয়া এব ( অনায়াসেই ) বভগ্ন ( ভগ্ন করিলেন ) ।

অনুবাদ।—এবং শুভ কৰ্তৃক নিষ্কিণ্ণ দিব্য অস্ত্রসমূহকে পরমেশ্বরী ভীষণ হৃদার ধ্বনি ইত্যাদি দ্বারা অনায়াসেই ভগ্ন করিলেন ।

টিপ্পনী ।

উগ্রহৃদারোচ্চারণাদিভিঃ—উদ্ভটক্ৰোধযুক্ত শব্দ উচ্চারণাদি দ্বারা । আদি শব্দে ক্ৰোধপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন ইত্যাদি বুঝাইতেছে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

মন্ত্র ১৪, ( পৃ: ৭৫ )

অম্বমার্থ।—ততঃ ( তৎপর ) সঃ অম্বরঃ ( সেই শুভাস্বর ) শর-শতৈঃ ( শত শত শর দ্বারা ) দেবীম্ ( চণ্ডিকা দেবীকে ) আচ্ছাদয়ত ( আচ্ছাদন করিল ) ; সা দেবী চ অপি ( এবং সেই চণ্ডিকা দেবীও ) কুপিতা [ সতী ] ( ক্রুদ্ধা হইয়া ) ইবুভিঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) তৎ ধনুঃ ( সেই ধনু অর্থাৎ শুশ্রুত ধনু চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) ) ।

অনুবাদ।—তৎপর ঐ অম্বর শত শত শর দ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং দেবীও কুপিতা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা তদীয় ধনু ছেদন করিলেন ।

টিপ্পনী ।

শর—স্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ ; পূর্বকালে ইহা হইতে বাণ প্রস্তুত হইত । এখনও সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পার্বত্য জাতিরা শরদ্বারা বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে । কোদণ্ড-মণ্ডনের সপ্তম অধ্যায়ে বাণলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

চাপযোনির্বিধা প্রোক্তা শর-নারাচ-সংজ্ঞয়া ।

শরৌ বৈগব-মৌজৌ ধৌ নার্যাচৌ লৌহনির্মিতঃ ॥ ৭।১

চাপ-যোনি বা বাণ বিবিধ,—শর ও নারাচ । বাঁশ ও মৃৎ-তৃণ দ্বারা দুই প্রকার শর নির্মিত হয় ; নারাচ লৌহ নির্মিত ।

তীর নির্মাণের জন্ত কিরূপ শর আহরণ করিবে, এ সম্বন্ধে বুদ্ধ শাস্ত্রধর বলেন,—বেশী মোটা বা সফ না হয়, কাঁচা না হয়, ভাল পাকা হইয়া অথচ ধারাপ মাটিতে না জন্মে, গাঁইট না



থাকে, কাঁচা না থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, এরূপ শর যথাসময়ে সংগ্রহ করিবে। কঠিন, স্বগোল এবং উত্তম স্থানে বেষর জন্মে, তীর নির্মাণের জন্য তাহাই গ্রহণ করিবে। সেই শর দুই হাতের অধিক লম্বা বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা মোটা হইবে না। সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হইবে। কোথাও বাঁকা থাকিলে বন্ধ দিয়া টানিয়া সোজা করিয়া লইতে হইবে।

কোদণ্ডমণ্ডনে নারাচ নির্মাণ-প্রণালী এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

স্বস্নিগ্ধঃ কোমলঃ লৌহমভগ্নঃ সূদৃঢ়কঃ যৎ ।

দ্বিবিহস্তাশ্চ নারাচাঃ কর্তব্যাঃ স্তম্ননোহরাঃ ॥ ৭৮

স্বস্নিগ্ধ, কোমল, অভগ্ন ও সূদৃঢ় লৌহ দ্বারা দুই হস্ত পরিমিত নারাচ প্রস্তুত করিবে।

তীরে পাখা আঁটিয়া না দিলে তাহার সরল গতি হয় না। পাখা থাকিলে বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং তীরও ঠিক সোজা বাইতে পারে, বাঁকিয়া গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিরূপ পাখা যোজনা করিবে, সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর বলেন,—কাক, হংস, শশ, মাছরালা, ময়ূর, চিল, কুরুর ও বক এই সকল পাখীর পালকই উত্তম। প্রত্যেক তীরে ৪টি করিয়া পালক ( সমান্তর ভাবে ) যোজনা করিবে।

স্বলক্ষণযুক্ত তীরের অগ্রভাগে কিরূপ ফলা পরাইতে হয়, সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর বলেন,—সকল ফলা সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া চাই। ফলা প্রস্তুত হইলে তাহার গায়ে বজ্রলেপ দিতে হয়। শরের ফলা নানাপ্রকার—আরামুখ, ক্ষুরগ্র, গোপুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, ভল্ল, বৎসদন্ত, বিভল্ল, কর্ণিক, কাকতুণ্ড প্রভৃতি।

মন্ত্র ১৫, ( পৃ: ৭৫ )

অম্বস্মার্থ।—অথ ( অনন্তর ) ধনুষি তথা ছিন্নে ( এইরূপে ধনু ছিন্ন হইলে ) দৈত্য-ইন্দ্রঃ ( দৈত্যাধিপতি শুভ ) শক্তিমুদাদদে ( শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল )। দেবী ( চণ্ডিকা ) চক্রেন ( চক্রদ্বারা ) অস্ত্র ( ইহার, শুস্তের ) কর-স্থিতাং ( হস্তস্থিত ) তাম্ অপি ( সেই শক্তিকেও ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )।

অনুবাদ।—অনন্তর এইরূপে ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যাধিপতি শক্তি গ্রহণ করিল। দেবী চক্রদ্বারা তাহার করস্থিত সেই শক্তিও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।



টিপ্পনী ।

ধনু—যুক্তিকল্পতরুতে ধনু দ্বিবিধ—(১) শার্ঙ্গ অর্থাৎ শৃঙ্গ নির্মিত এবং (২) বাংশ অর্থাৎ বংশ নির্মিত । বৈশম্পায়ন প্রোক্ত ধনুর্কোদে জানা যায়, শার্ঙ্গ ধনু তিন স্থানে বাঁকান, “শার্ঙ্গিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈগবং সর্কনামিতম্ ।” বুদ্ধ শার্ঙ্গধর বলেন,—প্রায়ই শার্ঙ্গধনু গজারোহী ও অশ্বারোহীদিগের জন্ত নির্মিত হইয়া থাকে । রথীও পদাতিকগণ বাংশ ধনু ব্যবহার করিবে । বাঁশের ধনু হইলে তাহার গাঁইট (পর্ক) পরীক্ষা করিতে হয় । তিন, পাঁচ, সাত ও নয়টি গাঁইট থাকিলে মঙ্গল হয় । কিন্তু চারি, ছয় বা আট গাঁইট থাকিলে পরিত্যাগ করিবে । যে ধনুকে নয়টি পর্ক থাকে তাহাকে “কোদণ্ড” বলে । চারি হাত ধনু উত্তম, সাড়ে তিন হাত ধনু মধ্যম এবং তিন হাত ধনু অধম । যে ধনুকে প্রস্তর প্রভৃতি নিক্ষেপ করা হয় তাহাকে “উপলক্ষ্যপক” ধনু কহে । এই ধনুকের পরিমাণ তিন হাত এবং বিস্তৃতি দুই অঙ্গুলি হইবে ।

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৭৬ )

অর্থার্থ—ততঃ ( তৎপর ) দৈত্যানাং ( দৈত্যদিগের ) অধিপ-ঈশ্বরঃ ( রাজাধিরাজ, শুল্ক ) খড়্গাঃ ( অসি ) ভানুমৎ ( দীপ্তিশালী ) শত-চন্দ্রাঃ [ চন্দ্র ] ( শতচন্দ্রাঙ্কিত ঢাল ) উপাদায় ( গ্রহণ করিয়া ) তদা ( তখন ) দেবীম্ অভ্যধাবৎ ( দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ) ।

অনুবাদ—তৎপর দৈত্যগণের রাজাধিরাজ ( শুল্ক ) খড়্গা এবং দীপ্তিশালী শতচন্দ্রাঙ্কিত ঢাল গ্রহণ করিয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ।

টিপ্পনী ।

শতচন্দ্রাঃ—শতং চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকারাঃ মণিময়াঃ যত্র তৎ, শতচন্দ্রাখ্যং ফলকম্ ( তদ্ব-প্রকাশিকা ) । শতচন্দ্রাকার মণি খচিত ঢাল ।

দৈত্যানাং অধিপেশ্বরঃ—দৈত্যানাং যে অধিপাঃ, তেবাম্ অপি ঈশ্বরঃ ( চতুর্ধরী ) । ধূলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুস্ত প্রভৃতি দৈত্যনায়কদেরও যিনি নিয়ন্তা, অর্থাৎ শুল্ক ।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৭৬ )

অর্থার্থ—চণ্ডিকা ধনুঃ-মূর্ত্তৈঃ ( ধনু হইতে নিষ্কিপ্ত ) শিটৈঃ বাণৈঃ ( তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা ) আপততঃ এব তস্ম ( আগত-প্রায় তাহার, শুস্তের ) অর্ক-কর-অমলং ( সূর্য্য ক্রিয়ণসদৃশ নির্মল ) খড়্গাঃ চন্দ্র চ ( অসি ও ঢাল ) আশু ( তৎক্ষণাৎ ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) ।



অনুবাদ ।—চণ্ডিকা তাঁহার ধনু হইতে নিষ্কিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা আগত প্রায় শুভের সূর্য্যাকিরণবৎ নির্মল খড়্গ ও ঢাল তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

টিপ্পনী ।

অতঃপর কেহ কেহ “অশ্বাংশ পাতয়ামাস রথং সারথিনা সহ” এই শ্লোকোক্তি অধিক পাঠ করেন ।

খড়্গ—বৈশম্পায়ন-প্রোক্ত ধনুর্বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অস্ত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম খড়্গ প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপর বেণপুত্র পৃথু রাজার সময় ধনুক প্রভৃতি আয়ুধ প্রচারিত হয় । আগ্নেয় ধনুর্বেদে খড়্গলক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—অর্দ্ধশত অঙ্গুলি পরিমিত খড়্গই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ইহার অর্দ্ধ পরিমিত হইলে মধ্যম, উহার ন্যূনপরিমিত খড়্গ ধারণ করিবে না । যে খড়্গ দীর্ঘ এবং যাহার শব্দ স্তম্ভুর কিঙ্কিণী শব্দ সদৃশ সেই খড়্গ ধারণ করাই প্রশস্ত । পদ্ম পলাশাগ্র, মণ্ডলাগ্র, করবীর দলাগ্র এবং স্মৃতগন্ধ ও আকাশপ্রভ খড়্গই সুপ্রশস্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । কাকোলুক বর্ণ খড়্গ অতি বিষম, তাহা ধারণ করা কৰ্ত্তব্য নহে । খড়্গে দর্পণবৎ মুখ দর্শন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট-মুখে স্পর্শ করিবে না । খড়্গের মূল্য এবং কোন্ জাতীয় খড়্গ তাহা কহিবে না এবং রাজ্যে মন্তকে খড়্গ ধারণ করিবে না । খটা ও খট্টরদেশজাত অসিসমূহ অত্যন্ত সূদৃশ জানিবে । ঋষিক দেশজাত খড়্গ শরীরচ্ছেদে স্তম্ভমর্থ । শূর্পারক দেশোদ্ভব খড়্গ সমধিক দৃঢ় হয় । অঙ্গদেশজাত খড়্গ অতিশয় তীক্ষ্ণ, কিন্তু বঙ্গদেশজাত খড়্গ তীক্ষ্ণ এবং ছেদসহ উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত । “তীক্ষ্ণাচ্ছেদসহা বঙ্গাতীক্ষ্ণাঃ স্যুচ্চান্দ্র-দেশজাঃ ।” ( অগ্নিপুর্বাণ, অধ্যায় ২৪৫, বঙ্গবাসী )

বরাহমিহির কৃত “বৃহৎসংহিতা” গ্রন্থের ৫০ তম অধ্যায়ে খড়্গলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । তাহাতে কি করিয়া খড়্গে পাইন দিতে হয় তাহা এবং অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে । ইহা হইতে জানা যায় যে, সেকালে একরূপ ধরবার কঠিন অসি নির্মিত হইত যে তদ্বারা পাথরও কাটা যাইত ।

মন্ত্র ১৮, ( পৃঃ ৭৬ )

অঙ্গমার্থ ।—তদা ( তখন ) হত-অশ্বঃ ( যাহার অশ্ব নিহত হইয়াছে ) ছিন্ন-ধর্ম্মা ( যাহার ধনু ভগ্ন হইয়াছে ) বি-সারথিঃ ( যাহার সারথি বিনষ্ট হইয়াছে ) সঃ দৈত্যঃ ( সেই



দৈত্য শুভ ) অস্বিকা-নিধন-উত্তম : [ সন্ ] ( চণ্ডিকাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া )  
ঘোরং মুদগরং ( ভয়ঙ্কর মুদগর ) জগ্রাহ ( গ্রহণ করিল ) ।

**অনুবাদ**— তখন তাহার অশ্ব নিহত, ধনু ভগ্ন এবং সারথি বিনষ্ট  
হইলে সেই দৈত্য অস্বিকাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া ভীষণ মুদগর গ্রহণ  
করিল ।

টিপ্পনী ।

মুদগর—লৌহ লণ্ড ( তদ্বশ্রকাশিকা ) ।

ধনুর্কর্ষে হইতে অবগত হওয়া যায়, মুদগরের মূলদেশ কৃণ, স্বল্পদেশ বুল, মস্তকে শীর্ষক  
থাকে না । লম্বে তিন হাত, গুরুত্বে অষ্টভার, মুষ্টিযুক্ত, আকার বর্তুল বা গোল । ইহার  
পরিধি এক হস্ত । আগ্নেয় ধনুর্কর্ষে ইহার পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

তাড়নং ছেদনং বিপ্র তথা চূর্ণনমেব চ ।

মুদগরশ্চ তু কৰ্ম্মাণি তথা প্লবন-ঘাতনম্ ॥

( অগ্নিপুরাণ, ২৫২।১৪ )

তাড়ন, ছেদন, চূর্ণন, প্লবন এবং ঘাতন—এই কয়টি মুদগরের কৰ্ম্ম ।

মন্ত্র ১৯, ( পৃ: ৭৬ )

**অর্থ**—[ অস্বিকা ] আপততঃ তশ্চ ( আগতপ্রায় তাহার, শুভের ) মুদগরং  
( মুদগরকে ) নিশ্চিতঃ শরৈঃ ( তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) । তথাপি  
সঃ ( সেই শুভ ) মুষ্টিম্ উদ্যম্য ( মুষ্টি উদ্যত করিয়া ) বেগবান্ [ সন্ ] ( বেগযুক্ত হইয়া )  
তাম্ অভ্যধাবৎ ( তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল ) ।

**অনুবাদ**—সে আসিতে না আসিতে অস্বিকা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা  
তাহার মুদগর ছেদন করিলেন । তথাপি সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে  
তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল ।

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৭৬ )

**অর্থ**—সঃ দৈত্য-প্লবঃ ( সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুভ ) দেব্যাঃ হৃদয়ে ( চণ্ডিকাদেবীর  
হৃদয়ে ) মুষ্টিং পাতয়ামাস ( মুষ্টি প্রহার করিল ) । সা দেবী ( সেই দেবী চণ্ডিকা ) তং চ  
( তাহাকেও ) তলেন ( কবলদ্বারা, চপেটাঘাতে ) উরসি ( বক্ষঃস্থলে ) অতাড়য়ৎ ( আঘাত  
করিলেন ) ।



অনুবাদ।—সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ ( শুভ ) দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহার করিল। ঐ দেবীও তাহাকে কয়তল দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৭৬ )

অন্বয়ার্থ।—সঃ দৈত্যরাজঃ ( সেই দৈত্যরাজ শুভ ) তল-প্রহার-অভিহতঃ [ সন্ ] ( চপেটাঘাতে আহত হইয়া ) মহীতলে ( পৃথিবী পৃষ্ঠে ) নিপপাত ( পতিত হইল ) ; তথা ( এবং ) [ সঃ ] ( সে, শুভ ) সহসা ( তৎক্ষণাৎ ) পুনঃ এব ( পুনরায় ) উথিতঃ ( উথিত হইল )।

অনুবাদ।—সেই দৈত্যরাজ ( শুভ ) চপেটাঘাতে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় উথিত হইল।

[ শুভের সহিত দেবীর শূন্যে বাহুযুদ্ধ ]

মন্ত্র ২২, ( পৃ: ৭৬ )

অন্বয়ার্থ।—[ শুভঃ ] দেবীঃ প্রগৃহ ( চণ্ডিকাদেবীকে গ্রহণ করিয়া ) উৎপত্য চ ( এবং লক্ষপ্রদান করিয়া ) উচ্চৈঃ গগনম্ ( উচ্চ আকাশে ) আস্থিতঃ ( অবস্থান করিল )। তত্র অপি ( সেখানেও ) সা ( তিনি, চণ্ডিকা ) নিরাধারা [ সতী ] ( আশ্রয়শূন্য হইয়া ) তেন [ সহ ] ( তাহার অর্থাৎ শুভের সহিত ) যুদ্ধে ( যুদ্ধ করিলেন )।

অনুবাদ।—শুভ দেবীকে গ্রহণপূর্বক লক্ষপ্রদান করিয়া উচ্চ আকাশে অবস্থিতি করিল। দেবী আশ্রয়শূন্য হইয়া সেখানেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

টিপ্পনী।

নিরাধারা—(১) যদিও আকাশে দাঁড়াইবার মত আশ্রয় স্থান নাই তথাপি দেবী সেখানেও যেন পৃথিবীতেই আছেন, এইভাবে অনায়াসে শুভাস্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

(২) আধ্যাত্মিক অর্থে দেবীকে “নিরাধারা” বলিবার তাৎপর্য এইরূপ,—নির্গত আধারঃ অধিষ্ঠানান্তরং যন্তাঃ। সর্বজগদধিষ্ঠানশ্চ সত্যত্বেন আধারান্তরাযোগাৎ ( সৌভাগ্য-ভাস্করঃ )। যেহেতু তিনিই সর্বজগতের যথার্থ অধিষ্ঠানস্বরূপা, তাঁহার অপর আধার বা আশ্রয় নাই, এইজন্য চণ্ডিকা “নিরাধারা।”



মন্ত্র ২৩, ( পৃ: ৭৬ )

অম্বস্বার্থ।—তদা ( তখন ) খে ( আকাশে ) দৈত্য: চণ্ডিকা চ ( শুভ দৈত্য এবং চণ্ডিকাদেবী ) পরম্পরং ( পরস্পরের সহিত ) প্রথমং ( প্রথমে ) সিদ্ধ-মুনি-বিশ্বয়কারকং ( সিদ্ধগণ ও মুনিগণের বিশ্বয়জনক ) নিযুক্তং ( বাহযুক্ত ) চক্রতুঃ ( করিলেন ) ।

অনুবাদ।—তখন আকাশে দৈত্য ও চণ্ডিকা প্রথমে পরস্পরের সহিত সিদ্ধ ও মুনিগণের বিশ্বয়জনক বাহযুক্ত করিতে লাগিলেন ।

টিপ্পনী ।

নিযুক্ত—বাহযুক্ত, মল্লযুক্ত । আগ্রের ধনুর্কর্ষে উক্ত হইয়াছে,—আম্বুবিহীন হইয়া ধনুযুক্তকে “নিযুক্ত” বলে । ইহাকে যুদ্ধের মধ্যে অধম বলা হইয়াছে ।

ধনুঃ-শ্রেষ্ঠানি যুদ্ধানি প্রাসমধ্যানি তানি চ ।

তানি খড়্গদ্ব্যস্তানি বাহপ্রত্যবরাণি চ ॥

( অগ্নিপুরাণ, ২৪২।৬ )

ধনুযুক্ত শ্রেষ্ঠ, প্রাসযুক্ত মধ্যম এবং খড়্গযুক্ত ও বাহযুক্ত অধম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । মহাভারতের বিরাট পর্বে ( ১৩শ অধ্যায়, বদ্ধবাণী ) বিরাট ভবনে ছদ্মবেশী ভীম-সেনের সহিত জীমূত নামক এক মল্লের নিযুক্তের বিবরণ দৃষ্ট হয় । শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ( অধ্যায় ৪৩, ৪৪ ) কংস কর্তৃক অল্পশ্রিত ধনুর্ধ্বজে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত চাণুর, মুষ্টিকাদি মল্লের বাহযুক্ত বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়, প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লদ্বয় জিগীষু হইয়া হস্তে হস্তে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে, উরুতে উরুতে, মস্তকে মস্তকে পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত পূর্বক যুদ্ধ করিত । এই মল্লযুদ্ধে সন্নিপাত, অবধূত, প্রমাথ, উন্নয়ন, ক্ষেপণ, মুষ্টি, প্রকর্ষণ, বিকর্ষণ, অভ্যাকর্ষণ ও আকর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল প্রয়োগ করা হইত । মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ পূর্বোক্ত স্থলের টীকা প্রসঙ্গে “মল্লশাস্ত্র” হইতে এই সকল কৌশলের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ।

মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৭৬ )

অম্বস্বার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) অম্বিকা ( চণ্ডিকা দেবী ) তেন সহ ( শুভের সহিত ) সূচিরং ( বহুক্ষণ ) নিযুক্তং কৃৎবা ( বাহযুক্ত করিয়া ) [ তম্ ] উৎপাত্য ( তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ) লাময়ামাস ( বিঘূর্ণিত করিলেন ), ধরণীতলে ( পৃথিবীপৃষ্ঠে ) চিক্ষেপ ( নিক্ষেপ করিলেন ) ।



অনুবাদ।—অনন্তর অশ্বিকা তাহার সহিত বহুক্ষণ বাহুযুক্ত করিয়া তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন।

মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৭৭ )

অর্থার্থ।—সঃ হৃষ্ট-আত্মা ( হৃষ্টঃ আত্মা স্বভারো যশ্চ সঃ, সেই হুয়াত্মা শুভ ) ক্ষিপ্তঃ [ সন্ ] ( দেবী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ) ধরলীং প্রাপ্য ( ভূতল প্রাপ্ত হইলে ) মুষ্টিম্ উত্তম্য ( মুষ্টি উত্তত করিয়া ) চণ্ডিকা-নিধন-ইচ্ছয়া ( চণ্ডিকাকে বধ করিবার ইচ্ছায় ) বেগিতঃ [ সন্ ] ( বেগযুক্ত হইয়া ) অভ্যধাবত ( ধাবিত হইল )।

অনুবাদ।—সেই হুয়াত্মা ( শুভ ) নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলপ্রাপ্ত হইলে মুষ্টি উত্তত করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার ইচ্ছায় সবেগে ধাবিত হইল।

### [ চণ্ডিকা কর্তৃক শুভ বধ ]

মন্ত্র ২৬, ( পৃ: ৭৭ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( তখন ) দেবী ( চণ্ডিকা ) আয়ান্তঃ ( আগমনকারী ) তং সর্ব-দৈত্য-জন-ঈশ্বরং ( সকল দৈত্যজনের অধিপতি সেই শুভকে ) শূলেন ( শূলদ্বারা ) বক্ষসি বক্ষঃ স্থলে ( বিদারিত করিয়া ) জগত্যাং ( পৃথিবীতে ) পাতয়ামাস ( পাতিত করিলেন )।

অনুবাদ।—তখন দেবী সেই সর্বদৈত্যাধিপতি শুভকে আসিতে দেখিয়া শূল দ্বারা তাহাকে বক্ষঃস্থলে বিদারিত করিয়া পৃথিবীতে পাতিত করিলেন।

মন্ত্র ২৭, ( পৃ: ৭৭ )

অর্থার্থ।—দেবী-শূল-অগ্র-বিক্ষতঃ ( দেবীর শূলাগ্র দ্বারা বিদ্ধ ) সঃ ( সেই শুভ ) গত-অস্থঃ [ সন্ ] ( গত-প্রাণ হইয়া ) স-অন্ধি-দ্বীপাং ( সমুদ্র ও দ্বীপ সমন্বিত ) স-পর্বতাং ( পর্বত সমন্বিত ) সকলাং পৃথ্বীং ( সমুদয় পৃথিবীকে ) চালয়ন্ ( কম্পিত করিয়া ) উর্ক্যাং ( ভূতলে ) পপাত ( পতিত হইল )।

অনুবাদ।—দেবীর শূলাগ্রে বিদ্ধ সেই শুভ প্রাণহীন হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্বতা সমুদয় পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল।



## [ শুম্ভবধে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ]

মন্ত্র ২৮, ( পৃ: ৭৭ )

অর্থার্থ।—ততঃ ( অনন্তর ) তস্মিন্ দুরাঅনি ( সেই দুরাত্মা শুম্ভ ) হতে [ সতি ] ( হত হইলে ) অখিলং জগৎ ( সমগ্র বিশ্ব ) প্রসন্নং [ সৎ ] ( প্রসন্ন হইয়া ) অতীব স্বাস্থ্যম্ ( অত্যন্ত সুস্থতা ) আপ ( প্রাপ্ত হইল ); নভঃ চ ( এবং আকাশ ) নির্মলম্ অভবৎ ( নির্মল হইল ) ।

অনুবাদ।—অনন্তর সেই দুরাত্মা ( শুম্ভ ) নিহত হইলে সমগ্র জগৎ প্রসন্ন হইয়া অতিশয় সুস্থতা লাভ করিল এবং আকাশ নির্মল হইয়া গেল ।

মন্ত্র ২৯, ( পৃ: ৭৭ )

অর্থার্থ।—প্রাক্ ( পূর্বে ) যে ( যে সকল ) স-উচ্চাঃ ( উচ্চা সহিত ) উৎপাত-মেঘাঃ ( উৎপাত সূচক মেঘ ) আসন্ ( বিद्यমান ছিল ), তত্র পাতিতে [ সতি ] ( সেই শুম্ভ নিপাতিত হইলে ) তে ( তাহারা অর্থাৎ উৎপাতসূচক মেঘ ও উচ্চা সমূহ ) শমঃ যযুঃ ( শান্ত ভাব প্রাপ্ত হইল ), তথা ( এবং ) সরিতঃ ( নদী সমূহ ) মার্গ-বাহিনীঃ ( স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিনী ) আসন্ ( হইল ) ।

অনুবাদ।—পূর্বে যে সকল অনিষ্ট সূচক মেঘ ও উচ্চা বিद्यমান ছিল, শুম্ভ নিহত হইলে তাহারা শান্ত ভাব ধারণ করিল এবং নদীসমূহ নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।

টিপ্পনী ।

কোন কোন টীকাকার অষ্টাবিংশ মন্ত্রের পূর্বে উনত্রিংশ মন্ত্রটি পাঠ করেন ।

উৎপাতমেঘাঃ—উৎপাত সূচক মেঘ সমূহ যাহা দেবগণের পক্ষে শুভ এবং দৈত্যগণের পক্ষে অশুভ ( নাগোজী ) । অশুভ সূচক আকস্মিক দৈবঘটনাকে উৎপাত বলে । নানাপ্রকার অহিতাচরণের দ্বারা পাপ সঞ্চয় হেতু উৎপাত সৃষ্টি হইয়া থাকে । উৎপাত সমূহ দিব্য, আস্তরীক্ষ্য ও ভৌমভেদে ত্রিবিধ । চন্দ্র সূর্য্যগ্রাস আদি দৈব, উচ্চাপাতাদি আস্তরীক্ষ্য এবং ভূমিকম্পাদি ভৌম উৎপাত । বরাহ-মিহির কৃত বৃহৎসংহিতা, ৪৬তম অধ্যায়ে “উৎপাত লক্ষণ” বর্ণিত হইয়াছে ।



দশম অধ্যায় ]

শুভ-বধ

BANARAS.

**উক্তি—**(১) দিব্য তেজঃ (নাগোজী)। (২) জালা (শাস্তনবী)। রেখাকারে আকাশ হইতে পতিত তেজঃপুঞ্জকে উক্তি বলে। বরাহমিহিরের মতে উক্তি নানা প্রকার। ইহা কখন প্রেত, প্রহরণ, খর, করভ নক্র, কপি, দংষ্ট্রী, লাজুল ও যুগের ত্রায় আকার বিশিষ্ট হয়; কখনও বা গোধা, সর্প ও ধূমকুপা হয়, আবার কখনও ঘিশিরস্ফা হইয়া থাকে। নানা রূপিণী উক্তি সকল আকাশ পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে আকাশ মধ্য হইতে নিপতিত হয়। ইহারা রাজা ও রাজ্যনাশের কারণ এবং লোকের বিভ্রম সূচনা করে। (বৃহৎসংহিতা, ৩৩তম অধ্যায়, “উক্তি লক্ষণ” দ্রষ্টব্য)।

**মার্গবাহিত্যঃ—**মার্গং বহন্তি শবন্তি মার্গবাহিত্যঃ (শাস্তনবী)। নদীসমূহ আর পূর্ববৎ উৎপথগামিনী হইল না (নাগোজী)।

মন্ত্র ৩০-৩১, (পৃ: ৭৭)

**অষ্টমার্থ—**ততঃ (অনন্তর) তস্মিন্ নিহতে [সতি] (সেই শুভ নিহত হইলে) সর্বে দেবগণাঃ (সকল দেবতাগণ) হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ (হর্ষণে নির্ভরাপি পূর্ণানি মানসানি হেবাং তে, আনন্দপূর্ণ চিত্ত) বভূবুঃ (হইলেন)। গন্ধর্বাঃ (গন্ধর্বগণ) ললিতং জগুঃ (মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল)। তথা এব অগ্রে (এবং অন্ত্য গন্ধর্বগণও) অবাদয়ন্ (বাৎ বাজাইতে লাগিল), অঙ্গরোগণাঃ চ (এবং অঙ্গরাগণ) ননৃতুঃ (নৃত্য করিতে লাগিল)।

**অনুবাদ—**অনন্তর শুভ নিহত হইলে সমস্ত দেবগণের চিত্ত হর্ষপূর্ণ হইল। গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ বাৎ বাজাইতে লাগিল। আর অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

মন্ত্র ৩২, (পৃ: ৭৭)

**অষ্টমার্থ—**তথা (এবং) পুণ্যাঃ বাতাঃ (পবিত্র বায়ুসমূহ) ববুঃ (বহিতে লাগিল), দিবাকরঃ (সূর্য) সূপ্রভঃ (উত্তম কিরণশালী) অভূং (হইল); অগ্নয়ঃ চ (যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ) শাস্তাঃ (প্রশান্ত হইয়া) শাস্ত-দিক্-জনিত-স্বনাঃ [সন্তঃ] (শান্তিপূর্ণ দিকসমূহে শব্দ বিস্তারকারী হইয়া) জজলুঃ (জলিতে লাগিল)।

**অনুবাদ—**পবিত্র বায়ুসকল প্রবাহিত হইল, সূর্য্য শোভন কিরণশালী হইল, (যজ্ঞীয়) অগ্নিসমূহ প্রশান্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ দিকসমূহে শব্দ বিস্তারপূর্বক জলিতে লাগিল।



টিপ্পনী ।

ববুঃপুণ্যাস্থা বাভাঃ—দেবী কর্তৃক অস্ত্র নিধনের ফলে প্রকৃতিরাজ্যে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তম বায়ুগুণ শান্ত্যাব ধারণ করিল। বায়ু ধূলিবর্জিত, ঈষৎ শৈত্য ও সৌগন্ধযুক্ত হইয়া মৃদুমান গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

জজ্ঞনুচ্চাগ্নয়ঃ শাস্তাঃ—গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ, এই ত্রিবিধ যজ্ঞীয় অগ্নি ধূম্রহিত ও নির্মল হইয়া প্রজ্জলিত হইল। শুভের নিধনে বৈদিক যজ্ঞ যথাবিধি পুনরুজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

শাস্তাদিগ্জ্জনিতস্বনাঃ—(১) শাস্তাস্থ দিক্ষু জনিতঃ স্বনো বৈঃ তেহগ্নয়ঃ (দংশোদ্ধার টীকা)। শাস্ত অর্থাৎ শুভসূচক দিক্‌সমূহে শব্দ উৎপাদন করিয়াছিল একরূপ অগ্নিসমূহ। যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহের প্রশান্ত জ্বলন ধ্বনিতে দিক্‌সমূহ শাস্ত্যাব ধারণ করিল। (২) দিক্ষু জনিতঃ স্বনো দিগ্জ্জনিতস্বনাঃ। শাস্তা দিগ্জ্জনিতস্বনো যেষাম্ (চতুর্থী টীকা)। পূর্বে যে সকল অগ্নি দিগ্‌দাহসূচক অমঙ্গল ধ্বনি সূচনা করিত, এফণে তৎসমূহ শুভসূচক হইল।

কোন কোন টীকাকার “শাস্তাঃ দিগ্জ্জনিতস্বনাঃ” একরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। শুভ নিহত হইলে দিগ্জ্জনিত শব্দ অর্থাৎ উৎপাতসূচক শব্দসমূহ প্রশমিত হইল।

দুরাশ্রা শুভাস্ত্রের রাজত্বকালে আত্মরিকশক্তির প্রাবল্য হেতু অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নানাবিধ পাপাচরণ চলিতে থাকে; তাহার ফলে প্রকৃতিরাজ্যেও ঘোরতর বিপ্লব ও দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ভগবতী চণ্ডিকা কর্তৃক অস্ত্রনিধন সমাপ্ত হইলে জগতে দেবশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরাজ্যেও সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। অশান্তির দাবানল নির্বাপিত করিয়া চতুর্দিকে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; ২৮—৩২ মন্ত্রে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহ-মিহির বলেন,—“অপচারেণ নরাণামুপসর্গঃ পাপসঙ্করাদ্ ভবতি। সংসৃচয়ন্তি দিব্যাস্তরীক্ষ-ভৌমাস্তুত্বংপাতাঃ ॥ মনুজানাম্ অপচারাদ্ অপরজ্ঞা দেবতাঃ স্ফুন্ত্যন্তান। (বৃহৎসংহিতা, ৪৬।২-৩)

মনুজগণের অত্যাচারে দ্বারা পাপসঙ্কর হেতু উপসর্গ সৃষ্টি হয়,—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাতসকল তাহা সম্যকরূপে সূচনা করিয়া থাকে। মনুজগণের অসদাচরণ হেতু দেবতাগণ বিরক্ত হইয়া এই সকল উৎপাত সৃষ্টি করিয়া থাকেন।



মহুগণ বখন ঋতময় অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ও সংকল্পপরায়ণ হয় তখন প্রকৃতিরাজ্যে সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে; সমুদয় নৈসর্গিক পদার্থ জীবগণের কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। বায়ুসমূহ মধুক্ষরণ করিয়া প্রবাহিত হয়; নদীসমূহ মধুক্ষরণ করিতে করিতে ধাবিত হয়। এইজন্ত অগতের হিতকামী ঋতময় সাধকগণ বাহাতে প্রকৃতিরাজ্যে সর্বত্র শান্তি ও আনন্দধারা বর্ষিত হয়, সর্বদা মধুক্ষরিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে সতত প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের “মধুমতী” স্তুতে ঐ প্রার্থনাটি ধ্বনিত হইয়াছে দেখিতে পাই,—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাক্ষী ন সঙ্ঘোষধীঃ ॥

ঋতময় পুরুষের জন্ত বায়ুসমূহ মধু ক্ষরণ করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে। ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।

মধু নক্তমৃতোষসো, মধুমং পার্থিবং রজঃ।

মধু তোরন্ত নঃ পিতা ॥

রাত্রি এবং উষাসমূহ মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, পিতৃস্থানীয় স্থানলোক আমাদের নিকট মধুময় হউক।

মধুমান্নো বনস্পতি মধুমা অন্ত সূর্য্যঃ।

মাক্ষী গাবো ভবন্ত নঃ ॥

বনস্পতি আমাদের নিকট মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউক এবং গো-সমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।

( ঋগ্বেদ, ১।২০।৬-৮ )

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিমুর অধিকারসহস্রীয়

দেবীমাহাত্ম্যে শুভবধ নামক দশম

অধ্যায় সমাপ্ত।



## একাদশ অধ্যায়

### নারায়ণী স্তুতি

মন্ত্র ১-২, ( পৃ: ৭৮ )

অম্বস্বার্থ।—ঋষি: ( মেঘসু ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ স্বরথকে বলিলেন ) তত্র ( সেই যুদ্ধে ) মহা-অম্বর-ইন্দ্রে ( মহাস্বরগণের অধিপতি শুভ ) দেব্যা হতে ( দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক নিহত হইলে ) বহ্নি-পুরঃ-গমাঃ ( অগ্নিদেবকে অগ্রে স্থাপনপূর্বক ) স-ইন্দ্রাঃ স্বরাঃ ( ইন্দ্র-সহিত দেবগণ ) ইষ্ট-সম্ভাং ( অভীষ্টলাভ হেতু ) বিকাশি-বক্তাঃ ( প্রসন্নবদন ) তু ( = চ, এবং ) বিকাশিত-আশাঃ [ সন্তঃ ] ( পূর্ণমনোরথ হইয়া ) . তাং কাত্যায়নীং ( সেই কাত্যায়নীকে অর্থাৎ দেবী চণ্ডিকাকে ) তুষ্টু বু: ( স্তব করিতে লাগিলেন ) ।

অম্বুবাদ।—ঋষি কহিলেন,—তথায় মহাসুরাধিপতি শুভ দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রসহিত দেবগণ অগ্নিকে অগ্রগামী করিয়া অভীষ্টলাভ হেতু প্রসন্নবদন ও পূর্ণমনোরথ হইয়া কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন ।

টিপ্পনী ( মন্ত্রার্থবোধিনী ) ।

বহ্নিপুরোগমাঃ—বহ্নি:পুরোগমঃ অগ্রগো যেবাং তে । ঋতিতে উক্ত হইয়াছে, “অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাম্” অগ্নি দেবতাগণের প্রথম, অগ্রে তাঁহার স্থান । “অগ্নি-বৈদেবানাং মুখম্” অগ্নি দেবতাগণের মুখস্বরূপ ।

কাত্যায়নী—কাত্যায়নাশ্রমে প্রাহুভূত্বাং কাত্যায়নী ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । মহিষাসুরবধ নিমিত্ত নির্জিত দেবতাগণের তেজঃ-সমষ্টি হইতে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবী প্রাহুভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া “কাত্যায়নী” নামে অভিহিতা হন । (২) সর্বদেব-তেজঃসমুদ্ভাষিকায় দেব্যা ইয়ং সংজ্ঞা ( সৌভাগ্যভাস্বরঃ ) । সকল দেবগণের তেজঃসমষ্টি রূপিনী দেবীর নাম কাত্যায়নী । বামন পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

তচ্চাপি তেজো বরমুত্তমং মহান্না পৃথিব্যামভবৎ প্রসিদ্ধম্ ।

কাত্যায়নীত্যেব তদা বর্ভে সা নান্না চ তে নৈব জগৎপ্রসিদ্ধা ॥ ( ১৮।১৩ )

সেই পরমোত্তম সর্বতেজঃসমষ্টি হইতে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা কাত্যায়নীর উৎপত্তি হইল । তখন হইতে তিনি জগতে কাত্যায়নী নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।



যদিও কাত্যায়নী মহিষাসুর বধের নিমিত্ত আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তথাপি এস্থলে চণ্ডিকা বা কৌশিকীর সহিত অভিচার্থে কাত্যায়নী নামটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাদের মূলগত ঐক্য স্মৃতি হইতেছে, “অনেন পরম্পরম্ আসাম্ ঐক্যং স্মৃত্যতি।” (নাগোজী)

বিকাশিতাশাঃ—(১) বিকাশিতাঃ ফলিতা আশা মনোরথাঃ ঘেষাং তে। শুভাসুরের নিধনে দেবগণের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল। কোন কোন টীকাকার ইহার অন্তরূপ অর্থও করিয়াছেন,—(২) বিকাশিতাঃ আশাঃ দিশঃ ধৈঃ তে। ইহাদের তেজে দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল ঐদৃশ দেবগণ।

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ৭৮ )

অবস্থার্থ।—[ হে ] প্রপন্ন-আৰ্ত্তি-হরে ( হে শরণাগত ভক্তগণের দুঃখনাশিনি ) দেবি ( চণ্ডিকে ! ) প্রসীদ ( প্রসন্ন হও )। অখিলশ্র জগতঃ মাতঃ ( হে নিখিল জগতের জননি ! ) প্রসীদ ( প্রসন্ন হও )। বিশ্ব-ঈশ্বরী ( হে জগদীশ্বরী ! ) প্রসীদ ( প্রসন্ন হও ), বিশ্বং পাহি ( জগৎকে রক্ষা কর )। [ হে ] দেবি ! ত্বং ( তুমি ) চর-অচরশ্র ( স্থাবর ও জলমাত্মক জগতের ) ঈশ্বরী ( নিয়ন্ত্রী )।

অনুবাদ।—হে শরণাগত ভক্তজনের দুঃখনাশিনি দেবি। প্রসন্ন হও। হে নিখিল জগতের জননি। প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরী। প্রসন্ন হও, বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি। তুমি চরাচর বিশ্বের নিয়ন্ত্রী।

টিপ্পনী।

গুপ্তবতী টীকাকারের মতে এই স্তোত্রটির নাম “নারায়ণী-স্তুত”। লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

নারায়ণীস্তুতিনাম স্তুতং পরমশোভনম্।

পূরন্দর তথা দৃষ্টং দেবৈরগ্নিপুরুষৈঃ।

এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সৰ্বজ্ঞঃ প্রযচ্ছতি ॥

হে পূরন্দর ! নারায়ণীস্তুতি নামক স্তুতিটি পরম কল্যাণময়। ইহা অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। এই স্তবের দ্বারা ভক্তিপূৰ্বক পূজিতা হইলে দেবী সাধককে সৰ্বজ্ঞ প্রদান করেন।



দেবি !—ছোতনশীলে ! ভগবতী চণ্ডিকার শ্রীমন্দের দিব্যজ্যোতিঃ দেবীগীতায়  
এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

কোটিমূর্ত্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিমুখীতলম্ ।

বিদ্যুৎ কোটিসমানাভরূপং তৎ পরং মহঃ ॥ ১২৭

অরূণবর্ণ সেই পরম তেজ কোটি বিদ্যুতের ত্যায় আভাশালী, কোটিমূর্ত্যের ত্যায়  
দীপ্তিযুক্ত এবং কোটিচন্দ্রসদৃশ মুখীতল ।

প্রপন্নাভিহরে—প্রপন্ন'নাং শরণাগতানাম্ আৰ্ত্তিঃ দুঃখং তাং হরতি ইতি সম্বোধনে ।  
ভগবতী চণ্ডিকা শরণাগত সন্তানের সর্ববিধ দুঃখ দূর করিয়া থাকেন । জীব আধ্যাত্মিক,  
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ দুঃখে সমস্ত হইয়া যখন জগদম্বার শরণাগত হয় তখন  
তিনি তাহার সকল সম্ভাপ দূর করিয়া তাহাকে পরমা শান্তি প্রদান করেন । শঙ্করাচার্য্য  
“আনন্দলহরী” স্তবে প্রার্থনা করিয়াছেন,—

অয়ং স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীঃ

যথা রথ্যা-পাধঃ শুচি ভবতি গন্ধৌঘ-মিলিতম্ ।

তথা তত্তৎ-পাটৈপৱতিমলিনমন্তর্মম যদি,

ত্বম্বি শ্রেয়াসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ (১২)

মাতঃ ! স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আশু স্বর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়, যেমন  
পথগত জলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে আশু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার অন্তর্গত  
রাশি রাশি পাপসত্ত্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়,  
তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত চিত্তও বিশুদ্ধ হইবে না কেন ?

প্রসীদ—ভক্তির আতিশয্যেতু ত্রিবার উক্তি (তত্ত্বপ্রকাশিকা) । দেবীর  
প্রসন্নতাই সর্বসিদ্ধির মূল উৎস । দেবীর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কেবল তপশ্চা দ্বারা সিদ্ধি লাভ  
সম্ভবপর নহে । সাধকের তপশ্চা এবং দেবীর প্রসন্নতা বা কৃপা এই দুই-এর একত্র সংযোগ  
হইলে তবে সিদ্ধি লাভ হয় । উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, তপঃপ্রভাব ও দেব-প্রসাদ অর্থাৎ  
সাধকের তপঃশক্তি এবং পরমাত্মার কৃপা এই উভয়ের সংযোগ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ।

“তপঃপ্রভাবাদ্বেব-প্রসাদাচ্চ

ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহং বিদ্বান্ ।”

( শ্বেতাশ্বতর, ৬, ২১ )



ঋষি ধোতাখতর স্বকীয় তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন।

দেবীর প্রসন্নতায় সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি হয়, এ সম্বন্ধে দেবী ভাগবত বলিতেছেন,—

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দ্বিবি প্রাপ্যং সুহৃদ্বভম্।

প্রসন্নায়্যাং শিবায়াং ষদপ্রাপ্যং নৃপসত্তম ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে এমন কোন দুর্লভ বস্তু নাই, শিবা প্রসন্ন হইলে  
যাহা পাওয়া না যায়।

রাভঃ জগতোহখিলশ্চ—(১) হে মাতঃ! অখিলশ্চ জগতঃ প্রতি প্রসাদ। হে  
জননি, অখিল জগতের প্রতি প্রসন্ন হও। (২) অখিলশ্চ জগতঃ মাতঃ প্রসাদ। হে অখিল  
জগতের জননি, প্রসন্ন হও।

মহামতি শাস্ত্রদার্শনিক শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় বলেন,—দুঃখদশায় মাতাকে স্মরণ করা  
হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা আমরা অহুভব করি যে, আমাদের পার্থিব জননী  
তাপত্রয় হরণে সমর্থ্য নহেন। এই কারণে তত্ত্বদর্শী সাধক প্রার্থনা করেন,—

“নানাযোনিসহস্রসংভববশাজ্জাতা জনন্যঃ কতি

প্রখ্যাতা জনকাঃ কিমন্ত ইতি মে সোৎস্রস্তি চাগ্রে কতি।

এতেষাং গণনৈব নাস্তি মহতঃ সংসারসিদ্ধোর্বিধেভীতঃ

মাং নিতরামনন্তশরণং রক্ষাছুকম্পানিধে ॥”

যেহেতু আমি সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমার কত জনক  
জননী লাভ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে, তাহার সংখ্যা নির্ধারণ অসম্ভব।  
হে কুপানিধে, ভীষণসংসারসাগরের ক্রিয়াকলাপে একান্ত ভীত ও আশ্রয়হীন আমাকে তুমি  
রক্ষা কর।

অতো দুরন্তদুঃখহরণক্ষমাসু সর্বোত্তমা জগন্মাতৈব ; স্বমিন্দু দয়াবত্বাপাদনায় মাতৃত্বেনৈব  
স্তুতব্যা। (সৌভাগ্য ভাস্করঃ)

জীবের দুরন্ত দুঃখহরণ বিষয়ে জগন্মাতাই সর্বোপেক্ষা অধিক সমর্থ্য ও সর্বোত্তমা।  
সুতরাং আমাদের উপর তাঁহার করুণা আকর্ষণের নিমিত্ত মাতৃরূপেই স্তব করা বিধেয়।

পাহি বিশ্বং—সম্মীরূপে তুমি সর্বত্রগং রক্ষা কর (শান্তনবী)। আত্মরিক শক্তির  
নিপীড়ন হইতে এই বিশ্বকে রক্ষা করিতে একমাত্র বিবেচ্যরূপেই সমর্থ্য। বিবেচ্য চতুর্দিকে  
মৃত্যু ও ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব চলিতেছে। ইহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদেরকে  
আর্দ্রকণ্ঠে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতে হইবে “বিবেচ্যরি, পাহি বিশ্বম্।”



**ত্বম্ ঈশ্বরী চরাচরশ্চ**—চরাচরশ্চ মধ্যে ত্বম্ ঈশ্বরী স্বতন্ত্রা, ইতরং সর্বং স্বপ্নতন্ত্রম্  
ইতি ভাবঃ ( নাগোজী ) ।

এই স্বাবরজ্জমাঙ্গক জগতের তুমিই একমাত্র ঈশ্বরী । তুমি স্বতন্ত্রা, অপর সকলেই  
তোমার ইচ্ছাধীন ।

পরাহংতা এব ঈশ্বরত্বং তত্বতীত্যর্থঃ । “ঈশ্বরতা কর্তৃত্বং স্বতন্ত্রতা চিৎস্বরূপতা চেতি ।  
ইতি চাহংতায়াঃ পর্যায়্যাঃ সত্ত্বিকচ্যন্তে ।” ( সৌভাগ্য ভাস্করঃ )

পরাহংতাকেই ( the Supreme Individuality ) ঈশ্বরত্ব বলে । ইহা স্বীকার  
আছে তিনি ঈশ্বরী । ঈশ্বরতা, কর্তৃত্ব, স্বতন্ত্রতা, চিৎস্বরূপতা—জ্ঞানিগণ ইহাদিগকে  
‘অহংতার’ পর্যায়রূপে অভিহিত করেন ।

মন্ত্র ৪, ( পৃঃ ৭৮ )

**অম্বলার্থ**—অলজ্যা-বীর্ঘ্যে ( হে অপ্রতিহত-প্রভাবে ! ) যতঃ ( যেহেতু ) [ ত্বং ]  
( তুমি ) মহী-স্বরূপেণ ( ক্ষিতরূপে ) স্থিতা অসি ( অবস্থিতা আছ ), [ অভঃ ] ( স্তবরাং )  
একা ( অদ্বিতীয়া ) ত্বং ( তুমি ) জগতঃ ( জগতের ) আধার-রূপা ( আশ্রয়স্বরূপিণী ) ।  
অপাং স্বরূপ-স্থিতয়া ( জলরূপে অবস্থিতা ) ত্বয়া ( তোমাকর্তৃক ) এতৎ কৃৎসনম্ ( এই সমগ্র  
জগৎ ) আপ্যায়তে ( পরিতৃপ্ত হইতেছে ) ।

**অম্বুবাদ**—হে অপ্রতিহত বীৰ্য্যশালিনী দেবি ! তুমি জগতের  
অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা, যেহেতু তুমি ক্ষিতিরূপে অবস্থান করিতেছ । তুমি  
জলস্বরূপে অবস্থানপূর্বক এই সমগ্র বিশ্বের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছ ।

**টিপ্পনী** ।

**আধারভূতা**—আশ্রয়রূপা ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । দেবী যে আধারশক্তিরূপিণী  
জগদ্ধাত্রী তাহা তাঁহার মহীস্বরূপ হইতেই কতকটা অবগত হওয়া যায় । তিনি পৃথিবীরূপে  
চেতন অচেতন ষাবতীয় বস্তুকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন ।

**মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিভাসি**—অথর্ক বেদের সূত্রসিদ্ধ পৃথ্বীসূক্তে ( দ্বাদশ কাণ্ড )  
ঋষি জগন্মাতার পৃথ্বীরূপের স্তুতি করিতেছেন ;—

ত্বজ্জাতাস্থমি চরন্তি মর্ত্যাস্থঃ

বিভর্ষি দ্বিপদ স্থং চতুষ্পদঃ ।

তবেমে পৃথিবি পঞ্চমানবা যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং

মর্ন্তেভ্য উত্তম্ স্বর্গে রশ্মিভিরানতোতি ॥১৫



হে মাতঃ পৃথিবী ! তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া মর্ত্যগণ তোমাতেই বিচরণ করে।  
তুমিই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীববৃন্দকে ধারণ করিতেছ। এই পৃথিবী মানবজাতি তোমারই  
সন্তান, তোমার এই মর্ত্য সন্তানগণের উপর উদীয়মান সূর্য্য রশ্মিসমূহ দ্বারা অমৃতজ্যোতি  
বিকিরণ করিয়া থাকেন।

বিশ্বস্বঃ মাতরমোষধীনাং

ঋবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।

শিবাং শ্রোণামহু চরেম বিশ্বহা ॥১৭

যিনি যাবতীয় ওষধিসমূহের জনয়িত্রী, যিনি ধর্ম্মদ্বারা বিশ্বতা, যিনি কল্যাণময়ী ও  
সুখপ্রদায়িনী সেই হিরা বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে যেন আমরা চিরকাল বিচরণ করিতে পারি।

অপাং স্বরূপস্থিভয়া—স্বরূপেণ স্থিতা স্বরূপস্থিতা তয়া জলরূপয়া ইত্যর্থঃ ( তদ্ব-  
প্রকাশিকা )। মাতা যেমন শিশুকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক স্তন্যদানে পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করেন,  
জগজ্জননী চণ্ডিকাও তেমনি মহীরূপে সমুদয় জীবকে ধারণ করিতেছেন এবং জলরূপে  
তাহাদিগকে পোষণ করিতেছেন। জলরূপে অবস্থিতা হইয়া দেবী কিরূপে জীবগণকে  
আপ্যায়িত করেন বৈদিক ঋষি তাহা বর্ণনা করিতেছেন,—

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জ্জে দধাতন।

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ( ঋথেন ১০।১১ )

হে জলসমূহ, যেহেতু তোমরা স্বথের নিদান, অতএব তোমরা আমাদের আহাৰ্য্য  
অন্নের বিধান কর, এবং আমাদের পুষ্টি রক্ষণ ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী কর।

ষো বঃ শিবতমো রসস্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ।

উশতীরিব মাতরঃ ॥ ( ১০।১২ )

হে জলসমূহ, পুষ্টিহিতৈষিনী জননী যেমন স্তন্যদানে পুত্রের পোষণ করেন, তেমনি  
তোমরা আমাদের কল্যাণতম রসভোগের অধিকারী কর।

তস্মা অরং গম্যাম বো যশ্চ ক্ষ্যাম্য জিঘৃথ।

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১০।১৩

হে জলসমূহ, তোমাদিগের যে রস দিয়া সমগ্র জগৎ তৃপ্ত করিতেছে, সেই রসে আমরাও  
যেন তৃপ্তি লাভ করি। তাহার সন্তোষে আমাদের অধিকারী কর।

মন্ত্র ৫, ( পৃঃ ৭৮ )



অন্বয়ার্থ।—[ হে ] দেবি ! ঐ ( তুমি ) অনন্ত-বীৰ্য্যা ( অসীম শক্তিশালিনী )  
বৈষ্ণবী-শক্তি : ( বিষ্ণুর পালনী শক্তিস্বরূপা ) । [ ঐ ] ( তুমি ) বিশ্বাত্ত ( জগতের ) বীজং  
( মূল কারণ ) পরমা মায়্যা ( মহামায়্যা ) অসি ( হও ) । [ ত্বয়া ] ( তোমাকর্তৃক ) এতৎ  
সমস্তং ( এই সমুদয় জগৎ ) সম্মোহিতং ( বিমোহিত হইয়া আছে ) । প্রসন্না [ সতী ]  
( প্রসন্না হইলে ) ঐ বৈ ( তুমিই ) ভুবি ( সংসারে ) মুক্তি-হেতুঃ ( মুক্তির কারণ ) [ অসি ]  
( হইয়া থাক ) ।

অনুবাদ।—হে দেবি । তুমি অমিতবীৰ্য্যশালিনী বৈষ্ণবী শক্তি ।  
তুমি জগতের মূল কারণ পরমা মায়্যা । তোমাকর্তৃক এই সমুদয় জগৎ  
বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে । প্রসন্না হইলে তুমিই সংসারে মুক্তির হেতু  
হইয়া থাক ।

টিপ্পনী ।

বৈষ্ণবীশক্তিঃ—ময়া শক্ত্যা বিষ্ণুভগবান্ অশেষলোকান্ পালয়তি সা বৈষ্ণবী  
( শান্তনবী ) । যে শক্তি দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু অশেষ লোকসমূহ পালন করিয়া থাকেন  
তঁাহারই নাম বৈষ্ণবীশক্তি । দেবীপুরাণে বৈষ্ণবীর এইরূপ নাম নিকৃতি দৃষ্ট হয়,—

শঙ্খচক্রগদা ধন্তে বিষ্ণুমাতা তথারিহা ।

বিষ্ণুরূপাধবা দেবী বৈষ্ণবী তেন গীয়তে ॥

যেহেতু ইনি শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেন, ইনি বিষ্ণুর মাতা, ইনি শত্রু হনন করিয়া  
থাকেন অথবা ইনি বিষ্ণুরূপিণী, এই কারণে দেবী “বৈষ্ণবী” নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ।

অনন্তবীৰ্য্যা—আব্রহ্মসুখ সমুদয় লোক দেবীর অনন্ত বীৰ্য্যবলে স্বেশাসিত ও  
সুপরিচালিত হইতেছে । দেবমহুয়া, সিদ্ধগন্ধৰ্ব্বকিন্নর, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা,  
সরিং-সমুদ্র, গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ মহাশক্তির অলঙ্ঘ্য-  
বিধানে অনুশাসিত । তঁাহার অমোঘ শাসন অতিক্রম করিয়া চলিবার সামর্থ্য কাহারও  
নাই । এই অক্ষর ব্রহ্মশক্তির অনন্তবীৰ্য্যের কথঞ্চিং পরিচয় দিতে গিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য  
গার্গীকে বলিতেছেন ;—

“এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ  
প্রশাসনে গার্গি জ্বাপৃষিষ্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা



মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যধ মাশা মাশা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধ্বতাস্তিষ্ঠন্তোতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে  
গার্গি প্রাচ্যোহুতা নতঃ শ্রুদন্তে শ্বেতেভ্যঃ পৰ্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহুতা ষাং ষাং চ দিশমহু ।”

( বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৩।৮।২ )

হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধ্বত হইয়া রহিয়াছে । হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে ছালোক ও পৃথিবী বিধ্বত হইয়া রহিয়াছে । হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ বিধ্বত হইয়া রহিয়াছে । হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেত পৰ্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচ্য নদীসমূহ এবং প্রতীচ্য নদীসমূহ যাহার ঘে দিকে গতি সে সেই দিকে প্রবাহিত হইতেছে ।

বিশ্বশ্চ বীজং—ত্বং বিশ্বশ্চ বীজং মূলকারণম্ ( চতুর্থী ) । তুমি সৃষ্টির অব্যক্ত বীজস্বরূপা মূলপ্রকৃতি বা পরমা মায়ী । এই শ্লোকের প্রথম পাদে ভগবতী চণ্ডিকার পালন-শক্তিমত্ব ও দ্বিতীয় পাদে তাঁহার কারণ-শক্তিমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ( নাগোজী ) ।

পরমা মায়ী—মহামায়ী । ইনি বিদ্যা ও অবিদ্যাক্রপণী । দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

বিদ্যাবিভেতি দেব্যা ঘে রূপে জানীহি পার্থিব ।

একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্থয়া বধ্যতে পুনঃ ॥

হে রাজন্, দেবীর বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি রূপ জানিবে । একটি দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করে, অপরটি দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে ।

জন্মোহিভং .....এতৎ—ত্বয়া এতৎ সম্মোহিতং সংসারগর্তে পাতিতম্ ( নাগোজী ) । ভগবতী চণ্ডিকা মায়ী বা অবিদ্যা রূপে সমগ্র বিশ্বকে মোহিত করিয়া সংসারগর্তে পাতিত করিতেছেন । দেবী ভাগবত বলেন,—

যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে ।

কৃশা নর্ত্তয়তে কামং শ্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্ ।

তথা নর্ত্তয়তে মায়ী জগৎ স্বাবরজ্জমম্ ।

ব্রহ্মাদিস্তদ্বশ্যন্তং সদেবাস্ত্রমাত্মমম্ ॥

( দেবী ভাগবত, ৬।৩।২২-৩০ )

যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কাষ্ঠময়ী পুতলিকা করে ধারণ করতঃ স্বীয় ইচ্ছানুসারে তাহাকে নৃত্য করাইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়ীও দেব, দানব ও মনুষ্যাদিপূর্ণ ব্রহ্মাদিস্তদ্বশ্যন্ত স্বাবরজ্জমাত্মক অধিল জগৎকেই নিরন্তর নাচাইতেছেন ।



অং বৈ প্রসম্মা ভুবি মুক্তিহেতুঃ—মুক্তিদাত্রী চ ত্বম্ ইত্যাহঃ । বৈ নিশ্চয়ে অং  
প্রসম্মা সত্যী ভুবি জগতি মুক্তিহেতুঃ মূর্ত্তেঃ কারণম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । মহামায়ী অবিভা  
রূপে জীবকে মোহগর্ভে পাতিত করেন, আবার তিনিই প্রসম্মা হইলে বিভারূপিণী হইয়া  
শরণাগত সন্তানকে এই জগতে মুক্তি দিয়া থাকেন । কি করিয়া আবদ্ধরূপিণী মায়ার হস্ত  
হইতে পরিভ্রাণ লাভ করা যায় এবং কি করিয়া মহামায়ার প্রসম্মতা বিধানপূর্ব্বক মুক্তি লাভ  
করিতে হয় সে সম্বন্ধে দেবী ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন ;—

দেহী মায়াপরাধীনশ্চেষ্টতে তদ্বশাভুগঃ ।

স্যা চ মায়ী পরে তদ্বৈ সংবিক্রপেহস্তি সর্ব্বদা ॥

তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবৈষু সর্ব্বদা ।

ততো মায়াবিশিষ্টাভ্যাং সংবিদং পরমেশ্বরীম্ ॥

মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ।

ধ্যায়ৈত্তথা ধারয়েচ্চ প্রণমেচ্চ জপেদপি ॥

তেন সা সদয়া ভূত্বা যোচয়ত্যেব দেহিনম্ ।

স্বমায়্যাং সংহরত্যেব স্বানুভূতিপ্রদানতঃ ॥

( ৬।৩।১৪৭-৫০ )

মায়ী-পরাধীন দেহিগণ মায়াবশেই সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকে ; আর সেই মায়ী  
সম্বিদরূপ পরমতত্ত্বে নিয়তই অবস্থিতি করেন । উক্ত মায়ী সেই সম্বিদরূপা জগদীশ্বরীরই  
বশীভূতা এবং তাঁহারই প্রেরিতা হইয়া সর্ব্বদাই জীবগণে বিরাজ করিতেছেন । এইজগৎ  
সেই সচ্চিদানন্দ রূপিণী মায়াময়ী সম্বিদরূপা ভগবতী পরমেশ্বরীরই সর্ব্বদা ধ্যান, আরাধনা,  
প্রণাম ও নাম জপ করা কর্তব্য । তাহা হইলেই তিনি সদয়া হইয়া তাঁহাকে জানিবার  
উপযুক্ত অনুভবাধ্য জ্ঞানদানে নিজ মায়ী সংহারপূর্ব্বক দেহীকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত  
করিয়া দেন ।

মহামায়ীই জীবের বন্ধন ও মুক্তি উভয়ের হেতু—এই গুহ্য রহস্যটি শ্রীরামকৃষ্ণ  
পরমহংসদেব এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—“বন্ধন ও মুক্তি”—দুয়ের কর্ত্তাই তিনি । তাঁর  
মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত । তিনি “ভববন্ধনের  
বন্ধনহারিণী তারিণী” । তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা । তিনি ইচ্ছাময়ী,  
আনন্দময়ী । লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন । তাঁর ইচ্ছা যে তিনি এই সব নিয়ে  
খেলা করেন । বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না ; সকলেই ছুঁয়ে



ফেলে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চলে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই “ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।” এই প্রসঙ্গে পরমহংসদেব প্রায়শঃ শ্রীরামপ্রসাদের নিম্নোক্ত সাধনসঙ্গীতটি গাহিতেন;—

শ্রামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি ভবসংসার বাজার মাঝে ।  
 আশা বাবুভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥  
 কাক গণ্ডি মণ্ডী গাঁথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী ।  
 ঘুড়ি স্বপ্নে নির্মাণ করা কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥  
 বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি ।  
 ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥  
 প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি ।  
 ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

অঙ্ক ৬, ( পৃ: ৭২ )

অন্তর্য্যর্থ।—[ হে ] দেবি ! সমস্তাঃ বিদ্যাঃ ( যাবতীয় বিদ্যা ), জগৎ ( জগতে ) স-কলাঃ ( শিল্পাদি কলাবিশিষ্টা ) সমস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ ( যাবতীয় নারী ) তব ভেদাঃ ( তোমার অংশ স্বরূপ ) । অম্বয়া ( মাতৃরূপিণী ) একয়া ত্বয়া ( একা তোমাকর্তৃক ) এতৎ ( এই বিশ্ব ) পুরিতম্ ( পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ) । [ ত্বং ] ( তুমি ) স্তব্য-পরা ( স্তবাহঁগণের শ্রেষ্ঠা ), তে ( তোমার সম্বন্ধে ) পরোক্তিঃ স্তুতিঃ ( সর্বোত্তম উক্তিপূর্ণ স্তব ) কা ( কি হইতে পারে ) ?

অনুবাদ।—হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা এবং জগতে ( শিল্পাদি ) কলা-বিশিষ্টা যাবতীয় নারী তোমার অংশস্বরূপ । মাতৃরূপিণী একা তোমাকর্তৃক এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে । তুমি স্তবাহঁগণের শ্রেষ্ঠা ; তোমার সম্বন্ধে সর্বোত্তম উক্তিপূর্ণ স্তুতি কি হইতে পারে ?

টিপ্পনী ।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ—তব ভেদাঃ স্বস্বরূপবিশেষাঃ ( দেবীভাগ্যম্ ) । হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমারই স্বরূপ বিশেষ । সকল বিদ্যারূপে তুমিই অবস্থিত । বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গৃহবিদ্যা চ শোভনে ।

আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলপ্রদায়িনী ।

আত্মীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্বমেব চ ॥

হে শোভনে দেবি ! তুমিই যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গৃহবিদ্যা এবং মুক্তিফলপ্রদায়িনী আত্মবিদ্যা । তুমিই আত্মীক্ষিকী অর্থাৎ দর্শনবিদ্যা, ত্রয়ী বা বেদবিদ্যা, বার্তা ( কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা ) এবং দণ্ডনীতি বিষয়ক বিদ্যা ।

বিদ্যা—যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যা চতুর্দশ প্রকার যথা,—

পুরাণ-ত্নায়-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাদিমিশ্রিতাঃ ।

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মশাস্ত্র চ চতুর্দশ ॥ ( ১.৩ )

পুরাণ, ত্নায়, মীমাংসা, স্মৃতি, ছয় বেদাদ্ধ সহিত চারি বেদ—এই চতুর্দশটি বিদ্যা ও ধর্মের স্থান । শিক্ষা, কল্ল, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাদ্ধ ।

বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ বিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

অজানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ত্নায়বিস্তরঃ ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা ছেতাশ্চতুর্দশ ॥

আয়ুর্কেদো ধনুর্কেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা অষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ( ৩।৬।২৮-২৯ )

ছয় বেদাদ্ধ, চারি বেদ, মীমাংসা, ত্নায়, স্মৃতি, পুরাণ, আয়ুর্কেদ, ধনুর্কেদ, গান্ধর্ববেদ ( সঙ্গীত ) এবং অর্থশাস্ত্র—বিদ্যা এই অষ্টাদশ প্রকার ।

শ্রীমন্ মধ্বনন্দন সরস্বতী “প্রস্থান ভেদ” প্রকরণে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান অবলম্বনেই সমগ্র শাস্ত্রের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন ।

টীকাকার কালীনাথ বলেন, “বিদ্যাঃ সমস্তান্তব দেবি ভেদাঃ” এস্থলে বিদ্যা শব্দদ্বারা কালী, তারা প্রভৃতি দশবিদ্যাকেও বুঝাইতে পারে । “অথবা কালীতারা প্রভৃতিঃ সমস্ত-বিদ্যাঃ তব প্রভেদাঃ” ( কালীনাথঃ ) । হে মাতঃ চণ্ডিকে ! কালী, তারা প্রভৃতি দশবিদ্যা তোমারই মূর্তি । দশবিদ্যা যথা,—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ।

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাগ্নিকা

এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ( চামুণ্ডা তন্ত্র )



স্ত্রিয়ঃ সকলাঃ—(১) চতুষষ্টিকলোপেতাঃ পাতিব্রতা-সৌন্দর্য্য-তারুণ্যাদ্যুপেতাঃ সমস্তাঃ স্ত্রিয়োহপি তবাংশাঃ (নাগোজী)। চতুষষ্টিকলাযুক্তা এবং সতীত্ব, সৌন্দর্য্য, তারুণ্যাদি গুণবিশিষ্টা সমস্ত নারীও তোমারই অংশভূতা। (২) সকলাশ্চতুষষ্টিকলাসহিতাঃ ষোড়শকামকলাসহিতাশ্চেতি (গুপ্তবতী)। চতুষষ্টিকলা এবং ষোড়শ কামকলাবিশিষ্টা নারীগণ তোমারই অংশরূপিনী।

(৩) আত্মশক্তি বা “প্রকৃতির” ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিও “কলা” শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। দেবী ভাগবতের নবম স্কন্ধে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতির কলা ও কলাংশরূপিনী বহু দেবীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম যথা গঙ্গা, তুলসী, মনসা, দেবসেনা বা ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী, বসুন্ধরা, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা, দীক্ষা, স্বত্তি, পুষ্পি, ধৃতি, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, শাস্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, নিদ্রা, সন্ধ্যা, স্নান, পিপাসা, প্রজ্ঞা, ভক্তি ইত্যাদি। (দেবী ভাগবত, ৯।১)

এই জগতে স্ত্রীগণ আত্মশক্তি বা প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন।

কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশেষু ঘোষিতাঃ ।

ঘোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥

(দেবী ভাগবত, ৯।১।১৩৭)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যৎ কিঞ্চিৎ স্ত্রিয় লোকেষু স্ত্রীরূপং দেবি দৃশ্যতে ।

তৎসৰ্ব্বং ত্বংস্বরূপং শ্রাদ্ধিত্যি শাস্ত্রেণ নিশ্চয়ঃ ॥

হে দেবি! জিলোকে বা কিছু স্ত্রীরূপ দৃষ্ট হয়, সে সমস্তই তোমার স্বরূপ; শাস্ত্রসমূহের ইহাই সিদ্ধান্ত।

এই কারণেই বৃহৎ পরাশর স্মৃতি বলেন,—

স্ত্রিয়স্তৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো কৃষ্টাস্তৃষ্টা কৃষ্টাশ্চ দেবতাঃ ।

বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তৃষ্টা নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ ॥

স্ত্রীগণ তৃষ্ট হইলে দেবতারা তৃষ্ট হন এবং স্ত্রীগণ কৃষ্ট হইলে দেবতারা কৃষ্ট হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণ তৃষ্ট হইলে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাঁহারা অপমানিত হইলে কুল ধ্বংস হইয়া যায়।



তত্ত্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

যোষিতি ক্লেশযুক্তায়াং মম ক্লেশঃ প্রজায়তে ।

যোষিতো বিপ্রিয়কারী চ মম ঘেষী ন সংশয়ঃ ॥

ভগবতী বলিতেছেন,—নারী যদি ক্লেশযুক্তা হয় তাহা হইলে আমারই ক্লেশ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি নারীর অনিষ্ট সাধন করে, সে আমাকেই বিদ্বেষ করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

**চতুঃষষ্টিকলা**—শ্রীললিতানামসহস্রস্তোত্রে ভগবতীকে “চতুঃষষ্টিকলাময়ী” আখ্যায় বিশেষিত করা হইয়াছে ( নামসংখ্যা ২৩৬ ) । বাৎস্তায়ন কৃত কামসূত্রে ( ৩।১৪ ) চতুঃষষ্টি-কলার তালিকা এবং যশোধর কৃত জয়মঙ্গলা ব্যাখ্যায় ইহাদের বিবরণ দৃষ্ট হয় । চতুঃষষ্টিকলা যথা;—(১) গীত, (২) বাণ, (৩) নৃত্য, (৪) নাট্য, (৫) আলোচ্য, (৬) তিলক, (৭) তণুল-কুম্ভ-বলিবিকার—চূর্ণতণুল দ্বারা আলিপনা দেওয়া, নানাবর্ণের পুষ্পগ্রথিত করিয়া শৃঙ্গার বেশ রচনা করা । (৮) পুষ্পাস্তরণ—পুষ্প দ্বারা শয্যা রচনা, (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ—দন্ত, বস্ত্র ও অঙ্গমার্জ্জন এবং রঞ্জিত করা, (১০) মণিভূমিকর্ম—চন্দ্রভূমিতে মরকতাদি মণিবিশেষ অথবা নানাবর্ণের প্রস্তর দ্বারা লভাপত্রাদি নির্মাণ, (১১) শয়ন রচনা, (১২) উদকবাণ—জলতরঙ্গাদি বাণ, (১৩) চিত্রযোগ—ঈর্ষ্যা বশতঃ পরের অহিতসাধনার্থ নানাবিধ প্রচেষ্টা যথা পতিসোহাগিনী স্ত্রীলোককে পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ঔষধাদি প্রয়োগে কোনও ইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেওয়া; (১৪) চিত্রমালা গ্রথন বিকল্প—নানাবিধ বিচিত্রমালা রচনা, (১৫) শেখরাপীড়যোজন—টুপি, পাগড়ী ইত্যাদি সজ্জিত করা, (১৬) নেপথ্যযোগ—রঙ্গমঞ্চ রচনা বা অভিনেতাঙ্গিকে সাজান, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গি (ভঙ্গ)—কাণফুল, কাণবালা ইত্যাদি নির্মাণ, (১৮) স্নগন্ধযুক্তি—নানাবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, (১৯) ভূষণযোজন—অলঙ্কার নির্মাণ করা এবং গ্রথনাদি করণ, (২০) ঐন্দ্রজাল, (২১) ক্রৌঞ্চমার যোগ (কৌচুমার যোগ)—কুরুপাকে সুরূপা করিয়া দেখান, সুরূপাকে অরূপা করিয়া দেখান; (২২) হস্ত লাঘব—অলঙ্কার অতি ক্ষিপ্ত হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন করা, (২৩) বিচিত্র শাক-যুষ-ভক্ষ্য-বিকার ক্রিয়া—নানা প্রকার শাক, যুষ, ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা; (২৪) পান-রস-রাগ-আসবযোজন, (২৫) সূচিবয়ন কর্ম, (২৬) সূত্রকীড়া—সূত্র দ্বারা নানা প্রকার বাজী দেখান, (২৭) ডমরুক বীণা বাজাদি, (২৮) প্রহেলিকা—কবিতার গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান, (২৯) প্রতিমালা—বিশেষ ধরণের শ্লোক রচনা, (৩০) দুর্ক্কঞ্চক যোগ (দুর্ক্কাচক যোগ)—দুর্ক্কচার্য্য ও দুর্ক্কোধ্য শ্লোক রচনা,



(৩১) পুস্তক বাচন—কৃথকতা, (৩২) নাটক আখ্যায়িকা দর্শন, (৩৩) কাব্য সমস্তা পূরণ, (৩৪) পট্টকী বেত্রবাণ বিকল্প—বেত্র দ্বারা ধট্টা, আসনাদি বয়ন প্রক্রিয়াবিশেষ; (৩৫) তক্ষু-কর্ম (তক্ষু কর্ম)—টেকোর কাজ, (৩৬) তক্ষু—ছুতরের কাজ, (৩৭) বাস্তব বিজ্ঞা—গৃহনির্মাণ কার্য, (৩৮) রূপ্যরত্ন পরীক্ষা—জহুরিগিরি, (৩৯) ধাতুবাদ—রত্ন, ধাতু প্রভৃতির পাতন (ঢালাই), শোধন, জোরা লাগান ইত্যাদি কার্য; (৪০) মণিরাগ জ্ঞান—মণি, ফটিকাদির রঞ্জন বিজ্ঞান, (৪১) আকর জ্ঞান—পদ্মরাগ প্রভৃতি মণির উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ, (৪৩) মেঘ-কুকুট-লাবক-যুদ্ধবিধি—আমোদ উপভোগের জন্য মেঘ, কুকুট এবং লাবক (ভারুই পক্ষী) ইহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া; (৪৪) শুক-সারিকা প্রলাপন—শুক ও সারিকাকে মাহুঘের মত কথা বলিতে শিক্ষাদান, (৪৫) উৎসাদন—গাত্রমর্দন, (৪৬) কেশমার্জন, (৪৭) অক্ষর মুষ্টিকা কথন—সাহিত্যিক লিপিজ্ঞান, (৪৮) শ্লোক তর্ক বিকল্প—গূঢ় বস্তু জানাইবার সম্বন্ধে বিশেষ, (৪৯) দেশভাষা জ্ঞান, (৫০) পুষ্প শকটিকা—ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত বিজ্ঞানবিশেষ। প্রত্নকর্তাকে কোনও পুষ্পের নাম করিতে বলা হয়, সেই পুষ্পের নামানুসারে জিজ্ঞাস্ত বিষয়ের শুভাশুভ নির্দেশ; (৫১) নিমিত্ত জ্ঞান—যে কোনও নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রত্নকর্তার জিজ্ঞাস্ত বিষয়ের শুভাশুভ নির্ধারণ, (৫২) যন্ত্রমাতৃকা—যন্ত্রচালিত যানের নির্মাণবিধি, (৫৩) ধারণমাতৃকা—স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধির কৌশল জ্ঞান, (৫৪) সংবাচ্য (সংপাঠ্য)—একত্র মিলিয়া আবৃত্তি করার কৌশল শিক্ষা, (৫৫) মানসী কাব্য ক্রিয়া—শ্লোক রচনাবিষয়ক কৌশলবিশেষ, (৫৬) অভিধান কোশ—অমরকোষাদি অভিধান কঠিন করিয়া শব্দ জ্ঞান অর্জন করা, (৫৭) ছন্দোজ্ঞান, (৫৮) ক্রিয়াবিকল্প—অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ, (৫৯) চলিতক যোগ—পুরুষের স্ত্রীবেশ এবং স্ত্রীলোকের পুরুষবেশ ধারণপূর্বক চলনার কৌশল জ্ঞান, (৬০) বস্ত্র গোপনাদি—বৃহৎ বস্ত্রকে সম্বরণ করিয়া ক্ষুদ্রাকারে প্রদর্শন, ছিন্ন বস্ত্রকে অচ্ছিন্ন বস্ত্রের মত করিয়া পরিধান করিতে পারা; (৬১) দ্যুতবিশেষ, (৬২) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৬৩) বালক্রীড়নকা—বালক-বালিকার জন্য ক্রীড়াসামগ্রী নির্মাণ, (৬৪) বৈদ্যমিকী এবং বৈদ্যমিকী বিজ্ঞা—হস্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে শিক্ষা দ্বারা বিনীত করার কৌশল জ্ঞান “বৈদ্যমিকী বিজ্ঞা”। ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে ইচ্ছানুসারে কার্যক্ষম করিবার কৌশল জ্ঞান “বৈদ্যমিকী বিজ্ঞা”।

ভগবতী চণ্ডিকা সর্বশাস্ত্রময়ী। নিখিল শাস্ত্ররাশি তাঁহার দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্ভূত।



ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

নিঃশ্বাসমাকরুত বেদানুচং সাম যজুস্তথা ।  
 আথর্কণমহামন্ত্রানভিমানেন চাস্বজ্ঞং ॥  
 কাব্যনাট্যাগলকারানস্বজ্ঞমধুরোক্তিভিঃ ।  
 চুলুকেন চকোরাক্ষী বেদাদানি সসর্জ যটু ॥  
 মীমাংসা ত্রায়শাস্ত্রং চ পুরাণং ধর্মসংহিতাম্ ।  
 কঠোক্তিরেখাতন্ত্রেণ সসর্জ সকলান্বিকা ॥  
 আয়ুর্বেদং ধনুর্বেদং কণ্ঠমধ্যস্থরেধয়া ।  
 চতুঃষষ্টিং চ বিভ্রানানং কণ্ঠকূপভুবাস্বজ্ঞং ।  
 তন্ত্রাণি নিখিলাঙ্গেভ্যো দোমূলান্মদনাগমম্ ॥

দেবী তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ এবং অভিমান দ্বারা আথর্কণ মহামন্ত্রসমূহ সৃষ্টি করিলেন। দেবী তাঁহার মধুর বাক্যসমূহ দ্বারা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। সুনয়না দেবী মুখস্থিত জল দ্বারা ছয় বেদান্ত উৎপাদন করিলেন। জগদম্বা তাঁহার কণ্ঠের উর্দ্ধরেখাচিহ্নিত স্থান হইতে মীমাংসা, ত্রায়, পুরাণ ও ধর্মসংহিতা সৃষ্টি করিলেন ; কণ্ঠমধ্যস্থ রেখা হইতে আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদ এবং কণ্ঠকূপ হইতে চতুঃষষ্টিকলা সৃষ্টি করিলেন। অগ্নাত্ম অঙ্গ হইতে তন্ত্রসমূহ এবং বাহুমূল হইতে কামশাস্ত্র উৎপাদন করিলেন।

দ্বৈতৈকয়া পূরিভমদ্বৈতভেদ—পূরিভম্ অন্তর্বহিঃচ ব্যাপ্তম্ (নাগোজী)। একা অদ্বিতীয়া জগজ্জননী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

একয়া—দেবী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “একৈব সর্বত্র বর্ততে তস্মাদ্ভূত্যাতে একা। একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাদ্ভূত্যাতে নৈকা।” দেবী ভগবতীর সজ্জাতীয়, বিজ্জাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই, অদ্বিতীয়া রূপে তিনি সর্বত্র বিद्यমান আছেন, এইজন্য তাঁহাকে বলা হয় “একা”। আবার তিনি একা হইলেও অনন্ত বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে “নৈকা” অর্থাৎ অনেক-স্বরূপা বলা হইয়া থাকে।

অম্বা—দেবীর “অম্বা” নামটি বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত। যজুর্বেদের কাঠক-সংহিতা পরতন্ত্রকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন “অম্বা নামাসি”। শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতা বলেন,—মা, মাতা, জননী সবই তুমি “অম্বা অম্বালিকে অম্বিকে।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত) বলেন, “অম্বায়ৈ স্বাহা” জয় জয় জগজ্জননীর জয়!



দেবীর সর্বজননীত্ব প্রতিপাদন করিয়া বহুচ উপনিষৎ বলিতেছেন,—“তস্তা এব ব্রহ্মাহজীজনং । বিষুৱজীজনং । রুদ্রোহজীজনং । সৰ্বে মরুদগণা অজীজনন্ । গন্ধৰ্বাপ্সরসঃ কিংনরা বাদিব্রবাদিনঃ সমস্তাদজীজনন্ । ভোগ্যমজীজনং । সৰ্বমজীজনং । সৰ্বং শাক্তমজীজনং । অণ্ডজং শ্বেদজমুদ্ভিজ্জং জরায়ুজং যংকিংচৈতৎ প্রাণি-স্বাবর-জন্মমং মনুষ্যমজীজনং ।”

ব্রহ্মশক্তিরূপিনী দেবী হইতেই ব্রহ্মা, বিষু ও রুদ্র জন্মগ্রহণ করিলেন । উনপঞ্চাশৎ বায়ু, গন্ধৰ্ব, অপ্সরা, কিন্নর, বাতকর প্রভৃতি সৰ্বদিকে উৎপন্ন হইতে লাগিল । বিবিধ ভোগ্য পদার্থনিচয় এবং শক্তিময় পদার্থগুলি জন্মগ্রহণ করিল । ক্রমে অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ ষাবতীয় প্রাণী, স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থ এবং মনুষ্য দেবী হইতে জন্মগ্রহণ করিল ।

মহানিৰ্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিব দেবীকে বলিতেছেন,—

ত্বতো জাতং জগৎসৰ্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ।

মহদাত্মপূৰ্ণ্যন্তঃ সদ্ভেদতঃ সচরাচরং ।

ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥

শিবে! সমস্ত জগৎ তোমা হইতে জাত একত্র তুমি জগজ্জননী । ভদ্রে! মহৎ হইতে অণু পর্য্যন্ত এই সচরাচর জগৎ তোমাকর্তৃক উৎপাদিত এবং তোমারই অধীনতায় অবস্থিত ।

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ—

টীকাকারগণ ইহার বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও অর্থ করিয়াছেন ;—(১) [ ত্বং ] স্তব্য-পরা, কা পরোক্তিঃ তে স্তুতিঃ ? ন কাপি ইত্যর্থঃ ( সিদ্ধাস্তবাগীশঃ ) । হে দেবি ! তুমি স্তবনীয়গণের মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠা । এমন শ্রেষ্ঠ উক্তি কি আছে বাহা তোমার উপযুক্ত স্তব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ? অতএব তোমার স্তুতি অসম্ভব ।

(২) স্তব্যপরোক্তিঃ [ ত্বমেব ], [ অতঃ ] কা তে স্তুতিঃ ? এবঞ্চ তত্ত্বঃ পৃথগ্ভূতস্ত অভাবাৎ, অতন্তে স্তব্যবিষয়ে পরা অপরা গোঁণী মুখ্যা চ বা উক্তিঃ তদ্রূপা স্তুতিঃ কা ইত্যর্থঃ । যদা উক্তিরূপা ত্বমেব অতঃ কা তে স্তুতিঃ ? ( নাগোজী )

যেহেতু তোমা হইতে পৃথগ্ভূত অপর কেহ নাই, অতএব তোমার আবার স্তব কি ? স্তবনীয় বিষয়ে পরা ও অপরা অর্থাৎ মুখ্যা ও গোঁণ উক্তিকেই স্তব বলে । তুমি সৰ্বস্বরূপা



বলিয়া-তোমার সম্বন্ধে তাহা ঘটতে পারে না, অতএব তোমার স্তুতি অসম্ভব। অথবা তুমিই উক্তিরূপা, স্মরণ্য তোমার আবার স্তব কি ?

(৩) “দংশোদ্ধার” টীকাকারের মতে, পরা ও অপরা উক্তি দ্বারা পরা (স্বম্মা), পশুস্তী, মধ্যমা এবং বৈথরী এই চতুর্বিধা বাক্যকে বুঝাইতেছে। যে চতুর্বিধা বাক্য দ্বারা স্তবনীয়ের স্তব করা হইয়া থাকে, তুমিই সেই বাক্যরূপিণী, স্মরণ্য তোমার স্তুতি অসম্ভব।

আমরা মুখে যে শব্দ উচ্চারণ করি, তদ্ব্যবহৃত তাহার নাম “বৈথরী”। বৈথরী বাক্য-যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিত হয়। ইহার পিছনে রহিয়াছে “মধ্যমা”। মনে মনে আমরা যখন অস্পষ্ট শব্দের সাহায্যে চিন্তা করি, তখন যে স্বপ্ন ধ্বনি হয় তাহার নাম মধ্যমা। ইহারও পিছনে যে ধ্বনিশক্তি খেলা করে তাহার নাম “পশুস্তী” বাক্য। ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে এক অনির্লক্ষ্য শব্দশক্তি, তদ্ব্যবহৃত মতে তাহার নাম “পরা” বাক্য। দেবী বাগ্‌বাদিনীরূপে উক্ত চতুর্বিধা বাক্যের জননী। “শব্দানাং জননী স্বমেব ভুবনে বাগ্‌বাদিনীতুচ্যসে।” (লঘুস্তবঃ)

মন্ত্র ৭, (পৃঃ ৭০)

অর্থার্থ—যদা (যখন) ত্বং (তুমি) সর্বভূতা (সর্বস্বরূপিণী), দেবী (প্রকাশময়ী), স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী (স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদানকারিণী); [তদা] ত্বং স্তুতা [সতী] (তখন তোমাকে স্তুতি করিতে গেলে) [তব] স্তুতয়ে (তোমার স্তুতি বিষয়ে) কাঃ বা (কি-ই বা) পরম-উত্তমঃ (সর্বোত্তম উক্তি) ভবন্তু (হইতে পারে) ?

অনুবাদ—তুমি যখন সর্বস্বরূপিণী, প্রকাশময়ী এবং স্বর্গও মোক্ষ দাত্রী, তখন তোমার স্তুতি করিতে গেলে তোমার স্তুতি বিষয়ে সর্বোত্তম উক্তি কি হইতে পারে ?

টিপ্পনী।

দেবীর স্তুতি যে অসম্ভব তাহাই পুনঃ বলিতেছেন।

সর্বভূতা—বিশ্বাত্মিকা (নাগোজী)। একমাত্র তুমিই জগতের অন্তর বাহির ব্যাপিয়া আছ। জগৎ তুমি এবং তুমিই জগৎ। যিনি বিশ্বাত্মিকা তাহার স্তুতি হইতে পারে না। পার্থক্য জ্ঞানেই স্তুতি, ঐক্য জ্ঞানে স্তুতি অসম্ভব। দেবী পুরাণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—



একাদশ অধ্যায়]

নারায়ণী স্তুতি

899 Ashram

BANARAS

স্তুতা স্বৰ্গ স্তুতিস্বৰ্গ বেত্তা স্বঃ বেদনী চ স্বম্।

কোহং স্তুতা স্তবঃ কশ্চ ক্রিয়তে বাক্-প্রলাপনম্ ॥ (৭৩৩)

মাতঃ! তুমিই স্তুতা, তুমিই স্তুতি, তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদয়িত্রী। তুমি ব্যতীত  
স্তবকর্তাই বা কে? কাহারই বা স্তব করা যাইতেছে? এই স্তব বাক্-প্রপঞ্চ মাত্র।

দেবী—তোতনশীলা ব্রহ্মরূপা (দেবীভাষ্য)।

স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী—ভোগ-মোক্ষদাত্রী। দেবী সকাম ভক্তকে স্বর্গ ও নিষ্কাম  
ভক্তকে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকেন।

স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ—দেবী নির্গুণা নিরাকারা ব্রহ্মস্বরূপা, বাক্য ও  
মনের অগোচরা। স্তুতরাং গুণ কথনরূপ স্তব তাঁহাতে অসম্ভব। আর দেবীকে সাকারা  
মনে করিলেও তিনি যখন বিখ্যাতিকা, তখন তাঁহার লীলাগুণ কীর্তনরূপ এমন উৎকৃষ্ট কথা কি  
আছে যাহা তাঁহার স্তুতিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? “মহিমা: স্তোত্রে” গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত  
বলিতেছেন,—

অতীতঃ পস্থানং তব চ মহিমা বাঞ্ছনসম্মো-

রতদব্যাবৃত্তা যঃ চকিতমভিধত্তে ঋতিরিপি।

স কশ্চ স্তুতব্যা: কতিবিধগুণঃ কশ্চ বিষয়ঃ? (২)

হে ব্রহ্মন্! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের গম্য সমস্ত বিষয়ের অতীত; বেদও যে  
মহিমা সম্বন্ধে শব্দিত ভাবে তস্ত্রিয় বস্তুর নিবেদনমুখে (নেতি নেতি দ্বারা) নির্দেশ করে, সেই  
মহিমা কাহার দ্বারা স্তুত হইবে, কে-ই বা তাহার গুণের সীমা করিবে, কাহারই বা উহা  
জ্ঞানের বিষয় হইবে?

শঙ্করাচার্য্য “আনন্দলহরী স্তোত্রে” দেবীর স্তুতির অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

ভবানি স্তোতুং স্বাং প্রভবতি চতুর্ভি ন বদনৈ:

প্রজ্ঞানামীশো ন ত্রিপুরমথন: পঞ্চভিরপি।

ন ষড়্ভি: সেনানী দশশতমুখৈরপ্যাহিপতি:-

স্তদান্যোযাং কেযাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ (১)

ভবানি! প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখে, ত্রিপুরবিজয়ী, পঞ্চানন, পঞ্চমুখে, দেবসেনাপতি স্বন্দ  
ষট্ মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত সহস্র মুখেও তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন  
বল, অস্ত্র কাহার এ বিষয়ে সম্ভব হইতে পারে?



মন্ত্র ৮, ( পৃ: ৭২ )

অন্ত্যমার্থ।—সর্বশ্রু জনশ্রু (সকল লোকের) হৃদি (হৃদয়ে) বুদ্ধিরূপে সংস্থিতে (বুদ্ধিরূপে অবস্থিত), স্বর্গ-অপবর্গদে (স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী) [হে] দেবি নারায়ণি! তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অন্ত (হউক)।

অনুবাদ।—সকল লোকের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত, স্বর্গও মুক্তিদায়িনী, হে দেবি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী।

বুদ্ধিরূপে—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে বুদ্ধি বলে (নাগোজী)। বুদ্ধি দ্বিবিধ। ব্যবসায়াত্মিক ও অব্যবসায়াত্মিক।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেবেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়ো হব্যবসায়িনাম্ ॥

(গীতা, ২।৪১)

হে অর্জুন! ইহাতে অর্থাৎ কর্মযোগে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা এবং একনিষ্ঠা হইয়া থাকে। অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি বহুশাখা বিশিষ্ট ও অন্তহীন।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হেতু সাধক জগদম্বাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও আশ্রয় বলিয়া স্থির করে এবং ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লাভের জন্ত আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; এইরূপ সাধককে দেবী মোক্ষ দান করেন। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত সাধক ভোগকামনায় বাগবজ্রাদি সকাম পুণ্যাহুষ্ঠানে নিরত হয় এবং দেবী তাহাকে স্বর্গদান করেন। উক্ত দ্বিবিধা বুদ্ধিরূপে দেবী সর্বজীব হৃদয়ে বিরাজমানা। দেবী-গায়ত্রী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ও সর্বটৈতত্ত্বরূপাং তামাত্মাং বিত্ভাঞ্চ ধীমহি।

বুদ্ধিং বা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

(দেবী ভাগবত, ১।১।১)

যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই সর্বটৈতত্ত্বরূপিণী আত্মা বিত্ভাকে ধ্যান করি।



ঐ প্রণাম যন্ত্র যথা,—

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্ ।

নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং যিষো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

( ঐ, ১২।১৪।২৭ )

যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রযোজিকা, আমি গায়ত্রী প্রতিপাদিতা সচ্চিদানন্দরূপিণী হ্রীংময়ী সেই দেবীকে প্রণাম করি ।

নারায়ণী—নারায়ণশ্রু বিষ্ণোঃ শক্তিনারায়ণী । যদ্বা নারায়ণ জীবসমূহশ্রু অয়নী স্থানভূতা তদ্রূপা ( নাগোজী ) । নারায়ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তি নারায়ণী অথবা যিনি নার অর্থাৎ জীবসমূহের অয়নী বা আশ্রয়রূপিণী তিনিই নারায়ণী ; ভগবতী চণ্ডিকার নামান্তর ।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ;—

নরাজ্জাতানি তদ্বানি নারায়ণীতি বিদুর্বুধাঃ ।

তাংনৈব চাযনং তস্মৈ নারায়ণঃ স্তুতঃ ॥

নর বা ব্রহ্ম হইতে জাত তদ্বসমূহকে জ্ঞানিগণ “নার” বলে । নার বা তদ্বসমূহ যাহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় তিনি “নারায়ণ” ।

মহাস্থতিতে “নারায়ণ” শব্দের এইরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয় ;—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ ।

তা যদন্তায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্তুতঃ ॥ ( ময়ু, ১।১০ )

নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাণ্ড্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে ( নর+অণ্ ) জলকে “নার” বলে । নার বা জল ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে “নারায়ণ” বলে ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যতে “নরাণাময়নং যস্মাৎ তস্মান্নারায়ণঃ স্তুতঃ” । ইনি জীবগণের আশ্রয় বলিয়া “নারায়ণ” নামে অভিহিত হন ।

দেবী পুরাণে “নারায়ণী” শব্দের এইরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয় ;—

জলায়না নরাধারা সমুদ্রশয়নাপি বা ।

নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীপ্রবর্তিকা ॥

দেবী ভগবতী নার অর্থাৎ জল বা নরসমূহের আশ্রয় কিংবা সমুদ্র তাঁহার শয্যা, এইজন্ত তিনি “নারায়ণী” নামে সমাখ্যাতা, তিনি নরনারীর সৃষ্টিকারিণী ।



ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যশসা তেজসা রূপৈর্নীরায়ণসমা গুণৈঃ ।

শক্তির্নীরায়ণশ্চৈব তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥

( প্রকৃতি খণ্ড, ৫৭৯ )

যশ, তেজ, রূপ ও গুণ দ্বারা নারায়ণের সদৃশী এবং নারায়ণের শক্তি, এই নিমিত্ত ইনি “নারায়ণী” নামে বিখ্যাতা হন ।

দেবী ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে, স্বপাৰ্থ নামক পীঠস্থানে ভগবতী নারায়ণীমূর্তিতে বিরাজিতা ( ৭২০।৬৬ ) । দেবী নারায়ণী সম্পর্কিত “নারায়ণী তন্ত্র” একখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক তন্ত্র । তন্ত্রসার, আগমতত্ত্ববিলাস, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তন্ত্র-নিবন্ধে উক্ত তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

মন্ত্র ৯, ( পৃ: ৭৯ )

অম্বস্বার্থ ।—কলা-কাষ্ঠা-আদি-রূপেণ ( কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি কালবিভাগরূপে ) পরিণাম-প্রদায়িনি ( রূপান্তর বিধানকারিণী ), বিশ্বস্ত উপরতৌ ( বিশ্বের সংহারে ) শক্তে ( সমর্থ ), [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অন্ত ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ ।—হে নারায়ণি । তুমি কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি রূপে ( যাবতীয় পদার্থের ) রূপান্তর বিধান করিয়া থাক, তুমি বিশ্বের ধ্বংস সাধনে সমর্থ, তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

এই মন্ত্রে কালরূপিণী দেবীর স্তব করা হইয়াছে ।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ—অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা । আদি শব্দ দ্বারা ক্ষণ, মুহূর্ত্তাদিও বুঝাইতেছে ( নাগোজী ) । কাল নিত্য পদার্থ ; ইহার আদি, মধ্য ও বিনাশ নাই । সূর্য্যের গতি অনুসারে এই কালকে নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ নামে বিভক্ত করা হয় । লঘুবর্ণ উচ্চারণ করিতে ষ্ণে-পরিমিত সময়ের আবশ্যক তাহার নাম নিমেষ, ১৮ নিমেষে কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় কলা, ২০ কলায় মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে পক্ষ, ২ পক্ষে মাস, ২ মাসে ঋতু, ৩ ঋতুতে অয়ন, ২ অয়নে বৎসর এবং ১২ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে । পরাশক্তি ভগবতী নারায়ণীই কালরূপে বিরাজিতা । দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



লব-শ্রুন্দ-ক্রটি-মেঘ-মুহূর্ত অথ কাষ্ঠাসু ।

কলা-ষামার্ক-ষামেষু সন্ধ্যা-বাসর-রাত্রিষু ।

পক্ষ-মাস-ঋতু-দ্বিত্তি অয়নেষু সমেষু চ ॥

( দেবী পুরাণ, ৭।২৭ )

হে দেবি ! আপনি লব, শ্রুন্দ, ক্রটি, নিমেঘ, মুহূর্ত, কাষ্ঠা, কলা, ষাম, অর্দ্ধ ষাম, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন এবং বৎসরে অধিষ্ঠিতা ।

ব্রহ্মা ভগবতীর কালরূপের স্তব করিতেছেন,—

ত্বং বৈ বর্ষো দেবতা কালরূপা,

ত্বং বৈ মাসস্তমুতুচ্চায়নে ঘে ।

( বৃহদ্রক্ষপুরাণ, পূর্বখণ্ড, ২২।৬ )

হে মাতঃ ! আপনিই কালরূপা দেবতা, আপনিই বর্ষ, মাস এবং অয়নঘর ।

পরিণামপ্রদায়িনী—কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসরাদি কালরূপে তুমি বিশ্বের সকল জীবের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি বয়োবিশেষরূপ পরিণাম বা অবস্থান্তর আনয়ন করিয়া থাক । শাস্ত্রনবী টীকাকারের মতে, “পরিণাম” শব্দের অর্থ প্রাণীর কায়া ও অবয়বের উপচয় লক্ষণ বৃদ্ধি । ইহা যিনি দান করেন তিনি “পরিণাম প্রদায়িনী” । দুঃ দধিরূপে পরিণত হয় ইত্যাদি স্থলে পরিণাম শব্দের অর্থ রূপান্তর প্রাপ্তি, দুঃাদি স্বরূপ হইতে বিবর্ত ।

গুপ্তবতী টীকাকারের মতে, “পরিণাম” শব্দ দ্বারা এস্থলে জীবের ষড়্বিধ বিকার উপলক্ষিত হইতেছে । “জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্তীতি ষড়্ ভাব বিকার ইতি বার্ষ্যায়ণিরিতি নৈরুক্তাঃ ।” নিরুক্তকাবগণ বলিয়া থাকেন যে, বার্ষ্যায়ণি নামক আচার্য্যের মতে জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টি বিকার ভাবপদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম । দেবী পরিচ্ছিন্ন কালরূপে নিয়ত জীবজগতের পরিণাম অর্থাৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছেন ।

বিশ্বশ্রোপরভৌ শক্তে—বিশ্ব উপরতৌ বিনাশে শক্তে নিপুণে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । কালরূপে তুমি সমুদয় বিশ্বের ধ্বংসসাধনে সমর্থ । “শক্তে” স্থলে “সক্তে” পাঠও দৃষ্ট হয় । সক্তে আসক্তে প্রযুক্তে ইতি ষাবৎ ( চতুর্থী ) । তুমি কালমূর্তিতে সমুদয় জগৎ সংহারে প্রযুক্তা । কালের সর্বসংহারিণী পক্তি সধ্বন্ধে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ;—



কালঃ কৰ্ষতি ভূতানি সৰ্বাণি বিবিধান্ন্যত ।  
 ন কালশ্চ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ দেয়ঃ কুরুসত্তম ॥৮  
 যথা বায়ুভূগাণি সংবর্তয়তি সৰ্বশঃ ।  
 তথা কালবশং যাস্তি ভূতানি ভরতৰ্ভব ॥৯  
 কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।  
 কালঃ শৃণুতু জাগৰ্গতি কালো হি হরতিক্রমঃ ॥১০

( মহাভারত, স্তোত্রপর্ব, অধ্যায় ২ )

কাল সকল প্রাণীকে, যাবতীয় পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ভূগাণ্ডসমূহ যখন বায়ুবেগে বশীভূত হইয়া উড়ীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সকল প্রাণীই কালপ্রভাবে পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হইলেও কাল জাগিয়া থাকেন, উহাকে অতিক্রম করা নিতান্তই শূকঠিন।

অথর্ববেদের একোনিবংশ কাণ্ডে ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক সূক্তদ্বয়ে পরমায়া কালরূপে স্তুত হইয়াছেন।

কালোমুং দিবমজ্জনয়ং কাল ইমাঃ পৃথিবীকৃত ।

কালে হ ভূতং ভব্যং চেবিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥৫৩৫

কাল ঐ ছালোককে সৃষ্টি করিয়াছেন, কাল এই পৃথিবীকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালাবচ্ছিন্ন জগৎ কালেই অবস্থিত রহিয়াছে।

কালো ভূতিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ ।

কালে হ বিখা ভূতানি কালে চক্ষুৰিপশ্যতি ॥ ৫৩৬

কাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, কালশক্তির আশ্রয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, সমুদয় প্রাণী কালের আশ্রয়ে অবস্থিত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ কালশক্তির আশ্রয়েই দর্শনাদি ব্যাপার সাধন করিয়া থাকে।

কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্ ॥

স্বয়ম্ভুঃ কশপঃ কালো তপঃ কালাদজায়ত ॥ ৫৩১০

কাল প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কাল আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বয়ম্ভু কশপ এবং তপঃ কাল হইতেই জন্মলাভ করিয়াছেন।

মন্ত্র ১০, ( পৃঃ ৭২ )



অর্থস্বার্থ।—[ হে ] সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যো ( হে সকল মঙ্গলের মঙ্গলরূপিনি। ) শিবো ( হে কল্যাণদায়িনি। ) সর্ব-অর্থ-সাধিকে ( হে সমুদয় অভীষ্টসম্পাদিকে। ) শরণ্যে ( হে আশ্রয়রূপিনি। ) ত্র্যম্বকে ( হে ত্রিনয়নে। ) [ হে ] গৌরি! [ হে ] নারায়ণি! তে নমঃ সন্ত ( তোমাকে প্রণাম )।

অনুবাদ।—তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলরূপিনি, কল্যাণময়ী, সর্বভীষ্ট-সম্পাদিকা, আশ্রয়স্বরূপিনি, ত্রিনয়না। হে গৌরি! হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী।

দেবী যে কেবল কালরূপে বিশ্বের সংহারকারিণী তাহাই নহে, তিনি অধিলমঙ্গলের হেতুভূতা পালনকর্ত্রীও বটে। এই মন্ত্রে তাঁহার মঙ্গলস্বরূপের স্তব করা হইতেছে।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যো—(১) সর্বমঙ্গলানাং মঙ্গলস্বরূপে ( নাগোজী )। (২) মঙ্গলমেব মঙ্গল্যং, সর্বেষাং মঙ্গলানাং মঙ্গলহেতুনাং মঙ্গলজনন-শক্তিরূপা ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। তুমি সকলমঙ্গলের অর্থাৎ মঙ্গলবিধায়ক হেতুসমূহের মঙ্গল্যা অর্থাৎ মঙ্গল উৎপাদনের শক্তিস্বরূপিনি। (৩) কোন কোন টীকাকার “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যো” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বেষাং মঙ্গলাদীনাং সমামঙ্গল্যং মঙ্গলস্বভাবঃ তদ্রূপে। মঙ্গলানামপি মঙ্গলং ত্রমেব ইত্যর্থঃ ( চতুর্থী )।

স্বতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে লৌকিক মঙ্গলের হেতু অষ্টবিধ যথা,—

লোকেহস্মিন্ মঙ্গলাশ্রমৌ ব্রাহ্মণো গোহঁতাশনঃ।

হিরণ্যং সর্পিরাতিভ্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, স্নাত, সূর্য, জল এবং রাজা—ইহলোকে এই আটটি মঙ্গলের হেতু। ইহাদের মঙ্গলজনক শক্তিরূপে দেবী ভগবতী ইহাদের ভিতর বিরাজিতা; সুতরাং তিনি “সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা”।

অত্রিস্মৃতিতে “মঙ্গল” শব্দের এইরূপ তাৎপর্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্।

এতচ্চি মঙ্গলং প্রোক্তমুযিভিব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

সর্বদা প্রশস্ত কর্ম আচরণ এবং অপ্রশস্ত কর্ম পরিত্যাগ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ইহাকেই মঙ্গল বলিয়া থাকেন।



শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি সে সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

অমৃতানি নিরাচেষ্টে তনোতি শুভসমুত্তম ।

ঋতিমাত্রাণ যৎপুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ ॥

যাহার নাম শ্রবণ মাত্র জীবের যাবতীয় অন্তঃ দূরীভূত হয় এবং শুভ বিস্তৃতি লাভ করে, সেই ব্রহ্মকে “মঙ্গল” বলিয়া জানিবে।

**সর্বমঙ্গলা**—সর্ববিধ মঙ্গলের নিদান বলিয়া ভগবতী “সর্বমঙ্গলা” নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইহা ভগবতীর একটি অতীব প্রশস্ত নাম। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ ।

দদাতি দীপ্তিতাল্লোকে তেন সা সর্বমঙ্গলা ॥ ( ৩৭।১ )

দেবী সকলের হৃদয়স্থিত শুভকর মঙ্গলজনক অভিলষিত ফলদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম “সর্বমঙ্গলা”।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে “সর্বমঙ্গলা” নামের এইরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,—

মঙ্গলং মোক্ষবচনঞ্চ শব্দো দাতৃবাচকঃ ।

সর্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্বমঙ্গলা ॥

হর্ষে সম্পদী কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

তাংস্ত দদাতি যা দেবী সা এব সর্বমঙ্গলা ॥ ( ৫৭।১৮-১৯ )

মোক্ষের নাম মঙ্গল, আ শব্দের অর্থ দাতা, যিনি সর্ববিধ যুক্তিরূপ মঙ্গল দান করেন, তিনিই “সর্বমঙ্গলা” নামে অভিহিতা হন। হর্ষ, সম্পদ ও কল্যাণ অর্থে মঙ্গল শব্দ প্রশস্ত। ঐ সকলকে যিনি প্রদান করেন, তিনিই “সর্বমঙ্গলা” নামে কথিতা হন।

সর্বমঙ্গলা বিগ্রহধারিণী দেবীরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা দেবী বিশেষ প্রশিদ্ধা। বিষ্ণুস্মৃতিভাষ্যে দেবী সর্বমঙ্গলার মূর্তিলক্ষণ একরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

চতুর্বাহুঃ প্রকর্তব্য্য সিংহস্থা সর্বমঙ্গলা ।

অক্ষমূত্রং কজং দক্ষেশূল-কুণ্ডীধরোত্তরে ॥

সর্বমঙ্গলা চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী, দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে অক্ষমূত্র ও পদ্ম এবং বাম বাহুদ্বয়ে শূল ও কমণ্ডলুধারিণী।

**মঙ্গল্যা**—দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে ।

ভক্তানামার্তিহারিণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা ॥ ( ৩৭।২ )



দেবী ভক্তদিগের দুঃখ নিবারণ করেন এবং ভক্তদিগকে শোভন অথচ শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন বলিয়া তাঁহার নাম “মঙ্গল্যা”।

শিবা—শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করগ্রন্থে “শিবা” নামের বিভিন্ন প্রকার তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়াছেন যথা (১) “বশ কান্তো শিবঃ স্তুতঃ” ইতি। কান্তিরিচ্ছা। পরশিবেচ্ছারূপা ইত্যর্থঃ। ইচ্ছারূপায়াঃ শক্তেঃ শিবাধারকত্বাদ্ ইতি ভাবঃ। শিব শব্দ বশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বশ্ ধাতুর অর্থ কান্তি বা ইচ্ছা। যিনি পরম শিবের ইচ্ছারূপিণী তিনিই শিবা। এই ইচ্ছারূপিণী শক্তি শিবকর্তৃক আরাধিতা বলিয়া “শিবা” নামে অভিহিতা।

(২) শিবং কয়োতি ইতি বা। যিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করেন তিনি শিবা।

(৩) শিবং মোক্ষং দদাতি ইতি শিবা। যিনি শিব অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করেন তিনি শিবা। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী।

শিবায় যো জপেদেবী শিবা লোকে ততঃ স্তুতা ॥ (৩৭৩)

শিব শব্দের অর্থ মুক্তি। দেবী যোগীদিগকে মোক্ষ ফল দান করেন এবং শিব ফলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম শিবা।

(৪) শিবাভেদা বা শিবা। শিবের সহিত অভিন্না বলিয়া দেবী “শিবা” নামে অভিহিতা। লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।

তস্মাদভেদবুদ্ধ্যৈব শিবেতি কথয়ন্ত্যুমাম্ ॥

শিব যেমন, দেবী তেমনি; দেবী যেমন, শিব তেমনি। অতএব শিবের সহিত অভেদ বুদ্ধিতেই জ্ঞানিগণ উমাকে “শিবা” বলিয়া থাকেন।

উমা-শঙ্করয়োর্ভেদো নাশ্চৈব পরমার্থতঃ।

দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ ॥

পরমার্থতঃ উমা ও শঙ্করের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। একজনই দ্বিধারূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

“পরমাত্মা শিবঃ প্রোক্তঃ শিবা সৈব প্রকীৰ্ত্তিতা।” পরমাত্মাই শিব নামে উক্ত, পরমাত্মাই শিবা নামে কীৰ্ত্তিতা।



জৰ্ব্বার্থসাধিকে—সৰ্বার্থান্ ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাধ্যান্ সাধয়তি ইতি সৰ্বার্থসাধিকা  
( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। যিনি ভক্তকে সৰ্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ দান  
করেন তিনিই সৰ্বার্থসাধিকা, সম্বোধনে সৰ্বার্থসাধিকে। দেবীপুরাণ বলেন,—

ধৰ্ম্মাদীন চিন্তিতান্ বশ্মাৎ সৰ্বলোকেষু যচ্ছতি ।  
ততো দেবী সমাধ্যাতা সা সৰ্বার্থানুসাধনৌ ॥ ( ৩৭।৪ )

দেবী লোকসকলকে তাহাদের অভিলষিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন  
বলিয়া "সৰ্বার্থসাধিকা" আখ্যায় অভিহিতা হইয়া থাকেন।

শরণ্যে— বিষাগ্নি-ভয়ঘোরেষু শরণ্যং স্মরণাদ্ যতঃ ।  
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠাতে ॥  
( দেবীপুরাণ, ৩৭।৫ )

স্মরণমাত্রই তিনি বিষ, অগ্নি, ঘোর ভয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা করেন, এইজন্তই পুরাণে  
তাহার নাম শরণ্যা।

ত্র্যম্বকে—(১) ত্রীণি অম্বকানি নেত্রাণি যন্তাঃ সা ত্র্যম্বকা, সম্বোধনে ত্র্যম্বকে।  
দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

সোম-সূর্য্যানলাজ্ঞীণি যন্তেত্রাণ্যম্বকানি সা ।  
তেন দেবী ত্র্যম্বকেতি মুনিভিঃ পরিকীর্তিতা ॥

চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি ইহারা দেবীর নেত্রত্রয় স্বরূপ, এইজন্ত মুনিগণ তাঁহাকে  
ত্র্যম্বকা বলেন।

(২) ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুত্ৰাণাম্ অম্বিকা মাতা বা ( সৌভাগ্যভাস্করঃ )। ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও রুদ্র এই তিনের অম্বিকা অর্থাৎ মাতা বলিয়া দেবী ত্র্যম্বকা নামে অভিহিতা হন।

(৩) ত্রিভিঃ লোকৈঃ দেবৈঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শির্বৈঃ বা অম্বাতে আশ্রীযতে অসৌ ত্র্যম্বা  
স্বার্থে কঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। ত্রিলোক বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিদেব কর্তৃক আশ্রিত  
হন বলিয়া দেবী ত্র্যম্বকা নামে কথিতা হন।

(৪) ত্রয়ো অম্বাঃ বর্ণাঃ অকারোকারমকারাঃ প্রতিপাদকাঃ যন্তাঃ, স্বার্থে কঃ  
( দংশোদ্ধারঃ )। ত্রি অম্ব অর্থাৎ অকার, উকার ও মকার এই তিন বর্ণ বাহ্যর প্রতিপাদক,  
যিনি প্রণবপ্রতিপাত্তা সেই দেবী ভগবতীই ত্র্যম্বকা নামে আখ্যাতা।



গৌরী—যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে, “গৌরী গৌরানন্দদেহাত্মাং” গৌরান্দী বলিয়া দেবী গৌরী নামে অভিহিতা। পদ্মপুরাণের মতে গৌরী কান্তকুজের পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী। “কান্তকুজে তথা গৌরী”। তদ্বসারোক্ত গৌরীধ্যান যথা,—

হেমাভাং বিভ্রতীং দোভি-দর্পণাঙ্গনসাধনে ।

পাশাঙ্কুশৌ সর্বভূষাং তাং গৌরীং সর্বদা ভজে ॥

গৌরী দেবী স্ববর্ণবর্ণা, ইনি হস্তদ্বয়ে দর্পণ ও অঙ্গন শলাকা এবং অত্র হস্তদ্বয়ে পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, গৌরী দেবী সর্বপ্রকার আভরণে অলঙ্কৃত।

যন্ত্র ১১, ( পৃঃ ৭২ )

অর্থার্থ।—[ হে ] সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং ( সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের ) শক্তিভূতে ( শক্তিরূপিণী ), সনাতনি ( নিত্য ), গুণ-আশ্রয়ে ( ত্রিগুণের আশ্রয়ভূতে ), গুণময়ে ( ত্রিগুণময়ী ) নারায়ণি ! তে নমঃ অস্ত ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা, তুমি সনাতনী, ত্রিগুণের আশ্রয়ভূতা এবং ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে—সৃজতীতি সৃষ্টিব্রহ্মা, স্থাপয়তি, পালয়তীতি বা স্থিতি বিষ্ণুঃ, বিনাশয়তীতি বিনাশঃ শিবঃ, তেষাং শক্তয়ঃ বিসর্গ-পালন-বিনাশরূপব্যাপারঃ তৎস্বরূপে ( তদ্ব্যবকাশিকা ) । হে দেবি ! তুমিই ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি, বিষ্ণুর স্থিতি-শক্তি এবং শিবের সংহার-শক্তিরূপিণী ।

ভগবতী গীতায় দেবী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরং ।

সংহরামি মহাক্রুরূপেণাস্তে নিজেচ্ছয়া ॥

দুর্কৃত্তমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ ।

ভূতং জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে ॥

এই চরাচর জগৎকে আমি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করি এবং প্রলয়কালে মহাক্রুরূপে নিজেচ্ছাক্রমে তাহার সংহার করি। হে মহামতে ! দুর্কৃত্তগুণের উপশমের নিমিত্ত পরমপুরুষ বিষ্ণুরূপে এই সৃষ্টি নিখিল জগৎকে আমিই পালন করি ।



শক্তি :—দেবীভাগবতে “শক্তি” শব্দের এইরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,—

ঐশ্বর্যবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ।

তৎস্বরূপা তয়োদাত্তী সা শক্তিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ( ৯।২।১০ )

“শ” শব্দে ঐশ্বর্য বুঝায় এবং “ক্তি” শব্দ পরাক্রম বাচক; যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্যরূপিনী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই “শক্তি” বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

গুণাত্ময়ে—(১) গুণানাং মহাদানীনাং আশ্রয়ভূতে ( নাগোজী )। তুমি মহাদানি গুণসমূহের আশ্রয়ভূত। (২) পুরুষরূপে ( দংশোদ্ধারঃ )।

গুণময়ে—সদ্ব্যক্তাত্মক প্রকৃতিরূপে ( দংশোদ্ধারঃ )। তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপিনী। অগুণময়ে এইরূপ পাঠও কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। অগুণময়ে অবিভ্যমান গুণকৃতবিকারে ( নাগোজী )। তুমি নিগুণ।

পরাক্রমি জড়প্রকৃতি নহে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়াত্মিকা। শ্রীরামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন,—

“আগম নিগমাতীতাহখিলমাতাহখিল পিতা প্রকৃতি-পুরুষরূপিনী।”

“প্রকৃতি-পুরুষ তুমি, তুমি স্মৃশ্বস্থলা।

কে জানে তোমার মূল, তুমি বিশ্বমূল ॥”

মন্ত্র ১২, ( পৃঃ ৭৯ )

অম্বস্বার্থ ।—[ হে ] শরণ-আগত-দীন-আৰ্ত্ত-পরিত্ৰাণ-পরায়ণে ( হে শরণাপন্ন দীন ও আৰ্ত্তজনের রক্ষাকারিণী ! ) সর্বশ্রু আৰ্ত্তি-হরে দেবি ( হে সকলের ক্লেশনাশিনী দেবি ! ) নারায়ণি, নমঃ অস্ত তে ( হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম )।

অনুবাদ ।—হে দেবি ! তুমি শরণাগত দীন ও আৰ্ত্তজনের রক্ষাকারিণী এবং সকলের ক্লেশনাশিনী। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী ।

শরণাগতদীনার্ভপরিত্ৰাণপরায়ণে—দীনাঃ দারিদ্র্যাভিহতাঃ, আৰ্ত্তাঃ রোগাচ্ছ-ভিভূতাঃ, শরণাগতাশ্চ, তেষাং পরিত্ৰাণং রক্ষণং, তদেব পরময়নম্ অভীষ্টং যশ্চাঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। শরণাগত দীন আৰ্ত্ত সন্তানকে রক্ষা করাই জগদম্বার স্বভাব ও ব্রত। শঙ্করাচার্য “দুর্গাপরাধ-ক্ষমাণ” স্তোত্রে প্রার্থনা করিতেছেন,—



আপংস্ব ময়ঃ স্মরণং স্মদীয়ং

করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি ।

নৈতচ্ছাং মম ভাবয়েথাঃ

ক্ষুধাতৃষ্ণার্ভা জননীং স্মরন্তি ॥ (১০)

হে কৃপাসাগরেখরি দুর্গে ! আমি আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি । মাগো, ইহা আমার শঠতা মনে করিও না । কারণ, সন্তান যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়া থাকে ।

জগদস্ব বিচিহ্নমত্র কিং

পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্নয়ি ।

অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং

নহি যাতা সমুপেক্ষতে স্মৃতম্ ॥ (১১)

হে জগন্মাতা ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে ? সন্তান শত অপরাধ করিয়াও মাতার নিকট উপস্থিত হইলে মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ।

সর্ব্বশ্রুতিহরে—ন কেবলং শরণাগতানাম্ অগিতু সর্ব্বশ্রু আর্তিহরা (দেবোভাষম্) । কেবল শরণাগতভক্তের নহে, তুমি ভক্ত অভক্ত, দেব অসুর, সর্ব্ব জীবজগতের দুঃখই হরণ করিয়া থাক ।

### [ মাতৃকারুপিণী নারায়ণীর স্তুতি ]

মন্ত্ৰ ১৩, ( পৃ: ৭২ )

অম্বল্লার্থ ।—[ হে ] হংস-যুক্ত-বিমানস্বে ( হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা ) কৌশ-অন্তঃ-ক্ষরিকে ( কমণ্ডলু হইতে জলসিঞ্চনকারিণী ) ব্রহ্মাণী-রূপ-ধারিণি ( ব্রহ্মাণীমূর্ত্তিধারিণী ) দেবি নারায়ণি ! তে নমঃ অন্ত ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ ।—হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা, কমণ্ডলু হইতে জলসিঞ্চন-কারিণী, ব্রহ্মাণীমূর্ত্তিধারিণী, হে দেবি নারায়ণি । তোমাকে প্রণাম ।



টিপ্পনী ।

১৩—২১ এই নয়টি মন্ত্রে দেবগণ ভগবতীর লীলা-বিগ্রহ মাহাকাগণের স্তুতি করিতেছেন ।

কৌশান্তঃক্ষরিকে—(১) কুশং জলং তস্ত্রাং কোণঃ কমণ্ডলুঃ তদন্তঃ ক্ষরিকে সেচিকে (নাগোদ্রী) । কুশ=জল, কোণ=কমণ্ডলু । ব্রহ্মাণী কমণ্ডলুজল প্রক্ষেপ দ্বারা দৈত্যাদিগকে হতবীর্য্য করিয়াছিলেন, ইহা ৮।৩৩ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । (২) কুশস্ত ইদম্ অন্তঃ কৌশান্তঃ, কুশমন্ত্রিতং জলং, তৎক্ষরতি ইতি (চতুর্ভূজা) । এই মতে কুশ শব্দের অর্থ পবিত্র কুশতৃণ, কৌশান্তঃ=কুশ দ্বারা অভিষিক্ত জল, তদন্তঃ জলসিক্তনকারিণী । ব্রহ্মাণী কুশোদক ক্ষেপণ দ্বারা অস্তুর নাশ করেন ।

ব্রহ্মাণী—দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, “ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননাদ্ ব্রহ্মণো জীবনেন বা” । ব্রহ্মাকে জন্মদান করেন অথবা ব্রহ্মাকে জীবন দান করেন, এইজন্ত ইনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা । ললিতা সহস্র নামে উক্ত হইয়াছে, “ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী” ।

৮।১৫ মন্ত্রের টিপ্পনীতে ব্রহ্মাণীর পুরাণোক্ত ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে । নিম্নে ব্রহ্মাণীর তন্ত্রোক্ত ধ্যান বর্ণিত হইতেছে,—

দণ্ডং কমণ্ডলুকরমক্ষত্ৰাভয়ং তথা ।

বিভ্রতী কনকচ্ছায়াং ব্রাহ্মী কৃষ্ণাজিনোজ্জলা ॥ ( বিংশসার তন্ত্র )

ব্রাহ্মী চতুর্ভূজা ; দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষত্ৰ ও অভয়মুদ্রাধারিণী । তিনি স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্টা এবং কৃষ্ণাজিন পরিহিতা ও উজ্জলা ।

পূর্ব্বেকারণাগমে ব্রহ্মাণীর ধ্যান যথা,—

চতুর্ভূজা বিশালাক্ষী তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা ।

বরদাভয়হস্তা চ কমণ্ডলুকমালিকা ॥

হংসধ্বজা হংসারূঢ়া জটামুকুটধারিণী ।

রক্তপদ্মাসনাসীনী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥

( পূর্ব্বেকারণাগম, দ্বাদশ পটল )

ব্রহ্মাণী চতুর্ভূজা, বিশাল নেত্রা, তপ্তকাঞ্চনবৎ কান্তিবিশিষ্টা । তাঁহার দুই হস্তে বরদ ও অভয়মুদ্রা এবং অপর দুই হস্তে কমণ্ডলু ও অক্ষমালা । ইনি হংসধ্বজযুক্তা, হংসবাহনা, জটামুকুটধারিণী, রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা এবং ব্রহ্মার সদৃশ রূপধারিণী ।



## ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী (মাহেশ্বরী) তত্ত্ব

কুজিকা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন ।  
 অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥  
 বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন ।  
 অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥  
 রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন ।  
 অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাত্মা জড়াত্মৈশ্চব প্রকীর্তিতাঃ ।  
 প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্বৈ কাৰ্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্ ॥

( প্রথম পটল, ১—৪ )

ব্রহ্মাণীই সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা নহেন, অতএব হে মহেশ্বর! ব্রহ্মা প্রেত ( শব দেহমাত্র অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ), তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবীই রক্ষাকর্তা, বিষ্ণু জগতের রক্ষক নহেন, অতএব হে মহেশ্বর! বিষ্ণু প্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রুদ্রাণীই সংহারকর্তা, রুদ্র কখনও সংহার কর্তা নহেন, অতএব হে মহেশ্বর! রুদ্র প্রেত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শক্তি অংশ ত্যাগ করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলেই জড়, কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ কার্য্যসাধনে অক্ষম, ইহা নিশ্চিত জানিও।

আত্মশক্তি ভগবতীর জ্ঞানশক্তিই ব্রহ্মাণী, ইচ্ছাশক্তিই বৈষ্ণবী এবং ক্রিয়াশক্তিই রুদ্রাণী বা মাহেশ্বরী নামে অভিহিত। ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ একা অদ্বিতীয়া পরাশক্তি ভগবতীর বিভূতি মাত্র, ইহা গুপ্তের প্রতি দেবীর উক্তি “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” ( ১০।৫ ) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই তত্ত্বটি শাক্তপদকর্তা সাধক গোবিন্দ তাঁহার একটি সাধনসঙ্গীতে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

মা তোমার মায়া বিভূতি কে জানে আর তুমি বিনে।

জ্ঞানলে জানতে পারে মাত্র যে হয় তন্ময়ধীনে।

জ্ঞানশক্তিরূপা তুমি সৃজ জগৎ ব্রহ্মাণী ছলে,

ইচ্ছাশক্তিরূপে পাল লোকে তাই বৈষ্ণবী বলে।

ক্রিয়াশক্তিরূপা তুমি রুদ্রাণীর ছলে শিবে,

মিথ্যা জগৎব্রমে দেখাও সত্তাশূন্য করে জীবে।

মিথ্যা পৃথক্ ভাবে তোমায় জ্ঞানহীন জনে,

জ্ঞানযোগের প্রেমিক যারা, মিথ্যা জগৎ জেনে তারা,

চিরতরে নয়ন মুদে আছে তোর ধ্যানে।



মন্ত্র ১৪, ( পৃ: ৮০ )

অম্বস্বার্থ।—[ হে ] মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ ( মাহেশ্বরীরূপে ) ত্রিশূল-চন্দ্র-অহি-ধরে  
( ত্রিশূল, চন্দ্রকলা এবং সর্পধারিণি ! ) মহাবৃষভ-বাহিনি ( মহাবৃষাকৃড়ে ! ) নারায়ণি ! তে  
নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—তুমি মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, চন্দ্রকলা ও সর্পধারিণী এবং  
মহাবৃষভে আকৃতা । হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

মাহেশ্বরী—স্বয়ং মহাদেব দেবী মাহেশ্বরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

এষা মাহেশ্বরী গৌরী মম শক্তির্নিরঞ্জন।

শান্তা সত্য। সদানন্দা পরং পদমিতি শ্রুতিঃ ॥ ( কুর্শপুরাণ )

ইনি আমার শক্তি মাহেশ্বরী বা গৌরী । ইনি নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মলা, শান্তা,  
সত্য, সদানন্দা, শ্রুতিতে ইনি “পরম পদ” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ।

পূর্ব্বেকারণাগমে মাহেশ্বরীর ধ্যান যথা,—

ত্বিনেত্র্য গুরুবর্ণা চ শূলপাণিবৃষধ্বজা ।

বরদাভয়হস্তা চ সাক্ষমালাকরাশ্চিতা ।

জটামুকুটিনী শম্ভোভূষণী সা মাহেশ্বরী ॥ ( দ্বাদশ পটলে )

মাহেশ্বরী ত্বিনেত্র্য, গুরুবর্ণা ও বৃষধ্বজা । ইনি হস্ত চতুষ্টয়ে বরদ ও অভয় মুদ্রা,  
ত্রিশূল ও অক্ষমালা ধারণ করিতেছেন । ইনি জটামুকুটধারিণী এবং শম্ভুর গ্রাম  
ভূষণমুতা ।

মাহেশ্বরীর পুরাণোক্ত ধ্যান ৮।১৬ মন্ত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য ।

মন্ত্র ১৫, ( পৃ: ৮০ )

অম্বস্বার্থ।—[ হে ] ময়ূর-কুকুট-বৃতে ( ময়ূর ও কুকুট দ্বারা বেষ্টিতা ) মহাশক্তি-ধরে  
( মহাশক্তি অম্বধারিণী ) অনঘে ( নিষ্পাপা ) কৌমারী-রূপ-সংস্থানে ( কৌমারীরূপে সংস্থিতা )  
নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—ময়ূর ও কুকুট দ্বারা বেষ্টিতা, মহাশক্তিধারিণী, নিষ্পাপা,  
কৌমারীরূপে সংস্থিতা হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম ।



একাদশ অধ্যায় ]

নারায়ণী স্ততি

টিপ্পনী ।

ময়ূরকুঙ্কটবৃতে—ইহার অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। “কুঙ্কটঃ কুকুভে পিচ্ছে” কুঙ্কট শব্দের অর্থ মোরগ, ময়ূরপুচ্ছ। (১) ময়ূর-কুঙ্কটঃ তৎপিচ্ছঃ তেন বৃতে (নাগোজী)। দেবী কৌমারী ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা আবৃতা অর্থাৎ পেখমধারী ময়ূরপৃষ্ঠে উপবিষ্টা। (২) ময়ূরশ্চ কুঙ্কটশ্চ তাভ্যাং বৃতে বেষ্টিতে (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ময়ূর ও কুঙ্কট অর্থাৎ মোরগ দ্বারা বেষ্টিতা। (৩) কুঙ্কট শব্দটি শ্রেষ্ঠার্থ বাচী। ময়ূর-কুঙ্কটঃ ময়ূর-শ্রেষ্ঠঃ, তত্র বৃতে (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ময়ূরশ্রেষ্ঠে আসীন। (৪) ময়ূরবাহ-কুঙ্কটবাহৌ তাভ্যাং বৃতা বেষ্টিতা পরিবারিতা (শান্তনবী)। ময়ূর ও কুঙ্কটশব্দ দ্বারা ময়ূরবাহ ও কুঙ্কটবাহ বুঝাইতেছে। দেবী কৌমারী ময়ূরবাহাকারে সজ্জিত ও কুঙ্কটবাহাকারে সজ্জিত সৈন্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা। (৫) “কুঙ্কটস্তাত্রচূড়েতি ভূষায়ামপি দৃশ্যতে”। কুঙ্কট শব্দে তাত্রচূড় (মোরগ) এবং ভূষণবিশেষও বুঝায়। কুঙ্কটাত্রাণদ্বারৈঃ আবৃতত্বাৎ কুঙ্কটাবৃতা, কুঙ্কটাত্রা-স্বর্ণভূষণভূষিতা ইত্যর্থঃ (শান্তনবী)। দেবী কৌমারী ময়ূরোপরি উপবিষ্টা এবং কুঙ্কট নামক স্বর্ণভূষণে ভূষিতা। (৬) “বর্হেণ বর্জিতো বর্হী যঃ স ময়ূর-কুঙ্কটঃ” (ষাদবপ্রকাশঃ)। যে ময়ূর চিত্রিত পুচ্ছবর্জিত তাহাকে “ময়ূর কুঙ্কট” বলে। ময়ূরঃ কুঙ্কট ইব চিত্রপুচ্ছ-বিবর্জিতাঃ ময়ূরকুঙ্কটঃ, তৈঃ আবৃতা (শান্তনবী)। দেবী কৌমারী চিত্রিতপুচ্ছবিহীন ময়ূরগণদ্বারা পরিবেষ্টিতা।

শিবার্চন চলিকার স্বরূপায়ামগ্রপ্রকরণে ময়ূর ও কুঙ্কট উভয়কে স্বন্দের আবরণ দেষতারূপে পূজা করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। স্বন্দপুরাণের মতে স্বন্দ কর্তৃক নিহত শূর পদ্মাসুর ময়ূর ও কুঙ্কট এই রূপদ্বয় ধারণ করিয়া যথাক্রমে তাঁহার বাহনও ধ্বজ হইয়াছিল। মতান্তরে গরুড় স্বন্দকে ময়ূর এবং অরুণ তাঁহাকে কুঙ্কট প্রদান করেন। বায়ুপুরাণের মতে বায়ু স্বন্দকে বাহনরূপে ময়ূর এবং ঐশ্বর্য তাঁহাকে ক্রীড়নক স্বরূপ একটি কামরূপী কুঙ্কট প্রদান করিয়াছিলেন।

কৌমারীরূপসংস্থানে—(১) কুমার-শক্তেরিব রূপং সংস্থানম্ অবয়বসম্মিবেশশ্চ যশ্চাঃ (নাগোজী)। কুমার-শক্তির মত রূপ ও সংস্থান অর্থাৎ করচরণাদি অবয়ব সম্মিবেশ ইহার। (২) কৌমারীরূপেণ সংস্থানং স্থিতিঃ যশ্চাঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। কৌমারীরূপে সংস্থান অর্থাৎ স্থিতি ইহার।



কৌমারী—( ৮১৭ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) । অংশুমন্তেদাগম মতে কৌমারীর ধ্যান যথা,—

চতুর্ভূজা ত্রিনেত্রা চ রক্তবস্ত্রমধ্বিতা ।

সর্বাভরণসংযুক্তা বাচিকা বন্ধমাকুটা ॥

শক্তি-কুকুটহস্তা চ বরদাভয়পানিনী ।

ময়ূরধ্বজবাহী শ্রাদ্ উদ্বাহরক্ষমাশ্রিতা ।

কৌমারী চেতি বিখ্যাতা সর্কামফলপ্রদা ॥

( সপ্তচন্দ্রাংশ পটলে )

কৌমারী চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, সর্বাভরণ ও মুকুটভূষিতা । ইনি দুই বাহুতে শক্তি অস্ত্র ও কুকুট এবং অপর দুই বাহুতে বরদ ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন । ইনি ময়ূর-বাহনা ও ময়ূর-ধ্বজা । দেবী কৌমারী উদ্বাহরক্ষ তলে অবস্থিতা এবং ভক্তের সর্কবাস্তা পূর্ণকারিণী ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে অতরুপ ধ্যান দৃষ্ট হয়,—

কৌমারী রক্তবর্ণা শ্রাদ্ বড়বস্ত্রা সার্কলোচনা ।

রবিবাহর্ময়ূরস্থা বরদা শক্তিদারিণী ॥

পতাকাং বিভ্রতী দণ্ডং পাত্রং বাণং চ দক্ষিণে ।

বামে চাপমথো ঘণ্টাং কমলং কুকুটং ত্রধঃ ।

পরশুং বিভ্রতী তীক্ষ্ণং তদধস্তভয়াহিতা ॥

কৌমারী রক্তবর্ণা, ময়ূরবাহনা । তাঁহার ছয়টি বদন, দ্বাদশ নয়ন ও দ্বাদশ বাহু । দক্ষিণদিকের ছয় বাহুতে বরদমুদ্রা, শক্তি, পতাকা, দণ্ড, পাত্র ও বাণ এবং বামদিকের ছয় বাহুতে ধনু, ঘণ্টা, পদ্ম, কুকুট, পরশু ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন ।

মন্ত্র ১৬, ( পৃঃ ৮০ )

অন্বয়ার্থ—[ হে ] শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ-গৃহীত-পরম-আয়ুধে ( শঙ্খ, চক্র, গদা এবং শৃঙ্গনির্মিত ধনু বা শৃঙ্গময় মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, এই চতুর্বিধ মহাস্ত্রধারিণী ) বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি ! প্রসাদ ( প্রসন্ন হও ), তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ—তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও ধনু ( বা খড়্গ ) রূপ মহাস্ত্র-ধারিণী । হে বৈষ্ণবীরূপা নারায়ণি ! প্রসন্ন হও, তোমাকে প্রণাম ।



একাদশ অধ্যায় ]

নারায়ণী স্তুতি

LIBRARY

No. 825

St.

Mayee Ashram

BANARAS

টিপ্পনী ।

বৈষ্ণবী—( ৮।১৮ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) । বিশ্বসার তন্ত্রে বৈষ্ণবীর ধ্যান বধা,—

চক্রং ঘণ্টাং গদাং খড়্গং বিভ্রতী স্মনোহরা ।

তমালশ্রামলা ধোয়া বৈষ্ণবী শর্দদায়িনী ॥

বৈষ্ণবী তমালবৎ শ্রামবর্ণা, অতীব মনোহরা ও মঙ্গলদায়িনী । তিনি ভূজচতুষ্টয়ে চক্র, ঘণ্টা, গদা এবং খড়্গ ধারণ করিতেছেন ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের মতে বৈষ্ণবী ষড়্ভুজা,—

বৈষ্ণবী তাক্ষ্যস্থা শ্রামা ষড়্ভুজা বনমালিনী ।

বরদা গদিনী নক্ষে বিভ্রতী চান্দ্রশ্রজম্ ।

শঙ্খচক্রাভয়ান্ বামে সা চেয়ং বিলসন্তুজা ॥

বৈষ্ণবী গরুড়বাহনা, শ্রামবর্ণা, বনমালাধারিণী, ষড়্ভুজা । দক্ষিণ তিন বাহতে বরদমুদ্রা, গদা ও পদ্মমালা এবং বাম তিন বাহতে শঙ্খ, চক্র ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন ।  
মন্ত্র ১৭, ( পৃঃ ৮০ )

অঙ্কসার্থ।—[ হে ] গৃহীত-উগ্র-মহাচক্রে ( ভীষণ মহাচক্রধারিণী ), দংষ্ট্রা-উদ্ধৃত-বহুন্ধরে ( দংষ্ট্রা উদ্ধৃতা বহুন্ধরা যয়া সা, সম্বোধনে । দন্তদ্বারা পৃথিবীর উদ্ধারকারিণী ), বরাহ-রূপিণি ( বরাহরূপধারিণী ), শিবে ( মঙ্গলময়ী ) নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—তুমি ভীষণ মহাচক্র ধারণ করিতেছ, তুমি দন্তদ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছ । হে বরাহরূপিণী, মঙ্গলময়ী নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

বারাহী—( ৮।১৯ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) । বিশ্বসারতন্ত্র মতে বারাহী ধ্যান বধা,—

মুঘলং করবালঞ্চ খেটকং দধতী হলং ।

করৈশ্চতুর্ভির্বারাহী ধোয়া কালষনচ্ছবিঃ ॥

বারাহী প্রলয়মেঘসমপ্রভা । তিনি ভূজচতুষ্টয়ে মুঘল, করবাল, খেটক ও হল ধারণ করিতেছেন ।



পূর্বকারণাগমে বারাহী ধ্যান,—

কৃষ্ণা পীতাম্বরী শার্ঙ্গী সর্বসম্পৎকরী নৃণাম্ ।  
পবিত্রালঙ্কৃতোরক্ষা পাদনুপুরসংযুতা ॥  
সব্যেহভয়হলং চৈব মুসলং বরমস্তকে ।  
বরাহবস্ত্রী বারাহী ষমভূষণভূষণী ॥ ( দ্বাদশ পটলে )

বারাহী বরাহবদনা, ষমসদৃশভূষণ ও বাহনযুক্তা, কৃষ্ণবর্ণা, পীতাম্বরপরিহিতা, শার্ঙ্গ-  
( ধনু বা খড়্গ ) ধারিণী, ভক্তগণের সর্বসম্পদবিধায়িনী । ইনি পবিত্রা, বক্ষঃহল অলঙ্কৃত,  
পদদ্বয়ে নুপুং শোভিত । দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও হল এবং বাম হস্তদ্বয়ে মুসল ও  
বরদমুদ্রা ধারণ করিতেছেন ।

মন্ত্র ১৮, ( পৃঃ ৮০ )

অম্বস্বার্থ।—উগ্ৰেণ ( ভীষণ ) নৃসিংহ-রূপেণ ( নৃসিংহমূর্তি ধারণপূর্বক ) দৈত্যান্  
হন্ত্যঃ ( দৈত্যগণকে বধ করিতে ) কৃত-উত্তমে ( প্রবৃত্তা ), ত্রৈলোক্য-ত্ৰাণ-সহিতে ( ত্রিভুবন  
পরিত্ৰাণ হেতু সম্যক্ হিতকারিণী ) [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অম্বস্বান্দ।—তুমি ভীষণ নৃসিংহমূর্তি ধারণপূর্বক দৈত্যগণকে বধ  
করিতে প্রবৃত্তা, ত্রৈলোক্যরক্ষা হেতু তুমি সম্যক্ হিতকারিণী ; হে নারায়ণি !  
তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

ত্রৈলোক্যত্ৰাণসহিতে—(১) ত্রৈলোক্যত্ৰাণায় সম্যক্ হিতে ( নাগোজী ) । তুমি  
ত্রৈলোক্যরক্ষা হেতু সকলের হিতকারিণী । (২) ত্রৈলোক্যত্ৰাণং ত্রৈলোক্যরক্ষা তদুপায়ভূতা  
মূর্তিরিত্যর্থঃ, তৎসহিতে তদম্বুক্তে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । তুমি ত্রৈলোক্যত্ৰাণকারিণী মূর্তিযুক্তা,  
সম্বোধনে ।

নারায়ণী—৮২০ টিপ্পনী শ্রব্য ।

মন্ত্র ১৯, ( পৃঃ ৮০ )

অম্বস্বার্থ।—[ হে ] কিরীটিনি ( মুকুটধারিণী ) মহাবজ্রে ( মহাবজ্রধারিণী ) সহস্র-  
নয়ন-উজ্জ্বলে ( সহস্র চক্ষুদ্বারা দীপ্তিময়ী ) বৃদ্ধ-প্রাণ-হরে ( বৃদ্ধাশুরের প্রাণনাশকারিণী ) চ  
ঐন্দ্রি ( ইন্দ্রশক্তিরূপিণী ) নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।



অনুবাদ ।—হে ঐন্দ্রি ! তুমি মুকুটধারিণী, মহাবজ্রযুক্তা, সহস্র  
নয়নে দীপ্তিময়ী, ব্রহ্মাসুরের প্রাণঘাতিনী । হে নারায়ণী ! তোমাকে প্রণাম ।  
টিপ্পনী ।

ব্রহ্মপ্রাণহরে—দেবী ভগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ইথং ব্রহ্মঃ পরাশক্তিপ্রবেশমুতফেনতঃ ।

তন্মা কৃতবিমোহাচ্চ শক্রেণ সহসা হতঃ ॥

ততো ব্রহ্মনিহন্ত্রীতি দেবী লোকেষু গীয়তে ।

শক্রেণ নিহতত্বাচ্চ শক্রেণ হত উচ্যতে ॥

( দেবী ভাগবতম্, ৬।৬।৬৭-৬৮ )

ভগবতী পরাশক্তিই ব্রহ্মাসুরকে মোহিত করেন এবং তিনিই ফেনমধ্যে প্রবেশ করায়  
তদ্বারা ইন্দ্র সহসা ব্রহ্মকে সংহার করিতে সমর্থ হন । সেই কারণে ত্রিলোক মধ্যে সকলেই  
ঐ দেবীকে ব্রহ্মনিহন্ত্রী বলিয়া কীর্তন করেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রহস্তে নিহত হয় বলিয়া  
দেবরাজ ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।

ব্রহ্মাসুরের বধবৃত্তান্ত দেবী ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী—( ৮।২।১ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) ।

অংশুমন্তেদাগম মতে ধ্যান যথা,—

চতুর্ভূজা ত্রিনেত্রা চ রক্তবর্ণা কিরীটিনী ।

শক্তিবজ্রধরা ষৈব বরদাভয়পাণিনী ॥

সর্বাভরণসংযুক্তা গজধ্বজসবাহিনী ।

ইন্দ্রাণী চেতি বিখ্যাতা কল্পক্ষমসমাপ্তিতা ॥ ( সপ্তচত্বারিংশ পটলে )

ইন্দ্রাণী চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না, রক্তবর্ণা এবং মুকুটধারিণী । দেবীর দুই বাহুতে শক্তি ও  
বজ্র এবং অপর দুই বাহুতে বরদা ও অভয়মুদ্রা । তিনি সর্বাভরণভূষিতা, গজবাহনা ও  
গজধ্বজা । ইনি কল্পবৃক্ষের নীচে অধিষ্ঠিতা ।

বিষ্ণুধর্মোত্তর মতে ধ্যান,—

ঐন্দ্রী সহস্রদৃক্ সৌম্যা হেমাভা গজসংস্থিতা ।

বরদা স্তম্ভিণী বজ্রং বিপ্রত্যাধ্বং তু দক্ষিণে ।

বামে তু কলশং \*পাত্রং ত্রয়ং তদধঃকরে ॥

\* ( কমলমিতি শ্রীতত্বনিধিপাঠঃ )



ঐন্দ্রী সহস্রনেত্রা, সৌম্যা, কাঞ্চনবর্ণা এবং গজোপরি উপবিষ্টা। ইনি ষড়্ভুজা ; দক্ষিণ দিকের তিন বাহুতে অধঃ হইতে উর্দ্ধক্রমে বরদমুদ্রা, স্কৃত ও বজ্র এবং বাম দিকের তিন বাহুতে উর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে কলস ( বা কমল ) পাত্র ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন।

মন্ত্ৰ ২০, ( পৃঃ ৮০ )

অন্বয়ার্থ।—শিবদূতী-স্বরূপে ( শিবদূতীরূপে ) হত-দৈত্য-মহাবলে ( হতং দৈত্যানাং মহাবলং মহানৈমিত্তং যয়া ; দৈত্যগণের মহানৈমিত্তবিনাশকারিণী ) ঘোর-রূপে ( ভীষণ মূর্তি-ধারিণী ) মহা-আরাধে ( মহাগর্জ্জনকারিণী ) [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম )।

অনুবাদ।—তুমি শিবদূতীরূপে দৈত্যগণের মহানৈমিত্ত বিনাশকারিণী, ভীষণ মূর্তিধারিণী ও মহাগর্জ্জনকারিণী ; হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী।

ষড়্ভুজদীয় রুদ্রাধ্যায়ে বোধিত হিংসাপ্রধানত্ব আশ্রয় করিয়া রুদ্রের শক্তিবিশেষরূপে শিবদূতী ও চামুণ্ডা শক্তিদ্বয় গ্রহীত। এই প্রকারে অগ্ন্যাগ্ন দেবীমূর্তিতেও শ্রুতিসঙ্কেত বুঝিতে হইবে ( দেবীভাষ্য )।

শিবদূতী—( ৮২৮ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য )। পদ্মপুরাণে পুঙ্কর খণ্ডে কথিত আছে, শিবদূতী পুঙ্করতীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মৎস্যপুরাণে শিবদূতী মূর্তিলক্ষণ যথা,—

তথৈবার্দ্ধমুখী শুক্ল শুক্লকায়্য বিশেষতঃ ।

বহুবাহুত্বা দেবী ভূজগৈঃ পরিবেষ্টিতা ॥

কপালমালিনী ভীমা তথা খট্টাঙ্গধারিণী ।

শিবদূতী তু কর্তব্য শৃগালবদনা শুভা ॥

আলীঢ়াসনসংস্থানা তথা রাজঃশচতুর্ভুজা ।

অস্কৃপাত্রধরা দেবী খড়্গাশূলধরা তথা ।

চতুর্থস্ত করস্তস্তাস্তথা কার্ধ্যস্ত সামিষঃ ॥

শিবদূতী শৃগালবদনা ও মঙ্গলদায়িনী। ইহার মুখ আর্ধ ও শুক্ল, ইনি শুক্লকায়্য এবং সর্পসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার গলদেশে নরকপালের মালা, ইনি খট্টাঙ্গধারিণী ও



ভয়ঙ্করী। ইনি আলীঢ়াসনে সংস্থিতা, বহুবাহুজ্ঞা, কখনও বা চতুর্ভুজারূপে বিরাজমানা। ইনি চতুর্ভুজে রক্তপাত্র, খড়্গ, শূল ও মাংসখণ্ড ধারণ করেন। (দক্ষিণ জাহ্নু সম্মুখে বা অগ্রে এবং বাম জাহ্নু পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন ভদ্রীকে আলীঢ়াসন বলে)।

শ্রীতত্ত্বনিধিতে শিবদূতীর ধ্যান স্বথা,—

বামাধো রক্তপাত্রং তদুপরি চ গদাং খেটপাশৌ দধানাং,

দক্ষিণঃ পদ্মং কুঠারং তদুপরি চ মহাখড়্গামপ্যঙ্কুশং চ।

মধ্যাহ্নার্দ্ধপ্রভাভাং নবমণিবিলসদ্ভূষণমষ্টহস্তাং,

দূতীং নিত্যং ত্রিনেত্রাং স্বরগণমুনিভিস্তূর্যমানাং ভজেহহম্ ॥

শিবদূতী মধ্যাহ্নমধ্যাহ্নং প্রভাষুক্তা, ত্রিনয়না এবং অষ্টভুজা। বামদিকের হস্তচতুষ্টয়ে অধঃ হইতে উর্দ্ধক্রমে রক্তপাত্র, গদা, খেটক ও পাশ এবং দক্ষিণদিকের হস্তচতুষ্টয়ে অধঃ হইতে উর্দ্ধক্রমে পদ্ম, কুঠার, খড়্গ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন। তিনি নবরত্নখচিতভূষণসমূহে অলঙ্কৃতা এবং স্বর ও মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুতা।

মন্ত্র ২১, ( পৃ: ৮০ )

অর্থার্থ।—[ হে ] দংষ্ট্রা-করাল-বদনে ( দন্তসমূহ দ্বারা ভীষণবদনা ) শিরঃ-মালা-বিভূষণে ( শিরোমালা নরমুণ্ডময়ী মালা, সৈব ভূষণং স্বস্তাঃ ; মুণ্ডমালাভূষিতা ), মুণ্ড-মথনে ( মুণ্ডং মুণ্ডাস্বরং মথুতি যা ; মুণ্ডাস্বরবিনাশিনী ) চামুণ্ডে ! [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অস্ত ( তোমাকে প্রণাম )।

অন্তবাদ।—হে চামুণ্ডে ! তুমি দন্তপংক্তিদ্বারা ভীষণবদনা, মুণ্ডমালা-শোভিতা এবং মুণ্ডাস্বরবিনাশিনী। হে নারায়ণি ! তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী।

চামুণ্ডা—( ৭২৭ [টিপ্পনী দ্রষ্টব্য] )। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে, তমোগুপ্ততা রূপশক্তিই চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হন। তিনি এই জগতে অসংখ্য প্রকার ভয়ঙ্করীমূর্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান।

নবকোটিস্ত চামুণ্ডা ভেদভিন্না ব্যবস্থিতাঃ।

যা রৌদ্রী তামসী শক্তিঃ সা চামুণ্ডা প্রকীর্তিতা ॥

( বরাহপুরাণম্, ২৬৬৭ )



অগ্নিপুৰাণোক্ত চামুণ্ডা ধ্যান ষথা,—

চামুণ্ডা কোটরাক্ষীশ্চান্ধিমংসা তু ত্রিলোচনা ।

নিশ্মাংসা অস্থিসারা বা উৰ্দ্ধকেশী কুশোদরী ॥

দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে ।

শূলং কৰ্ত্তী দক্ষিণেহস্তাঃ শবাকৃঢ়াহস্থিভূষণা ॥ ( ৫০।২১-২২ )

চামুণ্ডার তিন নয়ন বোটের মগ্ন, দেহে মাংস নাই, অস্থিমাত্রসার, কেশসকল উৰ্দ্ধগ, উদর কৃশ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে নরকপাল ও পট্টিশ এবং দক্ষিণ হস্তে শূল ও ছুরিকা । ইনি শবোপরিস্থিতা এবং অস্থিভূষণা ।

অংশুমন্তেদাগমে চামুণ্ডা ধ্যান,—

চতুর্ভূজা ত্রিনেত্রা চ রক্তবর্ণোৰ্দ্ধকেশিকা ।

কপালশূলহস্তা চ বরদাভয়পাণিনী ॥

শিরোমালোপবীতা চ পদ্মপীঠোপরি স্থিতা ।

ব্যাঘ্রচর্মাস্থরধরা বটবৃক্ষসমাস্থিতা ॥

চামুণ্ডীলগ্নঃ ছেবমেববেরে চ তৎসমম্ ।

বামপাদস্থিতাঃ সর্বাঃ সব্যপাদপ্রলম্বিতাঃ ॥ ( সপ্তচত্বারিংশ পটলে )

দেবী চামুণ্ডা চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না এবং রক্তবর্ণা । তাঁহার কেশসকল উৰ্দ্ধগ । তিনি ভূজচতুষ্টয়ে কপাল, শূল, বরদ ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন । তিনি যজ্ঞোপবীতাকারে মুণ্ডমালাধারিণী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা । তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা এবং বটবৃক্ষের নীচে অবস্থিতা ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে চামুণ্ডা ধ্যান,—

চামুণ্ডা প্রেতগা রক্তা বিকৃতাশ্চাহিভূষণা ।

দংষ্ট্রোগ্রা ক্ষীণদেহা চ গর্তাক্ষী ভীমরূপিণী ॥

দিগ্ধাহঃ ক্রামকুক্ষিচ্চ মুসলং কবচং শরম্ ।

অক্ষুশং বিভ্রতী খড়্গং দক্ষিণে স্তথ বামতঃ ।

খেটং পাশং ধনুর্দণ্ডং কুঠারং চেতি বিভ্রতী ॥

চামুণ্ডা শববাহনা, রক্তবর্ণা, করালবদনা, সর্পভূষণা ও ভীমরূপিণী । তিনি ক্ষীণদেহা, কোটরাক্ষী, ভয়ঙ্করী এবং কুশোদরা । তিনি দশভূজা ; দক্ষিণদিকের পঞ্চ হস্তে শূল, কবচ, শর, অক্ষুশ ও খড়্গ এবং বামদিকের পঞ্চ হস্তে খেটক, পাশ, ধনু, দণ্ড ও কুঠার ধারণ করেন ।



## [ নারায়ণীর লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি রূপ ভেদ ]

মন্ত্র ২২, ( পৃ: ৮০ )

অর্থার্থ।—[ হে ] লক্ষ্মি ! ( তুমি লক্ষ্মী রূপিণী ), লজ্জা ( লজ্জা স্বরূপা ), মহাবিছা ( তুমি ব্রহ্মবিছা রূপিণী ) শ্রদ্ধা ( তুমি শ্রদ্ধারূপিণী ), পুষ্টি ( তুমি পুষ্টিরূপিণী ), স্বধা ( তুমি স্বধারূপিণী ), ধ্রুবে ( তুমি ধ্রুবা অর্থাৎ নিত্যা ), মহারাত্রি ( তুমি মহাপ্রলয়রূপিণী ), মহাবিছা ( তুমি মহা অবিছারূপিণী ), [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—হে নারায়ণি ! তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিছা ; তুমি শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা ; তুমি নিত্যা, তুমি মহারাত্রি, তুমি মহা অবিছা ; তোমাকে প্রণাম ।

টিপ্পনী ।

এই মন্ত্র ও পরবর্তী মন্ত্রে দেবগণ ভগবতী নারায়ণীর লক্ষ্মী, লজ্জা প্রভৃতি রূপভেদ উল্লিখিত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে এবং এই বিভূতি সমূহের যিনি আধার স্বরূপিণী সেই পরাশক্তি ভগবতী নারায়ণীর উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন । এতদ্বারা ভগবতী নারায়ণীর অনন্ত ঐশ্বর্য প্রদর্শিত এবং সর্বাত্মকত্ব উপলক্ষিত হইতেছে ।

লক্ষ্মী—ঋগ্বেদোক্ত শ্রীমুক্তাভিহিতস্বরূপা, শ্রীবীজরূপা বা ( দেবীভাগ্যম্ ) । ঋগ্বেদোক্ত শ্রীমুক্তে যাহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তুমি সেই শ্রী বা লক্ষ্মী দেবী । অথবা তুমি শ্রীবীজ ( শ্রী ) রূপিণী । হে নারায়ণি ! হে লক্ষ্মি ! নমোহস্তু তে । ( শান্তনবী )

(১) “সৌভাগ্যলক্ষ্মী” উপনিষদে শ্রী দেবীর এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

অরুণকমলসংস্থা তদ্রজঃপুঞ্জবর্ণা

করকমলধূতেষ্টাভীতিমুগ্ধাঙ্গা চ ।

মণিকটকবিচিত্রালঙ্কৃতাকলঙ্কারৈঃ

সকলভুবনমাতা সন্ততঃ শ্রীঃ শ্রীয়ে নমঃ ॥ ( ১।৪ )

যিনি রক্তবর্ণ কমলে উপবিষ্টা ও তাহার পরাগসমূহের দ্বারা বর্ণবিশিষ্টা, যিনি হস্তচতুষ্টয় দ্বারা বর, অভয় ও কমলদ্বয় ধারণ করিতেছেন, মণিময় কটকাদি বিচিত্র অলঙ্কার সমূহ দ্বারা যিনি সুশোভিতা, সেই ভুবনমাতা শ্রীদেবী সর্বদা আমাদের শ্রীসাধনে নিরতা হউন ।



ভূয়াভূয়ো দ্বিপদ্মাভয়বরদকরা তপ্তকার্ত্তস্বরাভা  
 শুভ্রাভাভেভষ্মদ্বয় করধ্বতকুস্তান্তিরাসিচ্যমানা ।  
 রক্তৌষাবন্ধমৌলিবিমলতর-দ্রুফলার্ভবালেপনাত্যা  
 পদ্মাক্ষী পদ্মনাভোরসি কৃতবসতিঃ পদ্মগা

শ্রী: শ্রীমৈ: নঃ ॥ ( ১৮ )

যিনি হস্তচতুষ্টিয়ে পদ্মযুগল, অভয় ও বরযুক্তা ধারণ করিতেছেন, যিনি তপ্তকার্ত্তন তুল্য  
 প্রভা বিশিষ্টা, শুভ্রমেঘের গ্রায় হস্তিযুগল এক এক পার্শ্বে অবস্থানপূর্বক শুণ্ডধৃত কুস্তবারি দ্বারা  
 বাঁহার মস্তকস্থ কেশরাশি নিবন্ধ, বাঁহার পরিধানে শুভ্র ক্ষৌমবস্ত্র, যিনি রক্তবর্ণ আলেপন-  
 বিভূষিতা, পদ্মপলাশ লোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিতা এবং পদ্মোপরি অবস্থিতা সেই  
 শ্রীদেবী আমাদের সম্পদ দাত্রী হউন ।

(২) দেবীভাগবতে লক্ষ্মীর স্বরূপ ও তত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ;—

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ ।  
 সৰ্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥  
 কান্তাতিদান্তা শাস্তা চ স্নগীলা সৰ্বমঙ্গলা ।  
 লোভমোহকাম-রোষমদাহকার-বর্জিতা ॥  
 ভক্তানুরক্তা পত্ন্যশ্চ সৰ্বাভ্যশ্চ পতিব্রতা ।  
 প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রং প্রিয়ংবদা ॥  
 সৰ্বশস্ত্রাঙ্কিকা দেবী জীবনোপায়রূপিণী ।  
 মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারতা সতী ॥  
 স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজহু ।  
 গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥  
 সৰ্বপ্রাণিষু ত্রযোষু শোভারূপা মনোহরা ।  
 কীর্ত্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥  
 বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাঙ্কুরা ।  
 দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সৰ্বসম্মতা ॥

( দেবীভাগবতম্, ৯।১।২২—২৮ )

যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী, তিনি সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপা ও  
 তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তিনি মনোহারিণী, দান্তা, অত্যন্ত শাস্তা, স্নগীলা ও সৰ্ববিষয়ে



মহলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ তাঁহার নাই। তিনি স্বীয় পতি ও ভক্তবৃন্দে অমরজ্ঞা; পতিব্রতাদিগের মধ্যে প্রধান, ভগবানের প্রাণতুল্যা, প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ভাষিনী। তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপা, অতএব সকল জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠধামে সর্বদা পতিসেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী এবং মর্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা। তিনি সমস্ত প্রাণীতে ও দ্রব্যে মনোহর শোভাস্বরূপা, পুণ্যবান্দিগের প্রীতিরূপা এবং রাজাদিগের প্রভাস্বরূপা। তিনি বণিক্দিগের বাণিজ্যরূপিণী এবং পাপীদিগের কলহউৎপাদিনী। সেই সর্বপূজ্য দেবী বেদশাস্ত্রে দয়াকৃপিণী বলিয়া কথিত।

মৎস্তপুরাণে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ;—

ত্রিযং দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাম্ ।

স্বধৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ণীং কুক্ষিতক্ৰবম্ ॥

পীনোন্নতস্তনতটাং মণিকুণ্ডলধারিণীম্ ।

স্বমণ্ডলং মুখং তস্তাঃ শিরঃ সীমন্তভূষণম্ ॥

পদ্মস্বস্তিকশ্চৈব ভূষিতাং কুণ্ডলালকৈঃ ।

কঙ্কাকাবন্ধগাত্রী চ হারভূষো পরোধরৌ ॥

নাগহস্তোপমৌ বাহু কেয়ুর-কটকোজ্জলৌ ।

পদ্মং হস্তে প্রদাতব্যং ত্রীফলং দক্ষিণে ভুজে ॥

মেখলাভরণাং তদ্বৎ তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাম্ ।

নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাধরধারিণীম্ ॥

পার্শ্বে তস্তাঃ ত্রিযং কার্ধ্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ ।

পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা ॥

করিভ্যাং স্বাপ্যমানাসৌ ভূদ্বারাভ্যামনেকশঃ ।

প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভূদ্বারাভ্যাং তথাপরৌ ॥

( মৎস্তপুরাণম্, ২৬১।৪০-৪৬ )

শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী নবীনা, স্বধৌবনা; তাঁহার গণ্ডস্থল পীন, ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, দ্রুগতা কুক্ষিত, স্তনদ্বয় পীন ও উন্নত। তিনি মণিকুণ্ডলধারিণী, তাঁহার বদনমণ্ডল স্বশোভিত এবং মস্তক সীমন্তভূষিত। তিনি পদ্ম, স্বস্তিক, শঙ্খ, কুণ্ডল ও অলক দ্বারা অলঙ্কৃত। তাঁহার



গাত্র কঙ্কু দ্বারা আবৃত এবং স্তনযুগল হারদ্বারা ভূষিত। তাঁহার বাহুযুগল হস্তীর শুণ্ডসদৃশ এবং কেশ্বর ও কটকে প্রভাষিত। তাঁহার বাম হস্তে পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল বিরাজিত। তিনি মেখলাভরণা, তপ্তকাঞ্চনের শ্রায় তাঁহার কান্তি। তিনি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা এবং মনোহর বসনধারিণী। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামরব্যজনকারিণী জ্ঞীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্মসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিষয় তাঁহাকে ভূঙ্গার বারি দ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে; অপর হস্তিযুগল ভূঙ্গার বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করিতেছে। মৎস্যপুরাণমতে লক্ষ্মীদেবী দ্বিভূজা।

(৩) তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমতে লক্ষ্মীদেবী চতুভূজা।

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রায়েশ্চতুর্ভির্গজৈ-

হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্যায়ুতৎটেরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ং।

বিভাণাং বরমন্ডলমুগ্ধমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং,

ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিশ্বললিতাং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্ ॥

লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণকান্তি, হিমালয়প্রতিম চারিটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা উৎক্ষিপ্ত অমৃতপূর্ণ হিরণ্য কলস দ্বারা ইহাকে অভিষেক করিতেছে। ইহার চারি হস্তে বর, অভয়মূদ্রা এবং দুইটি পদ্ম আছে, মস্তকে রত্নমুকুট, পট্টবস্ত্র পরিধান এবং ইনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা।

অংশুমন্তেদাগমোক্ত ধ্যানমতে লক্ষ্মীদেবী দ্বিভূজা।

লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনাসীনা দ্বিভূজা কাঞ্চনপ্রভা।

হেমরত্নোজ্জ্বলৈ নক্রেকুণ্ডলৈঃ কর্ণমণ্ডিতা ॥

সুযৌবনা স্বরম্যাদী কুক্ষিতল্লসমস্থিতা।

রক্তাক্ষী পীনগণ্ডা চ কঙ্কুকাচ্ছাদিতস্তনী ॥

শিরসো মণ্ডনং শঙ্খচক্র সীমান্ত পঙ্কজম্।

অম্বুজং দক্ষিণে হস্তে বামে শ্রীফলমিষ্যতে ॥

সুমধ্যা বিপুলশ্রোণী শোভনাশ্রববেষ্টিতা।

মেখলা কটিশূত্রং চ সর্বাভরণভূষিতা ॥ (৪৯তম পটলে)

লক্ষ্মীদেবী পদ্মাসনে আসীনা, দ্বিভূজা, কাঞ্চনবৎ কান্তিবিশিষ্টা। তাঁহার কর্ণে স্বর্ণ ও রত্নখচিত কুণ্ডীযাকৃতি কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত। ইনি পূর্ণ যৌবনা, মনোহরাদী, এবং ইহার ক্রয়ুগল কুক্ষিত। ইহার চক্ষু রক্তবর্ণ, গণ্ডস্থল পীন এবং স্তনদ্বয় কঙ্কু দ্বারা



আবৃত। মস্তক শঙ্খচক্র পদ্মচিহ্নিত অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত। ইনি দক্ষিণ বাহতে পদ্ম এবং বাম বাহতে বিষ্ণুধার ধারণ করিতেছেন। ইনি ক্ষীণকটি, বিপুলনিভম্বা এবং শোভন বস্ত্র-পরিহিতা। ইনি মেখলা, কটিশূত্র ও সর্কবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা।

লক্ষ্মীমূর্ত্তির দ্বিত্বজ্ঞাত্ব ও চতুত্বজ্ঞাত্ব সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—লক্ষ্মীদেবী যখন বিষ্ণুর পার্শ্ববর্তিনী থাকেন তখন তাঁহাকে দ্বিত্বজ্ঞা করিয়া নিষ্ঠা করিতে হইবে, কিন্তু যখন তিনি স্বতন্ত্রভাবে পূজিতা হইবেন তখন তাঁহাকে চতুত্বজ্ঞা করিয়া নিষ্ঠা করিতে হইবে।

হরেঃ সমীপে কর্তব্য লক্ষ্মীস্ত দ্বিত্বজ্ঞা নৃপ।

পৃথক্ চতুত্বজ্ঞা কার্য্য দেবী সিংহাসনা শুভা ॥

লজ্জা—(১) জুগপ্সিতকরণে কুৎসারূপা, সম্মার্গপ্রবৃত্তিরূপা; (২) শক্তিবিশেষরূপ (তত্ত্বপ্রকাশিকা); (৩) লজ্জাবীজ (হ্রী) রূপা (দেবীভাষ্য)।

দেবী ভাগবতে লজ্জাদেবী পরমা প্রকৃতির কলা বা অংশবিশেষরূপ বর্ণিত হইয়াছেন।

শাস্তিলজ্জা চ ভার্য্যে দে স্ত্রীলস্ত চ পূজিতে।

ষাভ্যাং বিনা জগৎ সর্বমুন্নতমিব নারদ ॥ (৯।১।১১৩)

শাস্তি ও লজ্জা স্ত্রীলের বনিতা, তাঁহারা জগতে পূজিতা। হে নারদ। তাঁহারা না থাকিলে সমস্ত জগৎ উন্নতপ্রায় হইয়া উঠে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শটি স্বরবর্ণের অধিষ্ঠাত্রী ষোড়শ জন স্বর-শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; লজ্জা তাঁহাদের অন্যতমা। এই শক্তিগণের প্রত্যেকেই সৌদামিনীর দ্বারা উজ্জনা এবং প্রত্যেকেই হস্তে পদ্ম ও অভয়মূদ্রা ধারণ করেন।

হে নারায়ণি! হে লজ্জা! নমোহস্ত তে।

মহাবিড়া—(১) মহদব্রহ্ম, তৎপ্রাপ্তিহেতুবিড়া মহাবিড়া, উপনিষদরূপা (চতুর্থী)। যে বিড়া দ্বারা মহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই মহাবিড়া বা উপনিষৎ। (২) মহাবিড়া মুক্তিলক্ষণা, ব্রহ্মাভিন্নং জগদ্ ইতি অবৈতভাবনা (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন—এই অবৈতভাবনা দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই মুক্তিপ্রাপিকা বিড়াই মহাবিড়া।

হে নারায়ণি! হে মহাবিড়ে! নমোহস্ত তে।

হে নারায়ণি! তুমি ব্রহ্মবিচারপিণী, তোমাকে প্রণাম।



রূপমণ্ডনে মহাবিষ্ণুর মূর্তিলক্ষণ বধা,—

একবক্ত্রা চতুর্ভুজা মুকুটেন বিরাজিতা ।

প্রভামণ্ডলসংযুক্তা কুণ্ডলায়িতশেখরা ।

অক্ষাঙ্কবীণাপুস্তকং মহাবিষ্ণু প্রকীর্তিতা ॥ ( ৫।৬১ )

দেবী মহাবিষ্ণু একাননা, চতুর্ভুজা ; ভুজচতুর্ভুজে অক্ষমালা, পদ্ম, বীণা ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন । তিনি জ্যোতির্মণ্ডল সংযুক্তা, মুকুট ও কুণ্ডলশোভিতা ।

(৩) তুমি কালীতারাদি দশমহাবিষ্ণুরূপিণী । “শ্রামারহস্তে” কথিত হইয়াছে,—

কালী তারা মহাবিষ্ণু ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী কমলাঙ্গিকা ।

ধূমাবতী চ বগলা মহাবিষ্ণুঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাঙ্গিকা এই দশজন মহাবিষ্ণু । ইহাদিগকে সিদ্ধবিষ্ণুও কহে ।

এতা দশ মহাবিষ্ণুঃ সিদ্ধবিষ্ণুঃ প্রকীর্তিতাঃ । ( চামুণ্ডা তন্ত্র )

মহাভাগবত পুরাণের অন্তর্গত ভগবতী-গীতায় দেবী হিমালয়কে মহাবিষ্ণু সন্মুখে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থলরূপেণ ভূধর ।

তত্রাখ্যাতমা দৈবীমূর্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ।

সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিষ্ণু মহামতে ।

বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী ॥

ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা ।

আশু কুর্কন্ পরাংভক্তিং যোক্ষ্যে প্রাপ্নোত্য সংশয়ম্ ॥

( ভগবতী-গীতা, ৪।২০-২৩ )

হে ভূধর ! স্থলরূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছি, তাহার মধ্যে দৈবী মূর্তিই আশু মুক্তি প্রদান করে, তাহাই আরাধ্যতমা । হে মহামতে ! সেই দৈবীমূর্তিগণ মধ্যে মুক্তিদায়িনী নানাবিধা মহাবিষ্ণু আছেন, আপনি তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন,—মহাকালী, তারা ষোড়শী,



ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী (= কমলাঙ্গিকা), ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী । ইহার নরগণকে মোক্ষপ্রদান করেন ; যে ব্যক্তি ইহাদিগের প্রতি পরমা ভক্তি করেন, তিনি নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হন ।

মালিনীবিজয়তন্ত্রে মহাবিষ্ঠার ভিন্নরূপ নাম তালিকা দৃষ্ট হয় ;—

অথ বক্ষ্যাম্যহং বা বা মহাবিষ্ঠা মহীভলে ।  
 দোষজালৈরসংস্পৃষ্টা স্তাঃ সৰ্বা হি ফলৈঃ সহ ॥  
 কালী নীলা মহাহর্গা স্বরিতা ছিন্নমস্তকা ।  
 বাগ্‌বাদিনী চাম্পূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥  
 কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।  
 ইত্যাত্মাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদা ॥  
 সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাক্ত যুগসেবা-পরিশ্রমঃ ।  
 অথ চৈতা মহাবিষ্ঠাঃ কলিদোষ-দুষ্টতাঃ ॥

( পাঠান্তর কামাখ্যা, বাসলী, বালা । বাসলী—বাগীশ্বরী )

( তন্ত্রসার ধৃত )

যে যে মহাবিষ্ঠা পৃথিবীমণ্ডলে দোষরাশি পরিশূদ্ধা, আমি ফলের সহিত সেই সকল মহাবিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিতেছি,—(১) কালী (২) নীলা, (৩) মহাহর্গা, (৪) স্বরিতা, (৫) ছিন্নমস্তা, (৬) বাগ্‌বাদিনী, (৭) অম্পূর্ণা, (৮) প্রত্যঙ্গিরা, (৯) কামাখ্যাবাসিনী (১০) বালা, (১১) মাতঙ্গী এবং (১২) শৈলবাসিনী । এই সকল দেবী কলিকালে সাধককে পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন । এই সকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র ; সুতরাং ইহাদিগের উপাসনায় কলিকাল বশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না ; অর্থাৎ “কলৌ সংখ্যা চতুগুণা” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যে কলিকালে জপ-পূজাদির চতুগুণ সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহা করিতে হয় না । এই সমস্ত মহাবিষ্ঠাগণ কলিদোষ-দুষ্ট নহেন ।

শ্রদ্ধা—(১) আস্তিক্যবুদ্ধি (নাগোজী) । (২) বেদার্থে দৃঢ়প্রতীতিরূপা (তত্ত্ব-প্রকাশিকা) । “গুরু-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা” (বেদান্তসারঃ) । গুরু ও বেদান্ত বাক্যে যে একান্ত বিশ্বাস তাহাকে “শ্রদ্ধা” বলে । শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪।৪০



যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত অর্থাৎ গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসী, ঈশ্বরনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞানলাভ করেন। তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্রই পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন।

সত্যপ্রাপ্তি কিসে হয়? বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা দ্বারাই সত্য লাভ হয় “শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে” (ষজুর্বেদ ১৯।৩০)।

১। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫১তম সূক্তটি “শ্রদ্ধাসূক্ত” নামে অভিহিত। এই সূক্তের দেবতা শ্রদ্ধাদেবী। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদের ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম মণ্ডলের স্থানে স্থানে শ্রদ্ধার কথা আছে। বৈদিক ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাদেবীর শরণাগত হইতেন। চিত্তকে শ্রদ্ধাময় করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শ্রদ্ধাদেবীকে আবাহন করিতেন;—

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে

শ্রদ্ধাং মাধ্যম্নিনং পরি।

শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্ত নিম্নূচি

শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥ ( ঋগ্বেদ, ১০।১৫১।৫ )

শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আবাহন করি, শ্রদ্ধাকে আমরা মধ্যাহ্নকালে আবাহন করি, যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন তখনও আমরা শ্রদ্ধাকে আবাহন করি। হে শ্রদ্ধে! এই অনুষ্ঠানে আমাদেরকে শ্রদ্ধাযুক্ত কর।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হুয়তে হবিঃ।

শ্রদ্ধাং ভগস্ত মুধর্নি বচসা বেদয়ামসি ॥

( ঐ, ১০।১৫১।১ )

শ্রদ্ধা দ্বারাই যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারা অগ্নিতে হবিঃ আহুতি প্রদত্ত হয়। সকল আরাধ্যের প্রধানভূতা শ্রদ্ধাকে আমরা স্তব করিতেছি।

২। দেবী ভাগবতে শ্রদ্ধাদেবী পরমা প্রকৃতির অগতমা কলারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বৈরাগ্যস্ত ঘে ভার্য্যে শ্রদ্ধা ভক্তিঞ্চ পূজিতে।

যাভ্যাং শমজ্জগৎ সর্বং যজ্জীবন্মুক্তিমম্মনে ॥ ( ৯।১।১২৩ )

শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইটি বৈরাগ্যের পত্নী। হে মহামুনে! ইহাদের কৃপায় জগৎ নিরন্তর জীবন্মুক্তবৎ হইতে পারে।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, দেবী সাবিত্রী কপালমোচনতীর্থে শ্রদ্ধাদেবী নামে পূজিতা হন।



৩। তদ্বশাস্ত্রমতে শ্রদ্ধা ষোড়শ কামকলার অন্ততমা। (১) শ্রদ্ধা, (২) প্রীতি, (৩) রতি, (৪) ভূতি, (৫) কান্তি, (৬) মনোভবা, (৭) মনোহরা, (৮) মনোরমা, (৯) মদনা, (১০) উৎপাদিনী, (১১) মোহিনী, (১২) দিপনী, (১৩) শোধনা, (১৪) বশঙ্করী, (১৫) রজনী ও (১৬) প্রিয়দর্শনা—ইহারা ষোড়শ কামকলা নামে খ্যাত।

হে নারায়ণি! হে শ্রদ্ধে! নমোহস্ত তে।

পুষ্টি—সম্বোধনে হে পুষ্টি! পুষ্টি বা পুষ্টিদেবী প্রকৃতির কলারূপে দেবীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন।

পুষ্টির্গণপতে: পত্নী পূজিতা জগতীতলে।

বয়া বিনা পরিক্কাণা: পুমাংসো যোষিতোহপি চ ॥

(দেবী ভাগবত, ৯।১।১০১)

পুষ্টিদেবী গণেশের স্ত্রী, তিনি এই জগতে সর্বদা পূজনীয়; ইনি না থাকিলে স্ত্রী-পুরুষগণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে দেবী-ক্ষেত্র গণনাশ্বে উক্ত হইয়াছে, পুষ্টিদেবী দেবদাক্ষবনে অধিষ্ঠিতা।

হে নারায়ণি! হে পুষ্টি! নমোহস্ত তে।

স্বধা—(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫।৮।১) উক্ত হইয়াছে, বাগ্‌দেবী ধেনুরূপে আমাদের উপাস্তা হইয়াছেন। গাভী যেমন তাহার চারিটি স্তন দ্বারা দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া বৎসের জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ বাগ্-ধেনু তদীয় স্তন চতুষ্টয় দ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ ও মানবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উক্ত চারিটি স্তনের নাম স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্‌কার ও হস্তকার। ধেনুরূপিণী বাগ্‌দেবী স্বাহাকার ও বষট্‌কার স্তনদ্বয় দ্বারা দেবগণকে, স্বধাকার স্তন দ্বারা পিতৃগণকে এবং হস্তকার স্তন দ্বারা মনুষ্যগণকে পোষণ করিয়া থাকেন।

“বাচং ধেনুযুগাসীত। তত্শাশ্চদ্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্‌কারো হস্তকারঃ স্বধাকারঃ। তস্মৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্‌কারং চ; হস্তকারং মনুষ্যাঃ, স্বধাকারং পিতরঃ।”

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৫।৮।১)

বাক্‌কে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। এই বাকের চারিটি স্তন—স্বাহাকার, বষট্‌কার, হস্তকার এবং স্বধাকার। দেবগণ স্বাহাকার এবং বষট্‌কার নামক দুইটি স্তন পান করেন। মনুষ্যগণ হস্তকার নামক স্তন এবং পিতৃগণ স্বধাকার নামক স্তন পান করেন।



শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা ভগবতী মহামায়াকে স্তোত্র করিয়াছেন, “স্বঃ স্বাহা স্বঃ স্বধা স্বঃ হি ববট্কারস্বরাস্মিকা ।” ( ১৬৬ )

(২) দেবী ভাগবতের মতে স্বধা দেবী প্রকৃতির অন্ততম কলা ।

স্বধা পিতৃণাং পত্নী চ মুনিভির্মহুভিঃ নরৈঃ ।

পূজিতা পিতৃদানং হি নিফলঞ্চ যয়া বিনা ॥

( দেবীভাগবত, ৯।১০৯২ )

স্বধা পিতৃগণের পত্নী ; তাঁহাকে মুনিগণ, যজ্ঞগুণ এবং মনুসমূহ নিরন্তর পূজা করেন ।  
ইহা ব্যতীত পিতৃগণ উদ্দেশে দান নিফল হয় ।

হে নারায়ণি ! হে স্বধে ! নমোহস্ত তে ।

ধ্রুবো—(১) নিত্য ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । (২) প্রণবস্বরূপা ( দেবীভাষ্য ) ।

(৩) শাস্তনী, ব্রহ্মরূপা ( শাস্তনবী ) ।

হে নারায়ণি ! হে ধ্রুবে ! নমোহস্ত তে ।

মহারাত্রী—সম্বোধনে হে মহারাত্রি ! শাস্তনবী টীকাধৃত পাঠ মহারাত্রৌ ।

( মহারাত্রী = মহারাত্রিঃ ) ।

(১) প্রলয়লক্ষণা রাত্রি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । কল্পান্তে প্রলয়াস্মিকা রাত্রি ( দংশোদ্ধার ) । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

ব্রহ্মণাঞ্চ নিপাতে চ মহাকল্পো ভবেদ্গুপ ।

প্রকীর্তিতা মহারাত্রিঃ সা এব চ পুরাতনৈঃ ॥

( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫ম অধ্যায় )

ব্রহ্মার লয় হইলে যখন মহাকল্প হয়, তাহাকে মহারাত্রি কহে ।

(২) রাত্রিরিবা রাত্রিঃ অবিজ্ঞা, মহতী সর্বব্যাপিনী, সা চাসৌ চেতি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।  
মহারাত্রিরিতি সর্বপ্রাণিমোহকরী দেবী এব উচ্যতে ( শাস্তনবী ) । রাত্রি শব্দ দ্বারা অবিজ্ঞা উপলক্ষিত হইতেছে । যিনি সর্বপ্রাণীকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই মহতী অবিজ্ঞারূপিনী দেবীই মহারাত্রি নামে অভিহিতা ।

(৩) রাত্রিশূক্লোক্তরূপা মোহহেতুত্বেন রাত্রিতুল্যতয়া পরমাংশসাহিত্যেন মহত্বাচ্চ  
মহারাত্রিশব্দেন দুর্গাভিধীয়তে ( দেবীভাষ্য ) । মহারাত্রি দুর্গার নামান্তর । রাত্রিশব্দে  
( স্বধেদ, ১০।১২৭ ) ইহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



কালরাজিম'হারাজী ভজকালী কপালিনী ।

চামুণ্ডা চণ্ডিনী চণ্ডী চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী ॥ ( ১৬৩০ )

হে দুর্গে ! লোকে আপনাকে কালরাজি, মহারাজি, ভজকালী, কপালিনী, চামুণ্ডা, চণ্ডিনী, চণ্ডী এবং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে ।

(৪) তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্ত্তদ্বয় মহারাজি নামে কথিত হয় । এই কাল অতিশয় পুণ্যময়, এই কালে যাহা দানাদি করা যায়, তাহা অক্ষয় হয় ।

অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং ষষ্ঠ মুহূর্ত্তদ্বয়মুচ্যতে ।

স। মহারাজিরূপিতা তদন্তমক্ষয়ং ভবেৎ ॥

হে নারায়ণি ! হে মহারাজি ! নমোহস্ত তে ।

মহাবিহিত্তা—মহতী অবিহিত্তা সর্বাবরণসমর্থো মহাগোহঃ তদ্রূপে ( নাগোজী ) ।  
তুমি অবিহারূপে সর্বজীবের আত্মচৈতন্য আবৃত করিয়া রাখ । পূর্বে মহাবিহারূপিনী দেবীর স্ততি করা হইয়াছে । একা অদ্বিতীয়া দেবীই বিহারূপিনী হইয়া জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক মুক্ত করেন, আবার তিনিই অবিহারূপিনী হইয়া জীবকে মোহগ্রস্ত ও সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করেন ।

একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংসারকারিণী ।

বিহিত্তাবিহিত্তাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৫।২৫ )

একা তুমিই আত্মপ্রকাশক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক অজ্ঞানরূপ দ্বিবিধ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ ।

হে নারায়ণি ! হে মহাবিহিত্তে ! নমোহস্ত তে । শাস্তনবী টীকাতে মহাবিহিত্তে স্থানে “মহামায়ে” পাঠ দৃষ্ট হয় ।

মন্ত্র ২৩, ( পৃঃ ৮১ )

অন্বয়ার্থ—[ হে ] মেধে ( তুমি মেধারূপিনী ), সরস্বতি, বরে ( তুমি শ্রেষ্ঠা ), ভূতি ( তুমি সৰ্ব্বগুণময়ী ), বাহুবী ( তুমি রজোগুণময়ী ), তামসি ( তুমি তমোগুণময়ী ), নিয়তে ( তুমি নিয়তিরূপা ), ঈশে ( হে ঈশ্বর ) ! ত্বং প্রসাদ ( তুমি প্রসাদা হও ) । [ হে ] নারায়ণি ! তে নমঃ অস্ত ( তোমাকে প্রণাম ) ।



অনুবাদ।—তুমি মেধা, তুমি সরস্বতী, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমি সত্ত্বগুণময়ী, তুমি রজোগুণময়ী, তুমি তমোগুণময়ী, তুমি নিয়তিরূপা। হে ঈশ্বরী! তুমি প্রসন্না হও। হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম।  
টিপ্পনী।

মেধা—(১) ধারণাবতী বুদ্ধি (নাগোজী)। অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে “ধৌর্ধারণাবতী মেধা”। (২) সকলার্থ অবধারণশক্তি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। (৩) বহুগ্রহ ধারণশক্তি (চতুর্ধারী)। ঋগ্বেদের খিলাংশে দশটি ঋক্ সমন্বিত “মেধাস্তুত্বে” মেধার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মৎস্তুপুরাণে সরস্বতীর অষ্টমূর্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, মেধা দেবী তাঁহাদের অন্ততমা।

লক্ষ্মীমেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী ভূষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।

এতাভিঃ পাহি তন্নুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, “মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে”। কাশ্মীরমণ্ডলে মেধাদেবী অধিষ্ঠিতা।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে মেধা সরস্বতীর নবশক্তির অন্ততমাক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন।

মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিজ্ঞা ধীর্ধৃতিশ্চত্বিবুদ্ধয়ঃ।

বিত্তেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যাঃ নবশক্তয়ঃ ॥ ( ৭১২ )

শ্রীলক্ষ্মণদেশিকেন্দ্র বিরচিত শারদাতিলক তন্ত্রের ৬।১১ শ্লোকের টীকাতে শ্রীরাঘবভট্ট মেধাদি নবপীঠশক্তির ধ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

কৃতাজ্জলিঘরাস্তত্তদুর্দ্ধকরদ্বয়ে।

দধত্যাঃ পুস্তকং কুস্তং শ্বেতাঃ স্নন্দরমূর্তয়ঃ ॥

ইহারা শ্বেতবর্ণা, স্নন্দরমূর্তিবিশিষ্টা। ইহারা চতুর্ভুজা; নিম্নবর্তী দুই হস্ত কৃতাজ্জলিঘর, উর্দ্ধকরদ্বয়ে পুস্তক ও কুস্ত শোভিত।

সরস্বতী—আচার্য্য ষাঙ্ক নিকৃক্ত গ্রন্থে (২.২৩) “সরস্বতী” শব্দের দ্বিবিধ অর্থ করিয়াছেন, নদীরূপা ও দেবতারূপা। “সরস্বতীতি এতশ্চ নদীবদেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।” ঋগ্বেদের ১.৩.১২ মন্ত্র ভাণ্ডে আচার্য্য সামনও বর্ণিয়াছেন, “দ্বিবিধা হি সরস্বতী, বিগ্রহবদেবতা



নদীরূপা।” সরস্বতীর দুইটি রূপ, তিনি বিগ্রহবতী দেবী এবং নদীরূপিণী। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে সরস্বতী সম্বন্ধে বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়; কোথাও নদীরূপা সরস্বতীকে স্তুতি করা হইয়াছে, কোথাও বাগ্‌দেবী সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্বেদের ১.৩.১০ মন্ত্র ভাষ্যে সরস্বতী শব্দের নিম্নলিখিত নিকৃষ্টি নির্দেশ করিয়াছেন,—প্রশংসিত জ্ঞানামিগুণ যাহাতে বিद्यমান, সেই সর্ববিজ্ঞাপ্রাপিকা বাগ্‌দেবীই সরস্বতী। গত্যর্থক স্বধাতুর উত্তর অস্বন্ প্রত্যয় করিয়া “সরঃ” শব্দটি নিষ্পন্ন। যাহা দ্বারা সকল বিজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সরঃ। তদন্তর প্রশংসার্থে মতুপ্ এবং জ্ঞোলিদ্ভে ভীপ্ প্রত্যয় করিয়া “সরস্বতী” ব্যুৎপন্ন। নিঘণ্টুতে বাক্‌দেবতার পর্যায়বাচী শব্দসমূহের মধ্যে সরস্বতীকে ধরা হইয়াছে (নিঘণ্টু ১।২১)।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় ন্যুক্তের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিনটি ঋক্ “সারস্বত তৃচ” নামে প্রসিদ্ধ। ঋষি মধুচ্ছন্দাঃ এই মন্ত্রত্রয়ে সরস্বতীর স্বরূপ কীর্তনপূর্বক তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন।

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিযাবস্তুঃ ॥ (১.৩.১০)

গোধনকারিণী, অন্নযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

চোদয়িত্বী স্মৃতানাং চেতন্তী স্মৃতীনাং।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ (১.৩.১১)

প্রিয় ও সত্যবাক্যসমূহের প্রেরণাকারিণী, শুভমতিসমূহের জাগরণকারিণী সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করিয়া থাকেন।

মহো অর্গঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥ (১.৩.১২)

সরস্বতী (নদীরূপে) প্রভূত জলরাশি দিকে দিকে পরিবেশন করিতেছেন এবং (বাগ্‌দেবীরূপে) নিখিল বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিতেছেন।

সরস্বতীরহস্তোপনিষদে মহর্ষি আশ্বলায়ন সরস্বতীতত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত উপনিষদে সরস্বতীর ধ্যান ও প্রণাম যথা;—



নীহারহারঘনসারস্বধাকরাভাং

কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্ ।

উত্তুঙ্গপীনকুচকুন্তমনোহরাদীং

বাণীং নমামি মনসা বচসা বিভূর্ত্যে ॥৫

হিম, কর্পূর ও চন্দ্ৰের ত্রায় শুভ্রবর্ণী, স্বর্ণচম্পক মালায় ভূষিতা, পীনোরত পয়োধরা, মনোহরাদী, কল্যাণদায়িনী সরস্বতীকে বিভূতিলাভের নিমিত্ত বাক্য ও মনঃ দ্বারা প্রণাম কৰিতেছি ।

অক্ষমুদ্রাক্ষুশধরা পাশপুস্তকধারিণী ।

মুক্তাহারসমায়ুক্তা বাচি তিষ্ঠতু মে সদা ॥৩৮

দেবী সরস্বতী চতুর্ভূজে অক্ষমালা, অক্ষুণ্ণ, পাশ ও পুস্তক ধারণ কৰিতেছেন ; মুক্তাহারবিভূষিতা দেবী সৰ্বদা আমার বাক্যে অবস্থান করুন ।

নমামি যামিনীনাথ-লেখালঙ্কৃতকুন্তলাম্ ।

ভবানীং ভবসম্পাপনিৰ্বাপণ-স্বধানদীম্ ॥ ( ৪১ )

যাহার ক্ষণিক স্পর্শে সংসারের স্বতীত্ৰ সম্ভাপ নিৰ্বাপিত হয় সেই অমৃতের যিনি শ্রোতস্বতী, চন্দ্রকলাদ্বারা যাহার কেশরাশি স্বেশোভিত, সেই দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করি ।

(২) দেবী ভাগবতে সরস্বতীর স্বরূপ এই ৭ বর্ণিত হইয়াছে,—

সৰ্বপুজ্যা সৰ্ববন্দ্যা চাত্ৰাং মন্তো নিশাময় ।

বাগবুদ্ধিবিজ্ঞানাদিষ্ঠাত্ৰী চ পরমাত্মনঃ ॥

সৰ্ববিজ্ঞানস্বরূপা যাসা চ দেবী সরস্বতী ।

সা বুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিদা নৃণাম্ ॥

নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকলনা মতা ।

ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সৰ্বসন্দেহভঞ্জিনী ॥

বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ।

স্বরসঙ্গীতমঙ্গলভালকারণরূপিণী ॥

বিষয়জ্ঞানবাগ্ৰূপা প্রতিবিশোপজীবিনী ।

ব্যাখ্যাবাদকরী শাস্ত্রা বীণাপুস্তকধারিণী ॥



শুদ্ধস্বরূপা চ স্নীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ।  
 হিমচন্দনকুন্দেদুকুমুদান্তোজসন্নিভা ।  
 যজ্ঞস্তুী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া ॥  
 তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনাম্ ॥  
 সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপা চ সর্বসিদ্ধিপ্রদা সদা ।  
 যয়া বিনা তু বিপ্রোঘো মুকো যতসমঃ সদা ।  
 দেবী তৃতীয়া গমিতা শ্রুত্যা জগদধিকা ॥

( দেবীভাগবতম্, ৯।১।২২—৩৭ )

যিনি সর্বপূজ্য, সর্ববন্দনীয়, পরাপ্রকৃতির পঞ্চবিধ স্বরূপের অগ্রতমা, সেই সরস্বতীর তত্ত্ব শ্রবণ কর। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ববিদ্যা স্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। তিনিই বুদ্ধি, কবিতা, মেধা ও প্রতিভাক্রপিনী; তিনিই নরগণের স্তুতিদায়িনী। তিনি নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ভেদে অর্থের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাখ্যাক্রপিনী, বোধ স্বরূপা এবং সকল সন্দেহ ভঞ্জনকারিণী। তিনি বিচার-কর্ত্রী, গ্রন্থপ্রণয়নকারিণী ও শক্তিক্রপিনী। তিনি সকল স্বরসদৌত্তের সন্ধান এবং তাল প্রভৃতির কারণক্রপিনী। তিনি বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা এবং নিখিলবিশ্বের উপজীবিকা। তিনি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও তর্ককারিণী, শাস্ত্রস্বভাবা, এক হস্তে বীণা এবং অপর হস্তে পুস্তক ধারণ করেন। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা, স্নীলা এবং শ্রীহরির প্রিয়তমা পত্নী। তিনি তুষার, চন্দন, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র, কুমুদ ও স্নেহপদ্ম সন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্না। তিনি রত্নমালা দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিয়া থাকেন। তিনি তপঃস্বরূপা এবং তপস্বীদিগের তপস্রা ফলপ্রদানকারিণী। তিনি সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপা এবং সর্বদা সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। যাহাকে বিনা বিপ্রগণ সর্বদা যততুল্য মুক হইয়া থাকে, সেই বেদপ্রতিপাদিতা জগন্মাতা তৃতীয়াপ্রকৃতি সরস্বতী দেবীর বিষয় কথিত হইল।

দেবীভাগবতের মতে পরমাপ্রকৃতি সৃষ্টিসময়ে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা এই পঞ্চমূর্তিতে আবির্ভূতা হন। ( নবম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )

(৩) তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতী প্রধানতঃ পঞ্চাশৎ বর্ণ-মাতৃকার অধিদেবতা ভারতী বা বাগীশ্বরীরূপে আরাধিতা হইয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে “ভারতী”র ধ্যান যথা;—



পঞ্চাশদ্বর্ণভেদে বিহিত-বদন-দোঃ-পাদযুক্ক্ক্ষিবক্ষো-  
 দেশাং ভাষ্যংকপদ্বাকগিতশশিকলামিন্দুকুন্দাবদাতাম্ ।  
 অক্ষ-শ্রক্কুস্তচিন্তানিখিতবরকরাং ত্রীক্ষণাং পদ্মসংস্থা-  
 মচ্ছাকল্লামতুচ্ছস্তনজঘনভরাং ভারতীং তাং নমামি ॥ ( ৭।৩ )

পঞ্চাশটি বর্ণদ্বারা ভারতীর মুখ, বাহু, পদ, কৃক্ষি ও বক্ষোদেশ বিহিত । তাঁহার কুস্তলরাশি চন্দ্রকলা দ্বারা দীপ্যমান । তিনি চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রবর্ণা । দেবী চতুর্ভূজা, উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, উপরের বাম হস্তে অমৃতকুস্ত, নীচের দক্ষিণ হস্তে ব্যাখ্যান মুদ্রা ( চিন্তা ) এবং নীচের বাম হস্তে পুস্তক ধারণ করিতেছেন । দেবী ত্রিনয়না, পদ্মাসনা, উজ্জল আভরণে সমলঙ্কৃত। এবং মহৎ স্তন ও জঘনবিশিষ্টা । ঈদৃশী ভারতী বা মাতৃকা সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিতেছি ।

ত্রীকৃষ্ণানন্দআগমবাগীশ বিরচিত তন্ত্রসারে বাগীশ্বরীর ধ্যান-পদ্ধতি ও ধ্যান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

নাভৌ তু অববিন্দঞ্চ ধ্যায়ৈদ্বদলং স্তম্বীঃ ।  
 তন্মধ্যে ভাবয়েন্নম্রী মণ্ডলানাং তু ষং শুভম্ ॥  
 রত্নসিংহাসনং ধ্যায়ৈদ্বর্ণং জ্যোৎস্নাময়ং পুনঃ ।  
 তত্শোপরি পুনর্ধ্যায়ৈদেবীং বাগীশ্বরীং ততঃ ॥

স্বর নাবিদেদে দশদল পদ্ম চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে স্তম্ভোভিত মণ্ডল চিন্তা করিবে । ঐ মণ্ডল মধ্যে সমুজ্জলবর্ণ রত্নসিংহাসন ধ্যান করিবে । তত্শোপরি বাগীশ্বরী দেবীকে চিন্তা করিবে ।

মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজ্বালবিকাশিনীম্ ।  
 মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাম্ ॥  
 বিলম্বীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণশ্র মালিকাম্ ।  
 অমৃতেন তথাপূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥  
 দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তনভরাষিতাম্ ।  
 মধ্যে ক্ষীপাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নবিভূষিতাম্ ।  
 আত্মাভেদেন ধ্যায়ৈদ্বং ততঃ সংপূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥

দেবী বাগীশ্বরীর দেহকান্তি মুক্তাকলাপের গ্রায় সমুজ্জল, জ্যোৎস্নার আভাবিশিষ্ট । দেবী মুক্তাহারে বিভূষিতা, শুভ্রবর্ণা ও অর্দ্ধচন্দ্রবিমণ্ডিতা । বাগীশ্বরী দেবী চতুর্ভূজা, দক্ষিণ



হস্তদ্বয়ের একটিতে ব্যাখ্যানমুদ্রা এবং অপরটিতে বর্ণমালা ; বামহস্তদ্বয়ের একটিতে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ এবং অপরটিতে পুস্তক রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় স্থূল, দেবী ঐ স্তনভারে বিনম্রা ও রত্নাদিভূষণে বিভূষিতা। এইরূপে আত্মার অভেদজ্ঞানে দেবীকে চিন্তা করিয়া ক্রমশঃ পূজা করিবে।

**ভূতী**—সম্বোধনে ভূতি। (১) সম্বোধন (নাগোজী)। (২) ঐশ্বর্যরূপা (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। (৩) শাস্তনবী টীকাতে “ভূতে” পাঠ দৃষ্ট হয়। হে ভূতে! হে সম্পদরূপে, ঐশ্বর্যাদিরূপিণি নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম। (৪) তদ্ব্যমতে ভূতি দেবী বোড়শ কামকলার অন্ততমা।

**বাল্ববী**—বল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বাল্ববী, সম্বোধনে বাল্ববি।

বল্ববৈ স্থানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে।

বিশালে নকুলে পুংসি পিঙ্গলে ত্রিভৈরবঃ ॥ (মেদিনীকোষঃ)

বল শব্দের অর্থ যথা,—অগ্নি, শিব, বিষ্ণু, বিশাল, নকুল ও পিঙ্গলবর্ণ। টীকাকারগণ ‘বাল্ববি’ পদের বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন;—(১) বল শব্দ দ্বারা রজোগুণকে বুঝায়, বাল্ববী অর্থ রজোগুণযুক্তা (নাগোজী)। (২) হে বাল্ববি বৈষ্ণবি! অথবা হে মাহেশ্বরী! অথবা হে মহতি! (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। (৩) দংশোদ্ধার টীকামতে ভূতি, বাল্ববি ও তামসি এই ত্রিবিধ সম্বোধনের দ্বারা দেবী যে সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী অর্থাৎ গুণত্রয়াত্মিকা, ইহাই বুঝান হইয়াছে।

**তামসী**—(১) তমোগুণযুক্তা (নাগোজী)। (২) তমোগুণসম্বন্ধিনী, জগৎ-সংহারকারিণী (শাস্তনবী)। (৩) মহাকালী (দেবীভাষ্য)।

প্রাধানিক রহস্তে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ দ্বারা অপর এক মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন; ইনি তামসী বা মহাকালী।

স। ভিন্নাঙ্গনসংকাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা।

বিশাললোচনা নারী বভুব তল্লমধ্যমা ॥৮

খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খৈটেরলঙ্কত-চতুভূজা।

কবন্ধহারং শিরসা বিভ্রাণা হি শিরঃ-স্রজম্ ॥৯

মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্না সেই নারী (তামসী বা মহাকালী) অঙ্গনতুল্য গাঢ় নীল বর্ণা, ইহার মুখ দংষ্ট্রাসমূহ দ্বারা শোভিত; ইনি বিশালনয়না এবং ক্ষীণমধ্যা। ইহার



ভূজচতুষ্টয় খড়্গ, পাত্ৰ, ছিন্নমুণ্ড ও ঢাল দ্বারা অলঙ্কৃত। ইনি (বক্ষঃস্থলে) কবন্ধহার এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন।

নিয়তিঃ—সম্বোধনে হে নিয়তে! (১) প্রাক্তনকর্ষরূপিণী বা দৈবরূপিণী (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)। (২) অদৃষ্টসমষ্টিরূপা (দেবীভাষ্য)। (৩) কোন কোন দার্শনিকের মতে বিশ্বস্থতির কারণ “নিয়তি”; “কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা” (স্বৈতান্বতর, ১১২)। নিয়তি অর্থ পুণ্যপাপাশ্রয়কর্ষ (শাক্তরভাষ্য)। হে দেবি! তুমিই নিয়তিরূপিণী।

(৪) কোন কোন টীকাকার “নিয়তা” শব্দের সম্বোধনে “নিয়তে” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। নিয়তা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপা। অথবা নিয়তা—নিতি।

ল্লেশা—(১) স্বামিনী (শাস্তনবী)। (২) সকলকরণসমর্থ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

“মেধে সরস্বতি বরে” (১১১২৩) মন্ত্রের পরে কোথাও কোথাও নিম্নোক্ত শ্লোকটি অধিক পাঠ দৃষ্ট হয়;—

সর্বতঃ পাণিপাদান্তে সর্বভোহঙ্কিশিরোমুখে।

সর্বতঃ শ্রবণভ্রাণে নারায়ণি নমোহস্ত ভে ॥

এই অতিরিক্ত পাঠ সম্বন্ধে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ গোপাল-চক্রবর্তী তদীয় টীকাতে লিখিয়াছেন, “অত্র পত্নাস্তরং কচিৎ দৃশ্যতে তদনার্থং মূলসংহিতায়াম-দৃষ্টত্বাৎ, কেনাপি টীকাকৃত্য ন ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ।” এইস্থলে যে অতিরিক্ত একটি শ্লোক কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়, তাহা অনর্থ। কারণ, ইহা মূলসংহিতাতে দৃষ্ট হয় না এবং কোনও টীকা-কার ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

শাস্তনবী টীকাতে এই শ্লোকটি গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অম্মুবাচ্চ। হে নারায়ণি! সর্বত্র তোমার হস্ত, পদ ও অবয়ব; সর্বত্র তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ এবং সর্বত্র তোমার কর্ণ ও নাসিকা; তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী

এতদ্বারা দেবীর সর্বপ্রাণিরূপতা উক্ত হইল (শাস্তনবী)।

সর্বতঃপাণিপাদান্তে—পাণয়শ্চ পাদাশ্চ পাণিপাদম্। সর্বতঃ সর্বত্র পাণিপাদম্  
অন্তঃ অবয়বঃ যশ্চাঃ সা তথোক্তা। হে দেবি! সর্বত্র তোমার হস্ত, সর্বত্র তোমার পদ,  
সর্বত্র তোমার অবয়ব প্রসারিত।



এই শ্লোকে পরমেশ্বরী নারায়ণীর বিরাট মূর্তি বর্ণিত হইয়াছে। দেবীগীতায় দেবীর বিশ্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ( ৩৩৭ )

দেবীর বিশ্বরূপ বা বিরাটমূর্তির সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন এবং সহস্র চরণ। ঐ রূপ কোটিসূর্য্যের আয় জাজ্বল্যমান এবং কোটি কোটি বিদ্যুতের আয় প্রভাসম্পন্ন।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ স্ফুটিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ॥ ( গীতা, ১৩।১৩ )

ব্রহ্মের সকল দিকেই হস্তপদ; সকল দিকেই চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ এবং তিনিই এই লোকে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত।

শাক্তপদকর্তা দেবীভক্ত গোবিন্দ ভগবতী দুর্গার প্রতিমা দর্শনে তাঁহার বিরাট স্বরূপ অনুধ্যান করিয়া গাহিয়াছেন,—

ও কার মূর্তি রে মন, চিন না কি উহারে,

ওই তো করেছে এই বিশ্ব রচনা, হেন দৃশ্য

আঁকিতে আর কে পারে ?

সে যে ধরনের সহস্র বাহু, সহস্র গ্রহরণ, সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,

সহস্র নয়নে চায়, সহস্র বদনে খায়, সহস্র শ্রবণে শুনে কথারে ।

[ দুর্গা ]

মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৮১ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] সর্ব-স্বরূপে ! ( তুমি সর্বস্বরূপা ) সর্ব-ঈশে ( তুমি সর্বেশ্বরী ) সর্ব-শক্তি-সময়িতে ( তুমি সর্বশক্তিমতী ) [ হে ] দেবি ! ভয়েভাঃ ( সকল ভয় হইতে ) নঃ ত্রাহি ( আমাদিগকে ত্রাণ কর )। [ হে ] দুর্গে দেবি ! তে নমঃ অস্ত ( তোমাকে প্রণাম )।

অনুবাদঃ—তুমি সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিমতী ; হে দেবি ! আমাদিগকে সকল ভয় হইতে ত্রাণ কর। হে দুর্গে দেবি ! তোমাকে প্রণাম।



টিপ্পনী ।

- সর্বস্বরূপে—(১) সর্বজগৎস্বয়ং স্বরূপং যন্তাঃ সা, হে তথোক্তে ( শাস্তনবী ) ।  
(২) নিখিলকার্য্য-কারণ-রূপে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

দেবীউপনিষদে ভগবতী দুর্গার সর্বস্বরূপতা এই প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে,—  
“সৈবাহষ্ঠৌ বসবঃ । সৈবৈকাদশরুদ্রাঃ । সৈবা দ্বাদশাদিত্যাঃ । সৈবা বিশ্বদেবাঃ সোমপা  
অসোমপাশ্চ । সৈবা ষাভূথানা অম্বরান্ রক্ষাংসি পিশাচা যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ । সৈবা সত্ত্বরজস্তমাংসি ।  
সৈবা প্রজাপতীন্দ্রমনবঃ । সৈবা গ্রহনক্ষত্রজ্যোতীংষি কলাকাষ্ঠাদিকাগরুপিণী” । (১৮)

সেই এই দেবীই, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেবগণ, সোমপায়ী ও  
অসোমপায়ী দেবতাস্বরূপা । সেই ইনি ষাভূথান, অম্বর, রক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি  
দেবঘোনিষ্বরূপা । সেই ইনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপিণী । সেই ইনি প্রজাপতি,  
ইন্দ্র ও মনুস্বরূপা । সেই ইনি গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ স্বরূপা এবং কলাকাষ্ঠাদি কালস্বরূপিণী ।

সর্বকর্মে—(১) সর্বশ্রুতৈশা স্বামিনো হে সর্বকর্মে ( শাস্তনবী ) । (২) যিনি সমস্ত  
কার্য্যকরণের নিয়ন্ত্রী বা প্রেরয়িত্রী তিনি সর্বকর্মা । এতদ্বারা দেবীর আদিকারণত্ব উক্ত  
হইল ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

দেবীর সর্বকর্মরীত্ব সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—

যতাপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ।

তে জ্ঞানস্তি জনাঃ সর্বে সদেবাস্তুরমাতৃষাঃ ॥

অষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ ।

কৃতাঃ শাক্তোতি সংতর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ ॥

জগৎসংজনে শক্তিস্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী ।

শাস্ত্রিকী ময়ি কুদ্রে চ তামসী পরিকীর্তিতা ॥

তয়া বিরহিতত্বং ন তৎ কর্ম্মকরণে প্রভুঃ ।

নাহং পালয়িত্বং শক্তঃ সংহর্তুং নাপি শঙ্করঃ

তদধীনা বহুং সর্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো ।

( দেবীভাগবতম্, ১।৪।৪৫—৪৯ )

যদিও দেবাস্তুর মানবগণ সকলে তোমাকে ( ব্রহ্মাকে ), আমাকে ( বিষ্ণুকে ) এবং  
মহাদেবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তথাপি বেদবেত্তাগণের ইহাই সিদ্ধান্ত



যে সেই মহাশক্তি কর্তৃকই তুমি সৃষ্টিকর্তা, আমি পালনকর্তা এবং মহাদেব সংহারকর্তা হইয়াছেন। জগৎ-জননকারিণী রাজসী শক্তি তোমাতে অবস্থিত, জগৎ-পালিনী সাত্বিকী শক্তি আমাতে অবস্থিত এবং সংহারকারিণী তামসীশক্তি মহারুদ্রে অধিষ্ঠিত। সেই শক্তিবিরহিত হইলে তুমিও আর সৃষ্টিকার্য্যে প্রভু নও, আমিও জগৎপালনে সমর্থ নহি, মহাদেবও সংহারে সমর্থ নহেন। হে ব্রহ্মণ! আমরা সকলেই সর্ব্বদা সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীন।

সর্ব্বশক্তিসম্বন্ধিতে—একই দেবী কি করিয়া নিয়াম্যা ও নিয়ামিকা, কার্য্য ও কারণরূপিণী হইলেন একুপ প্রপ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—তিনি সর্ব্বশক্তিসম্বিতা, উক্ত অন্তর্ভুক্ত সমগ্র শক্তিসূক্তা ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )।

ব্রহ্মশ্বরূপিণী দেবীর সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,—

চিচ্ছক্তিব্রহ্মণো রাম শরীরেষভিদৃশ্যতে ।

স্পন্দশক্তিশ্চ বাণ্ডেষু জড়শক্তিস্তথোপলে ॥

দ্রব্যশক্তিস্তথাস্তঃস্থ তেজঃশক্তিস্তথানলে ।

শূন্যশক্তিস্তথাকাশে ভাবশক্তির্ভবস্থিতৌ ॥

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিহি দৃশ্যতে দশদিগ্গতা ।

নাশশক্তির্বিনাশেষু শোকশক্তিশ্চ শোকিযু ॥

আনন্দশক্তির্মুদ্রিতে বীৰ্য্যশক্তিস্তথা ভটে ।

সর্গেষু সর্গশক্তিশ্চ কল্লান্তে সর্ব্বশক্তিতা ॥ ( ৩।১০০।৭-১০ )

হে রাম! ব্রহ্মেরই চিচ্ছক্তি ভূত শরীরে দৃষ্ট হইতেছে, বায়ুতে স্পন্দশক্তি, প্রপ্তরে জড়শক্তি, জলে দ্রব্যশক্তি, অনলে তেজঃশক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি এবং সংসার স্থিতিতে ব্যবহার শক্তি বিद्यমান। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি দশ দিগ্গামিনী। তাঁহার নাশশক্তি বিনাশে, শোকশক্তি শোকাতুর ব্যক্তিতে, আনন্দশক্তি প্রফুল্ল ব্যক্তিতে, বীৰ্য্যশক্তি যোদ্ধার মধ্যে, সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিতে এবং প্রলয়কালে সর্ব্বশক্তিই দৃষ্ট হয়।

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি!—হে দেবি! আমরাগিকে সকল ভয়হেতু হইতে রক্ষা কর। ভগবতী দুর্গা শরণাগত সন্তানের সকল ভয় নিবারণ করিয়া থাকেন, এই জন্ত তাঁহার একটি নাম “অভয়া”। দেবোউপনিষদে ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন,—



নমামি স্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্ ।  
 মহার্জুপ্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্ ॥  
 তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং হুতাচারবিষাতিনীম্ ।  
 নমামি ভবভীতোহহং সংসারার্ঘব-তারিণীম্ ॥

হে দেবি ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি মহাভয়ের বিনাশ ও ঘোর দুর্গতির উপশম করিয়া থাকেন, আপনি মহাকারুণ্যরূপিণী । হে দেবি দুর্গে ! আপনি দুর্গতি ও হুতাচারনাশিনী । আমি ভবভীত হইয়া সংসারসাগর তারিণী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ।

দুর্গা—দেবীউপনিষদে “দুর্গা” নামের তাৎপর্য এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

যশ্চাঃ পরতরং নাস্তি নৈবা দুর্গা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

দুর্গাং সংজ্ঞায়তে যস্মাদ্ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে ॥

যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, ইনি সেই দুর্গা বলিয়া প্রকীৰ্ত্তিতা । দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন বলিয়া দেবী “দুর্গা” নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ।

১। ঋগ্বেদের “রাত্রি সূক্ত-পরিশিষ্টের” ষাটশ ঋকে দুর্গা দেবীর স্বরূপ প্রকাশক একটি প্রার্থনা মন্ত্র দৃষ্ট হয় ;—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং

বৈরোচনীং কৰ্ম্মফলেষু জুষ্টাম্ ।

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপত্তে

সুতরসি তরসে নমঃ

সুতরসি তরসে নমঃ ॥

যিনি অগ্নিবর্ণা, তপঃশক্তিতে জাজ্বল্যমানা ও স্বপ্রকাশা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ভুজরূপ কৰ্ম্মফল লাভের নিমিত্ত যিনি সেবিতা হইয়া থাকেন, সেই দুর্গাদেবীর শরণগ্রহণ করিতেছি । হে পরিভ্রাণকারিণি, সংসারসাগর পার হইবার জন্ত তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অঙ্কবাকে “দুর্গাগায়ত্রী” পাওয়া যায়,—

“কাত্যায়নায় বিদ্বহে কত্মাকুমারিং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ” ।

সায়নাচার্য্য বলেন, “দুর্গা” শব্দ স্থলেই এখানে “দুর্গি” প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই মন্ত্রধারা কাকনবর্ণাভা, ইন্দুধণ্ডভূষিতমন্তকা আগমপ্রসিদ্ধা দুর্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে । ( হেমপ্রথ্যাম্ ইন্দুধণ্ডাঙ্কমৌলিম্ ইত্যাগম প্রসিদ্ধ-মুর্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে ) ।



২। মহাভারতের দুই স্থানে দুইটি দুর্গাতোত্র দৃষ্ট হয়। প্রথমটি বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি ভীষ্মপর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে। ষাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্ত যখন পাণ্ডবেরা বিরাট রাজপুত্রীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, সেই সময় যুধিষ্ঠির ঋষিদের উপদেশ মত অজ্ঞাত বাসের সাক্ষ্যের নিমিত্ত দুর্গাদেবীর স্তব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্তবটি মহাবীর অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত পাঠ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে উভয়পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—

শুচিভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ ।

পরাজয়ায় শত্রুণাং দুর্গাতোত্রমুদীরয় ॥

তুমি শুচি ও যুদ্ধভূমির অভিমুখী হইয়া শত্রু-পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাতোত্র উচ্চারণ কর। মহাভারতোক্ত দুর্গাতোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, “দুর্গা যশোদাগর্ভসমুত্ভা, নন্দগোপকুল-জাতা, বাসুদেবের ভগিনী। কংস তাঁহাকে শিলাতটে নিক্ষেপ করিলে তিনি আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুমারী, ব্রহ্মচারিণী এবং বিদ্যাপর্যন্ত নিবাসিনী। তিনি মহিষাসুর নাশিনী, মত্ত মাংস ও পশুবলি প্রিয়। তিনিই কালী, কপালী, মহাকালী এবং চণ্ডী”।

৩। তন্ত্রসার ধৃত দুর্গাধ্যান যথা,—

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভূজৈঃ

শঙ্খঃ চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নৈত্রৈজিভিঃ শোভিতা ।

আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণরণং কাঞ্চী-কণনুপুরা

দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোজসংকুণ্ডলা ॥

দুর্গাদেবী সিংহোপরি উপবিষ্টা, কপালে অর্ধচন্দ্র, মরকতমণির গ্রায় দেহকাস্তি এবং চারিহস্ত; ঐসকল হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ আছে। দেবী নয়নজয়ে শোভিতা; মুক্তাঙ্গার, বলয়, কঙ্কণ, কাঞ্চীশৃঙ্গ ও নুপুরাদি অলঙ্কারে শোভমানা, ইনি দুর্গতি হরণ করেন। ইহার কর্ণে রত্ননির্মিত কুণ্ডল শোভা পাইতেছে।

প্রকারান্তর ধ্যান যথা—

বিদ্যাদামসমপ্রভাং যুগপতিস্বচ্ছস্থিতাং ভীষণাম্

কন্নাভিঃ করবাল-খোট-বিলসঙ্কস্তাভিরাসেবিতাম্ ।

হস্তৈশ্চক্র-ধরাণি-খোট-বিশিখাংশ্চাপংগুণং তর্জুনীং

বিভ্রাণামনলাস্মিকং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥



বিদ্যাদামতুল্য প্রভাময়ী, সিংহস্বন্ধে আকৃতা, ভয়ঙ্করী, করবাল ও খেট (ঢাল) ধৃতহস্তা কন্তাগণ কর্তৃক সেবিতা, হস্তে চক্র, ধরালি, খেট, বিশিখসমূহ, ধনু, গুণ ও তর্জ্জনীমুদ্রাধারিণী, অগ্নিময়ী, চন্দ্রকলাভূষিতা, ত্রিনয়না দুর্গাদেবীর ধ্যান করি।

বিবুধশ্রোত্রে দশভূজা দুর্গার ধ্যান যথা ;—

শক্তিং বাণং তথা শূলং খড়্গং চক্রং চ দক্ষিণে ।

চন্দ্রবিষমধো বামে খেটমূর্ধ্বে কপালকম্ ॥

শূলং চক্রং চ বিভ্রাণা সিংহারুঢ়া চ দিগ্ভূজা ।

এষা দেবী সমুদ্ভিষ্টা দুর্গা দুর্গাপহারিণী ॥

দেবী দুর্গা দশভূজা ; তিনি দক্ষিণদিকের হস্তসমূহে উর্দ্ধাধঃক্রমে শক্তি, বাণ, শূল, খড়্গ ও চক্র এবং বামদিকের হস্তসমূহে অধঃউর্দ্ধক্রমে চন্দ্রবিষ, খেট, কপাল, শূল ও চক্র ধারণ করেন। সিংহবাহিনী এই দেবী দুর্গতিহারিণী দুর্গানামে অভিহিতা।

দুর্গার মুর্ত্তিভেদ—আগমশাস্ত্রে দুর্গার বহুবিধ মূর্ত্তিভেদ বর্ণিত হইয়াছে যথা—  
(১) নীলকণ্ঠী, (২) ক্ষেমঙ্করী, (৩) হরসিদ্ধি, (৪) রুদ্রাংশদুর্গা, (৫) বনদুর্গা (৬) অগ্নিদুর্গা, (৭) জয়দুর্গা, (৮) বিদ্যাবাসিনী দুর্গা, (৯) রিপুমারিণী দুর্গা, (১০) মহিষমর্দিনী, (১১) শূলিনী দুর্গা ইত্যাদি। ইহাদের পৃথক পৃথক ধ্যান মন্ত্র রহিয়াছে। শারদাতিলক তন্ত্রের একাদশ পটলে দুর্গাপ্রকরণে মহিষমর্দিনী, জয়দুর্গা এবং শূলিনী দুর্গার এইরূপ ধ্যান দৃষ্ট হয় ;—

মহিষমর্দিনী—

গারুড়োপলসম্মিভাং মণিমৌলিকুণ্ডলমণ্ডিতাং

নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাক্ষনিষেদুযীম্ ।

চক্রশঙ্খরূপাণ খেটকবাণকান্মূক শূলকান্

তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শিশিগোধরাম্ ॥

( ১১২৫ )

যিনি গারুড়মণিতুল্য দেহকান্তিসম্পন্ন অর্ধাং শ্রাম বর্ণা, যাহার চূড়াবদ্ধ কেশরাশি ও কুণ্ডল মণিসমূহ দ্বারা ভূষিত, যাহার তৃতীয় নয়ন ললাটে স্থাপিত, যিনি মহিষের মস্তকোপরি উপবিষ্টা, যিনি অষ্ট ভূজে চক্র, রূপাণ, খেটক, বাণ, কান্মূক, শূল ও তর্জ্জনী মুদ্রা ধারণ করেন, লেই শিশিগোধরা দেবী মহিষমর্দিনীকে প্রণাম করি।



## জয়দুর্গা—

কালাভাভাং কটাক্ষররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং  
 শঙ্খং চক্রং কুপাণং ত্রিশিখমণি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং ।  
 সিংহস্কন্ধাক্রুড়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং  
 ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকার্তমঃ ॥

( ১১৩৭ )

যিনি কৃষ্ণমেঘবর্ণা, কটাক্ষদ্বারা যিনি শত্রুহৃগের ভয় উৎপাদন করেন, বাহার ললাটে  
 অর্দ্ধচন্দ্র নিবন্ধ, যিনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করেন, যিনি ত্রিনয়না এবং  
 সিংহের স্কন্ধোপরি উপবিষ্টা, যিনি স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়া বিরাজিতা, দেবগণ  
 পরিবৃত্তা, সিদ্ধিকামী সাধকগণ কর্তৃক সেবিতা সেই জয়দুর্গা দেবীকে ধ্যান করিবে ।

## শূলিনীদুর্গা—

অধ্যাক্রুড়াং যুগেজ্জং সজ্জলজলধরশ্রামলাং হস্তপদ্মৈঃ  
 শূলং বাণং কুপাণমগ্নি-জলজ-গদা-চাপ-পাশান্ বহন্তীম্ ।  
 চন্দ্রোত্তংসাং ত্রিনেত্রাং চতস্রভিরভিতঃ খেটকান্ বিভ্রতীভিঃ  
 কণ্ঠাভিঃ সেব্যমানাং প্রতিভটভয়দাং শূলিনীং ভাবয়ামি ॥ ( ১১৪৬ )

যিনি সিংহপৃষ্ঠে আকুড়া, জলপূর্ণমেঘের গ্রাম শ্রামবর্ণা, যিনি অষ্টভুজে শূল, বাণ, খড়্গ,  
 চক্র, শঙ্খ, গদা, ধনু ও পাশ ধারণ করেন, যিনি কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ধারিণী ও ত্রিনয়না, যিনি  
 খেটক ধারিণী কণ্ঠাচতুষ্টয় কর্তৃক সেবিতা হইতেছেন, শত্রুপক্ষের ভয়দায়িনী সেই শূলিনী-  
 দুর্গাকে ধ্যান করি ।

## [ কাত্যায়নী ]

মন্ত্র ২৫, ( পৃষ্ঠা ৮১ )

অম্বস্বার্থ।—তে ( তোমার ) লোচন-ত্রয়-ভূষিতং ( ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিত ) এতৎ  
 সৌম্যং বদনং ( এই মনোহর মুখখানি ) নঃ ( আমাদিগকে ) সর্বভূতেভ্যঃ ( সমস্ত প্রাণী  
 হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুক ) ; [ হে ] কাত্যায়নি ! তে নমঃ অম্ব ( তোমাকে প্রণাম ) ।

অনুবাদ।—তোমার ত্রিনয়নশোভিত এই রমণীয় মুখমণ্ডল আমাদিগকে  
 সর্বপ্রাণী হইতে রক্ষা করুক ; হে কাত্যায়নি ! তোমাকে প্রণাম ।



টিপ্পনী।

দেবীর সকল অবয়ব, শস্ত্র ও অস্ত্রাদি তাঁহার মায়াবিনাস মাত্র, স্তবরাং এ সমস্তই চিন্ময়। এই কারণে চারিটি মন্ত্রে এই সকলের উদ্দেশে দেবগণ প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

এতৎ তে বদনং সৌম্যং—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য “সৌন্দর্য্যলহরী” স্তোত্রে জগজ্জননী ভগবতীর বদনমণ্ডলের অপরিণীম সৌন্দর্য্যের কথঞ্চিৎ বর্ণনাশ্রমে বলিতেছেন,—

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীভিরলকৈঃ

পরীতন্তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেকহরুচিম্।

দরশ্নেযে যস্মিন্ দশনরুচিঃ কিঙ্করুচিরে

সুগন্ধৌ মাণ্ডন্তি স্মরনচক্ষুর্মধুলিহঃ ॥ (৪৫)

মাতঃ! স্বভাবকুটিল ভ্রমরসজ্জবদৃশ শোভাযুক্ত চূর্ণ কুস্তলাবলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল অত্যাশ্রয় জলজ কমলের শোভাকে পরিহাস করিতেছে। দশনশোভারূপ কিঙ্কর পরিশোভিত ঈষৎহাস্যযুক্ত সৌরভ-মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গ দর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া পতিত হইতেছে।

লোচনত্রয়ভূষিতং—দেবীর দক্ষিণ নয়ন সূর্য্যস্বরূপ, বাম নয়ন চন্দ্রস্বরূপ এবং ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন অগ্নিস্বরূপ। “সৌন্দর্য্যলহরী” স্তোত্রে দেবীর ত্রিনয়ন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

অহঃ স্মৃতে সবাং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া

ত্রিষামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।

তৃতীয়া তে দৃষ্টি দরদলিত-হেমাশুজরুচিঃ

সমাধতে সন্ধ্যাং দিবসনিশায়োরন্তরচরীম্ ॥ (৪৬)

জননি! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছে, আর তোমার বাম নয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং ঈষৎ বিকসিত সুবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে।

দেবীর ত্রিনয়ন হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রায়কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন।



LIBRARY

No.

BANARAS

r-849 Ashram

একাদশ অধ্যায়]

নারায়ণী স্তুতি

বিভক্ত-ত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত-নীলাশুকতয়া

বিভাতি ত্রৈলোক্যিতয়মিদমোশানদয়িতে।

পুনঃ সৃষ্টুং দেবান্ জহিণ-হরি-কৃষ্ণানুপরতান্

রজঃ সত্ত্বং বিলুপ্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্। (৫০)

হে ঈশান-দয়িতে ! তোমার এই নয়নত্রয় নীল পদ্মের শোভাকে পরাভূত করিয়াছে।  
মাতঃ, এই নয়নত্রয়ে স্বেত, লোহিত, নীল এই বর্ণত্রয় সুবিভক্ত থাকাতে অহুমিত হইতেছে  
যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতাকে পুনর্বার সৃষ্টি করিবার  
নিমিত্তই যেন নয়নত্রয় রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে।

সর্বভূতেভ্যঃ—সর্বভূতবিচারেভ্যঃ প্রাণিভ্যশ্চ (নাগোক্তী)। সকল ভৌতিক  
বিকার ও সকল প্রাণীর উপদ্রব হইতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

শান্তনবী টীকাতে “সর্বভূতভিঃ” পাঠ দৃষ্ট হয়। সমস্তেভ্যো ভয়েভ্যঃ কালত্রয়সংভবি  
ভ্যঃ (শান্তনবী)। কালত্রয়ভাবি সমস্ত ভয় হইতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

কাত্যায়নীর—কাঠোয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ অঘাতে প্রাপ্যতে অসৌ ইতি, কাত্যায়নাশ্রমোৎ-  
পন্নত্বাদ্ বা কাত্যায়নীরিত্যুৎপত্তিঃ (দেবীভাষ্যম্)। কাত্য অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণের  
একান্ত আশ্রয়ণীয়া অথবা কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে প্রাপ্তত্বাৎ, এই কারণে দেবী কাত্যায়নী  
নামে অভিহিতা। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

তন্ত্বেজোভির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।

সঙ্কুক্ষিতা পূজিতা চ তেন কাত্যায়নীর স্তুতা ॥ (৬০।৭৭)

দেবগণের সেই তেজোরশ্মি হইতে উপজাত-শরীর, দেবী মহর্ষি কাত্যায়ন কর্তৃক  
প্রথমে সন্দীপিতা ও পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া কাত্যায়নীর নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

দেবী কাত্যায়নীর প্রাপ্তত্বাৎ, বিগ্রহধারণ, অলঙ্কার ও আয়ুধসজ্জা, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি  
ঘটনার তিথি সম্পর্কে কালিকা পুরাণে এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয় ;—

যদা স্তুতা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্ত চ।

চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ জগয়সী ॥

দেবানাং তেজসাং যুতিঃ গুরুপক্ষে সুশোভনে।

সপ্তম্যাং সাকরোদেবী অষ্টম্যাং তৈরলঙ্কতা ॥

নবম্যামুপহারৈস্ত পূজিতা মহিষাসুরম্।

নিজঘান দশম্যাক্ত বিমূষ্টাঙ্কহিতা শিবা ॥ (৬০।৭২-৮২)



মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্কৃতা ও প্রবোধিতা হইয়া আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী দিনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুশোভন গুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে দেবগণের তেজে সেই দেবী মূর্তিধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিতা হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসর্জিতা হইয়া অন্তর্ধান করেন।

শ্রীমন্তাগবতে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মমণ্ডলের গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে হবিস্ত্র-ভোজন করিয়া কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়াছিল। তাহারা অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া জলের সন্নিবর্তে কাত্যায়নীর বালুকাময় প্রতিকৃতি নির্মাণ পূর্বক গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপকরণ সহযোগে দেবীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগুণধীশ্বরী ।

নন্দগোপসুতঃ দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

( শ্রীমন্তাগবতম্, ১০।২২।৪ )

হে কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে মহাযোগিনি ! হে অধীশ্বরী ! হে দেবি !  
নন্দগোপের পুত্রকে আমাদিগের স্বামী করিয়া দিউন—আপনাকে নমস্কার করি।

মৎস্যপুরাণের ২৬০ তম অধ্যায়ে কাত্যায়নীর মূর্তিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এই মূর্তিলক্ষণটিই দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে দুর্গাদেবীর ধ্যানরূপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে।

কাত্যায়ন্তাঃ প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভুজং তথা ।

দ্রোণাণামপি দেবানামম্ভকারাম্ভকারিণীম্ ॥

এক্ষণে কাত্যায়নীর রূপ বর্ণনা করিতেছি। কাত্যায়নী দশভুজা। অস্ত্রাদি বিষয়ে ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবতাত্রয়ের অস্ত্রের অম্বুধারণ করিয়াছেন।

ওঁ জটাজূটসমায়ুক্তাংর্দৈন্দুকৃতশেখরাম্ ।

লোচনদ্বয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্ ॥

অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাম্ ।

নবমৌবনসম্পন্নাং সর্কভাভরণভূষিতাম্ ॥

সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।

ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥



ইহার শিরোদেশে জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং লোচনদ্বয়যুক্ত। অতসৌ পুষ্পে গ্রায় ইহার বর্ণ, গঠন স্থািম এবং নয়ন মনোরম; ইনি নব যৌবন সম্পন্ন এবং সকল আভরণে ভূষিত। দন্ত পঙ্ক্তি অতি মনোহর, স্তনদ্বয় পান ও উন্নত; ইনি ত্রিভুজভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইয়া মহিষাসুরকে মর্দন করিতেছেন।

(মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহু-সম্বিতাম্) ।\*

ত্রিশূলং দক্ষিণে দত্তাং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥

ভীক্ষবাণং তথা শক্তিঃ বামতোহপি নিবোধত ।

খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥

ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥

[ \* কালিকাপুরাণ ধৃত পাঠ, মৎস্যপুরাণে ইহা নাই ]

দেবী মৃণালসদৃশ কোমল অথচ আয়ত দশ বাহুযুক্তা। দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, এইরূপ ক্রমে অধোদিকে খড়্গ, চক্র, ভীক্ষবাণ ও শক্তি; বামদিকে অধোহস্তে খেটক, তদুর্দ্ধে পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু বিস্তৃত হইবে।

অধস্তান্মহিষং তদ্বিংশিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ।

শিরশ্ছেদোন্মত্তবং তদ্বদানবং খড়্গপাণিনম্ ॥

হৃদি শূলে ন নির্ভিন্নং নির্ঘাদদ্ব্যবিভূষিতম্ ।

রক্তরক্তীকৃতাদক্ষ রক্তবিশ্মুত্রিতেক্ষণম্ ॥

বেষ্টিতং নাগপাশেন ক্রকুটীভীষণাননম্ ।

সপাশবামহস্তেন ধৃতকেলঞ্চ দুর্গয়া ।

বমক্ষত্রিবস্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥

নিম্নে ছিন্নশির মহিষ প্রদর্শন করিতে হইবে, ঐ মহিষের শিরশ্ছেদ হওয়াতে উহা হইতে একটি খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদ্ধ এবং সর্বশরীর মহিষের অস্ত্রে বিভূষিত, মহিষের রক্তে তাহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয়ও আরক্ত, নাগপাশ তাহাকে বেটন করিয়া আছে এবং তাহার মুখ ক্রকুটিতে ভীষণ হইয়াছে। দুর্গাদেবী পাশযুক্ত বামহস্ত দ্বারা উহার কেশপাশ ধারণ করিয়া আছেন এবং ঐ দানব রুধির বমন করিতেছে। দেবীর সিংহকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।

কিঞ্চিদুর্দ্ধং তথা বামমদুষ্ঠং মহিষোপরি ।

স্তম্ভায়মানঞ্চ তদ্রূপময়ৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥



ঐ সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত এবং উহার কিঞ্চিদূর্ধ্বে মহিষাসুরের উপরে তাঁহার বামাস্থি বিলম্বিত। অমরবৃন্দ সেই দেবীকে স্তব করিতেছেন, এইভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

( মৎস্তপুরাণ, ২৬০।৫৬—৬৫ )

কালিকাপুরাণে অতঃপর নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয় এবং ইহারাও দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা।

চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥\*

আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।

চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬১।২১—২২ )

[ \* পাঠান্তর—চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ]

দুর্গাদেবী উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা ( অথবা চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা ) সর্বদা এই অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত। ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষদায়িনী দেবীকে এইরূপে সর্বদা চিন্তা করিবে।

দুর্গার এই ধ্যান মৎস্তপুরাণ ২৬০ ভূম অধ্যায়ে, কালিকাপুরাণ ৬১ ভূম অধ্যায়ে ( বঙ্গবাসী সংস্করণ ) এবং কালীবিলাসতন্ত্র একবিংশ পটলে দৃষ্ট হয় ; পুস্তকত্রয়ে পাঠভেদ আছে।

তন্ত্রসারে কাত্যায়নী ধ্যান যথা,—

সব্যপাদসরোজেনালঙ্কৃতোরুমুগাধিপাম্।

বামপাদাগ্রদলিত মহিষাসুরনির্ভরাম্ ॥

সুপ্রসন্নাঃ সুবদনাঃ চাক্রনেত্রজয়ান্বিতাম্।

হারনুপুরকেয়ুরজটামুকুটমণ্ডিতাম্ ॥

বিচিত্রপট্টবসনামর্দকচন্দ্রবিভূষিতাম্।

খড়্গাখোটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা।

ধারয়ন্তীঃ ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্।

বাহুভিঃ ললিতৈর্দেবীঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্।

সমারুতৈঃ দিবিস্বৈর্দেবৈঃ রাকাসসংস্থিতৈঃ।

স্তুয়মানাং মোদমানৈঃ লোকপালাদিভিঃ সমা ॥



কাত্যায়নী দেবী দক্ষিণ পাদপদ্ম দ্বারা যুগরাজকে অলঙ্কৃত করিয়া বামপদের নির্ভরে মহিষাসুরকে বিদলিত করিতেছেন। দেবীর মনোহর বদনমণ্ডল স্প্রশম, দেবী সুচারু নেত্রদ্বয়ে শোভিতা এবং হার, নুপুর, কেশ্বর, জটা, মুকুট প্রভৃতি দ্বারা মণ্ডিত। ইহার পরিধানে বিচিত্র পটবস্ত্র ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। দেবী দশ বাহুতে খড়্গ, ধ্বজ, বজ্র, ত্রিশূল, বাণ, ধনু, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্ম ধারণ করিতেছেন। কোটিচন্দ্রসম দেবীর দেহপ্রভা; আকাশস্থ দেবগণ সর্বদা ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন এবং লোক-পালগণ সর্বদা সানন্দচিত্তে ইহার স্তব করিতেছেন।

## [ ভদ্রকালী ]

ব্রহ্ম ২৬, ( পৃষ্ঠা ৮১ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] ভদ্রকালি ! জালা-করালম্ ( অগ্নিশিখা দ্বারা ভীষণ ) অতি-উগ্রম্ ( অতিশয় প্রচণ্ড ) অশেষ-অসুর-হৃদনঃ ( অসংখ্য অসুর বিনাশক ) ত্রিশূলঃ ( ত্রিশূল ) নঃ ( = অস্মান্, আমাদিগকে ) ভীভেঃ ( ভয় হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুক )। তে নমঃ অস্তু ( তোমাকে প্রণাম )।

অনুবাদ।—হে ভদ্রকালি ! জ্বলন্ত শিখা দ্বারা ভীষণ, অতিপ্রচণ্ড ও অসংখ্য অসুরবিনাশক তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক। তোমাকে প্রণাম।

টিপ্পনী।

ভদ্রকালী—ভদ্রা ৮ সা কালী ৮ ভদ্রকালী ( শাস্তনবী )। দেবী পুরাণে “ভদ্রকালী” নামের এইরূপ নিরুক্তি দৃষ্ট হয়,—

ক্ৰট্যাদি উচ্যতে কালঃ কালশ্চাস্তে বিনাশনে।

ভদ্রং কৰোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ ॥ ( ৩৭।৮০ )

কাল শব্দের অর্থ ক্ৰট্যাদি সময়, শেষ ও মৃত্যু ; দেবী সর্বসময়ে, মৃত্যুকালে এবং শেষে ও ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া “ভদ্রকালী” নামে অভিহিতা হন।

দেবী ভদ্রকালীর নাম শাস্ত্রায়ন গ্রন্থস্থত্রে দৃষ্ট হয় ( ২।১৪।১৪ )। “অদিতিরিহ জনিষ্ট দক্ষ বা হুহিতা তব। তাং দেবা অম্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ অতো দেবী



ভদ্রকালী সমভবৎ। অতো ব্রহ্মরথীহি ভদ্রকালীবিদ্যাং জ্যাক্ষরাম্ ” ইত্যাদি অথর্ববেদীয় বাক্যে শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানদাজী দেবীরূপে ভদ্রকালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্য মহেশ্বর বীরভদ্রকে উৎপাদন করেন। ঐ সময় দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ভদ্রকালী উৎপন্ন হন। ইনি কোটি যোগিনী পরিবৃত্তা হইয়া বীরভদ্র সহ দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় ভগবতী দুর্গার সহিত অভিন্নরূপে ভদ্রকালীও পূজিতা হইয়া থাকেন “ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিণৈ মহাঘোরাটৈ যোগিনীকোটিপরিবৃত্তাটৈ ভদ্রকালৈ হ্রীং দুর্গাটৈ নমঃ”।

কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভগবতী আদি স্থপিতে মহিষাসুরকে অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় স্থপিতে ষোড়শভূজা ভদ্রকালীরূপে এবং বর্তমান স্থপিতে দশভূজা দুর্গারূপে বধ করেন।

আদিস্থপাবুগ্রচণ্ডামূর্ত্যা স্বঃ নিহতঃ পুরা।

দ্বিতীয়স্থপৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ ॥

দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহায়গম্। (৬০।১১৮-২)

দেবী মহিষাসুরকে বলিতেছেন,—আদি স্থপিতে আমি উগ্রচণ্ডারূপে তোমাকে নিহত করিয়াছি, দ্বিতীয় স্থপিতে আমি ভদ্রকালী রূপে তোমাকে বিনাশ করি, এক্ষণে দুর্গারূপে অল্পচর বর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব।

ভদ্রকালীর ধ্যান যথা,—

অতসীপুষ্পবর্ণাভা জ্বলং কাঞ্চন কুণ্ডলা।  
জটাজুটসঞ্চণ্ডেন্দু মুকুটত্রয় ভূষিতা ॥  
নাগহারেণ সহিতা স্বর্ণহারবিভূষিতা।  
শূলং চক্রঞ্চ খড়্গঞ্চ শঙ্খং বাণং তথৈব চ ॥  
শক্তিং বজ্রঞ্চ দণ্ডঞ্চ নিত্যং দক্ষিণবাহুভিঃ।  
বিলতী সততং দেবী বিকাশি দশনোজ্জ্বলা ॥  
ধেটকং চর্মচাপঞ্চ পাশঞ্চাক্ষুশমেব চ।  
ঘণ্টাং পশুঞ্চ মুঘলং বিভ্রতী বামপাণিভিঃ ॥  
সিংহস্থা নয়নৈ রক্তবর্ণৈ স্তম্ভিরতিজলা।  
শূলেন মহিষং ভিষ্মা তিষ্ঠন্তী পরমেধরী।  
বামপাদেন চাক্রম্য তত্র দেবী জগন্ময়ী ॥  
( কালিকাপুরাণ, ৬০।৫২-৬৪ )



দেবী ভদ্রকালীর বর্ণ অতলীপুষ্পের মত, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চন কুণ্ডল; মস্তক জটাজুট, অর্দ্ধচন্দ্র ও মুকুটদ্বারা ভূষিত। তাঁহার গলদেশে নাগহারের সহিত স্বর্ণহার বিরাজিত। দেবী ষোড়শ ভূজা; দক্ষিণ বাহু সমূহে শূল, চক্র, খড়্গ, শঙ্খ, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ড ধারণ করেন। বাম বাহুসমূহে খেটক, চর্ম, ধনু, পাশ, অক্ষুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং মুষল ধারণ করেন। তাঁহার দন্তসমূহ সমুজ্জ্বলরূপে বিকাশিত। দেবী সিংহারুঢ়া এবং রক্তবর্ণ নয়নদ্বয়ে অতিশয় উজ্জ্বলা। সেই জগন্মায়ী পরমেশ্বরী দেবী মহিষাসুরকে বামপদ দ্বারা অক্রমণ করিয়া শূলদ্বারা তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া অবস্থিত।

উগ্রচণ্ডা।—

কালিকাপুরাণে দেবী উগ্রচণ্ডার এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

বা মূর্তিঃ ষোড়শভূজা ভদ্রকালীতি বিস্তৃতা।

তথৈব মূর্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাস্তু বিস্তৃতা ॥

দক্ষিণাধো গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।

স্বরাপূর্ণঞ্চ শিরসা মুণ্ডমালাং বিশেষয়ম্ ॥

ভিন্নাঙ্গনচয়প্রখ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী।

রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশবাহভিঃ ॥

( ৬০।১২২-১২৪ )

দেবী উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশ ভূজা। ষোড়শভূজা ভদ্রকালীর মত আয়ুধযুক্ত। অতিরিক্ত বাহুদ্বয় মধ্যে দক্ষিণদিকের হস্তে একটি গদা এবং বামদিকের হস্তে স্বরাপূর্ণ পানপাত্র বিদ্যমান। দেবীর মস্তকে মুণ্ডমালা বিদ্যত; তিনি দলিত অঙ্গন সদৃশ রক্তবর্ণ প্রভাবিশিষ্টা, ভয়ঙ্করী, সিংহবাহিনী, রক্ত নয়না এবং বিশালদেহা।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভদ্রকালী কালীর মূর্তিভেদ রূপেও পূজিতা হইয়া থাকেন। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর উক্তস্বরূপের ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে,—

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী,

নাহং তুণ্ডা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।

হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জলদনলশিখাসমিভং পাশযুগ্মং,

দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী ॥

দেবী ভদ্রকালী ক্ষুধাতে ক্ষীণাক্ষী, তাঁহার নয়নযুগল কোটরমধ্যগত, বদন মসীর গ্রায মলিন, কেশরাশি আলুলায়িত। ইনি সর্বদা রোদন করিতে করিতে বলিয়া থাকেন,—



কোনও রূপে আমার তৃপ্তি হইতেছেন, ইচ্ছা হয় সমস্ত জগৎ এক গ্রাসে ভক্ষণ করি।  
দেবী উভয় হস্তে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখার ত্রায় প্রদীপ্ত পাশযুগল ধারণ করিয়া আছেন।  
দেবীর দন্তরাজি জম্বুফলের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ। ঈদৃশী দেবী ভদ্রকালী আমার ভয় হরণ করুন,  
আমাকে রক্ষা করুন।

সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর অভিন্ন রূপেও ভদ্রকালী উপাসিতা হইয়া থাকেন।

ও ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বতৈ নমো নমঃ।

বেদবেদাঙ্গবেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥

মন্ত্র ২৭, ( পৃ: ৮১ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] দেবি ! যা ঘণ্টা ( তোমার যেই ঘণ্টা ) স্বনেন ( শব্দদ্বারা )  
জগৎ আপূৰ্ণ্য ( পরিপূর্ণ করিয়া ) দৈত্য-তেজাংসি ( দৈত্যগণের তেজোরাশি ) হিনস্তি  
( বিনাশ করে ), না ( সেই ঘণ্টা ) অনঃ ( মাতা ) স্ততান্ ইব ( যেমন পুত্রদিগকে তদ্রূপ )  
নঃ ( আমাদিগকে ) পাপেভ্যঃ ( সকল পাপ হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুক )।

অনুবাদ।— হে দেবি ! তোমার যেই ঘণ্টা শব্দ দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ  
করিয়া দৈত্যগণের তেজ বিনষ্ট করে, জননী যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন  
তদ্রূপ সেই ঘণ্টা আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক।

টিপ্পনী।

পাপেভ্যোহনঃ স্ততানিব—অনঃ শব্দের অর্থ (১) জননী, (২) জনক, (৩) প্রাণী,  
(৪) শকট। “জনগাং শকটেহপ্যানঃ”, “জনকে শকটে অনঃ”, প্রাণবান্ অনঃ।

যথা অনঃ মাতা পিতাচ স্বান্ স্ততান্ পাপেভ্যঃ হুরিতেভ্যঃ পাতি নিবারয়তি রক্ষতি,  
তথা সা ঘণ্টা নঃ অস্মান্ মাতেব পাতু স্ততান্ ইব বা পাতু ইত্যর্থঃ ( শাস্ত্রবদী )। জনক  
জননী যেমন পুত্রদিগকে পাপ হইতে নিবারণ করিয়া সৰ্বদা রক্ষা করেন তদ্রূপ তোমার  
করধৃত ঘণ্টার মঙ্গল শব্দ অহরহঃ ধ্বনিত হইয়া আমাদিগকে সর্ববিধ পাপ হইতে নিরন্তর  
রক্ষা করুক।

“পাপেভ্যঃ স্ততানিব” এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

যথা লোকঃ পাপেভ্যঃ স্ততান্ পাতি তথা সা ঘণ্টা নঃ অস্মান্ দেবান্ পাতু ইত্যর্থঃ  
( শাস্ত্রবদী )।



ঘণ্টা।—পূজাকালে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা ভূত প্রেত পিশাচাদি বিষকারী জীবগণকে দূরীভূত করার বিধান রহিয়াছে। ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রশান্ত, ভক্তিপূর্ণ এবং একাগ্র হইয়া থাকে; এই কারণে ঘণ্টাবাদন পূজার্চনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। স্বন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে ভগবান্ বিষ্ণু ঘণ্টানাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন;—

সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা সর্বদেবময়ী যতঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥

সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা সর্বদা মম বল্লভা ।

বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিশতোত্তমম্ ॥

মদীয়ার্চনবেলায়াং ঘণ্টানাদং কৰোতি যঃ ।

নশুন্তি তস্য পাপানি শতজন্মার্জিতানি ॥

ঘণ্টা সর্ববাত্মময়ী ও সর্বদেবময়ী, অতএব একান্ত যত্ন সহকারে ঘণ্টাধ্বনি করিবে। সর্ববাত্মময়ী ঘণ্টা সর্বদা আমার একান্ত প্রিয়। ঘণ্টা বাদন দ্বারা সাধক কোটি কোটি যজ্ঞার্থীদের ফললাভ করে। আমার অর্চনা কালে যে ব্যক্তি ঘণ্টাধ্বনি করে তাহার শত জন্মার্জিত পাপও নষ্ট হইয়া যায়।

### [ চণ্ডিকা ]

অঙ্ক ২৮, ( পৃ: ৮১ )

অঙ্কসার্থ।—[ হে ] চণ্ডিকে ! অশ্বর-অশ্বকৃ-বসা-পঙ্ক-চচ্চিতঃ ( অশ্বরাণাম্ অশ্বকৃ-রুধিরঃ, বসা মেঘঃ, তজ্জগৎ পঙ্কঃ, তেন চচ্চিতঃ লিপ্তঃ । অশ্বরগণের রক্ত ও মেদরূপ কদম্ব দ্বারা লিপ্ত ) কর-উজ্জলঃ ( কঠৈঃ কিরণৈঃ উজ্জলঃ, কিরণ সমূহ দ্বারা উজ্জল ) তে খড়্গঃ ( তোমার খড়্গ ) [ নঃ ] ( আমাদের ) গুভায় ভবতু ( মঙ্গলের হেতু হউক )। বয়ং ( আমরা ) ত্বাং নতাঃ ( তোমাকে প্রণাম করিতেছি )।

অনুবাদ।—হে চণ্ডিকে ! অশ্বরগণের রক্ত ও মেদরূপ পঙ্কলিপ্ত এবং কিরণমালায় উজ্জল তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গল বিধান করুক। তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি।



টিপ্পনী ।

করোজ্জলঃ—(১) করং হস্তম্ উজ্জলয়তি, (২) করৈঃ কিরণৈরুজ্জলা বা (নাগোজী) । তোমার হস্তের উজ্জলতা সম্পাদক অথবা স্বীয় কিরণ মালায় উজ্জল । (৩) তে তব করোণ হস্তসম্পর্কেণ উজ্জলঃ অতিশয়দীপ্তঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা) । তোমার হস্তসম্পর্ক হেতু যাহা উজ্জলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈদৃশ খড়া ।

অস্ত্রপূজা।—চিন্নয়ী দেবীর করধৃত আয়ুধসমূহও চিন্নয়, তাঁহারই শক্তি সম্বৃত ; এই কারণে ২৬-২৮ মন্ত্রে দেবীর আয়ুধ সমূহের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে । লক্ষ্মীতন্ত্রে দেবী ইন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

আয়ুধানি চ দেবানাং যানি যানি সুরেশ্বর ।

মচ্ছত্রয়স্তুদাকারান্যায়ুধানি মমাভবন্ ॥

হে সুরেশ্বর, দেবগণের যে সকল আয়ুধ আছে, সে সমস্ত আমারই শক্তির অংশ । আমার আয়ুধ সমূহ তাহাদের আয়ুধ সমূহের তুল্য আকার বিশিষ্ট হইয়াছিল ।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় মহাষ্টমী তিথিতে দশপ্রহরণধারিণী ভগবতী দুর্গার আয়ুধ সমূহেরও পূজা বিহিত আছে । তন্মধ্যে ত্রিশূল, ঘণ্টা ও খড়্গের পূজা ও প্রণাম মন্ত্র যথা ;—

(১) ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ ।

ওঁ সর্বায়ুধানাং প্রথমো নির্মিতস্ত্বং পিনাকিনা ।

শূলাং সারং সমাক্রম্য যুষ্টিগ্রাহং কৃতং শুভম্ ॥

(২) ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ ।

ওঁ হিনস্তি দৈত্যভেজাংসি স্বনেনাপূৰ্ণ্য বা জগৎ ।

সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোহনঃ স্তনানিব ॥

( চণ্ডী ১১।২৭ )

(৩) ওঁ খড়্গায় নমঃ ।

ওঁ অসিবিংশনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুর্ভাসদঃ ।

শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোহস্ত তে ॥

চণ্ডিকা—(১) রুদ্রধামলতাম্রোক্ত রুদ্রচণ্ডিকা কবচে শ্রীশ্রীচণ্ডিকার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—



বা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদলনী বা মাহিষোন্মূলিনী

বা ধ্বংসকণ চণ্ডমুণ্ড মথনী বা রক্তবীজাশনী ।

শক্তি: শুভ্রনিশুভ্র দৈত্যাদলনী বা সিদ্ধিদাত্রী পরা

স। দেবী নবকোটিমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥

যে চণ্ডিকা দেবী মধুকৈটভাদি দৈত্য নাশিনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধ্বংসলোচন এবং চণ্ডমুণ্ডাসুর-সংহারিণী, যিনি রক্তবীজ ভক্ষয়িত্রী, যে শক্তি শুভ্র-নিশুভ্র দৈত্য বিনাশিনী, যিনি শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী, নবকোটি যোগিনী পারবৃত্তা সেই দেবী বিশ্বেশ্বরী আমাকে পালন করুন ।

যে মহাশক্তি যুগে যুগে অবতীর্ণা হইয়া আশ্রয়শক্তিকে দলন করত: জগতে দেবরাজ্য সংস্থাপন করেন, তিনিই ভগবতী চণ্ডী বা চণ্ডিকাদেবী ।

শ্রীচণ্ডিকা প্রাতঃস্মরণ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

প্রাতর্নামি মহিষাসুর-চণ্ড-মুণ্ড-

শুভ্রাসুর প্রমুখ দৈত্যবিনাশদক্ষাম্ ।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র-মুনি-মোহন-শীল-লীলাং

চণ্ডীং সমস্তসুরমূর্তিম্নেকরূপাম্ ॥

যিনি মহিষাসুর, চণ্ড, মুণ্ড ও শুভ্রাসুর প্রমুখ অসুর বিনাশে পটু, ষাঁহার চরিত্র-লীলা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ও মুনিগণকে মোহিত করিতে সমর্থ, যিনি সমস্ত সুরবৃন্দের মূর্তিরূপা, যিনি অনেকরূপা, সেই চণ্ডিকা দেবীকে আমি প্রাতঃকালে নমস্কার করি ।

(২) শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর ধ্যান, যথা—

ওঁ বন্ধুক-কুসুমভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্

সুরেন্দ্রকলা-রত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ।

ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নত ঘটন্তনীম্

পুষ্পকঙ্কমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাং ।

দধতীং সংস্মরেন্নিত্য মুক্তরাগ্নায় মানিতাম্ ॥

যিনি বন্ধুক পুষ্পভূল্য রক্তবর্ণা, পঞ্চানন বা মহাদেবের উপর সংস্থিতা, চন্দ্রকলা ষাঁহার রত্নমুকুটে শোভা পাইতেছে, যিনি মুণ্ডমালাধারিণী, ত্রিনয়না, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, স্থূল উন্নত



ঘটসদৃশ স্তনযুক্তা, যিনি চতুর্ভুজ পুস্তক, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, সেই উত্তরায়ণ বা আগম শাস্ত্র প্রতিপাত্তা শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীকে সর্বদা সম্যকরূপে স্মরণ করিবে।

ও মধ্যো স্থধাক্ষিণিমণ্ডপবন্ধ-বেদী-

সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।

পীতাবরাং কনকমালাবিভূষিতাঙ্গীং

দেবীং স্মরামি ধৃতমুদগরবৈরি-জিহ্বাম্ ॥

স্থধা-সমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে সমাসীন, উত্তম পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্ণমালাদ্বারা ভূষিতাঙ্গী, যিনি এক হস্তে মুদগর ও অপর হস্তে শত্রুর জিহ্বা আকর্ষণ করিতেছেন, সেই চণ্ডিকাদেবীকে স্মরণ করিতেছি।

(৩) শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূর্ত্তিভেদ, যথা—(ক) রুদ্রচণ্ডী এবং (খ) মঙ্গলচণ্ডী।

রুদ্রচণ্ডী—রুদ্রধামল-তন্ত্রে রুদ্রচণ্ডীর ধ্যান,—

রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্রবিভূষিতাম্।

পট্টবস্ত্রপরীধানাং সর্কালঙ্কার ভূষিতাম্ ॥

বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।

কোটিচন্দ্রসমাভাসাং রদনৈঃ শোভিতাং পরাম্ ॥

করালবদনাং দেবীং কিঞ্চিজিহ্বাগ্রলোহিতাম্।

স্বর্ণবর্ণ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥

অক্ষমালাধরাং দেবীং জপকর্শসমাহিতাম্।

এবং ধ্যান্তা জপেন্দ্রী রুদ্রচণ্ডীং বরপ্রদাম্ ॥

মহাদেবী রুদ্রচণ্ডী রক্তবর্ণা, উজ্জ্বল চন্দ্রকণাভিভূষিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা এবং সর্কালঙ্কার-ভূষিতা। দেবী বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, কোটি চন্দ্রসম দেবীর অঙ্গ-জ্যোতিঃ, দন্তসমূহ দ্বারা মুখমণ্ডল শোভিত, দেবী করাল-বদনা, লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র কিঞ্চিং বহিঃ-প্রসারিত, দেবী স্বর্ণবর্ণ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিত। ইনি অক্ষমালা ধারিণী এবং জপকর্মে সমাহিতা। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া সাধক রুদ্রচণ্ডীর মন্ত্র জপ করিবেন।

(খ) মঙ্গলচণ্ডী

দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

দক্ষা যা বর্জতে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলা।

মঙ্গলেষু চ বা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥



পূজ্যা যা বর্ত্ততে চণ্ডী মঙ্গলোহপি মহীম্বতঃ ।

মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ ।

তস্ম পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

কুপারূপাতিপ্রত্যক্ষা ষোষিতামিষ্টদেবতা ॥ (৯৪৭।৩-৬)

দক্ষ অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল ; মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন । যিনি মহীপুত্র মঙ্গলের পূজনীয়া ইষ্টদেবী তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা । সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি মনুবংশসম্বৃত্ত মঙ্গলের অভীষ্টদায়িনী এবং আরাধ্যা বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছে । কুপারূপিণী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তিভেদ মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী রমণীগণের প্রত্যক্ষ অভীষ্ট দেবতা ।

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান, যথা—

দেবীঃ ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎস্থস্থিরযৌবনাম্ ।

বিদ্বোষ্ঠীং হৃদতীং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং সুনীলোৎপললোচনাম্ ।

জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্কেভ্যঃ সর্কসম্পদাম্ ।

সংসারসাগরে ঘোরে জ্যোতীরূপাং সদা ভজে ॥

( দেবীভাগবতম্, ৯৪৭।২৫-২৬ )

যে দেবী সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, স্থিরযৌবনা এবং সকল গুণের নিলয়স্বরূপা, যাহার শারদ পদ্মসদৃশ বদনে বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠ এবং শুদ্ধ দন্তপংক্তি বিরাজমান, যাহার গাত্রকান্তি শ্বেতবর্ণ চম্পকসদৃশ, যাহার নয়নযুগল নীলোৎপলের ত্রায় শোভা পাইতেছে এবং যে জগদ্ধাত্রী জগজ্জনকে সকল সম্পদ প্রদান করিতেছেন, ভয়ানক সংসাররূপ সাগরে জ্যোতিঃস্বরূপা সেই পরমেশ্বরীর উপাসনা করি ।

অঙ্ক ২৯, ( পৃঃ ৮১ )

অঙ্কসার্থ ।—অং ( তুমি ) তুষ্ঠা [ সতী ] ( তুষ্ঠা হইলে ) অশেষান্ রোগান্ ( সমস্ত রোগ বা উপদ্রব ) অপহংসি ( বিনষ্ট কর ), কুষ্ঠা তু [ সতী ] ( জ্বাবার কুষ্ঠা হইলে ) সকলান্ অভীষ্টান্ কামান্ ( যাবতীর অভিলষিত কাম্যবস্ত ) [ অপহংসি ] ( বিনষ্ট করিয়া থাক ) ।



স্বাম্ আশ্রিতানাং নরাণাং ( তোমার আশ্রিত নরগণের ) বিপৎ ন [ অস্তি ] ( বিপদ নাই );  
স্বাম্ আশ্রিতাঃ ( তোমার আশ্রিতগণ ) হি আশ্রয়তাং প্রয়াস্তি ( অপরের আশ্রয়স্থান  
হইয়া থাকে ) ।

অনুবাদ ।—তুমি তুষ্ট হইলে সমস্ত রোগ বিনাশ কর, আবার রুগী  
হইলে সকল বাঞ্ছিত কাম্য-বস্তু বিনষ্ট করিয়া থাক । তোমার আশ্রিতগণের  
বিপদ হয় না ; তোমার আশ্রিতগণ সকলেরই আশ্রয়স্থল হইয়া থাকেন ।

টিপ্পনী ।

রোগান্.....অভীষ্টান্—এতদ্বারা দেবীর রোষ ও ভোষের ফল বর্ণনা পূর্বক  
দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন । স্বামাশ্রিতানাং.....প্রয়াস্তি—এতদ্বারা দেবীর প্রতি  
ঐকান্তিক ভক্তির ফল বর্ণনাপূর্বক তাঁহার স্তব করিতেছেন ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

এই মন্ত্রের সংপূর্ণপাঠদ্বারা সর্বপ্রকার রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়, শাস্ত্র-  
সম্প্রদায়ে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে ।

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টী—হে দেবি ! স্বঃ স্বদ্বারাধনে তুষ্টী মতী স্বামাশ্রিতানাম্  
অশেষান্ রোগান্ অপহংসি নাশয়সি ( শাস্তনবী ) । হে দেবি ! আরাধনাদ্বারা প্রসন্ন  
হইলে তুমি আশ্রিত ভক্তগণের অশেষ রোগ বা উপদ্রব নাশ করিয়া থাক । রুজন্তীতি  
রোগাঃ উপদ্রবাঃ তান্ ( দংশোদ্ধারঃ ) ।

আরাধনা দ্বারা দেবীর তুষ্টিবিধান করিতে পারিলে সাধকের সর্বাভীষ্ট লাভ হয় ;  
স্মৃত-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

যথা যথা শিবামেতাং যো বা কো বাহদরেণ তু ।

আরাধয়তি মোহভীষ্টং লভতে ফলমাস্তিকাঃ ॥

( ৪।১৩।৪০ )

হে মুনিগণ ! যে কেহ, যে কোন প্রকারে ভক্তিপূর্বক এই শিবাকে আরাধনা  
করে, সে সাধকই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয় ।

কল্পণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শঙ্করীম্ ।

কিং ন সিধ্যতি তশ্চৈষ্টং তস্মা এব প্রসাদতঃ ॥

( ঐ, ৪১ )



করুণার সাগররূপিণী এই শঙ্করীকে যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধি না হয়?

দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

তুষ্টিয়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষবার্দ্ধেন যৎফলম্ ।

ন তদ্বজ্জুং মহেশোহপি শক্তো বর্ষশতৈরপি ॥

হে রাজন্! দুর্গা দেবী তুষ্টি হইলে অর্দ্ধনিমেষে যে ফল লাভ হয়, স্বয়ং মহেশ্বর শতবর্ষেও তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না ।

কুষ্ঠা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্—হে দেবি! স্বং কুষ্ঠা সতী অভীষ্টান্ বাঞ্ছিতান্ সকলান্ কামান্ অর্থান্ বিনিহংসি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। হে দেবি! তুমি কুপিতা হইলে বাঞ্ছিত যাবতীয় কাম্য বস্তু বিনষ্ট করিয়া থাক ।

কোন কোন টীকাকারের মতে “অভীষ্ট” শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎ কাম্য বস্তুকে এবং “কাম” শব্দ দ্বারা বর্তমান উপভোগ্য বস্তুকে বুঝান হইয়াছে। অভীষ্টান্ ইচ্ছা বিষয়ী কৃত্তান্ ভাবিনঃ ইত্যর্থঃ, কামান্ বর্তমানোপভোগ্যান্ ইতি ভেদঃ কল্পনীয়ঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

দেবীর তুষ্টি ও রোষের তাৎপর্য কি? যিনি নিত্যানন্দময়ী, সদাপ্রসঙ্গা, স্বদ্বাতীতা তাঁহাতে কি রাগদ্বेषাদিকৃত বৈষম্য আছে? দেবী ভক্তগণের প্রতি তুষ্টি, আবার অভক্ত অসুরগণের প্রতি কুষ্ঠা, তাহা হইলে পরমেশ্বরীর সমদর্শিতা কোথায়? এই রহস্যের মীমাংসার জন্য গীতার ৯২৯ শ্লোকটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়,—

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্টোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন; আমার দ্বেষের বা প্রীতির পাত্র কেহই নাই। তথাপি যাহারা আমাকে ভক্তি পূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি।

ইহার ভাস্ক্যপ্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—আমার (ভগবানের) স্বভাব অগ্নির তায়। অগ্নি যেমন দূরস্থ ব্যক্তিগণের শীত অপহরণ করে না, কিন্তু সমীপে আগমনকারিগণেরই শীত নাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি ভক্তগণের প্রতি অহুগ্রহ করি, অগ্নের প্রতি করিনা। “অগ্নিবদহং, দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি, সমীপম্পর্পতাম্ অপনয়তি, তথাহং ভক্তানহুগৃহ্ণামি নেতরাম্ ।”



আমি দীক্ষর; আমাকে ভক্তি পূর্বক বাহারা ভজনা করে, স্বভাবতঃই আমাতে তাহারা থাকে। আমি ভালবাসি বলিয়া তাহারা আমাতে থাকে তাহা নহে। সেইরূপ তাহাদের মধ্যেও আমি স্বভাবতঃ থাকি, অত্বেয় মধ্যে থাকি না। ইহা ঘারা ইহা বুঝা উচিত নহে যে, অত্বেয় প্রতি আমার বিবেচ্য আছে।

“যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা, ময়ি তে স্বভাবত এব, ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্তন্তে।

তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্তে, নেতরেষু, নৈতাবতা তেষু ঘেষো মম।”

হামাপ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাম্—বাহারা তোমার শরণাগত হয়, সেই আশ্রিত ভক্তগণের আর কোন বিপদই থাকে না। তুমি তাহাদিগকে সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাক। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিত্বসি।

( ১৮।৫৮ )

আমাতে অর্পিত-চিত্ত হইলে তুমি আমার অনুরোধে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিবে।

মা ভগবতীর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সঙ্কট স্বযোগে, বিপদ সম্পদে পরিণত হয়। দশমহাবিধানিদ্ধ শ্রীমৎ সর্বানন্দনাথ দেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়া যে অপূর্ব স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ একটি উক্তি আছে,—

বাধস্তে থলু তাবদেব রিপবঃ পাপানি হুষ্টগ্রহাঃ।

বাবন্ন ব্রজতি ক্ষণঞ্চ হৃদয়ং মাতস্তদীয়ে পদে ॥

যাতে তত্র হৃদি প্রয়াস্তি সখিতামেতে সমস্তাঃ পুনঃ।

তস্মান্তেহপি ন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্যমেতত্ত্বব ॥

( সর্বানন্দভয়ঙ্গিনী, ৭৯ )

হে মাতঃ! যে পর্য্যন্ত জীবের চিত্ত তোমার চরণে ক্ষণকালের জন্তও বিচরণ না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই রিপুসকল, পাপ কর্মসমূহ, হুষ্টগ্রহ সকল নানা বিঘ্ন জন্মায়। কিন্তু একবার তোমার পাদপদ্মে মন সংলগ্ন হইলে তাহারা পুনঃ সকলেই বন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুখদায়ক কি দুঃখদায়ক নহে; ইহাই তোমার মাহাত্ম্য।

হামাপ্রিতা হ্যাপ্রন্নতাং প্রয়াস্তি—

হামাপ্রিতা জনাঃ আশ্রয়তাম্ অন্তেষাম্ আশ্রয়যোগ্যতাং প্রয়াস্তি গচ্ছন্তি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। জগজ্জননীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপাকটাক্ষে সাধক যহোক



একাদশ অধ্যায় ]

নারায়ণী স্তুতি

৪৭৩

পদ লাভ করিয়া জনগণের আশ্রয়ণীয় হইয়া থাকেন। লক্ষ লক্ষ পাপীতাপী জগজ্জননীর শরণাগত ও কৃপাপ্রাপ্ত সাধকোত্তমকে আশ্রয় করিয়া ভীমভবার্ণব পার হইয়া যায়। দেবী স্তুতে ভগবতী বলিয়াছেন,—

বং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি,

তং ব্রহ্মাণং তমুষিং তং স্তুমেধাম্ । (৫)

আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দেই—তাহাকে ব্রহ্মা, ঋষি অথবা শোভনপ্রজ্ঞ করিয়া থাকি।

স্তুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

অস্তা এব প্রসাদেন ব্রহ্মেন্দ্রাদিবিভুতয়ঃ ।

অনয়া রহিতং সৰ্ব্বমসদেব ন সদ্ ভবেৎ ॥ (৪।১৩।৩৬)

এই দেবীর অমুগ্রহেই ব্রহ্মা, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব বিভূতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সকলই অসৎ হইয়া যায়, সৎ হইতে পারে না।

মন্ত্র ৩০, ( পৃ: ৮১ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] দেবি অস্থিকে ! ত্বয়া ( তোমা কর্তৃক ) অম্ম ( আজ, সম্প্রতি ) আত্ম-মূর্ত্তিং ( নিজ স্বরূপকে ) অনৈকৈঃ রূপৈঃ ( অনেক মূর্ত্তিতে ) বহুধা কৃত্বা ( বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়া ) ধর্ম্ম-বিধাং মহা-অম্মরাণাং ( ধর্ম্মবিধেয়ী মহাম্মরগণের ) এতৎ যৎ ( এই যে ) কদনং কৃতং ( বিনাশ সাধিত হইল ), অস্তা কা ( তুমি ব্যতীত অপর কে ) তৎ প্রকরোতি ( তাহা করিতে পারে ) ?

অনুবাদ।—হে দেবি অস্থিকে ! তুমি আজ নিজস্বরূপকে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া এই যে ধর্ম্মদেবীমহাম্মরদিগের বিনাশ সাধন করিলে, তাহা অম্ম আর কে করিতে পারে ?

টিপ্পনী ।

দেবীর ক্রিয়াকলাপের অলৌকিকত্ব বর্ণনা পূর্বক দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

কদনম্—“কদনং মৃত্যু-তাপয়োঃ” ইতি মেদিনী । কদন শব্দের অর্থ মৃত্যু ও তাপ ।

রূপৈরনৈকৈর্বহুধা অম্মমূর্ত্তিং কৃত্বা—আত্মমূর্ত্তিম্বেব অনৈকৈঃ রূপৈঃ ব্রহ্মাণ্যাদি-কাল্যাদিনিস্কর্পণৈঃ, অভেদে তৃতীয়া । বহুধা বহু প্রকারা ( নাগোজী ) । একা অদ্বিতীয়া



পরমেশ্বরীই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কালী প্রভৃতি বহু মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া অস্বর  
নাশ করিয়া থাকেন। দেবী একা হইয়াও বহুরূপে বিরাজিতা। তিনি একা হইয়াও বহু,  
আবার বহু হইয়াও একা। এইরূপ একত্ব ও নানাভেদে অপরূপ সমন্বয় একমাত্র অচিন্ত্যশক্তি  
পরমেশ্বরীতেই সম্ভবপর। মনুষ্যভিত্তিতে উক্ত হইয়াছে,—

একত্বে সতি নানাং নানাভেদে সতি চৈকত্বা ।

অচিন্ত্যং ব্রহ্মণোরূপং কস্তদ্ব বেদিতুমর্হতি ॥

স্বতঃসংহিতায় একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই তত্ত্বটি বিবৃত হইয়াছে,—

লক্ষ্মীবাগাদিরূপৈষা শিবা খলু মুনীশ্বরঃ ।

নর্তকীবানয়া সর্বমচিরাদেব সিধ্যতি ॥

( ৪।১৩।৩৫ )

রঙ্গমঞ্চে একই নর্তকী যেমন বেশ পরিবর্তন করিয়া নানারূপ ধারণ করিয়া অভিনয়  
করিয়া যায়, তেমনি শিবাও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি নানামূর্তি  
ধারণ করেন। তাঁহার প্রসাদে অবিলম্বে সাধকের সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীবাগাদিরূপেণ নর্তকীব বিভাতি বা ।

তামাত্তত্ত্বিনির্মুক্তামহং বন্দে বরাননাম্ ॥

( ৪.৪৭।৬৬ )

যিনি নর্তকীবৎ লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বিবিধ মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন, সেই  
আদি অস্তহীনা বরাননা পরমেশ্বরীকে বন্দনা করি।

অঙ্ক ৩১, ( পৃঃ ৮২ )

অর্থার্থ।—বিজ্ঞান (বিবিধ বিজ্ঞা) শাস্ত্রেষু (বহুবিধ শাস্ত্র) বিবেক-দীপেষু  
(বিবেক প্রদীপ তুল্য) আত্মেযু বাক্যেষু চ (শ্রুতিবাক্য সমূহ) [ সংস্কৃত অপি ] ( বিজ্ঞান  
থাকা সত্ত্বেও ) অঙ্কি-মহা-অঙ্ককারে ( অতিশয় গাঢ় অঙ্ককার পূর্ণ ) মমত্ব-গর্ভে ( মমত্বরূপ  
সংসার গর্ভে ) তৎ-অজ্ঞা কা ( তুমি ভিন্ন আর কে ) এতৎ বিশ্বম্ ( এই বিশ্বকে ) অতীব  
বিভ্রাময়তি ( পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে ) ?

অনুবাদ।—বিবিধ বিজ্ঞা, বহুবিধ শাস্ত্র এবং বিবেকদীপতুল্য শ্রুতি-  
বাক্য সমূহ বিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে অতি  
মহাক্ষারময় মমত্বরূপ গর্ভে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে ?



একাদশ অধ্যায়]

নারায়ণী স্তুতি

টিপ্পনী।

বিজ্ঞান—(১) চতুর্দশ বিজ্ঞা (শান্তনবী)। (২) ইন্দ্রজাল, গারুড়াদি উপবিজ্ঞা সমূহ (তত্ত্ব প্রকাশিকা)। ১১১৬ মন্ত্ৰের টিপ্পনী স্রষ্টব্য।

শাস্ত্রেষু—(১) মধ্যদিগ্ৰণীত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ (নাগোজী, (২) তর্ক-মীমাংসাদি অথবা নীতিশাস্ত্রাদি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

বিবেকদীপেষু—(১) উপনিষৎসু (নাগোজী। (২) বিবেকঃ আত্মানানুবিচারঃ, তং দীপয়ন্তি ইতি বিবেকদীপানি উপনিষদ্বাক্যানি তেষু (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। বিবেকদীপ দ্বারা উপনিষদ্ বা বেদান্ত উপলক্ষিত হইতেছে। (৩) কোন কোন টীকাকারের মতে “বিবেকদীপেষু” ইহা “আত্মেষ্ বাক্যেষু” পদের বিশেষণ। বিবেকদীপেষু জ্ঞানপ্রকাশেষু (চতুর্থী)।

আত্মেষ্ বাক্যেষু—(১) বেদেষ্ (গুপ্তবতী)। (২) কর্মকাণ্ডপরবেদবাক্যেষ্ (নাগোজী)। গুপ্তবতী টীকামতে “অন্ত বাক্য” দ্বারা বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কেই বুঝাইতেছে। নাগোজীভট্টের মতে “অন্ত বাক্য” দ্বারা বেদের কর্মকাণ্ড এবং “বিবেকদীপ” দ্বারা জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ বুঝাইতেছে।

বিজ্ঞান.....আত্মেষ্ বাক্যেষু—অনাদরে সপ্তমী। তিনি অনাদৃত্য তজ্জগৎবিবেক-মপনীয় (শান্তনবী)। এই সমস্ত বিজ্ঞা, শাস্ত্র এবং বেদবাক্য সমূহকেও উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন বিবেকবুদ্ধিকে নাশ করিয়া।

মমত্ত্বগর্ভে—মমত্ত্বম্ অশ্বকৌয়ে স্বকীয়অভিমানঃ তমেব গর্ত্তইব, গর্ত্তঃ পাতহেতুত্বাৎ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যে বস্তু আমার নহে, তাহাতে আমার বলিয়া যে অভিমান ইহাই মমত্ত্ব। মমত্ত্বকে মহা অন্ধকার পূর্ণ গর্ত্তের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে একবার নিপতিত হইলে উদ্ধার লাভ দুঃসাধ্য।

অতিমহাক্ষকারে—অতি মহান্ মোহরূপঃ অন্ধকারঃ বশ্মিন্ (দংশোদ্ধারঃ)। মমত্বাকৃষ্ট চিত্তে কিঞ্চিন্নাত্র বিবেকের আলো প্রকাশিত হয় না।

ত্বদন্ত্য ক। অতীব বিভ্রাময়ন্তি—(১) পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তয়তি, ভ্রাস্তমন্ত্যথাবুদ্ধিঃ বা করোতি, ইতি বহুহেতুত্বঃ প্রতিপাদিতম্ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে, অর্থাৎ জীবকে মোহগ্রস্ত করিয়া সংসার চক্রে পুনঃ



পুনঃ ভ্রাম্যমাণ করিতে পারে—তুমি ছাড়া আর কে আছে? এতদ্বারা দেবীর বন্ধহেতু প্রতাপাদিত হইল। (২) তুমিই বিষ্ণুমায়ী মহামায়ী বিশ্বং মোহয়সি মমস্তে ঘোজয়সি নান্ধা (শাস্তনবী)। তুমিই বিষ্ণুমায়ী বা মহামায়াক্রমে বিশ্বকে মোহিত করিতেছ, মমস্তে আসক্ত করিতেছ, অতঃ কেহ নহে।

দেবী মহামায়াক্রমে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহগর্তে নিপাতিত করেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ১।৫০ মন্ত্রে পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাদাকুল্য মোহায় মহাময়া প্রমুচ্ছতি ॥

কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পশুন্নপি ন পশ্চৎ স শূণ্ণপি ন বৃথাতি।

পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ ॥

মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন, “যে তোমার মায়ার বিমোহিত হয়, সে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পাঠ করিয়াও তত্ত্ব জানিতে পারে না।

কোন কোন টীকাকার আলোচ্য মন্ত্রটির ভিন্নরূপ অর্থ ও অর্থ করিয়াছেন;—বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু আদ্যোষু বাক্যেষু চ তদগ্ৰা কা? বিবিধ বিদ্যা, বহুবিধ শাস্ত্র এবং বিবেকদীপতুল্য প্রতিবাক্যসমূহে তুমি ভিন্ন আর কে বর্তমান আছে? অর্থাৎ তুমিই পরা ও অপরা বিদ্যার প্রবর্তিকা, তুমিই সমস্ত বিদ্যার প্রতিপাদ্য।

অতি মহাক্ষকারে মমস্তগর্তে তদগ্ৰা কা এতৎ বিশ্বম্ অতীব বিভ্রাময়তি? তুমি ভিন্ন আর কে এই বিশ্বকে অতি মহাক্ষকারময় মমস্তগর্তে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করাইতেছে?

এতদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, দেবী বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়াক্রিকা। একদিকে তিনি বিদ্যাক্রপিনী হইয়া নানা বিদ্যা, বিবিধ শাস্ত্র, বেদ বেদান্তরূপে বিশ্বে জ্ঞানের আলোক বিকীরণ করতঃ জীবকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিতেছেন; অপরদিকে তিনিই অবিদ্যাক্রপিনী হইয়া জীবকে মমস্তরূপ গর্তে নিপাতিত করিয়া জন্ম জন্মান্তর মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। দেবী ভগবতীই জীবকে ভব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন, আবার তিনিই তাহাকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীসর্কানন্দনাথ ভগবতীর এই উভয় স্বরূপের স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন,—



যা ভূতান্‌ বিনিপাত্য মোহজলধৌ সৎনর্ভবন্তী স্বয়ম্  
 বস্মায়াপরিমোহিতা হরিহরব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ ।

যশা দৈবদত্তগ্রহাৎ করগতং যদ্বোগিগম্যাং ফলম্  
 তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহরব্রহ্মদ্বয়ৈশ্চ নমঃ ॥

( সর্বানন্দভরদ্বিজী, ৬৭ )

যিনি মোহজলধিতে প্রাণিগণকে নিমগ্ন করিয়া স্বয়ং নাচাইতেছেন, হরিহর ব্রহ্মাদি জ্ঞানিগণ যাহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আছেন, যাহার দৈবদত্তগ্রহে বোগিগম্যফল করতলগত হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় এবং যাহার পদসেবিগণের নিকট হরিহর-ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ, সেই তোমাকে আমি প্রণাম করি ।

মন্ত্র ৩২, ( পৃঃ ৮২ )

অর্থার্থ—যজ্ঞ ( যেখানে ) রক্ষাংসি ( রাক্ষসগণ ) উগ্রবিষাঃ নাগাঃ চ ( এবং তীব্র বিষধর সর্পসমূহ ), যজ্ঞ ( যেখানে ) অরয়ঃ ( শত্রুগণ ), যজ্ঞ দম্বা-বলানি ( দম্বাদল ), যজ্ঞ দাবানলঃ ( দাবাগ্নি ) [ সন্তি ] ( আছে ), তজ্ঞ ( সেখানে ) তথা ( তদ্বৎ ) অন্ধি-মধ্যে ( সমুদ্রমধ্যে ) স্থিতা [ সতী ] ( অবস্থানপূর্বক ) স্বং ( তুমি ) বিধ্বং পরিপাসি ( জগৎ পরিপালন করিতেছ ) ।

অনুবাদ—যেখানে রাক্ষসগণ ও তীব্র বিষধর সর্পসমূহ আছে, যেখানে শত্রুগণ, দম্বাদল ও দাবাগ্নি রহিয়াছে, সেই সেই স্থানে এবং সমুদ্রের মধ্যেও তুমি অবস্থিত হইয়া জগৎ পরিপালন করিতেছ ।

টিপ্পনী ।

সর্বস্থানে একা তুমিই নানারূপে জগৎ পালন করিয়া থাক, ইহা বর্ণনা করিয়া দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

তজ্ঞ স্থিতা স্বং পরিপাসি বিধ্বং—সর্বত্র তত্ত্বদ্বৈত-প্রসঙ্গে স্তূতা সতী পরিতো রক্ষসি ইতি ভাবঃ ( শাস্তনবী ) । ভক্ত যখন যে উপদ্রবে পতিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করে, তুমি তখনই তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাক । সর্ব সঙ্কটে তুমিই একমাত্র রক্ষাকারিণী । বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



অরণ্যে প্রান্তরে বাপি জলে বাপি স্থলেহপি বা ।  
 ব্যাঘ্র-কুন্তীর-চৌরেভ্যো ভয়স্থানে বিশেষতঃ ॥  
 স্বপংক্তির্ন ব্রজন্ মার্গে প্রজপন্ ভোজনে রতঃ ।  
 কীর্ত্তন্যে সততং দেবীং স বৈ মুচ্যেত বন্ধনাং ॥

অরণ্যে, প্রান্তরে, জলে বা স্থলে, ব্যাঘ্র, কুন্তীর ও চোরদ্বারা উপক্রত স্থানে সর্বত্র দেবীকে স্মরণ করিবে। নিদ্রাকালে, দণ্ডায়মান অবস্থায়, পথে চলিতে চলিতে, কথা বলিতে, ভোজনকালে সতত যিনি দেবীকে স্মরণ করেন তিনিই বন্ধন হইতে মুক্ত হন।  
 মন্ত্র ৩৩, ( পৃঃ ৮২ )

অর্থ—[ অং ] (তুমি জগদীশ্বরী) [ অতঃ ] (সুতরাং) বিশ্বং পরিপাসি (জগৎ পালন করিতেছ)। [ অং ] (তুমি) বিশ্ব-আত্মিকা (জগদ্রূপা) ইতি [ হেতোঃ ] (এই হেতু) বিশ্বং ধারয়সি (জগৎ ধারণ করিতেছ)। ভবতী (তুমি) বিশ্ব-ঈশ-বন্দ্য (ব্রহ্মাদি বিশ্বেশগণেরও বন্দনীয়)। 'ষে (যাঁহারা) ত্বয়ি (তোমাতে) ভক্তি-নম্রাঃ (ভক্তিতে অবনত) [ তে ] (তাঁহারা) বিশ্ব-আশ্রয়াঃ ভবন্তি (জগতের আশ্রয় হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—তুমি বিশ্বেশ্বরী, সুতরাং বিশ্ব পালন করিতেছ। তুমি বিশ্বরূপা, সুতরাং বিশ্ব ধারণ করিতেছ। তুমি (ব্রহ্মাদি) বিশ্বেশগণেরও বন্দনীয়। যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিনত, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্—(১) যতো বিশ্বাত্মিকা জগদ্রূপা ইতি হেতোঃ বিশ্বং ধারয়সি জগতন্তুবাংশভূতত্বাং (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যেহেতু তুমি বিশ্বাত্মিকা অর্থাৎ জগদ্রূপিণী এই কারণে তুমি বিশ্ব ধারণ করিতেছ; এই জগৎ তোমারই অংশভূত। (২) বিশ্বম্ আত্মা শরীরং শরীরতুল্যং যন্তাঃ সা বিশ্বাত্মিকা ত্বমিতি হেতোঃ বিশ্বং ধারয়সি, জীবো যথা শরীরমিতি ভাবঃ (দেবীভাষ্য)। বিশ্ব আত্মা অর্থাৎ শরীরতুল্য যাঁহারা তিনি বিশ্বাত্মিকা। জীব যেমন শরীরকে ধারণ করে, তেমনি তুমি এই বিশ্বকে তোমার শরীররূপে ধারণ করিতেছ।



**বিশেষবন্দ্য্য**—বিশেষানাম্ ইন্দ্র-ব্রহ্মাদীনামপি স্তুত্যা (নাগোজী)। বিশেষগণের অর্থাৎ ইন্দ্র, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণেরও বন্দনীয়।

**বিশেষবন্দ্য্য**.....**ভক্তিনম্রাঃ**—ইহার অর্থ ও অর্থ বিষয়ে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় ;—(১) যতো ভবতী বিশেষানাম্ ইন্দ্রব্রহ্মাদীনামপি স্তুত্যা, অত স্বয়ি ভক্তি-নম্রাঃ এতে বিশ্বাশ্রয়া ভবন্তি (নাগোজী)। যেহেতু তুমি ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি বিশেষগণেরও স্তবনীয়, অতএব যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিতে অবনত, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকেন।

(২) যে স্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ, তে বিশেষবন্দ্য্য ভবন্তি ; অতো ভবতী বিশ্বাশ্রয়া বিধৈঃ আশ্রীয়তে সেব্যতে সর্বোপাশ্রা ইত্যর্থঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যাহারা তোমাতে ভক্তিপ্রণত, তাঁহারা বিশেষগণেরও বন্দনীয় হইয়া থাকেন। যেহেতু প্রণামফল এইরূপ, অতএব তুমি বিশ্বের আশ্রয়ণীয়া অর্থাৎ সর্বোপাশ্রা।

**ভবতী ভবাম্**—এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। হে দেবি! ভবতী ভক্তবর্গিণাং ভবায় সম্পদে প্রসন্না ভবতু ইত্যর্থঃ (শান্তনবী)। হে দেবি! আপনি ভক্তগণের সম্পদ্বৃদ্ধি-কারিণী হউন।

### [ দেবগণের প্রার্থনা ]

মন্ত্র ৩৪, ( গৃ: ৮২ )

**অম্বমার্থ**।—[হে] দেবি। প্রসাদ (প্রসন্ন হও)। যথা (যেমন) অধুনা (সম্প্রতি) সত্ত্বঃ এব (ক্ষণমাত্রে) অম্বর-বধাৎ (অম্বর বধের দ্বারা [নঃ পালিতবতী] (আমাদিগকে রক্ষা করিলে), তথা (তদ্রূপ) নিত্যং (সর্বদা) নঃ (আমাদিগকে) অরি-ভীতে: (শত্রুভয় হইতে) পরিপালয় (রক্ষা করিও); সর্ব-জগতাং চ (এবং সকল জগতের) পাপানি (পাপসমূহ), উৎপাত-পাক-জ্বনিতান্ (অধর্মের পরিণতিজাত) মহা-উপাসর্গান্ চ (দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি উপসর্গসমূহও) আশু (সম্বর) শমং নয় (প্রশমিত কর)।

**অম্বুবাদ**।—হে দেবি! প্রসন্ন হও। সম্প্রতি তুমি যেমন ক্ষণমাত্রে অম্বর বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে, সেইরূপ সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিও। তুমি সর্বজগতের পাপরাশি এবং অধর্মের পরিণতিজাত মহা উপসর্গসমূহ শীঘ্র প্রশমিত কর।



## টিপ্পনী ।

উৎপাতপাকজনিতান্—(১) উৎপাতো দিব্যাস্তরীক্ষভৌমরূপঃ । তস্য পাকঃ ফলপরিণতিঃ তেন জনিতান্ উৎপাদিতান্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । উৎপাতাদি অনিষ্টমুচক আকস্মিক দৈবঘটনাকে উৎপাত বলে ( ১০।২২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) । এই উৎপাত সমূহের পাক অর্থাৎ ফল পরিণতি, তদ্বারা উৎপাদিত । (২) অত্র হৃদয় উৎপাত-শব্দেন বিবক্ষিতঃ, অর্থাৎ ফল পরিণতি, তদ্বারা উৎপাদিত । (২) অত্র হৃদয় উৎপাত-শব্দেন বিবক্ষিতঃ, উৎপাতহেতুত্বাৎ । অধর্মস্তু পাকঃ পরিণামঃ তেন জনিতান্ ( শাস্তনবী ) । এখানে উৎপাত শব্দে অধর্ম বিবক্ষিত হইয়াছে । অধর্মের পরিণাম দ্বারা উৎপাদিত ।

মহোপসর্গান্—তুভিক্ষ-মরকাদিলক্ষণান্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । তুভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, অকালমৃত্যু প্রভৃতিকে “উপসর্গ” বলে । এগুলি অধর্মের পরিণামজাত কুফল, ইহা বরাহমিহির বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ( ১০।৩২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) ।

আলোচ্য মন্ত্রে দেবতাগণ ভগবতী চণ্ডিকার নিকট শত্রুভয় হইতে নিজেদের রক্ষার নিমিত্ত যেমন প্রার্থনা করিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশাস্তির জগৎও দেবীর চরণে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিলেন । সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবহৃদয়ে সৰা লোক-মঙ্গল কামনা উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে ।

অথর্ববেদে দেখি, ঋষি অভয়প্রাপ্তির জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন,—

অভয়ং নঃ করত্যস্তরিক্ষম্ অভয়ং দ্বাবাপৃথিবী উভে ইমে ।

অভয়ং পশ্চাদ্ অভয়ং পুরস্তাদ্ উত্তরাদ্ অধরাদ্ অভয়ং নো অস্ত ॥

( অথর্ববেদ, ১২।১৫।৫ )

অস্তরিক্ষলোক আমাদেরিগকে অভয় দান করুক, দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে আমাদেরিগকে অভয় প্রদান করুক । সম্মুখে পশ্চাতে যেন আমরা অভয় হই, উপরে নীচে সবদিকেই যেন আমরা অভয় প্রাপ্ত হই ।

অভয়ং মিত্রাদ্ অভয়ম্ অমিত্রাদ্ অভয়ং জ্ঞাতাদ্ অভয়ং পুরো যঃ ।

অভয়ং নক্তম্ অভয়ং দিবা নঃ সর্কী আশা মম মিত্রং ভবন্ত ॥

( অথর্ববেদ, ১২।১৫।৬ )

মিত্র হইতে ও শত্রু হইতে অভয় হইব, জ্ঞাত হইতে ও সম্মুখ হইতে অভয় হইব, দিবাভাগে ও রাত্রিকালে অভয় হইব । সকল দিক্ আমার মিত্র হউক ।



বিশ্বশান্তির জগৎ ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন,—

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ জ্যোঃ শান্তিঃ,  
 আপঃ শান্তিরৌষধয়ঃ শান্তির্বনম্পত্যঃ শান্তিঃ,  
 বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ, সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ  
 শান্তিঃ শান্তিভিঃ । তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ  
 শময়ামোহং যদিহ যোরং যদিহ ক্রুবং যদিহ পাপং  
 তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমন্ত নঃ ॥ ( অথর্ববেদ, ১৯।৯।১৪ )

পৃথিবী শান্তিময় হউক, অন্তরিক্ষ শান্তিময় হউক, দ্যুলোক শান্তিময় হউক । জলে, ওষধিতে, বনম্পতিতে শান্তি বিরাজ করুক । সকল দেবগণ শান্তি বিতরণ করুন । এই সমস্ত শান্তি মন্ত্রদ্বারা এই জগতে যা কিছু ভীষণ, যা কিছু নিষ্ঠুর, যা কিছু পাপ-তাপ তৎসমুদয় প্রশমিত হউক, শান্ত হউক, মঙ্গলময় হউক, সকলই আমাদের কল্যাণপ্রদ হউক ।

অনু ৩৫, ( পৃঃ ৮৩ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] বিশ্ব-অর্ধি-হারিণি দেবি ! ( জগতের ক্লেশ নাশিনী হে দেবি নারায়ণী ! ) ত্বং ( তুমি ) প্রণতানাং ( প্রণত ভক্তগণের প্রতি ) প্রসীদ ( প্রসন্ন হও ) । [ হে ] ত্রৈলোক্যবাসিনাম্ ঈড্যে ! ( ত্রিভুবনবাসী সকলের আরাধ্যা হে দেবি ! ) [ ত্বং ] ( তুমি ) লোকানাং ( সমস্ত লোকের প্রতি ) বরদা ভব ( বরদায়িনী হও ) ।

অনুবাদ।—হে জগৎক্লেশনাশিনি দেবি ! তুমি প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্ন হও । হে ত্রিভুবনবাসীর আরাধ্যা দেবি ! তুমি সকল লোকের প্রতি বরদায়িনী হও ।

[ দেবীর বরদান ]

অনু ৩৬—৩৭, ( পৃঃ ৮৩ )

অন্বয়ার্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( কহিলেন ),—[ হে ] সুরগণাঃ ( হে দেবগণ ! ) অহং ( আমি ) বরদা [ অশ্মি ] ( বরদায়িনী হইলাম ) । জগতাম উপকারকম্ ( জগতের হিতজনক ) যং বরং ( যেই বর ) [ যুয়ং ] তোমরা । মনসা ( মনে মনে ) ইচ্ছথ ( ইচ্ছা কর ), তং বৃণুধ্বম্ ( সেই বর প্রার্থনা কর ), [ অহং ] প্রযচ্ছামি ( আমি প্রদান করিতেছি ) ।



অনুবাদ।—দেবী কহিলেন,—হে দেবগণ ! আমি বরদায়িনী ; তোমরা মনে মনে জগতের হিতজনক যেই বর ইচ্ছা কর, তাহা প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি।

মন্ত্র ৩৮-৩৯, ( পৃঃ ৮৩ )

অর্থ।—দেবাঃ : ( দেবগণ ) উচুঃ ( বলিলেন ),—[ হে ] অখিলেশ্বর ! ( ত্রৈলোক্য স্বামিনি ! ) ত্রৈলোক্যস্ত ( ত্রিভুবনের ) সৰ্ব্ব-আবাধা-প্রশমনং ( সৰ্ব্বপ্রকার মহাবাধার শান্তিস্বরূপ ) অস্বদ-বৈরি-বিনাশনং ( আমাদের শত্রু বিনাশ ) এবম্ এব ( এই প্রকারেই ) ত্বয়া কার্যম্ ( তোমা কর্তৃক করণীয় )।

অনুবাদ।—দেবগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর দেবি ! ত্রিভুবনের সৰ্ব্বপ্রকার মহাবাধার শান্তিস্বরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ এই প্রকারেই তুমি করিও।

টিপ্পনী।

কোন কোন টীকাকার ইহার অর্থপ্রকার অস্বদ করিয়াছেন,—এবম্ এব অস্বদ-বৈরিবিনাশনং ত্বয়া কৃতম্, এবং ত্রৈলোক্যস্ত সৰ্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্বয়া কার্যম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। তুমি এখন যেমন আমাদের শত্রুনাশ করিলে, এইরূপে ত্রিলোকের সৰ্ব্ববিষ প্রশমিত করিও।

সৰ্ব্বাবাধাপ্রশমনম্—আ সৰ্ব্বতো বাধা আবাধা, সৰ্ব্বা চাসৌ আবাধা চেতি, তন্ত্ৰাঃ প্রশমনং প্রকর্ষণ শান্তিঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। ‘সৰ্ব্বাবাধাপ্রশমনং’ পাঠও দৃষ্ট হয় ( শাস্ত্রনবী )।

[ দেবীর ভবিষ্যৎ অবতার—(১) ভগবতী নন্দা ]

মন্ত্র ৪০-৪১, ( পৃঃ ৮৩ )

অর্থ।—দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( কহিলেন ),—বৈবস্বতে অন্তরে ( বৈবস্বত-মহন্তরে ) অষ্টাবিংশতিমে ( অষ্টাবিংশতি সংখ্যক যুগে ) শুভঃ নিশুভঃ চ ( শুভ ও নিশুভ নামক ) অষ্টৌ মহাসুরৌ ( অপর দুই মহাসুর ) উৎপৎসতে ( উৎপন্ন হইবে )।

অনুবাদ।—দেবী কহিলেন,—বৈবস্বত মহন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুভ ও নিশুভ নামক অপর দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে।



টিপ্পনী ।

ভগবতী চণ্ডিকা ৪১—৫৪ এই চতুর্দশ শ্লোকে তাঁহার ভবিষ্যৎ সপ্ত অবতারের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন ; তন্মধ্যে প্রথম অবতার ভগবতী নন্দা ।

বৈবস্বতেহন্তরে—বৈবস্বতশ্চ মনোঃ অন্তরে তদধিকারোপলক্ষিতে কালে সপ্তম মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । বৈবস্বত মন্বন্তর অধিকারকালে অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরে । ইদানীং বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে । ( ১১-২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) ।

মন্বন্তরের কালপরিমাণ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

চতুষ্টুর্গানাং সংখ্যাতা সাধিকা ছেকসপ্ততিঃ ।

মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাম্ সত্তম ॥

অষ্টৌ শত সহস্রাণি দিব্যায়া সংখ্যায়া পতিঃ ।

দ্বাপর্য্যাক্ষং তথাস্তানি সহস্রাণ্যধিকানি চ ॥

ত্রিংশৎ কোটিস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যায়া দ্বিজ ।

সপ্তষষ্টিস্বত্থানি নিযুতানি মহামুনে ॥

বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোহয়মধিকং বিনা ।

মন্বন্তরশ্চ সংখ্যায়ং মাহুর্ষে বৎসরৈর্ দ্বিজ ॥ ( ১৩।১৭-২০ )

হে ব্রহ্মন্ ! কিঞ্চিদধিক এক সপ্ততি চতুষ্টুগে এক মন্বন্তর হয়, ইহা মনু ও সুরাদি-গণের অধিকার কাল । দৈব বর্ষের সংখ্যায় মন্বন্তরের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫২ হাজার বৎসর । মানবীয় বৎসরের গণনায় ইহার পরিমাণ ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর ।

চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প বা একবার প্রলয় হয় ।

অষ্টাবিংশতিমে যুগে—অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকে চতুষ্টুগে । তত্র কলি-দ্বাপরসঙ্ঘো অনন্বোক্ষপত্তিঃ ( নাগোজী ) । বৈবস্বত মন্বন্তর ৭১ চতুষ্টুগকালব্যাপী, তন্মধ্যে ২৭টি চতুষ্টুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে ২৮তম চতুষ্টুগ চলিতেছে । উক্ত চতুষ্টুগের ( বা মহাযুগের ) সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে, সম্প্রতি কলিযুগ চলিতেছে । ইহার কাল পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর, তন্মধ্যে মাত্র প্রায় ৫ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে । বর্তমান অষ্টাবিংশতিতম চতুষ্টুগের দ্বাপর ও কলির সম্বন্ধে ভগবতী নন্দা আবির্ভূতা হইয়া শুভ ও নিশুভ নামক অপর দুই মহাস্বরকে বধ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণও এই অষ্টবিংশতিতম যুগেই আবির্ভূত হন । বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—



অষ্টাবিংশতিমে তদ্বদ্যাপরশ্রাংশসংক্ষেপে ।

নষ্টে ধর্ম্মে তদা জ্ঞেয় বিষ্ণুর্বিষ্ণুকুলে প্রভুঃ ॥

( ৯৮।৯৭ )

সেইরূপ অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্যক ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে যখন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, তখন বিষ্ণুকুলে প্রভু বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

অষ্টাবিংশতিমে ইতি বক্তব্যে ছান্দস শ্লোক । অষ্টাবিংশতিং মাতি ইতি বা অঙ ( তদ্ব্যপ্রকাশিকা ) । অষ্টাবিংশতিমে = অষ্টাবিংশতিতমে । আর্ষপ্রয়োগে ত লোপ । অথবা অষ্টাবিংশতি—মা ধাতু + অঙ, তস্মিন ।

উৎপৎশ্রেতে—উৎপন্নো ভবিষ্যতঃ । শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য স্বরোচিষ অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরে মেধসু ঋষি মহারাজ স্বরথ ও সমাধি বৈশ্যের নিকট বর্ণনা করেন । তৎকালেপেক্ষায় বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তরে শুভ ও নিশুভ নামক অপর অক্ষরদ্বয়ের প্রাদুর্ভাব স্বদূর ভবিষ্যৎকালীন ঘটনা । এইকারণে এস্থলে “উৎপৎশ্রেতে” এই ভবিষ্যৎকাল বোধক ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ।

মন্ত্র ৪২, ( পৃ: ৮৩ )

অর্থার্থ ।—ততঃ ( তৎকালে ) নন্দ-গোপ-গৃহে ( নন্দগোপের গৃহে ) যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা জাতা [ সত্যী ] ( যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া ) বিদ্যাচল-নিবাসিনী [ অহং ] ( বিদ্যাপর্যবাসিনীরূপে আমি ) তৌ ( সেই শুভ ও নিশুভকে ) নাশয়িষ্যামি ( নাশ করিব ) ।

অনুবাদ ।—তৎকালে আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া বিদ্যাচল-বাসিনীরূপে উভয়কে বিনাশ করিব ।

টিপ্পনী ।

লক্ষ্যীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বৈবস্বতেহন্তরে তৌ চ পুনঃ শুভ-নিশুভকৌ ।

উৎপৎশ্রেতে বরান্নতৌ দেবোপজবকারিণৌ ॥

নন্দগোপকুলে জাতা যশোদাগর্ভসংভবা ।

তাবহং নাশয়িষ্যামি নন্দাখ্যা বিদ্যাবাসিনী ॥



বৈবস্বত মন্বন্তরে পুনরায় শুভ ও নিশুভ নামক অস্ত্ররথ বরলাভে উদ্ধৃত হইয়া দেবগণের প্রতি উপদ্রব করিবে। তখন আমি নন্দগোপকুলে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া “নন্দা” নামে খ্যাত হইয়া বিদ্যা পরীতে অবস্থান পূর্বক তাহাদের উভয়কে বিনাশ করিব।

নন্দা—এষা মহালক্ষ্ম্যাংশভূতা (নাগোজী)। নন্দাদেবী মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। মূর্তিরহস্তে ইহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা ।  
 সা স্তুতা পূজিতা ধাতা বশীকুর্ধ্যাজ্জগদ্রয়ম্ ॥ ১  
 কনকোত্তমকাস্তিঃ সা স্নকাস্তিকনকাস্বরা ।  
 দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা ॥ ২  
 কমলাকুশপাশাঞ্জুরলঙ্কতচতুর্ভুজা ।  
 ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রী কৃষ্ণাসুজ্ঞাসনা ॥ ৩

ভগবতী নন্দা, যিনি নন্দের কন্যাক্রমে আবির্ভূতা হইবেন, তাহাকে স্তব, পূজা ও ধ্যান করিলে ত্রিলোক সাধকের বশীভূত হইবে। সেই দেবী উত্তম স্বর্ণবৎ কাস্তিযুক্তা, অতিমনোহর স্বর্ণবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্ণবর্ণ প্রভা বিশিষ্টা এবং উত্তম স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। ইহার হস্ত চতুষ্টয়ে পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও শঙ্খ শোভিত। ইনি স্বর্ণপদ্মে আসীনা এবং ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী ও শ্রী নামে অভিহিতা।

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসন্তবা—

দাপর ও কলির সন্ধিকালে যে সময় ভূভারহরণার্থ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে কংসকারাগারে বহুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ঠিক সেই সময়েই তাহার নির্দেশক্রমে ভগবতী যোগমায়া নন্দগোপগৃহে যশোদার কন্যাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। এইপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে ।  
 প্রাপ্যামি স্তবঃ যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥  
 অর্চিস্থাস্তি মনুজ্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্ ।  
 ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥



নামধেয়ানি কুর্সন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি ।  
 দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥  
 কুম্ভা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কণ্ঠকেতি চ ।  
 মায়ী নারায়ণীশানী শারদেত্যধিকেতি চ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।২।৯-১২ )

ভগবান্ নারায়ণ যোগমায়াকে বলিলেন,—“ভূতে ! আমি পূর্ণরূপে দেবকীর নন্দন হইয়া জন্মিব এবং তুমি নন্দের পত্নী ষশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে । মনুস্মরণ তোমাকে সর্বকাম ও সকল বরের অধীশ্বরী ও প্রদাত্রী বলিয়া নানা উপহার ও বলিদ্বারা তোমার পূজা করিবে । পৃথিবীতে তুমি নানা নামে বিখ্যাত হইবে যথা দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুম্ভা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কণ্ঠকা, মায়ী, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অধিকা ।”

বহুদেব কংসভয়ে এই কণ্ঠাকে লইয়া তৎপরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন । যোগমায়ার প্রভাবে এই বৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে নাই । ছষ্ট কংস ঐ কণ্ঠাকে গ্রহণ করিয়া প্রসূত খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিতে উদ্ভূত হইলে তিনি তাহার হস্ত হইতে উর্দ্ধ আকাশে উথিত হইয়া অষ্টভুজা দেবীরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।

দিব্যাস্ত্রগধরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা ।

ধনুঃ শূলেষুচক্ষুর্দ্ব্যসি শঙ্খচক্রগদাধরা ॥

সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বৈরঙ্গারঃ কিম্মরোরগৈঃ ।

উপাস্তোত্রবলিভিঃ স্তুষ্মানেন্দমব্রবীৎ ॥

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবাস্তকুৎ ।

যত্র ক বা পূর্ব্বশত্রু মী হিংসীঃ কুপণান্ বুধা ॥

ইতি প্রভাশ্চ তং দেবী মায়ী ভগবতী ভুবি ।

বহ্নানামনিকেতেষু বহ্ননামা বভূব হ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪।১০-১৩ )

দেবী দিব্য মালা, বসন, লেপন ও রত্নাভরণে ভূষিতা । তিনি অষ্টভুজে ধনুঃ, শূল, বাণ, চক্ষুঃ, অসি, খড়্গ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন । সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গার, কিম্মর ও উরগণ পূজোপহার দ্বারা অর্চনা করিয়া তাঁহার স্তবগান করিতেছিল । দেবী কহিলেন,—“রে দুর্মতে ! আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে ? তোর পূর্ব্ব শত্রু তোর



একাদশ অধ্যায় ]

নারায়ণী স্তুতি

৪৮৭

অন্তক হইয়া কোথাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং অত্যাশ্চর্য নির্দোষ শিশুকে আর বৃথা বধ করিস্না।” ভগবতী মহামায়া কংসকে এই কথা বলিয়া পৃথিবীতে নানা স্থানে নানা নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহাভারতের বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাপ্তোত্তরে ভগবতী নন্দা সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

যশোদাগর্ভসমুত্যাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্ ।

নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীম্ ।

কংসবিজ্ঞাবগকরীমম্বরূপাং ক্ষয়করীম্ ।

শিলাতটবিনিক্ষিপ্তাকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥

বাসুদেবস্ত ভগিনীং দিব্যমালাবিভূষিতাম্ ।

দিব্যাস্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিনীম্ ॥

( বিরাটপর্ব, ৬।২-৪ )

হে দেবি ! আপনি যশোদা গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আপনি নারায়ণের প্রণয়িনী, আপনি নন্দগোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি মঙ্গলময়ী, কুলবৃদ্ধিকারিণী, আপনি কংসকে ভ্রাসিত করিয়াছিলেন, আপনি অম্বরূপ কামরূপী। দুর্ভাগ্য কংস আপনাকে বল পূর্বক আকর্ষণ করতঃ শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে আপনি আকাশ পথে গমন করিয়াছিলেন। আপনি বাসুদেবের ভগিনী, দিব্য বস্ত্র ও মালায় বিভূষিতা, আপনার করতলে খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে দেবি ! আপনাকে প্রণাম।

ভক্ত স্তোত্রাশ্রয়শ্রী—তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে এসম্বন্ধে পৌরাণিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে,—বিদ্যাচলে অতিশয় বলদৃষ্ট গুপ্ত ও নিশ্চেষ্টের সম্মুখে নন্দাদেবী অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অতীব মনোহররূপ দর্শনে অম্বরূপ কামরূপে নিপীড়িত হইয়া পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানাইল। দেবী বলিলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিকতর বলশালী, আমি তাহাকেই ভজনা করিব। তাঁহার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অম্বরূপ ভ্রাতৃঘর পরম্পর মৌহর্দ পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল।

বিদ্যাচলনিবাসিনী—বিদ্যাচলে তত্রাপি গঙ্গাতীরে নিবাসিনী (গুপ্তবতী)। যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাপ্তোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

“বিদ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাস্বতম্।”

( মহাভারত, বিরাট পর্ব, ৬।১৭ )



হে দেবি ! পর্বতশ্রেষ্ঠ বিদ্যো আপনার শাস্ত্রত বাসস্থান । পদ্মপুরাণে দেবীক্ষেত্র-  
পণনা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

“ত্রিকূটে চ তথা সীতা বিদ্যো বিদ্যাবাসিনী ।”

ত্রিকূট পর্বতে দেবী সীতারূপে এবং বিদ্য পর্বতে বিদ্যাবাসিনীরূপে অধিষ্ঠিতা  
আছেন ।

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবতী দুর্গা বিদ্যাচলে দেবতাদের জগ্ন অবতীর্ণ  
হইয়া মহাযোদ্ধা অমুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তথায় অবস্থান করিতেছেন ।

বিদ্যোহবতীর্ধ্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ ।

অত্য়পি তত্র সাবাসা তেন সা বিদ্যাবাসিনী ॥

( দেবীপুরাণ, ৪৫তম অধ্যায় )

বামন পুরাণে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র ভগবতী দুর্গাকে বিদ্যাচলে লইয়া গিয়া  
স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তথায় দেবগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া বিদ্যাবাসিনী নামে প্রসিদ্ধি  
লাভ করেন ।

সহস্রাক্ষোহপি তাং গৃহ বিদ্যং বেগাজ্জগাম হ ।

তত্র গত্বা তয়োবাচ তিষ্ঠস্বাত্ম মহাবনে ।

পূজ্যমানা সুরৈর্নান্না প্যাতা স্বং বিদ্যাবাসিনী ॥

( বামন পুরাণ, ৫১তম অধ্যায় )

শারদাতিলক তন্ত্রে বিদ্যাবাসিনী দেবীর ধ্যান যথা,—

সৌবর্ণাঙ্কুশমধ্যগাং জিনয়নাং সৌদামিনীসন্নিভাং

শঙ্খং চক্রবরাভয়ানি দধতীমিন্দোঃ কলাং বিভ্রতীম্ ।

গ্রৈবেয়াঙ্কদহার কুণ্ডলধরামাখণ্ডলার্ছৈঃ স্তুতাম্

ধ্যায়ৈদ্বিধ্য নিবাসিনীং শশিমুখীং পার্শ্বস্থপঞ্চাননাম্ ॥

দেবী বিদ্যানিবাসিনী স্ববর্ণপদ্মমধ্যে আসীনা, জিনয়না, বিদ্যুৎতুল্য প্রভা বিশিষ্টা।  
ইনি চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন । তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা  
শোভিত, তিনি গ্রৈবেয়, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডল ভূষণে ভূষিতা, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তুতি  
করিয়া থাকেন । মহাদেবের পার্শ্বে অবস্থিতা শশিমুখী বিদ্যাবাসিনী দেবীকে এইরূপে ধ্যান  
করিবে ।



## [ ২। রক্তদন্তিকা ]

মন্ত্র ৪৩, ( পৃঃ ৮৩ )

অম্বস্বার্থ।—পুনঃ অপি ( পুনরায় ) [ অহং ] ( আমি ) অতি-রৌদ্রেণ-রূপেণ ( অতি ভীষণা মূর্তিতে ) পৃথিবী-তলে অবতীর্ণ্য ( অবতীর্ণ হইয়া ) বৈপ্রচিত্তান্ তু দানবান্ ( বিপ্রচিতিবংশীয় দানবদিগকে ) হনিষ্যামি ( বধ করিব ) ।

অম্বস্বান্দ।—পুনরায় আমি অতি ভয়ঙ্করী মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিতি-বংশীয় দানবদিগকে বধ করিব ।

টিপ্পনী ।

পুনরপি—দেবী রক্তদন্তিকাও বৈবস্বত মন্বন্তরে ঐ অষ্টাবিংশতিতম চতুষ্রুগে দ্বাপরাস্তে কলিযুগের প্রারম্ভে অবতীর্ণা হন ( শাস্তনবী ) ।

বৈপ্রচিত্তান্—বিপ্রচিন্তে: অপত্যানি দানবান্ ( তম্বপ্রকাশিকা ) । বিপ্রচিন্তি নামক অম্বর হিরণ্যকশিপুৰ ভগ্নী সিংহিকাকে বিবাহ করেন ; তাহাদের সম্ভানগণ বৈপ্রচিন্ত নামে খ্যাত ।

অগ্নিপুৰাণে উক্ত হইয়াছে,—

হিরণ্যকশিপু দিত্যাং হিরণ্যাক্ষ কস্তপাং ।

সিংহিকা চাভবৎ কস্তা বিপ্রচিন্তে: পরিগ্রহঃ ।

রাহপ্রভৃতয়স্ত্যাং সৈংহিকেয়া ইতি শ্রুতাঃ ।

( অগ্নিপুৰাণ, ১২।৫ )

কস্তপ হইতে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষনামা পুত্রদ্বয় এবং সিংহিকা নাম্নী একটি কস্তা উৎপন্ন হয় । বিপ্রচিন্তি ঐ কস্তার পাণিগ্রহণ করেন ; সেই সিংহিকার গর্ভেই রাহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় । সিংহিকা-নন্দনেরা সকলেই সৈংহিকেয়া নামে প্রসিদ্ধ ।

বায়ুপুৰাণে বিপ্রচিন্তির পত্নী সিংহিকার গর্ভজাত চৌদ্দ জন অম্বরের নাম পাণ্ডয়া যায় যথা,—শতগাল, ত্রাস, শাষ, অল্লোম, শুচি, বাতাপি, সিতাংশুক, হরকল্প, কালনাভ, নরক, ভোম, রাহ, চন্দ্রপ্রমর্দন ও সূর্য্যপ্রমর্দন । ( বায়ুপুৰাণ, অধ্যায় ৬৮ )



অঙ্ক ৪৪, ( পৃ: ৮৩ )

অর্থার্থ—তান্ উগ্রান্ ( সেই প্রচণ্ড ) বৈপ্রচিস্তান্ মহা-অসুরান্ ( বিপ্রচিস্তিবংশীয় মহাসুরদিগকে ) ভক্ষয়ন্ত্যাঃ চ [ মম ] ( ভক্ষণ করিতে করিতে আমার ) দন্তাঃ ( দন্তসমূহ ) দাড়িমী-কুম্ভ-উপমাঃ ( দাড়িম্ব পুষ্প সদৃশ ) রক্তাঃ ( রক্তবর্ণ ) ভবিষ্যন্তি ( হইবে ) ।

অনুবাদ—সেই প্রচণ্ড বিপ্রচিস্তিবংশীয় মহাসুরদিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে আমার দন্তসমূহ দাড়িম্ব পুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ হইবে ।

অঙ্ক ৪৫, ( পৃ: ৮৪ )

অর্থার্থ—ততঃ ( সেইজন্ত ) স্বর্গে দেবতাঃ ( স্বর্গলোকে দেবগণ ) মর্ত্য-লোকে মানবাঃ চ ( এবং পৃথিবীতে মনুষ্যগণ ) মাং স্তবন্তঃ ( আমাকে স্তব করিতে করিতে ) সততং ( সর্বদা ) রক্তদন্তিকাং ব্যাহরিশ্যন্তি ( রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করিবে ) ।

অনুবাদ—সেইজন্ত স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্যে মানবগণ আমাকে স্তব করিতে করিতে সর্বদা রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করিবে ।

টিপ্পনী ।

রক্তদন্তিকা—রক্তাঃ দন্তাঃ যন্তাঃ সা রক্তদন্তিকা । নাগোজীভট্ট বলেন,—এই রক্তদন্তিকা কালীর অংশভূতা । কেবল দন্ত নহে, ইহার কেশ, আয়ুধ এবং সর্বাদ্বয় রক্ত রঞ্জিত ; এই কারণে ইনি “রক্ত-চামুণ্ডা” নামেও অভিহিতা হন ।

“মূর্ত্তিরহস্তে” রক্তদন্তিকার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ ।

তন্তাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্বভয়াপহম্ ॥

রক্তাঘরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাঙ্গভূষণা ।

রক্তাযুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা ।

রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা ॥

বহুধৈব বিশালা সা স্তমেকয়ুগলন্তনী ।

দৌধৌ লঘাবতিস্থলৌ ভাবতীব মনোহরৌ ॥

কর্কশাবতিকাষ্ঠৌ তৌ সর্কানন্দপয়োনিধৌ ।

ভক্তান্ সংপায়য়েদেবী সর্বকামতৃষৌ স্তনৌ ॥

খড়্গং পাত্ৰঞ্চ মুসলং লাদ্ধমং চ বিভক্তি সা ।

আধ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ ॥ ( মূর্ত্তিরহস্ত, ৪-৯ )



হে নিম্পাপ নরেশ ! যে রক্তদন্তিকা দেবীর কথা আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহার স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহা সর্ববিধ ভয় বিনষ্ট করে। ইনি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, ইহার দেহ রক্তবর্ণ এবং সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার আয়ুধসমূহ রক্তবর্ণ। নেত্র এবং কেশরাশিও রক্তবর্ণ, ইনি অতি ভয়ঙ্করী। ইহার তীক্ষ্ণ নখসমূহ, জিহ্বা এবং দন্ত পংক্তি সমস্তই রক্তবর্ণ। তাঁহার আকার পৃথিবীর ত্রায় বিশাল, স্তনযুগল স্তম্ভের পর্বততুল্য। তাঁহার স্তনদ্বয় দীর্ঘ, লম্বা, অতি স্থূল, অতি মনোহর, কর্কশ, অতিশয় কমনীয় এবং সর্ব আনন্দের সমুদ্রস্বরূপ। দেবী তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব কামনা পূর্ণকারী এই স্তনদ্বয় পান করাইয়া থাকেন। দেবী তাঁহার চতুর্ভুজে খড়্গ, পান-পাত্র, মুসল ও লাঙ্গল ধারণ করেন। ইনি রক্ত-চামুণ্ডা ও ষোগেশ্বরী নামেও অভিহিতা হইয়া থাকেন।

## [ ৩। শতাক্ষী ]

অঙ্ক ৪৬, ( পৃ: ৮৪ )

অন্বয়ার্থ।—ভূয়: চ ( পুনরায় ) শত-বার্ষিক্যাম্ ( শতবর্ষ ব্যাপী ) অনাবৃষ্ট্যাং [ সত্যায় ] ( অনাবৃষ্টি হইলে ) মুনিভি: সংস্তুতা [ সতী ] ( মুনিগণ কর্তৃক সম্যক স্তুতা হইয়া ) [ অহম্ ] ( আমি ) অনন্তসি ভূমৌ ( জলশূন্য পৃথিবীতে ) অযোনিজা ( অযোনিসম্ভবারূপে ) সম্ভবিষ্টামি ( আবির্ভূতা হইব )।

অনুবাদ।—পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইলে মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া আমি জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনিসম্ভবারূপে আবির্ভূতা হইব।

টিপ্পনী।

দেবীভাগবতে ( সপ্তমস্কন্ধ, ২৮তম অধ্যায় ) ভগবতী শতাক্ষীদেবীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

কুরু নামক অশ্বরের পুত্র দুর্গম একদা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “বেদই দেবগণের বল। দেবগণ বেদবিহিত যজ্ঞীয় যুতভোজনে পরিপুষ্ট হইয়াই অশ্বরগণের বিনাশ সাধন করে, এইজন্ত বেদকে বিনষ্ট করাই কর্তব্য।” এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুর্গমাস্বর হিমালয়ে গমন পূর্বক ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইলে দুর্গম ব্রহ্মার নিকট হইতে সমুদয় বেদ যাজ্ঞা করে



এবং বাহাতে সে সমস্ত দেবতাগণকে পরাজয় করিতে পারে সেইরূপ বল প্রার্থনা করে। ত্রাশ্বা তাহাকে উভয় বর প্রদান করিয়া প্রস্থান করেন।

দুৰ্গমাস্থর বেদসকলের অধীশ্বর হওয়াতে, পৃথিবীতে বেদ বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং যজ্ঞীয় হবির্ভাগাদির অভাব হেতু দেবতাগণও দুৰ্বল হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে দুৰ্গমাস্থর অমরাবতী আক্রমণ পূৰ্বক দেবতাগণকে পরাজিত করিল। তাঁহারা স্বৰ্গধাম হইতে নিরাকৃত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া গিরিগুহাতে আশ্রয় গ্রহণ পূৰ্বক পরমা শক্তির ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে ষাণ্মত্সব বন্ধ হওয়াতে এবং তৎফলে অগ্নিতে স্তুতাহতির অভাব বশতঃ বৃষ্টিরও অভাব হইল। শতবর্ষব্যাপী এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন পূৰ্বক ভগবতী শিবানীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং একাগ্র চিত্তে তাঁহারই শরণাগম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের স্তবে প্রশংসা হইয়া দেবী “শতাক্ষী”রূপে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই চতুৰ্ভুজা দেবী দক্ষিণভুজদ্বয়ে শরমুষ্টি ও কমল এবং বামভুজদ্বয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি নাশক পুষ্প-পল্লব-ফল-মূলাদি ও মহাশরাসন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্ত নেত্রসমুদয় হইতে নয় দিবস নিরন্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। পূৰ্বে দেবগণ দুৰ্গম অস্থরের ভয়ে গিরিগুহাদিতে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহারা পুনরায় বহির্গত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে “শতাক্ষী” বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

শতবার্ষিক্যাম্ অনাবৃষ্ট্যাম্ অনন্তসি—শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হেতু পৃথিবী যখন জলশূন্য হইয়া গিয়াছিল। দুৰ্গমাস্থর কর্তৃক বেদ বিলুপ্ত হইলে জগতের কিরূপ দুৰ্দশা হইয়াছিল, দেবীভাগবতে তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

অগ্নৌ হোমান্তভাবাত্, বৃষ্ট্যভাবোহপ্যভূন্নৃপ !

বৃষ্টিরভাবে সংস্কং নির্জলঞ্চাপি ভূতলম্ ॥

কূপবাপীতড়াগাশ্চ সরিতঃ শুষ্কতাং গতঃ ।

অনাবৃষ্টিরিয়ং রাজন্নভূচ্চ শতবার্ষিকী ॥

মৃত্যুঃ প্রজাশ্চ বহুধা গোমহিষাদয়স্তথা ।

গৃহে গৃহে মনুষ্যাণামভবচ্ছবসংগ্রহঃ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।২।৮২১-২৩ )



যজ্ঞীয় অগ্নিতে স্মৃতাহতির অভাব হওয়ায় বৃষ্টিরও অভাব হইল। ক্রমে কৃপ, বাণী, তড়াগ ও সরিৎসকল শুষ্ক হইয়া আসিল। তাহাতে ভূতলে শতবর্ষ ধরিয়া এইরূপে অনাবৃষ্টি হইলে বহুল প্রজা ও গো-মহিবাদি প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। তখন প্রতি গৃহেই মানবগণের শবদেহসকল শুপাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল।

মুনিভিঃ সংস্তুভা—জগতে এবম্বিধ ভীষণ অনর্থ উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণগণ দেবীর একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহার এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন,—

দয়াং কুরু মহেশানি পামরেষু জনেষু হি ।  
 সর্কোপরাধযুক্তেষু নৈতচ্ছায়াং তবাস্বিকে ॥  
 কোপং সংহর দেবেশি সর্কাস্তর্ধ্যামিরূপিণি ।  
 ত্বয়া যথা প্রেৰ্য্যতে যঃ কৰোতি স তথা জনঃ ॥  
 নাত্মা গতির্জনশ্রাস্ত কিং পশুসি পুনঃ পুনঃ ।  
 যথেক্ষসি তথাকর্তুং সমর্থাসি মহেশ্বরি ॥  
 সমুদ্রর মহেশানি সঙ্কটাং পরমোখিতাং ।  
 জীবনেন বিনাস্মাকং কথং শ্রাং স্থিতিরস্বিকে ॥  
 প্রসাদ ত্বং মহেশানি প্রসাদ জগদস্বিকে ।  
 অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনাস্বিকে তে নমোনমঃ ॥

(দেবীভাগবতম্, ৫।২৮।২৬-৩০)

হে মহেশানি! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন। হে অস্বিকে! সমস্ত অপরাধে অপরাধী পামরজন সকলের উপর ঈদৃশ কোপ করা আপনার প্লাঘনীয় নহে। অতএব দেবেশি! আপনি ক্ষমা করুন। যদি আমাদের পাতক বশতঃই আপনার কোপ হইয়া থাকে, তবে সে বিষয়েও আমাদের কোন অপরাধ নাই; কারণ আপনিই অন্তর্ধ্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং আপনি যাহাকে যে কার্যে নিযুক্ত করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! যখন আপনি ভিন্ন জনগণের আর গতি নাই, তখন কি হেতু পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের এরূপ দুর্দশা দর্শন করিতেছেন? মাতঃ! আপনি ত ষেক্রপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ কার্য করিতেই সমর্থ; অতএব হে মহেশানি! উপস্থিত এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে জীবগণকে পরিদ্ধাণ করুন। হে অস্বিকে! জল ব্যতীত কিরূপে আমরা জীবন ধারণ করি, বলুন। হে মহেশানি, হে জগদস্বিকে! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! আপনাকে আমরা বারংবার প্রণাম করি।



মন্ত্র ৪৭, ( পৃ: ৮৪ )

অঙ্কসার্থ।—ততঃ ( তৎকালে ) যৎ ( যেহেতু ) [ অহং ] ( আমি ) নেত্রাণাং শভেন ( শত চক্ষুদ্বারা ) মুনীন্ ( মুনিদিগকে ) নিরীক্ষিষ্যামি ( = নিরীক্ষিষ্যে, নিরীক্ষণ করিব ), ততঃ ( সেইহেতু ) মনুষ্যাঃ ( মনুষ্যগণ ) মাং ( আমাকে ) শতাক্ষীম্ ইতি ( শতাক্ষী নামে ) কীর্তয়িষ্যন্তি ( কীর্তন করিবে ) ।

অনুবাদ।—তৎকালে আমি শত চক্ষুদ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব, সেই হেতু মনুষ্যগণ আমাকে “শতাক্ষী” নামে অভিহিত করিবে ।

টিপ্পনী ।

শতাক্ষী—শতম্ অক্ষীণি যন্তাঃ সা । এখানে শত শব্দ অনন্তবাচী ; দেবী অনন্ত-নয়না । দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

অশ্রুচ্ছাস্ত্যর্থমতুলং লোচনানাং সহস্রকম্ ।

ত্বয়া যতো ধৃতং দেবি শতাক্ষী ত্বং ততোভব ॥ ( ৭১৮৮৪৪ )

হে দেবি ! আপনি যখন আমাদের ক্লেণ শাস্তির নিমিত্ত অতুলনীয় সহস্র সহস্র চক্ষু ধারণ করিয়াছেন, তখন আপনি সর্বত্র “শতাক্ষী” নামে প্রসিদ্ধা হইবেন ।

ব্রাহ্মণগণের ঐকান্তিক আরাধনায় ও স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া জগদম্বা “শতাক্ষী”রূপে তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হন । দেবীভাগবতে তাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ইতি সংপ্রার্থিতা দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ।

অনন্তাক্ষিময়ং রূপং দর্শয়ামাস পার্বতী ॥

নীলাঞ্জনসমপ্রথ্যং নীলপদ্মায়ত্তেক্ষণম্ ।

স্বকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনঘনস্তনম্ ॥

বাণমৃষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্ ।

শাকাদীনৃ ফলসংযুক্তাননস্তরসসংযুতান্ ॥

ক্ষুভ্ৰুজরূপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতীচ মহাধম্বুঃ ।

সর্বসৌন্দর্য্যসারং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্ ॥

কোটিন্মূৰ্য্য প্রতীকাশং করুণারসসাগরম্ ।

দর্শয়িত্বা জগদ্ধাত্রী সানন্তনয়নোদ্ভবাঃ ।

যোচয়ামাস লোকেষু বারিধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ( ৭১৮৮৩৩-৩৭ )



ব্রাহ্মণগণ স্ততিদ্বারা এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সেই দেবা ভুবনেশ্বরী মহেশ্বরী পার্শ্বতী অনন্ত নেত্রযুক্ত অদ্ভুত নিজরূপ দর্শন করাইলেন। তদীয় নেত্রসকল নীলপদ্মের গ্রায় আয়ত ও স্নিগ্ধ্য ; দেহকাস্তি নীলাঞ্জনতুল্য ; স্তনযুগল কঠিন, সমোন্নত, বর্জুল, স্থূল ও পরস্পর সংলিষ্ট। সেই চতুর্ভুজা দেবী দক্ষিণাধোভুজে শরমুষ্টি, দক্ষিণোর্ধ্বভুজে কমল, বামোর্ধ্বভুজে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ-শাস্তি প্রদ অনন্ত রসময় পুষ্প-পল্লব-ফল-মূল-শাকাদি এবং বামাধোভুজে মহাধনু ধারণ করেন। জগন্মাতা কোটিশূর্য্যের গ্রায় তেজঃপ্রদীপ্ত অথচ করুণারসের সাগরোপম, অখিল সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ অলৌকিক লাবণ্যময় আত্মরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ অনন্ত নেত্র হইতে সর্ব্বলোকে অবিরল অনন্ত বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেবীভাগবত হইতে জানা যায়, ভগবতী শতাক্ষী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের ইষ্টদেবী ছিলেন।

## [ ৪ । শাকন্তরী ]

অঙ্ক ৪৮-৪৯, ( পৃ: ৮৪ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] স্বরাঃ। ( হে দেবগণ ! ) ততঃ ( অনন্তর ) অহম্ ( আমি ) আত্মদেহ-সমুদ্ভবঃ ( নিজদেহ হইতে সমুৎপন্ন ) প্রাণ-ধারণকৈঃ শাকৈঃ ( প্রাণরক্ষক শাক সমূহদ্বারা ) আবৃষ্টেঃ ( বৃষ্টিপর্য্যন্ত ) অখিলং লোকং ( সমুদয় জীবগণকে ) ভরিষ্যামি ( পালন করিব )। তদা ( তখন ) অহং ( আমি ) ভূমি ( পৃথিবীতে ) শাকন্তরী ইতি ( শাকন্তরী নামে ) বিখ্যাতিং যাস্তামি ( প্রসিদ্ধি লাভ করিব )।

অনুবাদ।—হে দেবগণ ! অনন্তর আমি স্বকীয় দেহজাত প্রাণরক্ষক শাকসমূহ দ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় জীবগণকে পালন করিব। তখন আমি পৃথিবীতে শাকন্তরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিব।

টিপ্পনী ।

আত্মদেহসমুদ্ভবঃ শাকৈঃ—জলাভাবেন ভূমৌ উৎপত্ত্যভাবাৎ নিজদেহে এব জাতৈঃ শাকৈঃ ( তৎপ্রকাশিকা )। শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হেতু জলাভাবে ভূমিতে শস্ত উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় ভগবতী শাকন্তরী নিজদেহজাত শাকসমূহ দ্বারা জীবগণকে পোষণ করিয়াছিলেন।



শাক ।—শক্যতে ভোক্তৃমূনেন ইতি শাকম্ । অমরকোষের টীকাকার ভরত “শাক” শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে, ষাহা দ্বারা ভোজন করিতে পারা যায়, তাহাই শাক । এই শাক দশ প্রকার যথা,—

মূল-পত্র-করীরাগ্র-ফল-কাণ্ডাধিরূঢ়কম্ ।

ত্বক্ পুষ্পং কবকৈবৈব শাকং দশবিধং স্মৃতম্ ॥

(১) মূল যথা মূলকাদি, (২) পত্র যথা পটোলাদি, (৩) করীর যথা বংশাজুরাদি, (৪) অগ্র যথা বেত্রাদি, (৫) ফল যথা কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি, (৬) কাণ্ড যথা উৎপল প্রভৃতির নাড়ী, (৭) অধিরূঢ়ক যথা তালাস্থি প্রভৃতির মজ্জা, (৮) ত্বক্ যথা মাতুলুহাদি, (৯) পুষ্প যথা কোবিম্বার প্রভৃতি, এবং (১০) কবক যথা ছত্রিকা অর্থাৎ বেঙের ছাতা ইত্যাদি; এই দশ প্রকার খাদ্য বস্তুকে “শাক” বলে ।

শাকস্তরী ।—(১) শাকেন বিভর্তি পুষ্পাতি ইতি শাকস্তরী ( তদ্ব্যপ্রকাশিকা ) । যিনি শাকদ্বারা জীবগণকে পোষণ করেন তিনি শাকস্তরী । (২) লোকরক্ষণার্থং স্বশরীরো-  
দ্ভবানি শাকানি বিভর্তি ইতি শাকস্তরী ( শাস্তনবা ) । যিনি লোকরক্ষণের নিমিত্ত স্বীয় দেহোৎপন্ন শাক সমূহ ধারণ করেন তিনি শাকস্তরী । ভগবতী শতাক্ষীর শাকস্তরী নামকরণ প্রসঙ্গে দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ক্ষুধয়া পীড়িতা মাতঃ ত্বোভূং শক্তি ন চাস্তি নঃ ।

রূপাং কুরু মহেশানি বেদানপ্যাহরাষিকে ॥

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাকান্ স্বকরসংস্থিতান্ ।

স্বাদুনি ফলমূলানি ভক্ষণার্থং দদৌ শিবা ॥

নানাবিধানি চান্ধানি পশুভোগ্যানি বানি চ ।

কাম্যানস্তরসৈ যুক্তান্বানবীনোদ্ভবং দদৌ ।

শাকস্তরীতি নামাপি তদ্দিনাং সমভূন্ন প ॥

( ৭।২৮।৪৫-৪৭ )

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের কঠোর তপস্যা ও ঐকান্তিক প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া যখন ভগবতী অনন্ত করুণাময়ী শতাক্ষীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিবেদন করিলেন,—“হে মাতঃ ! আমরা ক্ষুধায় অতি কাতর হইয়াছি, এজন্ত আমাদের আপনাকে স্তব করিবার সামর্থ্য নাই । হে অধিকে ! হে মহেশানি ! আপনি নিজগুণে রূপা করিয়া বেদের উদ্ধার সাধন করুন ।



ভগবতী শিবানী দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আহারার্থ তাঁহা-  
দিগকে নিজ করস্থিত সুস্বাদু ফল মূল ও শাক প্রদান করিলেন এবং বাবৎকাল পর্য্যন্ত নুতন  
শস্ত্রাদি উৎপন্ন না হইল, তাবৎকাল মনুষ্যাদিকে তাহাদের আহারোপযোগী বিবিধ রসপূর্ণ  
খাদ্য এবং পশু প্রভৃতিকে তাহাদের ভোজ্য তৃণাদি দান করিতে লাগিলেন। রাগ্ন!  
তৎকালে তিনি শাকদ্বারা সকলকে ভরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই সেইদিন হইতে “শাকস্তরী”  
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

মূর্ত্তিরহস্তে শাকস্তরীর ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে;—

শাকস্তরী নীলবর্ণা নীলোৎপল-বিলোচনা।

গস্তুরনাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিত-ভনুদরী ॥

স্বকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনশনস্তনী।

মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া ॥

পুষ্প-পল্লব-মুলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্।

কাম্যানন্তরসৈমুত্তং সূতৃগ্ন্যতাজ্জরাপহম্ ॥

কাম্মুর্কধ ক্ষুরংকান্তিঃ বিভ্রতী পরমেধরী।

শাকস্তরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

ভগবতী শাকস্তরী দেবী নীলবর্ণা, তাঁহার নয়ন নীলপদ্ম সদৃশ। তাঁহার নাভি গভীর,  
উদর ক্ষীণ ও ত্রিবলী শোভিত। তাঁহার স্তনদ্বয় কঠিন, সমান, উচ্চ, সুগোল, স্থূল ও  
ঘনসন্নিবিষ্ট। সেই পরমেধরী পদ্মাপনা এবং উজ্জল কান্তিযুক্তা। ইনি চতুর্ভুজে (১) বাণ,  
(২) পদ্ম, (৩) কমলী, অনন্ত রসযুক্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃত্যু অপহরণকারী পুষ্প-পল্লব-  
মূল-ফল-শাক প্রভৃতি এবং (৪) মহাধনু ধারণ করেন। ইনিই শাকস্তরী, শতাক্ষী ও  
দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা।

## [ ৫। দুর্গা ]

মন্ত্র ৫০, ( পৃ: ৮৪ )

অন্বয়ার্থ।—তত্র এব চ ( আর সেই সময়েই অর্থাৎ শাকস্তরী অবতারেই ) [ অহং ]  
( আমি ) দুর্গম-আখ্যং ( দুর্গম নামক ) মহাস্বরং ( মহা অস্বরকে ) বধিষ্যামি ( বধ করিব ),  
তৎ ( সেই জন্ত ) মে নাম ( আমার নাম ) দুর্গাদেবী ইতি ( দুর্গাদেবী বলিয়া ) বিখ্যাতং  
ভবিষ্যতি ( বিখ্যাত হইবে )।



অনুবাদ।—আর সেই অবতারেই আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব, এজন্য আমার নাম দুর্গাদেবী বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

টিপ্পনী।

তত্ত্বপ্রকাশিকা। টীকাকার মহামহোপাধ্যায় গোপাল চক্রবর্তীর মতে “দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতঃ তন্মৈ নাম ভবিষ্যতি” এই অর্দ্ধপঙ্ক্ত কেহ কেহ পাঠ করিলেও ইহা অনার্থ, মূল সংহিতাতে ইহা দৃষ্ট হয় না এবং কোনও টীকাকার ইহা ধরেন নাই।

মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা এবং দুর্গমাসুর ( বা দুর্গাসুর )-নাশিনী দুর্গা স্বরূপভেদে অভিন্ন হইলেও লীলাভেদে স্বতন্ত্র। ইহাদের আবির্ভাব কাল, লীলাস্থল এবং কার্য পৃথক্ পৃথক্। একের আবির্ভাব-কাল ষায়ন্তু বা প্রথম মন্বন্তর, লীলাস্থল হিমালয়, কার্য মহিষাসুর বধ এবং অপরের আবির্ভাব-কাল বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তর, লীলাস্থল বিদ্ব্যাচল, কার্য দুর্গমাসুর বা দুর্গাসুর নিধন।

“দুর্গা” নামের নিরুক্তি ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবী দেবভাগবতকে বলিয়াছেন,—

দুর্গমাসুরহস্তীত্বাদ্ দুর্গেতি মম নাম যঃ।

গৃহ্নাতি চ শতাক্ষীতি মায়্যাং ভিষ্মা ব্রজত্যসৌ ॥

( দেবী ভাগবত, ৭।২৮।৭২ )

যে ব্যক্তি দুর্গমাসুর সংহার হেতু মদীয় “দুর্গা” নাম ও “শতাক্ষী” নাম উচ্চারণ করিবে, সে সংসার মায়্যা অতিক্রম পূর্বক পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।

স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—

অথ প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেযতি।

দুর্গদৈত্যস্ত সমরে পাতনাদতি দুর্গমাং ।

যে মাং দুর্গাং শরণাগতা ন তেবাং দুর্গতিঃ ক্চিৎ ॥

( কাশীখণ্ড, ৭২।৭১ )

অত্ হইতে জগতে আমার “দুর্গা” এই নামটি প্রসিদ্ধ হইল, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধ্ব দুর্গাসুরকে আমিই বধ করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তি দুর্গারূপা আমার শরণাগত, তাহাদের কোন কালেও দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না।

দুর্গমাসুর বধ।—দেবী শতাক্ষীর আবির্ভাব বিবরণ ( ১১।৪৬ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য ) দূত মুখে অবগত হইয়া অম্বরপতি দুর্গম অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সসৈন্তে যুদ্ধার্থ গমন করিল।



অনন্তর দেবী ও দুর্গমাসুরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ভগবতী শতাক্ষীর শরীর হইতে কালী, তারা, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুর-সুন্দরী, কামাক্ষী, জম্বিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা, গুহ্যকালী প্রভৃতি শক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া দৈত্যসেনা মথিত করিতে লাগিলেন। একাদশ দিবসে দেবী শতাক্ষী কর্তৃক দুর্গমাসুর নিহত হইল এবং ত্রিজগতে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

দুর্গমাসুর নিধনের পর দেবতাগণ ও মুনিবৃন্দ জগদম্বাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ;—

জগদ্ভ্রমবিবর্তক কারণে পরমেশ্বর।  
 নমঃ শাক্তরি শিবে নমস্তে শতলোচনে ॥  
 সর্কোপনিবদ্ধঘুষ্টে দুর্গমাসুরনাশিনি।  
 নমো মায়েশ্বর শিবে পঞ্চকোশান্তরস্থিতে ॥  
 চেতনা নির্বিকল্পেন ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরঃ।  
 প্রণবার্থস্বরূপাং তাং ভজাগো ভুবনেশ্বরীম্ ॥  
 অনন্তকোটীত্রকাণ্ডজননীং দিব্যবিগ্রহাম্।  
 ব্রহ্মবিষ্ণুদিজননীং সর্বভাবৈ ন তা বয়ম্ ॥  
 কঃ কুর্ধ্যাং পামরান্ দৃষ্ট্বা রোদনং সকলেশ্বরঃ।  
 সদয়াং পরমেশানীং শতাক্ষীং মাতরং বিনা ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭।২৮।৬২-৭৩ )

হে পরমেশ্বর! আপনি জগৎভ্রমরূপ বিবর্তের একমাত্র মূল কারণ। হে শাক্তরি, হে শিবে, হে শতলোচনে! আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে শিবে! অখিল উপনিষৎসমূহে আপনার মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইতেছে, আপনি দুর্গমাসুরকে সংহার করিলেন, আপনি মায়ায় অধীশ্বরী, অন্নময়াদি পঞ্চকোশমধ্যে সতত বিরাজিতা আপনাকে প্রণাম করি। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ নির্বিকল্পচিত্তে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা সেই প্রণবার্থস্বরূপা ভুবনেশ্বরী আপনাকে ভজনা করি। আপনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের জনমিত্রী, দিব্য বিগ্রহধারিণী, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও জননীস্বরূপা, আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে নমস্কার করি। দয়ার্দ্ৰহৃদয়া পরমেশানী মাতা শতাক্ষী ব্যতীত পামরগণকে দেখিয়া সর্বপ্রভু হইলেও অপর কে আর রোদন করিবে?



হৃন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে ৭১ ও ৭২তম অধ্যায়ে রুক্ম দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ বিবরণ দৃষ্ট হয়। দেবীভাগবতের দুর্গম এবং কাশীখণ্ডের দুর্গ অভিন্ন ব্যক্তি। দুর্গাসুর বিজয়ের পর দেবভাগণ জগন্মাতাকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা “বজ্রপঙ্কর” নামে খ্যাত। এই স্তব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

বজ্রপঙ্কর নামৈতৎ স্তোত্রং দুর্গাপ্রশংসনম্ ।

এতৎস্তোত্রকৃতজ্ঞাণে বজ্রাদপি ভয়ং ন হি ॥

( কাশীখণ্ড, ৭২৭৬ )

দুর্গাপ্রশংসাকর এই স্তোত্রটির নাম “বজ্রপঙ্কর”। বাহাদের শরীর এই স্তোত্রের দ্বারা সুরক্ষিত, তাহাদের বজ্র হইতেও কোন প্রকার ভয় নাই।

কাশীখণ্ডের বর্ণনানুসারে দেবীর সহিত দুর্গাসুরের যুদ্ধ বিক্ষোভে হইয়াছিল, এইজন্য ইনি “বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা” নামে অভিহিতা।

শতাক্ষী, শাকন্তরী ও দুর্গা—ভগবতীর একই অবতারের কার্য্যভেদে তিনটি পৃথক নাম। দেবীভাগবতের টীকাকার শৈব নীলকণ্ঠ এসম্বন্ধে বলেন,—

“অত্র শতাক্ষী শাকন্তরী দুর্গা দেবতানাং জলদানান্নদান-দৈত্যবধকর্ম্মভেদেন নামভেদ-মাত্রমেব কেবলং, ন অবতারভেদ ইতি বোধ্যম্।”

( দেবীভাগবতম্, ৭।২৮।৮৩ টীকা )

এস্থলে শতাক্ষী, শাকন্তরী ও দুর্গা—দেবভাগণকে জলদান, অন্নদান ও দৈত্যবধ এই ত্রিবিধ কর্ম্মভেদে ভগবতীর তিনটি নামভেদ হইয়াছে মাত্র, অবতারভেদ হয় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।

মূর্ত্তিরহস্তে উক্ত হইয়াছে, “শাকন্তরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।”

ইহাদের স্থান সম্বন্ধে গুপ্তবতী টীকাকার বলেন,—

“শতাক্ষী-শাকন্তরী-দুর্গাণাং স্থানানি তু কৃষ্ণাবেণী-তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্য ভাগে প্রাচ্যাং প্রসিদ্ধানি।”

শতাক্ষী, শাকন্তরী এবং দুর্গাদেবীর স্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্য ভাগে সহাদ্রি পর্ব্বতের দ্বীপ পূর্বে প্রসিদ্ধ।

ইহাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নাগোজীভট্ট বলেন,—বৈবস্বত-মহাস্তর এব চত্বারিংশতমে যুগে শতাক্ষী-শাকন্তরী-দুর্গাঃ। “তন্নিম্নবাস্তরে শত্রু চত্বারিংশতমে যুগে” ইতি লক্ষ্মীতন্ত্রোক্তেঃ।



বৈবস্বত মঘন্তরেই ৪০ তম চতুর্ঘুগে ভগবতী শতাক্ষী ও শাকন্তরীরূপে অবতীর্ণা হইবেন। লক্ষ্মীতন্ত্রেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

## [ ৬। ভীমা ]

মন্ত্র ৫১-৫২, ( পৃঃ ৮৪ )

অঙ্কয়ার্থ।—পুনশ্চ ( পুনরায় ) অহং ( আমি ) যদা ( যখন ) হিমাচলে ( হিমালয় পর্বতে ) ভীমং রূপং কৃত্বা ( ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া ) মুনীনাং জ্ঞান-কাণ্ডং ( মুনিগণের পরিজ্ঞান হেতু ) রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি ( রাক্ষসগণকে ক্ষয় করিব ), তদা ( তখন ) সর্কে মুনয়ঃ ( সমস্ত মুনিগণ ) আনত্র-মূর্তয়ঃ [ সন্তঃ ] ( প্রণত-দেহ হইয়া ) মাং স্তোযন্তি ( আমাকে স্তুতি করিবেন )। তং ( সেইজন্য ) মে নাম ( আমার নাম ) ভীমাদেবী ইতি ( ভীমাদেবী বলিয়া ) বিখ্যাতং ভবিষ্যতি ( প্রসিদ্ধ হইবে )।

অনুবাদ।—পুনরায় আমি যখন হিমালয়ে ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া মুনিগণের পরিজ্ঞানহেতু রাক্ষসগণকে জয় করিব, তখন সমস্ত মুনিগণ প্রণত হইয়া আমাকে স্তুতি করিবেন ; সেইজন্য আমার নাম ভীমাদেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।

টিপ্পনী।

ভীমাদেবী।—লক্ষ্মীতন্ত্রমতে ইনি কালীর অংশভূতা। ইহার ধ্যান যথা,—

ভীমাপি নীলবর্ণৈব দংষ্ট্রাদশনভাস্বর।

চন্দ্রহাসং চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী।

একবীরা কালরাত্রি নিজ্রা তৃষ্ণা হরতয়া ॥

ভীমা দেবী নীলবর্ণা, দংষ্ট্রাকরালবরনা। ইনি চন্দ্রহাস ( খজা ), ডমরু, নরমুণ্ড ও পানপাত্র ধারিণী। ইনি একবীরা ও কালরাত্রি নামেও অভিহিতা; ইনি নিজ্রা ও হরতিক্রম্যা তৃষ্ণারূপিণী। লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মঘন্তরের পঞ্চাশত্তম চতুর্ঘুগে ভীমাদেবীর অবতার হইবে।



মূর্তিরহস্তে ভীমাদেবীর বর্ণনা প্রায় লক্ষ্মী-তন্ত্রেই অনুরূপ,—

ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদগনভাস্বরী ।

বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীন-পরোধরা ॥

চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী ।

একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্ততা ॥

ভীমাদেবী নীলবর্ণা ও দংষ্ট্রাকরালবদনা। তাঁহার শুনঘৃণাল গোলাকার ও স্থূল। ইনি চতুর্ভুজ ষড়্ভুজ, ডমরু, নরমুণ্ড ও পান-পাত্র ধারণ করেন। ইনি একবীরা ও কালরাত্রি নামেও অভিহিতা হন। সংস্কৃত হইলে ইনি সাধকের কামনা পূর্ণ করেন।

দেবীর অবতারসমূহের কালানিরূপণ—

গুপ্তবতীটিকাকার শ্রীমদভাস্কর রায় বলেন,—ভীমাদেবীর অবতার অত্যাধিক হয় নাই। এই বৈবস্বত মন্বন্তরেই পঞ্চাশত্তম চতুর্ঘুগে তাহা হইবে, লক্ষ্মী-তন্ত্রের মতানুসারে কেহ কেহ একরূপ বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে রক্তদন্তিকা দ্বিটি অবতার অর্থাৎ রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্বরী, দুর্গা, ভীমা ও ভ্রামরী বর্তমান কালাপেক্ষায় ভবিষ্যৎকালীনই বটে। মূলে “পুনরপি, ভূয়শ্চ, পুনশ্চাং, যদারুণাখ্যঃ” এই সকল পদদ্বারা উত্তরোত্তর কালের বিষয় কথিত হইয়াছে। লক্ষ্মী-তন্ত্রের মতে বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮তম চতুর্ঘুগে রক্তদন্তিকা, ৪০তম চতুর্ঘুগে শতাক্ষী (শাকম্বরী, দুর্গা), ৫০তম চতুর্ঘুগে ভীমা এবং ৬০তম চতুর্ঘুগে ভ্রামরীদেবী আবির্ভূতা হইবেন।

পরন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান “শ্বেত-বরাহ” কল্পের পূর্ববর্তী কল্পসমূহেও দেবীর এই সমস্ত অবতার মন্বন্তর ও যুগভেদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই কারণে আধুনিক কালের সাধকগণ যে শাকম্বরী প্রভৃতিকে স্ব স্ব কুলদেবতারূপে অর্চনা করিয়া থাকেন, ইহা সমীচীনই বটে। “পরন্তু সাংপ্রতিকাক্ষেতবরাহকল্পাং প্রাক্তনকল্পেষুপি দেব্যবতারাগাম্ এতেষাং মন্বন্তরযুগভেদেন জাতত্বাচ্ছাকম্ভর্ঘ্যাদীনাং তত্তৎ কুলদেবতাশ্চেন অর্চনাম্ অধুনাত-নানাং সংপচ্ছত এব।” (গুপ্তবতী)

## [ ৭। ভ্রামরী ]

মন্ত্র ৫৩—৫৪, (পৃঃ ৮৪)

অম্বস্বার্থ।—যদা (যে কালে) অরুণ-আখ্যঃ [অম্বরঃ] (অরুণ নামক অম্বর) ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবন মধ্যে) মহাবাধাং করিস্যতি (মহা উৎপাত করিবে), তদা (তখন)



একাদশ অধ্যায় ]

নারায়ণী স্তুতি

No.

৫০৩  
Ashram

অহম্ ( আমি, ভগবতী চণ্ডিকা ) অসংখ্য-বটপদং ( অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ) ভ্রামরী রূপে রুদ্রা  
( ভ্রামরী মূর্তি ধারণ করিয়া ) ত্রৈলোক্যস্থ হিত-অর্থায় ( ত্রিভুবনের মঙ্গলের নিমিত্ত ) মহামুগ্ধ  
( মহা অমুর অরুণকে ) বধিষ্যামি ( বধ করিব ) । তদা চ ( এবং তখন ) লোকাঃ ( সকল  
লোক ) সৰ্ব্বতঃ ( সৰ্ব্বত্র ) মাং ( আমাকে ) ভ্রামরী ইতি ( ভ্রামরী নামে ) স্তোষ্যন্তি ( স্তুতি  
করিবে ) ।

অনুবাদ—যে কালে অরুণ নামক অমুর ত্রিভুবন মধ্যে মহা উৎপাত  
করিবে, তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ভ্রামরী মূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবনের  
মঙ্গলের নিমিত্ত ঐ মহামুরকে বধ করিব । তৎকালে সকল লোক সৰ্ব্বত্র  
আমাকে ভ্রামরী নামে স্তুতি করিবে ।

টিপ্পনী ।

অসংখ্যবটপদম্—অসংখ্যভ্রামরী বটপদাঃ বস্মিন্ রূপে তৎ ( নাগোজী ) ।

ভ্রামরং—(১) পাণিধৃতভ্রমরম্ (নাগোজী) । যিনি হস্তে ভ্রমরসমূহ ধারণ করিতেছেন  
এরূপ মূর্তি গ্রহণ করিয়া ।

ভ্রামরী—ভ্রমরাণাম্ ইয়ং স্বামিনী ভ্রামরী ( শৈবনীলকণ্ঠ, দেবীভাগবতটীকা  
১০।১৩।১২ ) । দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ভ্রমরৈর্কোটিভা যস্মাদ্ ভ্রামরী ষা ততঃ স্মৃতা ।

তস্মৈ দেবৈ নমো নিত্যং নিত্যমেব নমোনমঃ ॥

( ১০।১৩।১০০ )

হে ধেবি ! ভ্রমরগণ আপনাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বলিয়া আপনি ভ্রামরী নামে  
অভিহিতা হইয়া থাকেন । আমরা আপনাকে সৰ্ব্বদাই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।

লক্ষ্মী-তন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরের ষষ্টিতম চতুর্যুগে ভ্রামরীদেবী অবতীর্ণা হইবেন ।  
ইনিও কালীর অংশ ( নাগোজী ) । ভ্রামরীদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাস্কর রায়  
বলেন, ভ্রামরীদেবী ভীমরথি ও কাকিনী নদীর সঙ্গমস্থলে অম্বুগুপ্ত নামক ক্ষেত্রে এবং তথা  
হইতে পূর্বদিকে সন্নতিক্ষেত্রে চন্দ্রলা পরমেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা । ভ্রামরীদেবীই আমাদের  
কুলদেবতা ( গুপ্তবতী ) ।



মূর্তিরহস্তে ভ্রামরীদেবীর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

তেজোমণ্ডলদুর্দ্ধা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভূৎ ।

চিত্রাঙ্কুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা ।

চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে ॥

দেবী ভ্রামরী তেজোমণ্ডলদীপ্তা, বিচিত্রকান্তি ধারিণী, নানাবর্ণের অঙ্কুলেপনে অঙ্কলিপ্তা এবং বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিতা। তিনি হস্তে নানাবর্ণ ভ্রমর-পংক্তি ধারণ করেন এবং মহামারী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

দেবীভাগবতে ভ্রামরীদেবীর স্বরূপ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

প্রাচুরাসীজ্জগন্মাতা জগন্মঙ্গলকারিণী ।

কোটিনুধ্যপ্রতীকাশা কোটিকন্দর্পসুন্দরা ॥

চিত্রাঙ্কুলেপনা দেবী চিত্রবাসৌম্যগাহিতা ।

বিচিত্রমাল্যাভরণা চিত্রভ্রমরমুষ্টিকা ॥

বরাভয়করা শাস্তা করুণামৃতসাগরা ।

নানাভ্রমরসংযুক্ত-পুষ্পমালা বিরাজিতা ॥

ভ্রমরীভিকিঁচিচিঁচিঁভিরসংখ্যাভিঃ সমাবৃত্তা ।

ভ্রমরৈর্গায়মানৈশ্চ হ্রীংকারমহুমম্বহম্ ॥

সমন্ততঃ পরিবৃত্তা কোটিকোটিভিরধিকা ।

সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সর্ববেদপ্রশংসিতা ॥

সর্বাঙ্গিকা সর্বময়ী সর্বমঙ্গল রূপিণী ।

সর্বজ্ঞা সর্বজননী সর্বা সর্বেশ্বরী শিবা ॥

( দেবীভাগবতম্, ১০।১৩।৮০-৮৫ )

দেবগণের দীর্ঘকাল ব্যাপী আরাধনায় পরিতুষ্টা হইয়া জগন্মঙ্গলকারিণী জগন্মাতা তাঁহাদের সম্মুখে প্রাচুর্য্ভূতা হইলেন। দেবীর অঙ্গকান্তি কোটিনুধ্যবৎ উজ্জ্বল, কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও তিনি অধিকতর সুন্দরী। চন্দনাদি বহুবিধ অঙ্কুলেপনে তাঁহার দেহ সুরভিত, বিচিত্র বস্ত্রযুগ্ম এবং বিচিত্র মাল্য ও আভরণ দ্বারা তিনি সুষোভিতা; তাঁহার মুষ্টিমধ্যে নানাবর্ণ ভ্রমরসমূহ বিद्यমান। তিনি হস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, প্রশান্তমূর্তি এবং করুণার অমৃত সাগরস্বরূপিণী। তাঁহার গলদেশে নানাবিধ ভ্রমর সংযুক্ত এক পুষ্পমালা বিরাজিত। অসংখ্য বিচিত্র ভ্রমর ও ভ্রমরীগণ গুণ্ণগুণ্ণ স্বরে



তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্বদা হ্রীংকার মন্ত্র গান করিয়া থাকে। সেই জগন্মাতা ভ্রামরী দেবী সর্বদিকে কোটি কোটি ভ্রমর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর বেশা, সর্ববেদপূজিতা, সর্বাঙ্গিকা, সর্বময়ী, সর্বমঙ্গলরূপিণী, সর্বজ্ঞা, সর্বজননী, সর্বস্বরূপিণী এবং সকলের অধীশ্বরী।

### ভ্রামরী দেবীর অবভাস বৃত্তান্ত—

পাতালের অধিপতি অরুণ নামক মহাসুর অমরত্ব লাভের জন্ত হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার তপঃপ্রভাবে দেবগণ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা অসুরকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হন। অরুণাসুর অমর বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা কহিলেন,— “ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণও যখন মৃত্যু কবলিত হইয়া থাকেন, তখন তোমাকে আমি ঐরূপ অসম্ভব বর দিতে পারিবনা। তুমি অমর প্রার্থনা কর।” তখন অরুণাসুর কহিল, “হে প্রভো! তবে আমাকে এরূপ বর প্রদান করুন, যাহাতে যুদ্ধে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক হইতে, দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা উভয়াকার প্রাণী হইতে আমার মৃত্যু না হয়।” ব্রহ্মা অসুরকে অভীষ্টবর প্রদান পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

অরুণ ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া দৈত্যসেনা সহ স্বর্গপূরী আক্রমণ করিল। দেবগণ যুদ্ধে পরাভূত ও স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া কৈলাস ধামে গমন পূর্বক দেবান্দিদেব শঙ্করকে তাঁহাদের দুর্দশা নিবেদন করিলেন। ঐ সময় তথায় এইরূপ আকাশ বাণী হইল,— “তোমরা ভুবনেশ্বরীকে ভজনা কর, তিনিই তোমাদের কার্য সম্পন্ন করিবেন। দৈত্যরাঙ্গ যদি গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।” দেবতাগণ উক্ত মৈববাণী শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতিকে অরুণাসুরের নিকট প্রেরণ পূর্বক যাহাতে সে গায়ত্রী ত্যাগ করে তদনুরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন। বৃহস্পতির চাতুরীতে দেব মায়ায় মোহিত হইয়া অরুণাসুর গায়ত্রীত্যাগ করিল এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। এদিকে দেবতাগণ দেবীযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পরম নিষ্ঠা সহকারে মাহাবীজ জপ করতঃ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের আরাধনায় প্রসন্না হইয়া ভগবতী ভ্রামরী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। দেবগণ ভ্রামরী দেবীর স্তব করিয়া অসুর বধের জন্ত প্রার্থনা জানাইলে দেবী তাঁহার হস্তস্থিত ভ্রমর সমূহকে দৈত্যবাহিনী বিনাশের জন্ত প্রেরণ করিলেন। তখন বহুতর ভ্রমরপংক্তি উৎপন্ন হইয়া সেই দেবীহস্ত নির্গত ভ্রমরপংক্তির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত ভূবন পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।



অনন্তর দেবীর ভ্রমরবাহিনী অরুণাসুরের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। দৈত্যদিগের অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ, যুদ্ধ বা বাগ্‌বিতণ্ডা কোন উপায়ই রহিলনা; ভ্রমর সমূহ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। শীঘ্রই তাহাদের আক্রমণে অরুণাসুর ও তাহার সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়া গেল। ভ্রমরগণ এইরূপে দৈত্যবিনাশ কার্য সম্পন্ন করিয়া দেবীর নিকট আগমন করিল।

তৎপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সকলে হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিবিধ উপচারে ভগবতী ভ্রামরী দেবীর পূজা করিলেন। মহাদেবী সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্বক সম্মুখ হইতে অন্তহিতা হইলেন।

( দ্রষ্টব্য, দেবী ভাগবত, ১০।১৩ অধ্যায় )

**ভ্রামরী স্তব**—ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবতী ভ্রামরী দেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষাপ্ত চিত্তে যে অপূর্ব স্তব দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন তাহাতে দেবীর স্বরূপ ও তৎসবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে;—

নমো দেবি মহাবিভে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি ।  
নমঃ কমলপত্রাক্ষি সর্বাধারে নমোহিস্ত তে ॥  
সবিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-বিরাটু-সূত্রাত্মিকে নমঃ ।  
নমো ব্যাকৃতরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ ॥  
দুর্গেঃ সর্গাদিরহিতে দুষ্টসংরোধনার্গলে ।  
নিরর্গলপ্রেমগম্যে ভর্গে দেবি নমোহিস্ত তে ॥

হে দেবি! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মহাবিভা স্বরূপিণী এবং বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কারিণী। হে পদ্মপলাশলোচনে! আপনি সকলের আধার স্বরূপা, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। দেবি! আপনি সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, বিরাটু ও সূত্রাত্মাস্বরূপিণী। ভগবতি! আপনিই অব্যাকৃত ও ব্যাকৃতরূপা এবং কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপা, এজ্ঞ আপনাকে নমস্কার করি। হে দুর্গে! আপনি সৃষ্টাদির অনধীন থাকিয়া দুষ্টগণকে দমন করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণের অকপট ভক্তি ও প্রেমে স্নান হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। দেবি! আপনি জীবগণের অবিভা ও পাপাদি ভর্জন করেন বলিয়া “ভর্গা” নামে বিখ্যাত; আপনাকে নমস্কার করি।



নমঃ শ্রীকালিকে মাত নমো নীলসরস্বতী ।  
 উগ্রতারে মহোদ্রে তে নিত্যমেব নমো নমঃ ॥  
 নমঃ পীতাম্বরে দেবি নমস্ত্রিপুরসুন্দরি ।  
 নমো ভৈরবি মাতঙ্গী ধূমাবতী নমো নমঃ ॥  
 ছিন্নমস্তে নমস্তেহস্ত ক্ষীরসাগরকন্ঠকে ।  
 নমঃ শাকন্তরি শিবে নমস্তে রক্তদন্তিকে ॥  
 নিগুপ্ত-গুপ্তদলনি রক্তবীজবিনাশিনি ।  
 ধূম্রলোচন-নির্নাশে ব্রাহ্মর-নিবর্হিণি ।  
 চণ্ডমুণ্ড-প্রমাথিনি দানবাস্তকরে শিবে ।  
 নমস্তে বিজয়ে গঙ্গে শারদে বিকচাননে ॥

জননি ! আপনিই কালিকা, নীলসরস্বতী, উগ্রতারা ও মহোদ্রাদি নানাবিধরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা আপনাকে নিয়তই নমস্কার করি। দেবি ! আপনিই ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, শাকন্তরী ও রক্তদন্তিকা। ভগবতি ! আপনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে লক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আপনিই ব্রাহ্মর, চণ্ড-মুণ্ড, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, গুপ্ত-নিগুপ্ত ও অত্যাশ্রয় দানবগণকে বিনাশ করিয়া আমাদের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। অতএব হে স্মৃতি শারদে ! আপনাকে নমস্কার করি।

পৃথ্বরূপে দয়ারূপে তেজোরূপে নমো নমঃ ।  
 প্রাণরূপে মহারূপে ভূতরূপে নমোহস্তু তে ॥  
 বিশ্বমূর্ত্তে দয়ামূর্ত্তে ধর্ম্মমূর্ত্তে নমো নমঃ ।  
 দেবমূর্ত্তে জ্যোতির্মূর্ত্তে জ্ঞানমূর্ত্তে নমোহস্তু তে ॥  
 গায়ত্রি বরদে দেবি সাবিত্রি চ সরস্বতী ।  
 নমঃ স্বাহে স্বধে মাতর্দক্ষিণে তে নমো নমঃ ॥  
 নেতি নেতীতি বার্ক্যে য়া বোধাতে সৰ্ব্বলাগমৈঃ ।  
 সর্বপ্রত্যক্ স্বরূপান্তাং ভজ্যামঃ পরদেবতাম্ ॥

হে দেবি ! আপনি পৃথ্বরূপা, দয়া ও তেজোরূপিণী, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে প্রাণরূপিণি ! হে সর্বভূতময়ি ! আপনাকে নমস্কার । হে বিশ্বমূর্ত্তি, দয়ামূর্ত্তি, ধর্ম্মমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবমূর্ত্তি, জ্যোতির্মূর্ত্তি, জ্ঞানমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার



করি। হে দেবি! আপনি বরদায়িনী, আপনি গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীরূপিণী।  
হে মাতঃ! আপনি স্বাহা ও স্বধারূপিণী, আপনি দক্ষিণারূপিণী, আপনাকে বারম্বার নমস্কার  
করি। নিখিল আগম “নেতি নেতি” বাক্য দ্বারা যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকে, যিনি  
সর্বজীবের প্রত্যক্চৈতন্যরূপিণী সেই পরমদেবতাকে আমরা ভজনা করি।

ভ্রমরৈর্কেষ্টিতা যস্মাদ্ ভ্রামরী যা ততঃ স্মৃতা ।

ভঁস্ম দেবী নমো নিত্যং নিত্যমেব নমো নমঃ ॥

নমস্তে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তে পুরতোহস্থিকে ।

নম উল্লং নমশ্চাধঃ সর্বত্রৈব নমো নমঃ ॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি মণিদ্বীপাধিবাসিনি ।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নাথিকে জগদস্থিকে ॥

জয় দেবি জগন্মাতর্জয় দেবি পরাং পরে ।

জয় ত্রীভুবনেশানি জয় সর্বোত্তমোত্তমে ॥

কল্যাণগুণরত্নানামাকরে ভুবনেশ্বরী ।

প্রসাদ পরমেশানি প্রসাদ জগতোরণে ॥

( দেবীভাগবতম্, ১০।১৩।৮৭-১০৩ )

হে দেবি! ভ্রমরগণ আপনাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বলিয়া আপনি ভ্রামরী নামে  
অভিহিতা হইয়া থাকেন, আপনাকে নিয়ত প্রণাম করি। হে অস্থিকে! আপনার পার্শ্বে,  
পৃষ্ঠে, সম্মুখে, উর্দ্ধদিকে, অধোদিকে—সর্বভাবে বারংবার নমস্কার করি। হে মণিদ্বীপবাসিনি  
মহাদেবি! আপনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাথিকা। হে জগদম্বা! আপনি আমাদের  
কৃপা করুন। হে দেবি! আপনি পরাংপর; হে জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক।  
হে ভুবনেশ্বরী! আপনি কল্যাণময় গুণরত্ন সমূহের আকরস্বরূপা। হে পরমেশ্বরী!  
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন; হে জগজ্জননি! প্রসন্ন হউন।

[ অবতার গ্রহণে দেবীর প্রতিশ্রুতি ]

মন্ত্র ৫৫, ( পৃঃ ৮৫ )

অন্বয়ার্থ।—ইথং ( এই প্রকারে ) যদা যদা ( যখন যখন ) দানব-উত্থা ( দানবগণ হইতে  
উদ্ভূত ) বাধা ভবিষ্যতি ( উপদ্রব ঘটবে ), তদা তদা ( তখন তখন ) অহম্ ( আমি ভগবতী  
চণ্ডিকা ) অবতীৰ্য্য ( অবতীর্ণা হইয়া ) অরি-সংক্ষয়ং ( শত্রু বিনাশ ) করিষ্যামি ( করিব ) ।



একাদশ অধ্যায়]

নারায়ণী স্তুতি

৫০২  
Sri Sri Anandamayee Ashram

অনুবাদ।—এই প্রকারে যখন যখন দানবগণ হইতে উদ্ধৃত উপদ্রব  
ঘটিবে, তখন তখন আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রু বিনাশ করিব।

টিপ্পনী।

দেবীর অবতার সংখ্যা।—দেবীর অগ্ৰাণ্ণ অবতার এবং তাঁহাদের কার্য্য সমূহ অনন্ত  
বলিয়া তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে বলা অসম্ভব; এই কারণে সংক্ষিপ্ত করিয়া ইদানীং ঐ  
কথার উপসংহার করিলেন। “ইদানীং দেব্যা অবতারান্তরাণাং তৎকার্য্যণাং চ আনন্ত্যাং  
সাকল্যেন বক্তুমশক্যাত্য়াং সংক্ষিপ্য তৎকথামুপসংহরতি”। (শান্তনবী)

গুপ্তবতী টীকাকার বলেন, ভগবতী এলাষা, তুলজা, একবীরা, যোগলা প্রভৃতি নামেও  
অবতীর্ণা হইয়া অসুর বিনাশ করিবেন। এই সকল নাম পদ্মপুরাণের অষ্টমত দেবীতীর্থমালা  
অধ্যায়ে গণিত হইয়াছে এবং ইহাদের পরিচয় তথায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভগবতীর নিম্নোক্ত অবতার সমূহের প্রসঙ্গ কীর্তিত হইয়াছে যথা  
(১) মহাকালী, (২) মহালক্ষ্মী, (৩) মহাসরস্বতী, (৪) নন্দা, (৫) রক্তদস্তিকা,  
(৬) শতাক্ষী, শাকম্বরী, দুর্গা, (৭) ভীমা এবং (৮) ভামরী। কিন্তু আগাদের মনে  
রাখিতে হইবে যে, এতদ্বারা ভগবতীর অবতার গণনা নিঃশেষ হয় নাই; কারণ “অবতারা  
হুসংখ্যেয়াঃ” অবতার সংখ্যাভীত।

ভগবানের অবতার সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অবতারা হুসংখ্যেয়া হরেঃ সঙ্ঘনিধেদ্বিজাঃ।

যথাবিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্য্যঃ সহস্রশঃ ॥ (১।৩।২৬)

যেমন অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র পয়ঃ প্রণালী নির্গত হয়, সেইরূপ সঙ্ঘনিধি  
ভগবান্ শ্রীহরি হইতে সংখ্যাভীত অবতার নিঃসৃত হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

এতে চাণ্ডেচ বহবঃ দিব্যা দেবগণৈবুর্ভাঃ ॥

প্রাহুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়েন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

যত্র দেবা বিমুহুস্তি প্রাহুর্ভাবাহুকীর্তনে ॥

পুরাণে ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল এবং অগ্ৰাণ্ণ বহু অবতারের কীর্তন করিয়াছেন।  
কিন্তু অবতারের নিঃশেষে অল্পকীর্তন দেবতা দিগেরও অসাধ্য।



দেবীর অবতারভঙ্গ :-

“অপ্রপঞ্চং প্রপঞ্চং হবতরণম্ অবতারঃ” অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে ভগবান্ বা ভগবতীর অবতরণের নাম “অবতার”। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-এই পঞ্চভূতের বিকারে নিশ্চিত প্রাকৃত জগৎকে প্রপঞ্চ বলে। পঞ্চভূতের অতীত যে পরব্যোম, সেই অপ্রাকৃত ধামের নাম অপ্রপঞ্চ। সেই অপ্রপঞ্চ হইতে যখন ভগবান্ বা ভগবতী প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন তখন তাহাকে “অবতার” বলে। গীতায় শ্রীভগবান্ অবতার গ্রহণের প্রণালী, কাল ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন,—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মনায়য়া ॥

যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ( গীতা, ৪:৬-৮ )

আমি যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর, তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। হে অর্জুন! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি নিজকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিভ্রাণ ও দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মিয়া থাকি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভগবতীর অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে মহর্ষি মেধস্ মহারাজ সুরথকে অম্লরূপে কথাই বলিয়াছেন,—

নির্তৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।

তথাপি তৎসমুৎপত্তির্কিঞ্চিৎ শ্রুত্যাং মম ॥

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।

উৎপন্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

( ১।৬৪-৬৫ )

সেই জগন্মূর্তিস্বরূপিণী দেবী নিত্যা, তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকারে উৎপত্তি আমার নিকট শ্রবণ কর। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে সময় আবির্ভূত হন, সেই সময় তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।



দেবীভাগবতে ভগবতীর অবতারতত্ত্ব আরও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

ন চোৎপত্তিরনাদিস্বাপ তস্তাঃ কদাচন ।  
 নিত্যৈব সা পরা দেবী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥  
 চিচ্ছক্তিঃ সর্বভূতেষু রূপং তস্তা স্তদেব হি ।  
 আবির্ভাব-তিরোভাবৌ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥  
 যদা স্তবন্তি তাং দেবা মল্লজাশ্চ বিশাম্পতে ।  
 প্রাহুর্ভবতি ভূতানাং দুঃখনাশায় চাশ্বিকা ॥  
 নানারূপধরা দেবী নানাশক্তিসমম্বিতা ।  
 আবির্ভবতি কার্য্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।৩৩।৫৫, ৫৭-৫৯ )

হে রাজন্ ! সেই পরা দেবী অনাদি বলিয়া তাঁহার কোন কালেই উৎপত্তি নাই, তিনি কারণ সমূহেরও কারণরূপিণী । সর্বভূতে যে চিৎশক্তি বর্তমান, তাহাই উহার রূপ । তথাপি দেবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । হে মহারাজ ! যখনই দেবতা ও মানবেরা তাঁহাকে স্তব করেন, তখনই সেই দেবী অশ্বিকা তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ত আবির্ভূত হন । তখন সেই পরমেশ্বরী নানারূপ ধারণ করতঃ বিবিধ শক্তি সমম্বিতা হইয়া তাহাদের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন ।

ভগবতী এই প্রসঙ্গে মহিষাসুরকে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি সাধুনাং দুঃখং ভবতি দানব ।  
 তদা তেবাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সংখারয়াম্যহম্ ॥  
 অরূপায়াশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ ।  
 সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য্য বিনিশ্চিতম্ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।১৮।২২-২৩ )

হে দানব ! যে যে সময়ে সাধুদিগের ক্লেশ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত আমি দেহ ধারণ করিয়া থাকি । আমার রূপ নাই এবং জন্মও নাই; তথাপি সুরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে রূপধারণ ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে ।



এই সকল বিশেষ বিশেষ অবতার ব্যতীত দেবী ভক্তগণের হিতের জ্ঞ, বিপৎপাতে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত, তাহাদের অভীষ্ট পূরণের জ্ঞ, তাহাদের সাধনাসুখায়ী মূর্তি প্রকটনের জ্ঞ যে কতবার অবতার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন তাহার সংখ্যা নিরূপণ অসম্ভব। এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “অবতারা হসংখ্যেয়াঃ।”

মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব ভগবতীকে বলিয়াছেন,—

ত্বমেব স্মৃতা স্মৃতা স্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।  
 নিরাকারাপি সাকারা কস্মাৎ বেদিতুমর্হতি ॥  
 উপাসকানাং কার্যার্থং জ্ঞেয়সে জগতামপি ।  
 দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানাবিধা হনুঃ ॥  
 চতুর্ভূজা স্বং দ্বিভূজা ষড়্ভূজাষ্টভূজা তথা ।  
 ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানা শস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥

( মহানির্বাণতন্ত্রম্, ৪।১৫—১৭ )

তুমিই স্মৃতা, তুমিই স্মৃতা, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় স্বরূপিণী। নিরাকারা হইয়াও তুমি সাকারা, কে তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে? উপাসকগণের কার্যমিছির নিমিত্ত, নিখিল জগতের মঙ্গল সাধনের জ্ঞ এবং দানবগণের বিনাশার্থ তুমি নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া থাক। তুমি বিশ্বরক্ষার্থ কখন চতুর্ভূজা, কখন দ্বিভূজা, কখন ষড়্ভূজা, কখন বা ষ্ঠভূজা হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক।

“ও ইন্দ্রাদি-দেববিশ্বদেব-বন্দ্য্যং বন্দ্যবিবর্জিতাম্।

তাং বন্দে জগদানন্দ-কন্দ-পাদাম্বুজাং শিবাম্ ॥”

( তন্ত্রপ্রকাশিকা )

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দনীয়, ঐহ্যার বন্দনীয় অপর কেহই নাই, ঐহ্যার পাদপদ্মই এই জগতে আনন্দের একমাত্র হেতু, সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে বন্দনা করি।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার সম্বন্ধীয়  
 দেবীমাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতি ( বা দেবীস্তুতি )  
 নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।



## দ্বাদশ অধ্যায়।

### দেবীচরিত্র-মাহাত্ম্য।

[ নিত্য চণ্ডীপাঠের ফল ]

অঙ্ক ১—২, ( পৃ: ৮৫ )

অন্বয়ার্থ।—দেবী ( ভগবতী চণ্ডিকা ) উবাচ ( দেবতাগণকে কহিলেন ), যঃ ( যে ব্যক্তি ) সমাহিতঃ [ সন্ ] ( একাগ্র হইয়া ) এভিঃ স্তবৈঃ চ ( এই সকল স্তব দ্বারা ) মাং ( আমাকে ) নিত্যং ( সতত ) স্তোত্বতে ( স্তুতি করিবে ), অহং ( আমি ) তন্ত্ৰ ( তাহার ) সকলাং বাধাং ( সমুদয় বিঘ্ন ) অসংশয়ং ( নিশ্চয়ই ) শময়িষ্যামি ( প্রশমিত করিব )।

অনুবাদ।—দেবী কহিলেন,—যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়া এই সকল স্তব দ্বারা আমাকে সতত স্তুতি করিবে, আমি তাহার সমুদয় বিঘ্ন নিশ্চয়ই প্রশমিত করিব।

টিপ্পননী ( মন্ত্যার্থবোধিনী )।—

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী বলেন,—এই দেবীমাহাত্ম্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভের সাধন স্বরূপ। স্মৃতরাং শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিগণকে ইহার পাঠে প্রবর্তিত করিবার জন্য ভগবতী চণ্ডিকা কৃপা পূর্বক স্বয়ং ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশিত করিতেছেন। এস্থলে যে ফল উক্ত হইতেছে, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র। বারাহী তন্ত্রাদিতে অনাগ্র ফলের বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে একাবৃত্তি পাঠ হইতে সহস্রাবৃত্তি পাঠে মুক্তি পর্যন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রে পৃথক পৃথক ভাবে উক্ত হইয়াছে।

এভিঃ স্তবৈঃ—ব্রহ্মাকৃত ও ইন্দ্রাদিদেবকৃত এই সকল স্তব দ্বারা। নিম্নোক্ত চারিটি স্তবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে যথা,—(১) মধু-কৈটভ বধার্থ ব্রহ্মাকৃত স্তব ( স্বং স্বাহা স্বং স্বধা ইত্যাদি, প্রথম অধ্যায় ), (২) মহিষাসুর বধান্তে শক্রাদিকৃত স্তব ( দেব্যা যয়া ততমিদং ইত্যাদি, চতুর্থ অধ্যায় ), (৩) শুভ-নিশুভ কর্তৃক নিপীড়িত দেবগণের স্তব ( নমো দেবৈ মহাদেবৈ ইত্যাদি, পঞ্চম অধ্যায় ) এবং (৪) শুভ-নিশুভ বধাবসানে অগ্নি প্রমুখ দেবগণ কর্তৃক কৃত স্তব ( দেবি প্রপন্নাস্তিহরে ইত্যাদি, একাদশ অধ্যায় )।



এই প্রসঙ্গে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাতে শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী বলেন,—“এভিঃ স্তবৈঃ” এইরূপ উক্ত হওয়াতে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, কেবল স্তব সমূহেরই নিত্য পাঠ কর্তব্য, সমগ্র মাহাত্ম্যের নহে; তদুত্তরে বলা যাইতেছে, একরূপ আশঙ্কা কর্তব্য নহে। বারাহীতন্ত্রে সমগ্র গ্রন্থই স্তবরূপে উক্ত হইয়াছে,—

যথাধমেধঃ ক্রতুরাচী দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ ।

স্তবানামপি সর্কেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥

যে রূপ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ ও দেবগণের মধ্যে হরি সর্বপ্রধান, সেইরূপ সপ্তশতীস্তব সকল স্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব সমগ্র সপ্তশতীই ( শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ ) পাঠ কর্তব্য। এই কারণে যামল তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ ।

সমাপয়েত্তু তস্তান্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥

“সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ” হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া “সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ” ইহাতে আনিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে হইবে।

স্তোত্রান্তে যঃ সমাহিতঃ—স্তব পাঠকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে সাধককে একাগ্রচিত্তে ভক্তিপ্রদ্বায়ুক্ত হইয়া তাহা পাঠ করিতে হইবে। স্তবস্তুতি পাঠ ভক্তিযোগের সাধনায় অপরিহার্য। এইজন্ত ঋষিগণ অনুশাসন দিয়াছেন, “ততঃ স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো ভক্তিভাবতঃ” পূজানুষ্ঠানের পর নিত্য ভক্তি পূর্বক স্তোত্র পাঠ করিবে। “স্তুতিরেব পরা পূজা স্তভৌ দেবঃ প্রসীদতি” স্তুতিই শ্রেষ্ঠ পূজা, স্তুতিতে দেবতা প্রসন্ন হন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে স্তোত্রপাঠের প্রণালী ও ফল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুত্বীত কামং ধ্যায়ন্নগ্রমন্তোহভ্যাশো হ যদৈশ্ম স কামঃ সমৃদ্ধ্যেত যৎকামঃ স্তবীতেতি যৎকামঃ স্তবীতেতি । ( ১৩।১২ )

দেবতায় চিত্ত সমাধানের পর আপনাকেও স্বীয় নাম, গোত্র ও বর্ণাশ্রমাদির সহিত চিন্তা করিয়া অভিলষিতার্থ অনুধান করতঃ উচ্চারণাদি বিষয়ে প্রমাদ-রহিত হইয়া স্তুতি করিতে হইবে। তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে কামনা লইয়া স্তব করিবে, তাহার সেই কামনা শীঘ্র পূর্ণ হইবে।

সকলাং বাধাম্—(১) সকলাম্ ঐহিকীং পারলৌকিকীঞ্চ ( নাগোজী )। ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার বিষয়। (২) সকলাং নিঃশেষাম্ আধ্যাত্মিকাদিবাধাং পীড়াম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বাবতীয় পীড়া।



সাধককে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে বহু প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্ত বাধাকে জয় করিতে না পারিলে সিদ্ধিলাভ স্বদূর পরাহত। মহাদেব যোগিনীভক্তে এই সমস্ত দেবীকে বলিয়াছেন,—

তীর্থে প্রাসাদকরণে ধর্ম্মারন্তে বিশেষতঃ ।

ব্রতযজ্ঞ সমারন্তে বিঘ্নানি নিবসন্তি বৈ ॥

তেষাং সম্পূজয়েদানৌ বলিভির্মোদকাদিভিঃ ।

অন্থথা জায়তে বিঘ্নমিতি জানীহি মে শ্রিয়ে ॥

তীর্থযাত্রায়, প্রাসাদ নির্মাণে, বিশেষতঃ ধর্ম্মারন্তে, ব্রতারন্তে, যজ্ঞারন্তে দৈব ও পার্থিব বিঘ্নসকল উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রবর্তক বা অধিষ্ঠাতা দেবতাগণকে কর্ম্মারন্তের প্রথমেই মোদকাদি বলি দ্বারা সম্যক পূজা করিবে। অন্থথা অনিবার্য বিঘ্ন সকল উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

অথাপরানি বিঘ্নানি শরীরে নিবসন্তি বৈ ।

মানসানি জ্ঞানজানি পাপানি তান্ শৃণু শ্রিয়ে ॥

কশ্চিন্নিবর্ত্তকো দেবি কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকন্তথা ।

সন্নিকর্ষং বিদূরং বা সহস্রং লক্ষমেব বা ॥

পাপাত্মস্মরণকৈব আলম্বেনাপি দূষণং ।

শোকমোহজ্বরব্যাদি-তারুণ্যধননাশকম্ ॥

এই সকল বহির্বিঘ্ন ভিন্ন কর্ম্মকর্ত্তা বা সাধকের শরীরেও বিঘ্ন সকল বাস করে। সেই সকল আন্তরিক বিঘ্ন জীবের মনকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে এবং জ্ঞানকৃত পাপরূপে আবির্ভূত হয়, তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। দেবি! এই মানস বিঘ্নের মধ্যে কোন কোন বিঘ্ন নিবর্ত্তকরূপে এবং কোন কোন বিঘ্ন প্রবর্ত্তকরূপে আবির্ভূত হয়। সন্নিকটে হউক, অথবা অতি দূরে হউক, সহস্র যোজনের অন্তরেই হউক, কিম্বা লক্ষ যোজনের অন্তরেই হউক, এত দূর হইতেও সেই সকল পাপের বিষয় সমূহের অত্মস্মরণ, আলম্বে বশতঃ ও ধর্ম্মকার্যের দূষণ, শোকমোহ, জরা, যৌবনও ধনের বিনাশক ব্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিঘ্ন রহিয়াছে।

মন এব উত্তরেন্নিত্যাং মন এবাত্ত কারণম্ ।

মন এব মহুগ্ধাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ॥



এই সকল বিষয়ের আবির্ভাবের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন অসংযত মনই একমাত্র কারণ।  
আবার জগদম্বার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল, সাধনপরায়ণ মনই এই বিষয়সাগর উত্তীর্ণ হইতে  
নিত্য সমর্থ। বস্তুতঃপক্ষে একমাত্র মনই মনুজের বন্ধন ও মুক্তির নিদান।

নিত্য সমাহিত চিত্তে “দেবীমাহাত্ম্য” পাঠ ও শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিলে সাধকের  
দিব্যজীবন লাভের পথে অন্তরে ও বাহিরে যে সমস্ত বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যায়,  
এই অধ্যায়ের ১—৩০ মন্ত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সাধনার পথ অত্যন্ত দীর্ঘই শুধু নয়,  
প্রাতি পদক্ষেপে সাধকে কঠোর সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সাধনপথের এই  
দুর্গমতার কথা বুঝাইতে গিয়া ঋতি যথার্থই বলিয়াছেন, “ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা দুর্ভয়া,  
দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি” (কঠোপনিষৎ, ৩।১৪)। ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন  
দুর্ভয়ক্রমণীয়, তেমনি সেই পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন। সাধকের অন্তরে বাহিরে  
যে সকল বাধা পৃষ্ঠীভূত হইয়া রহিয়াছে, নিয়ত জগন্মাতার স্বরূপচিন্তন ও ঐকান্তিক  
প্রার্থনার অগ্নিদ্বারা সেই সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যথায়িক্কৃতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।

তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণু যোগিনাং সর্বকিঞ্চিদম্ ॥ (৬।৭।৭৪)

উর্দ্ধগামী শিখায়ুক্ত অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া গৃহকে দগ্ধ করে, তেমনি  
যোগিগণের চিত্তে জাগ্রত বিষ্ণু তাঁহাদের সমস্ত পাপরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া  
ফেলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যথা হেন্মি স্থিতো বহির্দুর্কর্ষণং হস্তি ধাতুজম্।

এবমাগ্নতো বিষ্ণু যোগিনামগ্ভাশয়ম্ ॥ (১২।৩।৪৭)

অগ্নি যেমন স্ববর্ণে অবস্থিত হইয়া সেই স্ববর্ণের তাম্রাদি অপর ধাতুর সংস্পর্শজনিত  
মালিণ্য দূর করে, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণু যোগিগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের যাবতীয়  
অশুভসংস্কার দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

নিত্য “দেবীমাহাত্ম্য” শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সাধকের চিত্তে ভাগবতী  
চেতনা জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং তাহা ক্রমশঃ সর্ববাধা প্রশমিত করিয়া দিয়া  
সাধকের সমগ্র সত্তাকে ভগবতীর দিব্যশক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলে।  
এই তত্ত্বটিই শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ১—৩০ মন্ত্রে নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।



## [ তিথিবিশেষে চণ্ডীপাঠের ফল ]

মন্ত্র ৩—৫, ( পৃঃ ৮৫ )

অর্থার্থ ।—যে ( যাহারা ) এক-চেতসঃ [ সন্তঃ ] ( একাগ্রচিত্ত হইয়া ) অষ্টমাং নবমাং চতুর্দশাংচ ( অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে ) মধু-কৈটভ-নাশং ( মধু ও কৈটভাসুর বধ ) মহিষাসুর-ঘাতনং চ ( ও মহিষাসুর বধ ) তৎ ( সেইরূপ ) শুভ-নিশুভয়োঃ বধং ( শুভ ও নিশুভাসুরের বধ ) কীৰ্ত্তয়িস্তি ( কীৰ্ত্তন করিবে ), যে চ ( এবং যাহারা ) ভক্ত্যা ( ভক্তিপূর্বক ) মম ( আমার, ভগবতী চণ্ডিকার ) উত্তমং মাহাত্ম্য ( উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ) শ্রোয়াস্তি চ এব ( শ্রবণ করিবে ), তেষাং ( তাহাদের ) কিঞ্চিৎ দ্রুতং ( কিছুমাত্র পাপ ) ন [ ভবিষ্যতি ] ( থাকিবে না ), দ্রুত-উথাঃ ( পাপাচরণজনিত ) আপদঃ চ ( বিপদও ) ন [ ভবিষ্যতি ] ( ঘটবেনা ), দারিদ্র্যং ন ভবিষ্যতি ( দারিদ্র্যও ঘটবেনা ), ইষ্ট-বিয়োজনং চ এব ( এবং প্রিয়বিয়োগও ) ন [ ভবিষ্যতি ] ( হইবে না ) ।

অনুবাদ ।—যাহারা একাগ্রচিত্তে অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মধু-কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুভ-নিশুভ বধ কীৰ্ত্তন করিবে এবং যাহারা ভক্তিপূর্বক মদীয় উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবেনা, পাপাচরণ জনিত বিপদ ঘটবে না, দারিদ্র্য কিংবা প্রিয়বিয়োগও হইবে না ।

টিপ্পনী ।

পূর্বমন্ত্রে শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তব পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে, এই মন্ত্রগুলিতে চরিত্রজন্য সমন্বিত সমগ্র চণ্ডীপাঠের ফল কীৰ্ত্তিত হইতেছে । দেবীমাহাত্ম্য নিত্যই পঠনীয় ও শ্রবণীয় ; তথাপি তিথিবিশেষে পাঠ বিশেষ ফলোপধায়ক । টীকাকার নাগোজীভট বলেন, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী এই কয়টি তিথি দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ সম্বন্ধে মুখ্যকাল ।

কল্পযামল তন্ত্রোক্ত “কল্পচণ্ডীতে” এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

মধুকৈটভ-নৈপাত্যং মহিষাসুরসংহরণং ।

পঠন্তি পাঠয়ন্ত্যেব বধং শুভ-নিশুভয়োঃ ॥

শ্রোয়াস্তি নিত্যং যে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং তব চণ্ডিকে ।

নবমাং কৃষ্ণপক্ষে বা চতুর্দশাং তথৈব চ ॥



শুক্লাষ্টম্যাং পৰ্ব্বতো বা ভক্তাশ্চৈবৈকচেতসঃ ।

ন চৈবাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদারিত্র্যং ন চাপদঃ ॥

( রুদ্রচণ্ডী, তুর্ধ্যাধ্যায়, ১২—২১ )

রুদ্রদেব চণ্ডিকাকে বলিতেছেন,—হে চণ্ডিকে ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক একাগ্রমনে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুভ-নিশুভবধরূপ তোমার মাহাত্ম্য প্রত্যহ অথবা কৃষ্ণা নবমী বা চতুর্দশী কিংবা শুক্লাষ্টমী বা পৰ্ব্বদিনে পাঠ করে, কি পাঠ করায় অথবা শ্রবণ করে, তাহার কোনরূপ পাপ, দারিত্র্য বা বিপদ উপস্থিত হয় না ।

দুষ্কৃতোখা ন চাপদঃ—পাপপরিপাকজা আপদো ন ভবিষ্যন্তি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।  
পাপের পরিপাকজনিত কোনও আপদ ঘটে না ।

ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্—তাহাদিগকে অকালে ইষ্টবিশোগজনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না । তাহারা সর্বদা ইষ্টসমাগমে পরম সুখে কালাতিপাত করে ।

মন্ত্র ৬, ( পৃ: ৮৫ )

অম্বলার্থ—তস্ম ( তাহার, চণ্ডীর পাঠক বা শ্রোতার ) শত্রুতঃ ( শত্রু হইতে ) দম্ব্যতঃ ( দম্ব্য হইতে ) বা রাজতঃ ( অথবা রাজা হইতে ) শস্ত্র-অনল-তোয়-ওঘাৎ ( শস্ত্র, অগ্নি কিংবা জল-প্রবাহ হইতে ) কদাচিং ( কখনও ) ভয়ং ন সম্ভবিষ্যতি ( ভয় থাকিবে না ) ।

অনুবাদ—তাহার শত্রু, দম্ব্য, রাজা, শস্ত্র, অগ্নি কিংবা জলপ্রবাহ হইতে কখনও ভয় থাকিবে না ।

### [ চণ্ডীপাঠই শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন ]

মন্ত্র ৭, ( পৃ: ৮৫ )

অম্বলার্থ—তস্মাৎ ( অতএব ) সমাহিতৈঃ [ সাধকৈঃ ] ( একাগ্রচিত্ত সাধকগণ কর্তৃক ) মম এতৎ মাহাত্ম্যং ( আমার এই মাহাত্ম্য অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী ) সদা ( সর্বদা ) ভক্ত্যা ( ভক্তি সহকারে ) পঠিতব্যং ( পঠনীয় ) শ্রোতব্যং চ ( এবং শ্রবণীয় ) ; তৎ হি ( তাহাই, চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণই ) পরং স্বস্ত্যয়নম্ ( শ্রেষ্ঠ কল্যাণলাভের উপায় ) ।

অনুবাদ—অতএব আমার এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্তে সর্বদা ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত ; ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্যাণলাভের উপায় ।



## টিপ্পনী ।

শ্রোতব্যং চ—পাঠাশক্তৌ শৃণুয়াদ্ ইত্যর্থঃ । শ্রবণে ফলাধিক্যম্ ইতি তু কশ্চিৎ ( গুণবত্তী ) । 'চণ্ডীপাঠে' অসমর্থ হইলে শ্রবণ করিবে । কেহ কেহ বলেন, পাঠ অপেক্ষা শ্রবণে অধিকতর ফল লাভ হয় ।

স্বস্ত্যয়নম্—স্বস্তি কল্যাণং তস্মৈ অয়নং মার্গঃ ( নাগোজী ) । যে উপায় দ্বারা স্বস্তি বা কল্যাণলাভ হয় তাহাকে স্বস্ত্যয়ন বলে । চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন; কারণ এতদ্বারা সাধকের সৰ্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে । একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে চণ্ডীপাঠ করিলে ভোগার্থী সাধক ঐহিক সুখ ও পারলৌকিক স্বর্গ এবং মুমুক্শু সাধক পরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির নয়টি সাধন বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্র্যং সখ্যমাস্ত্রনিবেদনম্ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭।৫।২৩ )

(১) শ্রীভগবানের কথা পাঠ ও শ্রবণ, (২) তাঁহার মহিমা কীর্তন, (৩) অমুক্শু স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চনা, (৬) বন্দনা, (৭) দাস্ত্র্য, (৮) সখ্য এবং (৯) আস্ত্র-নিবেদন । ভক্তিবোধের সাধনার প্রথম সোপান ভগবান্ বা ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ । শ্রবণের ফল বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেবীভাগবত বলেন,—

কো হি দেব্যা গুণান্ শৃণ্বন্তুষ্টিং যাস্ততি শুদ্ধদীঃ ।

পদে পদেহৃদমেধস্ত ফলমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ( ৭।২৮।৩ )

কোনু পবিত্রচেতা ব্যক্তি দেবীর গুণশ্রবণে পরিতৃপ্ত হইতে পারে ? মনীষিগণ বলেন, দেবীর গুণ শ্রবণ করিতে থাকিলে প্রতিপদ শ্রবণেই অশ্বমেধযজ্ঞের অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ যথার্থই বলিয়াছেন,—

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

( ভাগবত, ২।৮।৪ )



যে সাধক সর্বদা শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের লীলা-মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, ভগবান্ অচির কাল মধ্যে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।

### [ চণ্ডীপাঠে সর্ব উপদ্রব শান্তি ]

মন্ত্র ৮, ( পৃঃ ৮৬ )

অর্থার্থ—মম মাহাত্ম্য ( আমার মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ ) মহামারী-সমুদ্ভবান্ ( মহামারী হইতে উৎপন্ন ) অশেষান্ উপসর্গান্ তু ( সর্ববিধ উপসর্গ ) তথা ( এবং ) ত্রিবিধম্ উৎপাতং ( ত্রিবিধ উৎপাত ) শময়েৎ ( প্রশমিত করিয়া থাকে ) ।

অনুবাদ—আমার মাহাত্ম্য মহামারী হইতে উৎপন্ন সর্ববিধ উপদ্রব এবং ত্রিবিধ উৎপাত প্রশমিত করিয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।

মহামারী—(১) জনক্ষয়কারী দেবতা ( নাগোজী ) । (২) দেশ উৎসাদনকারী ব্যাধি ( দেবীভাঙ্গ ) । সাধারণতঃ মহামারী বলিতে সংক্রামক ইত্যাদি রোগজনিত বহু-লোকের এককালীন মৃত্যু বা মরক বুঝাইয়া থাকে । মৃত্তিরহস্তে মহামারী ভ্রামরী দেবীর নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১২।৩৮ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ব্যাগ্ধং তন্নৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ।

মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥

হে রাজন, প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারীরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাগ্ধ করিয়া থাকেন ।

ত্রিবিধমুৎপাতম্—দিব্যভৌমাস্তরিক্ভেদেন আধ্যাত্মিকাদিবিদিকাদিভৌতিকভেদেন বা ( গুণবতী ) । দ্যলোক, পৃথিবী ও অস্তরিক্ষ এই ত্রিবিধ উৎপত্তি স্থানভেদে উৎপাত ত্রিবিধ । অথবা ত্রিবিধ উৎপাত বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই দুঃখত্রয়কে বুঝাইতেছে । আধ্যাত্মিক উৎপাত, যথা—জরাদি শারীরিক ব্যাধি এবং রাগ ঘেষাদি মানসিক আধি । আধিদৈবিক উৎপাত, যথা—দেবকৃত বজ্রপাতাদি এবং দারিদ্র্য-দুঃখাদি । আধিভৌতিক উৎপাত, যথা—ভূত-প্রেতাদি হইতে জাত ভয় প্রমাদাদি ( নাগোজী ) ।



ভৌম উৎপাত, যথা—ভূমিকম্পাদি। অন্তরীক্ষজনিত উৎপাত, যথা—মেঘহীন আকাশে বজ্রধ্বনি। স্বর্লোকজনিত উৎপাত, যথা—পুনঃ পুনঃ বহু উৎপাত (শাস্তনবী)। দেবী-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অপচায়েণ লোকানামুপসর্গ মহাঅনাম্।

অপরক্তা বিনাশায় সৃজন্তে দেবতা যুনে ॥

উৎপাতান্ বিবিধাকারান্ ত্রিধাবস্থান-উখিতান্।

দিব্যাস্তরীক্ষান্ ভৌমাংশ্চ যথাবস্তান্ নিবোধত ॥ (৫৫।২-৩)

হে যুনে! লোক সকলের অসদাচরণ দেখিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনার্থ দেবতাগণ নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উৎপাত বিবিধাকার হইলেও স্বর্গ, অন্তরীক্ষ এবং ভূমি এই ত্রিবিধ স্থান হইতে উহা সমুৎপন্ন হয়, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি।

দেবী-পুরাণ, ৫৫তম অধ্যায়ে ত্রিবিধ উৎপাত ও তাহাদের শাস্তিবিধান বর্ণিত হইয়াছে।

বিধিযত চণ্ডীপাঠের ফলে মহামারী ও তৎসমুৎপন্ন যাবতীয় উপসর্গ এবং ত্রিবিধ উৎপাত প্রশমিত হইয়া থাকে। চণ্ডী-প্রয়োগপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে, “ইথং যদা যদা বাধা” এই (১১।৫৫) মন্ত্রের জপে মহামারী শাস্তি হয়। বারাহীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

তর্ধিব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।

কুর্যাদ্ যত্রাং শতাবৃত্তং ততঃ সম্পত্ততে শুভম্ ॥

ত্রিবিধ উৎপাত উৎপন্ন হইলে বা মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইলে যত্নপূর্বক শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহা হইলে মঙ্গললাভ হইবে।

[ যে গৃহে নিত্য চণ্ডীপাঠ হয় তথায় দেবীর সান্নিধ্য ]

মন্ত্র ৯, (পৃষ্ঠা ৮৬)

অঙ্কয়ার্থ।—যত্র আয়তনে (যে গৃহে) নিত্যং (প্রত্যহ) মম এতৎ [মাহাত্ম্য] (আমার এই মাহাত্ম্য) সম্যক্ পঠ্যতে (বিশুদ্ধ ভাবে পঠিত হয়), [অহং] (আমি) তৎ [আয়তনং] (সেই গৃহ) সদা ন বিমোক্ষ্যামি (কখনও পরিত্যাগ করিব না), তত্র (তথায়) মে (আমার) সান্নিধ্যং স্থিতম্ (সান্নিধ্য থাকে)।



অনুবাদে।—যে গৃহে নিত্য আমার মাহাত্ম্য সম্যকপ্রকারে পঠিত হয়, আমি সেই গৃহ কদাচ পরিত্যাগ করিব না ; তথায় আমার সান্নিধ্য থাকিবে ।  
টিপ্পনী ।

এতৎ পঠ্যাতে সম্যক—সম্যক অর্থাবধারণ পূর্বকম্ অস্থলিতবর্ণাদি চ ( নাগোজী ) ।  
অর্থ অবধারণপূর্বক এবং যাহাতে কোন প্রকার বর্ণাদি স্থলিত না হয় এইরূপ যথাযথ উচ্চারণ সহকারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয় । স্তোত্র-মন্ত্রাদির দুইটি অবয়ব,—(১) উচ্চারণ উহার বাহ্য অবয়ব বা দেহ, (২) অর্থজ্ঞান ও ভাবভক্তি উহার আন্তর অবয়ব বা প্রাণ । শুদ্ধ ও সুসঙ্গত উচ্চারণ সহযোগে স্তোত্র-মন্ত্রাদি পঠিত হইলে উহা সজীব হইয়া উঠে এবং উহার অন্তর্নিহিত শব্দশক্তি জাগ্রত হয় । স্মৃষ্ট উচ্চারণের সহিত অর্থজ্ঞান ও ভাবভক্তি যুক্ত হইলে স্তোত্রমন্ত্রাদি পাঠে সম্যক ফললাভ হইয়া থাকে । “অর্থজ্ঞানে যতিতব্যম্” অর্থবোধের নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য । বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে শব্দার্থ অনুসরণপূর্বক শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে পারিলে সাধক নিশ্চিত অভীষ্ট লাভ করিবেন । বারাহী তন্ত্রে হরগৌরী সংবাদে চণ্ডীপাঠ বিধি বর্ণিত হইয়াছে ।

সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিভম্—যে গৃহে নিত্য বিধিপূর্বক চণ্ডীপাঠ হয় তথায় মা ভগবতী সর্বদা সন্নিহিতা থাকেন । মায়ের মঙ্গলময় আবির্ভাব হেতু সেই গৃহ হইতে সর্ববিধ অশুভ ও অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া যায় । বরাহ-পুরাণোক্ত গীতামাহাত্ম্যেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্ ।

তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বী নিবসামি সর্দৈব হি ॥

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন, হে পৃথ্বী ! যেখানে গীতার বিচার, পঠন, পাঠন ও শ্রবণ হয়, তথায় আমি সর্বদা নিশ্চয়ই বাস করিয়া থাকি ।

[ পূজানুষ্ঠানাদিতে চণ্ডীপাঠ বিধেয় ]

অঙ্ক ১০, (পৃঃ ৮৬)

অন্বয়ার্থ ।—বলি-প্রদানে ( দেবতার উদ্দেশ্যে পশাদি উপহার দান কার্যে ) পূজায়াম্ ( দেবতার অর্চনাতে ) অগ্নিকার্য্যে ( হোমাদি অনুষ্ঠানে ) মহোৎসবে ( পুত্রজন্ম, বিবাহাদি বৃহৎ ব্যাপারে ) মম ততং ( আমার এই ) সর্বং চরিতম্ ( সমগ্র মাহাত্ম্য ) উচ্চাৰ্য্যং ( পঠনীয় ) শ্রাব্যম্ এষ চ ( এবং অবশ্য শ্রবণীয় ) ।



দ্বাদশ অধ্যায়]

দেবীচরিত্র-মাহাত্ম্য

অনুবাদে।—বলিদান, পূজা, হোম ও মহোৎসব উপলক্ষে আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্য অবশ্য পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য।

টিপ্পনী।

চণ্ডীপাঠে অল্পষ্ঠানের সকল ক্রটি নিবারিত হয় এবং বৈগুণ্য সমাধান পূর্বক উহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়; এই কারণে বলিদান, পূজাহোমাদি অল্পষ্ঠানে চণ্ডীপাঠ অবশ্য কর্তব্য।

বলি—বলিপ্রদানং দেবতোদ্দেশেন পঞ্চাহ্যপহারঃ (নাগোজী)। দেবতার উদ্দেশে পশু প্রভৃতি উপহার প্রদানকে বলিদান বলা হয়।

দানার্থক বলু ধাতুর উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া “বলি” শব্দটি নিষ্পন্ন। বলাতে দীঘতে ইতি বলিঃ। দেবতার উদ্দেশে যাহা দান করা হয় তাহাই “বলি”। নিজের যাহা কিছু প্রিয় তাহা দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন—ইহাই বলিদানের মূখ্য উদ্দেশ্য। দেবতাকে সর্বস্ব দিতে হইবে, তাঁহার নিকট সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। কিন্তু মানুষ সর্বস্ব দিতে পারে না, কাজেই “নিষ্কম্ব” বা প্রতিনিধিরূপে অন্য কিছু দিতে হয়। ছাগ, মহিষ ইত্যাদি বলি অল্পকল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিত দান না করিলে, যে উদ্দেশ্যে পূজা তজ্জন্তু আপনার সমগ্র শরীর, প্রাণ, মন উৎসর্গ না করিলে কখনও দেবতা সিদ্ধি প্রদান করেন না। স্বার্থস্থ ভ্যাগ ও আত্ম-বলিদানে দেবীর তৃপ্তিবিধান করিতে না পারিলে কখনও সর্বশক্তিস্বরূপিণী জগদম্বার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। এইজন্ত শক্তিপূজায় বলিদানের একান্ত আবশ্যিকতা সম্বন্ধে শাস্ত্র বারম্বার নির্দেশ দিয়াছেন। নিষ্কম্বরূপে যাহা কিছু বলিদান করা হয়, তাহার পশ্চাতেই এই মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।

( ৫৫২ )

সাধক ভগবতী চণ্ডিকাকে বলিদান দ্বারা সর্বদা সন্তুষ্ট করিবেন।

বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তি বলিভিঃ সাধ্যতে দিবম্।

বলিদানেন সত্ততং জয়েচ্ছক্রম্পান্ নৃপঃ ॥

( ৬৭.৬ )

বলি দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়, বলি দ্বারা স্বর্গলাভ হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপতি তাঁহার শত্রু রাজগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন।



বলিদান ব্যতিরেকে শক্তি পূজা নিষ্ফল, এ সম্বন্ধে গায়ত্ৰী তন্ত্র বলেন,—

বলিদানং বিনা যন্ত পূজয়েত্তারিণীং নরঃ ।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ শ্রান্তেবাং পশুধিয়াং প্রিয় ॥

বলিদান ব্যতীত যেই মনুষ্য ভগবতী তারিণীকে পূজা করে, সেই পশুবুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞান ও মোক্ষলাভ হইতে পারে না ।

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে বলিদান মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—

বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে ।

অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি স্বরেশ্বরী ।

কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধং ফলং লভেৎ ॥

কলিকালে বলিদানই মহাযজ্ঞ । কলিযুগে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নাই । কেবল বলিদান দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে ।

বলিদানের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, অবগত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্বক বিধিমাতে বলিদান করিতে হইবে ।

নাশ্রদ্ধয়া বলিং দত্ত্বাং পূজাদিষু তথা প্রিয়ে ।

সাধকানাং মতে দেবি কেবলং নামমাত্রকম্ ।

বলিদানং তথা তন্ত্ৰ কেবলং পশুঘাতনম্ ॥

( ভাবচূড়ামণিতন্ত্র )

হে প্রিয়ে ! পূজাদিতে অশ্রদ্ধাপূর্বক বলি দিতে নাই । সাধকদিগের মতে একরূপ বলিকে নামেই মাত্র “বলি” বলা হয় ; বস্তুতঃ একরূপ বলি পশুহত্যা মাত্র ।

সাধকের অধিকার ও উদ্দেশ্য ভেদে শাস্ত্রকারগণ বিবিধ বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন । বলিত্রব্যকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা (১) সামিষ ও (২) নিরামিষ । পশু, পক্ষী, মৎস্তাদি সামিষ বলি ; আর কুম্ভাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, ব্রীহি, যব, পুরোডাশ (ব্রীহিজাত এক প্রকার পিষ্টক) ইত্যাদি নিরামিষ বলি । প্রবৃত্তি মূলক পূজায় জীব বলি এবং নিবৃত্তি মূলক পূজায় নিরামিষ বলি বিধেয় । এসম্বন্ধে তন্ত্র চূড়ামণি বলেন,—

বলিদানং দ্বিধা প্রোক্তং তয়োর্ভেদং শৃণুষ মে ।

বলিঃ পূজোপহারঃ শ্রাৎ প্রাপিদানং দ্বিতীয়কম্ ॥

বলিমাণ্ডং নিবৃত্তেস্ত প্রবৃত্তেস্ত পশুং প্রিয়ে ।

বলিহীনা চ বা পূজা সা পূজা ন ফলপ্রদা ॥



বলিদান দুই প্রকার কথিত হইয়া থাকে, তাহাদের ভেদ শ্রবণ কর। “বলি” শব্দে প্রথমতঃ পূজার উপহার এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাণিদান বুঝায়। নিবৃত্তিমূলক পূজায় প্রথম প্রকার অর্থাৎ ফল মূল গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ অব্যাহি বলি বা উপহার রূপে প্রদত্ত হয়; আর প্রবৃত্তি মূলক পূজায় পশুাদি বলিরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বলিহীন পূজা ফলপ্রদ হইতে পারে না।

বলিষ্ট দ্বিবিধো দেবি সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ।

সাত্ত্বিকো বলিরাধ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জিতঃ ।

রাজসো মাংস-রক্তাদিযুক্তঃ স প্রোচ্যতে প্রিয়ে ॥

( প্রাণতোষণী-ধৃত )

হে দেবি! বলি দ্বিবিধ, সাত্ত্বিক ও রাজস। মাংসরক্তাদি বর্জিত বলিকে সাত্ত্বিক বলি এবং মাংসরক্তাদি যুক্ত বলিকে রাজস বলি নামে অভিহিত করা হয়।

নিরামিষ বলি সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

কুশ্মাণ্ডমিস্কদগুঞ্চ মন্ত্যাসবমেব চ ।

এতে বলিসমাঃ প্রোক্তা স্তুপ্তৌ ছাগসমাঃ সদা ॥

( ৬৭২৫ )

কুশ্মাণ্ড ( চালকুমড়া ), ইস্কদগু, মন্ত্য ও আসব ইহার। বলির তুল্য উক্ত হইয়াছে। ইহার। ও ছাগবলিতুল্য সদা দেবীর তৃপ্তি-বিধান করে।

ভবিষ্যপুরাণে অধিকারিভেদে ত্রিবিধ পূজা ও বলির বিধান দৃষ্ট হয় যথা,—

সাত্ত্বিকী জগষজ্ঞাষ্টে নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ ।

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা ॥

সুর্যমাংসাদ্যুপহারৈর্জগষজ্ঞৈর্বিনা তু যা ।

বিনা মন্তৈস্তামসী শ্রীং কিরাতানান্ত সম্বতা ॥

সাত্ত্বিকী পূজা জগষজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা অহুষ্ঠিত হয়। রাজসী পূজা পশু বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা অহুষ্ঠিত হয়। আর তামসী পূজা জপ, যজ্ঞ ও মন্ত্য ব্যতিরেকে কেবল সুর্য মাংসাদি উপহার দ্বারাই অহুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এরূপ পূজা কিরাতগণের সম্বত।

এতদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির সাধকের জন্ত শাস্ত্রকারগণ যথাক্রমে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পূজা ও বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেই



সাধক যেরূপ অধিকার সম্পন্ন, তিনি তদুপযোগী পূজা ও বলি দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ সাধন রাজ্যের উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও নির্দেশ।

পূজা—(১) পূজা গন্ধাদিনা অর্চনম্ (নাগোজী)। (২) পুষ্পোপহারদীপাদি-সমর্পণম্ (শান্তনবী)। গন্ধ, পুষ্প, দীপাদি উপহার প্রদান পূর্বক দেবতার অর্চনাকে “পূজা” বলে।

ষোড়শ প্রকার উপচার বা উপকরণ দ্বারা দেবতার পূজা করিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে দশ উপচার এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে পঞ্চ উপচারে প্রত্যহ ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়।

প্রত্যহ পূজয়েদেবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।

তদশভৌ তু পূজা স্তাদশোপচারিকা তথা।

তদশভৌ পঞ্চভিস্তু পূজা স্তাদুপচারকৈঃ।

( সনৎকুমার তন্ত্র )

মহানির্বাণতন্ত্রে ষোড়শ, দশ ও পঞ্চ উপচারের এরূপ তালিকা দৃষ্ট হয়,—

আসনং স্বাগতং পাত্তমর্ঘ্যামাচমনীয়কম্।

মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥

গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।

দেবার্চনাস্থ নির্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥

( ১৩।২০৩-৪ )

(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাত্ত, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) মধুপর্ক, (৭) পুনরাচমনীয়, (৮) স্নানীয়, (৯) বস্ত্র, (১০) ভূষণ, (১১) গন্ধ, (১২) পুষ্প, (১৩) ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) নৈবেদ্য এবং (১৬) বন্দন বা স্তুতি—এই ষোড়শোপচার দেবার্চন বিষয়ে নির্দিষ্ট।

পাত্তমর্ঘ্যাকাচমনং মধুপর্কাকাচমোতথা।

গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ( ১৩।২০৫ )

(১) পাত্ত, (২) অর্ঘ্য, (৩) আচমনীয়, (৪) মধুপর্ক, (৫) পুনরাচমনীয়, (৬) গন্ধ, (৭) পুষ্প, (৮) ধূপ, (৯) দীপ ও (১০) নৈবেদ্য—ইহার নাম দশোপচার।



( ১৩।২০৬ )



উপাসনার তিনটি অঙ্গ পূজা, জপ ও হোম । কোন্ অঙ্গের সাধনায় কি ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে নিরুক্তর তল্লে সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে,—

পূজয়া লভতে পূজাং জপাং সিদ্ধিন' সংশয়ঃ ।

হোমেন সৰ্বসিদ্ধিঃ স্ত্রাং তস্মাৎ ত্রিতয়মাচরেৎ ॥

ইষ্টদেবতার পূজার প্রভাবে সাধক স্বয়ং জগতে পূজা লাভ করেন, জপের প্রভাবে নিঃসংশয় অগ্নিাদি সিদ্ধিলাভ হয়, হোমের প্রভাবে সমস্ত বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ হয় । অতএব সাধক পূজা, জপ ও হোম এই তিন অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করিবেন ।

দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

জপেন চাত্মনঃ শুদ্ধিরগ্নিকার্যেণ সম্পদঃ ।

সম্পদা চেহ কৰ্ম্মাণি সিধ্যন্তে মুক্তিদানি চ ॥

তস্মাচ্ছপাদি সংগুহো অগ্নিকার্য্যং সমারভেৎ ।

আশ্রয়ং সৰ্বসিদ্ধীনামিহামৃত্র ফলপ্রদম্ ॥ ( ১২৬৩-৪ )

জপদ্বারা আত্মশুদ্ধি, অগ্নিকার্য্য দ্বারা সম্পত্তি লাভ এবং সম্পত্তির ফলে ইহলোকে মুক্তিজনক কৰ্ম্মও সিদ্ধ হয় । অতএব জপাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অগ্নিকার্য্য আরম্ভ করিবে । অগ্নিকার্য্য সৰ্ববিধ সিদ্ধির মূল এবং ইহ-পরকালের শুভফলজনক ।

বহুব্যেক্তনে শুদ্ধে হৃসমিদ্ধে হতাশনে ।

বিধূমে লেলিহানে চ হনতে যঃ স সিধ্যতি ॥

( ১২৬৩৪ )

বহু হব্য ও ইন্ধনযুক্ত, শুদ্ধ, হৃসমিদ্ধ, বিধূম, লেলিহান হতাশনে হোম করিলে সিদ্ধিলাভ হয় ।

( বিস্তৃত হোমবিধি দেবীপুরাণ, ১২৬ তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) ।

মহোৎসব—(১) মহোৎসবঃ পুত্রজন্মবিবাহাদিঃ (নাগোজী) । (২) শান্তনবী টাকাকার দ্বাদশ মাসে অন্ত্যেষ্টেয় দ্বাদশ মহোৎসবের নাম করিয়াছেন যথা (১) চৈত্রে বসন্তোৎসব, (২) বৈশাখে বারণ পুষ্পপ্রচারিকোৎসব, (৩) জ্যৈষ্ঠে জনকীড়োৎসব, (৩) আষাঢ়ে ইন্দ্রধ্বজ উখানোৎসব, (৫) শ্রাবণে দোলান্দোলোৎসব, (৬) ভাদ্রে ইন্দ্রপাণিধনু অর্চনোৎসব, (৭) আশ্বিনে শারদোৎসব, (৮) কার্ত্তিকে দ্বীপোৎসব, (৯) অগ্রহায়ণে ময়ূ উদয়োৎসব, (১০) পৌষে নিধিপূজোৎসব, (১১) মাঘে মেক উৎসব, এবং (১২) ফাল্গুনে গন্ধর্বোৎসব ।



সর্বং মঠমত্চরিতম্—একদেশজপে তু ~~ছিত্ত-স্মৃতি~~ <sup>BANARAS</sup> ~~(শাস্ত্রবো)~~। বলিদান, পূজা, হোম ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানে সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠ কর্তব্য, আংশিক পাঠে ছিত্ততা বা বৈগুণ্য হয়।

মন্ত্র ১১, ( পৃ: ৮৬ )

অন্তর্যর্থ।—জানতা ( বিধিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক ) অজানতা বা অপি ( অথবা অবিধিজ্ঞ কর্তৃকও ) তথাক্রতাং ( সেইপ্রকারে অর্থাৎ চণ্ডীপাঠপূর্বক অনুষ্ঠিত ) বলি-পূজাং ( বলি সহিত পূজা ) তথাক্রতাং ( সেইপ্রকারে অর্থাৎ চণ্ডীপাঠপূর্বক অনুষ্ঠিত ) বহ্নি-হোমং ( অগ্নিতে অনুষ্ঠিত হোম ) অহং ( আমি, ভগবতী চণ্ডিকা ) প্রীত্যা ( প্রীতির সহিত ) প্রতি-ইচ্ছিষ্যামি ( গ্রহণ করিব )।

অনুবাদ।—বিধিজ্ঞ বা অবিধিজ্ঞ যেই হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে ( অর্থাৎ চণ্ডী পাঠ পূর্বক ) বলিসংযুক্ত পূজা অনুষ্ঠান করিলে এবং সেই প্রকারে অগ্নিতে হোম অনুষ্ঠান করিলে তাহা আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিব।

টিপ্পনী।

পূর্বশ্লোকে বলিদান, পূজা, হোম ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানে চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণের অবশ্য কর্তব্যতা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার প্রয়োজন ও ফল বলিতেছেন।

জানতাঃ জানতা বাপি—(১) জানতা বিধিজ্ঞেন, অজানতা তদজ্ঞেন ( নাগোজী )। (২) “জাত্বা কৰ্ম্মাণি কুর্কীত” মন্ত্যর্থ, অনুষ্ঠানের বিধি ও তাৎপর্য্য অবগত হইয়া বলি প্রভৃতি কৰ্ম্ম করিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। তাহা না জানিয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে বৈগুণ্য জন্মে, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা তাহা নিবারিত হয় ( গুপ্তবতী )।

বলিপূজাং—বলিসহিতাং পূজাম্ ( নাগোজী )। বলি বাতীত দেবীপূজা ফলপ্রদ হইতে পারে না ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে “বলিহীনা চ বা পূজা সা পূজা ন ফলপ্রদা”। বলিদান ব্যতিরেকে অগ্রপ্রকার অনুষ্ঠানে দেবীর প্রীতি সাধন হয় না; “অগ্ৰথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন” ( মহানির্ঝারণতন্ত্র, ৬।১১৮ )।



## বলিদান বিধি—

মহানির্বাণ তন্ত্রে বলিদান বিধি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে,—

মন্ত্রক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ ।  
 অর্ঘ্যাদেকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতী কৃতম্ ॥  
 কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যম্না স্থধীঃ ।  
 সংপূজ্য গন্ধসিন্দূর-পুষ্প-নৈবেদ্য-পাথসা ।  
 গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাপবিমোচনীম্ ॥  
 পশুপাশায় শব্দাস্তে বিদ্বাহে পদমুচ্চরেৎ ।  
 বিশ্বকর্ষণে চ পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ ।  
 ততশ্চোদৌরয়েৎ মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ ।  
 এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী ।

( ৬।১০৭-১১০ )

মন্ত্রবিৎসাধক মন্ত্রক্ষণ পশুকে দেবীর অগ্রে স্থাপন করিয়া, অর্ঘ্য জলে প্রোক্ষিত করিয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করত ছাগকে “পশবে নমঃ” এই মন্ত্রোচ্চারণে গন্ধ, সিন্দূর, পুষ্প; নৈবেদ্য ও জলদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর পশুর দক্ষিণ কর্ণে পাপবিমোচনী গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। “পশুপাশায় বিদ্বাহে, বিশ্বকর্ষণে ধীমহি, তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ” ইহাই পশুপাশ বিমোচনী পশুগায়ত্রী।

ততঃ খড়্গঃ সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ ।  
 তদগ্রমধ্যম্লেষু ক্রমশঃ পূজয়েদিমান্ ॥  
 বাগ্নীধরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণো ততঃ ।  
 উমাশহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥  
 অনন্তরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবশক্তিযুতায় চ ।  
 খড়্গায় নম ইত্যন্তমম্না খড়্গপূজনম্ ॥

( ৬।১১১—১১৩ )

অনন্তর খড়্গধারণ করিয়া কূর্চ্চবীজ ( হুং ) মন্ত্রদ্বারা পূজা করত যথাক্রমে খড়্গের অগ্রে, মধ্যে ও মূলদেশে বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে পূজা করিবে। খড়্গের অগ্রভাগে বাগ্নীধরী ও ব্রহ্মার, মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং মূলে উমা-মহেশ্বরের পূজা করিতে হয়। অনন্তর “ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ” মন্ত্রে খড়্গ পূজা করিবে।



মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাজ্জলিপুটো বদেৎ ।

যথোক্তেন বিধানেন ভূভ্যমস্ত সমর্পিতম্ ॥

ইথং নিবেত্ত চ পশুং ভূমিসংস্থক্ত কারয়েৎ ।

দেবীভাবপরো ভূষা হস্তাস্তীত্রপ্রহারতঃ ॥

স্বয়ং বা ভাতৃপুত্রৈ বা ভাত্ৰা বা স্ত্রুহৃদৈব বা ।

সপিণ্ডেনাথবা চ্ছেত্তো নারিপক্ষং নিষোজয়েৎ ॥

( ৬১১৪—১১৬ )

পরে মহাবাক্য উচ্চারণপূর্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে “যথোক্তেন বিধানেন ভূভ্যমস্ত সমর্পিতম্” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া পশুকে ভূতলে স্থাপন করত দেবীভক্তি পরায়ণ হইয়া তীক্ষ্ণ প্রহারে পশুচ্ছেদন করিবে। পশুচ্ছেদন স্বয়ং, ভাতা, ভাতৃপুত্র, স্ত্রুহৃৎ অথবা সপিণ্ড এই সকল দ্বারা কর্তব্য; শত্রুপক্ষকে কদাপি নিযুক্ত করিবে না।

ততঃ কবোক্ষং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ।

সপ্রদীপশীর্ষবলি নমো দেবৈ্য নিবেদয়েৎ ॥

এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চনে ।

অনুথা দেবতা প্রীতি জায়তে ন কদাচন ॥

( ৬১১৭—১১৮ )

অনন্তর “এষ কবোক্ষরুধিরবলিঃ ওঁ বটুকেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বটুকগণকে সত্যোনির্গত রুধির বলি দিবে এবং “এষ সপ্রদীপ-শীর্ষবলিঃ ওঁ হ্রীং দেবৈ্য নমঃ” এই বলিয়া দেবীকে শীর্ষবলি প্রদান করিবে। কৌলিকগণের কুলার্চন সম্বন্ধে এই বলিদানের বিধি বলিলাম; অনুথা অর্থাৎ ইহা না করিলে কদাপি দেবতার প্রীতি জন্মে না।

( কালিকা পুরাণের ৫৫ ও ৬৭ তম অধ্যায়ে বলিদানবিধি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। )

**পূজা**—দেবতাকে ষোড়শ উপচার প্রদান পূর্বক পূজা করিতে হয়। উপচার সমূহ দেবতাকে নিবেদন করিবার সময় যে সমস্ত প্রার্থনা মন্ত্র প্রয়োগ করিবার বিধান আছে, তাহাদের অর্থ ভাবনা করিলে এবং এই ভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পূজানুষ্ঠান করিলে পূজাতত্ত্ব সাধকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহানির্বাণ তন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাসে এই প্রার্থনা মন্ত্রসমূহ দৃষ্ট হয়।



## (১) আসন—

সর্বভূতান্তরস্থায় সর্বভূতান্তরাশ্রয়ে ।  
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনং তে নমোনমঃ ॥

( মহানির্ঝাণতন্ত্র, ১৩২১২ )

তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিতি কর, তুমি জীবগণের অন্তরাশ্রয়; তোমার উপবেশনের জন্য এই আসন কল্পনা করিতেছি, তোমাকে বারংবার নমস্কার ।

## (২) স্বাগত—

দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং যন্ত বাঞ্ছতি দর্শনম্ ।  
স্বস্বাগতং স্বাগতং মে তস্মৈ তে পরমাশ্রয়ে ॥  
অন্ত মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ ।  
স্বাগতং যদ্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ( ২১৪-৫ )

দেবগণ স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ষাঁহার দর্শন প্রার্থনা করেন, সেই পরমাশ্রয় স্বরূপ তোমাকে আমার স্বাগত, স্বস্বাগত জানাইতেছি । অন্ত আমার জন্ম, জীবন ও ক্রিয়াসকল সফল; যেহেতু আমার বহু তপস্কার ফলরূপে তোমার শুভাগমন হইল ।

## (৩) পাণ্ড—

যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাণ জগত্ত্রয়ম্ ।  
তৎপাদাভ্যপ্রোক্ষণার্থং পাণ্ড তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ( ২১৭ )

যে চরণের জলস্পর্শে ত্রিজগৎ পবিত্র, তোমার সেই পাদপদ্ম প্রক্ষালনের নিমিত্ত আমি এই পাণ্ড কল্পনা করিতেছি ।

## (৪) অর্ঘ্য—

পরমানন্দ-সন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ ।  
তস্মৈ সর্বাশ্রুভূতায় আনন্দার্থ্যং সমর্পয়ে ॥ ( ২১৮ )

ষাঁহার প্রসন্নতায় পরমানন্দরাশি সমুৎপন্ন হয়, আমি সেই সর্বভূতের আশ্রয়রূপী তোমাকে এই আনন্দার্থ্য প্রদান করিতেছি ।

## (৫) আচমনীয়—

যদ্বচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যাখিলং জগৎ ।  
তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে ॥ ( ২২০ )



যাঁহার উচ্ছিষ্টস্পর্শে অখিল জগৎ শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমি তোমার সেই মুখাবিন্দু প্রক্ষালনের নিমিত্ত এই আচমনীয় কল্লনা করিতেছি।

### (৬) মধুপর্ক—

তাপত্রয় বিনাশার্থমথগুণানন্দহেতবে।

মধুপর্কং দদাম্যত্ব প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ (২২২)

হে পরমেশ্বর! আমি ত্রিবিধ তাপ বিনাশার্থ অথগুণানন্দের কারণস্বরূপ তোমাকে অস্ত্র মধুপর্ক প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

### (৭) পুনরাচমনীয়—

অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ।

অস্মিংস্তে বদনাশ্তোজ্ঞে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ (২২৩)

যাঁহার স্পৃষ্টদ্রব্য স্পর্শমাত্র অশুচি তৎক্ষণাৎ শুচি হয়, আমি তোমার সেই মুখকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি।

### (৮) স্নানীয়—

যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।

তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ (২২৫)

যাঁহার তেজস্বারা জগৎব্যাপ্ত এবং যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, হে জগদাধার! সেই তোমাকে স্নানের জন্য জল প্রদান করিতেছি।

### (৯) বস্ত্র—

সর্কাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।

বাসসী পরিধানায় কল্লয়ামি নমোহস্তু তে ॥ (২২৮)

তুমি সর্বপ্রকার আবরণহীন, তোমার তেজ মায়াপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেই তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই সৌন্দর্যীয় বস্ত্র প্রদান করিতেছি।

### (১০) ভূষণ—

বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকবোনয়ে।

মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণাণি সমর্পয়ে ॥ (২৩০)

যিনি জগতের অলঙ্কারস্বরূপ, যিনি জগতের শোভার একমাত্র আধার, তাঁহার মায়িক দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য আমি এই সমুদয় অলঙ্কার প্রদান করিতেছি।



## (১১) গন্ধ—

গন্ধতন্মাজ্জয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা ।

তস্মৈ পরাঅনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ (২৩১)

যিনি গন্ধতন্মাজ্জয়া গন্ধের আধারভূতা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা তোমাকে আমি উত্তম গন্ধ অর্পণ করিতেছি ।

## (১২) পুষ্প—

পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতম্ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ (২৩২)

এই পুষ্প মনোহর, রমণীয়, সুগন্ধযুক্ত ও দেবনির্মিত । আমি ভক্তিভরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর ।

## (১৩) ধূপ—

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তমনোহরঃ ।

আশ্বেয়ঃ সর্বভূতানাং ধূপো জ্ঞানায় তেহর্প্যতে ॥ (২৩৩)

এই ধূপ বনস্পতি রসনির্মিত, দিব্য, সুগন্ধযুক্ত, মনোহর, ইহা সর্বভূতের আশ্রাণের উপযুক্ত । আমি তোমার আশ্রাণের জন্ত এই ধূপ প্রদান করিতেছি ।

## (১৪) দীপ—

সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্বত স্তিমিরাপহঃ ।

সবাহাস্তর জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ (২৩৪)

এই দীপ সুপ্রকাশ ও মহাদীপ্তিশালী, ইহা সকলদিকের অন্ধকার নাশ করিতেছে, ইহা বাহিরে ও ভিতরে জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে । তুমি এই দীপ গ্রহণ কর ।

## (১৫) নৈবেদ্য—

নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমম্বিতম্ ।

নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুযাণ পরমেশ্বর ॥ (২৩৫)

হে পরমেশ্বর ! এই নৈবেদ্য নানা প্রকার স্বাদু দ্রব্যে পরিপূর্ণ ; আমি ইহা ভক্তি ভরে নিবেদন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ।

## (১৬) পানীয়—

পানার্থং সলিলং দেব কপূরাদিস্বাসিতম্ ।

সর্বভূতিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোহস্ত তে ॥ (২৩৬)



হে দেব ! আমি কর্পূরস্বাসিত, সকলের তৃপ্তিকর, স্থনির্মল পানীয় জল প্রদান করিতেছি, তোমাকে নমস্কার ।

ততঃ কর্পূর-খদির-লবঙ্গলাদিভি যুতম্ ।

তাম্বূলং পুনরাচম্যং দক্ষা বন্দনমাচরেৎ ॥

( ২৩৭ )

অনন্তর কর্পূর, খদির, এলাচি ও লবঙ্গসম্বিত তাম্বূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদান পূর্বক বন্দনা করিবে ।

বহ্নিহোমঃ—বহ্নৌ তিলমধ্বাদি-হোমদ্রব্যপ্রক্ষেপঃ তম্ ( শাস্তনবী ) । অগ্নিতে তিল, মধু প্রভৃতি হোম দ্রব্য প্রক্ষেপ বিধিমনে অল্পাধিক না হইলে যে বৈগুণ্য জন্মে, চণ্ডীপাঠে তাহা প্রশমিত হয় এবং তখন দেবী তাহা প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন । মহানির্বাণ-ভিক্ষের বটোল্লাসে ( ১১৯—১৬৫ ) তান্ত্রিক হোমবিধি দ্রষ্টব্য ।

প্রতীচ্ছিয়াম্যহং প্রীত্যা—এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, পূজা, বলি ও হোমাত্মকান বিধিপূর্বক সম্পাদিত হইলেও যদি তৎসঙ্গে চণ্ডীপাঠ না হয় তাহা হইলে অল্পাধিক পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং তদ্বারা দেবীর সম্যক প্রীতি উৎপাদিত হয় না । উক্ত অল্পাধিক সমূহ অবিধি পূর্বক অল্পাধিক হইলেও যদি তৎসঙ্গে চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে তাহা হইলে তদ্বারা অবিধি জনিত বৈগুণ্য প্রশমিত হইয়া যায় এবং দেবী প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন । এতদ্বারা চণ্ডীপাঠের অবশ্য কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইল ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে পূজা, জপ ও হোম উপাসনার এই তিনটি অঙ্গ । উপাসনাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে এই ত্রিতয়ের অল্পাধিক কর্তব্য । চণ্ডীপাঠই শ্রেষ্ঠ জপ । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতম্ ।

পাঠস্তশ্চ জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদেবীমনাস্তথা ॥

( তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা দ্রুত )

পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহার পাঠই জপ নামে অভিহিত হয় ; সুতরাং দেবীতে চিত্ত সমাহিত করিয়া পাঠ কর্তব্য ।



## [ শারদীয় দুর্গোৎসবে চণ্ডীপাঠ ]

মন্ত্র ১২—১৩ ( পৃ: ৮৬ )

অন্বয়ার্থ।—শরৎকালে ষা চ বার্ষিকী মহাপূজা ক্রিয়তে ( যে বাৎসরিক মহাপূজা করা হইয়া থাকে ), তস্তাং ( তাহাতে ) মম এতৎ মাহাত্ম্য ( আমার এই মাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীগ্রন্থ ) ভক্তি-সমায়তঃ [ সন্ ] শ্রদ্ধা ( ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলে ) মনুষ্যঃ মৎ-প্রসাদেন ( আমার অনুগ্রহে ) সর্ব-আবাধা-বিনিস্কৃতঃ ( সকল বিঘ্ন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ) ধন-ধাত্ত-মুক্ত-অস্থিতঃ ( ধন, ধাত্ত ও পুত্র যুক্ত ) ভবিষ্যতি ( হইবে ), [ অত্র ] সংশয়ঃ ন [ অস্তি ] ( ইহাতে সন্দেহ নাই )।

অনুবাদ।—শরৎকালে যে বাৎসরিক মহাপূজা কৃত হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে মনুষ্য আমার অনুগ্রহে সকল বিঘ্ন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং ধন-ধাত্তযুক্ত ও পুত্রবান্ হইবে, সন্দেহ নাই।

টিপ্পনী।

শরৎকালে মহাপূজা—(১) আশ্বিনভুজপ্রতিপদমারভ্য দুর্গোৎসবরূপা ( নাগোজী )। (২) পিতৃপক্ষাদনন্তরং প্রতিপদমারভ্য দশমীপর্যন্তং দেব্যা মহাপূজা ( শাস্তনবী )। আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত যে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা “মহাপূজা” নামে অভিহিত হয়। ইহা “শারদ নবরাত্র” নামেও পরিচিত।

মহাপূজা—শরৎকালীন দুর্গাপূজা “মহাপূজা”। যে পূজায় মহান্নান, পূজা, হোম ও বলিদান—এই চারিটি কৰ্ম আছে, তাহার নাম মহাপূজা। এই চারিটি অঙ্গের কোন একটি হানি হইলেই মহাপূজা সিদ্ধ হইবেনা। লিঙ্গ পুরাণে উক্ত হইয়াছে, “শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকৰ্মময়ী শুভা”। এই বিষয়ে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয় তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব প্রকরণে লিখিয়াছেন,—“চতুঃকৰ্মময়ী” ইত্যনেন চতুঃকৰ্মবলেন অভিধানাৎ স্পগন-পূজন-বলিদান-হোমরূপা।

বার্ষিকী—এই শব্দটির অর্থ নিম্ন টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। (১) বার্ষিকী প্রতিবর্ষকর্তব্য ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। বর্ষণে নিবৃত্তা বার্ষিকী সাংবৎসরিকী পূজা ( শাস্তনবী )। ইহাদের মতে “শরৎকালে.....বার্ষিকী” এতদ্বারা শরৎকালে প্রতিবৎসর যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শারদীয়া দুর্গাপূজার কথাই বলা হইয়াছে।



(২) নগোজীভট্টের মতে, বর্ষশব্দে বর্ষাদৌ লাক্ষণিকঃ। তেন চৈত্রশুদ্ধপ্রতিপদ মারভ্য ক্রিয়মাণা ইত্যর্থঃ। এখানে বর্ষ শব্দটি বর্ষের আদি অর্থে লাক্ষণিক। অতএব চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দশমীপর্যন্ত বুঝিতে হইবে। এই মতানুসারে “শরৎকালে.....বার্ষিকী” এতদ্বারা শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজা উভয়টিই বুঝাইতেছে।

(৩) গুপ্তবতীটীকাকার বলেন,—শরৎকালে শারদ নবরাত্রে, বার্ষিকী বৎসরস্ত আরম্ভে ক্রিয়মাণা চৈত্রনবরাত্রে ইত্যর্থঃ। চকারাদ্ আষাঢ়-পৌষ-নবরাত্রয়োরপি গ্রহণম্। তয়োরপি দেবীভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ।

“শরৎকালে” পদ দ্বারা শারদ নবরাত্র বুঝাইতেছে। “বার্ষিকী” পদে বৎসরের আরম্ভে ক্রিয়মাণ চৈত্রনবরাত্র উৎসব বুঝাইতেছে। “চ”কার দ্বারা আষাঢ় ও পৌষে ক্রিয়মাণ নবরাত্র অল্পষ্ঠান বুঝাইতেছে। দেবীভাগবতাদি গ্রন্থে আষাঢ় ও পৌষের নবরাত্র অল্পষ্ঠানের কথাও উল্লিখিত আছে।

মহাপূজার কাল—মহাপূজার কাল সম্বন্ধে ভগবতী দুর্গা মহারাজ স্বদর্শনকে এরূপ বলিয়াছেন ;—

শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্যামম সর্বদা।

নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥

চৈত্রেহস্থিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্যো মহোৎসবঃ।

নবরাত্রে মহারাজ পূজা কার্য্য বিশেষতঃ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৩।২৪।২০-২১ )

প্রতিবৎসর শরৎকালে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে নবরাত্র বিধানানুসারে আমার মহাপূজা করিবে। চৈত্র, আশ্বিন, আষাঢ় ও মাঘ মাসে নবরাত্রে বিশেষরূপে আমার মহোৎসব ও পূজা করা সকলেরই কর্তব্য জানিও।

দেবীভাগবতের ৩।২৬ তম অধ্যায়ে নবরাত্রবিধান বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বিশেষ করিয়া শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। কি কারণে এই দুই ঋতু দেবী পূজায় বিশেষ প্রশস্ত, তাহাও নির্দ্বারিত হইয়াছে।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি নবরাত্র-ব্রতং শুভম্।

শরৎকালে বিশেষণ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্ ॥

বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্বকম্।

দ্বাবৃত্তৃ ষমদংষ্ট্রাখ্যো নুনং সর্বজনেষু বৈ ॥



শরৎ-বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ ।  
 তস্মাদ্ যত্নাদিদং কার্যং সর্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥  
 দ্বাবেব স্তমহাঘোরাবৃত্ত রোগকরৌ নৃণাম্ ।  
 বসন্তশরদাবেব জননাশকরা বুভৌ ॥  
 তস্মাত্তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং যুধৈঃ ।  
 চৈত্রেহস্থিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ণং নরাধিপ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৩।২৩।৩-৭ )

হে রাজন্ ! শুভ নবরাত্র ব্রতের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । নবরাত্র ব্রত শরৎ কালে বিশেষরূপে ষথাবিধি করিতে হয় এবং বসন্তকালেও উহা প্রীতিপূর্বক অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । শরৎ ও বসন্ত নামক ঋতুদ্বয় প্রাণিগণের পক্ষে অতি দুঃখে অতিবাহনীয়, এই কারণে এই দুই ঋতু সমস্ত লোকের নিকট ষয়দংষ্ট্রা বলিয়া বিখ্যাত । স্ততরাং সর্বত্র শুভার্থী ব্যক্তিমাংস্ত্রেই ঐ সময়ে যত্নপূর্বক উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় । বসন্ত ও শরৎ এই দুই ঋতুই অতি ভয়ঙ্কর ; ঐ সময়ে মানব গণের বিবিধ পীড়া উপস্থিত হওয়ায় বহু মনুষ্যই কালকবলে নিপতিত হইয়া থাকে । অতএব হে নরাধিপ ! চৈত্র ও আশ্বিন এই দুই শুভমাসে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভক্তিপূর্বক দেবী চণ্ডিকার পূজা অবশ্যই করিবেন ।

শারদীয়া মহাপূজার সপ্তকল্প—

স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসবতত্ত্বগ্রন্থে বলেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার নিম্নোক্ত সাতটি কল্প বা বিধি আছে । ইহাদের মধ্যে শক্তি অল্পসারে যে কোন একটি কল্প অবলম্বন করিয়া পূজা করিতে হইবে । (১) কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ নবমীতে দেবীর বোধন করিতে হয়, তৎপর আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত একপক্ষব্যাপী পূজা করিতে হয় । (২) প্রতিপদাদি কল্প—আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত এই নয়দিন পূজা করিতে হয় । প্রতিপদে দেবীকে কেশসংস্কার দ্রব্য দিতে হয় । দ্বিতীয় কেশবন্ধনের পট্টডোর, তৃতীয় পদরঞ্জনের জন্ত অলঙ্কার, ললাটের জন্ত সিন্দূর, মুখদর্শনের জন্ত দর্পণ; চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলকদ্রব্য, নেত্রের কঙ্কল; পঞ্চমীতে অগুরু চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগদ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয় । (৩) ষষ্ঠ্যাদি কল্প—শ্রদ্ধাকালে বিবশাখায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস । পূর্বোক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ঘটে পূজা এবং সপ্তমী হইতে তিন দিন যুগ্মী প্রতিমার পূজা করিতে হয় । (৪) সপ্তম্যাদি কল্প—পূর্বাঙ্কে প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপন ; সপ্তমী



হইতে নবমী পর্য্যন্ত তিনদিন পূজা। (৫) মহাষ্টম্যাদি কল্প—অষ্টমী, নবমী এই দুই দিন পূজা এবং দশমীতে বিসর্জন। (৬) মহাষ্টমী কল্প—কেবল অষ্টমীতেই পূজা এবং সেই দিনই বিসর্জন। (৭) মহানবমী কল্প—কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জন। অষ্টম্যাদি, কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমী এই তিন কল্পে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়।

শাস্ত্রকারগণ বলেন, সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে পূর্বোক্ত সপ্তবিধ কল্পের যে কোন একটি কল্পকে আশ্রয় করিয়া শারদীয়া মহাপূজা প্রত্যেকেই অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

যো মোহানথবালস্তাদ্ দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।

ন পূজয়তি দম্ভাদ্ বা দ্বেষাদ্ বাপ্যাথ ভৈরব।

ক্রুদ্বা ভগবতী তস্ত কামান্ ইষ্টান্ নিহস্তি বৈ ॥

( তিথিতত্ত্ব-ধৃত )

হে ভৈরব ! যে ব্যক্তি মোহ, আলস্য, দম্ভ বা দ্বেষপূর্বক এই শারদীয় মহোৎসবকালে দেবীদুর্গার পূজা না করে, ভগবতী কুপিতা হইয়া তাহার সমুদয় অভীষ্ট নষ্ট করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা, বিহার ও আসামে ষষ্ঠাদিকল্পে (৩) দুর্গাপূজাই সমধিক প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্ত্র প্রতিপদাদি কল্প (২) প্রচলিত; ইহা “নবরাত্রব্রত” নামে পরিচিত। “রাত্রি” শব্দে তিথি বুঝায় ॥ স্মার্ত রঘুনন্দন তৎকৃত দুর্গোৎসবতত্ত্ব গ্রন্থে কালিকাপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই মূলেই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বোধয়েদ্ বিবশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।

সপ্তম্যাং বিবশাখাং তামাহুত্যা প্রতিপূজয়েৎ ॥

পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষণ সমাচরেৎ।

জাগরঞ্চ স্নয়ং কুর্যাদ্ বলিদানং তথা নিশি ॥

প্রভূতং বলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।

ধ্যায়েদ্ দশভূজাং দুর্গাং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ।

বিসর্জনং দশম্যাস্তু কুর্যাদ্ধৈ শাবরোৎসবৈঃ।

মূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গলৈঃ ॥

( কালিকাপুরাণম্, ৬০।৮-১১ )

আগ্নিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিবশাখায় ও ফলে দেবীর বোধন করিবে। সপ্তমীতে সেই বিবশাখা আহরণ করিয়া পুনরায় পূজা করিবে। পুনর্বার অষ্টমীতে বিশেষ উপচারের



সহিত পূজা করিবে, স্বয়ং বলিদান করিবে এবং মহানিশাতে জাগরণ করিবে। নবমীতে বিধিমতে প্রভূত বলিদান করিবে, দশভূজা দুর্গার ধ্যান করিবে এবং “দুর্গাতন্ত্র” মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। দশমীতে শাবরোৎসবপূর্বক ধূলি কর্দম নিক্ষেপ এবং জ্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচার সহকারে দেবীর বিসর্জন করিবে। ( “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা” এই মন্ত্র “দুর্গাতন্ত্র” নামে খ্যাত )।

মঠমন্ডপায়াহাওয়াং শ্রদ্ধা—এখানে “শ্রদ্ধা” পদটি উপলক্ষ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণ উভয় কার্যই বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )।

মাহাত্ম্য ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতম্।

পঠেচ্চ শৃণুযাদ্ বাপি সৰ্বকামসমুদয়ে ॥

( সংবৎসর-প্রদীপঃ )

পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, সৰ্বকাম সমুদ্বির নিমিত্ত তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিবে।

পদ্মপুরাণের মতে, নবরাত্র ব্রতালুষ্ঠানে দেবীভাগবত পাঠ এবং চণ্ডীপাঠ উভয়ই বিহিত।

নবরাত্রৌ তু দেবেশি দেবীভাগবতং পঠেৎ।

জপেং সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥

মহাদেব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন,—হে দেবেশি ! নবরাত্র-ব্রতে সাধক দেবীভাগবত পাঠ করিবে এবং নিয়মপূর্বক একাগ্রচিত্তে সপ্তশতী চণ্ডী জপ করিবে।

দেবীগীতায় উক্ত হইয়াছে, ভগবতীর পূজাসমাপনান্তে হিমালয়কৃত দেবী-সহস্রনাম ( কুশ্মপুরাণ, পূর্বভাগ, দ্বাদশ অধ্যায় ), দেবীকবচ, দেবীমুক্ত, দেবী-উপনিষৎ, ভুবনেশ্বরী উপনিষৎ—এই সমস্ত পাঠ করিলে দেবীর পরিতুষ্টি হয়।

তোষয়েন্মাং স্বকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেশ চ।

কবচেন চ শ্বস্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো ॥

দেব্যথর্কশিরোমুদ্রৈ হৃল্লৈখোপনিষদ্বৈঃ।

মহাবিদ্ভা-মহামুদ্রৈ শোষয়েন্মাং মুহুমুহুঃ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭।৪০।২১-২২ )

ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—তোমা কর্তৃক কৃত সহস্র নাম শোভা, তন্ত্রাদি প্রোক্ত কবচ, “অহং রুদ্রেভিঃ” ইত্যাদি দেবীমুক্ত মন্ত্র, “সর্কে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থঃ”



দ্বাদশ অধ্যায় ]

দেবীচরিত্র-মাহাত্ম্য

ইত্যাদি দেবী-অথর্কশিরো মন্ত্র (দেবী উপনিষদুক্ত) এবং ভুবনেশ্বরী উপনিষদুক্ত মহাবিষ্ণুর  
মহামন্ত্র দ্বারা আমাকে বারংবার পরিতুষ্টা করিবে।

সর্ববাবাধাবিনিমুক্তো.....ন সংশয়ঃ

সকলপ্রকার বাধা ও আপদ নিবারণের জন্ত এই মন্ত্রটির পুটপাঠ বা লক্ষ জপ বিহিত।

বিশেষ ফললাভের নিমিত্ত পাঠ হই প্রকার “পুটপাঠ” ও “সম্পুটপাঠ”। কোন  
একটি বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোক পাঠকে “পুটপাঠ” বলা হয়।  
আর চণ্ডীর প্রত্যেকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্বে ও পরে কোন একটি বিশেষ মন্ত্রের  
উচ্চারণ পূর্বক সমগ্র চণ্ডীপাঠকে “সম্পুটপাঠ” বলে।

### [ শারদীয়া দুর্গাপূজা ]

দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাজি এবং উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন। শ্রাবণ হইতে পৌষ  
এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন; এই সময় দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন। মাঘ হইতে আষাঢ় ছয় মাস  
উত্তরায়ণ, এই সময় তাঁহারা জাগ্রত। শরৎ ঋতু দক্ষিণায়নে পড়ে, তখন ভগবতী নিদ্রিতা,  
এই জন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর জাগরণের জন্ত বোধন করিতে হয়। বসন্ত ঋতু  
উত্তরায়ণ, তখন দেবতাগণের দিবাকাল, এইজন্ত বাসন্তী পূজায় বোধন করিতে হয় না।  
শরৎকালের পূজা অকাল পূজা, বসন্তকালের পূজা কালবোধিত পূজা। অকালে হইলেও  
শারদীয়া দুর্গাপূজা একরূপ প্রাধান্য লাভ করিল কেন?

শরৎকালে দেবীর আবির্ভাব—কালিকাপুরাণে জানা যায়, মহিষাসুর বধের জন্ত  
দেবগণ কর্তৃক সংস্রুতা হইয়া ভগবতী শরৎকালে হিমালয়ে কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে দশভুজা  
দুর্গাক্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

ষদা স্ততা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্ত চ।

চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রাতুভূতা জগন্ময়ী ॥

দেবানাং তেজসাং যুতিঃ গুরুপক্ষে স্নশোভনে।

সপ্তম্যাং সাকরোদ্ দেবী অষ্টম্যাং তৈরলঙ্কতা ॥

নবম্যামুপহারৈস্ত পূজিতা মহিষাসুরম্।

নিজধান দশম্যাস্ত বিস্ফোস্তহিতা শিবা ॥

( কালিকাপুরাণম্, ৬০।৭২-৮১ )



সেই মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্কৃতা ও প্রবোধিতা হইয়া আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে প্রাহুভূতা হইয়াছিলেন। সুশোভন গুরু পক্ষের সপ্তমীতে দেবগণের তেজে সেই দেবী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা দেবীকে সজ্জিতা করিয়াছিলেন। নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিতা হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসজ্জিতা হইয়া অন্তর্ধান করেন। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভগবতী শরৎকালে বিদ্যাচলে আবিভূতা হইয়া আশ্বিনের মহানবমীতে ঘোরাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন।

আশ্বিনে ঘাতিতে ঘোরে নবম্যাং প্রতিবৎসরম্।

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তাত উপবাসব্রতাদিকম্ ॥

( দেবীপুরাণম্, ২২।৩ )

আশ্বিন মাসে মহানবমীতে ঘোরাসুর নিহত হওয়াতে প্রতি বৎসর এই সময়ে যে উপবাস-ব্রতাদির বিধান আছে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ইন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা শারদীয়া পূজার বিধি বলিয়াছেন। ইহাই দেবীপুরাণোক্ত শারদীয়-দুর্গাপূজা পদ্ধতি।

দেবীভাগবতে অবগত হওয়া যায় যে, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর ভগবতী আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে ভদ্রকালীরূপে আবিভূতা হইয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন; এইজন্ত দেবীর একনাম “দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী”।

পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।

প্রাহুভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটভিঃ সহ ॥

অতোহষ্টম্যাং বিশেষণ কর্তব্যং পূজনং সদা।

নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমালাহুলেপনৈঃ ॥

পায়সৈরামিষৈর্হোমৈ ব্রাহ্মণানাক্ষ ভোজনৈঃ।

ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৩।২৭।২-১১ )

পূর্বে দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী মহাভয়ঙ্করী ভদ্রকালী আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী তিথিতে কোটি কোটি যোগিনীর সহিত প্রাহুভূতা হন; এজন্ত ঐ অষ্টমী তিথিতে গন্ধ, মালা, অহুলেপন, পায়স, আমিষ এবং বিবিধ ফল ও পুষ্পাদি উপহার এবং হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি দ্বারা জগদম্বার তুষ্টিবিধান করা সকলেরই কর্তব্য।



দেবীর পূর্বোক্ত আবির্ভাবগুলি শরৎকালেই ঘটয়া ছিল ; আবির্ভাব কাল বলিয়া শরৎকালে পূজা বিশেষ প্রশস্ত । দ্বিতীয়তঃ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর পূজা করিয়াই রাবণ বধ ও সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন । কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, রাবণ বধার্থে রামচন্দ্রকে অন্নগ্রহ করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা দেবীর অকাল বোধন করিয়াছিলেন ।

রামস্তান্নগ্রহার্থায় রাবণস্ত বধায় চ ।

রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥

( কালিকাপুরাণম্, ৬০।২৬ )

রামের প্রতি অন্নগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালেই ( শরৎ ঋতুতে ) দেবীর বোধন করিয়াছিলেন ।

রামচন্দ্রের দুর্গাপূজাকে আদর্শ করিয়াই পরবর্তী কালে শারদীয়া দুর্গাপূজার সমধিক প্রচলন হইয়া থাকিবে ।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা—বান্মুকি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার উল্লেখ না থাকিলেও দেবীভাগবতে ( ৩৩০ তম অধ্যায় ), কালিকাপুরাণে ( ৬০ তম অধ্যায় ), বৃহদ্বিশ্বকোষপুরাণে ( পূর্বখণ্ড, ২১, ২২ তম অধ্যায় ) এবং মহাভাগবতে ( ৩৬-৪৮ তম অধ্যায় ) রামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপূজার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

(১) দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, রাজ্যলুপ্ত রামচন্দ্র কিঙ্কিঙ্কায় অবস্থান কালে নারদের উপদেশে তথায় নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর কৃপালাভ করতঃ রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার করেন । এই পূজায় দেবর্ষি নারদ আচার্যের কৰ্ম করিয়াছিলেন ।

কিঙ্কিঙ্কায় সীতাবিরহে সন্তপ্ত ও তাঁহার উদ্ধার চিন্তায় ক্লিষ্ট রামচন্দ্রকে নারদ “নবরাত্র ব্রত” সম্বন্ধে একরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

উপায়ং কথয়াম্যগ্ন তন্ত নাশায় রাবণ ।

ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাস্থিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥

নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।

সৰ্বসিদ্ধিকরং রাম জপহোমবিধানতঃ ॥

মেধৈশ্চ পশুভি দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।

দশাংশং হবনং কৃৎস্বা স্ত্রশক্ত্যং ভবিষ্যসি ॥

( দেবীভাগবতম্, ৩৩০।১৮-২০ )



হে রাঘব ! এক্ষণে রাবণের বিনাশার্থ এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি সম্প্রতি এই আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধাষিত হইয়া সর্বসিদ্ধিকর “নবরাত্র ব্রত” অহুষ্ঠান করুন। ঐ ব্রতে নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া ষথাবিধানে জপহোমাদি দ্বারা ভগবতীর অর্চনা করিতে হইবে। দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত ও পবিত্র পশুসমূহ বলি প্রদান পূর্বক জপের দশাংগ হোম করিলে আপনি রাবণ বিনাশে সক্ষম হইবেন।

রামচন্দ্র নারদের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ব্রতাহুষ্ঠানে উত্তত হইয়া আশ্বিন মাস সমাগত হইলে সেই পর্বতের উপরিভাগে শুভ বেদিকা নির্মাণান্তে তদুপরি সর্বকল্যাণকারিণী জগদম্বিকার প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলেন। ভগবতী প্রসন্না হইয়া মহাষ্টমীর নিশীথকালে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,—

বসন্তে সেবনং কাৰ্য্যং ত্বয়া তত্ৰাতিশ্রদ্ধয়া ।

হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং ষথাস্বখম্ ॥

( ৩৩০।৫৭ )

রাঘব ! তুমি লঙ্কায় বসন্তকালে পরমশ্রদ্ধা সহকারে আমার আরাধনা করিও, পরে পাপমতি দশাননকে সংহারপূর্বক মহাস্বখে রাজ্য করিতে পারিবে।

সিংহবাহিনী দেবী ভগবতী এরূপ কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রত সমাপন পূর্বক বিজয়া দশমী দিবসে বিজয়া পূজা সমাপনান্তে নারদকে ভূরি দক্ষিণা দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যক্ষ পরমাশক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণ ও স্ত্রীবেব বিপুল বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপনীত হইয় সাগরে সেতু বন্ধনপূর্বক রাবণকে সংহার করেন।

দেবীভাগবতের এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধার্থ কিঙ্কিঙ্ক্যাতে শারদীয়া পূজা এবং লঙ্কাতে বাসন্তী পূজা অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেবীভাগবতে রামচন্দ্রের বাসন্তী পূজার শুধু উল্লেখ আছে, পূজার কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না।

(২) কালিকাপুরাণে ( ৬০।২৬-৩৩ ) দেখিতে পাওয়া যায়, রামের প্রতি অহুগ্রহ ও রাবণ বধের জন্ত ব্রহ্মা লঙ্কাতে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা ও দশমীতে বিসর্জন করিয়াছিলেন। নবমীতে রাবণ নিহত হইয়াছিল, দশমীতে বিজয়োৎসব। ব্রহ্মা কোন্ তিথিতে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এখানে নাই। কালিকা পুরাণে অন্তত ( ৬৫।১ ) উক্ত হইয়াছে,—



শরৎকালে পুরা ষষ্ঠ্যং নবম্যাং বোধিতা স্তরৈঃ ।

শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ ॥

যেহেতু পূর্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবগণ কর্তৃক মহাদেবী বোধিতা হইয়াছেন, এই নিমিত্ত পীঠস্থানে ও লোকমধ্যে তিনি “শারদা” নামে অভিহিতা হন ।

এই বচনে জানা যায়, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কৃষ্ণা নবমীতে দেবীর বোধন করিয়া ছিলেন । তাহা হইলে কালিকা পুরাণমতে কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করিয়া শুক্লা নবমী পর্যন্ত একপক্ষ ব্যাপী দেবীর পূজা হইয়াছিল ।

ততস্ত ত্যক্তনিজা সা নন্দাম্যামাশ্বিনে সিতে ।

জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্ রাঘবঃ পুরা ॥

( কালিকাপুরাণম্, ৬০।২৭ )

অনন্তর মহাদেবী প্রবোধিতা হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে প্রতিপদ তিথিতে লঙ্কা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় রাম অবস্থান করিতেছিলেন ।

রামরাবণের যুদ্ধ সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইয়াছিল । মহাশক্তিৰূপা রামচন্দ্র নবমীতে রাবণকে বধ করিতে সমর্থ হন ।

ব্যতীতে সপ্তমে রাত্রে নবম্যাং রাবণং ততঃ ।

রামেণ ঘাতয়ামাস মহামায়া জগন্ময়ী ॥

যাবত্তয়োঃ স্বয়ং দেবী যুদ্ধকলিমুদৈক্ষত ।

তাবতু সপ্তরাত্রাণি সৈব দেবৈঃ স্পৃজিতা ॥

( কালিকা পুরাণম্, ৬০।৩০-৩১ )

সপ্তম রাত্রি অতীত হইলে নবমীতে জগন্ময়ী মহামায়া রামের দ্বারা রাবণকে হত্যা করাইয়াছিলেন । যে সপ্ত রাত্রি দেবী আনন্দের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধকৌড়া দর্শন করিয়া ছিলেন, সেই সপ্তরাত্রি সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন ।

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ স্তরৈঃ ।

বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ।

ততঃ সম্প্রসিদ্ধা দেবী দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ ॥ ( ৬০।৩২-৩৩ )

রাবণ নিহত হইলে নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন । তৎপর দশমীতে দেবী শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জিতা হইয়া ছিলেন ।



(৩) মহাভাগবত পুৰাণে ( ৩৬-৪৮তম অধ্যায় ) রামচন্দ্র কৃত শারদীয়া দুৰ্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। রামচন্দ্র কর্তৃক বৃত হইয়া ব্রহ্মা লঙ্কায় সমুদ্রতীরে এই পূজার অনুষ্ঠান করেন। ব্রহ্মা বোধনবমীতে ( শরৎকালের কৃষ্ণানবমী ) বোধন করিয়া সেই দিন অষ্টমীতে শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত দেবীর সাধারণ পূজা, ষষ্ঠীতে সায়াংকালে বিষ্ণুপাথায় আমন্ত্রণ ও অধিবাস, সপ্তমীতে পূৰ্ব্বাহ্নে পত্রিকা প্রবেশ, সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত মুগ্ধমূৰ্ত্তিতে দেবীর বিশেষ পূজা, অষ্টমী-নবমী সন্ধিতে সন্ধি-পূজা এবং দশমীতে পূৰ্ব্বাহ্নে সমুদ্র জলে মুগ্ধমূৰ্ত্তি বিসর্জন করিয়াছিলেন। নবমীতে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয় এবং দশমীতে বিজয়োৎসব সম্পাদিত হয়।

(৪) বৃহদ্বিশ্বকৰ্ম্মপুৰাণের পূৰ্ব্বখণ্ডে ২১ ও ২২ তম অধ্যায়ে শারদীয়া দুৰ্গাপূজার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণ মহাভাগবতের প্রায় অনুরূপ। রামের প্রতি অমুগ্রহার্থ ও রাবণ বধের জন্ত ব্রহ্মা আশ্বিন মাসের আর্দ্রায়ুক্ত কৃষ্ণা নবমীতে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণা নবমী হইতে শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল ব্যাপী পূজা হইয়াছিল। নবমীতে রাবণ বধ হয়, দশমীতে দেবীর বিসর্জন ও রামের বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৃহদ্বিশ্বকৰ্ম্মপুৰাণে ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবতীর অকাল বোধনের ব্যাপারটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অকাল বোধন—লঙ্কাপুরীতে যেদিন রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত অকালে কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করানো হইল, সেদিন দেবতার। চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মাকে জানাইলেন, “আমরা ত্রীবায়ের দ্বন্দ্ব স্বস্ত্যয়ন করিব; হে ব্রহ্মন্! আপনি যত প্রদান করুন।” ব্রহ্মা বলিলেন, “আত্মাশক্তি ভগবতী দুৰ্গার আদেশ বা দৃষ্টি ব্যতীত কখনও রাবণ বধ সম্ভব নহে। কৃষ্ণপক্ষের অল্পই অবশিষ্ট আছে। রাবণ শুক্ল পক্ষ পাইলে কোন্ দিন দেবীপূজা করে, তাহা হইলে আর রাবণবধ হইবে না। অতএব অবিলম্বে দেবীকে প্রবোধিত করা উচিত। তখন ব্রহ্মা দেবতাগণ সহ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে প্রীতি লাভ করিয়া সম্বরূপা সনাতনী দেবীশক্তি কুমারীরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া কহিলেন, “ভগবতী দুৰ্গা আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা আগামী কল্য বিষবৃক্ষে তাঁহার বোধন করিবে। তোমাদের প্রার্থনায় এ সময়েও তিনি বোধিতা হইবেন। বোধন, স্তব এবং প্রণাম করিয়া সেই শিবাকে পূজা করিবে, তাহা হইলে তোমাদের এবং মহাত্মা রামের কাৰ্য্যসিদ্ধি হইবে।” এই বলিয়া দেবী কুমারী অস্তাহতা হইলেন।

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ভূতলে আসিয়া কোন স্থলদুৰ্গম নির্জন স্থানে একটি বিষবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন, সেই বিষ বৃক্ষমূলে পত্ররাশি মধ্যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঃ



নবমাল্যভূষিতা, স্তম্বনোহরা এক অচির-প্রসূতা বালিকা নিদ্রিতা। দেবী-চরিত্রজ্ঞ ব্রহ্মা নিজায় নিশ্চেষ্টা ঐ বালিকাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কৃতান্তলি পুটে প্রণত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এইরূপ বোধনস্তব করিতে লাগিলেন :—

বোধন-স্তব \*

ব্রহ্মোবাচ ।

জানে দেবীমীদৃশীং স্বাং মহেশীং  
ক্ৰীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেহস্মিন্ ।  
শক্রস্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গা  
দুর্গম্যা স্বং যোগিনামস্তরেহপি ॥ ১

হে দেবি ! তুমি যে মহেশ্বরী ইহা আমি জানি। তুমি এই ভূতলে ক্রীড়াস্থানে  
সুভাগমন করিয়াছ। হে দুর্গে ! তুমি শক্ররূপাও বটে, মিত্ররূপাও বটে ; তুমি যোগিগণের  
অস্তরেও দুলভা।

একানেকা স্তম্বরূপাহবিকারা  
ব্রহ্মাণানি কোটিকোটিঃ প্রসূবে ।  
কোহহং বিষ্ণুঃ কোহপরো বা শিবাখ্যো  
দেবাশ্চাত্তে স্তোতুমীশা ভবেম ॥ ২

হে দেবি ! তুমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিয়া থাক ; তুমি স্তম্বরূপা, বিকার  
রহিতা। তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাও প্রসূব করিয়াছ। আমি (ব্রহ্মা) কে, বিষ্ণু কে, শিব  
কে, অত্যাচ্ছ দেবগণই বা কে ?—তোমার স্তব করিতে আমরা কেহই সমর্থ নহি।

স্বং বৈ স্বাহা স্বং স্বধা স্বঞ্চ বৌষট্  
অকৌঙ্কার স্বঞ্চ লজ্জাদিবীজম্ ।  
স্বং বৈ দ্বী চ স্বং পুমান্ সৰ্ব্বরূপা  
স্বাং সংনত্বা বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ৩

\* এই স্তবটি প্রকারান্তর দেবীস্তুত নামে পরিচিত। মহাভাগবত, ৪৫ তম অধ্যায়ও এই স্তবটি দৃষ্ট হয়।  
রামানন্দ তীর্থকৃত ইহার সংক্ষিপ্ত টীকা আছে।



তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমিই বৌষট্ মন্ত্রস্বরূপিনী। তুমিই প্রণবরূপিনী এবং তুমিই লজ্জাদি (ত্রী প্রভৃতি) বীজ স্বরূপা। তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই সর্ববিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক। হে দেবি! তোমাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

অং বৈ বর্ষো দেবতা কালরূপা  
অং বৈ মাসস্তং ঋতুশ্চায়নে ধে।  
কব্যং ভূজ্ঞে অং যথা বৈ স্বধাখ্যা  
তদং স্বাহা হব্যভোক্ত স্ব দেবি ॥ ৪

হে দেবি! তুমিই কালরূপা দেবতা; তুমিই বর্ষ, মাস, ঋতু ও অয়নদ্বয় স্বরূপা। তুমি যেমন স্বধারূপে কব্য ভক্ষণ কর, তদ্রূপ স্বাহারূপে হব্য ভোজন করিয়া থাক।

অং বৈ দেবাঃ গুরূপক্ষেষু পূজ্যা-  
অং পিত্রাণাঃ কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাঃ।  
অং বৈ সত্যং নিম্প্রপঞ্চস্বরূপং  
অং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ৫

তুমিই গুরু পক্ষে পূজনীয় দেবগণরূপিনী, আবার তুমিই কৃষ্ণপক্ষে পূজনীয় পিতৃগণ স্বরূপা। তুমিই নিম্প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপা। তোমাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

দ্বারৈণার্কৈণায়নে স্বাত্তকে অং  
মুক্তিং যান্তি অংপদ-ধ্যানযোগাং।  
চন্দ্রদ্বারৈণায়নে তু দ্বিতীয়ে  
অং বৈ মুক্তিং যান্ত্যমী দেবি স্মৃত্বাম্ ॥ ৬

হে দেবি! তোমার পাদপদ্ম ধ্যানযোগে সাধকগণ উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিয়া সূর্য্যদ্বার পথে মুক্তিরূপিনী তোমাকে প্রাপ্ত হন, আর দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিয়া তঁাহারা চন্দ্রদ্বারপথে স্মৃত্বা মুক্তিস্বরূপা তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উচ্চৈ নীচং নীচমূচ্চৈশ্চ কর্ত্বুং  
চন্দ্রধার্কং অং বিধাতুং সমর্থ্য।  
তত্রাকালে শক্তিরূপা ভব অং  
অং নত্বাহং বোধয়ে তং প্রসীদ ॥ ৭



তুমি উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করিতে পার। চন্দ্রকে সূর্য্য করিতে, আর সূর্য্যকে চন্দ্র করিতে তুমিই সমর্থ। তুমি এখন অকালে শক্তিরূপিণী হও। তোমাকে নমস্কারপূর্ব্বক আমি বোধন করিতেছি, অতএব প্রসন্না হও।

ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা

রুদ্রেন্দ্রাদৌ মন্যপীহাস্তি যা চ।

সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত

তং ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ৮

( বৃহদ্রশ্মপুরাণম্, পূর্ব্বখণ্ডম্, ২২।৪-১১ )

রাবণ বা রাম, রুদ্র ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা আমাতে যাহা কিছু শক্তি বর্ত্তমান, সে সবই তুমি। সেই সর্ব্বশক্তিরূপিণী তুমি একমাত্র রামেই প্রবৃত্তা হও। হে দেবি! সেই জগুই তোমার বোধন করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্না হও।

মহেশ্বরী ব্রহ্মার এই বোধনস্তবে প্রবুদ্ধা হইয়া বালিকা মূর্ত্তি পরিত্যাগ করতঃ ভগবতী চণ্ডিকারূপে দেবগণের সমক্ষে প্রকটিতা হইয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্তে দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—

ঐ রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তাহুগ্রহায় চ।

অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ কৃতো ময়া ॥

তস্মাদজ্ঞাৰ্জ্জয়া যুক্তনবম্যামাশ্বিনে শুভে।

রাবণস্ত বধং যাবদ্ অর্চয়িষ্ঠ্যামহে বয়ম্।

ততো বিসর্জ্জিতাস্মাভি যথাস্থানং গমিষ্ঠ্যসি ॥

এবং ক্ষিতিতলে স্বর্গে পাতালে চ নরাদয়ঃ।

অর্চিষ্ঠ্যস্তি বিশেষণ যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥

নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষার্দ্ধা-নক্ষত্রে ত্বাং মহেশ্বরীম্।

বোধয়িষ্ঠ্যস্তি পূজায়ৈ মহতৈত্য জগদম্বিকে ॥

( ২২।১৪-১৭ )

হে দেবি শিবে! রাবণ বধের নিমিত্ত এবং রামের প্রতি অহুগ্রহ করিবার জগু অকালে আমি তোমার বোধন করিয়াছি। অতএব অজ্ঞ শুভ আশ্বিন মাসের আর্দ্রাষুভ কৃষ্ণ নবমী তিথি হইতে যাবৎ রাবণ বধ না হয়, তাবৎ আমরা তোমাকে পূজা করিতে থাকিব। তৎপর আমরা বিসর্জন করিলে যথাস্থানে যাইবে। যাবৎ সৃষ্টি থাকিবে স্বর্গ,



মর্ত্য, পাতালে স্থর নরাদি তাবৎ এইরূপে সবিশেষে তোমাকে পূজা করিবে। হে জগদধিকৈ মহেশ্বরী ! আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে সকলে মহাপূজার জন্ত তোমার বোধন করিবে।

ভগবতী চণ্ডিকা “তথাস্তু” বলিয়া ব্রহ্মাকে অভিলষিত বরপ্রদান পূর্বক কহিলেন, “অন্ত কৃষ্ণা নবমীতে মহাবল রাক্ষস কুস্তকর্ণ নিহত হইবে, অতিকায় ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণাজ্ঞে দেহত্যাগ করিবে। রাবণ চতুর্দশীতে যুদ্ধ যাত্রা করিবে। লক্ষ্মণ অমাবশ্যা-নিশীথে ইন্দ্রজিতকে নিহত করিবেন। প্রতিপদে মকরাক্ষ, আর দ্বিতীয়্যাতে দেবাস্ত্রকাপি রাক্ষসেরা নিহত হইবে। অনন্তর আমি সপ্তমীতিথিতে শ্রীরামের দিব্য শরাসনে প্রবিষ্ট হইব। অষ্টমীতে রাম রাবণে তুমুল যুদ্ধ হইবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তক সমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে। রাবণের শির সমূহ পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও নিপতিত হইবে। শুক্লানবমী তিথি অপরাহ্নে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হইবে। দশমীতে রাম পরমানন্দে বিজয়োৎসব করিবেন।” তৎপর দেবী ব্রহ্মাকে শারদীয় পূজাবিধির উপদেশ দিলেন,—

#### শারদীয়পূজাবিধি—

এবং পঞ্চদশাহানি মম পূজামহোৎসবঃ ।

অথ ত্রয়োদশাহানি বিবে মাং পূজয়েৎ কৃভী ॥

সপ্তম্যাং গৃহমানীয় পূজয়েন্মাং দিনবয়ম্ ।

নানাবিধৈশ্চ বলিভিঃ পূজাজাগরণাদিভিঃ ॥

অষ্টম্যামুপবাসেন নবম্যাং বলিদানতঃ ।

অর্চয়েন্মাং মহাভক্ত্যা যোগিনীশ্চাপি কোটিশঃ ॥

অষ্টমী-নবমী-সন্ধিকালোহয়ং বৎসরাগ্নকঃ ।

তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পাত্মকো মম ॥ ( ২২।২৬-২৭ )

অন্ত ( কৃষ্ণা নবমী ) যেমন আমার পূজা করিবে, এইরূপ পঞ্চদশ দিন আমার পূজা মহোৎসব হইবে। অন্ত হইতে শুক্লাষষ্ঠী পর্যন্ত তের দিন বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশ্ববৃক্ষে আমার পূজা করিবে। সপ্তমীতে গৃহে আনিয়া পূজা করিবে। তৎপর দুই দিন নানাবিধ বলি, পূজা ও জাগরণ দ্বারা আমার পূজা করিবে। অষ্টমীতে উপবাস অবলম্বন পূর্বক এবং নবমীতে বলিদান দ্বারা মহাভক্তি সহকারে আমার এবং কোটি কোটি যোগিনীর পূজা করিবে। অষ্টমী-নবমী সন্ধিকালের পূজা বৎসর ব্যাপী পূজার তুল্য ফলদায়ক এবং নবমীক্ষেণে পূজা করিলে কল্পব্যাপী পূজার ফল লাভ হইয়া থাকে।



এবং যঃ কুরুতে পূজাং স সৰ্বার্থেশ্বরো ভবেৎ ।  
 অকুর্বাণ ইমাং পূজাং শারদীং মম পুঙ্কলাম্ ।  
 প্রত্যবায়ী পিতৃন্ দেবান্ পীড়য়েচ্চিরনারকী ॥  
 মহাবিপত্তারকস্বাদ্ গীষতেহসৌ মহাষ্টমী ।  
 মহাসম্পদায়কস্বাং সা মহানবমী মতা ।  
 কৰ্ম্মণাঞ্চ সমারম্ভে বিজয়া দশমী মতা ॥

( ২২/৩৫-৩৬ )

যে ব্যক্তি এইরূপে শারদীয়া পূজা করিবে তাহার সৰ্বার্থ সিদ্ধি হইবে। আমার এই শারদীয়া পূজা সম্যকরূপে অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়, ঐরূপ ব্যক্তি পিতৃগণকে ও দেবগণকে পীড়িত করে এবং দীর্ঘকাল নরক ভোগ করে।

মহাবিপদ হইতে জ্ঞান করেন বলিয়া সেই অষ্টমীর নাম মহাষ্টমী। আর মহাসম্পদ প্রদান করেন বলিয়া সেই নবমীর নাম মহানবমী। যে কোন কৰ্ম্মের আরম্ভ বিজয়া দশমীতে প্রশস্ত।

**পুরাণে পুরাণে মতভেদের কারণ—**

শারদীয়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত চারি পুরাণের বর্ণনাতে কিছু কিছু মতানৈক্য লক্ষিত হয়। কল্পভেদে দেবীর লীলা বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া এই মতভেদের সম্বন্ধ সাধন করিতে হয়। এই সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে যে একটি নিগূঢ় উক্তি আছে তাহা বিশেষভাবে প্রাধিকান যোগ্য ;—

পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা ।  
 প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ ॥  
 প্রতিকল্পং ভবেদ্ রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ ।  
 তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিংশসঙ্গমঃ ॥  
 এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ ।  
 ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে ॥

( কালিকাপুরাণম্, ৬০।৪০-৪২ )

পুরাকল্পে যেক্ষপ ঘটয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটয়া থাকে। প্রতিকল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন। প্রতি কল্পেই রাম ও রাক্ষস



রাবণের উৎপত্তি হয়, প্রাতি কল্পেই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে পূর্ববৎ যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের সহিত রামের সংসর্গ হয়। এইরূপ সহস্র সহস্র রাম ও সহস্র সহস্র রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি।

### [ অনিয়তকালিক চণ্ডীপাঠের ফল ]

মন্ত্র ১৪, ( পৃ: ৮৬ )

অম্বস্বার্থ।—মম ( আমার, ভগবতী চণ্ডিকার ) এতৎ মাহাত্ম্যং ( এই মহিমা ) তথা চ ( এবং ) শুভাঃ উৎপত্তয়ঃ ( কল্যাণময় আবির্ভাবমূহ ) যুদ্ধেষু পরাক্রমং চ ( এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বিক্রম ) শ্রব্ধা ( শ্রবণ করিয়া ) পুমান্ ( মনুষ্য ) নির্ভয়ঃ জায়তে ( নির্ভীক হইয়া যায় )।

অনুবাদ।—আমার এই মাহাত্ম্য, শুভ উৎপত্তি-বিবরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিলে মনুষ্য নির্ভীক হইয়া যায়।

টিপ্পনী।

মর্মেভম্মাহাত্ম্যং—এতৎ ত্রিবিধং চরিত্রজয়লক্ষণং মম দেব্যাঃ মাহাত্ম্যং মহাশ্চ প্রভাবম্ ( শাস্ত্রনবী )। মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী এই চরিত্রজয়ের মাহাত্ম্য।

উৎপত্তয়ঃ—উৎপত্তীঃ, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা ( নাগোজী )।

নির্ভয়ঃ—ভয় পদের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভয় বুঝাইতেছে ( তত্বপ্রকাশিকা )।

ভগবতীর মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন, ভীত নিপীড়িত সন্তানদের রক্ষণার্থ তাঁহার যুগে যুগে অবতার গ্রহণ এবং আত্মরিক শক্তি দলন করিবার জন্ত তাঁহার অত্যদ্ভুত বীৰ্য্যপ্রকাশ—জগদম্বার এই সমস্ত লীলা অধ্যয়ন করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ মাতৃচরণে অহরন্তর হয় এবং অভয়ার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ ভয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরী স্তবে বলিয়াছেন,—

ভয়াং ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছা সমধিকম্।

শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণো ॥



হে ত্রিলোক শরণ্যে জগন্নাথঃ ! ভক্তকে ভয় হইতে জ্ঞান করিতে এবং মনোরথের অধিক ফলদান করিতে একমাত্র তোমার চরণযুগলই নিপুণ ।

মায়ের চরণে শরণ গ্রহণ পূর্বক সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া “ব্রহ্মময়ীর বেটা” শ্রীরামপ্রসাদ উদাস্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

মন কেনরে ভাবিস্ এত ।

ধেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥

ভবে এসে ভাবছো ব'সে,

কালের ভয়ে হয়ে ভীত ।

ওরে কালের কাল মহাকাল

সে কাল মায়ের পদানত ॥

ফণী হয়ে ভেকের ভয়,

এ যে বড় অদ্ভুত ।

ওরে তুই করিস কি কালের ভয়,

হয়ে ব্রহ্মময়ী স্তত ?

এ কি ভ্রান্ত নিভান্ত তুই,

হলিরে পাগলের মত ।

( ও মন ) মা আছেন ষার ব্রহ্মময়ী,

কার ভয়ে সে হয়ে ভীত ?

মন্ত্র ১৫, ( পৃ: ৮৬ )

অর্থ—মম মাহাত্ম্য ( আমার মহিমা ) শৃংখলাং পুংসাং ( শ্রবণকারী মনুষ্যগণের )  
রিপবঃ ( শত্রুগণ ) সংক্ষয়ং যান্তি ( বিনাশ প্রাপ্ত হয় ), কল্যাণং চ ( এবং মঙ্গল ) উপপত্ততে  
( উৎপন্ন হয় ), কুলং চ ( এবং বংশ ) নন্দতে ( আনন্দ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ) ।

অনুবাদ—আমার মাহাত্ম্য শ্রবণশীল মনুষ্যগণের শত্রুসমূহ বিনাশ  
প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কল্যাণলাভ হয় এবং কুল আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে ।  
টিপ্পনী ।

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি—কাম-ক্রোধাদি ষড়্ রিপু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ভগবান্ বা  
ভগবতীর লীলামাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের হৃদয়স্থিত ষাবতীয় অশুভ সংস্কার  
বিদূরিত হইয়া যায় । এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

শৃংখলাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হৃদন্তঃস্ফোষভঙ্গাণি বিধুনোতি স্তব্ধং সত্যম্ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১।২।১৭ )



যিনি সজ্জনগণের হিতকারী, স্বাহার শ্রবণ ও কীর্তন পূণ্যজনক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকায় লীলা-কথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে অবস্থান করিয়া হৃদয়স্থিত সমস্ত অশুভ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

কল্যাণকোপপাণ্ডিতে—ভাগবতী কথা শ্রবণের দ্বারা চিত্তের অশুভ সংস্কারসমূহ এবং কাম-ক্রোধাদি রিপূর্বগ দূরীভূত হইয়া যায়, ইহা বলা হইয়াছে। তৎপর সাধকের নৈষ্ঠিকী ভক্তিনাভ হয়, নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে চিত্তপ্রসন্নতা, তাহার ফলে তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং পরিশেষে পরমাত্মদর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ ক্রম নির্দ্বারিত হইয়াছে;—

নষ্টপ্রায়ৈষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।  
ভগবত্যাভ্যাসঃ ক্রমো ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥  
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।  
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সশ্বে প্রসীদতি ॥  
এবং প্রসন্নমনসো ভগবন্তুভিযোগতঃ ।  
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসদ্যস্ত জায়তে ॥  
ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তান্তে সর্বসংশয়াঃ ।  
কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবানুশীলয়ে ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১।২।১৮-২১ )

সর্বদা ভাগবত শাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণদ্বারা অশুভ সংস্কারসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইয়া আসিলে প্রোজ্জল-কীর্তি ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তখন চিত্ত রজঃ ও তমোগুণ এবং কাম-লোভাদি রিপূর্বগা অভিজুত না হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করতঃ প্রসন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে ভগবন্তুভিযোগ হইতে সাধকের চিত্ত প্রসন্ন ও আসক্তিরহিত হইলে তাহার ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আত্মস্বরূপ ভগবানের দর্শন যাত্রাই তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ, সকল সংশয় ছিন্ন এবং কৰ্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

নন্দ্রভে চ কুলম্—(১) কুলং সন্তানধারা সমৃদ্ধং ভবতি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। বংশ সমৃদ্ধিলাভ করে। (২) যে কুলে কোনও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়া দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ দেবীর দর্শনরূপ পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই কুল পবিত্র ও তাঁহার জননী কৃতার্থা হইয়া থাকেন। তাঁহার সিদ্ধিলাভের ফলে ঐ কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।



## [ নৈমিত্তিক চণ্ডীপাঠের ফল ]

মন্ত্র ১৬, ( পৃ: ৮৬ )

অন্তর্য্যার্থ ।—সর্বত্র শাস্তিকর্মণি ( সর্বপ্রকার শাস্তি কর্মে ), তথা ( এবং ) দুঃস্বপ্ন-দর্শনে ( অন্তত স্বপ্ন-দর্শনে ), উগ্রাস্ত্র গ্রহ-পীড়াস্ত্র চ ( এবং উৎকট গ্রহ-পীড়াতে ) মম মাহাত্ম্য ( আমার মাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীগ্রন্থ ) শৃণুয়াং ( শ্রবণ করিবে ) ।

অনুবাদ ।—সর্ববিধ শাস্তিকর্মে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে এবং উৎকট গ্রহ-পীড়াতে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে ।

টিপ্পনী ।

নৈমিত্তিকত্বেনাপি এতদ্ বিধন্তে ( গুপ্তবতী ) । বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষেও চণ্ডীপাঠের বিধান দেওয়া হইতেছে ।

শাস্তিকর্মণি—শাস্তিকর্ম উপসর্গাদিনিবর্তকং কর্ম তস্মিন্, তৎস্থানে ইত্যর্থঃ ( নাগোজী ) । যদ্বারা উপসর্গাদি উপশমিত হয় ঐরূপ কর্মকে “শাস্তিকর্ম” কহে । যে স্থানে ঐরূপ কর্ম অচ্যুতিত হয়, তথায় উক্ত শাস্তিকর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক ফলপ্রসূ করিবার জন্ত চণ্ডীপাঠ অবশ্য কর্তব্য ।

গ্রহাদি বৈগুণ্য, উপসর্গ বা দুঃস্বপ্নাদি সূচিত অনিষ্ট দূরীকরণের জন্ত যে দৈবকর্মের অনুষ্ঠান হয় তাহাই “শাস্তিকর্ম” । তদ্বসারে উক্ত হইয়াছে,—

“রোগ-কৃত্যা-গ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীকৃতি ।”

যে কর্মদ্বারা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহদোষ নিবারিত হয়, তাহাকে “শাস্তিকর্ম” বলে ।

বিশেষ বিশেষ বৈগুণ্য উপশমের জন্ত শাস্ত্রে বিবিধ পূজা, দান, স্তব, কবচ হোম প্রভৃতি নানাপ্রকার শাস্তিকর্মের বিধান দেওয়া হইয়াছে । মৎস্তপুরাণের ২২৮তম অধ্যায়ে এই সকল শাস্তিকর্মের বিবরণ দৃষ্ট হয় । শাস্তিকর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তথায় উক্ত হইয়াছে,—

বাণপ্রহারো ন ভবন্তি বহুদ-

রাজন্ নৃণাং সন্নহনৈ যুতানাম্ ।

দৈবোপঘাতো ন ভবন্তি তদ্বদ-

ধর্ম্মান্নাং শাস্তিপরায়ণানাম্ ॥

( মৎস্তপুরাণম্, ২২৮।২২ )



হে রাজন্! বর্ষাবৃত ভূপতির দেহে যেমন বাণ বিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ শাস্তিকর্মপরায়ণ ধর্মীস্বামীরও কদাচ দৈবোপঘাত উপস্থিত হয় না।

গ্রহগীড়াস্থ চোত্রাস্থ—অত্যানিষ্টফলাস্থ গ্রহকৃতাস্থ পীড়াস্থ ( শাস্ত্রনবী )। চণ্ডীপাঠ দ্বারা অত্যন্ত অনিষ্টকারী গ্রহদোষ নিবারিত হয়। বারাহীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,— “গ্রহোপশান্ত্যৈ কর্তব্যং পঞ্চাবৃতং বরাননে”। গ্রহদোষ শাস্তির নিমিত্ত পাঁচ বার চণ্ডীপাঠ কর্তব্য।

গ্রহগীড়া—

সূর্য্যশ্চন্দ্রো মঙ্গলশ্চ বৃহশ্চাপি বৃহস্পতিঃ।

শুক্রে শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি নবগ্রহাঃ।

রবি, সোম, মঙ্গল, বৃহ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নয়টি গ্রহের নাম নবগ্রহ। গ্রহসকল জন্মকালীন রাশিচক্রের গোচরে শুভ বা অশুভ হইলে, মানবগণের জন্মফলেরও শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে। পারাশর-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

গ্রহাঃক্রুরাঃ খলা নাত্র শুভাঃ সৌম্যাঃ কদাচন।

তত্ত্বংস্থানাধিপত্যেন ভবন্তীহ খলাঃ শুভাঃ।

গ্রহগণ কেহই কদাপি ক্রুরও নহেন, খলও নহেন, শুভ বা সৌম্যও নহেন। অবস্থানের স্থান অনুসারে তাঁহাদের কার্য শুভ বা অশুভ নামে কথিত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, রবি-সোমাদি নবগ্রহের প্রত্যেকের ইষ্টদেবী এক এক জন মহাবিড়া।

দিবাকরশ্চ মাতঙ্গী চন্দ্রশ্চ ভুবনেশ্বরী।

কুজশ্চ বগলাদেবী বৃশ্চশ্চ পুরসুন্দরী ॥

তারার বৃহস্পতেশ্চৈব শুক্রশ্চ কমলাগ্নিকা।

শনৈশ্চ দক্ষিণাকালী গ্রহাণামিষ্টদেবতাঃ।

ছিন্নমস্তা তথা রাহোঃ কেতোর্ধূমাবতী তথা ॥

- (১) রবির ইষ্টদেবী মাতঙ্গী, (২) চন্দ্রের ইষ্টদেবী ভুবনেশ্বরী, (৩) মঙ্গলের বগলা, (৪) বুধের ত্রিপুরসুন্দরী ( বোড়শী ), (৫) বৃহস্পতির তারা, (৬) শুক্রের কমলাগ্নিকা, (৭) শনির দক্ষিণাকালী, (৮) রাহুর ছিন্নমস্তা এবং (৯) কেতুর ইষ্টদেবী ধূমাবতী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ প্রসন্না হন এবং তাহার ফলে উৎকট গ্রহগীড়াও প্রশমিত হইয়া যায়।



মাহাত্ম্যং শৃণুমান্নম—ভগবান্ বা ভগবতীর লীলামাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণদ্বারা জীবের অন্তর ও বাহিরের সমুদয় বাধাবিপত্তি ও অশুভ দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, নিত্যনিয়মিত ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণের ফলে ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করেন, প্রবিষ্ট হইয়া তাহার যাবতীয় মালিগ্ন বিশোধিত করিয়া দেন। তখন ভক্ত ভগবানের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরঞ্জন স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্ত যথা শরৎ ॥

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।

মুক্তসর্বপরিব্রেশঃ পাস্থঃ স্বশরণং যথা ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ২।৮।৫-৬ )

শরৎ ঋতু যেমন জলের মালিগ্ন দূর করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের কর্ণচ্ছত্র পথে হৃদয়কমলে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারজনক রাগাদি মলসমূহ দূর করিয়া দেন। যেমন দূরদেশগত পথিক স্বগৃহ প্রাপ্ত হইয়া আর তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে যাহার অন্তঃকরণ বিশোধিত এবং রাগদেবাদি যাবতীয় দোষ তিরোহিত হইয়াছে, সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল কদাপি পরিত্যাগ করেন না।

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৮৭ )

অঙ্কমার্থ। [ মম মাহাত্ম্য-শ্রবণং ] ( আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ) উপসর্গঃ ( উৎপাত সমূহ ) দারুণাঃ গ্রহ-পীড়াঃ চ ( এবং উৎকট গ্রহপীড়া সকল ) শমং যাস্তি ( প্রশমিত হয় ) ; নৃভিঃ দৃষ্টং ( মনুষ্যগণ কর্তৃক দৃষ্ট ) হৃঃস্বপ্নং চ ( অনিষ্টশূচক স্বপ্ন ) সূক্ষ্মপ্তম্ উপজায়তে ( শুভস্বপ্নে পরিণত হয় ) ।

অনুবাদ।—[ আমার মাহাত্ম্যশ্রবণে ] উপসর্গ সমূহ এবং উৎকট গ্রহপীড়াসকল প্রশমিত হয়, মনুষ্যগণের দৃষ্ট হৃঃস্বপ্ন সূক্ষ্মপ্তে পরিণত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী।

উপসর্গাঃ—(১) উৎপাত হুচিত দোষ সমূহ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। (২) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাধাসমূহ ( শান্তনবী )।



গ্রহসীড়া: চ দারুণাঃ—আদিত্যাদি গ্রহকৃত ভয়ানক বাধাসমূহ।

দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে—(১) দুঃস্বপ্নং দৃষ্টঃ স্বপ্নঃ যস্মিন্ তদ্ দুঃস্বপ্নং, সুস্বপ্নং শোভনঃ স্বপ্নো যস্মিন্ ফলে তৎ সুস্বপ্নম্ (শান্তনবী)। (২) দুঃস্বপ্নং দৃষ্টঃ অসংফলপ্রদঃ স্বপ্নঃ যস্য দর্শনশ্চ বিষয়ঃ তদ্ দৃষ্টং দর্শনং, সুস্বপ্নং সংফলপ্রদ-স্বপ্নবিষয়কং ভবতি (গুপ্তবতী)। স্বপ্ন শব্দ পুংলিঙ্গ। দুঃস্বপ্নং ও সুস্বপ্নং পদ দ্বারা দুঃস্বপ্নসূচিত অশুভ ফল এবং সুস্বপ্নসূচিত শুভ ফল বুঝাইতেছে; এইজন্ত ক্লাবলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে। শান্তনবী টীকাकारের মতে “দুঃস্বপ্নশ্চ নৃতি দৃষ্টঃ সুস্বপ্ন উপজায়তে” এরূপ স্থগম পাঠও দৃষ্ট হয়।

দুঃস্বপ্ন নানাবিধ অশুভ ফল সূচনা করে। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া তাহা শান্তির জন্ত চণ্ডীপাঠ ও প্রবণ করিলে ঐ অশুভ নিবারিত হয় এবং সুস্বপ্ন সদৃশ শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে।

স্বপ্নফল—স্বপ্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে স্বপ্ন শুধু অর্থহীন অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল চিন্তারামি নহে। স্বপ্নের তাৎপর্য ঠিক মতে বুঝিতে পারিলে তদ্বারা জীবনরহস্যের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কেহ কেহ স্বপ্নকে ভবিষ্যতের দিগদর্শন যন্ত্র বলিয়াছেন। অনেক সময় স্বপ্নে জীবনের ভাবী শুভ ও অশুভ ঘটনা সূচিত হইয়া থাকে। এইজন্ত স্বপ্নের স্বার্থ তাৎপর্য অবগত হইবার নিমিত্ত প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির ভিতরেই নানাভাবে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও বৈদ্যকাদি শাস্ত্রগ্রন্থে স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তার আলোচনা দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্তে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “হে দুঃস্বপ্ন দেবতা! তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ, তুমি সরিয়া যাও, পলায়ন কর, দূর স্থানে যাইয়া বিচরণ কর।” অথর্ব-বেদের অনেক স্থানে দুঃস্বপ্ন ও তাহার প্রতীকারমন্ত্রের উল্লেখ আছে। দুঃস্বপ্ন-দেবতা নিদ্রাদেবীর অঙ্গুত। সুতরাং দুঃস্বপ্ন-দেবতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত নিদ্রা দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অনেক পুরাণে স্বপ্নাধ্যায় দৃষ্ট হয়; তাহাতে সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের বিবরণ এবং দুঃস্বপ্নের প্রতীকারোপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মধণ্ডে ৭৭ অধ্যায়ে সুস্বপ্ন এবং ৮২ অধ্যায়ে দুঃস্বপ্ন বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজরাজ নন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, “কোন্ স্বপ্নে কিরূপ পুণ্য, কিরূপ স্বপ্নে সুখ লাভ হয়, আর কোন্ স্বপ্নই বা সুস্বপ্ন তাহা কীৰ্ত্তন কর।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—



বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মহু ।

তথৈব কথশাখায়াং পুণ্যাকাণ্ডে মনোহরে ॥

স ব্যক্তো যশ্চ হুঃস্বপ্নঃ শব্দং পুণ্যফলপ্রদঃ ।

তৎসৰ্ব্বং নিখিলং তাত কথয়ামি নিশাময় ॥

স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যফলপ্রদম্ ।

স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রদ্ধা গদ্যান্নানফলং লভেৎ ॥ ( ৭৭।২-৪ )

তাত ! বেদের মধ্যে সামবেদ সৰ্ব্বকৰ্ম্মে প্রশস্ত । শুক্ল যজুর্বেদীয় কাথশাখায় মনোহর পুণ্যাকাণ্ডে হুঃস্বপ্ন এবং পুণ্যফলদায়ক স্বপ্ন সৰ্ব্বদে যাহা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন । মানব যে স্বপ্নাধ্যায় শ্রবণে গদ্যান্নানের ফললাভ করে, আমি সেই বহু পুণ্যপ্রদ স্বপ্নাধ্যায় কীর্তন করিতেছি ।

নিষ্ফল স্বপ্ন—চিন্তা-ব্যাদিষুক্ত মানব দিবাভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্যালোচনা করে, স্বপ্নযোগে তৎসমুদয়ই দর্শন করিয়া থাকে ; সুতরাং সেই সকল নিষ্ফল হয়, তাহাতে সংশয় নাই । মৃত্র বা পুরীষে জড়ীভূত, গৌড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ বা মূক্তকেশ পুরুষের স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না । নিজালু ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনান্তে যদি নিদ্রিত হয় অথবা বিমূঢ়তা বশতঃ রাত্রিতে তাহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নজ ফললাভ করিতে পারে না ।

স্বস্বপ্ন—মহুত্ব যদি গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, পৰ্ব্বত ও বৃক্ষে আরোহণ এবং ভোজন ও রোদন করা স্বপ্ন দেখে, তাহা হইলে সে ধনলাভ করিয়া থাকে । স্বপ্নযোগে বোণা গ্রহণ করিলে শস্ত্রপূর্ণা ভূমি লাভ করে । যদি কেহ স্বপ্নযোগে শস্ত্রান্ত্রে বিদ্ধ ও ত্রণে ক্লিষ্ট হয় এবং গাত্রে কুমি, বিঠা ও কখির দর্শন করে তাহা হইলে তাহার অর্থ লাভ হয় । স্বপ্নে গজ, নৃপ, স্তবর্ণ, কষক, ধেনু, দ্বীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কণ্ঠা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীৰ্ত্তি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে । স্বীয় মন্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুক্ল মাগ্য দান করিতেছেন, যে এরূপ স্বপ্নদর্শন করে, সে রাজা হয় । যে ব্যক্তি স্বপ্নে পশ্চিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুষ্পক প্রাপ্ত হয়, সে পৃথিবীতে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয় । স্বপ্নে যাহাকে কোনও ব্রাহ্মণ মজ্জ বা শিলাময়ী প্রতিমা দান করেন, তাহার মন্ত্রশক্তি হয় । ( বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ত্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ৭৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) ।

হুঃস্বপ্ন—যে ব্যক্তি স্বপ্নে হাশ্ব করে, কিম্বা বিবাহ বা নৃত্যদর্শন অথবা স্নীত শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহার বিপত্তি হয় । স্বপ্নে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ করিতে দেখিলে ধন হানি হয় এবং শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে । স্বপ্নে যাহার মন্তক হইতে কোন



দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্বক ছত্র গ্রহণ করে, তাহার পিতৃ বিয়োগ, গুরুবিয়োগ বা রাজবিয়োগ হইয়া থাকে। স্বপ্নে মহিষ, উষ্ট্র, ভল্লুক, শূকর ও গর্দভ সমূহ রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবমান হয় নিশ্চয় সে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। (ঐ ৮২ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৩ অধ্যায়ে মৃত্যুশূচক কতগুলি দুঃস্বপ্নের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে ;—

বাস্তে মূত্রপুরীষে চ যঃ স্বর্ণং রজতং তথা ।

প্রত্যক্ষং কুরুতে স্বপ্নে জীবৎ স দশমাসিকম্ ॥

স্বপ্নযোগে মূত্র, পুরীষ ও বমি এই সকলের মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য দর্শন করিলে সে ব্যক্তি দশ মাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে।

ঋক্ষ-বানরযানস্থো গায়ন্ যো দক্ষিণাং দিশম্ ।

স্বপ্নে প্রয়াতি তস্তাপি ন মৃত্যুঃ কালমুচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ভল্লুক ও বানর যানে সমারুঢ় হইয়া সঙ্গীত করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহার মৃত্যুকাল অতীব আসন্ন জানিবে।

রক্তকৃষ্ণাধরধরা গায়ন্তী হস্তা চ যম্ ।

দক্ষিণাশাং নয়েন্নরী স্বপ্নে সৌহপি ন জীবতি ॥

স্বপ্নযোগে রক্তকৃষ্ণ বস্ত্রধারিণী কামিনী সহস্র বদনে গান করিতে করিতে যাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে গমন করে, তাহাকে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং মহাবলম্ ।

একং সংবীক্ষ্য বস্ত্রস্তং বিজ্ঞান্মৃত্যুমুপস্থিতম্ ॥

কেহ স্বপ্নে মহাবল নগ্ন ক্ষপণকে একাকী হাসিতে হাসিতে গমন করিতে দেখিলে জানিবে, তাহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে।

আমন্তক-তলাদৃ বস্ত্র নিমগ্নং পঙ্কসাগরে ।

স্বপ্নে পশুত্যাখ্যানং স সন্তো ত্রিষতে নরঃ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্বীয় দেহকে আমন্তক কদমসাগরে মগ্ন দর্শন করে, সত্তাই তাহার মৃত্যু সজ্জাটিত হয়।

কেশাঙ্গারাস্তথা ভস্ম ভুজ্ঞান্ নির্জলাং নদীম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বপ্নে দশাহাং তু মৃত্যুরেকাদশে দিনে ॥



স্বপ্নযোগে কেশ, অঙ্গার, ভস্ম, সর্প ও শুষ্ক নদী নেত্র পথে পতিত হইলে দশাহর পরে একাদশ দিনে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

করাইল বিকটে: কৃষ্ণঃ পুরুষৈরুত্তমৈঃ ।

পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সত্ত্বো মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥

স্বপ্নে করাল ও বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ সশস্ত্র পুরুষেরা পাষাণ দ্বারা যাহাকে আঘাত করে সত্ত্ব তাহার মৃত্যু ঘটয়া থাকে।

পততো যন্ত বৈ গর্তে স্বপ্নে দ্বারং পিশীযতে ।

ন চোত্তিষ্ঠতি যঃ স্বভ্রাং তদন্তং তন্ত জীবিতম্ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে গর্তমধ্যে নিপতিত হইয়া বহির্গত হইবার দ্বার প্রাপ্ত হয় না, স্তবরাং উঠিতে অশক্ত হয়, তাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

স্বপ্নে হস্মিৎ প্রবিশেদ্ যন্ত ন চ নিষ্ক্রমতে পুনঃ ।

জলপ্রবেশাদপি বা তদন্তং তন্ত জীবিতম্ ॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে বহিমধ্যে বা সলিলাভাস্তরে প্রবেশ করিয়া পুনর্বার বহির্গত হইতে না পারে, তাহার জীবনের শেষ হইয়াছে জানিবে।

দুঃস্বপ্নশাস্তি—দুঃস্বপ্ন দর্শন জনিত অশুভ শাস্তির নিমিত্ত কি কি করণীয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দকে উপদেশ দিতেছেন,—

রক্তচন্দনকাষ্ঠানি স্মৃতান্তানি জুহোতি যঃ ।

গায়ত্র্যাশ্চ সহস্রৈশ্চ তেন শাস্তি বিধীয়তে ॥ ৪২

সহস্রধা জপেদ্ যোহি ভক্ত্যৈব মধুসূদনম্ ।

নিষ্পাপো হি ভবেৎ সো হপি দুঃস্বপ্নঃ স্মৃথবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩

( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, অধ্যায় ৮২ )

এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে যে ব্যক্তি স্মৃতান্ত রক্ত চন্দন কাষ্ঠের আহুতি দান ও সহস্র গায়ত্রী জপ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন সূচিত অশুভ শাস্তি হয়। অথবা যে মানব ভক্তিসহকারে সহস্রবার মধুসূদন নাম জপ করে, সে ও নিষ্পাপ হয় এবং দুঃস্বপ্ন স্মৃথপ্রদ হইয়া থাকে।

“ওঁ হ্রীঁ শ্রী ক্লী দুর্গতিনাশিণৈ মহামায়ারৈ স্বাহা” ।

কল্পবৃক্ষো হি লোকানাং মন্ত্রঃ সপ্তদশাঙ্করঃ ।

শুচিশ্চ দশধা জপ্ত্বা দুঃস্বপ্নঃ স্মৃথবান্ ভবেৎ ॥ ৪৬



এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র সর্বলোকের কল্লবৃক্ষস্বরূপ। শুচি হইয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে দুঃস্বপ্ন শুভপ্রদ হইয়া থাকে।

ও নমো মৃত্যুঞ্জয়ায়েতি স্বাহাস্তং লক্ষণা জপেৎ ।

দৃষ্ট্বা চ মরণং স্বপ্নে শতাব্দ্যুচ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫

“ও নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা” এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে মানব মৃত্যুশূচক স্বপ্নদর্শনেও শতাব্দ্যু হইয়া থাকে।

### [ চণ্ডীপাঠের বিশেষ বিশেষ বিনিয়োগ ]

মন্ত্র ১৮, ( পৃ: ৮৭ )

অম্বস্বার্থ।—[মম মাহাত্ম্যশ্রবণম্] (আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ) বালগ্রহ-অভিভূতানাং (পুতনা প্রভৃতি বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত) বালানাং শাস্তি-কারকম্ (শিশুগণের শাস্তি বিধায়ক); নৃণাং সংস্রাত-ভেদে চ (এবং মনুষ্যগণের বন্ধুতা বিচ্ছেদে) উত্তমং মৈত্রী-করণম্ (উৎকৃষ্ট মৈত্রী-ভাব সংস্থাপক)।

অনুবাদ।—[আমার মাহাত্ম্যশ্রবণে] বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত শিশুদিগের শাস্তিবিধান হয় এবং মনুষ্যগণের পরস্পর বন্ধুত্ব হানি ঘটিলে উত্তমরূপে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

টিপ্পনী।

বালগ্রহাভিভূতানাং—বালগ্রহাঃ পুতনাদয়ঃ কুমারতন্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ তৈঃ অভিভূতানাং ধর্ষিতানাং (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। কুমারতন্ত্রে অর্থাৎ শিশুচিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পুতনাদি বালগ্রহগণ শিশুকে আক্রমণ করিলে ঐ আপদ শান্তির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠও শ্রবণ কর্তব্য।

বালগ্রহ—(১) বালগ্রহাঃ মাতৃগ্রহাদয়ঃ (চতুর্ধরী)। (২) ডাক্তিগ্রাদয়ঃ (দংশোদ্ধারঃ) (৩) বালানাং মাণবকানাং শিশুনাং গ্রহাঃ পীড়াকরাঃ হিংস্রাঃ ভূতাঃ পুতনাদয়ঃ (শাস্তনবী)।

সুশ্রুত সংহিতা, উত্তরতন্ত্র ২৭-৩৭ অধ্যায়ে, ভাবপ্রকাশের বালরোগাধিকারে বালগ্রহকৃত রোগ ও চিকিৎসা বিবরণ লিখিত আছে। ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে,—

বালগ্রহা অনাচারাং পীড়য়ন্তি শিশুং যতঃ ।

তস্মাত্তদুপসর্গেভ্যো রক্ষেন্দু বালং প্রযত্নতঃ ॥



অনাচার হইলে বালগ্রহগণ বালকদিগকে পীড়ন করে, এজন্ত গ্রহগণ যাহাতে বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালককে রক্ষা করা কর্তব্য।

যে বংশে দেববাগ ও পিতৃবাগ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সংকার হয় না এবং যে বংশ শৌচাচার বিরহিত ও কুৎসিত ব্যবহারে নিরত, সেই বংশে বালকদিগকে বালগ্রহগণ অলক্ষিতে হিংসা করিয়া থাকে। বালগ্রহ নয়টি যথা—(১) স্কন্দ, (২) স্কন্দাপস্মার, (৩) শকুনী, (৪) রেবতী, (৫) পূতনা, (৬) অন্ধপূতনা, (৭) শীত পূতনা, (৮) মুখমুণ্ডিকা এবং (৯) নৈগমেয়। এই নয়টি বালগ্রহের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ। রাবণ কৃত বালতন্ত্রে বালগ্রহদিগের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে বালগ্রহগণের অগ্রপ্রকার নাম দৃষ্ট হয় যথা (১) নন্দা নামক মাতৃকা, (২) সুনন্দা নামক মাতৃকা, (৩) পূতনা, (৪) মুখমুণ্ডিকা, (৫) কটপূতনা, (৬) শকুনিকা, (৭) শুষ্করেবতী, (৮) অর্ধকা মাতৃকা, (৯) স্মৃতিকা মাতৃকা, (১০) নিধ্বর্তা মাতৃকা, (১১) পিলিপিচ্ছিকা মাতৃকা, (১২) কাম্বুকা নাম্নী মাতৃকা। এই সকল মাতৃকা আক্রমণ করিলে ইহাদের পূজা ও বলি দিলে মাতৃকাসকল প্রসন্ন হইয়া বালককে পরিত্যাগ করে, তখন বালক আপনা হইতেই নিরাময় হইয়া উঠে। শ্রীশ্রী-চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণে বালগ্রহ শান্তি হইয়া থাকে।

সংস্রাতভেদে—সজাতীয়ানাং মূখ্যানাং মিথো বৈমনশ্চে ( গুপ্তবতী )। সজাতীয় ঐক্যভাবাপন্ন মনুষ্যগণমধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বহানি ও বিরোধ উপস্থিত হইলে চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণের ফলে পুনঃ মৈত্রী সংস্থাপিত হয়।

অঙ্ক ১৯, ( পৃ: ৮৭ )

অন্বয়ার্থ।—[ মম মাহাত্ম্য-পঠনং শ্রবণং বা ] ( আমার মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ ) অশেষাণাং দুর্কৃতানাং ( সমস্ত দুর্কৃতগণের ) পরং বলহানিকরং ( অত্যন্ত বলনাশকারক )। পঠনাদ্ এব ( পাঠ মাত্রই ) রক্ষঃ-ভূত-পিশাচানাং ( রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের ) নাশনম্ [ ভবতি ] ( দূরীকরণ হয় )।

অনুবাদ।—ইহা ( চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ ) সমস্ত দুর্কৃতগণের সান্তিশয় বলনাশ করে। ইহা পাঠ মাত্রই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের দূরীকরণ হইয়া থাকে।



## টিপ্পনী ।

**দুর্বৃত্তানাম্**—দুঃখং বৃত্তং চরিতং যেষাং তে দুষ্টাচারাঃ দুর্বৃত্তাঃ প্রাণিনঃ তেষাম্ (শাস্তনবী) । সাধকের সাধন পথে দুর্বৃত্তগণ নানাপ্রকার বাধা উৎপাদন করে । দেবী-মাহাত্ম্য নিত্য শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা সাধকের অন্তরে এমন শক্তি সঞ্চারিত হয় যদ্বারা দুর্বৃত্তগণের প্রযুক্ত ষাবতীয় প্রতিকূলতা ব্যর্থ হইয়া যায় ।

**রক্ষোভূতপিশাচানাম্**—রক্ষসাং মায়োপজীবিনাং লঙ্কাদিবাসিনাং, ভূতানাং বাল-গ্রহাদীনাম্, পিশাচানাং পিশিতাশিনাং তামসানাং চ পীড়কানাম্ অদৃশরূপাণাম্ (শাস্তনবী) ।

রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ—ইহারা তামস প্রকৃতি সম্পন্ন, মনুষ্যপীড়ক অদৃশরূপধারী দেবযোনি বিশেষ । দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, দেবযোনি অষ্টবিধ যথা,—

দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-বক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।

ভূতা বিতাদ্যরাষ্টৈব অষ্টৌ তে দেবযোনয়ঃ ॥

রাক্ষস, ভূত ও পিশাচাদির অবস্থান সম্বন্ধে দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—সিদ্ধ, চারণ ও বিতাদ্যরগণের অধ্যুষিত অযুতযোজন পরিমিত পবিত্র লোকের অধোভাগে বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত ও প্রেতগণের যে বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, জ্ঞানী মহাত্মারা ঐ গ্রহনক্ষত্রবিহীন স্থানকেই অস্তরীক্ষ বলেন । যতদূর পর্য্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় ও যে পর্য্যন্ত মেঘবৃন্দ উদয় পায়, সেই পর্য্যন্তই ইহার সীমা । অস্তরীক্ষের শতযোজন নিম্নে পৃথিবী রহিয়াছে । (দেবী-ভাগবত, ৮।১৮।৮-১১)

**বিঘ্নাপসারণ**—রাক্ষস, ভূত ও পিশাচাদি অহিতকারী দেবযোনিগণ সাধন কার্যে নানাবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে । এই কারণে পূজারন্ত্রে বিঘ্নাপসারণ অবশ্য কর্তব্য ।

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনম্ ।

অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ স্তম্বীঃ ॥

( তন্ত্রসারঃ )

প্রথমে বিঘ্নসমূহের উৎসারণপূর্ব্বক সাধক পশ্চাৎ আসন কল্পনা করিবেন, অথবা আসনে উপবিষ্ট হইয়াই বিঘ্নোৎসারণ করিবেন । শাস্ত্রবতন্ত্রে দিব্য, অস্তরীক্ষগত ও ভৌম—এই ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণের উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—

ততো দিব্যাংশ্চাস্তরীক্ষান্ ভৌমান্ বিঘ্নান্নিবারয়েৎ ।

দিব্যদৃষ্ট্যা চাস্ততোমৈঃ পার্শ্বাভ্যন্তরেণ চ ॥ (পটল, ৮)



অনন্তর ( মণ্ডপপ্রবেশের পর ) সাধক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিষয়কে, অস্ত্রমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা অন্তরীক্ষগত বিষয়সমূহকে এবং পার্শ্ববাতায় দ্বারা পার্শ্ব বিষয়সমূহকে নিবারণ করিবেন ।

অনিমেষণ চক্ষু দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি: প্রকীৰ্ত্তিতা ।

( বিশ্বসারতন্ত্র, দ্বিতীয় পটল )

নির্নিমেষ চক্ষুদ্বারা যে দৃষ্টি, তাহারই নাম “দিব্যদৃষ্টি” ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ মাত্রই অহিতকারী দেবঘোনিগল দূরীকৃত হয় এবং তাহার সাধকের আর কোনপ্রকার বিষ উৎপাদন করিতে পারে না ।

### [ চণ্ডীপাঠে দেবীর সাম্নিধ্য লাভ ]

মন্ত্র ২০, ( পৃ: ৮৭ )

অর্থার্থ।—মম ( আমার ) সৰ্বম্ এতৎমাহাত্ম্যং ( সমগ্র এই মাহাত্ম্য পাঠ অর্থাৎ সমগ্র চণ্ডীপাঠ ) মম সন্নিধিকারকম্ ( আমার সাম্নিধ্য সম্পাদক ) ।

অনুবাদ।—আমার সমগ্র এই মাহাত্ম্য পাঠে [সাধক] আমার সাম্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।

এই মন্ত্রটি অর্দ্ধপণ্ডিত্যক ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

সৰ্ব্বং—কুৎস্রম্ এতদাদি-মধ্যাবসান-লক্ষণম্ ( শাস্তনবী ) । প্রথম, মধ্যম ও উত্তম—এই চরিত্রত্রয়যুক্ত সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য ।

মঠমন্ত্রমাহাত্ম্যং—দেবীভাগবতের টীকাকার শৈবনীলকণ্ঠ “চরিত্রত্রয় পাঠক নিত্যং কুৰ্য্যাৎ” ( দেবীভাগবত, ৫।৩৪।১২ ) এই শ্লোকোক্তের টীকাতে লিখিয়াছেন,—যদিও দেবীভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে দেবীর মধ্যম ও উত্তম চরিত্রত্রয় এবং প্রথম স্কন্ধে প্রথম চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, যতপি বামনপুরাণেও চরিত্রত্রয় বর্ণিত আছে, তথাপি মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চরিত্রত্রয়ই সংক্ষিপ্ততা হেতু গ্রাহ্য । উহারই নিত্যপাঠ কর্তব্য । “মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তমেব সংক্ষিপ্তত্বাৎ গ্রাহ্যম্ । স চ পাঠো নিত্যঃ ।”



মম সান্নিধিকারকম্—মম দেব্যাঃ সান্নিধ্যভাবস্ত কারকং নৈকট্যকারকম্ (শান্তনবী)।  
চরিত্রভ্রমযুক্ত সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিতে করিতে সাধক ক্রমে ক্রমে দেবীর  
সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

যে তু হৃদীয়-চরণাম্বুজকোষগন্ধঃ  
জিহ্বন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।  
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং  
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুজহাং স্বপুংসাম্ ॥ (৩।৩।৫)

হে নাথ ! যে সকল ভক্ত তোমার চরণারবিন্দ মকরন্দের স্নগন্ধ শ্রুতি (শান্ত) রূপ  
বায়ুযোগে প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণপুটে আশ্রাণ করেন ও পরাভক্তিযোগে তোমার শ্রীচরণ হৃদয়ে  
ধারণ করেন, তুমি এরূপ নিজ ভক্ত জনের হৃদয়পদ্ম কখনও পরিত্যাগ কর না।

ভগবৎসান্নিধ্য লাভে সাধকের জীবনে যে মহা সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, সে বিষয়ে  
পরম ভক্ত উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

বিদ্রাবিতো মোহ-মহান্ধকারো  
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাং।  
বিভাবসোঃ কিং নু সমৌপগন্ত  
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাত ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২৩।৩৭)

হে অজ ! হে আত্ম ! আমি যে মোহময় অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়াছিলাম, আপনার  
সান্নিধ্যলাভ হেতু তাহা দূরীভূত হইয়াছে ; অগ্নির নিকটবর্তী ব্যক্তির উপরে শীত, অন্ধকার ও  
ভয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কি ?

[ দেবীর সংবৎসরব্যাপী পূজা ও চণ্ডীপাঠ ]

মন্ত্র ২১—২২, (পৃঃ ৮৭)

অন্বয়ার্থ—উত্তমৈঃ (উৎকৃষ্টঃ) পশু-পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপৈঃ চ (পশুবলি, পুষ্প, অর্ঘ্য ও  
ধূপদ্বারা) তথা (এবং) গন্ধ-দীপৈঃ (চন্দনাদি গন্ধ ও প্রদীপ দ্বারা), বিপ্রাণাং ভোজনৈঃ  
(ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা), হোমৈঃ (হোম দ্বারা) প্রোক্ষণীভৈঃ (পঞ্চামৃতাদি অভিষেকদ্রব্য  
দ্বারা), অষ্টৈঃ চ বিবিধৈঃ ভোগৈঃ প্রদানৈঃ (এবং অষ্টাঙ্গ নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান দ্বারা)



অহর্নিশং [ পূজয়িত্বা ] বৎসরেণ ( দিব্যরাত্রি পূজা করিয়া এক বৎসরকাল মধ্যে ) মে ( আমার ) যা প্রীতিঃ ক্রিয়তে ( যে প্রীতি উৎপাদিত হয় ), অস্মিন্ স্মরিতে ( এই পুণ্য চরিত্র ) সক্রুং ( একবার ) শ্রুতে [ সতি ] ( শ্রবণ করিলে ) সা [ প্রীতিঃ উৎপত্ততে ] ( সেই প্রীতি জন্মিয়া থাকে ) ।

অনুবাদ ।—উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, অভিষেক দ্রব্য এবং অগ্ন্যাগ্ন্য নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য প্রদানের দ্বারা এক বৎসর দিব্যরাত্রি পূজা করিলে আমার যে প্রীতি হয়, এই পুণ্য চরিত্র একবার মাত্র শ্রবণে আমার তদ্রূপ প্রীতি জন্মিয়া থাকে ।

টিপ্পনী ।—

পূজাদি হইতেও চণ্ডীপাঠ দেবীর অধিকতর প্রীতিজনক, ইহা বলা হইতেছে ( ভগ্নপ্রকাশিকা ) ।

পশুভিঃ—চতুষ্পাদিঃ ছাগ-মেষ-মহিষ-মাতঙ্গাদিভিঃ । দ্বিপাদিঃ মহাপশুভিশ্চ নরৈঃ ( শাস্ত্রনবী ) । “পশু” শব্দ দ্বারা ছাগ, মেষ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুকে বুঝায় এবং দ্বিপদবিশিষ্ট মহাপশু মন্ত্রজ্ঞকে বুঝায় । (২) পশুঃ=পশুভিঃ ( নাগোজী ) ।

পশু—জাবালি উপনিষদে “পশু” শব্দের তাৎপৰ্য্য উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পৈঙ্গলাদি মহর্ষি জাবালিকে প্রশ্ন করিলেন, পশু কাহার? জাবালি উত্তর দিলেন, “জীবাঃ পশব উক্তাঃ, তৎপতিত্বাং পশুপতিঃ” । শাস্ত্রে জীবই পশু বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সেই পশুরূপী জীবের প্রভু বলিয়া ভগবান্‌ই পশুপতি । পৈঙ্গলাদি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জীবকে পশু এবং ভগবান্‌কে পশুপতি বলিবার হেতু কি? জাবালি উত্তরে বলিতেছেন,—

“যথা তৃণাশিনো বিবেকহীনাঃ পরশ্রেষ্ঠাঃ কৃষাদিকর্ম্মস্থ নিযুক্তাঃ সকলদুঃখসহাঃ স্বস্বামিবধ্যমানা গবাদয়ঃ পশবঃ । যথা তৎস্বামিন ইব সর্ব্বজ্ঞ দৈশঃ পশুপতিঃ ।”

যাহারা তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট ; ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা যাহাদিগের এতটুকুও নাই ; পরের আদেশ পালন করিতে এবং সকল প্রকার দুঃখ সহিয়া থাকিতেই যাহারা অভ্যস্ত ; এবং এইজগৎই যাহাদিগকে রজ্জুরাশি বাঁধিয়া তাহাদের প্রভুরা ভূমিক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কার্যে নিযুক্ত করে, সেই গো-মহিষাদি প্রাণীকে যেমন আমরা পশু বলি এবং



তাহাদের উপর যাহারা বর্জ্য করে, তাহাদিগকে যেমন পশুপতি বা পশুপাল বলি, এখানেও সেইরূপ সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্যহীন জীব "পশু"পদ বাচ্য এবং তাহাদের উপর যিনি বর্জ্য করিতেছেন, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ভগবানই "পশুপতি"।

পশুপাশ মোচন বা জীবত্বের উচ্ছেদপূর্বক পরমেশ্বরের তাদাত্ম্য লাভ—ইহাই পশুবলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

অর্থ্য :—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রানি দধ্যাক্ষত-তিলানি চ।

যবাঃ সিদ্ধার্থকাঠৈশ্চ বহুঋদ্ধো হর্ষাঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

( নাগোজ্জীভট্ট-ধৃত )

জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত ( আতপতণ্ডুল ), তিল, যব এবং সিদ্ধার্থ ( শ্বেতসর্বপ ) এই আটটি দ্রব্যদ্বারা অর্থ্য রচনা করিতে হয়। কালিকাপুরাণে অর্থ্যরচনা ও অর্থ্যদান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

কুশ-পুষ্পাঙ্কতৈশ্চ সিদ্ধার্থৈশ্চন্দনৈস্তথা।

তোয়ৈর্গন্ধৈর্ধ্বজলৈর্ধ্বাং দত্তাত্মু সিদ্ধয়ে ॥

অর্থ্যেণ লভতে কামানর্থ্যেণ লভতে ধনম্।

পুত্রাশ্বঃসুখমোক্ষাণি দানাদর্থ্যশ্চ বৈ লভেৎ ॥

( ৬৮।৪৫-৪৬ )

কুশ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, শ্বেত সর্বপ, চন্দন এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের যাহা যাহা লব্ধ হইবে তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অর্থ্যদান করিবে। অর্থ্যদান দ্বারা কামনার সিদ্ধি হয়, অর্থ্যদ্বারা ধনলাভ হয় এবং অর্থ্যদান করিলে পুত্র, আশ্ব, সুখ ও মোক্ষলাভ হয়।

ধূপৈঃ চ—কর্পূগাণ্ডক-মৃগমদাদিগর্ভিতৈঃ বহুরূপাদিভিঃ নানাকৃতিগন্ধৈঃ। চ শব্দাৎ শ্রীবাসাদি-ধূপা গৃহস্তে ( শাস্ত্রনবী )। কর্পূর, অণ্ডক, মৃগনাভি প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত কৃত্রিম ধূপ এবং সরলবৃক্ষের নির্যাসে প্রস্তুত শ্রীবাসাদি ধূপ এই প্রকার বহুবিধ ধূপ পূজাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গন্ধৈঃ—গন্ধসার-ঘনসার-রক্তচন্দন-মৃগমদ-কঙ্কোলাণ্ডক-কুঙ্কুমাдиভিঃ ( শাস্ত্রনবী )। গন্ধসার ( শ্বেতচন্দন ), ঘনসার ( কর্পূর ), রক্তচন্দন, মৃগনাভি, কঙ্কোলবৃক্ষজাত গন্ধ, অণ্ডক, কুঙ্কুম প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য পূজাতে ব্যবহৃত হয়।



দীপৈঃ—কৰ্পূবস্তুতাদিপ্রবর্তিতৈঃ মাণিক্যমহোভিরূপকল্লিতৈঃ, সূর্যমহোভি চন্দ্র-মহোভিঃ, উদ্ভুমহোভিঃ, পরমাশ্মপরজ্যোতি ভস্ম উপকল্লিতৈঃ অর্শিতৈঃ ( শাস্ত্রনবো ) । মাণিক্যজ্যোতি, সূর্যজ্যোতি, চন্দ্রজ্যোতি, নক্ষত্রজ্যোতি এবং পরমাশ্মজ্যোতি এই পঞ্চবিধ ভ্যোতি কল্পনা করিয়া দেবীকে পঞ্চপ্রদীপ দান করিতে হয় । কৰ্পূর, স্তম্ভাদি সহযোগে ঐ দীপ প্রস্তুত করিতে হয় ।

বিপ্রাণাং ভোজনৈঃ—বিপ্রাণাং কর্তব্য ভোজনৈঃ ষড়্রসোপৈতৈঃ ভোজ্যৈঃ অন্নাদিভিরুচিতৈঃ ( শাস্ত্রনবো ) । দেবীভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্বক ভোজন করান দেবীপূজার অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান । তাঁহাদিগকে মধু, লবণ, তিল, কষায়, অন্ন ও কটু—এই ষড়্ভব রসযুক্ত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলে দেবী পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ।

বিপ্র—বিশেষণ প্রাপ্তি পূরয়তি ষট্কার্যানি ( বি—প্রা+ড ) কিংবা উপাতে ধর্মবৌদ্ধমত ইতি ( বপ্+র ) [ ভরতঃ ] । যিনি নিয়ত বিশেষ প্রকারে যজ্ঞ, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি কর্ম আচরণ করেন ; অথবা যাহাতে ধর্মবৌদ্ধ বপন করা যায় অর্থাৎ যিনি ধর্মের ক্ষেত্রস্বরূপ বা ধর্ম যাহাতে অঙ্কুরিত হয়, তাঁহাকে “বিপ্র” বলা হইয়া থাকে । ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্ত মূর্তিধর্মস্ত শাস্ততী ।

স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

( মনুসংহিতা, ১৯৮ )

ব্রাহ্মণের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্মের শাস্ত মূর্তিমান্ অবস্থা । ধর্মার্থে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন ।

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অধ্যাত্মবিচারে পারদর্শিতা লাভ করিলে বিপ্রত্ব এবং উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন । আর ব্রাহ্মণকূলে জন্মিয়া দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্ব লাভ করিলে তিনি শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন ।

জন্মনা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বিদ্যায়া য়াতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্ ।

( প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ )



ব্রাহ্মণ-ভোজন—কোন দৈব বা পৈতৃকাক্ষের অনুষ্ঠান করিলে তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করান অবশ্য বিধেয়। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

দৌ দৈবে পিতৃকার্যে জ্ঞানৈককমুভয়জ বা ।  
ভোজয়েৎ স্বসমৃদ্ধোহপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥  
সংক্রিয়াং দেশকালো চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ ।  
পঠৈতান্ বিস্তরো হস্তি তস্মাৎসেহেত বিস্তরম্ ॥

( মনু, ৩।১২৫-৬ )

দৈবকার্যে দুই ও পিতৃকার্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা উভয়কার্যেই একজন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও বিস্তর ব্রাহ্মণভোজনে আসক্ত হইবে না। ব্রাহ্মণবাহুল্য হইলে তাহাদের সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধাশুদ্ধ এবং পাত্রাপাত্র বিচার—এই পাঁচটি বিষয়ে কোন নিয়ম থাকে না; এই কারণে ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে।

দৈবকার্যোপলক্ষে কিরূপ অধিকারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান কর্তব্য এবং পিতৃকার্যোপলক্ষে কিরূপ, সে বিষয়ে মনু বলিতেছেন,—

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্থথাপরে ।  
তপঃ স্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কৰ্ম্মনিষ্ঠাস্থথাপরে ॥  
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ ।  
হব্যানি তু যথাশ্রায়ং সৰ্ব্বেষু চতুৰ্ধুপি ।

( মনু, ৩।১৩৪-৫ )

দ্বিজগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপশ্চাংপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপশ্চা ও স্বাধ্যায় উভয়নিষ্ঠ এবং অপর কেহ কেহ কৰ্ম্মনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে কব্য তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেই যত্নপূর্বক স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু দেবসম্বন্ধীয় হব্যসকল যথাবিধি ঐ চারিপ্রকার ব্রাহ্মণকেই দেওয়া যাইতে পারে।

প্রোক্ষণীকায়ৈঃ—(১) পঞ্চামৃতভিষেকাদিভিঃ (নাগোজী)। দধি, দুগ্ধ, সূত, মধু ও শর্করা এই পঞ্চামৃত দ্বারা দেবীকে অভিষেক বা স্নান করাইতে হয়, ইহারই নাম “প্রোক্ষণ”। প্র—উক্ষ+লুট্, উক্ষ সেচনে। (২) পঞ্চামৃতবন্নীরাদি মহাভিষেকৈঃ (শুগ্ধবতী)।



পঞ্চামৃত দ্বারা যেমন দেবীকে স্নান করাইতে হয়, তদ্রূপ গন্ধাজলাদি বহুবিধ স্নানীয় দ্রব্যদ্বারা দেবীকে মহাভিষেক বা মহাস্নান করাইতে হয়। (৩) 'প্রোক্ষণ' শব্দের আর একটি অর্থ, যজ্ঞীয় পশুর গাত্রে সমস্তক জল স্পর্শন ও যজ্ঞার্থে পশু হনন। কিন্তু আলোচ্য স্থলে এই অর্থ গ্রহণীয় নহে, যেহেতু "পশু-পুষ্পার্ঘ্যধূপৈঃ" এতদ্বারা পশুবলির কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। (১) শান্তনবী টীকাকার "প্রেক্ষণীয়ৈঃ" এইরূপ পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন, দর্শনীয়ৈঃ নৃত্যগীতবাত্তৈঃ। "প্রেক্ষণীয়" শব্দদ্বারা দেবীপূজোপলক্ষে বিহিত নৃত্য গীত, বাত্ম প্রভৃতি বুঝাইতেছে।

**প্রোক্ষণ ও অভ্যক্ষণ**—তন্ত্রশাস্ত্রে প্রোক্ষণ ও অভ্যক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যে এইরূপ পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে,—

উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্।

হ্যাজ্জ্বাভ্যক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাভ্যক্ষণং স্মৃতম্।

উত্তান ( চিত্ত ) হস্তদ্বারা জল সিঞ্চনকে 'প্রোক্ষণ' বলা হয়। আর হ্যাজ্জ ( উপুড় ) হস্তে জল লইয়া তির্যগ্ভাবে সিঞ্চনকে 'অভ্যক্ষণ' বলে।

**অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈঃ** :—(১) এতৈঃ অষ্টৈঃ বিবিধাঃ ভোগাঃ স্রগাদয়ঃ তেবাং প্রদানৈঃ বাসোহলঙ্কারাদিভিঃ ( নাগোজী )। বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা প্রভৃতি অগ্নাত্ত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া দেবীর পূজা কারিতে হয়। (২) অষ্টৈশ্চ যথোচিতৈঃ বিবিধৈঃ বহুপ্রকারৈঃ ভোগৈঃ ভোগসাধনদ্রব্যৈঃ প্রদানৈঃ মনুদেবশকস্বর্ণাদিত্যাগৈশ্চ ( তদ্ব্যপ্রকাশিকা )। অগ্নাত্ত বহুবিধ শাস্ত্রবিহিত ভোগসাধন দ্রব্য দ্বারা দেবীর পূজা করিতে হয় এবং দেবীর উদ্দেশে স্বর্ণাদি দান করিতে হয়।

**অহর্নিশং বৎসরেণ**—এতৈঃ অহর্নিশং ক্রিয়মাণৈঃ যা বৎসরেণ প্রীতির্ভবতি ( নাগোজী )। পূর্বোক্তোক্ত উপচার সহযোগে একবৎসরকাল দিবারাত্রি পূজা করিলে আমি যে রূপ হি ভিলাভ করি, একবার মাত্র চণ্ডীপাঠেই তদ্রূপ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি।

**সকুৎ সূচরিতে**—(১) সূচরিতে দেব্যাঃ শোভনে ত্রৈলোক্যহিতে চরিতে সকুদেব শ্রুতে তপ্তাঃ প্রীতিঃ সর্কার্থসাধিনী ভবতি, ভক্তবর্গস্ত ইতি ভাবঃ। শ্রুতশব্দতঃ শ্রবণস্ত প্রাধান্যম্ ( শান্তনবী )। দেবীর এই ত্রৈলোক্যহিত সাধক শোভন চরিত্রমাহাত্ম্য একবার মাত্র শ্রবণ করিলে দেবীর যে প্রীতি জন্মে, তাহা ভক্তবর্গের সর্কার্থ সাধন করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারিগকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ প্রদান করিয়া থাকে। শ্রুত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা শ্রবণে ফলাধিক্য সূচিত হইয়াছে।



(২) সঙ্কটচরিতে শ্রুতে, সঙ্কট চরিতে শ্রুতে—এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। অশ্বিন্ প্রাক্তপ্রপঞ্চিতে মম মাহাত্ম্যো সঙ্কট একবারং ভক্ত্যা উচ্চরিতে পঠিতে শ্রুতে বা ( শান্তনবী ) । প্রাক্তব্যক্তির নিকট হইতে সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা একবার মাত্র ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে বা স্বয়ং তাহা ভক্তিপূর্বক পাঠ করিলে সাধক সংবৎসর ব্যাপী পূজার তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকেন। এতদ্বারা বাহুপূজা অপেক্ষা দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণমননরূপ আন্তরপূজার শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকতর উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইল। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।

সর্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

( গীতা, ৪।৩৪ )

হে অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানীদের কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, বাহু পূজাদি কর্ম্মকাণ্ডের যথাযথ অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধকের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং চিত্ত-পরিশুদ্ধি হইলে তবেই আন্তর পূজা বা জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মে ; সুতরাং বাহুপূজা বদাপি উণেক্ষণীয় নহে। এই কারণে গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

“ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈককর্ম্মাং পুরুষোহশ্মুতে ।” ( ৩।৪ )

প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ নৈকর্ম্ম্য বা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে না।

## [ দেবীপূজার উপচার ]

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আলোচ্য মন্ত্র দুইটিতে ( ১২।২১-২২ ) দেবীপূজার কয়েকটি উপচারের নাম সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। ১২।১০ মন্ত্রের টিপ্পনোক্তে পূজার পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে অষ্টাদশোপচার, ষট্টিত্রিশং উপচার এবং শক্তিবিষয়ে চতুঃষষ্টি উপচারের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টাদশোপচার—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাত, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) স্নান, (৭) বস্ত্র, (৮) উপবীত, (৯) ভূষণ, (১০) গন্ধ, (১১) পুষ্প, (১২) ধূপ, (১৩)



দীপ, (১৪) অন্ন, (১৫) দর্পণ, (১৬) মালাহুলেপন, (১৭) প্রণাম ও (১৮) বিসর্জন ।  
( তন্ত্রসার )

ষট্টিংশৎ উপচার—(১) আসন, (২) অভ্যঞ্জন, (৩) উদ্বর্তন, (৪) নিরুক্ষণ, (৫) সম্মার্জন, (৬) সগিরাদি স্নান, (৭) আবাহন, (৮) পাণ্ড, (৯) অর্ঘ্য (১০) আচমনীয়, (১১) স্নানীয়, (১২) মধুপর্ক, (১৩) পুনরাচমনীয়, (১৪) বস্ত্র, (১৫) যজ্ঞোপবীত, (১৬) অলঙ্কার, (১৭) গন্ধ, (১৮) পুষ্প, (১৯) ধূপ, (২০) দীপ, (২১) তাম্বূল, (২২) নৈবেদ্য, (২৩) পুষ্পমালা, (২৪) অহুলেপন, (২৫) শয্যা, (২৬) চামরবাজন, (২৭) আদর্শ-দর্শন, (২৮) নমস্কার, (২৯) নর্তন, (৩০) গীতবাণ, (৩১) গান, (৩২) স্তুতি, (৩৩) হোম, (৩৪) প্রদক্ষিণ, (৩৫) দম্বকাষ্ঠ প্রদান ও (৩৬) বিসর্জন । ( একাদশী তন্ত্র )

চতুঃষষ্টি উপচার—(১) আসনারোপণ, (২) স্নগন্ধি তৈলাভ্যঙ্গ, (৩) মজ্জনশালা-প্রবেশন, (৪) মজ্জনমণিপীঠোপবেশন, (৫) দিব্যান্নানীয়, (৬) উদ্বর্তন, (৭) উষোদক স্নান, (৮) কনক কলসস্থিত সকল তীর্থাভিষেক, (৯) ধৌত বস্ত্র পরিমার্জন, (১০) অরুণ-বস্ত্র পরিধান, (১১) অরুণ-বস্ত্রোত্তরায়, (১২) আলোপ মণ্ডপ প্রবেশন, (১৩) আলোপমণি-পীঠোপবেশন, (১৪) চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, রোচনা ও দিবাগন্ধি দ্বারা সর্বাঙ্গাহুলেপন, (১৫) কেশকলাপে কালাগুরু ও ধূপ দান এবং মল্লিকা, মালতী, জাতী, চম্পক, অশোক, শতপত্র, পূগ, কুহরী, পুন্নাগ, কঙ্কর, যুথী প্রভৃতি সর্ব স্বত্বভাত পুষ্পমালা দ্বারা কেশকলাপ মণ্ডন, (১৬) ভূষণমণ্ডপ-প্রবেশন, (১৭) ভূষণমণিপীঠোপবেশন, (১৮) নববস্ত্রমুকুট, (১৯) চন্দ্রশকল, (২০) সৌমন্তসিন্দূর, (২১) তিলক রত্ন, (২২) কালাঞ্জন, (২৩) কর্ণপালীযুগল, (২৪) নাসাতরণ, (২৫) অধরষাবক, (২৬) গ্রন্থনভূষণ, (২৭) কনক-চিত্রপদক, (২৮) মহাপদক, (২৯) মুক্তাবলি, (৩০) একাবলি, (৩১) দেবচ্ছন্দক, (৩২) কেশুরযুগল-চতুষ্টয়, (৩৩) বলয়াবলি, (৩৪) উষ্মকাবলি, (৩৫) কাঞ্চীদাম কটীহৃত, (৩৬) শোভাখাভরণ, (৩৭) পাদ-কটক, (৩৮) রত্ননুপুর, (৩৯) পাদাঙ্গুরীয়ক, (৪০) এক হস্তে পাশ, (৪১) অপর হস্তে অঙ্কুশ, (৪২) অগ্রাঙ্ক হস্তে পুণ্ড্রক্ষুচাপ, (৪৩) অপর হস্তে পুষ্পবাণ, (৪৪) মাণিক্য পাটুকা, (৪৫) আবরণ-দেবতার সহিত সিংহাসনারোহণ, (৪৬) কামেশ্বর-পর্যঙ্কোপবেশন, (৪৭) অমৃতাসন-চষক, (৪৮) আচমনীয়, (৪৯) কর্পূর-বটিকা, (৫০) আনন্দ, উল্লাস, বিলাস ও হাস, (৫১) মঙ্গলারাত্রিক, (৫২) খেতচ্ছত্র, (৫৩) চামরযুগল, (৫৪) দর্পণ, (৫৫) তালবৃন্ত, (৫৬) গন্ধ, (৫৭) পুষ্প, (৫৮) ধূপ, (৫৯) দীপ, (৬০) নৈবেদ্য, (৬১) পানীয়, (৬২) পুনরাচমনীয়, (৬৩) তাম্বূল এবং (৬৪) বন্দন । ( সিদ্ধজামল তন্ত্র )



বাহার ঘেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে পঞ্চোপচার হইতে আরম্ভ করিয়া চতুঃষষ্টি উপচার পর্য্যন্ত দান করিয়া দেবীর পূজা করিতে পারেন। বিত্তের শঠতা করিয়া পূজাকে উপচারহীন করিলে পূজার ফল হয় না, বরং তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে; এই কারণে পূজাদি অনুষ্ঠানে বিত্তশাঠ্য সর্বথা পরিত্যাজ্য। মাতৃভক্ত সন্তান যেমন তাহার পাখিব জননীকে প্রাণের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া নিজে পরমানন্দ অল্পভব কারয়া থাকেন, যথাশক্তি নানাবিধ উত্তম খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া তদ্বারা জননীকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইয়া নিজে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন, তেমনি সাধকও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আকুলতা নিয়া যথাশক্তি উপচার সংগ্রহ পূর্বক জগজ্জননী রাজরাজেশ্বরী ভগবতী চণ্ডিকার পূজা করিবেন। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাই পূজা অর্চনার প্রাণ—ইহা সর্বদা স্মরণীয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

( ১৭২৮ )

অশ্রদ্ধাসহকারে যে হোম, দান, তপশ্চা এবং যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অসৎ বলিয়া খ্যাত। হে পার্থ! সে সমস্ত ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না।

উপচারদান প্রসঙ্গে সার কথা এই যে, সাধক স্বীয় শক্তি অনুসারে যে কোন উপচারে পূজা করুন না কেন, যদি তাহা ভক্তি পূর্বক অর্পিত হয়, তাহা হইলেই দেবী উহা অঙ্গীকার করিয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে মাতৃভক্ত সাধক যথার্থই বলিয়াছেন,—

যজন্তে মাতৃস্বাং দিবি দিবিষদো নিত্যমমৃতৈ-

রপূর্কহারোরৌষে জগদীশ্বর্যাবনিপাঃ ।

অতো দত্তং তোয়ং ফল-কুম্ভম-পদ্মং ত্যজ্জ ন মে

সমাধত্তে বহিঃ সযুতসমিধং প্রাপ্য ন তৃণম্ ॥

মাতঃ! দেবলোকে দেবগণ অমৃত দ্বারা নিত্য তোমার অর্চনা করিতেছেন। জগদীশ্বর! পৃথিবীতে নৃপতিগণ অপূর্ব খাদ্য সামগ্রীদ্বারা তোমার পূজা করিতেছেন। তাই বলিয়া মা! তুমি আমার প্রদত্ত পত্রপুষ্প ফল জল পরিত্যাগ করিতে পার না। যজ্ঞ কুণ্ডে সযুত সমিধে পূজিত হন বলিয়া অগ্নি কি তৃণ পাইলে তাহা পরিত্যাগ করেন?



## [ বাহুপূজায় উপচার দ্রব্য নিরূপণ ]

খ্রীশ্চীচণ্ডীর ১২২১ মন্ত্রে দেবীকে উত্তম পুষ্প, উত্তম পুষ্প, উত্তম ধূপ, উত্তম গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবার কথা বলা হইয়াছে। পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থাদিতে পূজার উপচার দ্রব্য নিরূপণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত আলোচনা হইতে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সহিত জড়বিজ্ঞানে পারদর্শিতা, সৌন্দর্য্যভূতি, মার্জিত রুচি এবং তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে প্রধান প্রধান উপচার দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। ইহাদের প্রয়োগবিধি পূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

আম্রবৎ সেবারই অল্প নাম পূজা। যিনি পূজক তিনি যেরূপ সেবার পরিতৃপ্ত হন, পূজনীয় দেবতাকে ঠিক সেইরূপ ভাবেই পূজা করিতে হয়। বহুপ্রভাশিত, মহানন্দানিত ও শক্তিমান, পরমভক্তিভাজন, একান্ত আপনার জন কেহ গৃহে গদার্শন করিলে আমরা তাঁহাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করি, তাঁহাকে নানা বসন ভূষণ উপহার ও আহাৰাদি প্রদান করিয়া যেমন নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তাঁহার নিকট অকপটে নিজের যাবতীয় প্রার্থনা নিবেদন করি, ঠিক সেই সমস্ত ভাবে আশ্রয় করিয়াই পূজার উপচার সমূহ কল্পিত হইয়াছে।

১। আসন—কাগিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারবমেব বা।

বাস্ত্বং বা চার্ম্মণং কোশং মণ্ডলশ্রোত্রে স্বেদে ॥ (৬৮।২)

দেবতাকে প্রথমতঃ আসন প্রদান করিতে হইবে; ইহা পুষ্পময়, কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত কিংবা বস্ত্র, চৰ্ম্ম বা কুশ নিৰ্ম্মিত হইতে পারে। ঐ আসন মণ্ডলের উত্তরে স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত দেবীকে শিলাময়, মণিময় বা রত্নময় আসনও প্রদান করা যাইতে পারে। জৌহ, কাংশ এবং সৌন্দর্য্য ভিন্ন সমুদয় তৈজস আসন প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। কাষ্ঠাসনের মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত আসন সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। চৈত্য বৃক্ষ, শ্মশান সমুদয় বৃক্ষ এবং বিভীতক—ইহাদের আসন বর্জ্জনীয়। বস্ত্রাসনের মধ্যে কদম্বাসনই প্রশস্ত। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরঙ্গ, ছাগ, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, স্বমর প্রভৃতি এবং নয় প্রকার মৃগ—ইহাদের চৰ্ম্মদ্বারা নিৰ্ম্মিত আসন সকল দেবতারই প্রীতিপ্রদ। চৰ্ম্মাসনের মধ্যে রাক্ষস আসন (রক্ষুর্মৃগচৰ্ম্ম নিৰ্ম্মিত) সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।



কালিকাপুরাণের মতে মহামায়া এবং কামাখ্যা দেবীর পূজায় কুশাসন, চর্মাসন ও শৈলাসন প্রশস্ত, ত্রিপুরা দেবীর পূজায় কুশাসন প্রশস্ত। ( কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৬৮ )।

আসনের পরিমাণ সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ আসন এক হস্তের ন্যূন হইবে না। মাতৃকাভেদ তন্ত্রে কথিত আছে, স্তবর্ণাসন ও রক্ততাসন চারি অঙ্গুলি পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। “যন্ত্রনির্মাণযোগ্যঃ হি পীঠং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ” অর্থাৎ যাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায়, তাদৃশ আসন দেবতাকে নিবেদন করিবে। আসন ন্যূনপক্ষে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ হইলে তাহাতে দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত হইতে পারে।

দেবতাকে আসন দানের মাহাত্ম্য বিষয়ে কালিকা পুরাণ বলেন,—

যোগপীঠস্ত সদৃশমাসনং স্থানমুচ্যতে।

আসনস্ত প্রদানেন সৌভাগ্যং মুক্তিমাংসুয়াং ॥ ( ৬৮।১৮ )

আসন যোগপীঠ সদৃশ স্থান বলিয়া কথিত হয়। আসন প্রদান করিলে সৌভাগ্যও মুক্তিলাভ হয়।

ভগবতী চণ্ডিকাকে আবাহন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিতে হয়,—

ওঁ আসনং গুরু চার্কজি চণ্ডিকে সর্বমঙ্গলে।

আসনং সর্বকার্যেষু প্রশস্তং ব্রহ্মনির্মিতম ॥

ওঁ হ্রীং ভগবতি দুর্গে স্বাগতং সুস্বাগতম্।

( বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ )

২। পাত্ত—দেবী আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জন্ত জল প্রদান করিতে হয়, ইহার নাম পাত্ত।

পাত্তার্থমুদকং পাত্তং কেবলং তোয়মেব তৎ।

ততৈজসেন পাত্ত্রেণ শাশ্বেনাপি প্রদাপয়েৎ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সংস্থানং পাত্তমিষ্যতে।

তদাসনোত্তরং দত্তান্নলমন্ত্রেণ সর্বতঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৮।৪৩-৪৪ )

পাদ-প্রক্ষালনার্থ উদকের নাম পাত্ত, উহা কেবল জল। উহা কোন তৈজস পাত্রে অথবা শাশ্বে রাখিয়া দান করিবে। এই পাত্তদান ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়ক। আসন প্রদানের পরই মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাত্ত দান করিতে হয়।



ওঁ পাণ্ডু গুহ মহাদেবি সৰ্বভূতাপহারিণি ।

ত্ৰায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥

মহাকপিল পঞ্চরাত্র আগমে কথিত হইয়াছে,—দুর্কী, অপরাধিতা, শ্রামাক ও পদ্ম—  
এই দ্রব্য চতুষ্টয় পাণ্ডুজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে  
ইহার সহিত অগুরু চন্দন দিবার বিধিও দৃষ্ট হয়। ফেৎকারিণী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,  
উবীর অর্থাৎ ব্যানার মূল ও চন্দন এই দুই দ্রব্য পাণ্ডু জলের সহিত দিতে হইবে।

৩। অর্ঘ্য—( ১২১২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য )।

দেবীকে এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিতে হয়,—

ওঁ দুর্কীক্ষতসমায়ুক্তঃ বিধপত্রং তথা পরম্।

শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্থ্যং হরপ্রিয়ে ॥

৪। আচমনীয়—তৎপর দেবীর মুখপ্রক্ষালনের জন্ত আচমনীয় প্রদান করিতে হয়।

উদকংদীয়তে যন্তু প্রসন্নং ফেনবর্জিতম্।

আচমনায় দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৮৫০ )

দেবতার আচমনের জন্ত ফেন বর্জিত যে নির্মল জলদান করা হয়, তাহাই “আচমনীয়”  
নামে কথিত হয়।

অমিশ্রিত কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয় রূপে দেওয়া যাইতে পারে। যদি স্থলভ হয়,  
তবে গন্ধদ্রব্যে স্তরভিত করিয়া আচমনীয় দান করিলে উত্তম হয়। কালিকাপুরাণের মতে,  
কৃষ্ণাগুরু ধূপদ্বারা ধূপিত, কর্পূরবাসিত নির্মল সলিল আচমনীয়রূপে তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে  
রাখিয়া দেবতাকে দান করিবে। মতান্তরে জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া  
আচমনীয় জলে মিশ্রিত করিতে হয়। মহাকপিল পঞ্চরাত্রে কথিত আছে, কর্পূর, অগুরুচন্দন  
ও পুষ্প এই তিন দ্রব্য আচমনীয় জলে দিতে হয়।

দেবতাকে আচমনীয় দানের ফল সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

আয়ুর্কলং যশোবৃদ্ধিং প্রদায়াচমনীয়কম্।

লভতে সাধকো নিত্যং কামাংশ্চৈব যথোপ্তিতান্ ॥ ( ৬৮৫২ )

সাধক দেবতাকে আচমনীয় দান করিয়া নিত্য আয়ু, বল, যশোবৃদ্ধি এবং অভিলষিত  
বস্তু সমুদয় লাভ করিয়া থাকে।



দেবীকে আচমনীয় নিবেদন যজ্ঞ যথা,—

ও মন্দাকিনীস্তু যদারি সর্বপাপহরং শুভম্ ।

গৃহাণাচমনীয়ং স্তং যয়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥

৫। মধুপর্ক—তৎপর পথশ্রমজনিত অবসাদ দূরীকরণের নিমিত্ত দেবতাকে পানার্থ মধুপর্ক প্রদান করিতে হয় ।

দধি সপি জলং ক্ষৌদ্রং সিতা তানিচ পঞ্চভিঃ ।

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্ত সর্বদেবোষতুষ্টয়ে ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৮।৫৩ )

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটি দ্রব্য মিশ্রিত করিলে মধুপর্ক হয়; ইহা সমস্ত দেবতার তুষ্টিবিধান করে ।

মধুপর্কের প্রস্তুতিপ্রণালী সম্বন্ধে বৃহৎপ্রীতীক্রমতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

নারিকেলোদকং স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্ ।

সর্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ ॥

আজ্যং দধি মধুনিম্নাং মধুপর্কং বিদুর্বুধাঃ ।

তদ্ দত্তাৎ কাংস্তপাত্রেণ শোভনেন বিশেষতঃ ॥

( শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীধৃত, চতুর্দশ উল্লাস )

স্বল্প নারিকেল জল, শর্করা, দধি ও ঘৃত সমপরিমাণ, সকল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক মধু (ক্ষৌদ্র) মধুপর্কে প্রদান করিবে। ঘৃত, দধি ও মধুদ্বারা মিশ্রিত হইলে পণ্ডিতগণ উহাকে মধুপর্ক বলেন। উহা বিশেষ ভাবে সুন্দর কাংস্তপাত্রে প্রদান করিবে।

তন্মাস্তরে উক্ত হইয়াছে, মধু ১৬ তোলা, ঘৃতাদি প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা করিয়া ১৬ তোলা, সমুদায়ে ৬২ তোলা হইবে। স্ততরাং মধুপর্কের পাত্র একরূপ হইবে যে তাহাতে আধসের ধরিতে পারে।

মধুপর্কদানের মাহাত্ম্য কালিকাপুরাণে একরূপ কথিত হইয়াছে,—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকঃ পরিকীর্তিতঃ ।

মধুপর্কঃ সৌখ্য-ভোগ্য-তুষ্টি-পুষ্টি প্রদায়কঃ ॥ ( ৬৮।৫৭ )

মধুপর্ক ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। ইহা সুখ, ভোগ্য সামগ্রী, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করে।



দেবীকে মধুপর্ক নিবেদনের মন্ত্র যথা,—

ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাঠেঃ পয়িকল্লিতম্ ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

৬। **জানীয়**—কর্পুরাদি দ্বারা সুবাসিত জল জানীয় রূপে দান করিতে হয়। মহাকপিল পঞ্চরাত্রের মতে, জানীয় জলে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করা কর্তব্য। জানীয় দানের ফল সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ বলেন,—

পূজকঃ স্নানদানাত্তু চিরায়ুৰুপজায়তে ।

সম্যক্ স্নানপ্রদানাত্তু কল্লান্তঃ স্বর্গভাগ্ ভবেৎ ॥ (৬৮৬৪)

পূজক সম্যক্ বিধি পূর্বক জানীয় দান করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং কল্লান্ত পর্যন্ত স্বর্গভাগী হয়।

দেবীকে জানীয় দান মন্ত্র যথা,—

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্ ।

স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্লিতং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

(ক) **মহাস্নান**—পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, “শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কর্মময়ী শুভা”। মহাস্নান, পূজা, বলি ও হোম—এই চারিটি কর্ম মহাপূজার অঙ্গীভূত অল্পষ্ঠান। মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে ভগবতী শ্রীশ্রীহুর্গাদেবীকে মহাস্নান বা মহাভিষেক করাইতে হয়। ইহা এক বিচিত্র বিরাট অল্পষ্ঠান।

দেবীর অভ্যঙ্গ (তৈল মর্দন) ও উদ্বর্তনের (গাত্রমার্জনা) নিমিত্ত তৈল, হরিদ্রা, চন্দন, পিটুলি এবং পঞ্চশস্ত্রের চূর্ণ প্রদান করিতে হয়। নিম্নলিখিত জানীয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা পৃথক পৃথক মন্ত্র সহযোগে দেবীকে স্নান করাইতে হয় যথা শঙ্খজল, গন্ধাজল, উষোদক, গন্ধোদক, শুদ্ধ জল, পঞ্চগব্য, কুশোদক, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্ত্রোদক, রজত জল, স্বর্ণোদক, মুক্তাজল, মধু, স্বত, দুগ্ধ, নারিকেলোদক, ইস্কুরস, দধি, তিলোদক, বিষ্ণুতৈল, পুষ্পোদক, সর্কৌষধি জল, মহৌষধি জল, অশুরচন্দন জল, পুষ্করিণী জল, শিশিরোদক, শীতল জল, বৃষ্টিজল, চন্দনোদক, শর্করোদক, অষ্টমুস্তিকা এবং সহস্র ধারা জল।

এতদ্ব্যতীত দেবগণ, মরুদগণ, বিত্‌ধারগণ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, নাগগণ, পর্বতগণ, মণ্ডারি এবং অষ্টবসু যথাক্রমে (১) গন্ধাজল, (২) বৃষ্টিজল, (৩) সরস্বতী নদীজল, (৪) সমুদ্র জল (৫) পদ্মরেণুযুক্ত জল (৬) নির্বরোদক, (৭) সর্কতীর্থ জল এবং (৮) চন্দন বাসিত শীতল



জল পূর্ণ অষ্ট কলসী-দ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া থাকেন। এই মহাস্নান করাইবার সময় অষ্টপ্রকার বাত বাজাইয়া অষ্টবিধ রাগালাপ করিবার বিধান আছে। বৃহন্নদিকেশ্বরের, দেবীপুরাণ এবং কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতিতে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বাত ও রাগরাগিণীর নাম দৃষ্ট হয়।

বৃহন্নদিকেশ্বরের মতে অষ্টবিধ বাত যথা (১) মঙ্গলোৎসব, (২) ভুবন বিজয়, (৩) বিজয়, (৪) রাজাভিষেক, (৫) মধুরী, (৬) কবিতাল, (৭) বংশী এবং (৮) পঞ্চশব্দ। দেবীপুরাণের মতে, (১) ইন্দ্রবিজয়, (২) মঙ্গল বিজয়, (৩) দেবোৎসব, (৪) ঘনতাল, (৫) মধুকর, (৬) ঢকা, (৭) শঙ্খ, এবং (৮) মৃদঙ্গ। কালিকাপুরাণের মতে,—(১) বিজয়, (২) হৃন্দুভি, (৩) হৃন্দুভি, (৪) বংশী, (৫) ইন্দ্রাভিষেক, (৬) শঙ্খ, (৭) পঞ্চশব্দ এবং (৮) বিজয়।

অষ্টবিধ রাগরাগিণী বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। বৃহন্নদিকেশ্বরের মতে,—(১) মালসী, (২) দেবকীরী, (৩) বারাড়ী, (৪) দেশাল, (৫) ধানসী, (৬) ভৈরবী, (৭) গুর্জরী, এবং (৮) বসন্ত। দেবীপুরাণের মতে,—(১) বারাড়ী, (২) মালবগোড়, (৩) মালব, (৪) দেশাল, (৫) মালসী, (৬) ভৈরবী, (৭) বসন্ত এবং (৮) কোড়া। কালিকাপুরাণ মতে,—(১) মালব, (২) ললিতা, (৩) বিভাষা, (৪) ভৈরবী, (৫) কোড়া, (৬) বারাড়ী, (৭) বসন্ত এবং (৮) ধানসী।

পূর্বোক্ত অষ্টবিধ জলদ্বারা উল্লিখিত ক্রমানুযায়ী বাত ও রাগরাগিণী সহযোগে নিম্নোক্ত আটটি স্নানমন্ত্রে জগন্মাতা ভগবতী দুর্গার অভিষেক করিতে হয় :—

- (১) ওঁ সুরাস্ত্রামভিষিক্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।  
ব্যোম-গন্ধাস্থপূর্ণেন আত্মেন কলসেন তু ॥
- (২) ওঁ মরুতস্ত্র্যভিষিক্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্ ।  
মেষাস্থ-পরিপূর্ণেন দ্বিতীয়-কলসেন তু ॥
- (৩) ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমৈ ।  
বিদ্যাধরাস্ত্র্যভিষিক্ত তৃতীয়-কলসেন তু ॥
- (৪) ওঁ শক্রাত্ত্র্যভিষিক্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ ।  
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ-কলসেন তু ॥
- (৫) ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুস্বগন্ধিনা ।  
পঞ্চমেনাভিষিক্ত নাগাশ্চ কলসেন তু ॥



(৬) ওঁ হিমবন্ধেমকুটাতাশাভিষিক্ত পর্বতাঃ ।

নিবরৌদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥

(৭) ওঁ সর্বভীর্থাষুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্ ।

সপ্তমেনাভিষিক্ত ঋষয়ঃ সপ্ত খেচরাঃ ॥

(৮) ওঁ বসবস্তাভিষিক্ত কলসেনাষ্টমেন তু ।

অষ্টমদগসংযুক্তে হুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥

৭। বজ্র—স্নানান্তে দেবীকে বজ্র নিবেদন করিতে হয়। কালিকাপুরাণ মতে বজ্র চতুর্বিধ—কার্পাস নির্মিত, বকুলজাত, কৌষেয় ও কষল।

রক্তং কৌষেয়বজ্রঞ্চ মহাদেব্যা প্রশস্ততে ।

( কালিকাপুরাণ, ৬৯৯ )

মহাদেবীকে দান করিবার নিমিত্ত রক্তবর্ণ কৌষের বজ্র প্রশস্ত।

বজ্রনিবেদন গল্প যথা,—

ওঁ বহুতন্তুসমায়ুক্তং পটুশূত্রাদিনির্মিতম্ ।

বসনং দেবি সূক্ষ্মঞ্চ গৃহাণ বরবারিণি ॥

ওঁ তন্তুসন্তানসম্বন্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তনা ।

হুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসন্তে পরিধীয়তাম্ ॥

( বৃহন্নিকেশ্বর )

দেবীকে বজ্র প্রদান করিয়া সাধক সর্বপ্রকার সিদ্ধি ও চতুর্কর্গ ফল প্রাপ্ত হয়,—

বজ্রাং স্ত্রাং সর্বতঃ সিদ্ধিচতুর্কর্গপ্রদঞ্চ যং ।

( কালিকাপুরাণ, ৬৯১৬ )

৮। আভরণ—দেবীকে চরণাভরণ, নিতম্বাভরণ, হস্তাভরণ, কণ্ঠাভরণ, নাশাভরণ, কর্ণাভরণ, সীমান্তাভরণ প্রভৃতি যথাশক্তি প্রদান করিতে হইবে। এই সমুদয় আভরণ মণিময়, মৌক্তিক ময়, সূবর্ণময়, রজতময় অথবা পুষ্পময় হইতে পারে। নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে একটি মাত্র স্বর্ণাঙ্গুরী বা রৌপ্যময় অঙ্গুরী দেওয়া যাইতে পারে। বামলে কথিত আছে, যিনি কোন আভরণই দিতে সমর্থ নহেন, তিনি ভক্তিপূর্বক মনে মনে দেবীকে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা করিবেন।

কালিকাপুরাণে দেবীকে ৪০ প্রকার অলঙ্কার দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে যথা (১) কিরীট, (২) শিরোরত্ন, (৩) কুণ্ডল, (৪) ললাটিকা, (৫) তালপত্র, (৬) হার, (৭) গ্রৈবেয়ক (৮)



উর্ষিকা, (২) প্রানধিকা, (১০) রত্নমুদ্র, (১১) উত্তম, (১২) অক্ষমালিকা, (১৩) পার্শ্বতোত, (১৪) নখতোত, (১৫) অঙ্গুলীচ্ছাদক, (১৬) কুটুম্বক, (১৭) মানবক, (১৮) মুদ্রিতারা, (১৯) খঙ্গন্তিকা, (২০) অঙ্গদ, (২১) বাহুবলয়, (২২) শিখাভূষণ, (২৩) ইন্দ্রিকা, (২৪) প্রাগণ্ডবন্ধ, (২৫) উদ্ভাস, (২৬) নাভিপূর, (২৭) মালিকা, (২৮) সপ্তকী, (২৯) শৃঙ্খল, (৩০) সপ্তপত্র, (৩১) কর্ণক, (৩২) উল্লম্ব, (৩৩) নীবী, (৩৪) যুষ্টিবন্ধ, (৩৫) প্রকীর্ক, (৩৬) পাদাঙ্গদ, (৩৭) হংসক, (৩৮) নৃপূর, (৩৯) ক্ষুদ্রঘটিকা এবং (৪০) স্থপণ্ডি।

চূড়ারত্নাদি মন্ত্রকের ভূষণসকল স্তবর্ণনির্মিত করিয়া দেবীকে অর্পণ করিতে হইবে।  
গ্রৈবেয়ক হইতে হংসক পর্য্যন্ত যে সকল ভূষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ বা রজত নির্মিত হইতে পারে। গ্রীবার উর্দ্ধদেশে রৌপ্যভূষণ দান অবিধেয় ( কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৬৯ )।

ভূষণদানের পরে উপভূষণ দানেরও বিধি আছে। ছত্র, চামর, চন্দ্রাতপ, পাদুকা প্রভৃতি উপভূষণের মধ্যে পরিগণিত। কালিকাপুরাণে ভূষণদানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে যথা,—

চতুর্ভুজপ্রদং ত্রিখং ভূষণং সর্বসৌখ্যদম্।

তুষ্টি-পুষ্টি-প্রীতিকরং যথাশক্তিষ্টয়ে সৃজেৎ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৯।৩৭ )

ভূষণ সর্বদা চতুর্ভুজপ্রদ, ইহা সকলকে স্নেহদান করে। ইহা তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রীতিদায়ক।  
অতএব ইষ্টদেবতাকে যথাশক্তি ভূষণ দান করিবে।

দেবীকে আভরণ নিবেদনের মন্ত্র,—

ওঁ দিব্যরত্ন সমায়ুক্তা বহিভানুসমপ্রভাঃ।

গাত্রাণি শোভয়িস্বস্তি অনঙ্কারাঃ সুরেশ্বরী ॥

৯। গন্ধ—দেবীর অঙ্গে অল্ললেপনের জন্য গন্ধ প্রদান করিতে হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—সর্বদা গন্ধ দিতে হইবে। যামলের মতে পাদপদ্মে এবং মহানির্ঝরণ তন্ত্রের মতে হৃদয়ে গন্ধ দিতে হইবে। তন্ত্রকৌমুদী ও বামকেশ্বর তন্ত্রের মতে ললাটে গন্ধ দিতে হইবে।

(ক) পঞ্চবিধ গন্ধ—কালিকাপুরাণে জানা যায় যে, গন্ধ পঞ্চবিধ ;—

চূর্ণীকৃতো বা ঘৃষ্টো বা দাহাকর্ষিত এব বা।

রসঃ সন্মর্দজো বাপি প্রাণাদ্ধোস্তব এব বা।

গন্ধঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো দেবানাং প্রীতিদায়কঃ ॥ ( ৬৯।৩৯ )



(১) চূর্ণীকৃত, (২) ঘৃষ্ট, (৩) দাহাকর্ষিত, (৪) সম্মর্দিত রস এবং (৫) প্রাণীর অঙ্গসমুদ্ভূত—এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবতার প্রীতিদায়ক ।

গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এবং প্রশস্ত গন্ধযুক্ত বৃক্ষের পত্রচূর্ণ—এই সকল চূর্ণীকৃত গন্ধ নামে অভিহিত । চন্দন, সরল ও নমেকর ঘর্ষণ জন্ম গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণ দ্বারা তাহার পক্ষ নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা হয়, তাহা ঘৃষ্ট গন্ধ নামে কথিত হয় । দেবদারু, অগুরু, পদ্ম, গন্ধসার, চন্দন, প্রিয়া প্রভৃতি চোয়াইয়া যে স্নগন্ধ রস নির্গত করা হয়, উহার নাম দাহাকর্ষিত গন্ধ । স্নগন্ধ করবীর, বিব, গন্ধিনী, তিলক প্রভৃতি নিষ্পীড়ন করিয়া যে রস গ্রহীত হয় তাহার নাম সম্মর্দিত গন্ধ । মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রাণাজ্জ গন্ধ । এই সমুদয় গন্ধদ্রব্য কিভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা গন্ধকর্ত্তব্দের চতুর্দশ পটলে বর্ণিত আছে ।

সর্বেষু গন্ধজাতেষু প্রশস্তো মলয়োদ্ভবঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দত্তান্নলয়জং সদা ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৯৪২ )

সমস্ত গন্ধজাতীয়ের মধ্যে মলয়োৎপন্ন গন্ধই উৎকৃষ্ট । অতএব অতি যত্নপূর্বক সর্বদা মলয়জ গন্ধ প্রদান করিবে ।

গন্ধদানের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

গন্ধেন লভতে কামান্ গন্ধো ধর্মপ্রদঃ সদা ।

অর্থানাং সাধকো গন্ধো গন্ধে মোক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৯৫৩ )

গন্ধদ্বারা কাম লাভ হয়, গন্ধ সর্বদা ধর্মপ্রদ, গন্ধ অর্থের সাধক এবং গন্ধ মোক্ষের ও কারণ ।

দেবীকে গন্ধদানের মন্ত্র যথা,—

ও শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ ।

ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥

১০ । পুষ্প—পূজায় পুষ্পই সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার । কালিকাপুরাণে পুষ্প মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—

পুষ্পৈ দেবাঃ প্রসীদন্তি পুষ্পে দেবাশ্চ সংস্থিতাঃ ।

চরাচরাশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পরসাঃ স্মৃতাঃ ॥



কিঞ্চিৎ বহুনোক্তেন পুষ্পশোভিত মর্তল্লিকা ।  
 পরং জ্যোতিঃ পুষ্পগতং পুষ্পেণৈব প্রসীদতি ।  
 ত্রিবর্গসাধনং পুষ্পং তুষ্টি-শ্রী-পুষ্টি-মোক্ষদম ॥  
 পুষ্পমূলে বসেৎ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে তু কেশবঃ ।  
 পুষ্পাগ্রে তু মহাদেবঃ সর্বে দেবাঃ স্থিতা দলে ॥  
 তস্মাৎ পুষ্পে যজ্ঞেদেবান্ নিত্যং ভক্তিসুতো নরঃ ।  
 উচ্চারিতং নামমাত্রং জায়তে সর্বভূতয়ে ॥ ( ৬২।১০৩-৭ )

পুষ্পদ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন, পুষ্পেই দেবতাদের স্থিতি এবং এই চরাচর সকল পুষ্পরস বলিয়া অভিহিত হয় । পুষ্পের অতি প্রশস্ততার বিষয় আর কত বলিব? সেই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা পুষ্পে বাস করেন এবং পুষ্প দ্বারাই প্রসন্ন হন । পুষ্প ত্রিবর্গের সাধন এবং তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রমোদদায়ক । পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা বাস করেন, পুষ্পের মধ্যে কেশব এবং অগ্রে মহাদেব বাস করেন; পুষ্পের দলে সকল দেবতা অবস্থান করেন । এই হেতু মনুষ্য ভক্তিসুক্ত হইয়া পুষ্পদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে । পুষ্পের নামমাত্র উচ্চারণে সকল প্রকার বিভূতি লাভ হইয়া থাকে ।

দেবীপুরাণে পুষ্পদানের ফল উক্ত হইয়াছে,—

তপঃশীলগুণোপেতে পাশ্রে বেদস্ত পারগে ।

দশ দত্তা স্ববর্ণানি যৎফলং কুহুমেষু তৎ ।

মাতরাণাং সত্বদত্তা লভতে নৃগসত্তম ॥ ( ১২৩।১০ )

তপশ্চা, স্বশীলতা এবং বিবিধ সদগুণসম্পন্ন বেদ-পারদর্শী ব্যক্তিকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, মাতৃগণকে একবার মাত্র পুষ্প দান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ।

(ক) দেবীপূজায় প্রশস্ত পুষ্পসমূহ—কালিকাপুরাণে ( ৫৪।২৩-২৭ ) দেবীর প্রিয় পুষ্প সমূহের নাম তালিকা দৃষ্ট হয় । বকুল, নাগকেশর, মাঘ্য (কুন্দ), বহুলার, বজ্র, করবীর, কুরুট (ঝিকী), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্মলী, বন্ধুক (বাঁধুলি), পদ্ম, রক্তপদ্ম—এই সকল পুষ্প দেবীর প্রিয় ।

মাল্যং বন্ধুকপুষ্পাশ্চ শিবায়ৈ বকুলশ্চ চ ।

করবীরশ্চ মাঘ্যশ্চ সহস্রাণাং দদাতি যঃ ।

স কামান্ প্রাপ্য চাভীষ্টান্ মম লোকে প্রমোদতে ॥ ( ৫৪।২৭ )



যে সাধক সহস্র বন্ধুক, বকুল, করবীর ও কুন্দ পুষ্পদ্বারা রচিত মান্য দেবীকে প্রদান করে, সে সকল অভীষ্ট কাশনা লাভ করতঃ মদীয় লোকে আগমন পূর্বক আনন্দ ভোগ করে।

কালিকাপুরাণে অত্র কথিত হইয়াছে,—

পুষ্পং কোকনদং পদ্মং জবা বন্ধুক এব চ ।  
পত্রং বিষপত্র সর্কেভ্যো বৈষ্ণবী তুষ্টিদং মতম্ ।  
সর্কেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তপদ্মমিহোত্তমম্ ।

( ৬৯৭০ )

কোকনদ ( রক্তপদ্ম ), জবা, বন্ধুক এবং বিষপত্র দেবীর সর্কাপেক্ষা অধিক তুষ্টিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকল প্রকার পুষ্পের মধ্যে রক্তপদ্মই দেবীপূজায় সর্কশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। দেবীকে রক্তপদ্ম-মান্য এবং বিষপত্র-মান্য দানের অশেষ ফল কীৰ্ত্তিত হইয়াছে,—

রক্তপদ্মসহস্রং যো মান্যং সম্ভবচ্ছতি ।  
ভক্তিযুক্তো মহাদেবৈ তত্র পুণ্যফলং শৃণু ॥  
কল্পকোটসহস্রাণি কল্পকোটশতানি চ ।  
স্থিত্বা মম পুরে শ্রীমাংস্ততো রাজা ক্ষিতৌ ভবেৎ ॥  
পত্রেষু বিষপত্রস্ত দেবী-প্রীতিকরং মতম্ ।  
তৎসহস্রকৃতা মান্যাপূর্বকং ফলদা ভবেৎ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬৯৭২-৭৪ )

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্ত পদ্ম দ্বারা মান্যনিৰ্ম্মাণ করিয়া মহাদেবীকে অর্পণ করে, তাহার ফলের বিষয় শ্রবণ কর। সে মদীয় ধামে অসংখ্য কল্প বাস করিয়া অস্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পত্রের মধ্যে বিষপত্র দেবীর সমধিক প্রীতিকর। সহস্র বিষপত্রদ্বারা মান্য নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিলে পূর্বোক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরিকৃত “শান্তানন্দতরঙ্গিনীর” চতুর্দশ উল্লাসে পুষ্পপ্রকরণে পুষ্পদানের বিধি নিষেধ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দেবীপূজায় জবা, করবীর ও অপরাঞ্জিতা পুষ্প বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।



জবাপুষ্পং মহেশানি করবীরাপরাজিতে ।  
 মহাদেবী নিবেদ্যৈব কোটিপূজাফলং লভেৎ ॥  
 এষাং মধ্যে বসেদ্ ব্রহ্মা এষাং মূলে জনার্দনঃ ।  
 এষামগ্রে বসেদ্ রুদ্রঃ সর্বৈ দেবাঃ স্থিতা দলে ॥

হে মহেশানি ! জবাপুষ্প, করবীর ও অপরাজিতা মহাদেবীকে অর্পণ করিয়াই সাধক  
 কোটি পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। এই পুষ্প সমূহের মধ্যভাগে ব্রহ্মা, ইহাদের মূলে বিষ্ণু এবং  
 ইহাদের অগ্রে রুদ্র বাস করেন। সমস্ত দেবতাগণ দলে অবস্থিত আছেন।

পূজার নিমিত্ত পুষ্পসংগ্রহকালে শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনীর নিম্নোক্ত বচনটি বিশেষ ভাবে  
 স্মরণীয়,—

পরারোপিত-বৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় যোহর্চ্চয়েৎ । -

অবিজ্ঞাপ্যৈব তৈশ্চৈব নিফলং তস্মৈ পূজনম্ ॥ (উল্লাস, ১৪)

যে ব্যক্তি পরের আরোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়াই পুষ্প সমূহ আনিয়া  
 পূজা করে, তাহার পূজা নিফল হয়।

পুষ্প সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পরিশেষে মন্তব্য করিয়াছেন যে,  
 সাধক ভক্তিযুক্ত হইয়া যথালব্ধ সকল প্রকার পুষ্প দ্বারাই দেবীকে পূজা করিতে পারেন।

ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্বং পুষ্পং নিবেদয়েৎ ।

(মৎস্তসূক্ত)

শারদাতিলক তঞ্জের ঢাকায় শ্রীমদ্ রাঘবভট্ট লিখিয়াছেন,—

সর্বপুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাবিহিতৈরপি ।

কর্তব্যং সর্বদেবানাং ভক্তিযোগো হত্র কারণম্ ॥

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

কিঞ্চাদ্র বহুনোক্তেন সামান্তেনেদমুচ্যতে ।

উত্তাত্তৈস্তথা পুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলসমুদ্রৈঃ ॥

পটৈঃ সর্বৈ ষথালভঃ সর্বৌষধিগণৈরপি ।

বনজৈঃ সর্বপুষ্পৈশ্চ পটৈরপি শিবাং যজ্ঞেৎ ॥ (৬৯।৭৫-৭৬)

অধিক কথা বলিয়া আর ফল কি, সামান্ততঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্তই হউক  
 আর অহুতই হউক, জলজাত হউক বা স্থলজাত হউক, সকল প্রকার পত্র, যথালব্ধ  
 সকল প্রকার ওষধি, বনজাত সকল প্রকার পুষ্প এবং পত্রদ্বারাই দেবীর পূজা করিবে।



শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় দেবীকে পুষ্প, পুষ্পমালা এবং বিলপত্র-মালাদানের মন্তব্য,—

ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং স্নগন্ধি দেবসেবিতম্ ।

স্বত্মমন্তুতমাশ্ৰেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ স্তব্ধেণ গ্রথিতং মালাং নানাপুষ্পসমম্বিতম্ ।

গন্ধচন্দনসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা ।

পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং স্তব্ধেশ্বরী ॥

“দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী”-সম্মত দুর্গাপূজাতে দেবীকে দ্রোণপুষ্প নিবেদনের বিধানও দৃষ্ট হয় ।

ওঁ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদীনাং দ্রোণপুষ্পং সদা প্রিয়ম্ ।

তন্তে দুর্গে প্রযচ্ছামি সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

১১। ধূপ—“ধূপ” নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

ধূত্যাশেষ মহাদোষপূতিগন্ধঃ প্রভাবতঃ ।

পরমানন্দজননাং ধূপ ইত্যভিধীয়তে ॥

( আহ্নিকতত্ত্ব )

নিজের প্রভাব অনুসারে অশেষ দোষ সকল ও পূতিগন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে এবং অতিশয় আনন্দ উৎপাদন করে, এইজন্য ইহার নাম “ধূপ” হইয়াছে ।

নাসাক্ষিরক্লরুখদঃ স্নগন্ধোহতিমনোহরঃ ।

দহমানস্ত কাষ্ঠস্ত প্রযতস্তেতরস্ত চ ॥

পরাগস্তাথবা ধূমো নিস্তাপো যস্ত জায়তে ।

স ধূপ ইতি বিজ্ঞেয়ো দেবানাং তুষ্টিদায়কঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬২।১৩০-১ )

যাহা নাসা ও অক্ষিরক্লের সুখদায়ক, স্নগন্ধ ও অতিমনোহর ; দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোনরূপ পবিত্র চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূণ্য ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাই ধূপ নামে খ্যাত । ইহা দেবভাগ্যের তুষ্টিপ্রদ ।

(ক) পঞ্চবিধ ধূপ—কালিকাপুরাণে পঞ্চবিধ ধূপের বর্ণনা পাওয়া যায়,—

নির্যাসশ্চ পরাগশ্চ কাষ্ঠং গন্ধং তথৈব চ ।

কৃত্রিমশ্চেতি পঠ্যেতে ধূপাঃ প্রীতিকরাস্তে পরাঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৬২।১৩৫ )



ধূপ পাঁচ প্ৰকাৰ যথা (১) নিৰ্ঘাস অৰ্থাৎ আঠা, যেমন ধূনা, (২) চূৰ্ণ, যেমন জায়ফল চূৰ্ণ প্ৰভৃতি, (৩) কাঠ, যেমন কালাগুরু প্ৰভৃতি, (৪) গন্ধ, যেমন কস্তূৰিকা প্ৰভৃতি এবং (৫) কৃত্ৰিম ধূপ, যাহা বিভিন্ন দ্ৰব্য দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় যথা বড়ঙ্গ ধূপ, দশাঙ্গ ধূপ ইত্যাদি। এই পঞ্চবিধ ধূপই দেবপূজায় প্ৰশস্ত।

তদ্বশান্ত্ৰে বড়ঙ্গ, দশাঙ্গ এবং ষোড়শাঙ্গ ধূপের বিধান দৃষ্ট হয়।

(খ) বড়ঙ্গ ধূপ—

সিতাজ্যমধুসংমিশ্ৰং গুগ্গুৰুচন্দনম্।

বড়ঙ্গং ধূপমেতত্তু সৰ্বদেবপ্ৰিয়ং সদা ॥

শৰ্কৰা, স্বত, মধু, গুগ্গুলু, অগুরু ও চন্দন—এই ছয় দ্ৰব্য মিশ্ৰিত কৰিয়া যে ধূপ প্ৰস্তুত কৰা হয় তাহা বড়ঙ্গ ধূপ নামে অভিহিত। ইহা সকল দেবভাৱ প্ৰিয়।

(গ) দশাঙ্গ ধূপ—

মধু মস্তং স্বতং গন্ধো গুগ্গুৰুশৈলজম্।

সৰলং মিহল-সিদ্ধাৰ্থং দশাঙ্গো ধূপ ইযতে ॥

মধু, মস্ত, স্বত, গন্ধ, গুগ্গুলু, অগুরু, শৈলজ, সৰল, মিহলক ও সিদ্ধাৰ্থ (খেত-সৰ্প) —এই দশ বিধ দ্ৰব্য দ্বাৰা দশাঙ্গ ধূপ প্ৰস্তুত হয়।

(খ) ষোড়শাঙ্গ ধূপ

গুগ্গুলুং সৰলং দাৰুপত্ৰং মলয়সম্ভবম্।

হ্ৰীবেৰমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সৰ্জৰসং ঘনম্ ॥

হৰীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্।

ষোড়শাঙ্গং বিদুৰ্ধূপং দৈবে পৈত্ৰে চ কৰ্ম্মণি ॥

গুগ্গুলু, সৰল, দাৰুপত্ৰ, মলয়সম্ভব, হ্ৰীবেৰ, অগুরু, কুষ্ঠ (কুড়), গুড়, সৰ্জৰস, ঘন, হৰীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলজ এই সকল দ্ৰব্য স্বতের সহিত মিশ্ৰিত কৰিয়া ষোড়শাঙ্গ ধূপ প্ৰস্তুত কৰিতে হয়। এই ধূপ দৈব ও পিতৃকৰ্ম্মে প্ৰশস্ত।

বৈতকগ্ৰন্থে ৰোগনাশক বহুবিধ ধূপের বিৱৰণ দৃষ্ট হয়। এই সকল ধূপের আত্মাণ দ্বাৰা নানাবিধ ৰোগ চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

শাক্তানন্দ তৰঙ্গিণীতে দেৱীৰ প্ৰিয় ধূপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

অগুরুশীৰ-গুগ্গুলু-শৰ্কৰা-মধু-চন্দনৈঃ।

সামান্যঃ সৰ্বদেৱানাং ধূপো হয়ং পৰিকীৰ্ত্তিতঃ ॥



সৰ্বৈষামেব ধূপানাং দুৰ্গায়াঃ গুগ্গুলুঃ প্রিয়ঃ ।

স্বতযুক্তো বিশেষেণ সততং প্রীতিবৰ্দ্ধনঃ ॥

( চতুৰ্দশোল্লাসঃ )

অগুরু, উশীর ( বেণার মূল ), গুগ্গ, গুলু, শর্করা, মধু ও চন্দনের দ্বারা যে ধূপ প্রস্তুত হয়, তাহা সমস্ত দেবতার সাধারণ ধূপ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । সমস্ত ধূপ ত্রয়ের মধ্যে দুৰ্গার গুগ্গ, গুলু প্রিয় । বিশেষতঃ উহা স্বতযুক্ত হইলে সৰ্বদা দেবীর প্রীতিবৰ্দ্ধক হইয়া থাকে ।

ভগবতীকে ধূপদানের মন্ত্র যথা,—

ও বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তমনোহরঃ ।

আত্রেয়ঃ সৰ্বদেবানাং ধূপো হুয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

( বৃহন্নদিকেশ্বরঃ )

১২ । দীপ—কালিকাপুরাণে দীপদানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে,—

দীপেন লোকান্ জয়তি দীপ স্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ ।

চতুৰ্গপ্রদো দীপস্তন্মাদ্ দীপৈ বর্জৈচ্ছিয়ম্ ॥

( ৬৯।১০১ )

দীপদানের দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় হয়, দীপ তেজোময় এবং চতুৰ্গ প্রদ ; এই নিমিত্ত দীপদ্বারা দেবীকে পূজা করিবে ।

ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে স্বতপ্রদীপ দান ও তৈলপ্রদীপ দানের ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

স্বতপ্রদীপদানেন চণ্ডিকাং পূজয়েন্নরঃ ।

সোহম্বমেধফলং প্রাপ্য চণ্ডিকাহুচরোভবেৎ ॥

তৈলদীপপ্রদানেন পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাম্ ।

বাজপেয়ফলং প্রাপ্য মোদতে সহ কিমরৈঃ ॥

( বসুন্দনকৃত-দুৰ্গাপূজাতত্ত্ব-ধৃত )

যে ব্যক্তি স্বতপ্রদীপ দানের দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে পূজা করে, সে অম্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবীর অহুচর হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তৈল প্রদীপ দানের দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে পূজা করে, সে বাজপেয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইয়া কিমরগণের সহিত আনন্দ সন্তোগ করে ।



প্রশস্ত দীপের লক্ষণ কালিকাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—

লভ্যতে যন্ত তাপস্ত দীপস্ত চতুরদুলাং ।

ন স দীপ ইতি খ্যাভো হোষবহিস্ত স স্মৃতঃ ॥

নেত্রাহ্লাদকরঃ স্বর্জিদূরতাপ বিবর্জিতঃ ।

স্থলিখঃ শব্দরহিতো নির্ধূমো নাতিহ্রস্বকঃ ।

দক্ষিণাবর্তবর্তিস্ত প্রদীপঃ শ্রীবুদ্ধয়ে ॥ ( ৬৯।১১৬-৭ )

যে দীপের তাপ চতুরদুল দূর হইতে পাওয়া যায় তাহা দীপ নয়, তাহা পাপবহি বলিয়া অভিহিত হয়। নেত্রের আহ্লাদকর, শোভন দীপ্তিযুক্ত, বাহার তাপ দূর হইতে পাওয়া যায় না, বাহা উত্তম শিখাবিশিষ্ট, শব্দশূন্য, ধূমহীন, নাতিহ্রস্ব এবং বাহার বর্তি ( সলিতা ) দক্ষিণাবর্তে অবস্থিত এরূপ প্রদীপই শ্রীবুদ্ধি কারক ।

কালিকাপুরাণের মতে প্রদীপের পাত্র তৈজস, দারুময়, যুগ্ম এবং নারিকেলজাত হইতে পারে। অস্থি নির্মিত পাত্রে অথবা দুর্গন্ধাদিশুক্ত পাত্রে দীপ স্থাপন নিষিদ্ধ। ঘৃত তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না। বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্ঘাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গজাত স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জালিবে না। শ্রীবুদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা তুলা দ্বারাই সলিতা পাকাইবে, কোষজ বা রোমজ বস্ত্রও সলিতার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না ( ৬৯।১২০-১২৫ )।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে দীপ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বসহা বসুমতী সহতে ন স্থিদংঘয়ম্ ।

অকার্য্যপাদঘাতং চ দীপতাপং তথৈব চ ॥

তস্মাৎ কুর্য্যীত পৃথিবীতাপং নাপ্পোতি বৈ যথা ।

( চতুর্দশোহ্লাসঃ )

সর্বসহা বসুমতী অকার্য্য পদাঘাত এবং দীপতাপ এই দুইটি সহ্য করেন না। স্তূতরাং পৃথিবী বাহাতে তাপ না পান, সেইভাবে প্রদীপ স্থাপন করিবে।

নৈব নির্কোপয়েদ্ দীপং দেবার্থমুপকল্পিতম্ ।

দীপহর্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্কোপকো ভবেৎ ।

ন তেন ব্যবহারোহপি কর্তব্যঃ সাধকোত্তমৈঃ ॥

দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দীপ কখনও নির্কোপিত করিবে না। দীপ হরণকারী অন্ধ হয় এবং দীপ নির্কোপক কাণা হয়। তাহার সহিত সাধকোত্তমের কোন প্রকার ব্যবহারও কর্তব্য নহে।



ভগবতীকে দীপ নিবেদনের মন্তব্য যথা,—

ওঁ অগ্নিজ্যোতী রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ ।

জ্যোতিষামৃতমো দুর্গে দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

১৩। নৈবেদ্য—কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

নিবেদনীয়ং যদ্রব্যং প্রশস্তং প্রশতং তথা ।

তন্তুজ্যাতং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি গম্যতে ॥

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ নৈবেদ্যং পয়ঃকোমলঞ্চ পঞ্চমম্ ।

সর্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যোষ্টে নিবেদয়েৎ ॥ ( ৭০।১-২ )

প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য । ইহা পঞ্চবিধ যথা ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ, পেষ ও চোষ্য । সর্বত্র আরাধ্য ইষ্ট দেবতাকে এই পঞ্চবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে নৈবেদ্যের উপকরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

কন্দুপকং স্নেহপকং স্নাতসংযুক্ত-পায়সম্ ।

মনঃ-প্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দদ্যাদ্ দেবৈ পুনঃ পুনঃ ॥

যদ্বদ্ব হি বাঞ্ছিতং বস্ত তদ দদ্যাৎ দেবপূজনে ।

বালপ্রিয়ং চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥

আত্মাহুপ্রিয়ং চ নৈবেদ্যং ন দদ্যাদ্ দেবপূজনে ।

জীর্ণাং প্রীতিকরং যচ্চ তচ্চাপি বিনিবেদয়েৎ ।

তাং লভ্য প্রদানেন দেবী প্রীতিমতী ভবেৎ ॥

( চতুর্দশোল্লাসঃ )

কন্দুপক ( ভূষ্টতণ্ডুল অর্থাৎ চিড়া, খই প্রভৃতি ), স্নাতাদি স্নেহপক, স্নাতসংযুক্ত পায়স এবং মনঃসন্তোষকর অন্ন নৈবেদ্য দেবীকে পুনঃ পুনঃ দিবে । যে যে বস্ত বাঞ্ছিত হইবে দেবপূজায় তাহা দিবে । যে সমস্ত বস্ত বালকেরা ভালবাসে তাহা নৈবেদ্য দিয়া দেবীকে পূজা করিবে । যে বস্ত নিজের অপ্রিয়, তাহা দেবপূজায় নৈবেদ্য দিবে না । যে বস্ত জীর্ণের প্রীতিকারক, তাহাও নিবেদন করিবে । তাৎপর্যদানের দ্বারা দেবী প্রীত হইয়া থাকেন ।

কালিকাপুরাণের ৭০তম অধ্যায়ে নৈবেদ্যের যাবতীয় উপকরণের বিস্তৃত তালিকা দৃষ্ট হয় । দেবীকে বহুপ্রকার ফল যথা নাগর, কপিথ, দ্রাক্ষা, পনস, পিণ্ডথর্জুর, ত্রীফল হরিভকী, আমলক ইত্যাদি দান করিয়া পূজা করিবে । শৃঙ্গারক, শালুক, মৃণাল প্রভৃতি কন্দ এবং পালক, ব্রাকী, কলহী, হিলমোচিকা, পুনর্নবা প্রভৃতি শাক নিবেদন করিবে ।



স্বত ও শর্করাযুক্ত শালিধানের অন্ন এবং মাষ, মুদগ, তিল ইত্যাদি শস্ত প্রদান করিবে। পরমান্ন, পিষ্টক, কুশর (খিচুড়ি), মোদক, গুধুক (চিড়া), ধানা (মুড়কি) প্রভৃতি মহাদেবীকে উৎসর্গ করিবে। দধি, দুগ্ধ, স্বত, নবনীতযুক্ত তিল, মধুসম্বলিত সুরা এবং নারিকেলোদক নিবেদন করিবে।

যে সকল মৃগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদন করিবে তাহাদের মাংস ও মংস্ত্র দেবীকে প্রদান করিবে। গণ্ডার, বাঞ্জীপস, ছাগ ও মংস্ত্র মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ঐ গন্ধাঢ্য সুরাসিত ব্যঞ্জন দেবীকে নিবেদন করিবে। মূলক ও হরিণমাংসের স্নগন্ধি ব্যঞ্জন দেবীকে দান করা প্রশস্ত।

নৈবেদ্য দানের পাত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, স্বর্ণপাত্র, রজত পাত্র, কাংস্ত্র পাত্র, প্রস্তর পাত্র, বজ্রকাষ্ঠময় পাত্র অথবা স্বহস্ত নির্মিত মৃগায়পাত্রে দেবীকে নৈবেদ্য দান করিবে।

দেবীকে নৈবেদ্য নিবেদনের মন্ত্র যথা,—

ওঁ আমান্নং স্বতসংযুক্তং ফলতাম্ব লসংযুতম্।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

ওঁ নানাফলসমাযুক্তাং নানাবস্তুসংশোভিতাম্।

রচনাং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

পানার্থ জলনিবেদনের মন্ত্র,—

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং যনোহরম্।

পানার্থং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ হরঃশ্রুতে ॥

(ক) তাম্বুল—অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে, তাম্বুলে চূর্ণ হিন্দু লাগাইয়া তাহাতে পুগ (সুপারি) ও কর্পূর দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। শিবার্চনচন্দ্রিকাতে ও মংস্ত্র স্নক্তে কথিত আছে, তাম্বুলে শঙ্খ, শঙ্খুক প্রভৃতির চূর্ণ দিয়া পাণড়, খদির, এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, কর্পূর, ধনিয়া, মৃগনাভি ও অন্যান্য সদৃশ দ্রব্য দিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে।

দেবীকে তাম্বুল দানের মন্ত্র যথা,—

ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুরাসিতম্।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

দেবতাকে নৈবেদ্যদানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

নৈবেদ্যেন ভবেৎ সর্বং নৈবেদ্যেনামৃতং ভবেৎ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ নৈবেদ্যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥



সর্বষজ্জময়ং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্বতুষ্টিদম্।

জ্ঞানদং কামদং পুণ্যং সর্বভোগ্যময়ং তথা ॥

( ৭১।১৪-১৫ )

নৈবেদ্যদ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, নৈবেদ্যদ্বারা অমৃত লাভ হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—ইহারা সকলে নৈবেদ্যেই প্রতিষ্ঠিত। নৈবেদ্য নিত্য সর্বষজ্জময় এবং সকলের তুষ্টিপ্রদ। ইহা জ্ঞান ও কামপ্রদায়ক, পবিত্র এবং সকল ভোগ্যস্বরূপ।

যদি নৈবেদ্যে কোন বস্তুর অভাব থাকে অথবা পূর্বোক্ত উপচার সমূহের কোন দ্রব্য হ্রস্ব হয়, তবে সাধক ভক্তিপূর্বক মনে মনে উহা কল্পনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিলে দেবী তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন।

উক্তেষু তেষু দ্রব্যেষু যৎকিঞ্চিদুৎকৃষ্টং যদি।

তৎকল্পনীয়ং দেবেশি মনসা ভাবনেন তু ॥

( শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, উল্লাস ১৪ )

হে দেবেশি ! কথিত এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যদি কোন দ্রব্য হ্রস্বাণ্য হয়, তবে সাধক মনের দ্বারা ভাবনাতেই তাহা কল্পনা করিবে।

কালিকাপুরাণে এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

মনসাপি মহাদেব্যা নৈবেদ্যং দাতুমিচ্ছতি।

যো নরো ভক্তিযুক্তঃ সন্ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবেৎ ॥

মহামায়াং সদা দেবীমর্চয়িষ্যামি ভক্তিতঃ।

নানাবিধৈস্ত নৈবেদ্যৈরিত্যি চিন্তাকুলস্ত যঃ।

স সর্বকামান্ সম্প্রাপ্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ( ৭১।১৬-১৭ )

যদি কোন মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া মনঃক্লিত নৈবেদ্যও দান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখী হয়। দেবী মহামায়াকে সর্বদা ভক্তি সহকারে নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা অর্চনা করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়াও যে ব্যক্তি আকুল হয়, সে সর্ববিধ কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্য লোকে পূজিত হইয়া থাকে।

১৪। বন্ধনা—পূজার চরম উপচার বন্দনা বা প্রণাম। ইষ্ট দেবতার নিকট প্রকৃষ্টরূপে নম্র হইতে না পারিলে পূজা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সর্ববিধ উপচারের সম্ভাবেও সাধক যদি যথার্থরূপে প্রণত না হয়, তবে ঐ পূজা দেবতার গ্রাহ্য হয় না। পক্ষান্তরে উপচারের একান্ত অসম্ভাবেও ভক্তিপূর্ণ প্রণতি দ্বারা পূজা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।



কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

নমস্কারেণ লভতে চতুর্ভুজং মহামতিঃ ।

সর্বত্র সর্বসিদ্ধার্থং নতির্যেব প্রশস্ততে ॥

নত্যা বিজয়তে লোকান্ নত্যাযুৰপি বর্দ্ধতে ।

নমস্কারেণ দীর্ঘায়ুরচ্ছিন্না লভতে প্রজাঃ ॥ ( ৭১।২০-২১ )

মহামতি সাধক নমস্কার দ্বারা চতুর্ভুজপ্রাপ্ত হয় । সর্বত্র সর্বসিদ্ধির নিমিত্ত নমস্কার প্রশস্ত উপায় । নমস্কার দ্বারা লোক সকল বিজিত হয় এবং আয়ু বর্দ্ধিত হয় । প্রজাগণ নমস্কার দ্বারা অচ্ছিন্ন দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ।

(ক) প্রদক্ষিণ—পূজাস্তে দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় ।

প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ ।

দক্ষিণং দর্শয়ন্ পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণঃ ॥

সক্লং ত্রির্বা বেষ্টয়েয়ু দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে ।

স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌষতুষ্টিদঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৭১।১-২ )

দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্বয়ং নম্রশির হইয়া দেবতাকে নিজের দক্ষিণপার্শ্ব দেখাইয়া এবং মনে মনে উদারভাব অবলম্বন করিয়া একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেষ্টন করা হয়, তাহার নাম প্রদক্ষিণ । ইহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ ।

শাক্তানন্দ ভরদ্বীজেতে প্রদক্ষিণ বিধি কথিত হইয়াছে,—

শঙ্খহস্তেন সর্বত্র সকল্ দ্বির্বা প্রদক্ষিণম্ ।

বেষ্টনঞ্চ ততঃ কৃদ্ভা প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূবি ॥

তথা ত্রিধাচরেৎ সম্যক্ দেবতায়্যাঃ প্রদক্ষিণম্ ।

একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্ধ্যাদ্ বিনায়কে ।

চত্বারি কেশবে কুর্ধ্যাচ্ছিবৈ চার্ক-প্রদক্ষিণম্ ॥ ( উল্লাস, ১৪ )

সকল স্থলেই শঙ্খ হস্তে লইয়া একবার বা দুইবার প্রদক্ষিণ করিবে । তাহার পর বেষ্টন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । এইরূপে দেবতার প্রদক্ষিণ সম্যগ্রূপে তিনবার করিবে । [ ইহা সাধারণ বিধি ; বিশেষ বিধি এই যে,—] চণ্ডীর নিকট একবার, স্বর্ঘ্যের নিকট সাতবার, গণেশের নিকট তিনবার, বিষ্ণুর নিকট চারিবার এবং শিবের নিকট অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে ।



সাধারণতঃ প্রদক্ষিণ বৃত্তাকার, কিন্তু ভগবতীর পক্ষে ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণও বিহিত আছে। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী মতে ত্রিকোণ প্রদক্ষিণ বিধি যথা,—

দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশস্তস্তাশ্চ শান্তবীম্ ।

ততোহপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কার ত্রিকোণবৎ ॥

ত্রিকোণোহয়ং নমস্কার ত্রিপুরা-প্রীতিবর্দ্ধনঃ ।

নতিস্ত্রিকোণাকারা চ তারাদেব্যাসা সমোরিতা ॥

( উল্লাস, ১৪ )

দক্ষিণ দিক হইতে বায়ুকোণে যাইয়া, সেই বায়ুকোণ হইতে শান্তবী দিক্ অর্থাৎ দীপান কোণে যাইয়া এবং সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ কর্তব্য। এই ত্রিকোণ প্রদক্ষিণ ত্রিপুরার প্রীতিবর্দ্ধক। তারা দেবীরও ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ বিহিত হইয়াছে।

কালীকুলামৃত তন্ত্রে ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ বিধি এইরূপ কথিত আছে,—সাধক দেবতার অগ্নিকোণে গিয়া সেইস্থান হইতে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিবেন। প্রথমতঃ অগ্নিকোণ হইতে পশ্চিম মুখ হইয়া নৈঋত কোণ পর্যন্ত যাইবেন। পরে ঐ নৈঋত কোণ হইতে উত্তর পর্যন্ত এবং উত্তর হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত আসিয়া পরে পুনর্বার ত্রিকোণ প্রদক্ষিণের জ্ঞায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুকোণ পর্যন্ত, বায়ুকোণ হইতে দীপান কোণ পর্যন্ত এবং দীপান কোণ হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত গমন করিলে একবার ষট্‌কোণ প্রদক্ষিণ হইবে।

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কোনও কারণ বশতঃ কায়িক প্রদক্ষিণে অসমর্থ হইলে মনে মনেই দেবীকে ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ করিবে,—

মনসাপি চ যো দদ্যাদ্‌দৈব্যে ভক্ত্যা প্রদক্ষিণম্ ।

স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি ॥

( ৭১।১৮ )

যে ব্যক্তি দেবীকে মনে মনেও ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ করে, তাহার দক্ষিণ দিকে যমের গৃহে নরক দেখিতে হয় না।

(খ) নমস্কার—নমস্কার ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহার প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার।



## (১) ত্রিবিধ কায়িক নমস্কার যথা,—

প্রসার্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবং ক্ষিতৌ ।  
 জাহ্নুভ্যাং মবনিং গজা শিরসাম্পৃশ্ব মেদিনীম্ ॥  
 ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্ত সঃ ॥  
 জাহ্নুভ্যাং ন ক্ষিতিং স্পৃশ্ব শিরসাম্পৃশ্ব মেদিনীম্ ।  
 ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ ॥  
 পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে দীযতে হৃদ যথাতথা ।  
 অস্পৃশ্ব জাহ্নুশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সৌহৃদম উচ্যতে ॥

( কালিকাপুরাণ, ৭১।৫-৭ )

জাহ্নুদ্বয় এবং মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা উত্তম কায়িক। জাহ্নুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার, তাহার নাম মধ্যম কায়িক। জাহ্নু বা মস্তক এই উভয়দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল হস্তদ্বয় একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অধম কায়িক।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনীতে অষ্টাঙ্গ এবং পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বিহিত হইয়াছে ;—

পদ্মাং করাভ্যাং জাহ্নুভ্যাং মুরসা শিরসা দৃশা ।  
 বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥  
 পদ্মাং করাভ্যাং জাহ্নুভ্যাং মুরসা শিরসা ২ পি চ ।  
 পঞ্চাঙ্গো ২ সৌ নমস্কারঃ সর্বভ্রাতৃস্বং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

( উল্লাস, ১৪ )

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মনের দ্বারা যে প্রণাম, উহা অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদদ্বয়, করদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়, বক্ষঃ ও মস্তক দ্বারা যে প্রণাম উহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। সর্বত্র প্রণামের এই বিধি কথিত হইয়াছে।

## (২) ত্রিবিধ বাচিক নমস্কার যথা,—

যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ষটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ ।  
 ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্ত স্তমস্ত সঃ ॥



পৌরাণিক বৈদিক বর্ষ মন্ত্রে বর্ষ ক্রিয়তে নতিঃ ।

স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্বাচনিকঃ সদা ॥

যন্তু মাহুগ্ৰবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা ।

স বাচিকো ২ ধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারেষু পুত্রকৌ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৭১।৮-১০ )

নিজে গদ্য পদ্য রচনা করিয়া তদ্বারা ভক্তিপূর্বক যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম উত্তম বাচিক। পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম মধ্যম বাচিক। ভাষা-বাক্য দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পুত্রবয়! উহা বাচিক নমস্কারের মধ্যে অধম জানিবে।

(৩) ত্রিবিধ মানসিক নমস্কার যথা,—

ইষ্ট-মধ্যানিষ্টগতৈ র্মনোভিত্তিবিধং পুনঃ ।

নমনং মানসং প্রোক্তমুত্তমাধম-মধ্যমম্ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৭১।১১ )

ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দ্বারা যে তিন প্রকার নমস্কার করা হয়, উহাদের নাম মানস নমস্কার এবং উহারাও যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কারই শ্রেষ্ঠ। এই কায়িক নমস্কার দ্বারাই দেবভাগ্য সর্বদা তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ত্রিবিধে চ নমস্কারে কায়িকশ্চোত্তমঃ শ্রুতঃ ।

কায়িকৈকান্ত নমস্কারৈর্ দেবা স্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ৭১।১২ )

যথালব্ধ উপচারে ভক্তিপূর্বক দেবীর পূজা সমাপন করিয়া সাধক কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিবেন,—

যদন্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।

আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণানুকম্পয়া ॥

ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদচ্চিতম্ ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥

কর্মণা মনসা বাচা ত্বন্তো নাশ্চা গতির্মম ।

অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্ট্রী ত্বং পরমেশ্বরী ॥



মাত যোনিসহশ্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।

তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরব্যয়ান্ত সদা স্থয়ি ॥

মাতঃ! আমি ভক্তি সহকারে তোমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও নৈবেদ্য যাহা নিবেদন করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর। আমার অন্তর্গত এই পূজাতে যাহা কিছু ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন ও মন্ত্রহীন হইয়াছে, আমার ভক্তিদ্বারা তাহা যেন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কন্দদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা তুমি ছাড়া আমার অন্ত গতি নাই। হে পরমেশ্বর! তুমি অন্তর্যামিনীরূপে সর্বভূতের সাক্ষিস্বরূপ। মাতঃ, সহস্র সহস্র যোনিতে যেখানেই আমার জন্ম হয় না কেন, তাহাতেই যেন সর্বদা তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচল ও অক্ষয় থাকে।

### [ চণ্ডীর প্রস্তাববিশেষ শ্রবণের ফলবিশেষ ]

মন্ত্র ২৩, ( পৃ: ৮৭ )

অঙ্কস্বার্থ।—মম জন্মনাং ( আমার আবির্ভাব সমূহের ) কীর্তনং শ্রুতং [ সং ] ( বৃত্তান্ত শ্রুত হইলে ) পাপানি হরতি ( তাহা পাপসমূহ বিনষ্ট করে ) তথা ( এবং ) আরোগ্যং প্রযচ্ছতি ( আরোগ্য প্রদান করে ), ভূতেভ্যঃ ( ভূত প্রেতাদি হইতে ) রক্ষাং করোতি ( রক্ষা করিয়া থাকে )।

অনুবাদ।—আমার আবির্ভাবসমূহের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাহা যাবতীয় পাপ বিনষ্ট করে, আরোগ্য প্রদান করে এবং ভূত সমূহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

টিপ্পনী।

সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থের বিষয় বস্তু সকলকে প্রধানতঃ ত্রিবিধ প্রস্তাবে বিভক্ত করা বাইতে পারে যথা (১) দেবীর উৎপত্তি বা অবতার গ্রহণের বৃত্তান্ত, (২) অম্বরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ বিবরণ এবং (৩) দেবীর উদ্দেশে ঋষি ও দেবতাগণের স্তব। উক্ত ত্রিবিধ প্রস্তাব পাঠ ও শ্রবণের বিশেষ বিশেষ ফল ( ২৩-২৫ ) তিনটি মন্ত্রে কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ দেবীর উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণের ফল বলিতেছেন।



শ্রুতং হরতি পাপানি—দেবীর অবতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সাধকের সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রুতঃ সঙ্কীৰ্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোহপি বা ।

নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হংসো জন্মাধুতান্তভম্ ॥

( ১২।৩।৪৬ )

ভগবান্ মহাশয়গণ কর্তৃক শ্রুত, সঙ্কীৰ্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত কিম্বা আদৃত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাহাদের অসংখ্য জন্মের পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

আরোগ্যং প্রযচ্ছতি—দেবীর উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণদ্বারা সাধকের চিত্ত নির্মল হইয়া যায় এবং তাহার ফলে তাঁহার যাবতীয় মানসিক আধি ও শারীরিক ব্যাধি-নিরাকৃত হয়; পরিণামে সাধক পুনঃ পুনঃ জন্মমূর্ত্যুরূপ ভবব্যাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

রক্ষাং করোতি ভুভেভ্যঃ—দেবীর পুণ্য অবতার কথা নিয়ত শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের চিত্তের মল রাশি বিধৌত হইয়া যায় এবং ঐ বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবতীর দিবা শক্তি ক্রিয়ালীল হইয়া উঠে। উক্ত ভাগবতী শক্তি সাধককে সতত ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদি যাবতীয় অনিষ্টকারী জীবের আক্রমণ হইতে তথা পার্শ্ব ও অপার্শ্ব সমস্ত অশুভ বিরোধী শক্তির কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

জন্মনাং কীর্ত্তনং মম—মম জন্মনাং প্রাগুক্তবাণাং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানানাং কীর্ত্তনং ব্যাহরণম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকালব্যাপী দেবীর যাবতীয় অবতার সমূহের পুণ্য কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এই শ্লোকে বলা হইল।

অবতার প্রসঙ্গ শ্রবণ মননের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাক্ষা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাংসেতি সোহর্জুন ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মমস্যা মামুপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মস্তাবমাগতাঃ ॥ ( ৪।৯-১০ )

হে অর্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও কৰ্ম্ম স্বার্থভাবে বুঝেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকেই লাভ করেন। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিবর্জিত হইয়া, মদগতচিত্ত ও মদাপ্রিত হইয়া বহু সাধক জ্ঞানতপস্যা দ্বারা পূত হইয়া মদীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।



মন্ত্র ২৪, ( পৃ: ৮৭ )

অম্বস্বার্থ।—যুদ্ধে ( যুদ্ধসমূহে ) দুষ্ট-দৈত্য-নিবর্হণং ( দুষ্টদৈত্যগণের বিনাশক )  
মে ষৎ চরিতং ( আমার যে চরিত বা কার্যকলাপ ) তস্মিন্ শ্রুতে [ সতি ] ( তাহা শ্রবণ  
করিলে ) পুংসাং ( মনুষ্যগণের ) বৈরি-কৃতংভয়ং ( শত্রুজনিত ভয় ) ন জায়তে ( উৎপন্ন  
হয় না )।

অনুবাদ।—যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশক আমার যে চরিত, তাহা  
শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণের শত্রু জনিত ভয় থাকে না।

টিপ্পনী।

এই মন্ত্রে দেবীর যুদ্ধ চরিত শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্—নিবর্হয়তি নাশয়তি ইতি নিবর্হণম্। দুষ্টানাং দৈত্যানাং  
নিবর্হণম্, দুষ্টদৈত্যনাশকম্ ( শাস্তনবী )।

ভয়ং ন জায়তে—দেবীর যুদ্ধচরিত শ্রবণকারী সাধক সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত  
হইয়া থাকেন।

দানবগণের সহিত দেবীর যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ ও মনন করিতে করিতে সাধকের মনে  
চণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকার অনন্তবীৰ্য্য সম্বন্ধে এবং শরণাগত সন্তানগণের প্রতি তাঁহার অপার  
কৰুণাবিশেষে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। আত্মরিক শক্তি যত কেন প্রবল হউক না, যা  
ভগবতীর অমিত পরাক্রমের নিকট তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর—এ প্রত্যয় সাধকের চিত্তে  
যতই গভীর হইতে থাকে ততই তিনি নির্ভীক হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় তাঁহার সাধন  
পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী বিরোধী শক্তিগুলি সম্বন্ধে তিনি আর কোনও ভীতি পোষণ করেন না।  
দানবদলনী ভগবতীর কৃপায় এদাস্ত নির্ভরশীল সাধকের অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় শত্রু  
অচিরে নিশ্চূল হইয়া যায়। তিনি সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইয়া অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ  
করেন। এই ভাবের অনুপ্রেরণায় শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি শক্তি সাধক পদকর্তাগণ  
দেবীর সমর বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

কামিনী যামিনী বরণে রণে, এল কে।

উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি,

উল্লসিতা দানব নিধনে।



পদভরে বহুমতী, সতীতা কম্পিতা অতি ;  
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে ।  
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয়, তবে আর কিরে ভয় ;  
অনায়াসে মম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥

মন্ত্র ২৫, ( পৃ: ৮৭ )

অনুব্রাত্যর্থঃ—যুগ্মাভিঃ ( তোমাদের অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা ) যাঃ চ স্তবতঃ ( যে সকল স্ততি ) কৃতাঃ ( করা হইয়াছে ), ব্রহ্মর্ষিভিঃ চ ( এবং ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক ) ব্রহ্মণা চ ( এবং ব্রহ্মা কর্তৃক ) [ যাঃ স্তবতঃ ] কৃতাঃ ( যে সকল স্ততি করা হইয়াছে ), তাঃ তু ( সেই সকল স্ততিই ) শুভাং মতিং প্রদচ্ছন্তি ( শুভ বুদ্ধি প্রদান করে ) ।

অনুব্রাত্যে ।—তোমরা যে সকল স্ততি করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং ব্রহ্মা যে সকল স্তব করিয়াছেন, তাহা শুভ বুদ্ধি প্রদান করে ।

টিপ্পনী ।

এই মন্ত্রে শ্রীচীচণ্ডীর স্তোত্রসমূহ পাঠ ও শ্রবণের ফল কথিত হইতেছে ।

যুগ্মাভিঃ স্তবতয়ো যাশ্চ—তোমরা দেবগণ আমার উদ্দেশে যে সকল স্তব করিয়াছ । অত্র প্রথমচরণে দেবীসূক্ত-নারায়ণীসূক্তাখ্য-স্তোত্রনির্দেশঃ ( গুণবতী ) । এতদ্বারা দেবীসূক্ত ও নারায়ণীসূক্ত নামক স্তোত্রদ্বয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ।

গুপ্ত-নিগুপ্ত কর্তৃক নির্জিত দেবগণ তাঁহাদের পরমাপদ নাশের নিমিত্ত হিমালয়ে যাইয়া ভগবতী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিয়াছিলেন, “নমো দেবৈব্য মহাদেবৈব্য শিবায়ৈ সততঃ নমঃ” ( পঞ্চম অধ্যায় ) । এই স্তবটি পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবীসূক্ত নামে অভিহিত ।

ভগবতী চণ্ডিকা কর্তৃক গুপ্ত নিগুপ্তাদি অস্ত্র বিনাশের পর দেবতাগণ তাঁহার উদ্দেশে স্তব করিয়াছিলেন, “দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসাদ” ( একাদশ অধ্যায় ) । ইহা “নারায়ণীসূক্ত” নামে অভিহিত ।

যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ—(১) ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সহ বা যুগ্মাভিঃ কৃতাঃ, মহিষাস্তকরী-সূক্তরূপা ইত্যর্থঃ । যদা তৎস্তুতো ঋষীণামপি কর্তৃত্বম্ ( নাগোজী ) । ব্রহ্মা ও ঋষিগণ সহিত তোমরা যে স্তব করিয়াছিলে যাহা “মহিষাস্তরীসূক্ত” নামে খ্যাত । এই স্ততিতে ঋষিগণেরও কর্তৃত্ব রহিয়াছে বলিয়া “যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ”—এইরূপ কথিত হইয়াছে ।



ভগবতী দুর্গা কৰ্তৃক মহিষাসুর নিধনের পর শক্রাদি দেবতাগণ ও মহর্ষিগণ মিলিতভাবে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, “দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাশ্রয়ত্যা” (চতুর্থ অধ্যায়)। এই স্তবটি “মহিষাস্তকরীমুক্ত” নামে অভিহিত।

(২) কোন কোন টীকাকার ইহার অন্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। স্বমেধসা মার্কণ্ডেয় চ তৎপূর্বৈশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ ময়ি দেব্যাং বিষয়ে যাশ্চ স্ততয়ঃ কৃতাঃ “তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতা” ইত্যাদয়ঃ (শান্তনবী)। স্বমেধাঃ, মার্কণ্ডেয় এবং তৎপূর্ববর্তী ব্রহ্মর্ষিগণ দেবী বিষয়ে যেসব স্তব করিয়াছিলেন যথা,—

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

ইত্যাদি (চণ্ডী ১।৪৮-৫২)।

ব্রহ্মর্ষিভিঃ—ঋষি গচ্ছতি সংসারপারম্ ইতি ঋষিঃ। যিনি জ্ঞানের দ্বারা সংসারের পারে গমন করেন তিনিই ঋষি। ঋষি সপ্তবিধ যথা (১) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি, (২) দেবর্ষি নারদাদি, (৩) মহর্ষি ব্যাসাদি, (৪) পরমর্ষি ভেলাদি, (৫) কাণ্ডর্ষি জৈমিনি প্রভৃতি, (৬) শ্রুতর্ষি শৃঙ্গতাদি এবং (৭) রাজর্ষি জনকাদি (রত্নকোষ)।

ব্রহ্মণা চ কৃতাঃ—ব্রহ্মণা চ যঃ স্ততয়ঃ কৃতাঃ “ত্বং স্বাহা” ইত্যাদিঃ (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)। মধুকটভীত ব্রহ্মা যোগনিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন, “ত্বং স্বাহা ত্বং স্বাহা ত্বং হি বষট্কারস্বরাস্মিকা” (প্রথম অধ্যায়)। ইহা পৌরাণিক বা তাত্ত্বিক রাত্রিস্মৃতি নামে অভিহিত।

কৃতাঃ—কৃতা ইতি চ দৃষ্টা ইত্যর্থকঃ লক্ষ্মীতন্ত্রৈকবাক্যত্বাদ্ ইতি অবধেয়ম্। এবধৈতানি সর্কানি স্তোত্রানি অকর্তৃকানি ইতি বোধ্যম্ (নাগোজী)। এস্থলে ‘কৃত’ শব্দের অর্থ দৃষ্ট। লক্ষ্মীতন্ত্রের মতে চণ্ড স্তোত্রসমূহ অনাদিসিদ্ধ, নিত্য, অপৌক্কেষ্য। দেবতা বা ঋষিগণ এই সকল স্তোত্রমন্ত্রের রচয়িতা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র। ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা, “ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ”।

ভাস্ত্র প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্—(১) তাঃ শ্রুতাঃ সত্যঃ শুভাং তত্ত্বজ্ঞানসাধন-লক্ষণাঃ মতিং বুদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উক্ত স্তবসমূহ শ্রুত বা পঠিত হইলে সাধককে শুভা মতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানসাধিকা বুদ্ধি প্রদান করে। (২) শুভাং যোক্ষাত্মদয়সাধনীম্ (নাগোজী)। সাধককে যোক্ষ ও অভ্যাস সাধনকারিণী বুদ্ধি প্রদান করে।



২৫—২৫ মন্ত্রে চণ্ডীর প্রস্তাব ভেদে ফলভেদ উক্ত হইলেও সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থই পঠনীয় ও শ্রবণীয়। এ সম্বন্ধে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী বলেন,—  
এস্থলে বিভিন্ন প্রস্তাব শ্রবণদ্বারা বিভিন্ন ফল লাভ উক্ত হওয়াতে তত্ত্ব কামনা বিশিষ্ট সাধকের তত্ত্ব প্রকরণই শ্রবণ করা উচিত এক্ষণে প্রতীয়মান হয়। তথাপি সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যেরই পাঠ ও শ্রবণ বিধেয়। যথা হরিবংশে মন্বাদিবংশভেদে শ্রবণের বংশোৎপত্তি ফলশ্রুতি থাকিলেও সম্মানকামী ব্যক্তি সমগ্র হরিবংশ সংহিতাই শ্রবণ করিয়া থাকে।  
অপিচ সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যই স্তবরূপে গণ্য হওয়াতে সমগ্র গ্রন্থেরই পাঠ ও শ্রবণ কর্তব্য।

### [ দেবীমাহাত্ম্য স্মরণে সঙ্কটমোচন ]

মন্ত্র ২৬—২৯, ( পৃ: ৮৮ )

অনুব্রতার্থ। অরণ্যে দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ ( দাবাগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে ),  
প্রান্তরে বা অপি ( অথবা প্রান্তরে ) দম্ম্যভিঃ বা বৃতঃ ( দম্ম্যগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইলে ),  
শৃণ্ণে বা অপি ( অথবা নির্জন স্থানে ) শক্রভিঃ গৃহীতঃ ( শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ),  
বনে বা ( অথবা বনমধ্যে ) সিংহ-ব্যাঘ্র-অনুঘাতঃ ( সিংহ ও ব্যাঘ্র কর্তৃক অনুঘাত হইলে ),  
বন-হস্তিভিঃ বা [ অনুঘাতঃ ] ( অথবা বনহস্তিগণ কর্তৃক অনুঘাত হইলে ),  
ক্রুদ্ধেন রাজা বা ( ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক ) বধ্যঃ [ ইতি ] আশ্রপ্তঃ ( বধ্যার্থ আদিষ্ট হইলে ),  
বন্যগতঃ অপি বা ( অথবা কারারুদ্ধ কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে ),  
মহা-অৰ্ণবে বা ( অথবা মহাসমুদ্রে ) পোতে স্থিতঃ [ সন্ ] ( জাহাজে থাকিয়া ) বাতেন আঘূর্ণিতঃ ( ঝটিকা দ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে ),  
ভৃশ-নারুণে সংগ্রামে বা অপি ( অথবা অতি ভীষণ যুদ্ধে )  
শস্ত্রেণ পতৎসু [ সংসু ] ( অস্ত্রশস্ত্রসমূহ পতিত হইতে থাকিলে ),  
ঘোরাসু সৰ্ব্বে  
আবাধাসু বা অপি ( অথবা সৰ্ব্ববিধ ভীষণ উপদ্রবে ) বেদনা-অভ্যর্জিতঃ [ সন্ ] ( বেদনায়  
অত্যন্ত পীড়িত হইলে ),  
মম এতৎ চরিতং স্মরন্ ( আমার এই চরিত স্মরণ করিয়া )  
নরঃ সঙ্কটাৎ মুচ্যেত ( মনুষ্য সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া থাকে )।

অনুবাদঃ—অরণ্যে দাবাগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে, প্রান্তরে  
দম্ম্যদল কর্তৃক বেষ্টিত হইলে, নির্জনস্থানে শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে,  
বনমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র বা বনহস্তিগণ কর্তৃক অনুঘাত হইলে, ক্রুদ্ধ রাজা  
কর্তৃক বধ্যার্থ আদিষ্ট কিংবা কারারুদ্ধ হইলে, মহাসমুদ্রে জাহাজে অবস্থিত



হইয়া ঝটিকা দ্বারা আকুলিত হইলে, অতি ভীষণ যুদ্ধে শত্রুসমূহ পতিত হইতে থাকিলে অথবা সর্ববিধ ভীষণ উপদ্রবে যন্ত্রণায় অভিভূত হইলে মনুষ্য আমার এই চরিত্র স্মরণ করিয়া সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

টিপ্পনী।

এ যাবৎ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফল কথিত হইয়াছে। দেবীর চরিত্র স্মরণও যে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, ইদানীং চারিটি মন্ত্রে তাহা বর্ণিত হইতেছে (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)।

বন্ধগতঃ—নিগড়ং গ্রাহিতঃ, বদ্ধা বারাস্থিতঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। শৃঙ্খলাবদ্ধ অথবা কারাগারে আবদ্ধ।

সর্ববাবাধাস্থ ঘোরাস্থ—ঘোরাস্থ অত্যাৎকটাস্থ সর্ববাবাধাস্থ উত্তারুতপীড়াস্থ দুর্ভিক্ষ-মরকাদিস্থ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। দুর্ভিক্ষ, মরকাদি ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইলে।

বেদনাভ্যর্দিতঃ—(১) বেদনয়া দুঃখেন অভ্যর্দিতঃ (নাগোজী)। বেদনা বা দুঃখ দ্বারা নিপীড়িত। (২) বেদনাভিঃ ব্রণাদি-জনিতাভিঃ অভ্যর্দিতঃ পীড়িতঃ (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)। ব্রণ বিস্ফোটিকাতির যন্ত্রণায় অভিভূত।

স্মরণ...সঙ্কটাতঃ—মনুষ্য দাবাগ্নি প্রভৃতি সঙ্কটে নিপতিত হইলে তৎকালে চণ্ডীপাঠাদি অল্পষ্ঠানের অভাব হেতু কেবল মনে মনে দেবীর চিন্তা করিবে। ঐরূপ স্মরণ দ্বারাই সে ঐ সকল সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবে। (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

শান্তনবী টীকাকারের মতে, "অরণ্যে প্রাপ্তবৈ বাপি" এই শ্লোকের পূর্বে কেহ কেহ "সিংহব্যাঘ্রোহ্নুযাতো বা" এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া থাকেন।

সকল প্রকার বাধা ও আপদ নিবারণের জন্ত "সর্ববাবাধাস্থ ঘোরাস্থ...সঙ্কটাতঃ" (১২।২০) মন্ত্রের পুটপাঠ বা লক্ষজপ বিহিত।

ক্রীসঙ্কটাদেবী—পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠির ভট্টরাজ্য হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যবাসে গমনপূর্বক পরম নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তদীয় মহাসঙ্কটের বিষয় জানাইয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিলেন ;—



ওঁ নমঃ শ্রীসঙ্কটায়ৈ ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিস্তৃতা ।

বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চতুঃশত চ পূর্বতঃ ॥

শৃংগু নামাষ্টকং তস্তাঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।

সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়া বিজয়া তথা ॥

তৃতীয়া কামদা প্রোক্তা চতুর্থঃ দুঃখহারিণী ।

সর্বাঙ্গী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা ॥

সপ্তমং ভীমনয়না সর্বরোগহরাষ্টকম্ ।

নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসংখ্যং শ্রদ্ধাস্থিতঃ ।

ষঃ পঠেৎ পাঠেদেৎ বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাত্মকঃ ॥

অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে বীরেশ্বর শিবের উত্তরদিকে এবং চতুঃশত শিবের পূর্বভাগে সঙ্কটানামী দেবী বিরাজিতা আছেন। তাঁহার নামাষ্টক শ্রবণ কর, উহা মহাশয়গণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ। প্রথমতঃ সঙ্কটা, তৎপর ষষ্ঠাক্রমে বিজয়া, কামদা, দুঃখহারিণী, সর্বাঙ্গী, কাত্যায়নী, ভীমনয়না, এবং অষ্টম সর্বরোগহরা—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাস্থিত হইয়া ত্রিসংখ্যায় এই পবিত্র নামাষ্টক পাঠ করে বা অন্তকে পাঠ করায়, সে সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করে।

দেবীসঙ্কটা শ্রীহর্গারই রূপ বিশেষ। ইনি দশভুজা, ত্রিনয়না, মালা-কমণ্ডলুধারিণী, বর-গদা-পদ্মধারিণী এবং ত্রিশূল-ডমরু-চাপ-অসি-চর্ম্ম বিভূষিতা।

( পদ্মপুরাণোক্ত “সঙ্কটাস্তোত্র” দ্রষ্টব্য )

স্মরণ মাহাত্ম্য—দেবীচরিত-কথা শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ করিতে করিতে সাধকের প্রাণে মা ভগবতীর সর্বশক্তিমত্তায় ও শরণাগত সন্তানের প্রতি তাঁহার অপরিণীম করণায় বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া থাকে। ঐরূপ বিশ্বাসবান্ ভক্ত যখন সঙ্কটে পড়িয়া কাতরভাবে দেবীর শরণাগত হয় তখন মায়ের রূপা শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহাকে সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। সাধকের প্রাণের আকুল আৰ্ত্তি, মায়ের সর্বশক্তিমত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার ঐকান্তিক শরণাগতি—এই তিনের একত্র সমাবেশ ঘটিলেই মায়ের রূপাশক্তি অবোধে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে।

আৰ্ত্তি ও শরণাগতি—গীতায় চতুর্বিধ ভক্তের কথা উক্ত হইয়াছে,—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কন্ধতিনোহর্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ( ৭.১৬ )



হে ভরতশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন! চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার ভজনা করিয়া থাকে যথা (১) আৰ্ত্তিযুক্ত, (২) তত্ত্বজিজ্ঞাসু, (৩) অর্থকামী এবং (৪) তত্ত্বজ্ঞানী।

চণ্ডীর ২৬-২৯ মন্ত্রে আৰ্ত্ত ভক্তের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। যথার্থ আৰ্ত্তি লইয়া মা ভগবতীকে স্মরণ করিলে, মায়ের শরণাগত হইলে, মা অবশ্যই ভক্তকে সৰ্ব সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। এখানে বাহ্যিক জীবনের যে সকল ঘোর সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধক অন্তর্চক্ষু উন্মোচন করিলে সত্যত নিজেকে তদ্রূপ সঙ্কটাপন্নই উপলব্ধি করিবেন। সংসার অরণ্যে নিরন্তর অশান্তির দাবানল জলিতেছে, কামক্রোধাদি ত্রিপুণ্য পথিকের সর্বদা কাড়িয়া লইতে উত্তত, হিংসাদেবাদি আত্মরিক বৃত্তিসমূহ হিংস্র জন্তুর স্থায় তাহার প্রাণনাশার্থ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে—এইরূপ অল্পখ্যানের দ্বারা সাধককে অন্তরে প্রবল আৰ্ত্তি জাগাইতে হইবে। জীব এই ভব-স্রাবাগারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত শৃঙ্খলিত বন্দীতুল্য জীবনযাপন করিতেছে—ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধক নিশ্চয়ই একান্ত ব্যাকুল হইয়া ভবপাশনাশিনী মোক্ষদায়িনী জগদম্বার শ্রীচরণযুগলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। সমুদ্রে বাটকাগ্রস্ত পোতায়েহী ব্যক্তি যেমন নিজের জীবনরক্ষার জন্ত ব্যাকুল হইয়া আৰ্ত্তনাদ করে, এই ভীমভাবাবে নিমজ্জমান সাধককেও তেমনি আৰ্ত্তি লইয়া “দুর্গভবসাগর-নৌরসজ্জা” শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করিতে হইবে। ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈনিকের উপর চতুর্দিক হইতে শত্রুগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত; এইরূপ ঘোর সঙ্কটে নিপতিত সৈনিক স্বীয় জীবনরক্ষার জন্ত যেমন ব্যাকুল হয়—জীবন সংগ্রামে শত আঘাতে জর্জরিত, অশেষ বেদনাক্লিষ্ট সাধককেও তেমনি আৰ্ত্তি লইয়া সর্বদুঃখার্তিহারিনী জগজ্জননীর শরণাপন্ন হইতে হইবে। মা স্বমুখে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এইরূপ আৰ্ত্তি লইয়া যে কেহ তাঁহাকে স্মরণ করে, তিনি তাহার সকল সঙ্কট মোচন করিয়া দেন “স্বয়ং মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাতং”।

বিশ্বদারভক্তের আপদ উদ্ধারকল্পে “শ্রীদুর্গাস্তবরাজ” নামক স্তোত্রে ঐরূপ আৰ্ত্তভক্তের ঐকান্তিক শরণাগতি ধ্বনিত হইয়াছে;—

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে

হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।

স্বমেকা গতি দেবি নিস্তারহেতু—

নর্মস্তু জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪



দ্বাদশ অধ্যায় ]

দেবীচরিত্র-মাহাত্ম্য

৬৭৭০ Ashram  
BANARAS.

হে দেবি! অরণ্যে, ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে, শত্রুমধ্যে, অগ্নিতে, সাগরে, প্রান্তরে,  
এবং রাজদ্বারে তুমিই আমার একমাত্র গতি ও পরিত্রাণের উপায়। হে জগত্তারিণি!  
তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে! আমাকে রক্ষা কর।

অপারে মহাহস্তরে হত্যন্তর্যোরে

বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।

ত্বমেকা গতি দেবি নিস্তার-নৌকা

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫

হে দেবি! অপার, হুরতিক্রমণীয়, অতি ভীষণ বিপদ সমূহে যাহারা ডুবিয়া  
যাইতেছে, সেই জীবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়, তুমিই তাহাদের উদ্ধারের তরঙ্গী  
স্বরূপ। হে জগত্তারিণি! তোমাকে প্রণাম; হে দুর্গে! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

শরণমসি স্মরণাং সিদ্ধ-বিদ্যাধরাণাং

মুনি-দলজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।

নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিরাবৃত্তানাং

ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥২

হে দেবি! তুমিই দেবগণের এবং সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের আশ্রয়। মুনি, অসুর  
ও মনুষ্যগণের, ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তিদিগের, রাজদ্বারে অভিযুক্ত লোকদিগের এবং দস্যু  
দল কর্তৃক পরিবেষ্টিত ব্যক্তিগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। হে দুর্গে! প্রসন্ন হও।

মন্ত্র ৩০, ( পৃঃ ৮৮ )

অঙ্কস্বার্থ।—মম প্রভাবাং ( আমার প্রভাব হেতু ) সিংহ-আচ্ছাঃ [ জন্তবঃ ]  
( সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ) দস্যবঃ ( দস্যুগণ ) তথা বৈরিণঃ ( এবং শত্রুসকল )  
মম চরিতং স্মরতঃ [ জনাং ] ( আমার চরিত স্মরণকারী মনুষ্য হইতে ) দূরাং এব  
( দূরেই ) পলায়ন্তে ( পলায়ন করে )।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি আমার চরিত স্মরণ করে, আমার প্রভাবে  
সিংহাদি জন্তুসকল, দস্যুগণ এবং শত্রুবর্গ তাহা হইতে দূরে পলায়ন করে।

টিপ্পনী।

দেবীমাহাত্ম্য নিত্য স্মরণের ফলে সাধকের চিত্তে ভগবতী চণ্ডিকার শক্তি ক্রমশঃ  
জাগ্রত হইয়া উঠে। দেবীর অচিন্ত্য শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলে তাহার প্রভাবে  
সাধকের অনিষ্টকারী ধাবতীয় বিরোধী শক্তিসমূহ পৰ্য্যুদস্ত হইয়া যায়।



শ্রীমদ্ভাগবতে নিত্য ভগবৎ-স্মরণের ফল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ

ক্ষিপণোত্যভ্রাণি চ শং তনোতি ।

সদৃশ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং

জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ ( ১২।১২।৫৫ )

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মৃতিযোগে নিরন্তর হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে সাধকের সকল অমঙ্গল নষ্ট হয়, মঙ্গল বিস্তার লাভ করে; চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মাতে ভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।

আবৃত্তি সংখ্যা—তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকাতে শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী বলেন,—শ্রুতং হরতি পাপানি ( ১২।২৩ ), তস্মিন্ শ্রুতে ( ১২।২৪ ), স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং ( ১২।২৯ ), স্মরত শরিতং মম ( ১২।৩০ ) ইত্যাদি স্থলে পঠন, শ্রবণ ও স্মরণের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। যদিচ একবার পঠন, শ্রবণাদি দ্বারাই তত্ত্বফল লাভ হইতে পারে তথাপি ফলের আধিক্য লাভের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ পঠন ও শ্রবণাদি বিধেয়। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “যো ভূয় আরভতে তস্মিন্ ফলবিশেষঃ” যে ব্যক্তি কোন কৰ্ম পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকে, তাহার উহাতে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন, “কলস্ত কৰ্মনিষ্পত্তেষ্টেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্ত্রাৎ”। যেমন লৌকিক কৰ্মাদি ব্যাপারে বাহ্য দ্বারা ফলাধিক্য লাভ হয়, বেদ পাঠাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যেস্থলে ফল-বিশেষ লাভার্থ আবৃত্তি সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে, সেস্থলেও আবৃত্তির আধিক্য ফলাধিক্য হইয়া থাকে। অপিচ, যথোক্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও যে তাদৃশ ফলোৎপত্তি দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ কালমহিমা বুঝিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যদা যদা সতাং হানিবেদমার্গানুসারিণাম্ ।

তদা তদা কলেবৃদ্ধি রত্নমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥

যখন যখন বেদমার্গ অনুসরণকারী সংলোকদের হানি হইয়া থাকে, তখন তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

এখানে “হানি” শব্দের তাৎপর্য, যথোচিত বৈদিক কৰ্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও ফলোৎপত্তির অভাব। অতএব অধিক সংখ্যায় আবৃত্তি কর্তব্য। এই কারণেই আগমশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “কলৌ সংখ্যা চতুস্তুর্ণা”।



## [ শুভ-নিশুভ বধের পরিসমাপ্তি ]

মন্ত্র ( ৩১—৩২ ) ( পৃ: ৮৮ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষি: ( মেধস্ ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ স্বরথকে বলিলেন ),—চণ্ড-বিক্রমা ( প্রচণ্ড প্রতাপশালিনী ) সা ভগবতী চণ্ডিকা ( সেই ভগবতী চণ্ডিকা দেবী ) ইতি উক্তা। ( এই সকল কথা বলিয়া ) পশুতাম্ এব দেবানাং ( দর্শনকারী দেবভাগণের সমক্ষেই ) তত্রএব ( সেই স্থানেই ) অন্তঃ-অধীয়ত ( অন্তর্হিতা হইলেন )।

অনুবাদ।—ঋষি কহিলেন, প্রচণ্ড প্রতাপশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে দেবগণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন।

টিপ্পনী।

দশম অধ্যায়ে শুভাসুরের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে দেবগণ কর্তৃক ভগবতীর শুভ, ভগবতীর বর প্রদান এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ অবতার কথা উক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ যাবৎ ( ১—৩০ মন্ত্র পর্য্যন্ত ) দেবী মাহাত্ম্য পাঠ, শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের ফল বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে ৩১—৩৫ মন্ত্রে ঋষি শুভ-নিশুভ বধ-বৃত্তান্তের উপসংহার করিতেছেন।

চণ্ডবিক্রমা—ভগবতী তদীয় অচিন্ত্য শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-তিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি।

ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাক্ষকম্॥

মন্তরাদ্ বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।

ইন্দ্রাগ্নি-মৃত্যব শুদ্ধং-সাহং সর্বোত্তমা স্মৃতা।।

( দেবীভাগবতম্, ১২।৮।৭৭—৭৮ )

আমিই কারণাভিমানী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রকে এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। আমারই ভয়ে পবন প্রবহমান হইতেছে, আমারই ভয়ে সূর্য্য উদয়াস্তগামী হইতেছে, আমারই ভয়ে ইন্দ্র, অগ্নি, ষম প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্যে নিরত আছে। অতএব আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া জানিবে।



ভট্টেব—(১) তস্মিন্ স্থানে এব (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। দেবী সেই স্থানেই অন্তর্দান করিলেন। (২) দেবশরীরেণ এব (শাস্তনবী)। দেবী সর্বদেবশরীরে বিলীন হইয়া গেলেন।

পশ্চাত্তাম্বেব.....অন্তরধীয়ত—(১) পশ্চাত্তাম্ অনাদরে ষষ্ঠী (নাগোজী)। চিরকালম্ অবস্থানম্ ইচ্ছতোহপি তান্ অনাদৃত্য ইতি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ভগবতৌ চণ্ডিকা চিরকাল এইভাবে তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে অবস্থান করেন, দেবগণ ইহা ইচ্ছা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যেন তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়াই অন্তর্দান করিলেন।

(২) যথা জননী স্ততান্ ব্যাজতঃ অনাদৃত্য আলোকনাদ্ অন্তর্ভুক্তে, তথা ইয়মপি সর্বজননী দেবদর্শনভোহন্তরধীয়ত (শাস্তনবী)। জননী যেমন অনাদরের ভাণ করিয়া পুত্রগণের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যান, তদ্রূপ এই সর্বজননীও দেবতাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্দান করিলেন।

মন্ত্র ৩৩, (পৃ: ৮৮)

অন্বয়ার্থ—তে সর্বে দেবাঃ অপি (সেই সকল দেবতাগণও) বিনিহত-অরয়ঃ (দেবীকর্তৃক শত্রু নিহত হওয়ায়) নিরাতঙ্কাঃ (ভয়শূন্য হইয়া) যজ্ঞ-ভাগ-ভুজঃ [সন্তঃ] (যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্বক) যথাপুরা (পূর্ববৎ) স্ব-অধিকারান্ চক্রুঃ (নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ—শত্রুগণ নিহত হওয়াতে সেই সকল দেবতাগণ আতঙ্ক-হীন হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্বক পূর্ববৎ স্ব-অধিকার অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন।

টিপ্পনী।

স্বাধিকারান্ চক্রুঃ—শুভ-নিশুভাদ্বয়তঃ প্রাগিব স্বান্ স্বান্ ব্যাপারান্ চক্রুঃ কৃতবন্তঃ (শাস্তনবী)। শুভ-নিশুভাস্বরূপের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে দেবতাগণ যেমন স্ব-অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতেন, এখন শুভ-নিশুভ বধের পর তদ্রূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মন্ত্র ৩৪—৩৫, (পৃ: ৮৮)

অন্বয়ার্থ—জগদ্-বিধ্বংসিনি (জগতের ধ্বংসকারী) মহা-উগ্রো (অতি হৃদ্যন্ত) অতুল-বিক্রমে (অতুলনীয় পরাক্রমশালী) মহাবীৰ্য্যো (মহাশক্তিমান্) তস্মিন্ দেব-রিপৌ



( সেই দেব-শত্রু ) গুপ্তে নিগুপ্তে চ ( গুপ্ত ও নিগুপ্ত ) যুধি ( যুদ্ধে ) দেব্যা ( দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক ) নিহতে [ সতি ] ( নিহত হইলে ) শেষাঃ দৈত্য্যাঃ চ ( অবশিষ্ট দৈত্যগণ ) পাতালম্ আযযুঃ ( পাতালে প্রবেশ করিল ) ।

অনুবাদ—জগৎসংসকারী, অতি দুর্দান্ত, অতুলনীয় পরাক্রমশালী, মহাশক্তিমান সেই দেব-শত্রু গুপ্ত ও নিগুপ্ত যুদ্ধে দেবীকর্তৃক নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে প্রবেশ করিল ।

টিপ্পনী ।

পাতাল—পতিস্তি অগ্নিন্ হুষ্কিণ্যবন্ত ইতি, পাদস্ত তলে বর্ততে ইতি বা পাতালম্ । ইহাতে পতিত হয় দুষ্কর্ষকারিগণ, অথবা পদের তলদেশে বর্তমান “পাতাল” শব্দের ইহাই তাৎপর্যার্থ ।

দেবীভাগবতের মতে, অস্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শতযোজন, এই পৃথিবীর অধোদিকে সপ্ত বিবর আছে, উহাদিগকে পাতাল বলে । ইহাদের প্রথম অতল, দ্বিতীয় বিভল, তৃতীয় সূতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল এবং সপ্তম পাতাল । এই সকল পাতাল বিল-স্বর্গ নামে অভিহিত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও সমধিক সুখপ্রদ । ইহা কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ । এখানে বলশালী দৈত্য, দানব ও সর্পগণ অবস্থান করিয়া থাকে । ইহারা সকলেই মায়াবী এবং অপ্রতিহত সংকল্প ও বাসনা বিশিষ্ট । সপ্তপাতালের বিস্তৃত বিবরণ দেবীভাগবতের ৮।১৮—২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

### [ মহামায়ার স্বরূপকথন ]

মন্ত্র ৩৬, ( পৃঃ ৮৯ )

অম্বস্বার্থ । [ হে ] ভূপ ! ( হে মহারাজ স্বরথ ) সা ভগবতী দেবী ( সেই ভগবতী মহামায়া ) নিত্যা অপি ( নিত্যা অর্থাৎ জন্মাদি বিকারহীনা হইয়াও ) এবং পুনঃ পুনঃ ( এই প্রকারে বারংবার ) সন্তুষ্ট ( আবিভূতা হইয়া ) জগতঃ পরিপালনং কুরুতে ( জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন ) ।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ আবিভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন ।



টিপ্পনী ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মহারাজ স্বরূপ মহামায়ার স্বরূপ জানিতে অভিলাষী হইয়া মহর্ষি মেধসুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“ভগবন্! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তিনি কি প্রকারে উৎপন্ন হন, তাঁহার কৰ্ম কিরূপ, তিনি কিরূপ স্বভাবযুক্তা ও আকৃতিবিশিষ্টা—এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।” তদুত্তরে মহর্ষি মেধসু বলেন,—“মহামায়া নিত্য ও জগদ্রূপিণী। তাঁহা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকার আবির্ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর। তিনি যখন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত লোক মধ্যে আবির্ভূতা হন, নিত্য হইয়াও তিনি তখন উৎপন্ন বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।” ( ১৫৩-৫৮ )

তৎপর মেধসু ঋষি ঋধু-কৈটভ নাশার্থ দেবীর মহাকালীরূপে আবির্ভাব, মহিষাসুর বধার্থ মহালক্ষ্মীরূপে এবং শুভ-নিশুভ বধের নিমিত্ত মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভাব বর্ণনা করেন। এক্ষণে ত্রিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দান প্রসঙ্গে ঋষি দেবীর স্বরূপ ও উপাসনা প্রণালী উপদেশ করিতেছেন।

এবং—প্রথম চরিতাদি উক্ত ক্রমানুসারে।

নিত্যাপি—জন্মাদি-ষড়্বিকার-রহিতাপি ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা ) জন্মাদি ষড়্বিধ বিকার রহিত হইয়াও। অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্চতি অর্থাৎ (১) সত্তা, (২) উৎপত্তি, (৩) বৃদ্ধি, (৪) পরিণাম বা রূপান্তরতা, (৫) অপচয় বা ক্ষয় এবং (৬) বিনাশ বা অদর্শন—বিশ্বের ষাটতীয় পদার্থ এই ছয় প্রকার বিকারের অধীন। ভগবতী মহামায়া নিত্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত ষড়্বিধ বিকার রহিতা।

সংভূয়—আবির্ভূয়, প্রাহুর্ভাবম্ অবতারম্ অবাণ্য ( শাস্তনবী )। অবতাররূপে প্রাহুর্ভূতা হইয়া।

কুরুতে জগতঃ পরিপালনম্—মহাভাগবত পুরাণের অন্তর্গত শ্রীভগবতী গীতায় দেবী বলিয়াছেন,—

হর্ষস্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ ।

ভূত্বা জগদিদং কুৎসং পালয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥

অবতীৰ্য্য দ্বিতৌ ভূয়ো ভূয়ো রামানিরূপতঃ ।

নিহত্য দানবান্ পৃথ্বীং পালয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥



দুর্কৃতদিগকে শাসন করিবার জন্ত আমিই পরম পুরুষ বিষ্ণু হইয়া সমস্ত জগৎ পালন করি এবং বারংবার পৃথিবীতে রাম, কৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া দানব দলন পূর্বক ধরণীর রক্ষা বিধান করি।

মন্ত্র ৩৭, ( পৃ: ৮২ )

অঙ্কুরার্থ।—তয়া ( সেই দেবী কর্তৃক ) এতৎ বিশ্বং ( এই বিশ্ব ) মোহতে ( মোহিত হইয়া আছে ), সা এব ( তিনিই ) বিশ্বং প্রসূয়তে ( জগৎ প্রসব করেন ), সা ষাচি তা চ ( এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে ) তুষ্টা [ সন্তী ] ( সন্তুষ্ট হইয়া ) বিজ্ঞানং ( তত্ত্বজ্ঞান ) ঋদ্ধিং [ চ ] ( এবং ঐশ্বর্য ) প্রযচ্ছতি ( প্রদান করেন )।

অনুবাদ। তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করেন, তিনিই এই বিশ্বকে প্রসব করেন, এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন।

টিপ্পনী।

দেবীর মহিমা পূর্বে বর্ণিত হইয়া থাকিলেও সুস্পষ্ট বোধের নিমিত্ত ঋষি পুনরায় তাহা বলিতেছেন ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )।

ভস্মৈভম্মোহতে বিশ্বং—তস্মৈব দেব্যা হেতুভূতয়া এতৎ বিশ্বং মোহতে, অবিবেকেন যোজ্যতে। অবিবেকো মমতা তৎসহিতং ক্রিয়তে ( শাস্তনবী )। সেই ভগবতী মহামায়াই এই বিশ্বকে মোহিত অর্থাৎ অবিবেকযুক্ত বা মমতাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীলীচণ্ডীতে পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

তন্মাত্র বিশ্বয়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।

মহামায়া হরৈশ্চৈতন্তয়া সংমোহতে জগৎ ॥

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাদাকৃণ্ড মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

( ১।৪২-৫০ )

সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে—সৈব বিশ্বং জগৎ প্রসূয়তে জনয়তি আদিপ্রকৃতিস্বাং ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। তিনিই আদি প্রকৃতি, স্তূত্যাং তিনিই জগৎ উৎপাদন করেন। “এব” দ্বারা সৃষ্টিকার্যে দেবীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদিত হইল। দেবীসূক্তের “অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা” এই অর্দ্ধশ্লোকে উক্ত তত্ত্বটি প্রতিপাদিত হইয়াছে। বায়ু



যেমন অল্প কিছু দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, আমিও তদ্রূপ অল্প কাহারও দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া নিজেই সৃষ্টাদি কার্যে প্রবৃত্ত হই।

মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব দেবীকে বলিতেছেন,—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

ত্বতো জাতং জগৎ সৰ্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥

মহাদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্ ।

স্বয়ৈবোৎপাদিতং ভক্ত্রে স্বদধীনমিদং জগৎ ॥

( ৪.১০-১১ )

তুমিই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ পরমা প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জীবের জননী। হে ভক্ত্রে! মহত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ একমাত্র তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ।

এই বিষয়ে শক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ” ।

স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বাধীনা চিতিশক্তিই বিশ্বসিদ্ধির হেতু।

সা যাচিভা চ বিজ্ঞানং—[ প্রযচ্ছতি ]—(১) সা দেবী ভক্তৈঃ যাচিভা সতী বিজ্ঞানং বিবেকপূর্ব্বকং জ্ঞানং চ প্রযচ্ছতি (শাস্তনবী)। ভক্তগণ প্রার্থনা করিলে দেবী তাহাদিগকে বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। (২) কোন কোন টীকাকার “সা অযাচিভা” এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া অর্থ করিয়াছেন,—সা অযাচিভা ফলমুদ্दिष्ट কৃতভক্তিঃ বিজ্ঞানম্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং যচ্ছতি (নাগোজী)। নিষ্কাম ভাবে আরাধনা করিলে দেবী সাধককে বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। (৩) সা যাচিভার্থবিজ্ঞানম্ এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয় (শাস্তনবী)।

তুষ্ঠা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি—(১) তুষ্ঠা ফলোদ্দেশেন ক্রিয়মাণকর্ম্মণা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি (নাগোজী)। যাহারা ফলোদ্দেশে অর্থাৎ সুকামভাবে উপাসনা করে, দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। (২) শাস্তনবী টীকাকার “ঋদ্ধিং” স্থলে “বৃদ্ধিং” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সৈব দেবী তুষ্ঠা সতী তপসা জনিত-সন্তোষা বৃদ্ধিং সম্পদং চ মহতীং প্রযচ্ছতি দদাতি (শাস্তনবী)। তপস্তা দ্বারা দেবী সন্তুষ্টা হইলে সাধককে মহাসম্পদ প্রদান করেন।



তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—তুষ্টি ভক্ত্যা পরিতোষিতা সা  
বাচিতা যথাশয়ং প্রার্থিতা সতী যথাযোগ্যং বিজ্ঞানম্ ঋদ্ধিক প্রযচ্ছতি, এতেন ভোগ-মোক্ষপ্রদা  
সা অধিকারিবাসনানুরূপং বরং দদাতি ইত্যুক্তম্ ।

দেবী ভক্তিদ্বারা প্রসন্না হইলে সাধকের প্রার্থনা অনুসারে তাহাকে যথাযোগ্য বিজ্ঞান  
ও ঋদ্ধি প্রদান করেন । এতদ্বারা দেবী যে ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারিণী এবং অধিকারীকে  
তাহার বাসনানুরূপ বর প্রদান করেন, ইহা উক্ত হইল ।

মহাভারতা-মাহাত্ম্য—দেবী ভাগবতে মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি স্মমেধা  
মহারাজ স্মরণকে বলিতেছেন,—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ।

মহামায়ৈতি বিখ্যাতা সর্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চৈশান স্তরাষাড্ বরুণোহনিলঃ ।

সর্বে দেবা মহুগ্মাশ্চ গন্ধর্বোরগরাক্ষসঃ ॥

বৃক্ষাশ্চ বিবিধা বল্যঃ পশবো যুগপক্ষিণঃ ।

মায়াদীনশ্চ তে সর্বে ভাজনং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ( ৫।৩৩।১০-১২ )

হে মহারাজ ! আমি তোমাকে বন্ধন ও মুক্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । যাহাকে  
লোকে মহামায়া বলিয়া থাকে, তিনিই সকল প্রাণীর বন্ধন ও মোক্ষের কারণ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু ও অন্যান্য সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, মহুগ্ম, নাগ ও রাক্ষস, নানাবিধ  
বৃক্ষ ও লতা, পশুপক্ষী ও যুগপক্ষী ইহারা সকলেই সেই মায়ার অধীন হইয়া বন্ধন ও মোক্ষের  
পাত্র হইতেছে ।

তস্মা সৃষ্টমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

তদ্বশে বর্ততে নুনং মোহজ্বালেন যজ্ঞিতম্ ॥

অং কিয়ান্নানুশেষেকঃ ক্ষত্রিয়ো রজসাবিলঃ ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি মোহয়ত্যানিশং হি সা ॥

ব্রহ্মেশ-বান্ধদেবাণা জ্ঞানে সত্যপি শেষতঃ ।

তেহপি রাগবশান্নোকে ভ্রমন্তি পরিমোহিতাঃ ॥ ( ৫।৩৩।১৩-১৫ )

সেই মহামায়াই এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং এই সমুদয় মোহজ্বালে  
বদ্ধ হইয়া তাঁহারই বশে রহিয়াছে । মহাময়ধ্যে ভূমি রজোগুণ কলুষিত একটি সামান্য ক্ষত্রিয়  
সন্তান বই ত নও ; তোমার কথা দূরে থাকুক, সেই মহামায়া জ্ঞানীদেরও চিত্তকে নিয়ত



মোহিত করিয়া থাকেন। এই দেখ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি পরম জ্ঞানী হইয়াও মহামায়ার কৃহকে ভুলিয়া বিষয়াত্মরূপ বশতঃ সংসারে কতবার ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার সীমা নাই।

## [ মহাকালী ]

মন্ত্র ৩৮, ( পৃ: ৮৯ )

অর্থার্থ—[ হে ] মনুজ-ঈশ্বর! ( হে রাজন্ স্বরথ! ) মহাকালে ( মহা-প্রলয়কালে ) মহামারী-স্বরূপা ( মহামৃত্যুরূপিণী ) তয়া মহাকাল্যা ( সেই মহাকালী কর্তৃক ) এতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং ( এই সমুদয় বিশ্ব ) ব্যাপ্তম্ ( পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে )।

অনুবাদ—হে রাজন্! মহাপ্রলয়কালে সেই মহাকালী মহামারীরূপে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

মহাকালে—(১) প্রলয়সময়ে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। (২) মহাপ্রলয়ে ( দংশোদ্ধার )। (৩) মহাংশাসৌ অকালশ্চেতি মহাকালঃ, অনিষ্টঃ কালঃ অকালঃ কালান্নিরুদ্ধঃ, তস্মিন্ উপস্থিতে মহাকালে সংহারসময়ে সমুপস্থিতে সতি ( শান্তনবী )।

মহাকালী—(১) মহতো ব্রহ্মাদীনপি কলয়তি অধিকারেণ বর্তয়তি সা মহাকালী ( নাগোজী )। যিনি মহাদাদিকে অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতিকেও স্ব স্ব অধিকারে প্রবর্তিত করেন তিনিই মহাকালী। (২) কলয়তি, প্রক্ষিপতি নাশয়তি জগদতি কালী, মহতী সর্বসংহন্ত্রী চাসৌ সা চেতি ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। যিনি জগৎকে কলন অর্থাৎ বিনাশ করেন তিনি কালী। যিনি মহতী অর্থাৎ সর্বসংহারকারিণী কালী তিনিই মহাকালী। (৩) মহাংশাসৌ কালঃ কালান্নিরুদ্ধঃ সংহারকমহাকালঃ, তন্ত্বেয়ং জ্ঞী মহাকালী ( শান্তনবী )। সর্বসংহারকারী মহাকালের পত্নী মহাকালী।

মহামারীস্বরূপা—(১) মহামারী সংহারক্রিয়া, তদ্রূপা ( নাগোজী )। (২) মারয়তি সংহরতি মারঃ। মহাংশাসৌ মারশ্চ সংহারকঃ মহামারঃ কালান্নিরুদ্ধঃ, তন্ত্বেয়ং জ্ঞী মহামারী, সা স্বরূপং যন্তাঃ সা দেবী মহামারীস্বরূপা, তয়া ( শান্তনবী )।

মহাকালী ভগবতী মহামায়ার তামসী শক্তি। ইনি মহাপ্রলয়ে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া থাকেন। মহামারীস্বরূপা মহাকালী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—



মৃত্যুজিহ্বা মহামারী জগৎসংহারকারিণী ।  
 মহারাতির্মহানিভ্রা মহাকালাতিতামসী ॥  
 সৈব কালানলজ্বালা সৈব বিজ্ঞা তমঃপ্রস্থঃ ।  
 সৈব মোহপ্রস্থঃ সৈব সর্কাদিদেবতা ॥

( শাস্ত্রনবীটিকা-দ্রুত )

ব্যাপ্তং.....ব্রহ্মাণ্ডম্—তয়া এতৎ সকলং জগদ্ব্যাপ্তং মরণরূপেণ ব্যাপ্তম্ভাং  
 নাশিতমিতি যাবৎ । ব্রহ্মাণ্ডমিতি অনেন প্রাকৃত-প্রলয় উক্তঃ, নতু দৈনন্দিনঃ ( তত্ত্ব  
 প্রকাশিকা ) । প্রলয়কালে মহাকালী মৃত্যুরূপে সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন অর্থাৎ সমগ্র  
 ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিয়া থাকেন । ব্রহ্মাণ্ডপদের প্রয়োগ দ্বারা “প্রাকৃত-প্রলয়” উক্ত হইল,  
 “দৈনন্দিন প্রলয়” নহে ।

ব্রহ্মাণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি মনুসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

সো হ ভিধ্যায় শরীরং স্বাং সিস্থক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সমজ্জাদৌ তাস্মৈ বীজমবাস্থজং ॥

তদণ্ডমভবৈকমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ( ১৮-২ )

স্বয়ম্ভু ভগবান্ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া  
 প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন । পরে তিনি সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন । জলে বীজ  
 নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই স্বর্ণ বর্ণ, সূর্য্যের তায় প্রভাবিশিষ্ট এক অণু উৎপন্ন হইল । সর্বলোক  
 পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ অণু জন্মগ্রহণ করিলেন ।

তস্মিন্নগ্রে স ভগবান্নৃষিত্বা পরিবৎসরম্ ।

স্বয়মেবান্ননো ধ্যানাং তদণ্ডমকরোদ্ধিধা ॥

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ময়মে ।

মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাস্ততম্ ॥ ( ১১২-১৩ )

তিনি ঐ অণুর ভিতর ব্রাহ্ম্য মানের সঙ্ঘৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে ধ্যানবলে  
 উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন । তিনি উহার উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদি লোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাदि  
 এবং মধ্য ভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রাদ্য শাস্তত সলিল স্থান স্থাপিত করিলেন ।



প্রলয়—কুর্শপুরাণমতে প্রলয় চতুর্বিধ,—

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা ।

চতুর্দ্বায়ং পুরাণেশ্বিন্ প্রোচ্যতে প্রতिसংখরঃ ॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক এই চারি প্রকার প্রলয় পুরাণশাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে ।

যো হয়ং সংদৃশ্যতে নিত্যং লোকে ভূতক্ষয়স্থিহ ।

নিত্যং সঙ্ঘর্ষ্যতে নান্য মুনিভিঃ প্রতिसংখরঃ ॥

ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্লান্তে যো ভবিষ্যতি ।

ত্রৈলোক্যশাস্ত্র কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ ॥

মহদাত্মং বিশেষ্যন্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ম্ ।

প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গো হয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ ॥

জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি ।

প্রলয়ঃ প্রতিসর্গো হয়ং কালচিন্তাপটৈর্ দ্বিজৈঃ ॥

( কুর্শপুরাণম্, উপরিভাগঃ, ৪৩।৫-২ )

এই জগতে প্রতিদিন স্রষ্টিস্থিকালে যে এই সমস্ত ভূতের লয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে মুনিগণ নিত্যপ্রলয় বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । কল্লান্তে ব্রহ্মার নিদ্রাগমন হেতু ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে মনীষিগণ নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া থাকেন । মহদহকারাদি স্থলভূত পর্য্যন্তের যে প্রলয় হয়, কালজ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন । তত্ত্বজ্ঞান হেতু যোগীদিগের পরমাত্মাতে যে লয় হয়, কালচিন্তাপরায়ণ দ্বিজগণ বলিয়াছেন, তাহার নাম আত্যন্তিক প্রলয় ।

প্রাকৃত প্রলয় ( মহাপ্রলয় )—কুর্শপুরাণে প্রাকৃত প্রলয়ের এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয় ;—  
ব্রহ্মার পরমায়ুর পূর্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ গত হইলে অর্থাৎ শত বর্ষকাল সমাপ্ত হইলে, সর্ব লোকের লয়কারক কালাগ্নি সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হয় । মহেশ্বর ক্রীড়াপরবশ হইয়া আপনার আত্মাতে সমস্ত জীবাত্মাকে প্রবেশিত করিয়া দেব, অসুর ও মানুষ্য সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দহন করেন । ভগবান্ নীললোহিত মহাদেব সেই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রূপ আশ্রয় করত লোক সংহার করিয়া থাকেন । অনন্তর ভগবান্ মৌর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বহুপ্রকার করত স্বরূপ ধারণ পূর্বক সমস্ত লোক দষ্ট করেন । ভগবান্ সমস্ত



বিশ্ব দত্ত করিয়া দেবতাদিগের শরীরে সমস্ত দাহক ব্রহ্মশির নামক মহৎঅস্ত্র ফেপণ করেন। তাহাতে সমস্ত দেবগণ দত্ত হইলে, কেবল পার্বতী দেবী সাক্ষিক্রূপে শত্রুর সমীপে বর্তমান থাকেন।

শিরঃ কপাটৈর্দেবানাং কৃতশ্রবণভূষণঃ ।  
 আদিত্য-চন্দ্রাদিগণাঃ পুরয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্ ॥  
 সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রাকৃতিরীশ্বরঃ ।  
 সহস্রহস্তচরণঃ সহস্রার্চ্চির্মহাভূজঃ ।  
 দংষ্ট্রাকরালবদনঃ প্রদীপ্তানল-লোচনঃ ।  
 ত্রিশূলী কৃতিবসনো যোগমৈশ্বরমাস্থিতঃ ॥  
 গীত্বা তৎপরমানন্দং প্রভূতমমৃতং স্বয়ম্ ।  
 করোতি তাণ্ডবং দেবীমালোক্য পরমেশ্বরঃ ॥

( কুর্মপুরাণম্, উপরিভাগঃ ৪৪।৮-১১ )

দেবতাদিগের শিরোস্থি দ্বারা নির্মিত মালাভূষণধারী দেব মহেশ্বর, আদিত্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী দ্বারা আকাশ মণ্ডল পূর্ণ করত সহস্র নয়ন, সহস্রাকৃতি, সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ, সহস্র কিরণ, মহাভূজ, দংষ্ট্রাকরাল বদন, প্রদীপ্ত অনলের ত্রায় লোচনশালী, ত্রিশূলধারী ও ব্যাঘ্র চর্ম পরিধারী-হইয়া ঐশ্বর যোগাবলম্বন পূর্বক যোগজ পরমানন্দ প্রসূত অমৃত পান করিয়া দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক স্বয়ং তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন।

দেবী ভর্তার পরম মঙ্গল নৃত্যামৃত পান করিয়া যোগাবলম্বন পূর্বক ত্রিশূলীর দেহে প্রবেশ করেন। ভগবান্ পিনাকধ্বক্ মহাদেব ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দাহাবসানে স্বেচ্ছায় নৃত্য পরিত্যাগ পূর্বক স্বভাব প্রাপ্ত হন।

প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের কালপরিমাণ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে ( ২৪ অঃ ) উক্ত হইয়াছে যে,—মহুশ্যদিগের চারিযুগে এক দৈবযুগ হয়, এক সপ্ততি দৈবযুগে এক মহন্তর। দৈব দুই সহস্র যুগে এবং মহুশ্যদিগের দুই সহস্র চতুষ্রুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র। এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মহুর অধিকার। মহুশ্যদিগের ত্রায় এইরূপ ব্রাহ্ম-দিন-মানাহুসারে তিনশত ষাটদিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হইয়া থাকে। ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরার্ক—তাহাই পরমেশ্বরের দিন, পরমেশ্বরের ত্রিবিধ ঐ পরিমাণ। ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপার্ক কাল, এই দ্বিপার্ক কাল অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হয়। ব্রহ্মা পরম বস্তুতে লীন হইলে জগন্মণ্ডলের “প্রাকৃত লয়” বা “মহাপ্রলয়” হইয়া থাকে।



প্রকৃতৌ সংস্থিতৌ যস্মাৎ সর্বতন্মাত্রসঞ্চয়ঃ ।

অহঙ্কারং মহত্ত্বং গতৌ যৎ প্রাকৃতৌ লয়ঃ ॥

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ন্ত তৎ ।

তন্মাত্রং প্রাকৃতসংজ্ঞোহয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চয়ঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ২৪।১২৭-৮ )

তন্মাত্র সমূহ, অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব, সকলই—এমন কি, অজ্ঞাত প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ইহার নাম “প্রাকৃত প্রলয়” ।

প্রাকৃতপ্রলয় বা মহাপ্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সকলই পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। তখন এক অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মই মাত্র বর্তমান থাকেন।

নিরাধারং নিরাকারং নিঃসঙ্ঘং নিরবগ্রহম্ ।

আনন্দময়মধৈতং দৈতহীনাবিশেষণম্ ॥

ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং সজ্জ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্ ।

একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং সমস্ততঃ ॥ ( ঐ, ২৪।১২৩-৪ )

পরমাত্মা তখন নিরাধার, নিরাকার, নির্বিকার, নিঃসঙ্ঘ, বিশেষণ বর্জিত, ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম, নিলেপ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপী পরব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন।

নাহো ন রাজি ন বিয়ন্ন পৃথ্বী

নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ ।

শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যপলভ্যমেকং

প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ ॥ ( ঐ, ২৪।১২৫ )

তখন দিবারাত্রি থাকে না, আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি অন্ধকার বা আর কিছুই থাকে না। তখন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত, বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত একমাত্র ব্রহ্ম-পুরুষই বর্তমান থাকেন।

সৃষ্টি ষতকাল থাকে ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শত বর্ষকাল পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম সৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকেন, অনন্তর সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হয়।

দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, একসম্প্রতি দৈবযুগে এক মন্বন্তর হয়; চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প, এই কল্পই ব্রহ্মার দিন। ব্রহ্মার দিবাবসানে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার নাম দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়।



বস্মাদয়ন্ত প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ শ্রাদ্ধিনে দিনে ।

তস্মাদৈনন্দিনমিতি ত্যাপয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥

( কালিকাপুরাণ, ২৭।৩০ )

এই প্রলয় ব্রহ্মার প্রতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবিদগণ ইহাকে দৈনান্দন প্রলয় বলিয়া থাকেন ।

কালিকাপুরাণমতে ব্রহ্মার দিবাবসানে জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে । মহামায়া ষোণনিদ্রা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন । তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রবিষ্ট হইয়া স্থখে নিদ্রা ঘাইতে থাকেন । অনন্তর বিষ্ণু রুদ্ররূপী হইয়া বায়ুবহি সাহায্যে ত্রিলোক দাহ করেন । ত্রৈলোক্যদাহকালে তাপ পীড়িত মহর্লোক নিবাসিগণ তাপার্ভ হইয়া জন-লোকে গমন করেন । অনন্তর রুদ্র নানাবর্ণ প্রলয়কালীন মেঘ রাশিধারা মহাবৃষ্টি করাইয়া জিভুবন জলপ্লাবিত করেন । অনন্তর জগৎপতি নারায়ণ ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নাগপৰ্য্যঙ্কে শয়ন করেন । এই অবস্থা সহস্র চারিযুগকাল বর্তমান থাকে । ইহাই ব্রাহ্মরাত্রি । রাত্রি শেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন ।

### [ শ্রীশ্রীকালীতত্ত্ব ]

যিনি সর্বভূতকে কলন বা গ্রাস করেন তাঁহাকে “কাল” বলে । সেই কাল-শক্তির যিনি নিয়ন্ত্রী তিনিই “কালী” । কালীতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে,—

কালনিয়ন্ত্রণাং কালী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী । ( ১১।১৮ )

কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া ইহার নাম “কালী”, ইনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন ।

“কালী” নামের তাৎপর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মহানিৰ্কাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিতেছেন,—

ভব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ ।

মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রাসিষ্যতি ॥

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ ।

মহাকালস্ত কলনাং ত্রয়াক্ষা কালিকা পরা ॥

কালসংগ্রহণাং কালী সর্বেষামাদিরূপিণী ।

কালত্বাদ্ আদিভূতত্বাদ্ আত্মকালীতি গীয়সে ॥ ( ৪।৩০-৩২ )



জগৎসংহারকারক মহাকাল তোমার একটি রূপমাত্র। এই মহাকাল মহাপ্রলয় সময়ে সমুদয় জগৎ গ্রাস করিবেন। সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া তিনি “মহাকাল” নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও কলন বা গ্রাস কর বলিয়া তোমার নাম আত্মা পরমা কালিকা। তুমি কালকে গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম “কালী” এবং তুমি সকলের আদিভূতা। যেহেতু তুমি সকলের কাল স্বরূপা এবং আদিভূতা অর্থাৎ কারণস্বরূপিণী, এইজন্য তোমাকে জ্ঞানিগণ “আত্মাকালী” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করিয়া কালশক্তি কালীতে লীন হইয়া যায়। তখন তমো রূপিণী কালীই একমাত্র বর্তমান থাকেন।

সৃষ্টেরাদৌ স্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্।

( মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।২৫ )

সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে একমাত্র তুমিই বিद्यমান ছিলে। তোমার সেই রূপ বাক্য ও মনের অগোচর।

মৈজ্জায়নীশ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, “তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ” এই তমঃই তন্ত্রের আত্মশক্তি কালিকা।

অরূপার রূপধারণ—যাহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচরা, সেই আত্মশক্তি মহাকালীর রূপ ধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? মহানির্বাণতন্ত্র বলেন,—

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতু মাহাত্ম্যতেঃ।

গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ( ৫।১৪০ )

মহাকালজননী মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী কালিকার বস্তুতঃ কোনও রূপ নাই, তিনি অরূপা। পরন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ কার্য্য অনুসারে তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে।

উপাসকানাং কার্য্যার্থঃ শ্রেয়সে জগতামপি।

দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানাবিধাস্তনুঃ ॥ ( ৪।১৬ )

তুমি উপাসকগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবদিগের সংহারের জন্ত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক।



জীব পরব্রহ্মরূপিণী আত্মাশক্তি কালিকার নিরাকার স্বরূপের ধারণা করিতে পারে না। অরূপার রূপ নির্মাণ করিয়াই তাহাকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়। এইজন্য কুলার্গব-ভক্ত বলিতেছেন,—

অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরী ।

অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতাঃ নরাঃ ॥

মহানির্বাণ-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ ।

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ( ১৩।১৩ )

অল্প জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত গুণানুসারে ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে ।

স্থূলরূপের সাধনার ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইয়া কেহ তাঁহার সূক্ষ্মরূপের ধারণা করিতে পারে না। এইজন্য পরতত্ত্বের কোনও একটি স্থূলরূপকে আশ্রয় করিয়াই সাধককে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে হয়। ভগবতী গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

অনভিধ্যায় রূপন্ত স্থূলং পর্বতপুঙ্গব ।

অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুকু পূর্বকমাশ্রয়েৎ ॥ ( ৪।১৭ )

দেবী হিমালয়কে বলিতেছেন,—হে পর্বত-শ্রেষ্ঠ! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ বোধগম্য হইবে না। ঐ সূক্ষ্মরূপের দর্শনেই জীবের মোক্ষলাভ হয়। অতএব মুক্তি পিপাসু সাধক প্রথমে আমার স্থূলরূপের আশ্রয় লইবে।

ক্রিয়াযোগেন তাত্ত্বৈব সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ।

শনৈরালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্ ॥ ( ৪।১৮ )

ক্রিয়াযোগানুসারে যথাবিধি সেইসকল স্থূলরূপের অর্চনা করিয়া ক্রমে আমার অবিনাশী পরম সূক্ষ্মরূপের ধারণায় প্রবৃত্ত হইবে।

হিমালয় ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! তোমার স্থূল রূপ ত অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কোন্ রূপকে আশ্রয় করিলে সাধক অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিতে পারে? দেবী উত্তর করিলেন,—

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিখ্যং স্থূলরূপেণ ভূধর ।

তত্রারাদ্যতমা দেবীমূর্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা ॥ ( ৪।২০ )



হে ভূধর ! স্থূলরূপে আমি এই বিধে ব্যাপ্ত আছি। সেই সকল স্থূলরূপের মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই আরাধ্যতমা, যেহেতু দেবীমূর্ত্তি আশু মুক্তিপ্রদায়িনী।

শক্ত্যাশুকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্।

সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ( ৪১২৯ )

হে মহারাজ ! আমার শক্তিমূর্ত্তি অনায়াসে মুক্তিপ্রদান করে। তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে।

কালীমাহাত্ম্য—তন্ত্রশাস্ত্র বলেন, কালী নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশিকা ; ইনি আদিক্রপা ও সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী। অপরাপর মহাবিরা ব্রহ্মরূপিণী কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। নিরন্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সর্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতির্দক্ষিণা শ্রিয়ে।

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধ্যে দক্ষিণাকালী সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ।

যোগিনী-তন্ত্রে শিব বলিতেছেন,—

মহামহাব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যেয়ং কালিকা মতা।

যামাসাদ্য চ নির্বাণমুক্তিমেতি নরাধমঃ।

অস্তা উপাসকাষ্টে'চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥

( দ্বিতীয়ঃ পটলঃ )

এই কালিকা বিদ্যা মহা মহা ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা দ্বারা মহা পাপিষ্ঠও নির্বাণলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ কালিকার উপাসক।

তন্ত্রশাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছেন,—কালীর উপাসনা সর্বযুগে সকল জীবকেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে ; পরন্তু কলিযুগে পরাপ্রকৃতি কালীই বিশেষ ভাবে জাগ্রতা ; তাহার উপাসনাতেই জীবগণ শীঘ্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।

কুজিকা-তন্ত্র বলেন, “কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্র-ফলপ্রদা”। মোক্ষদায়িনী কালিকার উপাসনাই কলিযুগে শীঘ্র ফলপ্রদান করে। পিচ্ছিনাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “কলৌ কালী কলৌ কালী নাত্তদেব কলৌ যুগে”। মহানির্বাণ-তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন,—

শ্রীআদ্যাকালিকা-মন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ স্তুসিদ্ধিরাঃ।

সদা সর্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ( ৭৮৬ )

আদ্যা কালিকার মন্ত্র সর্বতোভাবে সিদ্ধমন্ত্র। এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধিপ্রদান করে, বিশেষতঃ কলিযুগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে।



কালিকার উপাসনা দ্বারা সাধক ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন।  
কালীতন্ত্রে ভৈরব বলিতেছেন,—

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বলং পুষ্টিং মহদম্বশঃ ।

কবিশ্বং ভুক্তি-মুক্তিচ কালিকা-পাদ-পূজনাং ॥ ( ১১।১০ )

সাধক কালিকার পদ-পূজা করিয়া আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, বল, পুষ্টি, বিপুল কীৰ্ত্তি, কবিশ্বপুঞ্জি, ভোগ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে ।

### [ ধ্যান-তত্ত্ব ]

ধ্যান—মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, “তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্” (পাতঞ্জলদর্শন, ৩২) । ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে তাহা হইলে তাহা “ধ্যান” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে বস্তুতে চিত্তকে স্থির করা হইয়াছে, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি অবিচ্ছেদে প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মনোবৃত্তি-প্রবাহ “ধ্যান” নামে অভিহিত হয়। যদি পরমেশ্বর মূর্তিরহিত হন, তবে তিনি স্থির অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না ; সেই জন্তই পরমেশ্বরের মূর্তি চিন্তা করিবে ।

“অমূর্তশ্চেৎ স্থিরো ন স্মাৎ ততো মূর্তিং বিচিন্তয়েৎ” ।

( গরুড়পুরাণ )

কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

চিন্ময়শ্চ ২ দ্বিতীয়শ্চ নিষ্কলশ্চ ২ শরীরিণঃ ।

উপাসনাকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

যিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অবয়বরহিত সেই ব্রহ্মই উপাসকগণের উপাসনা কার্যের নিমিত্ত রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ( ব্রহ্মণঃ কর্তরি যষ্ঠী ) ।

অগ্নিপুরাণ বলেন,—

সাধুনামগ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ।

উপকর্তা নিরাকার শুদাকারেণ জায়তে ।

কার্যার্থং সাধকানাঞ্চ চতুর্কর্গফলপ্রদঃ ॥

ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধু ও ভক্ত সাধকগণের উপাসনা কার্যের নিমিত্ত নিরাকার হইয়াও সেই আকারে ( সাধকগণের ইষ্টদেবতারূপে ) আবির্ভূত হন এবং তাহাদের উপকারক হইয়া চতুর্কর্গ ফল প্রদান করেন ।



স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান—মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মের সৰূপ ও অরূপ ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। অরূপের ধ্যান বা সূক্ষ্ম ধ্যান দেহধারী সাধকের পক্ষে দুঃসাধ্য এই জন্ত প্রথমতঃ সৰূপ বা স্থূল ধ্যান অবলম্বনীয়।

ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং সৰূপারূপভেদতঃ।

অরূপং তব স্বক্যানম্ অবাঙ্ মনসগোচরম্ ॥

অব্যক্তং সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তম্ ইদমিখং বিবৰ্জিতম্।

অগম্যং যোগিভি র্গম্যং কৃষ্ণে বহুশমাদিভিঃ ॥

মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।

সূক্ষ্মধ্যান-প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥

ধ্যান দুই প্রকার, সৰূপ ও অরূপ। দেবি! তোমার যে নিরাকার ধ্যান তাহা বাক্য ও মনের অগোচর। তাহা অব্যক্ত, তাহা সৰ্বব্যাপী এবং ইহাই তাহা বা তাহা এই প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না। ইহা সাধারণের অজ্ঞেয়, কেবল যোগিগণ শমদমাদি বহুপ্রকার কৃষ্ণ তপশ্বাদ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার নিমিত্ত, শীঘ্র অস্বাভীষ্টসিদ্ধি এবং সূক্ষ্মধ্যানের শক্তি উদ্ভূত করিবার জন্ত আমি প্রথমতঃ তোমাকে স্থূলধ্যান বলিতেছি।

যামল তন্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান সম্বন্ধে এরূপ লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে যে, ইষ্ট দেবতার হস্তাদি অবয়বযুক্ত বিগ্রহের চিন্তা স্থূলধ্যান এবং মস্ত্রাত্মক বিগ্রহের চিন্তাই সূক্ষ্মধ্যান।

স্থূলসূক্ষ্ম-বিভেদেন ধ্যানস্ত দ্বিবিধং ভবেৎ।

সূক্ষ্মং মন্ত্রবপুর্জ্ঞানং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্ ॥

করপাদোদরাস্তাদি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহম্।

সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতে রূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্ ॥

সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচিন্নহি জায়তে।

স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ ॥

স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। মস্ত্রাত্মক বিগ্রহের চিন্তাই সূক্ষ্মধ্যান। আর স্থূলধ্যান হইতেছে, স্থূলবিগ্রহের চিন্তা। হস্ত, পদ, উদর, মুখ প্রভৃতি যে রূপ ( আকার ), তাহাই স্থূলবিগ্রহ এবং প্রকৃতির অতীত ( ত্রিগুণাতীত ) জ্ঞানময় রূপই সূক্ষ্ম বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহেশানি! ( স্থূলধ্যানব্যতীত ) সূক্ষ্মধ্যান কখনও উৎপন্ন হয় না। সাধক স্থূলধ্যান করিতে করিতে পরিশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।



ধ্যানের তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি বলেন, “ধ্যানস্ত তৎতদেবতায়। স্তম্ভশূন্য-ঘটকীভূত-তত্ত্ববর্ণোৎপন্ন-মুখহস্তপাদাঙ্গবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরবিষয়ক-জ্ঞানমিতি তু নিষ্কৰ্ণার্থঃ।” (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, তৃতীয়োল্লাসঃ)

সাধকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সেই সেই মন্ত্রের (ইষ্ট মন্ত্রের) স্বরূপ নির্বাহক প্রত্যেক বর্ণ হইতে উৎপন্ন মুখ, হস্ত ও পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট যে শরীর, সেই শরীর বিষয়ক জ্ঞান ইহাই “ধ্যান” শব্দের নিগূঢ় তাৎপর্য।

এ সম্বন্ধে যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

দেবতায়ঃ শরীরস্ত বীজাৎপত্ততে ঋবম্।

ততদ্ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥

তদিষ্টং ভাবয়েদ্ দেবি. যথোক্তধ্যানযোগতঃ।

বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাররূপিণী ॥

দেবতার বীজ হইতেই দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। সাধক সেই সেই বীজরূপ মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হন। অতএব হে দেবি! যথোক্ত ধ্যানযোগের দ্বারা ইষ্টমন্ত্রের ভাবনা করিবে। পরমেশ্বরের শাক্ত সেই মহামায়াই বর্ণরূপে জগতের আধারস্বরূপা হইয়াছেন।

স্থূল ও সূক্ষ্ম—সরূপ ও অরূপ একই ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব, বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে ভেদ নাই। “স্থূলঃ সূক্ষ্ম একএব” (শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, তৃতীয়োল্লাসঃ)। শ্রীতিও বলিয়াছেন, “যে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২।৩।১)। ব্রহ্মের দুইরূপই—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। যামল তন্ত্র একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইয়াছেন,—

স্বতন্ত্র দ্বিবিধং রূপং কাঠিগ্নং স্বচ্ছতা তথা।

কাঠিগ্নে স্বচ্ছতায়ান্ত স্বতমেব ন সংশয়ঃ ॥

স্বতন্ত্র দুইটি রূপ কাঠিগ্ন ও স্বচ্ছতা; কিন্তু কাঠিগ্ন ও স্বচ্ছতা এই উভয় অবস্থাতে তাহা স্বতই থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীশ্রীকালীধ্যান [ কালীতন্ত্রম্, প্রথমঃ পটলঃ ]

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাম্।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥১

দক্ষিণা কালিকা দেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করী, আলুলায়িতকেশা, চতুর্ভূজা, দিব্যা অর্থাৎ লৌকিক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ীভূতা এবং মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা।



বিরূপাক্ষকৃতধ্যান হইতে অবগত হওয়া যায়, পঞ্চাশটি নরমুণ্ডদ্বারা দেবীর মুণ্ডমালা রচিত “পঞ্চাশমুণ্ডঘটিত-মালা-শোণিতলোলিতাম্” । সত্ত্ব ছিন্ন রক্তমণ্ডিত পঞ্চাশটি নরমুণ্ড পরম্পর কেশদ্বারা গ্রথিত হইয়া এই মালা রচিত এবং ইহা দেবীর পাদপদ্ম পর্যাস্ত প্রলম্বিত ।

“সত্ত্বচ্ছিন্ন-গলদরক্ত-নৃমুণ্ডে রক্তভূষিতৈঃ ।

অন্তোন্মুকেশপ্রথিতৈঃ পাদপদ্মপ্রলম্বিতৈঃ ।

পঞ্চাশন্তি মহামালাশোভিতাং পরমেধরীম্ ॥”

সত্ত্বচ্ছিন্নশিরঃখড়্গাবামাধোদ্ধিকরাস্মুজাম্ ।

অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণাধোদ্ধিপাণিকাম্ ॥২

তাঁহার অধো বাম হস্তে সত্ত্ব কর্ত্তিত নরমুণ্ড উর্দ্ধ বাম হস্তে খড়্গ ; অধো দক্ষিণ হস্তে অভয় ও উর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা রহিয়াছে ।

ভৈরবতন্ত্রোক্ত শ্রামারহস্য-ধৃত পাঠ—অভয়ং বরদধৈব দক্ষিণোদ্ধিপাণিকাম্ । এই মতে দেবীর উর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে অভয় ও অধো দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা বিরাজিত । তন্ত্রসারে কালীতন্ত্রোক্ত “দক্ষিণাধোদ্ধিপাণিকাম্” পাঠ দৃষ্ট হয় ।

মহামেঘপ্রভাং শ্রামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্ ।

কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চিতাম্ ॥৩

দেবী প্রগাঢ় মেঘের স্রায় শ্রামবর্ণা ও দিগম্বরী অর্থাৎ নগ্না ; দেবীর গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে রুধির ধারা বিগলিত হইয়া সর্বদা অল্পলিপ্ত করিতেছে ।

বর্গে অবসক্তা লগ্না যা মুণ্ডানাম্ আলী শ্রেণী, তস্তাঃ গলন্তি যানি রুধিরানি, তৈঃ চর্চিতাম্ অল্পলিপ্তাম্ ।

কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাম্ ।

ঘোরদংষ্ট্রাং করালান্ত্রাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥৪

তাঁহার কর্ণে শবদ্বয় ভূষণরূপে বিরাজমান, ইহাতে দেবীর আকৃতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে । তিনি ভীষণদশনা, করালমুখী, তদীয় স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত ।

কর্ণয়োঃ অবতংসতাম্ অলঙ্কারতাং নীতং প্রাপিতঃ যৎ শবযুগ্মং মৃতনরশিশুদেহ-যুগলং তেন ভয়ানকাম্ । দেবী দুইটি মৃতশিশুদেহ কর্ণভরণরূপে ব্যবহার করিতেছেন ।



তজ্ঞান্তরে “প্রৈতকর্ণাবতংসা,” “বিগতাস্ত-কিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্” এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। “শবযুগ্ম” স্থলে “শরযুগ্ম” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এই মতে দেবীর কর্ণদ্বয়ে দুইটি বাণ ভূষণরূপে বিরাজিত। কোনও কোনও তজ্ঞে “ঘোরবাণাবতংসা,” “শকুন্তপক্ষসংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাং” প্রয়োগ দ্বারা উক্ত মত সমর্থিত হয়। এই কারণে তজ্ঞসার গ্রন্থে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শবযুগ্ম ও শরযুগ্ম উভয় পাঠই শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবীণদের মতে দেবীর কর্ণের উর্দ্ধভাগে শব এবং অধোভাগে শর (বাণ) এইরূপ চিত্তা করিলে উভয়বিধ ধ্যানেরই সামঞ্জস্য হয়।

করালান্শাম্—করালঃ ললজিহ্বা আশ্বে মুখে যন্তাঃ তাম্। দেবী লোলজিহ্বাযুক্ত বদনবিশিষ্টা। “করাল স্তীক্লখড়্গেচ ললজিহ্বা-ভয়ানকে” ইতি কোষঃ।

শবানাং করসংঘাটৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।

স্বকৃদয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্কুরিতাননাম্ ॥৫

শবসমূহের হস্তসকলদ্বারা দেবীর কাঞ্চী (কটিদেশে চন্দ্রহার) রচিত, তাঁহার বদনমণ্ডল সহাস্ত। ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে রক্তস্রোত বিগলিত হইতেছে, তদ্বারা তদীয় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল।

ঘোররাবাং মহারোজীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।

বালাকর্মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়াষিতাম্ ॥৬

দেবী ভীষণনাদিনী, মহাভয়ঙ্করী, শ্মশানভূমি তাঁহার আবাসস্থান। তাঁহার নেত্রত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডল মদৃশ।

দন্তরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্।

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥৭

দেবীর দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, তাঁহার কেশকলাপ দক্ষিণভাগে আলুনাগ্নিত ভাবে লম্বমান। তিনি শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিত।

বস্তুতঃপক্ষে শিব শবস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তিনি যোগনিদ্রামগ্ন অবস্থায় শববৎ পতিত আছেন। যোগিনীতন্ত্রোক্ত ধ্যানে আছে, “যোগনিদ্রাধরং শত্ৰুম্।”

শিবাভি ঘোররাবাভি শচতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।

মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ॥৮



দেবীর চতুর্দিকে শিবাগণ ভীষণ চীৎকার করিতেছে: তিনি মহাকালের সহিত  
বিশরীত বিহারে মত্তা হইয়া আছেন।

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।

এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥৯

স্থখে দেবীর বদনমণ্ডল প্রসন্ন, তাঁহার মুখপদ্ম যুহু মন্দ হান্তে স্তম্ভোভিত। এই প্রকারে  
সর্বকামনা ও সমৃদ্ধিপ্রায়িনী কালীর ধ্যান করিবে।

সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে, ধর্মকামার্থসিদ্ধিদাম্—এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

অথর্গবেদের সৌভাগ্যকাণ্ডান্তর্গত কালিকা উপনিষদে কালিকার ধ্যান এইভাবে  
সুত্রিত হইয়াছে,—“অভিনবজলধরসঙ্কশা ঘনস্তনী কুটিলদংষ্ট্রা শবাসনা কালিকা ধ্যেয়া।”  
নব মেঘ তুল্যা, নিবিড়স্তনী, করালদশনা ও শবাসনা কালিকাকে ধ্যান করিবে। এই  
ধ্যানের দ্বারা জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয় “মম্বা শিবমস্মৈ ভবেৎ।” কালিকার ধ্যানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে  
শিব দেবীকে বলিতেছেন,—

আবয়ো: পাত্ৰভূতোহসৌ স্কৃতী ত্যক্তবন্মস:।

জীবন্মুক্ত: স বিজ্ঞেয়ো য: স্মরেদ্ ঘোরদক্ষিণাম্ ॥

( কালিকোপনিষৎ )

যে সাধক এই ভীষণা দক্ষিণা কালিকাকে নিয়ত ধ্যান করে, সে আমাদের উভয়ের  
কৃপাপাত্র হয়। তাহাকে স্কৃতি, নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত বলিয়া বୁঝিতে হইবে।

### [ শ্রীশ্রীকালী-ধ্যান রহস্য ]

শ্রীশ্রীকালীর স্থূল ধ্যান অর্থাৎ করপদাদি বিগ্রহাত্মক রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে।  
সাধককে দেবীর ঐ স্থূল ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূক্ষ্ম চিন্ময় স্বরূপও যথাসাধ্য ভাবনা  
করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; ইহারই নাম সূক্ষ্ম ধ্যান। “সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতে রূপং পরং  
জ্ঞানময়ং স্তুতম্”। প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত জ্ঞানময় রূপই সূক্ষ্ম ধ্যান নামে  
কথিত। দেবীর স্থূল ধ্যানে বর্ণিত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহাভরণ ও আয়ুধাদির পশ্চাতে  
নিগূঢ় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। ভক্তিপূর্বক একাগ্রচিত্তে স্থূলধ্যান  
করিতে করিতে সাধকের চিত্তে সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধিত হইয়া থাকে। নিম্নে শ্রীশ্রীকালীর  
সূক্ষ্মধ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।



কালী করালবদন।—দেবীর করাল বদন তাঁহার সংহার-কর্তৃত্বের প্রতীকস্বরূপ। প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কালীর করালবদনে প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। “গ্রসনাং সর্বসংহানাং কালদন্তেন চরুগাং” (মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩৯)। কালী প্রলয়কালে সমুদ্র প্রাণীকে গ্রাস করেন এবং কালরূপ দন্তদ্বারা সকলকে চূর্ণ করেন। ঐ রক্তধারাই দেবীর হৃদয় (ওষ্ঠপ্রান্ত) হইতে বিগলিত হইতেছে। “হৃদয়-গলদন্তধারা-বিস্ফুরিতাননাম্”। (কালীর করাল-বদন ও ঘোরদংষ্ট্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ৩১৯—২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

ছোয়া, দ্বিভ্যা—কালী একাধারে ভয়ঙ্করী ও মনোরমা, রোদ্রী ও সৌম্যা। তিনি সমরে অস্ত্ররগণের প্রতি নিষ্ঠুরা, আবার শরণাগত ভক্তগণের প্রতি করুণাময়ী, দক্ষিণা। এই কারণে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

চিন্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা,

অথ্যেব দেবি বরদে ভুবনজয়েৎপি ॥ (৪১২২)

হে বরদায়িনী দেবি ! চিন্তে করুণা এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা একাধারে এই অপূর্ণ সময় সমস্ত জিহুবনে কেবল তোমাতেই পরিলক্ষিত হয়।

কালীমূর্তিতে ভীতি ও শ্রীতি, বিনাশ ও করুণার একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ধ্যান-মন্ত্রে তাঁহাকে যেমন “করাল-বদনা” বলা হইয়াছে, তেমনি আবার তিনি “হসমুখী”, “মুখপ্রসন্ন-বদনা”, “স্মেরাননসরোরুহা।” এই একীভূত কঠোর-কোমলতাই কালীমূর্তির অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পরতন্ত্রে সমস্ত বিরোধি-ভাবের সমন্বয় হইয়া থাকে।

মুক্তকেশী—কর্পুরাদি স্তোত্রের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ বিমলানন্দ স্বামী “মুক্তকেশী” পদের এইরূপ তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়াছেন,—(১) দেবী কেশবিন্ধ্যাসাদি বিলাসরূপ বিকাররহিতা অর্থাৎ নির্বিকার। (২) দেবীর আলুলায়িত কেশরাশি তৎকর্তৃক হৃষ্ট অনন্ত জীবনমূহের বাচক। তিনি মায়াবজ্রদ্বারা ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখেন, আবার বজ্রমোচন করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। (৩) কেশ=ক+অ+ঈশ। ক=ব্রহ্মা, অ=বিষ্ণু, ঈশ=রুদ্র। কালী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রেরও মুক্তিবিধায়িনী, এই কারণে তিনি মুক্তকেশী।

চতুর্ভুজা—শ্রীশ্রীকালীর বাম হস্তদ্বয়ের নিম্নে ও উর্দ্ধে যথাক্রমে সদ্য হিন্ন নবমুণ্ড ও রুধিরাক্ত খড়্গ এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের নিম্নে ও উর্দ্ধে যথাক্রমে বর ও অভয়মুদ্রা বিরাজিত। কর্পূরাদি স্তোত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ বিমলানন্দ স্বামী ইহাদের নিম্নোক্ত প্রকার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করিয়াছেন।



খড়গ ও ছিন্নমুণ্ড—“স্বীয় বামোর্দ্ধহস্তেন জ্ঞানখড়্গেন নিষ্কামসাধকানাং মোহপাশং ছিদ্দ্বা, তদধোহস্তেন বিগতরজঃ তত্ত্বজ্ঞানাদারং মস্তকং দধাসি।” হে দেবি ! তুমি বামদিকের উর্দ্ধহস্তস্থিত জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা নিষ্কাম সাধকগণের মোহপাশ ছেদন করিয়া ঐ নিম্নহস্তে বিগতরজ তত্ত্বজ্ঞানের আধার মস্তক ধারণ করিতেছ। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশ্রীকালী জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছেদন করিয়া তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

শিবধর্মোত্তরে কথিত হইয়াছে;—

তস্মাজ্জ্ঞানাসিনা তূর্ণমশেষং কৰ্মবন্ধনম্।

কামাকামং কৃতং ছিদ্দ্বা শুদ্ধশ্চাত্মনি তিষ্ঠতি ॥

অতএব জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা সমস্ত কাম ও অকামকৃত অশেষ কৰ্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতে হইবে।

যোগিনীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পাপপুণ্যং পশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন শাস্তবি।

হে শাস্তবি ! জ্ঞান খড়্গদ্বারা পাপপুণ্যরূপ পশুকে হত্যা করিতে হইবে।

বর ও অভয়মুদ্রা—“দক্ষিণোর্দ্ধহস্তেন সকামসাধকেভ্যঃ অভয়ং তথা তদধোহস্তেন চাভীষ্টবরঞ্চ দধাসি।” দেবী দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধ হস্তদ্বারা সকাম সাধকদিগকে অভয়দান করেন এবং অধো হস্তদ্বারা তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন।

মহানির্ঝারণতন্ত্রে বর ও অভয় মুদ্রার রহস্য এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।

প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥ ১৩।১০

দেবী জীবগণকে বিপদ হইতে ষথাযথ সময়ে রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহার হস্তে অভয় মুদ্রা এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্তিত করেন বলিয়া তাঁহার হস্তে বরমুদ্রা কল্পিত হইয়াছে।

মুণ্ডমালা—শ্রীশ্রীকালীর গলদেশ মুণ্ডমালা-বিভূষিত। ঐ মুণ্ডমালা হইতে অজস্র রুধির ধারা বিগলিত হইয়া দেবীর সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করিতেছে। (কণ্ঠবসন্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির চর্চিতাম্)। মুণ্ড ধীশক্তির আধার; জ্ঞানরূপ মুণ্ডমালায় দেবীর কণ্ঠ বিভূষিত। যে পঞ্চাশটি নরমুণ্ডদ্বারা দেবীর মুণ্ডমালা রচিত, তাহা অকারাদি ক্ষকারাস্ত পঞ্চাশটি বর্ণমালার প্রতীক স্বরূপ। নিরুত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, “পঞ্চাশদ্ বর্ণমুণ্ডালী-গলদ্-রুধির-চর্চিতাম্”



পঞ্চাশদ্বর্ণরূপী মুণ্ডমালা হইতে বিগলিত কৃধির ধারায় দেবীর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত। কামধেনু তন্মুখে উক্ত হইয়াছে, “মম কণ্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ্বর্ণমদ্ভুতম্” আমার কণ্ঠে পঞ্চাশৎ বর্ণময় অদ্ভুত বীজমালা বিরাজমান। রাখাতন্মুখে উক্ত হইয়াছে,—

অকারাদি-ক্ষকারান্তা পঞ্চাশমাতৃকাক্ষরা।

অব্যয়া ২ পরিচ্ছিন্না ত্রিপুরাকণ্ঠসংস্থিতা।

শুক্লাভা রক্তবর্ণাভা পীতাভাকৃষ্ণরূপিনী ॥

অকার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ অব্যয় ও অপরিচ্ছিন্ন। ত্রিপুরা মহাদেবীর কণ্ঠস্থিত এই বর্ণমালা শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিবিশিষ্ট।

শব্দব্রহ্মস্বরূপিনী শ্রীশ্রীকালীর কণ্ঠস্থিত ঐ মাতৃকা বর্ণরূপিনী মুণ্ডমালা হইতে নিগমাগমাত্মক জ্ঞান স্রোত জগতে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে। আগমশাস্ত্রে নিষ্ফা-বুদ্ধি পাণিনি-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বর্ণমালাতে ব্রহ্মজ্যোতির জলন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। “সো ২ যং বাক্‌সমাম্বায়ো বর্ণসমাম্বায়ঃ পুষ্পিতঃ ফলিতশ্চন্দ্র-তারকবৎ প্রতিমণ্ডিতো বেদিতব্যো ব্রহ্মরাশিঃ” (মহাভাষ্যম্)। সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির গলদেশে শক্ত্যাঅক বর্ণসমূহ উজ্জ্বল মুক্তাহারের গ্রাঘ শোভিত রহিয়াছে।

মহামেঘপ্রভা শ্যামা—কালী কৃষ্ণবর্ণা কেন? চন্দ্রহর্ষা যাহার চক্ষুরূপ, যাহার দীপ্তিতে জগৎ উজ্জ্বল “যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” তাঁহার রূপ প্রলয়কালীন মহামেঘ তুল্য মসীবর্ণ কেন? মহানির্বাণতন্মুখে ইহার উত্তর দৃষ্ট হয়;—

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে ॥

অতন্তশ্চাঃ কালশক্তে নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।

হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণে নিরূপিতঃ ॥ (১৩৫-৬)

সদাশিব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ সমুদয় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তদ্রূপ সমুদয় পদার্থই কালীতে বিলীন হইয়া থাকে। এই কারণেই যোগাক্রম মহাআরা সেই নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিনী কালশক্তি কালীর বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

সৃষ্টির পূর্বে অখিল চরাচর বিশ্ব অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল “তম আসীত্তমসা গুটমগ্রে” (ঋগ্বেদ ১০।১২২।৩)। এই অনন্ত অন্ধকারই কালীর যথার্থরূপ।



মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “সৃষ্টেরাদৌ স্বমেকাসীত্তমোরূপমগোচরম্” ( ৪।২৫ )। তুমি সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিত ছিলে, তোমার সেই অব্যক্ত রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। সৃষ্টির পূর্বে আত্মশক্তি ব্যতীত অপর কোন পদার্থের সত্তা ছিল না, এই কারণে কালীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—“কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানুতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দেখো, কোন রং নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো রং নেই।” সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,—

শ্রামা মা কি আমার কালো রে,  
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।

সাধক রামপ্রসাদ কালীর অত্যন্তুত কালরূপের তাৎপর্য নিরূপণ করিতে গিয়া গাহিয়াছেন,—

যাঁর নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কাল  
রূপটি হল?  
নামে কালী, রূপে কালী, কাল হ’তে অধিক কাল।  
( মাকে ) হৃদ্যাবারে রাখলে পরে হৃদিপদ্ম করে আলো ॥  
কাল বরণ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল।  
( ঐরূপ ) যে দেখেছে সেই মজেছে, অন্তরূপ লাগে না ভাল ॥

দিগম্বরী—জগতের ষাবতীয় পদার্থ দিক্ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, ইহা পদার্থের চিরন্তন ধর্ম্ম। কালী যেমন কালশক্তি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তেমনি তিনি দিক্শক্তি দ্বারাও অপরিচ্ছিন্ন। এইজন্ত ধ্যানমন্ত্রে কালীকে “দিগম্বরী” বা “দিগংশুকা” বলা হয়। যিনি সর্বব্যাপিকা মহাসত্তা ( শক্ত্যা ব্যাপ্তমিদং জগৎ ) তিনি কদাপি দিক্ বা দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। যিনি মায়ায় অতীত মহামায়া, তিনি কোনও কালিক বা দৈশিক বন্ধন দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। অদ্বয়তত্ত্ব অসীম ও পূর্বাপরাদি দিগ্‌বিভাগ বর্জিত। নন্দনন্দন শ্রীবাণগোপালকে বন্দন করিতে হইয়া শ্রীমতী যশোদা এই তত্ত্বটি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—



ন চাস্ত ন বহির্ষস্ত ন পূৰ্ণং নাপি চাপরম্ ।

পূৰ্বাপরং বহিঃচাস্ত জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৯।১৩ )

কালীর কর্ণভরণ শবযুগ্ম—

দেবীর কর্ণদ্বয়ে দুইটি শিশুর শব আভরণরূপে বিরাজিত “কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্” । কর্পূরাদি স্তোত্রে আছে “মহাঘোরবালাবতংসে” । ইহার স্বরূপ-ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ বিমলানন্দস্বামী বলেন,—বালকবৎ নির্ঝিকার এবং তদ্বজ্জ সাধক দেবীর অতীব প্রিয়—দুইটি মৃত শিশুকে কর্ণভরণরূপে ব্যবহার করার ইহাই তাৎপর্য্য । শিশুর মত সরল, নিষ্কাম ও নির্ঝিকার না হইলে কেহ দেবীর প্রীতি লাভ করিতে পারে না ।

কালীর লোলজিহ্বা—দেবীর লোলজিহ্বা তাঁহার শুভ্র দন্তপংক্তিদ্বারা নিপীড়িত হইতেছে । ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিমলানন্দ বলেন,—

“স্বপ্রকাশ-সম্বগুণসূচক-শুভ্রদশনপংক্ত্যা রজোগুণসূচক-রক্তবর্ণাং লোলরসনাং দশতি সম্বগুণেন রজস্বমশ্চ নাশয়তি য়া” ।

এস্থলে শুভ্রদন্তপংক্তি স্বপ্রকাশ-সম্বগুণের সূচক এবং রক্তবর্ণ লোল রসনা রজোগুণের সূচক । এতদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সাধককে সম্বগুণের বিকাশ সাধন করত তদ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিতে হইবে ।

পীনোন্নত পয়োধরা—দেবীর পীনোন্নত পয়োধর তাঁহার বিশ্বজননীত্বের সূচক । তিনি স্বস্ত্রের ক্ষীরধারা দ্বারা ত্রিজগৎ পালন করেন এবং শুভ্রক্ষরিত অমৃত পান করাইয়া সাধকগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ।

নরকরকুত-কাঞ্চী—ধ্যানমন্ত্রে বলা হইয়াছে, “শবানাং করসংজ্বাতৈঃ কৃতকাঞ্চীম্” শবসমূহের হস্তসকল দ্বারা দেবীর কটিদেশস্থ কাঞ্চী বা মেথলা রচিত হইয়াছে । কর্পূরাদি স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে, “গতানুনাং বাহুপ্রকর-কৃতকাঞ্চীপরিসম্নিতস্বাম্” দেবীর নিতম্ব মৃত জীববৃন্দের হস্তসমূহ দ্বারা বিরচিত কাঞ্চীতে পরিশোভিত । ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে “স্বরূপ-ব্যাখ্যায়” কথিত হইয়াছে ;—“সর্বের জীবাঃ কল্পাবসানে স্থূলদেহান্ ত্যক্তাঃ স্বস্বকর্ম্মভিঃ সহ লিঙ্গদেহমাশ্রিত্য সগুণব্রহ্মরূপিণ্যাঃ কারণদেহশ্চ অবিজ্ঞানমগ্নাংশে পুনঃ কল্পারম্ভপর্য্যন্তম্ আমোক্ষম্ অবতিষ্ঠন্তে, অতএবাত্র মৃতজীবানাং প্রধানকর্ম্মসাধনভূতৈঃ করসমূহৈঃ বিরাক্ষরূপিণ্যাঃ মহাদেব্যাঃ গর্ভধারণযোগ্য-নিম্নোদরশ্চ তথা যোনেশ্চ উদ্ধৃষ্টত কটিপ্রদেশে কাঞ্চী কল্পিতা ইতি ভাবঃ” ।



জীবসকল কল্লাবসানে স্থলদেহত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্মসহ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করত সগুণ ব্রহ্মরূপিণী কালীর কারণ মেহের অবিজ্ঞান অংশে পুনঃ কল্লারন্ত পর্যন্ত এবং মোক্ষলাভ করা পর্যন্ত অবস্থান করে। অতএব এস্থলে মৃতজীবগণের প্রধান কর্ম সাধনভূত হস্তসমূহ দ্বারা বিরাক্রুপিণী মহাদেবীর গর্ভধারণযোগ্য নিম্নোদর ও যোনির উল্লঙ্ঘিত কটিপ্রদেশে কাঙ্ক্ষী কল্পিত হইয়াছে।

কর ক্রিয়া শক্তির আধার। ছিন্ন করসমূহ নিশ্চিত কাঙ্ক্ষী প্রলয়কালে কালীতে লীয়মান জীবগণের কর্মরাশির প্রতীক স্বরূপ। দেবীগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

তস্তাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে ।

অভেদেন বিলীনাঃ স্মাঃ স্মৃশ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ২।৬

যেমন দৈনন্দিন স্মৃশ্তি অবস্থায় ব্যবহারিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ সমস্তই বিলীন অবস্থায় থাকে, সেইপ্রকার প্রলয়কালে জীবের কর্ম, জীব ও কাল ইহারা সমভাবে মহামায়াতে বিলীন হইয়া যায়।

শ্মশানালয়বাসিনী—শ্মশান শব্দের নিরুক্তি,—

শ্মশ্বেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে ।

নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মূনে শ্মশ্বার্থকোবিদাঃ ॥

শ্মশব্দের অর্থ শব, শান=শয়ন স্থান। প্রারম্ভ কর্ম্মভোগান্তে জীবদেহের শেষ বিপ্রায় ক্ষেত্র শ্মশান। কালী প্রলয়কালে সর্ব জীবজগৎ সংহার করিয়া শ্মশানে অর্থাৎ সর্বজীব জগতের লয়ভূমি মহাকাশে বিরাজ করেন ; এই জন্ত তাঁহাকে “শ্মশানালয়বাসিনী” বলা হয়।

মহাস্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে ।

শেরতে হ ত্র শবো ভূত্বা শ্মশানন্ত ততো ভবেৎ ॥

প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্ত্র ষাবতীয় পদার্থ শব হইয়া এখানে শয়ন করে, এই কারণে ইহাকে “শ্মশান” বলা হয়। শ্মশান=মহাকাশ।

ত্রিনয়না—ধ্যানমজে বলা হইয়াছে, “বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়াবিতাম্” দেবী নবোদিত সূর্য্যবৎ উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিশিষ্ট। ধ্যানান্তরে উক্ত হইয়াছে, বহ্যার্ক-শশি-নেত্রাঞ্চ” দেবী অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্ররূপী ত্রিনয়ন বিশিষ্ট। মহানির্বাণতন্ম কালীর ত্রিনয়নের এইরূপ তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে,—

শশি-সূর্য্যগ্নিভি নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ ।

সম্প্রস্তুতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ১৩৮



কালী চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনেত্র দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রৈকালিক জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এই হেতু জ্ঞানিগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন।  
[ দেবীর ত্রিনয়ন সম্বন্ধে অগ্ৰাণ্ড বিষয় ৪৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় জ্ঞাতব্য ]

**শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা**—ত্রিশ্রীকালী শবরূপ মহাকাল বা মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন। এই তত্ত্বের মৌমাংসার জ্ঞাত আমাদিগকে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শিব নিষ্ক্রিয় পুরুষ, এই জ্ঞাত তিনি শবাকার; আর কালী নিয়ত ক্রিয়াশীলা আত্মা প্রকৃতি বা আদ্যা শক্তি। শিব শক্তির অধীন। শক্তি ছাড়া শিব কিছুই করিতে পারেন না। আচার্য্যপাদ শঙ্কর “সৌন্দর্য্যলহরী” স্তোত্রে বলিয়াছেন,—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্,

ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ।১

শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন, অত্যাধা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হননা।

কুজিকা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারা সকলেই প্রেততুল্য নিশ্চল নিষ্ক্রিয়। আদ্যা শক্তিই ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ( পৃঃ ৪২১ দ্রষ্টব্য )।

**বিপরীতরতাতুরা**—শিব-শক্তির মিথুনভাব ভিন্ন সৃষ্টাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারেননা, ইহাই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে শক্তির প্রাধান্য হেতু কালী মহাকালের সহিত বিপরীত রতিক্রিয়ায় আসক্ত এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

অধঃকৃত্বা তু পুরুষং হকারাঙ্কস্বরূপিণী ।

বিপরীতেন রমতে বহীন্দ্রক-স্বরূপিণী ॥

অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য্য এবং হকারাঙ্কস্বরূপিণী আদ্যা প্রকৃতি পুরুষকে ( শিবকে ) অধঃপাতিত করিয়া বিপরীত বিহার দ্বারা আনন্দ সম্ভোগ করেন।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রবৃত্তির অন্ত নাহি। শঙ্করাচার্য্য এই মহাপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রপঞ্চসার তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, ইনি “শাস্তবী বিশ্বমোনিঃ”। ভগবতী আপন ভাবে বিভোর হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ক্রীড়াপরায়াণ আনন্দময়ীর এই আনন্দ



নীলার বিরাম নাই; ইহা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহাকারে চলিয়াছে। পুরুষরূপ সদাশিব মহামায়ার চরণতলে নিপতিত হইয়া তাঁহার অপূৰ্ব সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারনীলা প্রত্যক্ষ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া আছেন। মহানিৰ্বাণতন্ত্রে আদ্যাশক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

মহত্ত্বাদিভূতাস্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ।

নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সৰ্বকারণকারণম্ ॥

সজ্জপং সৰ্বভোব্যাপি সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নিলিপ্তং সৰ্ববস্তুষু ॥

ন কৰোতি ন চান্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ।

সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবজ্ঞানসগোচরম্ ॥

তশ্চৈচ্ছামাত্রমালম্ব্য স্বং মহামোগিনী পরা ।

করোষি পাসি হংস্রস্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ( ৪।২৬-২৯ )

মহত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিলজগৎ তোমারই সৃষ্টি। সৰ্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। ২৬। ব্রহ্ম সংরূপ এবং সৰ্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সৰ্বদা একভাবে অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি, পরিণাম বা রূপান্তর নাই। তিনি চিন্ময় এবং সৰ্ববস্তুতে নির্লিপ্ত। ২৭। তিনি নিষ্ক্রিয়; কিছুই করেন না, ভোজন করেন না, গমন করেন না এবং অবস্থিতি করেন না। তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, আদি-অন্ত বর্জিত এবং বাক্য মনের অগোচর। ২৮। তুমি পরাংপর মহামোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক। ২৯।

### [ শ্রীশ্রীকালীর রূপভেদ ]

তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীশ্রীকালীর বহুবিধ রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের পূজা বিধান বিহিত হইয়াছে। বঙ্গীয় তন্ত্র নিবন্ধকার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত তন্ত্রসার এবং শ্রীমদ্ রঘুনান্দ তর্কবাগীশকৃত আগমতত্ত্ববিলাসগ্রন্থে কালীর নিম্নলিখিত রূপের বর্ণনা ও পূজা বিধান দৃষ্ট হয় যথা (১) দক্ষিণা কালী, (২) মহাকালী, (৩) শ্মশানকালী, (৪) গুহকালী, (৫) ভদ্রকালী, (৬) চামুণ্ডাকালী, (৭) সিদ্ধকালী, (৮) হংসকালী, (৯) কামকলা কালী ইত্যাদি।



কাশ্মীর দেশীয় আগমশাস্ত্রে কালীর আরও বহুবিধ রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে। অভিনব গুপ্তপাদকৃত তন্ত্রালোকেও তন্ত্রসারগ্রন্থে এবং কালিদাসকৃত চিদগগনচন্দ্রিকা গ্রন্থে কালীরূপে পরতত্ত্বের উপাসনা এবং কালীর রূপভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। এই সকল রূপভেদের রহস্য অভিনব গুপ্তপাদ তদীয় তন্ত্রালোক গ্রন্থে এবং মহা-মাহেশ্বর জয়রথ তন্ত্রালোকের টীকাতে বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে আত্মশক্তি কালিকার নিয়লিখিত ত্রয়োদশটি রূপভেদ বর্ণিত হইয়াছে যথা (১) সৃষ্টিকালী, (২) স্থিতিকালী, (৩) সংহারকালী, (৪) রক্তকালী, (৫) স্বকালী (বা স্নকালী), (৬) ধমকালী, (৭) যুত্মকালী, (৮) রুদ্রকালী (বা ভদ্রকালী), (৯) পরমার্ককালী, (১০) মার্ত্তণ্ডকালী, (১১) কালাগ্নিরুদ্রকালী, (১২) মহাকালী এবং (১৩) মহাভৈরবঘোরচণ্ডকালী। সিদ্ধান্ত নাথ (বা শঙ্কুনাথ) কৃত “ক্রমস্তুতিতে” ইহাদের ধ্যান দৃষ্ট হয়।

নিম্নে বঙ্গীয় শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত ত্রীশ্রীকালীর প্রধান রূপভেদ বর্ণিত হইতেছে;—

### ১। দক্ষিণা কালী ( দক্ষিণ-কালী )

ত্রীশ্রীকালীর এই রূপের উপাসনাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইহার ধ্যান পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। নির্ঝাণতন্ত্রের দশম পটলে “দক্ষিণা কালী” নামের তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে,—

দক্ষিণশ্রাং দিশি স্থানে সংস্থিতঃ চ রবেঃ স্ততঃ ।

কালীনাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমস্ততঃ ।

অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

দক্ষিণ দিগ্‌বর্তী দেশে অবস্থিত সূর্য্য-পুত্র ধম “কালী” নামে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন ; এইজন্ত দেবী ত্রিলোকে “দক্ষিণা কালী” নামে খ্যাতা।

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তির্নিগম্যতে ।

বাময়া দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী ।

অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

পুরুষকে দক্ষিণ বলা হয়, শক্তিকে বামা বলা হইয়া থাকে। বামা দক্ষিণকে জয় করিয়া মহামোক্ষপ্রদানকারিণী হইয়াছেন। এইজন্ত দেবী ত্রিলোকে “দক্ষিণা কালী” নামে অভিহিতা।

নিগুণঃ পুরুষঃ কাল্যা স্তজ্যতে লুপ্যতে যতঃ ।

অতঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥



দক্ষিণ অর্থাৎ নিম্নার্ণ পুরুষ কালী কতৃক সৃষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ;  
এইজন্য দেবী ত্রিলোকে “দক্ষিণা কালী” নামে অভিহিতা হন ।

কামাখ্যা তন্ত্রে অত্র প্রকার নিকৃতি দৃষ্ট হয়,—

যথা কর্মসমাপ্তৌ চ দক্ষিণা ফলসিদ্ধিদা ।

তথা মুক্তিরসৌ দেবী সর্বেষাং ফলদায়িনী ।

অতো হি দক্ষিণা কালী কথ্যতে বরবর্ণিনি ॥

যেমন কর্মসমাপ্তিতে দক্ষিণা উক্ত কর্মের ফলসিদ্ধি প্রদান করে, তেমনি দেবী সকলকে মুক্তিরূপ ফল দান করিয়া থাকেন ; এই কারণে ভগবতী “দক্ষিণা কালী” নামে কথিতা হন ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বরদানেষু চতুরা তেনেয়ং দক্ষিণা স্মৃতা ।

দেবী ভক্তগণকে বরদানে চতুরা বলিয়া “দক্ষিণা কালী” নামে খ্যাতা ।

মহাকাল বিরচিত “কপূরাদি-স্তোত্রে” দক্ষিণা কালীর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে ।

## ২। মহাকালী

( ধ্যান পৃঃ ১৪২, ১৮১ দ্রষ্টব্য ) । তন্ত্রসংবের মহাকালী প্রকরণে মহাকালীর অঙ্করূপ ধ্যান দৃষ্ট হয় । এই মতে দেবী পঞ্চবদনা, মহাকর্দরূপিণী, পঞ্চদশনয়নী শক্তিশূল ধনু বাণ খড়্গ খেটক বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী এবং সর্বালঙ্কার ভূষিতা ।

পঞ্চবক্তাঃ মহারৌদ্রাঃ প্রতিবক্ত্র ত্রিলোচনাম্ ।

শক্তি-শূল-ধনুর্বাণ-খড়্গ-খেট-বরাভয়ান্ ॥

দক্ষাঃ দক্ষভূজৈর্দেবীঃ বিভ্রাণাং ভূরিভূষণাম্ ।

ধ্যাতৈবং সাধকঃ সাধ্যং সাধয়েন্ননসি স্থিতম্ ॥

মহাকালসংহিতায় মহাকালবিরচিত “মহাকালী-স্তোত্রে” মহাকালীর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

## ৩। আশানকালী ধ্যান

অঞ্জনাঙ্গিনিভাং দেবী আশানালয়বাসিনীম্ ।

রক্তনেত্রাং মূক্তকেশীং শুষ্কমাংসাত্তিভৈরবাম্ ॥

পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মত্তপূর্ণং সমাংসকম্ ।

সত্ত্বঃ কৃত্তিশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥



শ্মিতবস্ত্রাং সদা চাম-মাংস-চর্ষণ-তৎপরাম্ ।  
নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং যভাং সদাসর্বৈঃ ॥

( তন্ত্রসারধৃত )

দেবী শ্মশানকালী অঞ্জন পর্বতের গ্রায় কৃষ্ণবর্ণা, ইনি সর্বদা শ্মশানে বাস করেন। ইহার নেত্র রক্তবর্ণ, কেশরাশি আলুলায়িত, দেহ শুক, ইনি অতি ভয়ঙ্করী। ইনি পিঙ্গলনয়না, বামহস্তে মাংসযুক্ত মস্তপূর্ণ পানপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে সত্ত্ব ছিন্ন নরমুণ্ড ধারণ করিতেছেন, ইনি মঙ্গলময়ী। দেবী হস্তাবদনা, সর্বদা কাচা মাংস চর্ষণ করিয়া থাকেন। ইনি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, নগ্না এবং সর্বদা মস্তপানে প্রমত্তা।

## ৪। গুহ্যকালী ধ্যান

মহামেষপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধানীনীম্ ।  
ললজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্ ॥১  
নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রাঙ্কিতশেখরাম্ ।  
জ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্ ॥২  
নাগযজ্ঞোপবীতাজীং নাগশয্যানিষেদুধীম্ ।  
পঞ্চাশমুণ্ডসংযুক্তবনমালাং মহোদরীম্ ॥৩

দেবী গুহ্যকালী নিবিড় মেঘের গ্রায় কৃষ্ণবর্ণা, তাঁহার পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, জিহ্বা লোলা, মস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর, চক্ষুর্দ্বয় কোটর মধ্যগত এবং বদন হস্তপূর্ণ। দেবীর গলদেশে নাগহার, কপালে অর্ধচন্দ্র, মস্তকের জটা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ইনি শব আশ্বাদনে আসক্তা। দেবী নাগময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং নাগ নির্মিত শয্যাতে উপবিষ্টা আছেন; ইহার গলদেশে পঞ্চাশটি মুণ্ডসংযুক্ত বনমালা বিরাজিত, ইহার উদর অতি বৃহৎ। ( “লেলিহানাসবং স্বয়ং” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। দেবী আসব পানে আসক্তা )।

সহস্রফণসংযুক্তমনন্তং শিরসোপরি ।  
চতুর্দিশ্চ নাগফণাবেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাম্ ॥৪  
তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষিতাম্ ।  
অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্ ।  
নাগেন রসনাহারকল্লিতাং রক্তনুপুরাম্ ॥৫



দেবী গুহ্যকালিকার মস্তকোপরি সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্ত নাগ বিরাজমান, ইনি চতুর্দিকে নাগফণাবেষ্টিত। সর্পরাজ তক্ষক ইহার বাম কক্ষণ এবং নাগরাজ অনন্ত দক্ষিণ কক্ষণরূপে শোভা পাইতেছে। ইনি নাগ নির্মিত কাঞ্চী ও রত্ননুপুর ধারণ করিতেছেন।

বামে শিবস্বরূপং তৎ কল্পিতং বৎসরূপকম্ ।

দ্বিভূজাং চিন্তয়েদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥৬

নরদেহসমাবদ্ধ-কুণ্ডল-শ্রুতিমণ্ডিতাম্ ।

প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাম্ ॥৭

নারদাঠৈ মুনিগণৈ সেবিতাং শিবমোহিনীম্ ।

অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্ ॥৮

( তন্ত্রসার-ধৃত )

দেবীর বামভাগে শিবস্বরূপ কল্পিত বৎস রহিয়াছে ; দেবীকে দ্বিভূজা ও নাগ-নির্মিত যজ্ঞোপবীতধারিণীরূপে চিন্তা করিবে। তাঁহার কর্ণদ্বয় নরদেহ সংযুক্ত কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত, বদন প্রসন্ন, আকৃতি সৌম্য, দেহ নবরত্নে বিভূষিত। শিবমোহিনী দেবীকে নারদাদি মুনিগণ সেবা করিতেছেন ; অট্টহাস্তকারিণী মহাভয়ঙ্করী দেবী গুহ্যকালী সাধককে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

৫। সিদ্ধকালী ধ্যান

খড়্গোস্তিরেন্দু-বিষ্ম-শ্রবদমৃত-রসপ্রাবিতাদী ত্রিনেত্রা,

সব্যে পাণৌ কপালাদৃ গলদমৃতমথো মুক্তকেশী পিবন্তী

দিগ্-বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটাতৈযুঁতা দীপ্তজিহ্বা,

পায়াম্নীলোৎপলাভা রবি-শশি-বিলসৎ-কুণ্ডলালীঢ়পাদা ॥

( কালীতন্ত্র, ১০।২৩ )

দেবী সিদ্ধকালী দ্বিভূজা ; দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গদ্বারা উদ্ভিন্ন চন্দ্র মণ্ডল হইতে গলিত অমৃতধারা দেবীর সর্বাঙ্গ প্রাবিত করিতেছে, তিনি বামহস্তস্থিত কপাল হইতে অমৃত পান করিতেছেন। দেবী ত্রিনেত্রা, মুক্তকেশী ও দিগম্বরী। তাঁহার কটিদেশে নরকর সমূহের কাঞ্চী বা চন্দ্রহার, মণিময় মুকুটাদি দ্বারা দেবী সুশোভিত। তাঁহার লোল জিহ্বা দীপ্তিময়, নীলোৎপল সদৃশ তাঁহার দেহকান্তি, কর্ণে চন্দ্র সূর্য তুল্য কুণ্ডলদ্বয় শোভা পাইতেছে। দেবী আলীঢ়পাদা অর্থাৎ শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ে দেবীর বামপদ এবং উরুদ্বয়ে দক্ষিণ পদ স্থাপিত।



## ৬। আত্মাকালী ধ্যান

মেঘাদীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাশ্রয়ং বিপ্রতীম্,  
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্ রক্তারবিন্দ-স্থিতাম্।  
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয মধুরং মাধ্বীকমতঃ মহা-  
কালং বীক্ষ্য বিকাসিতানন-বরাম্ আত্মাভজে কালিকাম্॥

( মহানির্দীপ্ততন্ত্র, ৫।১৭১ )

ভগবতী আত্মাকালী মেঘের ত্রায় নীলবর্ণা, ললাটে চন্দ্রলেখা জাজ্জল্যমান, দেবী ত্রিনয়না এবং রক্তাশ্রয়ধারিণী। তিনি হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিতেছেন এবং বিকশিত রক্তপদ্মে উপবিষ্টা আছেন। মহাকাল মাধ্বীককুসুমজাত মধুর মত্ত পান করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া দেবীর মুখকমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঈদৃশী আত্মাকালিকাকে ভজনা করি।

[ চামুণ্ডা কালীর ধ্যান ৩১৮ পৃষ্ঠায় এবং ভজকালীর ধ্যান ৪৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ]

## [ মহামায়ার স্বরূপ ]

মন্ত্র ৩৯, ( পৃঃ ৮৯ )

অম্বস্বার্থ।—স্যা এব ( সেই ভগবতী মহামায়াই ) কালে ( প্রলয়কালে ) মহামারী ( সংহারশক্তিরূপিণী ) [ ভবতি ] ( হন ), অজ্ঞা স্যা এব ( জন্মরহিতা হইয়াও সেই মহামায়াই ) সৃষ্টিঃ ভবতি ( সৃষ্টিরূপা হন ), সনাতনৌ স্যা এব ( নিত্য হইয়াও সেই মহামায়াই ) কালে ( স্থিতি কালে ) ভূতানাং ( সর্বভূতের ) স্থিতিং করোতি ( পালন করিয়া থাকেন )।

অনুবাদ।—তিনিই প্রলয়কালে মহামারী হন, জন্মরহিত হইয়াও তিনিই সৃষ্টিরূপা হন এবং নিত্য হইয়াও তিনিই স্থিতিকালে সর্বভূতের পালন করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

সৈব কালে মহামারী—দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবতী মহামায়ী মহাকালীরূপে জ্বলোক সংহার করিয়া থাকেন এবং দ্বিপরাধীবাসনে বা মহাপ্রলয়ে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিয়া থাকেন।



সৈব সৃষ্টি ভবত্যজ্ঞা—কালে সৃষ্টাবসরে অজা জন্মরহিতাহপি সৈব সৃষ্টিঃ সৃষ্টারূপা ভবতি প্রপঞ্চতয়া পরিণমতি ইত্যর্থঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। জন্মরহিত হইয়াও ভগবতী মহামায়াই সৃষ্টিকালে সৃষ্টারূপা হইয়া থাকেন অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকেন।

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে স্নাতনৌ—কালে পালনকালে সৈব ভূতানাং ভৌতিকানাং স্থিতিং পালনং করোতি, যতঃ স্নাতনৌ নিত্যা (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ভগবতী মহামায়া স্থিতিকালে সমস্ত ভূতবর্গকে পালন করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্নাতনৌ অর্থাৎ নিত্যা।

ভগবতী মহামায়া তমোগুণময়ী হইয়া প্রলয়কালে রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন, রজোগুণময়ী হইয়া সৃষ্টিকালে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন এবং সত্ত্বগুণময়ী হইয়া স্থিতিকালে বিষ্ণুরূপে পালন করিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ দেবী ত্রিগুণাতীতা, অজা ও স্নাতনৌ। “কর্পূরাদি-স্তোত্রে” মহাকাল জগদম্বার স্তব করিতেছেন,—

প্রস্থতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ,

সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।

অতস্বং খাতাহসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,

মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং শ্তৌমি ভবতীম্ ॥১২

হে জননি! তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার প্রলয়কালে সংহার করিতেছ। অতএব তুমিই ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র স্বরূপ, সূতরাং সর্বস্বরূপিণী তোমাকে আমি কি প্রকারে স্তব করিব?

মন্ত্র ৪০, (পৃ: ৮২)

অম্বয়ার্থ।—স্যা এব (সেই ভগবতী মহামায়াই) নৃণাং (মনুষ্যগণের) ভব-কালে (সম্পদ কালে) বুদ্ধি-প্রদা (সমৃদ্ধিদায়িনী) লক্ষ্মীঃ, তথা (আবার) স্যা এব (তিনিই) অভাবে (বিপদ কালে) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীরূপে) উপজায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ।—মনুষ্যদিগের সম্পদের সময় তিনিই গৃহে সমৃদ্ধিদায়িনী লক্ষ্মী, আবার বিপদের সময় তিনিই বিনাশের নিমিত্ত অলক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।



টিপ্পনী ।

দেবীই লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী, ভাব ও অভাব স্বরূপিণী “ভাবাভাবস্বরূপা সা” ।  
শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৪১৫ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দেবী পুণ্যশীলগণের গৃহে “লক্ষ্মী” এবং পাপাত্মাদের  
গৃহে “অলক্ষ্মী”রূপে অবস্থান করেন । “যা শ্রীঃ স্বয়ং স্কৃতিনাং ভবেন্দ্রলক্ষ্মীঃ পাপাত্মনাম্” ।

বিনাশায়োপজায়তে—অলক্ষ্ম্যভিভূতানাং স্বধর্মপরিপালনাভাবেন নরকোৎপত্তি  
বিনাশ এব ইতি ভাবঃ ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা ) । যাহারা অলক্ষ্মী দ্বারা অভিভূত হয়,  
স্বধর্ম পরিপালনের অভাব হেতু তাহাদের নরক উৎপত্তি অর্থাৎ বিনাশ হইয়া থাকে ।

অলক্ষ্মী-ধ্যান—

অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাঞ্চ ক্রোধনাং কলহপ্রিয়াম্ ।  
কৃষ্ণবস্ত্রপরীধানাং লৌহাভরণভূষিতাম্ ॥  
ভগ্নাসনস্থং দ্বিভুজাং শর্করাঘুচন্দনাম্ ।  
সম্মার্জনীসবাহস্তাং দক্ষিণহস্তসূর্য্যকাম্ ।  
তৈলাভ্যঙ্গিতগাত্রাঞ্চ গর্দভারোহণাং ভজে ॥

( পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড )

অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, ক্রোধপরায়ণা, কলহপ্রিয়া, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিতা, লৌহ অলঙ্কারভূষিতা,  
ভগ্ন আসনে উপবিষ্টা এবং দ্বিভুজা । তাঁহার দেহ শর্করা ও চন্দন দ্বারা বিলিপিত,  
তিনি বাম হস্তে সম্মার্জনী ও দক্ষিণ হস্তে কুলা ধারণ করেন । তাঁহার গাত্র তৈল  
দ্বারা মাঞ্জিত ও তিনি গর্দভারূঢ়া । ঐদৃশী অলক্ষ্মী দেবীকে ভজনা করি ।

( পৃঃ ২২২ দ্রষ্টব্য )

[ লক্ষ্মীর স্বরূপ ও তত্ত্ব, মূর্ত্তিলক্ষণ ও ধ্যান ৪৩১—৪৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ]

[ মহামায়ার তুষ্টিসাধনের উপায় ও ফল ]

অঙ্ক ৪১, ( পৃঃ ৮৯ )

অঙ্কস্বার্থ—[ দেবী ] স্তুতা ( স্তব দ্বারা আরাধিতা ) তথা ( এবং ) পুষ্পৈঃ  
ধূপ-গন্ধ-আদিভিঃ ( পুষ্প, ধূপ, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ) সংপূজিতা [ সত্যী ] ( সম্যকরূপে  
পূজিতা হইলে ) বিত্তং পুত্রান্ চ ( ধন ও পুত্রাদি ) তথা ( এবং ) ধর্ম্মে শুভাং মতিং  
( শুভ বুদ্ধি ) দদাতি ( প্রদান করেন ) ।



অনুবাদ :- দেবী স্তব দ্বারা আরাধিতা এবং পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা সম্যকরূপে পূজিতা হইলে (সাধককে) ধন ও পুত্রাদি এবং ধর্ম্মে শুভ মতি প্রদান করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

নিত্যং দেবীসান্নিধ্যাকারণং তৎফলঞ্চ উপদিশতি স্মৃতিশাস্ত্রাঃ (শাস্তনবী)। এই মন্ত্রে মেধস্ব ঋষি মহারাজ স্মরণ্যে নিত্য দেবীসান্নিধ্যের কারণ ও তাহার ফল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

পুত্রাংশ্চ—‘চ’ পদ দ্বারা আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদি বুঝাইতেছে (শাস্তনবী)।

মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্—(১) ধর্ম্মে ধর্ম্মবিষয়ে শুভাংশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তাং নিষ্কামলক্ষণাং বা মতিঞ্চ দদাতি (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)। দেবী প্রসন্ন হইলে সাধককে ধর্ম্ম বিষয়ে শুভা অর্থাৎ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তা বা নিষ্কামলক্ষণা বুদ্ধি প্রদান করেন। (২) শাস্তনবী টীকাতে “মতিং ধর্ম্মে গতিং শুভাম্” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মে মতিং শুভাংশ্চ গতিঞ্চ দদাতি। দেবী পরিতুষ্টা হইলে সাধককে ধর্ম্মে মতি এবং শুভ গতি অর্থাৎ যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

দেবীর প্রীতি লাভের উপায় স্তুতি ও পূজা; প্রীতি লাভের ফল ভোগ ও মোক্ষ। কি কি স্তব পাঠে দেবী বিশেষ পরিতুষ্টা হন তাহা ৫৯০ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। পূজার ফল সম্বন্ধে ভগবতী দেবীগীতায় এইরূপ বলিয়াছেন;—

য এবং পূজয়েদেবীং শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরীম্।

ন তশ্চ দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ কচিদস্তু হি ॥

দেহাস্তে তু মণিহীপং মম বাত্যেব সর্ব্বথা।

জ্যেয়ো দেবীশ্বরূপোহসৌ দেবা নিত্যং নমস্তু তম্ ॥

(দেবীগীতা, ১০।৩০-৩১)

যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রীমদ্ভুবনেশ্বরী দেবীকে অর্চনা করে, তাহার কোন কালে কোন স্থানে কিছুই দুর্লভ থাকে না। সে ব্যক্তি দেহত্যাগের পর মণিহীপ নামক মদীয় ধামে গমন করিয়া থাকে। এই প্রকার সাধককে দেবীশ্বরূপ বলিয়া জানিবে। দেবতাবাও ইহাকে নিত্য নমস্কার করিয়া থাকেন।



পূজার প্রকার ভেদ—দেবীগীতায় পূজার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিবিধা মম পূজা শ্রাদ্ বাহ্য চাত্যস্তরাপি চ।

বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।

বৈদিক্যর্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর ॥

( দেবীগীতা, ৯।৩ )

দেবী হিমালয়কে কহিলেন,—হে ভূধর! আমার পূজা প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। এই বাহ্য পূজা আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক পূজাও মূর্ত্তি ভেদে দুই প্রকার।

বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমম্বিতৈঃ।

তন্মোক্তদীক্ষাবত্তিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥

ইথাং পূজারহস্তঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্।

করোতি যো নরো যুগঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা ॥

( ঐ, ৯।৪-৫ )

বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি অনুসারে বৈদিক পূজা এবং তন্মোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্মোক্ত বিধিধারা তান্ত্রিকী পূজা করিবেন। যে যুগ ব্যক্তি এই প্রকার পূজারহস্ত না জানিয়া বিপরীতভাবে অনুষ্ঠান করে, সে সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া নরকে পতিত হয়।

(ক) বাহ্য পূজা—বাহ্য বৈদিক পূজা দ্বিবিধ (১) বিরাট্‌স্বরূপের উপাসনা এবং (২) প্রতীকোপাসনা। প্রথম প্রকার বাহ্য পূজার স্বরূপ বলিতেছেন,—

তত্র বা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমাং তাং বদাম্যহম্।

ষন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর ॥

অনন্তশীর্ষনয়নমনস্তচরণং মহৎ।

সর্ব্বশক্তিসমায়ুক্তং প্রেরকং যৎ পরাৎপরম্ ॥

তদেব পূজয়েন্নিত্যং নমেদ্ ধ্যায়েৎ স্মরেদপি।

ইত্যেতৎ প্রথমার্চ্যায়ঃ স্বরূপং কথিতং নগ ॥

( ঐ, ৯।৬-৮ )

তন্মধ্যে বৈদিক প্রথম প্রকারের পূজার স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভূধর! তুমি যে আমার অনন্ত শীর্ষ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ও সর্ব্বশক্তিসমম্বিত, জীবগণের



বুদ্ধিপ্রেমক, পরাংপর, অতি মহৎ, পরমরূপ ( বিশ্বরূপ ) দর্শন করিয়াছ, তাঁহাকেই নিত্য পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, স্মরণ করিবে এবং ধ্যান করিবে। হে নগেন্দ্র ! এই আমি প্রথম পূজার স্বরূপ কীর্তন করিলাম।

অতঃপর দ্বিতীয় বৈদিক পূজার স্বরূপ অর্থাৎ প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

মূর্ত্তি বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে ।

জলেহুবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥

তথা শ্রীহৃদয়াস্তোজে ধ্যানেদে দেবীং পরাংপরাম্ ।

পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তাহুসারতঃ ॥ ( ঐ, ৯।৩৮, ৪২ )

প্রতিমায় অথবা পরিস্কৃত ভূমিতে, সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলে, জলে, বাণলিঙ্গে, যন্ত্রে, মহাপটে অথবা হৃদয়পদ্মে—ইহাদের অন্ততম প্রতীকে দেবী জগদম্বিকাকে ধ্যান করিবে এবং নিজের বিত্তাহুসারে নানাবিধ উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে।

দেবীপূজায় ব্যবহার্য্য বিভিন্ন প্রতীক সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

কুণ্ড-স্থণ্ডিলয়োর্মধ্যে শূর্প-কুড্য-পটেষু চ ।

মণ্ডলে ফলকে মূর্দ্ধি, হৃদয়ে চ প্রকীর্ত্তিতা ॥

এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাংশিবাং ।

অরুপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ ॥

কুণ্ড এবং স্থণ্ডিলের মধ্যে, শূর্পে ( কুলোতে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ), গৃহভিত্তিতে ( দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ), পটে ( বস্ত্রের উপর বর্ণলেপাদি দ্বারা মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ), সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি মণ্ডলে, ধাতু কাষ্ঠ পাষাণাদি নিশ্চিত ফলকে; ব্রহ্মরঞ্জে এবং হৃদয়ে— হে দেবেশি ! এই সকল স্থানে সাধকগণ পরমা শিবাকে পূজা করিয়া থাকেন। যিনি রূপাতীতা তাঁহাকে রূপময়ী করিয়া মনুষ্যগণ কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া থাকে।

(খ) আন্তর পূজা—বিধিপূর্ব্বক বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত যখন স্বতঃই অন্তর্মুখী হইয়া যায়, তখন তাঁহার আন্তর পূজা বা মানস পূজাতে অধিকার জন্মে। তখন এইরূপ সাধক বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া আন্তর পূজাই আশ্রয় করিবেন।

এই বিষয়ে স্মৃতসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায়ে শক্তিপূজা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

অথাভ্যন্তর-পূজায়ামধিকারো ভবেদ্ যদি ।

তাক্তা বাহ্যামিমাং পূজামাশ্রয়েৎ অপরাং বৃধঃ ॥



আন্তর পূজায় অধিকার লাভ করিলে এই বাহুপূজা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী সাধক আন্তর পূজাই অবলম্বন করিবেন ।

আন্তর পূজার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে শ্রুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

পূজা যাভ্যন্তরা সাহপি দ্বিবিধা পরিকীৰ্ত্তিতা ।

সাধারা চ নিরাধারা নিরাধারা মহন্তরা ॥

আন্তর পূজা সাধারা ও নিরাধারা ভেদে দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে নিরাধারা পূজা শ্রেষ্ঠ ।

সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি ।

আধারে বর্ণসংকৃষ্টবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্ ॥

আরাধয়েদতি শ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বাক্যেনা ।

যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্মাৎ মনোলয়ঃ ॥

ছৎপুণ্ডরীকগত দহরাকাশে মাতৃকাবর্ণরচিত আধারে গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট প্রণালীতে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিবে, ইহাই সাধারা পূজা । নির্বিকল্পক জ্ঞানধারার নাম সংবিৎ এই সংবিদ্রূপিণী পরমেশ্বরীতে মনোলয়ের নাম নিরাধারা পূজা ।

নিরাধারা আন্তর পূজার স্বরূপ দেবীগীতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সন্নিভয়ঃ শ্রুতঃ ।

সন্নিদেব পরং রূপমুপাধি-রহিতং মম ॥

অতঃ সন্নিদি মূদ্রপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্ ।

সন্নিদ্রূপাতিরিক্তস্ত মিথ্যামায়াময়ং জগৎ ॥

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্ ।

ভাবয়েন্নিম্ননন্দেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥

( দেবীগীতা, ৯।৪৪-৪৬ )

উপাধি বিরহিত সংবিৎ বা ব্রহ্মই আমার স্বরূপ ; এই সংবিৎস্বরূপে চিত্তবিলয়ের নামই আন্তরপূজা জানিবে । অতএব সংবিৎস্বরূপ মদীয়রূপে একান্তভাবে চিত্তস্থাপন করিবে এবং সংবিৎ বা ব্রহ্মব্যতীত অল্প সমস্ত জগৎই যেহেতু মায়াময় মিথ্যা, অতএব সংসার বিনাশের নিমিত্ত আত্মস্বরূপিণী সর্বসাক্ষিণী আমাকে নির্বিকল্প ভক্তিযোগযুক্ত চিত্তে ভাবনা করিবে ।



## [ অন্তর্ধাগ বা মানসপূজাবিধি ]

যথাবিধি বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ এমন এক অবস্থায় উন্নীত হন, যখন আর তাঁহার বহিঃপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ঐ অবস্থায় উপনীত সাধক সর্ববিধ বাহ্য উপকরণ নিরপেক্ষ হইয়া ইষ্টদেবতাকে স্বহৃদয়ে স্থাপন পূর্বক মানসোপচারেই পূজা করিতে সমর্থ হন। ইহার নাম অন্তর্ধজন, অন্তর্ধাগ বা মানস পূজা। সাধনার এই স্তরে আরোহণ করিয়াই শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

মন তোমার এত ভাবনা কেনে,  
কালী জপরে হৃদি-পদ্মাসনে।  
মাটি, খাতু, পাষাণ মূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে,  
এখন মনোময় প্রতিমা গড়ি, পূজা কর মনে মনে।  
ঝাড় লঠন বাতির আলো, সে আলো না যায় সেখানে,  
তুমি জ্ঞানপ্রদীপ জেলে দাও মন, জলতে থাকুক রাত্রদিনে।  
স্বতন্ত্রমণ্ডা ছানা, কাজ কিরে সে আয়োজনে,  
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে, মাকে তৃপ্ত কর নিজ গুণে ॥

বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানস পূজার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,—

উত্তমা মানসীপূজা বাহ্যপূজা কনীয়সী। ( নিরুত্তরতন্ত্র )

ভূতগুদ্ধিতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে,—

অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিলং লভেৎ।

সর্বপূজাফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে ॥

একবার অনুষ্ঠিত আন্তরপূজা কোটি বাহ্যপূজার ফল প্রদান করে। আন্তরপূজা দ্বারা সাধক সকল প্রকার পূজাফল লাভ করিয়া থাকেন।

সর্ববিধ বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপূজারও বিধান রহিয়াছে। স্বহৃদয়ে ইষ্টমূর্তিকে ধ্যান করতঃ মানস পূজা করিয়া তৎপর বাহ্যপূজা আরম্ভ করিতে হয়,—

ইত্যন্তর্ধজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ।

( মহানির্বাণতন্ত্র, ৫।১৫৭ )

সনৎকুমার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—“অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্ধ্যাদ্ বহিরর্চনম্” মানস পূজা না করিয়া বাহ্যপূজা করিতে নাই।



আন্তর পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যপূজাতে ফলোদয় হয় না। শাক্তদার্শনিক শ্রীমদ্ ভাস্কররায় তদীয় “বরিবস্তারহস্ত” গ্রন্থে বলেন,—

এতামুৎসৃজ্য জড়ৈঃক্রিয়মাণা বাহ্যাদম্বরোপাস্তিঃ।

প্রাণবিহীনেন তত্ত্ববিগলিতহৃদ্রেব পুত্তলিকা ॥ (২।১৬৩)

প্রাণহীন দেহের যেমন কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, পুতুল নাচের পুতুলগুলির সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক না থাকিলে যেমন সেগুলি নিরর্থক হয়, সেইরূপ মহাআড়ম্বরে সম্পাদিত বাহ্যপূজায় যদি আন্তরপূজার কোনরূপ যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে সেই পূজা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া যায়।

বাহ্যপূজার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সাধক যাহাতে আন্তরপূজার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে বিশেষ যত্নশীল হন, সেই উদ্দেশ্যে মৈত্রেয়োপনিষৎ বলিতেছেন,—

পাষণ-লৌহ-মণি-মৃগ্ময়-বিগ্রহেষু

পূজা পুনর্জন্মন-ভোগকারী মূম্ক্ষোঃ ।

তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্ধ্যাদ্

বাহ্যার্চনং পরিহরেদ্ অপুনর্ভবায় ॥

পাষণ, লৌহ, মণি, মৃগ্ময় বিগ্রহের পূজায় বিভূষিত মাহুঘের জন্ম ও ভোগ চলিতেই থাকে ; তাই সাধক পুনর্জন্মনিরোধের জন্ত বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিয়া আপন হৃদয় মধ্যেই দেবতার অর্চনা করিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গগীতে উক্ত হইয়াছে,—

আত্মস্থানং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্ততে ।

করস্বং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা ভ্রমস্তে কাচতৃষ্ণয়া ॥ (ষষ্ঠোঃশ্লোকঃ)

যাহারা আত্মস্থ অর্থাৎ নিজ হৃদয়স্থিত ইষ্টদেবতাকে ত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ অর্থাৎ প্রতিমাদিতে দেবতার অনুসন্ধান করে, তাহারা হস্তস্থিত কৌস্তভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের আকাজক্ষায় ভ্রমণ করে।

মানসপূজার উপচার বিধি—

কিরূপ উপচার সহযোগে অন্তর্বাগ বা মানসপূজা করিতে হইবে, মহানির্দোষতন্ত্রে তাহার এইরূপ বিধান প্রদত্ত হইয়াছে,—

হৃৎপদ্মমাসনং দত্তাৎ সহস্রার-চ্যুতামৃতৈঃ ।

পাণ্ডং চরণয়োর্দিত্যাং মনস্তর্ঘ্যাং নিবেদয়েৎ ॥ (৫।১৪৩)



হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমল দেবীকে আসনস্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রার-চ্যুত অমৃতদ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাত্তপ্রদান করিবে। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে।

ভেনামুভেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ ।

আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪

উক্ত সহস্রার-চ্যুত অমৃত দ্বারাই দেবীর আচমনীয় ও স্নানীয় জল কল্পনা করিবে। আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র এবং পৃথিবী তত্ত্বকে গন্ধস্বরূপ প্রদান করিবে।

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ।

ভেজন্তত্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ স্নানীয়ম্ ॥ ১৪৫

চিত্তকে পুষ্পস্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। পঞ্চপ্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপদানের স্থলে অগ্নিতত্ত্ব প্রদান করিবে। স্নানীয় সমুদ্রকে নৈবেদ্যস্বরূপ কল্পনা করিবে।

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্ ।

নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬

অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামরস্বরূপ কল্পনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্যসমুদয় ও মনের চাঞ্চল্যকে দেবীর সমক্ষে নৃত্যস্বরূপ কল্পনা করিবে।

পুষ্পং নানাবিধং দদাদ্ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে ।

অমায়াং অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥ ১৪৭

অমোহকম্ অদন্তঞ্চ অদেষাক্ষোভকে তথা ।

অমাৎসর্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৮

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্ ।

ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৯

আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত দেবীকে নানাপ্রকার ভাবপুষ্প উপহার প্রদান করিবে। অমায়া, অনহঙ্কার, অনাসক্তি, অমদ, অমোহ, অদন্ত, অদেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য ও অলোভ এই দশবিধ পুষ্প এবং অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান—এই পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দেবীকে প্রদান করিবে। এই প্রকারে পঞ্চদশ ভাব-পুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিবে।



অন্তর্ধাগে দেবীর উদ্দেশ্যে কিরূপ বলিপ্রদান করিতে হইবে ?

কাম-ক্রোধো বিস্মকৃতৌ বলিংদদ্বা জপং চরেৎ ।

( মহানির্বাণতন্ত্র, ৫।১৫১ )

বিস্মকারী কাম ও ক্রোধকে বলি দিয়া তৎপর জপ আরম্ভ করিবে ।

শাক্তপদকর্তা শ্রীরামকুমার মানস উপচারে দেবীর পূজা সম্বন্ধে এইরূপ সাধন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন;—

হৃদিকমল মঞ্চাসনে বসাইয়ে শ্রামা মায়েরে,  
 প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানস উপচারে ।  
 সহস্রার-চ্যুতামুতে পাশ্চ দেহ চরণেতে,  
 পূজ যথাবিধিমতে অর্ঘ্য দিষে মনেরে ।  
 তদমুতে আচমন, তদমুতে করাও স্নান,  
 আকাশ পরাও বসন, গন্ধ মাখো চন্দনে ।  
 চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জালাও প্রদীপ,  
 স্নান নৈবেদ্য স্বরূপ, নিবেদন কর অম্বু দিষে ।  
 অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুতে কর চামর,  
 সহস্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর ।  
 শব্দতবে ঔকার গান, নৃত্য করে ইন্দ্রিয়গণ  
 কামাদি দাও বলিদান জ্ঞান অসি করে ধ'রে ।  
 ষেক্রপে আছে তন্ত্র রসনা করহে যন্ত্র  
 কালীনাম মহামন্ত্র জপ দৃঢ় ক'রে ।  
 শ্রীরামকুমার উক্তি, গুন জীব এই যুক্তি  
 এই মত পূজ শিবশক্তি, মুক্তিলাভ হবে অচিরে ।

মানসপূজায় হোমবিধি—

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরিকৃত “শ্রামারহস্ত” তন্ত্রে অন্তর্ধজনে হোমবিধি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন ভাবিয়া, অথবা যাহা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা স্বরূপ, যাহা আনন্দরূপ মেখলা যুক্ত এবং যাহা অর্দ্ধমাত্রা কৃত যোনিমাণ্ডত, সেই চতুরশ্চ চিংকুওকে নাভিতে ধ্যান করিয়া তন্মধ্যস্থ জ্ঞানরূপ অগ্নিতে আহুতি দিবে । প্রথম আহুতি যথা,—



“মূলান্তে নাভৌ চৈতন্যরূপায়ৌ ধর্মাধর্মহবিষা মনসা ক্ষচা জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষ  
বৃত্তী জুহোম্যহং স্বাহা ।”

মূলমন্ত্র ভাবনার পর নাভিতে জ্ঞানদীপ্ত চৈতন্যরূপ অগ্নিতে ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিষারা  
মনোরূপ ক্ষুদ্রারা সর্বদা আমি ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহকে আহতি দিতেছি। অনন্তর দ্বিতীয়  
আহতি যথা,—

“মূলান্তে প্রকাশাপ্রকাশহস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্য উন্ননীক্ষচা ধর্মাধর্ম-ফল-স্নেহপূর্ণাং বহৌ  
জুহোম্যহং স্বাহা ।”

মূলমন্ত্র ভাবনার পর প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া উন্ননীরূপ ক্ষু  
দ্রারা বহিতে ধর্ম, অধর্ম, ফল ও স্নেহরূপ আহতি দিতেছি। অনন্তর মূলমন্ত্র ভাবনান্তে  
তৃতীয় আহতি প্রদান করিবে যথা,—

“অন্তর্নিরন্তরমনিবন্ধন মেধমানে মোহান্ধকার-পরিপস্থিতি সন্নিদগৌ ।

কস্মিন্শ্চিদভূত-মরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বস্তুধাদি-শিবাবসানম্ ॥”

অন্তরে বিনা ইন্ধনে সদা প্রজ্জ্বলিত, মোহরূপ অন্ধকারবিনাশী, অভূত মরীচিরও  
বিকাশভূমি সেই অনির্বচনীয় সন্নিদরূপ অগ্নিতে পৃথিব্যাদি শিবাস্ত [ সমগ্র ] বিশ্ব হোম  
করিতেছি।

এইরূপে অন্তর্বাগ করিয়া সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান, তাঁহার পাপপুণ্য কিছুই থাকে না,  
তিনি জীবমুক্তি লাভ করেন।

ইত্যন্তর্ধজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।

ন ভন্ত্য পাপপুণ্যানি জীবমুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

( শ্রামারহস্তম্, দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ )

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকারসম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যে

দেবীচরিত্র-মাহাত্ম্য [ অথবা শুভনি-শুভ বধ সমাপ্ত ]

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বরথ ও সমাধিকে বর প্রদান

[ মহামায়ার স্বরূপ কথন ]

মন্ত্র ১—২, ( পৃ: ৯০ )

অন্বয়ার্থ।—ঋষিঃ ( মেধসু ঋষি ) উবাচ ( মহারাজ স্বরথকে কহিলেন ),—[ হে ] ভূপ ( হে রাজন্ ! ) এতৎ উত্তমং দেবী-মাহাত্ম্যং ( ভগবতী মহামায়ার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ) তে কথিতং ( তোমাকে কথিত হইল )। যয়া ( যাহা কর্তৃক ) ইদং জগৎ ( এই জগৎ ) ধার্য্যতে ( বিধৃত হইয়া আছে ), সা দেবী ( সেই দেবী মহামায়া ) এবং-প্রভাবা ( এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন )।

অনুবাদ। ঋষি কহিলেন,—হে রাজন্ ! এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য তোমাকে কথিত হইল। যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, সেই দেবী এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন।

টিপ্পনী ( মন্ত্রার্থবোধিনী )।—

ঋষিরূবাচ—মহারাজ স্বরথ মেধসু ঋষিকে মহামায়ার স্বরূপ, তাঁহার উৎপত্তি ও আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ( ১।৫৪-৫৫ )। মেধসু ঋষি তদন্তরে শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের ১—১২ অধ্যায়ে ভগবতী মহামায়ার মহিমা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে তাহার উপসংহার করিতেছেন।

উত্তমং—সকলপুরুষার্থসাধকম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ দ্বারা সাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ ফলই লাভ করিতে পারেন। এইজন্ত ইহাকে “উত্তম” বলা হইয়াছে।

দেবী—দিব্যতে: ক্রীড়াক্ষণ এষ ভবতি দেবীতি। দিব্যতি আত্মনান্নানি বা ২ সৌ দেবী। চিত্তিশক্তি : ( গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিভাসাগরকৃত বহুব্চ উপনিষদ্ ভাষ্য )।

ক্রীড়ার্থক দিব্ ধাতু হইতে “দেবী” পদটি নিষ্পন্ন। যিনি আপনি আপনাতে ক্রীড়া করেন, সেই চিত্তিশক্তিই “দেবী” নামে অভিহিতা হন।



বসুদং ধার্য্যতে জগৎ—ধার্য্যতে স্বজ্যতে পাল্যতেচ, প্রত্যবসীযতে চ ষথাকালম্ (শাস্তনবী)। ধার্য্যতে পদ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় উপলক্ষিত হইতেছে। ভগবতী মহামায়া কর্তৃক এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হইয়া থাকে।

এবংপ্রভাবা—যেই দেবী কর্তৃক এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া আছে, সকল জগতের আধারভূতা সেই দেবীর পক্ষে এই অক্ষর বিনাশ রূপ প্রভাব আর বিশেষ কি? (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

মন্ত্র ৩, ( পৃ: ২০ )

অল্পস্বার্থ।—তথা এব ( আবার ) ভগবৎ-বিষ্ণুমায়য়া ( ভগবতী বিষ্ণুমায়্যা কর্তৃক ) বিদ্যা ( তত্ত্বজ্ঞান ) ক্রিয়তে ( উৎপাদিত হয় )।

অনুবাদ। আবার সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়্যাই তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

দেবীর মাহাত্ম্য কেবল যে এই পরিমাণই তাহা নহে, পরন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদাও বটে, ইহা বলিতেছেন—তত্ত্বপ্রকাশিকা।

বিদ্যা ক্রিয়তে—বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা চ ক্রিয়তে উৎপাদ্যতে, এতেন মোক্ষদা চ ইত্যুক্তম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। দেবী তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা বিদ্যাও উৎপাদন করিয়া থাকেন। এতদ্বারা দেবী যে মুক্তিদায়িনী, তাহাও উক্ত হইল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১৫২ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, “স বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী” সেই সনাতনী মহামায়া মুক্তির কারণস্বরূপা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

শক্রাদি কৃত ভগবতীশ্ববে উক্ত হইয়াছে,—

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ

অভ্যশ্রুসে স্তুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসারৈঃ।

মোক্ষার্থিভি মূনিভি রত্নসমস্তদোষৈ

বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ( ৪১২ )

হে দেবি! যে বিদ্যা মুক্তির হেতুস্বরূপ, যাহা অচিন্তনীয় মহাব্রত আচরণ দ্বারা প্রাপ্য, তুমিই সেই ভগবতী পরমা ব্রহ্মবিদ্যা। সংযতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, সমস্ত দোষবর্জিত মুমুক্শু মুনিগণ ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী তোমার সাধনা করিয়া থাকেন।



দেবীমুক্তের পঞ্চম ঋকের প্রথমার্ধে দেবী বলিয়াছেন,—

“অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুহুং দেবেভিরুত মানুবেভিঃ”

দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ করিয়া থাকি।

তথৈব—“তয়ৈব” এইরূপ পাঠাস্তব দৃষ্ট হয় (দংশোদ্ধারটীকা)। যথেষ্ট ধাৰ্য্যতে জগৎ, তয়ৈব—এইরূপ পূর্বের সহিত অঙ্গন করিতে হইবে।

ভগবদ্-বিষ্ণুমায়া—(১) বিষ্ণো মায়্যা, ভগবতী বিষ্ণুমায়া, তয়া। (২) যদ্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ ভগবদ্-বিষ্ণুঃ তন্ত মায়া তয়া (শাস্তনবী)। ভগবতী বিষ্ণুমায়াকর্তৃক অথবা ভগবান বিষ্ণুর মায়া কর্তৃক।

বিষ্ণুমায়া—কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।

বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥ ৬৫৮

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম “বিষ্ণুমায়া”।

মন্ত্র ৪, ( পৃঃ ৯০ )

অঙ্কস্বার্থ—তয়া ( সেই বিষ্ণুমায়া বা মহামায়া কর্তৃক ) ত্বম্ ( তুমি স্মরথ ), এবং বৈশ্বঃ চ ( এই সমাধিনামক বৈশ্ব ), তথা এব অগ্নে ( এবং অগ্ন্যগ্ন ) বিবেকিনঃ ( বিবেকাভিমানী ব্যক্তিগণ ) মোহস্তে ( এখন মোহিত হইতেছ ) মোহিতাঃ চ এব ( পূর্বেও মোহিত হইয়াছ ), অপরে চ ( এবং অগ্ন্যগ্ন বিবেকাভিমানী ব্যক্তিগণও ) মোহম্ এযান্তি ( ভবিষ্যতে মোহ প্রাপ্ত হইবে )।

অনুবাদ। তিনি ( ভগবতী বিষ্ণুমায়া ) তোমাকে, এই বৈশ্বকে এবং অগ্ন্যগ্ন বিবেকাভিমানী ব্যক্তিগণকে মোহিত করিতেছেন. মোহিত করিয়াছেন এবং অগ্ন্যগ্নকেও মোহিত করিবেন।

টিপ্পনী।

বিবেকিনঃ—অধিগতলোকশাস্ত্রাঃ ( নাগোজী )। যাহারা লৌকিকশাস্ত্রে পণ্ডিত। (২) ত্বম্ভতে বিবেকিনঃ বস্তুতঃ অবিবেকিনঃ ( দেবীভাষ্যম্ )। তোমার মতে বিবেকী হইলেও বস্তুতঃপক্ষে যাহারা অবিবেকী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানহীন। শুধু শাস্ত্রলব্ধ পাণ্ডিত্য দ্বারা যাহাদ্বারা মোহ অতিক্রম করা যায় না; এ সম্বন্ধে পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—



জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাক্রম্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ( চণ্ডী, ১।৫০ )

সেই দেবী ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহকে সমর্পণ করেন ।

মহারাজ সুরথ মেধসু ঋষিকে গোড়াতেই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ।

যমান্ত চ ভবতোষা হ বিবেকান্ধস্ত মুঢ়তা ॥ ( চণ্ডী, ১।৪০ )

হে মহাত্মন! জ্ঞানী হওয়া স্বেচ্ছা ও আমার এবং ইহার ( সমাধি বৈশ্বের ) এই যে মোহ, তাহার হেতু কি ? অবিবেক হেতু অন্ধ ব্যক্তিরই তো এইরূপ মুঢ়তা হইয়া থাকে ।

ইহার উত্তরে ঋষি তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন,—ভগবতী মহামায়া কর্তৃক জগতের সমস্ত জীব ত্রিকালেই মোহিত হইয়া আছে ; কেবল তুমি ও সমাধি বৈশ্বই যে মোহিত হইয়া আছ তাহা নহে । এই মোহ পাশ ছিন্ন করিতে হইলে তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে । তিনি প্রসন্না হইলেই জীবের বন্ধন মোচন হইয়া থাকে ।

### [ মহামায়া তত্ত্ব ]

মহামায়া—টীকাকারগণ “মহামায়া” নামের বিভিন্ন প্রকার নিকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । (১) বিসদৃশ-প্রতীতিসাধনং মায়া । তন্মহা মহত্বঞ্চ সর্ববিষয়ত্বমিতি মহামায়া ঈশ্বরশক্তিঃ ( নাগোজী ) । যিনি বিসদৃশ প্রতীতি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকেন তিনিই “মায়া” । ইহার মহত্ব ও সর্ববিষয়ব্যাপিত্ব হেতু ইনি “মহামায়া” নামে অভিহিত । ইনি ঈশ্বরশক্তি ।

(২) টীকাকার শ্রীমদ্ গোপাল চক্রচর্চী বলেন,—

যাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতীতি মায়া । যদ্বা মীয়তে জ্ঞানতে পরমেশ্বরো হ নয়া ইতি মায়া ।

যিনি ঈশ্বরকেও বশীভূত করিয়া থাকেন ( যাতি ) তিনি মায়া । অথবা ইহা দ্বারা পরমেশ্বরকে জানা যায় ( মীয়তে ) এই কারণে ইনি মায়া নামে অভিহিত ।

দুর্ঘটনঘটনাপটয়সী মায়া, বিষয় বিসদৃশ প্রতীতি সাধনং বা । সা চ পরমেশ্বরশক্তিঃ ভগবদ্রূপবিশেষঃ । মহতী সর্বব্যাপিকা চাসৌ মায়া চেতি “মহামায়া” । ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ।



যিনি অঘটন ঘটাইতে সমর্থ্য তিনিই মায়া। অথবা যদ্বারা বিষয়ে বিসদৃশ প্রতীতি অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তিনিই মায়া। ইনি পরমেশ্বরের শক্তি, ভগবানের রূপ বিশেষ। এই মায়া মহতী এবং সর্বব্যাপিবা বলিয়া “মহামায়া” নামে অভিহিত হন।

(৩) শাক্তানন্দতরঙ্গিণী গ্রন্থে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি “মহামায়া” নামের এইরূপ অর্থ নির্ধারণ করিয়াছেন,—

মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং মোহজনকত্বাৎ মহামায়া।

মহতী যে মায়া—উহাই মহামায়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিঃও মোহজনক বলিয়া উনি মহামায়া। যামলভক্তে উক্ত হইয়াছে,—

সৈব মায়া প্রকৃতি র্থা সংমোহয়তি শঙ্করম্।

হরিং তথা বিরিক্ষিক্ত তথৈবাত্মাংশ্চ নির্জরান্ ॥

( শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত, প্রথমোক্তাসঃ )

যে প্রকৃতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অগ্ন্যাগ্ন দেবতাগণকে মোহিত করেন, তিনিই “মায়া”।

(৪) কালিকাপুরাণে মহামায়ার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

গর্ভাস্ত জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং স্মৃতিমাকরিতঃ।

উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥

পূর্বাতিপূর্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ নিয়োজ্য চ।

আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥

ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা পুনঃ পুনঃ।

পশ্চাৎ কামে নিয়োজ্যাশ্চ চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥

আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।

মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ (৬৬১-৬৪)

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও সে স্মৃতি-পবনে প্রেরিত হইয়া ভ্রমিষ্ঠ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদি কার্ধ্যে সতত প্রবৃত্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন; যিনি জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ, লোভ ও মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করতঃ আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাহারই নাম “মহামায়া”। সেই শক্তি বলেই ইনি জগদীশ্বরী।



মহামায়ার ভেদ-মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দ্বিবিধা। “সং মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যা ২ বিদ্যা চ। যা মহামায়া মুক্তে হেতুভূতা সা বিদ্যা। যা মহামায়া সংসার বন্ধনহেতুভূতা সা ২ বিদ্যা।” (শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, প্রথমোক্তাঃ)

সেই মহামায়া দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। যে মহামায়া মুক্তির জননী, তিনি বিদ্যা। আর যে মহামায়া সংসারবন্ধের কারণস্বরূপা, তিনি অবিদ্যা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী।  
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈখরেখরী ॥ (১:৫২)

বিদ্যা ও অবিদ্যা—মহামায়ার দ্বিবিধ ভেদ বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

বিদ্যা বা ২ পৃথবা ২ বিদ্যা য়ে এতে মায়য়াবৃত্তে।  
তৎকর্ম যচ্চ বন্ধায় সা ২ বিদ্যা পরিকীর্তিত ॥  
যন্ন বন্ধায় তৎকর্ম সা বিদ্যা সমুদাহৃত।  
বিদ্যা তু সর্বদা সেব্যা নাপ্যবিদ্যা কথঞ্চন  
অবিদ্যা কর্মবন্ধঃ শ্রাদ্ তয়া জ্ঞানং প্রণশ্রুতি।  
জ্ঞাননাশাদ্ ভবেদ্ধানি হানৌ সংসরণং পুনঃ ॥  
সংসারাং তু ভবেদ্ ঘোরাৎ ঘোরং নরকমেব চ।  
তস্মাদবিদ্যা কুত্রাপি ন সেব্যাপি কদাচন ॥

(শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী ধৃত, প্রথমোক্তাঃ)

বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই-ই মায়ায় আবৃত্তা। যে কর্ম বন্ধনের হেতু, উহা “অবিদ্যা” নামে কীর্তিত হইয়াছে। আর যে কর্ম বন্ধের জনক নহে, উহা “বিদ্যা” নামে কথিত হইয়াছে, বিদ্যা সর্বদাই সেব্যা। কোন প্রকারে অবিদ্যার সেবা কর্তব্য নহে। কারণ অবিদ্যা কর্মবন্ধস্বরূপ। সেই অবিদ্যা হইতে জ্ঞাননাশ অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি উৎপন্ন হয়। জ্ঞান নাশ হইতে হানি অর্থাৎ স্বরূপানুভূতির বিলোপ হয়। হানি হইতে সংসার হয় এবং ঘোর সংসার হইতে ভীষণ নরক হয়। অতএব কোন অবস্থায় অবিদ্যার সেবা করিবেনা।

“যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুদ্ধৈঃ।”

যিনি বিদ্যা, তিনি মহামায়া। পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদা সেই বিদ্যাই সেবনীয়।



## [ মহামায়ার শরণাগতি ]

মন্ত্র ৫, ( পৃঃ ৯০ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] মহারাজ (স্বরথ।) তাং পরমেশ্বরীং (সেই ভগবতী মহামায়ার) শরণং উপৈহি (শরণ গ্রহণ কর)। সা এব (তিনিই) আরাধিতা [সত্য] (উপাসিতা হইলে) নুণাং (মনুষ্যাগণের) ভোগ-স্বর্গ-অপবর্গরা [ভবতি] (ঐহিক ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদানকারিণী হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ। হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ গ্রহণ কর। আরাধিতা হইলে তিনিই মনুষ্যাগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

টিপ্পনী।

মহামায়ার শরণাগতিই মোহ হইতে পরিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। দেবী আরাধনা দ্বারা প্রসন্না হইলে সাধককে তাহার বাসনানুরূপ ঐহিক ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই মেধসু ঋষির শেষ উপদেশ, ইহাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর সারতত্ত্ব।

যস্মান্মোহকারণম্, অতএব তাং প্রসাদ্য মোহং তরথ ইতি মোহতরণোপায়মুপদিশন্ ভুক্তি-মুক্তিপ্ৰাপ্ত্যুপায়মুপদিশতি (তত্ত্বপ্রকাশিকা)।

যেহেতু ভগবতী মহামায়াই মোহের কারণ, অতএব তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া মোহ উত্তীর্ণ হও। এই প্রকারে মোহ অতিক্রম করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া ভোগ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে ঋষি উপদেশ করিতেছেন।

উপৈহি—উপেহি। বৃদ্ধিশ্চান্দসৌ (নাগোজী)।

মহারাজ—মেধসু ঋষি মহারাজ স্বরথ ও সমাধি বৈষ্ণব উভয়কেই উপদেশ প্রদান করিলেও প্রধানতঃ স্বরথই ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।

পরমেশ্বরীম্—সর্বেশ্বরীম্। অত্র সর্বেশ্বরীতি হেতুতয়া অবগন্তব্যম্, যতঃ সর্বেশ্বরস্ত পরমব্রহ্মণঃ শক্তিঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। যেহেতু ইনি সর্বেশ্বর পরব্রহ্মের শক্তি অতএব তাঁহার শরণগ্রহণ কর। আনন্দসহরী স্তোত্রে শঙ্করাচার্য্য ভগবতী মহামায়াকে “পরব্রহ্ম-মহিষী” নামে সম্বোধন করিয়াছেন;—



গিরামাহ দেবীং ক্রহিণগৃহিণীমাগমবিদো  
 হরে : পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমজ্জিতনয়াম্ ।  
 তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগম-নিঃসীমমহিমা  
 মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ( ৯৮ )

হে পরব্রহ্ম-মহিষি ! আগমবিং পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার পত্নীকে বাগ্‌দেবী বলিয়া কীর্তন করেন ( ইনি ক্রিয়াশক্তি ) । তাঁহারা বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দেশ করেন ( ইনি জ্ঞানশক্তি ) । তাঁহারা বলেন, পর্বত-তনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী ( ইনি ইচ্ছাশক্তি ) । হে মহামায়ে ! এই শক্তিদ্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা চতুর্থা তুমি কে ? আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি । তোমার দুরধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না । তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলকে মোহিত করিতেছ ।

ভানুপৈহি শরণং পরমেশ্বরীম্—ভগবতী মহামায়ার দুরতিক্রম্য মোহের প্রভাব অতিক্রম করিতে হইলে অনন্তচিত্তে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়্যা দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়্যামেতাং তরন্তি তে ॥ ( ৭।১৪ )

আমার এই ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়্যা নিশ্চয়ই দুরতিক্রম্য । যাহারা আমারই শরণাগত হয়, তাহারা এই মায়্যা অতিক্রম করে ।

শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধনা—গীতাতেও শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্ ॥ ( ১৮।৬২ )

হে অর্জুন ! সর্বতোভাবে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর । তাঁহার অল্পগ্রহে পরম শান্তি ও নিত্যপদ লাভ করিবে ।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ ১৮।৬৬

সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও । আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না ।



এই শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বাহা বলিয়াছেন, তাহা সাধকগণের বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য ;—

“ভগবানের কাছে, ভাগবতী শক্তির কাছে আপনাকে সমর্পণ—আপনি যা, আপনার কাছে যা কিছু, আপনার চেতনার প্রতি স্তব, প্রতি বৃত্তির সমর্পণ। সমর্পণ ও আত্মনিবেদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সাধকও তত সজ্ঞান হইয়া উঠে, অনুভব করে যে ভাগবতী শক্তিই সাধনা ক’রে চলেছেন, তার মধ্যেক্রমেই আপনাকে সমধিক ঢেলে দিতেছেন, তার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির মুক্তি ও পূর্ণতা স্থাপন ক’রে চলেছেন। এই সজ্ঞানতার ক্রিয়া যতই তার নিজস্ব চেষ্টার স্থান অধিকার করবে, তার উন্নতিও ততই দ্রুত ও সত্য হয়ে উঠবে; কিন্তু সমর্পণ ও নিবেদন যতদিন উর্দ্ধপ্রাপ্ত হতে অধঃপ্রাপ্ত পর্যন্ত নির্দোষ সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন ব্যক্তিগত প্রয়াসের প্রয়োজন সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করতে সে পারে না। স্মরণে রেখ, তামসিক যে সমর্পণ—সমর্পণের সর্ব্বত্রে যে পালন করতে চায় না, ভগবানকে যে আহ্বান করে তিনি সব কাজ ক’রে দেবেন বলে, যে চায় সকল ক্লেশ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে, তা আত্ম-প্রতারণা—মুক্তির পূর্ণতার দিকে তা নিয়ে যায় না।” ( মা, পৃ: ১২—১৩ )

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা—স। সর্বেশ্বরী আরাধিতা সতী নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা এব। এবকারো নিশ্চিতত্বং দর্শয়তি, নাত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ ( তত্ত্ব-প্রকাশিকা )।

সেই সর্বেশ্বরী ভগবতী মহামায়া আরাধিতা হইলে নিশ্চিতই মহাব্যগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। ‘এব’ দ্বারা নিশ্চিতত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

যদ্বা সৈব স্বাতন্ত্র্যায় এব শব্দঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। অথবা ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদানে দেবীর স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার নিমিত্ত “এব” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভোগ=ঐহিক রাজ্যাদি সুখ, স্বর্গ=পারলৌকিক ইন্দ্রলোকাদি, অপবর্গ=মোক্ষ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )।

মহামায়ার আরাধনার একান্ত কর্তব্যতা—পরশক্তি ভগবতী মহামায়ার আরাধনার একান্ত কর্তব্যতা বিষয়ে পুরাণে ও তন্ত্রে বহু উক্তি দৃষ্ট হয়। শৈব নীলকণ্ঠ তৎকৃত দেবীভাগবতের টীকোপক্রমণিকায় ঐরূপ বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্বেষুপি সুরাসুরৈঃ ।

মাতুঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥



সেই পরমা শক্তি ভগবতী সমস্ত দেবদানব কর্তৃক: আরাধনীয়। ত্রিভুবনে যাতার  
অধিক পূজনীয় আর কিছু আছে কি ?

ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্ ।

জননীং সৰ্ব্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্ ॥

যে ব্যক্তি সৰ্ব্বজগতের জননী, দয়াময়ী, মঙ্গলরূপিনী ভগবতীকে পূজা না করে, তাহার  
জন্মকে শতবার ধিক্ ।

রুদ্রধামলত্সে উক্ত হইয়াছে,—

সুখদা মোক্ষদা নিত্য। সৰ্ব্বভূতেষু সংস্থিতা ।

যদা তুষ্ঠা ভবেন্মায়া তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ ॥

বন্দনীয়। সদা স্তুত্যা পূজনীয়। চ সৰ্ব্বদা ।

শ্রোতব্য। কীর্তিতব্য। চ মায়া নিত্য। নগাত্মজা ॥

সুখ-মোক্ষদায়িনী সনাতনী মহামায়া সমস্ত ভূতে অবস্থিত আছেন। সেই মহামায়া  
যখন সন্তুষ্ট হন, তখন জীব সিদ্ধিলাভ করে। সেই পরতনুদিনী সনাতনী মহামায়া সৰ্ব্বদা  
সকলেরই বন্দনীয় ও পূজনীয়। সকল সময়েই তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করিবে।

### [ সুরথ ও সমাধির তপস্তার্থ গমন ]

অঙ্ক ৬—৮, ( পৃ: ৯০ )

অঙ্গ্যার্থ।—মার্কণ্ডেয়: উবাচ ( মার্কণ্ডেয় মুনি ভাণ্ডরিকে কহিলেন ) [ হে ] মহামুনে  
( হে ভাণ্ডরে ! ) তস্ম ( সেই মেধস্ ঋষির ) ইতি বচঃ ( এইরূপ উপদেশ বাক্য ) শ্রুত্বা  
( শ্রবণ করিয়া ) অতি মমত্বেন ( প্রগাঢ় মমতা বশতঃ ) রাজ্য-অপহরণেন চ ( এবং রাজ্য  
অপহরণ হেতু ) নির্বিঘ্নঃ ( নিদারুণ হুংখাকুল ) স নরাধিপঃ সুরথঃ ( সেই রাজা সুরথ ) স চ  
বৈশ্বঃ ( এবং সেই বৈশ্ব সমাধি ) মহাভাগং ( মহাপ্রভাবযুক্ত ) শংসিতব্রতং ( তীব্র ব্রত  
পরায়ণ ) তন্ ঋষিং ( সেই মেধস্ ঋষিকে ) প্রণিপত্য ( প্রণাম করিয়া ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ )  
তপসে ( তপস্তা করিবার নিমিত্ত ) জগাম ( গমন করিলেন ) ।

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহামুনে ( ভাণ্ডরে ) ! তাঁহার  
( মেধস্ ঋষির ) এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রগাঢ় মমতা বশতঃ ও রাজ্য



অপহরণ হেতু নিতান্ত দুঃখাকুল রাজা স্বরথ এবং সেই বৈশ্য মহামহিমাম্বিত ও  
তীব্র ব্রতপরায়ণ ঐ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যা করিবার নিমিত্ত  
গমন করিলেন ।

টিপ্পনী ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ—এষাং প্রসঙ্গক্রমে স্বরথ ও মেধসু ঋষির কথোপকথন চলিয়াছে ।  
এইবার মেধসের বাক্য শেষ হইল । ‘মার্কণ্ডেয় উবাচ’ বলিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছিল,  
এক্ষণে উপসংহারেও “মার্কণ্ডেয় উবাচ” বলিয়া আখ্যান শেষ করা হইতেছে ।

মেধসু মূনি মহারাজ স্বরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্যের নিকট প্রথমতঃ দেবীমাহাত্ম্য  
ব্যাখ্যা করেন । তৎপর মার্কণ্ডেয় মূনি ভাগুরি বা ক্রৌষ্টীকিকে তাহা উপদেশ দেন । স্বরথ  
ও সমাধি মেধসু ঋষির নিকট দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর কি করিলেন, মার্কণ্ডেয় মূনি তাহা  
ভাগুরিকে বলিতেছেন ।

মহাভাগং—নিরতিশয়তপঃ প্রভাবযুক্তম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

জংশিতব্রতং—কৃততীব্রব্রতম্ অষ্টৌ দুর্শ্চরিতত্বাং তীব্রত্বম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । যিনি  
তীব্রব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছেন । অস্ত্রের পক্ষে দুষ্কর বলিয়া মেধসের ব্রতকে তীব্র বলা  
হইয়াছে ।

নির্বিঘ্নঃ—দুঃখাকুলঃ ( নাগোজী ) ।

নির্বিঘ্নোহতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ—রাজ্যাপহরণেন নির্বিঘ্নঃ স্বরথঃ,  
অতিমমত্বেন নির্বিঘ্নঃ বৈশ্যঃ ইত্যর্থক্রমেণ অম্বয়ঃ ( দেবীভাষ্যম্ ) । শত্রু কর্তৃক রাজ্যাপহরণ  
হেতু দুঃখাকুল স্বরথ, দুষ্ট জ্ঞাপুত্রাদিতেও অতিশয় মমতা হেতু দুঃখাকুল সমাধি এরূপ  
অর্থক্রমে অম্বয় করিতে হইবে ।

ঋষি মেধসু কর্তৃক স্বরথ ও সমাধিকে দীক্ষা-প্রদান—দেবীভাগবতে এই  
প্রসঙ্গটি বর্ণিত হইয়াছে ( ৫।৩৫ অধ্যায় ) । রাজা স্বরথ ও বৈশ্য সমাধি ঋষি স্মমেধার নিকট  
দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণান্তর ঋষিকে প্রণাম করতঃ কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—

ভগবন্ পাবিতাবদ্য শাস্তৌ দীনৌ শুচাষিতৌ ।

তব স্কৃতসরস্বত্যা গদয়েব ভগীরথঃ ॥ ৩

দুঃখিতো হংস্ মুনিশ্রেষ্ঠ বৈশ্যো হ যজ্ঞাতিদুঃখিতঃ ।

উভৌ সংসারসন্তপ্তৌ তবাশ্রমপদে যুদা ॥ ৭



গৃহাণাস্বংকরৌ সাধো নয় পারং ভবার্ণবে ।

মগ্নৌ প্রান্তাবিতি জ্ঞান্না মন্ত্রদানেন সাম্প্রতম্ ॥ ১০

তপঃকৃত্যতিবিপুলং সমাধাধ্য স্থখপ্রদাম্ ।

সম্প্রাপ্য দর্শনং ভূয়ো যাস্ত্যাবো নিজমন্দিরম্ ॥ ১১

বদনাত্তব সম্প্রাপ্য দেবীমন্ত্রং নবাক্ষরম্ ।

স্মরণঞ্চ করিষ্যাবো নিরাহারৌ ধৃত-ব্রতো ॥ ১২

ভগবন্ ! ভগীরথ যেমন গঙ্গাধারা পবিত্র হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শোকাভূর দীনভাবাপন্ন আমরা আপনার স্নক্তবাণী দ্বারা অত্যন্ত পবিত্র হইলাম । হে মুনিবর ! আমি এবং এই বৈশ্ব উভয়ে সংসার তাপে অতিশয় তাপিত ও দুঃখিত হইয়া আপনার এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলাম । হে সাধো ! আমরা সংসার সাগরে মগ্ন হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি । অতএব সম্প্রতি আমরা আপনার করগ্রহণপূর্বক মন্ত্র দিয়া আমাদেরকে সংসার সাগর হইতে পার করুন । আমরা কঠোর তপোহুষ্ঠান দ্বারা স্নখদায়িনী ভগবতীর আরাধনা পূর্বক তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া নিজ ভবনে গমন করিব । আমরা আপনার মুখ হইতে নবাক্ষর দেবীমন্ত্র লাভ করিয়া নবরাত্র ব্রত আচরণপূর্বক অনাহারে উক্ত মন্ত্র জপ করিব ।

ইতি সঙ্ঘোদিত স্তাভ্যাং স্ত্রমেধা মুনিসত্তমঃ ।

দদৌ মন্ত্রং শুভং তাভ্যাং ধ্যান-বীজ-পুরঃসরম্ ॥

তৌ চ প্রাপ্য মূনে মন্ত্রং সম্ভ্রাত্য গুরু-দৈবতৌ ।

জগ্মতু বৈশ্বরাজানৌ নদীতীরমহুত্তমম্ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।৩৫।১৩—১৪ )

সেই বৈশ্ব ও রাজা কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ স্ত্রমেধা তাঁহাদিগকে ধ্যান ও বীজের সহিত শুভ মন্ত্র প্রদান করিলেন । সেই বৈশ্ব ও রাজা মুনির নিকট মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, বীজ, শক্তি ও দেবতা প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে গুরুকে আমন্ত্রণ পূর্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পবিত্র নদীতীরে গমন করিলেন ।

### [ স্মরণ ও সমাধির দেবী আরাধনা ]

মন্ত্র ৯, ( পৃঃ ৯০ )

অধ্বন্যার্থ ।—সঃ [ রাজা ] ( সেই রাজা স্মরণ ) বৈশ্বঃ চ ( এবং বৈশ্ব সমাধি )  
অধ্বায়াঃ ( জগন্মাতার ) সন্দর্শনার্থঃ ( সম্যকদর্শন লাভের জন্ত ) নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ [ সন্ ]



( নদীতীরে অবস্থিত হইয়া ) পরং দেবীমুক্তং জপন্ ( শ্রেষ্ঠ দেবীমুক্ত জপ করিতে করিতে )  
তপঃ তেপে ( তপস্তা করিতে লাগিলেন ) ।

অনুবাদ্ । সেই রাজা এবং বৈশ্য জগন্মাতার সম্যক্ দর্শন লাভের  
জন্য নদীতীরে অবস্থান পূর্বক শ্রেষ্ঠ দেবীমুক্ত জপ করিতে করিতে তপস্তায়  
রত হইলেন ।

টিপ্পনী ।

দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

একাস্তে বিজ্ঞানস্থানে কৃত্বাসনপরিগ্রহম্ ।

উপবিষ্টৌ স্থিরপ্রজ্ঞৌ তাবতীব কুশোদরৌ ।

মন্ত্রজ্ঞাপ্যরতৌ শান্তৌ চরিত্রত্ৰয়পাঠকৌ ॥ ( ৫।৩৫।১৫ )

তাহারা ( নদীতীরে ) এক নিৰ্জ্জন স্থানে আসন পরিগ্রহপূর্বক উপবেশন করিয়া স্থির  
চিত্তে শান্তভাবে দেবীচরিত্রত্ৰয় পাঠ এবং মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ।

সন্দর্শনার্থম্ অস্মায়াঃ—অস্মায়াঃ মহামায়ায়াঃ সন্দর্শনার্থম্ । সম্যক্ দর্শনং তত্ব-  
সাক্ষাৎকারঃ ( দেবীভাষ্যম্ ) । সম্যক্ দর্শন অর্থ তত্বসাক্ষাৎকার । যেহেতু মহামায়া  
পরমাত্মরূপিণী, স্তবরাং মহামায়াঃ দর্শন লাভই তত্বসাক্ষাৎকার ।

নদীপুলিন-সংস্থিতঃ—নদ্যাঃ পুলিনে দ্বীপে তটবিশেষে বা সংস্থিতঃ সৈকতদেশে  
সম্যক্ অবস্থিতঃ ( শান্তনবী ) । নদীর দ্বীপে বা তটভূমিতে সম্যক্ অবস্থিত হইয়া ।

তপস্তার অনুকূল স্থান—কোন্ কোন্ স্থান তপস্তার পক্ষে অনুকূল ও প্রশস্ত সে  
সম্বন্ধে গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে,—

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমন্তকং

তীর্থপ্রদেশাঃ সিদ্ধ নাং সঙ্গমঃ পাবনং বনং ।

উদ্যানানি বিবিজ্ঞানি বিষমূলং তটংগিরেঃ

তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশৃগুং শিবালয়ং ।

অশ্বখামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ

দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্ত নিজং গৃহং ।

গুরুণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্রাস্থলং তথা

সর্ব্বেষামুত্তমং প্রোক্তং নিৰ্জ্জনং পশুবর্জিতং ।



পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, পর্বতশিখর, তীর্থস্থানসমূহ, নদীগণের পরস্পর সম্মিলন স্থান, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিষ্ণুমূল, গিরিতট (উপত্যকা), তুলসীকানন, গোষ্ঠ, বৃষশূত্র শিবালয়, অশ্বখমূল, আমলকী মূল, গোশালা, জলমধ্যবর্তী দেবতার মন্দির, সমুদ্র কুল, নিজগৃহ, গুরুদেবের অধিষ্ঠান স্থান, যে স্থলে স্বভাবতঃই চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়, পশুবর্জিত নির্জন স্থান—আরাধনার পক্ষে এই সকল স্থান সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া কথিত হয়।

**তপস্তপে**—তপ সংতাপে। উপবাসাদীনি তপাংসি তাপসং তপস্তি হুংখ্যন্তি। ন তাপসঃ স্বগস্থভূতঃ স্ববাস্তিত্ত্বগীত্বার্থং তপাংসি তপ্যতে (শান্তনবী)। তপ্ ধাতু সন্তাপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। উপবাসাদি তপ তপস্বীকে সন্তাপদান অর্থাৎ হুংখিত করিয়া থাকে। তপস্বী তপ অল্পষ্ঠান করিতে করিতে অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াও স্বীয় অভীষ্ট স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত নানাবিধ তপ অল্পষ্ঠান করিয়া থাকেন।

**দেবীসূক্তং পরং জপনু**—(১) পরং সর্বত উৎকৃষ্টং দেবীসূক্তম্ ঋগ্বেদোক্ত মহাবিশেষং জপনু, পরং কেবলম্ ইতি বা (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ‘পর’ শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট অথবা কেবল। সর্বোৎকৃষ্ট দেবীসূক্ত অথবা কেবল দেবীসূক্ত জপ করিতে করিতে। (২) পরং শ্রেষ্ঠং সর্বার্থপ্রদং কেবলম্ (শান্তনবী)। এই মতে পর শব্দের আর একটি অর্থ সর্বাভীষ্ট প্রদানকারী। দেবীসূক্ত জপের দ্বারা সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

**দেবীসূক্ত**—“দেবীসূক্ত” কাহাকে বলে এই বিষয়ে টীকাকারগণের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। শ্রুতি, পুরাণ ও তন্ত্রভেদে “দেবীসূক্ত” পৃথক পৃথক বিবেচিত হইয়া থাকে যথা;—

(১) সাধারণতঃ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের “অহং ক্রত্রেতি বহুভিঃচরামি” ইত্যাদি অষ্টমহাঅঙ্ক সূক্তটি (১০।১২৫) “দেবীসূক্ত” নামে অভিহিত। এই মতই সর্বাধিক প্রচলিত। দংশোদ্ধার টীকাকারের মতে দেবীমাহাত্ম্যসূচক শ্রীসূক্তাদিও “দেবীসূক্ত” পদ বাচ্য।

(২) লক্ষ্মীতন্ত্রমতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত “নমো দেবৈ্য মহাদেবৈ্য” ইত্যাদি স্ততিই “দেবীসূক্ত”। নাগোজী ভট্ট এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্বক্লেশ পরিহার ও ঐশ্বর্য্যাদি ফলপ্রদ এই স্তোত্রটিই সুরথ ও সমাধি জপ করিয়াছিলেন।

(৩) অগ্নিগর্ভ দেবীপ্রণবই “দেবসূক্ত” নামে অভিহিত। (শান্তনবী)

প্রাণাধঃসংস্থিতং বীজং ব্যোমবীজং হতাশনঃ।

ত্রিকোণবিন্দুনাঢ্যং প্রণবাদি নমোহন্তকম্।

অধিকাসিদ্ধিদং জ্যেয়ং দেবীসূক্তং পরং শ্রুতম্ ॥ (নাগোজীভট্ট-ধৃত)



(৪) চণ্ডিকার চরিত্রজয় ( শাস্তনবী )।

(৫) দেবী বিষয়ে আচার্য্য কর্তৃক উপদিষ্ট আগমীয় সূক্ত ( শাস্তনবী )।

প্রকারান্তর দেবীসূক্ত—

বৃহদ্রশ্মপুরাণোক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক কৃত দেবীর বোধন-স্তবটি প্রকারান্তর দেবীসূক্ত নাম কথিত হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ( দ্রষ্টব্য পৃ: ৫৪৭—৪২ )। মহাভাগবত পুরাণোক্ত নিম্নোক্ত স্তবটিও প্রকারান্তর দেবীসূক্তরূপে পঠিত হইয়া থাকে।

ওঁ নমো বিমলবদনায়ৈ ভূভুবঃ-স্বঃ-পরমহঃ-কলাটায়ৈ কেবল-পরমানন্দ-সন্দোহ-  
রূপায়ৈ ॥ ১

লোকজয়মীরতিমিবাংসারক-পরমজ্যোতীরূপায়ৈ । অসদভিলাষ-তিক্তরসদুষিত-  
রসনাদোষাংসারণ-পরমায়ুতরূপায়ৈ ॥ ২

মূর্ত্তিমন্তে কোটিচন্দ্রবদনায়ৈ তে দুর্গে দেবি সর্ববেদোদ্ভবে ।

নারায়ণি তৈজসশরীরে পরমাঅন্ন প্রসাদ তে নমো নমঃ ॥ ৩

ছন্দাররূপে প্রণবস্বরূপে হ্রীং স্বরূপিণি ।

অম্বিকে ভগবত্যয় ত্রিগুণপ্রসূতে নমো নমঃ ॥ ৪

ইতি সিদ্ধিকরে ফেঁ ফোঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ স্বাহারূপিণি ।

বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহলমুখি ধর্মে প্রসাদ ॥ ৫

## [ জপবিধি ]

ত্রিবিধ জপ—বিধিপূর্বক অভীষ্টদেবতার মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবার নাম “জপ”। জপঃ শ্রাদ্ধকরারূতিঃ ( বিষ্ণুদেবতন্ত্র )। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি” ( ১০।২৫ )। আমি যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ অর্থাৎ জপই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

জপ তিন প্রকার—মানস, উপাংশু এবং বাচিক। মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করা “মানস” জপ। জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের সংসামাগ্র চালনাপূর্বক কিঞ্চিং শ্রবণযোগ্য যে জপ করা যায়, তাহা “উপাংশু” জপ। বাক্যদ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে জপ করা যায়, তাহা “বাচিক” জপ। তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত ত্রিবিধ জপ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—



ষড্ৰাচনীচোচৰিতৈঃ স্পষ্টশব্দদক্ষৈঃ ।

মন্ত্ৰমুচ্চাৰয়েদ্ ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥

যদি উচ্চনীচভাবে অৰ্থাৎ উদাত্তাদি ভেদে উচ্চাৰিত স্পষ্ট শব্দযুক্ত অক্ষরসমূহের দ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্ৰ উচ্চারণ করা হয়, তবে তাহা “বাচিক” জপযজ্ঞ ।

উচ্চাৰয়েন্নম্নমৌষং কিক্বিদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্ ।

কিক্বিচ্ছবময়ং ক্রয়াতুপাংগুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥

ওষ্ঠদ্বয় দ্বয়ং চালনা করিতে করিতে মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিবে এবং কিক্বিচ্ছ শব্দ করিয়া মন্ত্ৰ বলিবে, এইরূপ জপ “উপাংগু” জপ নামে কথিত হয় ।

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্ বর্ণং পদাং পদম্ ।

শব্দানুচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥

মনের দ্বারা মন্ত্ৰস্থ অক্ষরশ্রেণীর বর্ণের পর বর্ণ, পদের পর পদ চিন্তা করিবে । এইরূপে শব্দের যে ধ্যানাভ্যাস তাহাই “মানস” জপ নামে অভিহিত হয় ।

পূৰ্ব্বোক্ত ত্ৰিবিধ জপের উৎকৰ্ষাপকৰ্ষ সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্ৰ বলেন,—

উচ্চৈৰ্জপাদ্ বিশিষ্টঃ শ্রাতুপাংগুর্দশভিগুণৈঃ ।

তন্মাদপি বিশিষ্টঃ শ্রাৎ সহস্রং মানসো জপঃ ॥

(শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী ধৃত, নবমোঙ্কাস)

উচ্চ অৰ্থাৎ বাচিক জপ হইতে উপাংগু জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ । মানস জপ তাহা হইতেও সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ ।

মন্ত্ৰজপ পদ্ধতি—জপে সিদ্ধিলাভের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্ৰে উক্ত হইয়াছে,—

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্ৰার্থচিন্তনম্ ।

অব্যগ্রত্বমনির্কোদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥

বৈষয়িক চিন্তাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া, শৌচ অবলম্বন পূৰ্ব্বক মৌনভাবে, মন্ত্ৰের অর্থ চিন্তা সহ, ব্যগ্রতাবিহীন হইয়া এবং অন্তরে দুঃখ ভাব না রাখিয়া জপ করাই জপে সিদ্ধিলাভের হেতু ।



প্রথমে অভ্যষ্টদেবতার ধ্যান এবং তৎপর ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানান্তান্তে মনুং জপেৎ ।

ধ্যানমন্ত্র-সমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিধ্যতি সাধকঃ ॥

প্রথমে ধ্যান ও তাহার পরে মন্ত্র জপ করিবে, ধ্যানের অন্তেও মন্ত্র জপ করিবে।  
সাধক ধ্যান ও মন্ত্রযুক্ত হইলেই শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে মন্ত্রজপের পদ্ধতি সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

দেবতাং চিত্তগাং কুৰ্ঘ্যাৎ কুৰ্ঘ্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিরম্ ।

ওষ্ঠৌ তু সম্পূৰ্তৌ কৃত্বা স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ ॥

ধ্যারেচ্চ মনসা বর্ণান্ জিহ্বাওষ্ঠৌ ন বিচালয়েৎ ।

ন কল্পয়েচ্ছিরোগ্রীবান্ দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ ॥

মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব মন্ত্রং জপতি সাধকঃ ।

তদা সিদ্ধিং বিজানীত ন সিদ্ধিশ্চাশ্রথা ভবেৎ ॥ (নবমোল্লাসঃ)

হৃদয়কে স্থির করিবে, দেবতাকে হৃদয়গত অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ওষ্ঠদ্বয় যুক্ত  
করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া মনের দ্বারা বর্ণগুলি ধ্যান করিবে। জিহ্বা ও ওষ্ঠ  
চালনা করিবে না। মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত করিবে না, দাঁতগুলি বাহির করিবে না।  
সাধক যখন মন্ত্রোদ্ধারক্রমেই মন্ত্র জপ করে, তখন সিদ্ধি জানিবে, অন্যথা সিদ্ধি হয় না।  
(‘মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব’ এই পদের অর্থ—মন্ত্রের অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের জ্ঞানক্রমেই।)

জপমাহাত্ম্য—জপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবাদিদেব মহাদেব “শিবাগমে” বলিয়াছেন,—

জপেন দেবতা নিত্যং স্তুয়মানা প্রসীদতি ।

প্রসন্ন বিপুলান্ কামান্ দত্তান্মুক্তিঞ্চ শাস্বতীম্ ॥

জপের দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন এবং প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্য বস্তু ও শাস্বতী মুক্তি  
পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন।

তদ্বাস্তরে উক্ত হইয়াছে,—

মননাজায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ।

জপাৎসিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥

যাহা মনন করিলে জাগ করে, তাহাই মন্ত্র। ঐ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপের দ্বারাই  
সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।



**জপমালা**—জপের সংখ্যা বাধিবার জন্য জপ-মালায় প্রয়োজন। প্রধানতঃ জপমালা তিন প্রকার (১) করমালা অর্থাৎ করপর্কে জপ, (২) বর্ণমালা, ‘অ’ হইতে ‘ক্ষ’ পর্যন্ত বর্ণসকলে এক গাছি মালা করিয়া জপ করিতে হয়, (৩) অক্ষমালা কড়াক্ষ, শঙ্খ, পদ্মবীজ, মণি, ক্ষটিক ইত্যাদি দ্রব্যদ্বারা মালা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জপ করিতে হয়। পুরোক্ত ত্রিবিধ জপমালার বিশেষ বিবরণ এবং তদ্বারা জপের বিশেষ পদ্ধতি “তন্ত্রসার” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্র ১০, ( পৃঃ ৯০ )

**অষ্টমার্থ**।—তৌ ( তাঁহারা উভয়ে, অর্থাৎ সুরথ ও সমাধি ) তস্মিন্ পুলিনে ( সেই নদীতীরে ) দেব্যাঃ ( দেবীর, ভগবতী মহামায়া ) মহীয়সীং মূর্তিঃ কৃৎস্না ( যুগ্মায়ী-মূর্তি নির্মাণ করিয়া ) পুষ্প-ধূপ-অগ্নি-তর্পণৈঃ ( পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণ দ্বারা ) তন্ত্রাঃ ( তাঁহার ) অর্হণাং চক্রভূঃ ( পূজা করিয়াছিলেন )।

**অনুবাদ**। তাঁহারা সেই নদীতীরে দেবীর যুগ্মায়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণ দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

**টিপ্পনী**।

**পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ**—(১) অগ্নিতর্পণং হোমঃ। পুষ্পধূপৌ গন্ধদীপাদ্যুপলক্ষিতৌ ( নাগোজ )। অগ্নিতর্পণং=হোম। পুষ্প ও ধূপ পদ দ্বারা গন্ধদীপাদি উপচারসমূহও উপলক্ষিত হইতেছে। (২) অগ্নিপদেন অগ্নিসাধ্যো হোম উপলক্ষণীয়ঃ। তর্পণং কর্পূরাদিযুক্তজলৈঃ তর্পণম্ ( তন্ত্রপ্রকাশিকা ) “অগ্নি” পদ দ্বারা অগ্নিসাধ্য হোম উপলক্ষিত হইতেছে। “তর্পণ” পদে কর্পূরাদিযুক্ত জল দ্বারা দেবীর তর্পণ বুঝাইতেছে।

**তর্পণ বিধি**—তর্পণ ক্রিয়াদ্বারা দেবতা শীঘ্র তৃপ্তলাভ করিয়া থাকেন।

তর্পণাদ্বেবতাপ্রীতি স্থরিতং জায়তে যতঃ।

অতস্তর্পণং প্রোক্তং তর্পণত্বেন যোগিভিঃ ॥

দেবতাবৃন্দ তর্পণ ক্রিয়ায় শীঘ্র তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া যোগিগণ ইহার “তর্পণ” সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

শান্তানন্দ তরঙ্গিনীতে উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যাত্বা দেবীং মুখে তস্মান্তর্পণঞ্চ সমাচরেৎ।

সর্বকাঙ্ক্ষেষু কথিতং তর্পণং শুভদায়কম্ ॥



দেবীর ধান করিয়া তাঁহার মুখে তর্পণ করিবে। সমস্ত শাস্ত্রে শুভপ্রদ তর্পণ কথিত হইয়াছে।

তর্পণদ্রব্য সম্বন্ধে বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র বলিতেছেন,—

তর্পণং চেন্দ্রমন্তোয়ৈ স্তীর্থতোয়ৈস্তথা পুনঃ।

গুরুপদিত্তবিধিনা মধুনা বাথ তর্পয়েৎ ॥

কর্পূয়ুক্ত জলের দ্বারা গুরু বর্জক উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তর্পণ কর্তব্য। অথবা তীর্থজলের দ্বারা কিংবা মধু দ্বারা তর্পণ করিবে। বিস্তৃত বিবরণ শাস্ত্রানন্দ তরঙ্গিনীর দ্বাদশ উল্লাসে দ্রষ্টব্য।

### [ মূর্তিপূজা ]

স্বরথ ও সমাধি দেবীর মুখ্য মূর্তি নির্মাণ করিয়া (কৃত্তা মূর্তিঃ মহীময়ীম্) বিধিমত পূজা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মূর্তিপূজার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রতীকোপাসনার প্রয়োজন—শাস্ত্রকারগণ “অরুদ্রতীর্থাযের” দ্বারা প্রতীকোপাসনার সার্থকতা বিবৃত করিয়াছেন। অরুদ্রতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে প্রথমতঃ উহার নিকটবর্তী একটি বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ আর একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র, তৎপর তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে পরিশেষে অতি ক্ষুদ্র অরুদ্রতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইভাবে স্থূল প্রতীকের সাহায্যে উপাসনায় অগ্রসর হইতে হইতে সাধক পরিশেষে সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব কংধৃত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। আচার্য্য রামানুজ বলেন, “অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাহুসন্ধানম্” (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৫, রামানুজ ভাষ্য)। ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অহুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে। প্রতীকোপাসনায় ব্রহ্মই উপাশ্রয়, প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণ মাত্র। উপাসনার প্রথম স্তরে ইহা সাধকের পক্ষে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। প্রতীক-বিহীন, বাহ্য উপকরণ-নিরপেক্ষ আন্তর পূজা সাধকের বিশেষ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের পরে সম্ভবপর হইয়া থাকে। সাধকের ইচ্ছামাত্রই ইহা



সম্পাদিত হইতে পারে না। উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্তই তাঁহাকে প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় বিধিমাতে প্রতিমাদি স্থূল প্রতীকের সাহায্যে বহিঃপূজার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

য আশু হৃদয়গ্রস্থিং নির্জিহীষুঃ পরাশ্রয়ঃ ।

বিধিনোপচরেদেবং তত্ত্বোক্তেন চ কেশবম্ ॥

লঙ্কায়গ্রহ আচার্যাং তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।

মহাপুরুষমভ্যর্চ্যে মূর্ত্যাভিমতয়াশ্রয়ঃ ॥ (১১।৩।৪৭—৪৮)

যে সাধক শীঘ্র জীবাত্মার হৃদয়গ্রস্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধিক্রমে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবেন। আচার্য্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ অর্থাৎ দীক্ষা লাভ করিয়া এবং তৎকর্তৃক প্রকাশিত অর্চনাবিধি অবগত হইয়া নিজের অভিমত মূর্তি দ্বারা পরম পুরুষের পূজা করিবেন।

বিভিন্ন প্রতীক—দেবীভাগবতের অন্তর্গত দেবীগীতায় উপাসনার্থ প্রযোজ্য বিভিন্ন প্রতীক সম্বন্ধে এরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

মূর্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে ।

জলে অথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ।

তথা শ্রীহৃদয়াস্তোত্রে ধ্যায়ৈদ্ দেবীং পরাংপরাম্ ॥

পূজয়েছপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥

(দেবীগীতা ৯।৩।৩৮, ৪২)

মূর্তিতে অথবা স্থণ্ডিলে (যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমিতে), সূর্য্য ও চন্দ্র মণ্ডলে, জলে, বাণলিঙ্গে, যন্ত্রে কিংবা মহাপটে অথবা হৃদয় পদ্মে—ইহাদের অন্ততম প্রতীকে পরাংপর দেবী জগদম্বিকাকে ধ্যান করিবে এবং নিজের বিত্তানুসারে নানাবিধ উপচারযোগে পূজা করিবে।

কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

কুণ্ড-স্থণ্ডিলয়ো র্মধ্যে শূৰ্প-কুণ্ড-পটেষু চ ।

মণ্ডলে ফলকে মূৰ্দ্ধি হৃদয়ে চ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাংশিবাম্ ।

অক্লপাং রূপিণীং কৃত্বা কৰ্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ ॥



কুণ্ড ও হৃদিগলের মধ্যে, শূৰ্প (দেবতামূর্তি অঙ্কিত কুলোতে), কুড্য (দেবতামূর্তি অঙ্কিত গৃহভিত্তিতে), পট, মণ্ডল (শাস্ত্রোক্ত সৰ্বতোভঙ্গমণ্ডলানি), ফলক (ধাতু, কাষ্ঠ বা পাষাণ নির্মিত), মূৰ্দ্ধা (ব্রহ্মরন্ধ্র) এবং হৃদয়ে—হে দেবেশি! কৰ্মকাণ্ডনিরত সাধকগণ সেই রূপাতীতা পরমা শিবাকে (ভক্তিবলে) রূপযুক্তা করিয়া এই সকল স্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্তাগবতে উপাসনার নিমিত্ত অষ্টবিধ প্রতিমা বিহিত হইয়াছে,—

শৈলী দারুময়া লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতা।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ (১১২৭।১২)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, স্ববর্ণাদি ধাতুময়ী, মৃৎ-চন্দনাদিময়ী, পটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী এই আটপ্রকার প্রতিমা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

প্রতিমাদিতে দেবতার আবির্ভাব—

প্রতিমাদি প্রতীক অবলম্বনে উপাসনাই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা। কুলার্গব তত্ত্ব বলেন,—

গবাং সৰ্বাঙ্গজং ক্ষীরং শ্ৰবেৎ স্তনমুখাদৃ যথা।

তথ সৰ্বত্রগৌ দেবঃ প্রতিমাদিশু রাজতে ॥

গাভীর সৰ্বাঙ্গসঞ্চারী রক্ত হইতে দুগ্ধের উৎপত্তি হইলেও তাহা যেমন কেবল তাহার স্তনবন্ধুদ্বার হইতেই নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী দেবতা সৰ্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রতিমাদিতেই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং।

স্বকর্ষাবচিভং তন্তু দুহতামেব পোষণম্ ॥

এবং সৰ্বশরীরস্থমাশ্রয়ঃ পরমেশ্বরী।

বিনা চ সময়ং দেবী ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ॥

গাভীর শরীরে ঘৃত থাকিলেও তাহা কাহারও পুষ্টিসাধন করে না, কিন্তু যাহারা তাহার দুগ্ধদোহন করিয়া উত্তাপে আবর্তন ইত্যাদি স্বকৃত কৰ্মপরম্পরা দ্বারা তাহা হইতে ঘৃত সঞ্চয় করেন, তাহাদিগের পক্ষেই সে ঘৃত দেহ-পুষ্টির কারণ হয়।

হে পরমেশ্বরী! এইরূপে ঘৃত যেমন দেহ-পুষ্টির কারণ হয়, সকলেরই আশ্রয় শরীরস্থ দেবতাও তদ্রূপ উপাসনা ব্যক্তিরেকে সাধককে ফল প্রদান করেন না।



প্রতিমাদিতে দেবতার আবির্ভাব ঘটাইবার কৌশল কি?—এ সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্র বলেন,—

আভিরূপ্যাচ্চ বিশ্বস্ত পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ ।

সাধকস্ত চ বিশ্বাসাৎ সান্নিধ্যা দেবতা ভবেৎ ॥

প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার অল্পরূপ হন, পূজার উপচারাদির যদি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এবং সাধকের যদি একান্ত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলেই প্রতিমাদিতে দেবতা সন্নিহিত হইয়া থাকেন ।

### স্বরথ-কৃত দেবীর ধ্যান

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে,—মহারাজ স্বরথ স্নানান্তে আচমন পূর্বক করাজ ও অঙ্গমস্ত্রের তিন প্রকার স্নান করিয়া ভূতভক্তি, প্রাণায়াম ও স্বীয় অঙ্গের শোধন করতঃ দেবীকে ধ্যান করিয়া মৃগয়া প্রতিমাতে আবাহন করিলেন । পুনরায় ভক্তিপূর্বক ধ্যান করিয়া ভক্তিযোগে পূজা করিলেন । পরম ধার্মিক স্বরথ, দেবীর দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী স্থাপন করত ভক্তিভাবে পূজা করিয়া দেবীর পুরোবর্তী ঘটে গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা—এই ছয় দেবতাকে যথাবিধি আবাহন করিয়া ভক্তিযোগে পূজা করিলেন । তৎপর এই প্রকারে সেই মহাদেবীর ধ্যান করিতে লাগিলেন ;—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহাদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাম্ পূজ্যাম্ বন্দ্যাম্ সনাতনীম্ ॥

নারায়ণীং বিষ্ণুমায়াং বৈষ্ণবীং বিষ্ণুভক্তিদাম্ ।

সর্বস্বরূপাং সর্বশ্রেষ্ঠাং সর্বাধারাং পরাম্পরাম্ ॥

সর্ববিদ্যা-সর্বমন্ত্র-সর্বশক্তি-স্বরূপিণীম্ ।

সমুগাং নিগুণাং সত্যাম্ বরাং স্বেচ্ছাময়ীং সতীম্ ॥

সেই মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী মহাদেবীকে নিত্য ধ্যান করিবে যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতির পূজা, যিনি বন্দনীয়, সনাতনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী ও বিষ্ণুভক্তিদাত্রী ; যিনি সর্বস্বরূপা, সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বাধারা, পরাম্পরা, সর্ববিদ্যা এবং সকল মন্ত্র ও সকল শক্তি স্বরূপা ; যিনি সমুগা, নিগুণা, সত্যস্বরূপা, শ্রেষ্ঠা, স্বেচ্ছাময়ী ও সতী ।



তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং কোটিসুখাসমপ্রভাম্ ।  
 ঈশদ্ব্যস্ত্রপ্রসঙ্গাশ্রাং ভক্তাহুগ্রহকাতরাম্ ॥  
 দুর্গাং শতভূজাং দেবীং মহাহুর্গতিনাশিনীম্ ।  
 ত্রিলোচনপ্রিয়াং সাধ্বীং ত্রিগুণাঞ্চ ত্রিলোচনাম্ ॥  
 ত্রিলোচনপ্রাণরূপাং শুদ্ধাৰ্দ্ধৈশ্বর্যশেখরাম্ ।  
 বিব্রতীং কবরীভারং মালতীমালাশোভিতাম্ ।  
 বর্তুলং বামবজ্রঞ্চ শঙ্কোর্ম্মানসমোহনম্ ॥

ইহার বর্ণ অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের আয়, প্রভা কোটি সুখ তুল্য। ইনি ঈশং হস্ত-  
 যোগে প্রসন্নবদনা এবং ভক্তের প্রতি কৃপাবশে আর্দ্রচিত্তা। ইনি মহাহুর্গতিনাশিনী  
 শতভূজা দেবী দুর্গা। ইনি শিবপ্রিয়া, সাধ্বী, ত্রিগুণময়ী, ত্রিনয়না, শিবের প্রাণ তুল্য,  
 শুদ্ধা এবং অর্দ্ধৈশ্বর্যশেখরা। ইনি মালতী পুষ্পের মালায় শোভিত ও মহাদেবের হৃদয়ের  
 আনন্দপ্রদ কুঞ্চিত কেশপাশ ধারণ করিতেছেন।

রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ।  
 নাসাদক্ষিণভাগেন বিব্রতীং গজমৌক্তিকম্ ॥  
 অমূল্যরত্নবহনীং বিব্রতীং শ্রবণোপরি ।  
 মুক্তাপংক্তিবিবিনৈক-দন্তপংক্তিসুশোভনাম্ ॥  
 পক্ষবিন্ধ্যাধরোষ্ঠীঞ্চ সুপ্রসঙ্গাং সুমঙ্গলম্ ।  
 চিত্রপত্রাবলীরম্য-কপোলযুগলোজ্জ্বলম্ ॥  
 রত্নকেশুবলয়-রত্নমঞ্জীর-রঞ্জিতাম্ ।  
 রত্নকঙ্কণভূষাঢ্যাং রত্নপাশকশোভিতাম্ ॥  
 রত্নাদুরীযনিকরৈঃ করাজুলিচয়োজ্জ্বলম্ ।

ইহার গণ্ডস্থলে রত্নের কুণ্ডলযুগ্ম শোভা পাইতেছে; নাসিকার দক্ষিণভাগে গজমুক্তা  
 এবং কর্ণের উপর অমূল্য রত্নসমূহ বিরাজ করিতেছে। ইহার দন্তরাজি মুক্তা পংক্তিকে  
 পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছে, ইহার অধর ও ওষ্ঠ পক্ষ বিদ্য সদৃশ, ইনি সুপ্রসঙ্গা ও মঙ্গল  
 দায়িনী। ইহার কপোল যুগল বিচিত্র অলকাতিলকা রচনাতে সুশোভিত, ইনি রত্ননির্মিত  
 কেশু, বলয় ও নুপুরদ্বারা অলঙ্কৃত। ইনি রত্ন কঙ্কণ ও রত্ন পাশক (কর্ণভূষণ) দ্বারা  
 শোভিতা, ইহার করাজুলিসমূহ রত্নাদুরীতে সমুজ্জ্বল।



পদাঙ্গুনিখাসজালতরেকাশ্শোভনাম্ ।  
 বহিস্ত্রাং শুকাধানাং গন্ধচন্দনচর্চিতাম্ ॥  
 বিভ্রতীং স্তনযুগ্মক কন্তুরীচিত্রশোভিতম্ ।  
 সর্বরূপগুণবতীং গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্ ॥  
 অতীব কাস্তাং শাস্তাঞ্চ নীতাস্তাং যোগসিদ্ধিম্ ।  
 বিধাতৃশ্চ বিধাত্রীঞ্চ সর্বধাত্রীঞ্চ শঙ্করীম্ ॥  
 শরংপার্কণচন্দ্রাশ্রামতীবস্মনোহরাম্ ॥  
 কন্তুরীবিন্দুভিঃ সার্কমধশ্চন্দনবিন্দুনা ॥  
 সিন্দুরবিন্দুনা শঙ্খস্তালমধ্যস্থলোজ্জল্যাম্ ।  
 পরং মধ্যাহ্নকমলপ্রভামোচনলোচনাম্ ॥  
 চাক্রকজ্জলরেখাভ্যাং সর্বতশ্চ সমুজ্জল্যাম্ ।

কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলানিন্দিতবিগ্রহাম্ ॥

ইহার চরণনখে অলক্তক রেখা শোভা পাইতেছে, অগ্নির সমান পবিত্র বসন ইহার পরিধান, ইনি গন্ধ চন্দন লিপ্তা। ইহার স্তনযুগ্মে কন্তুরীকাচিত্র শোভা পাইতেছে। ইনি রূপ ও গুণ সকলের আধার, গজেন্দ্রের মত মম্বরগামিনী। ইনি অতি কমলোন্মী, শাস্তা ও যোগসিদ্ধির পারগামিনী; ইনি বিধাতারও বিধানকর্ত্রী, সর্বজীবের ধাত্রী এবং মঙ্গলকারিণী। ইনি শারদচন্দ্রবদনা, অতি সুন্দরী; ইহার ললাটের মধ্যে ও অধোদেশে কন্তুরীকাবিন্দু, চন্দনবিন্দু ও সিন্দুরবিন্দু শোভা পাইতেছে। ইহার নয়ন মধ্যাহ্নকালীন সরোজের গোভাকে পরাভব করিতেছে। চাক্র কজ্জলরেখাধারা ইহার নয়ন সমুজ্জল। ইহার দেহশোভা কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য্যকে তিরস্কার করিতেছে।

রত্নসিংহাসনস্থাক্ষ সজ্জমুকুটোজ্জল্যাম্ ।  
 স্তম্ভৌ স্রষ্টুঃ শিল্পরূপাং দয়াং পাতুশ্চ পালনে ॥  
 সংহারকালে সংহর্তুঃ পরাং সংহাররূপিণীম্ ।  
 নিশ্চিন্ত-শুভমখিনীং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥  
 পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ সংস্রুতাং ত্রিপুরারিণী ।  
 মধু-কৈটভয়োষু দ্বৈ বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণীম্ ॥  
 সর্বদৈত্যনিহন্ত্রীঞ্চ রক্তবীজবিনাশিনীম্ ।  
 নৃসিংহশক্তিরূপাঞ্চ হিরণ্যকণিপো বধে ।



বরাহশক্তিঃ বারাহীং হিরণ্যাক্ষবধে তথা ।

পরব্রহ্মস্বরূপাঞ্চ সর্বশক্তিঃ সদা ভজে ॥

( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, প্রকৃতিখণ্ডম্, ৬৪।৮-৩১ )

ইনি রত্নসিংহাসনে অবস্থিতা, উত্তম রত্নমুকুটে উজ্জ্বলা । ইনি স্রষ্টার সৃষ্টি বিষয়ে শিল্পস্বরূপা, পালন কার্যে দয়াক্রপিনী, সংহার কালে সংহার কর্তার পরমসংহার শক্তিরূপিনী । ইনি শুভ-নিশুভবাতিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, পূর্বে ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধকালে ইনি মহাদেব কর্তৃক সংসৃত হইয়াছিলেন । ইনি মধু-কৈটভের সহিত যুদ্ধকালে বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী, সর্ব দৈত্যসংহারকারিণী এবং রক্তবীজ বিনাশিনী । ইনি হিরণ্যাক্ষিপুর বিনাশকালে ব্রুসিংহের শক্তিস্বরূপা এবং হিরণ্যাক্ষ বধকালে বরাহের শক্তিরূপিনী বারাহী । পরব্রহ্মস্বরূপিনী সর্বশক্তি স্বরূপা এই দেবীকে আমি সর্বদা ভজনা করি ।

অঙ্ক ১১, ( পৃঃ ৯১ )

অর্থ—নিরাহারো ( উপবাসী ) ষতাহারো ( অন্নাহারী ) তন্ননস্কো ( তদগতচিত্ত ) সমাহিতো [ সম্তো ] ( সমাহিত হইয়া ) তৌ ( তাঁহারা উভয়ে অর্থাৎ স্বরথ ও সমাধি ) নিজ-গাত্র-অম্বক্—উক্ষিতম্ ( নিজদেহের রক্ত দ্বারা সিক্ত ) বলিং চ এব ( পূজোপহারাদি ) দদতুঃ ( প্রদান করিয়াছিলেন ) ।

অনুবাদ—তাঁহারা ( কখনও ) নিরাহার ( কখনও বা ) অন্নাহার এবং তদগতচিত্ত ও সমাহিত হইয়া স্বদেহ-শোণিতসিক্ত বলি প্রদান করিলেন ।  
টিপ্পনী ।

স্বরথ ও সমাধি কি প্রকার নিয়ম অবলম্বনপূর্বক দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন ।

## ১। রমনাজয়

নিরাহারো ষতাহারো—(১) আদৌ ষতাহারো অন্নাহারী ততো নিরাহারো ।  
অনেন হঠযোগঃ সূচিতঃ ( নাগোজী ) ।

স্বরথ ও সমাধি প্রথমতঃ আহার সংযম অভ্যাসপূর্বক অন্নাহারী হইয়া কিয়ৎকাল পরে একেবারে আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এতদ্বারা তাঁহারা যে “হঠযোগ” অভ্যাস করিয়াছিলেন তাহা সূচিত হইল ।



(২) আহার সম্বন্ধে তপস্বীরা কিরূপ প্রণালীতে ক্রমশঃ কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করেন, শাস্তনবীটিকাধার তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমতঃ বিধিপূর্বক হবিষ্যাদি ভোজন করেন, তৎপর শুধু মূল ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন। তৎপর কেবল শুষ্ক পত্র ভোজন করেন, পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জলপান করিয়াই জীবনধারণ করেন। তৎপর তাহাও পরিত্যাগপূর্বক কেবল বাতাহারী হইয়া অবস্থান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীহরির দর্শন লাভার্থ ঋবের তপস্তার বিবরণ হইতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ঋব কালিন্দীতে স্নান করিলেন এবং সংযত হইয়া সেই রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিলেন। তাহার পর সমাহিত হইয়া দেবর্ষির উপদেশানুসারে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি মাত্র কপিথ এবং বদরীফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের সেবায় তাঁহার প্রথম মাস গত হইল। প্রত্যেক পাঁচদিন গত হইলে শীর্ণভূগপজাদি আহার করিয়া ভগবানের সেবা দ্বারা ঋব দ্বিতীয় মাস যাপন করিলেন। তাহার পর তৃতীয় মাসে তিনি প্রত্যেক নবম দিবসে জলমাত্র পান করিয়া সমাধিযোগ দ্বারা পবিত্রকীৰ্ত্তি ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর চতুর্দশ দিন গত হইলে পঞ্চদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া স্বাসজয়পূর্বক ধ্যানযোগে ভগবানের ধারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে চতুর্থ মাস যাপিত হইল। এই প্রকারে যখন পঞ্চম মাস প্রবৃত্ত হইল তখন সেই রাজনন্দন স্বাস জয় করিয়া ব্রহ্মের ধ্যানে একপদে দণ্ডায়মান হইয়া স্থাপুর ত্রায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিপ্রাম-স্থান মনকে সর্বপ্রকার বস্তু হইতে হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবল ভগবানের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন,—তন্নিম্ন আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না।” (চতুর্থ স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়)

(৩) তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকাধারের মতে “নিরাহারো যতাহারো” পদদ্বয় দ্বারা রসনাজয় সূচিত হইতেছে। সাধনার পথে রসনাজয়ের একান্ত আবশ্যকতা ও দুষ্করত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো নশ্রাদ্বিজিতাত্মেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ ।

ন জয়েজ্জননং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ (১১৮।২১)



পুরুষ অপর ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিলেও যে পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। রসনেন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই জয় করা যায়।

## ২। মনোনিগ্রহ

ভদ্রনক্ষত্রো—(১) ভাস্মামেব মনো যয়োরিতি মনোনিগ্রহঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। দেবীতেই যাঁহাদের মন নিবেশিত; এতদ্বারা মনের নিগ্রহ বুঝাইতেছে। (২) তাঁহারা দেবীর ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন, ইহা বুঝাইতেছে (শান্তনবী)।

বিষয়াসক্ত চঞ্চল মনকে নিগৃহীত করিবার উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥

(গীতা, ৬।৩৫)

হে অৰ্জুন! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত বিষয়ে উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন,—

যমাদিভির্যোগপঠৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।

যমার্চোপাসনাভির্কী নাঠ্যৈ যোগ্যং শ্রবণমনঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২০।২৪)

যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের দ্বারা, চিৎ অচিৎ ব্রহ্ম নামক তত্ত্বত্রয়ের বিচাররূপ বিজ্ঞার দ্বারা, কিস্বা আমার অর্চনা ধ্যানাদি দ্বারা মন বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অত্র কোন উপায়ের দ্বারা মন বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করে না। মুমুক্শু ব্যক্তি এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া আমার ধ্যান করিবেন।

সম্মাহিতো—(১) ত্যক্তবাহুচেষ্ঠৌ (নাগোজী)। স্বরথ ও সমাধি সর্ববিধ বাহুচেষ্ঠা পরিত্যাগপূর্বক দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। (২) গুরুপদিত্তার্থে সাবধানো নিরস্তসংশয়ো, বহুবিধ পরিহারপরো, নিঃসমপরায়ণো (শান্তনবী)। “সম্মাহিতো” পদদ্বারা বুঝাইতেছে যে, স্বরথ ও সমাধি গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট বিষয়ে সাবধান, তাঁহাদের সংশয়



নিরস্ত হইয়াছে, তাঁহারা বহুবিধ বিঘ্নপরিহারে যত্নবান্ এবং নিয়মপরায়ণ। (৩) জিতাবশিষ্টেন্দ্রিয়ৌ। মন-রসনয়োঃ দুর্গমত্যাং পৃথগ্ উপক্রাসঃ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। তাঁহারা মন ও রসনাব্যতিরেকে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকলও জয় করিয়াছিলেন, “সমাহিতৌ” পদ দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে। মন ও রসনার জয় অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

### ৩। বলিদান

দদতু স্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাস্বশুক্টিভম্—

(১) উক্ষিতং প্রোক্ষিতং নিজগাত্রাস্বক্ স্বগাত্ররুধিরং বলিঞ্চ দদতুঃ দত্তবস্তৌ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। তাঁহারা প্রোক্ষিত অর্থাৎ মস্ত্র দ্বারা সংস্কৃত নিজদেহের রক্ত এবং পশুকুম্মাণ্ডাদি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। (২) তৌ বলিঞ্চ পশুকুম্মাণ্ডাদ্যুপহারং দদতুঃ নিজরুধিরসিক্তম্ (নাগোজী)। তাঁহারা নিজরুধিরসিক্ত পশুকুম্মাণ্ডাদি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। (৩) বলিম্ উপহারং নিজগাত্রাস্বজ্ঞা স্বদেহশোণিতেন উক্ষিতং প্রোক্ষিতম্ (দংশোদ্ধার)। তাঁহারা স্বদেহ শোণিত দ্বারা অভিসিক্তিত বলি (উপহার) দেবীকে প্রদান করিয়াছিলেন। (৪) তৌ সুরথ-বৈশ্ণৌ নিজগাত্রাস্বশুক্টিতং তপশ্চরণকালে পরহিংসাপরা-জুখত্যাং স্বশরীরৌদ্ভবরক্তমেব অন্নময়ং বলিঞ্চ দদতুঃ (শাস্তনবী)। তপশ্চা অল্পষ্ঠানকালে পরহিংসাতে পরাজুখ থাকা হেতু তাঁহারা (সুরথ ও বৈশ্ণ) নিজ শরীরজাত রক্তই এবং অন্নময় বলি (পুরোডাশাদি) প্রদান করিয়াছিলেন।

এতেন শরীরং বা পাতয়ামি মস্ত্রং বা সাধয়ামি ইতি হঠযোগঃ সূচিতঃ (শাস্তনবী)। স্বগাত্ররুধির বলি দ্বারা “মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন,” এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে।

রুধির বলিদান বিধি—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “সহস্রং তপিতা দেবী স্বদেহরুধিরেণ চ” স্বদেহ রুধির দ্বারা দেবীকে বলিপ্রদান করিলে তিনি সহস্র গুণ অধিক তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

উরুজং বাহুজং বাপি রক্তমাংসময়ং বলিম্।

ভক্ত্যাবেশান্নহাশুরো মহামায়ার্থমুৎসজেৎ ॥

(শাস্তনবীটিকাধৃত)



মহাবীর সাধক ভক্তির আবেশে উরুদেশ হইতে কিংবা বাহু দেশ হইতে আহত রক্তমাংসময় বলি মহামায়ায় নিমিত্ত উৎসর্গ করিবেন।

স্বগাত্ররুধির বলিদান ব্রাহ্মণের জাতির পক্ষেই বিহিত, ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ( গুপ্তবতী )।

কালিকাপুরাণের ৬৭তম অধ্যায়ে রুধির বলিদান বিধি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।  
দেহের কোন্ কোন্ স্থান হইতে রুধির দান নিষিদ্ধ, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

নাভেরধস্তাদ্ রুধিরং পৃষ্ঠভাগস্ত চ প্রিয়ে।

স্বগাত্ররুধিরং দদ্যাম্ কদাচন সাধকঃ।

নোষ্ঠস্ত চিবুকস্তাপি নেদ্রিয়াণাঞ্চ মানবঃ ॥ ( ৬৭।১৬১-২ )

হে প্রিয়ে! সাধক যদি স্বকীয় গাত্র হইতে রুধির দান করে, তাহা হইলে নাভির অধোভাগ হইতে অথবা পৃষ্ঠদেশ হইতে কখনও রুধির দান করিবে না। ওষ্ঠ, চিবুক বা ইন্দ্রিয়সমূহ হইতেও রুধির দান করিবে না।

ন গুল্ফতো হৃৎ প্রদদ্যাম্ জত্রো নাপি বজ্রতঃ।

ন চ রোগবিলাদম্মান্যঘাতাচ্চ ভৈরব ॥ ১৬৬

হে ভৈরব! গুল্ফ, জত্র ( কঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয় ) মুখ, রোগযুক্ত অঙ্গ এবং অপর কর্তৃক আহত অঙ্গ হইতে রুধির দান করিবেনা।

যে যে স্থান হইতে রক্তদান বিহিত তাহা বলিতেছেন,—

কর্থাধো নাভিতশ্চোদ্ধঃ বাহ্বোঃ পাণিমুতে তথা।

প্রদদ্যাদ্ রুধিরং ঘাতং নাতিকুর্য্যাস্ত সাধকঃ ॥

গণ্ডয়োশ্চ ললাটস্ত ক্রবোর্মধ্যস্ত শোণিতম্।

কর্ণাগ্রস্ত চ বাহ্বোশ্চ গলয়োরুদরস্ত চ ॥

কর্থাধো নাভিতশ্চোদ্ধঃ হৃদ্ভাগস্ত যতন্ততঃ।

পার্শ্বয়োশ্চাপি রুধিরং দুর্গায়ৈ বিনিবেদয়েৎ ॥ ( ১৬৩—৬৫ )

সাধক কঠের অধোভাগ এবং নাভির উর্দ্ধভাগ হইতে এবং তলদ্বয় ত্যাগ করিয়া বাহু যুগল হইতে রুধির দান করিবে, কিন্তু শরীরের আঘাতঃপ্রকাশ করিবে না। গণ্ড, ললাট, জ্বর মধ্য, কর্ণাগ্র, বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উদর, কঠের অধঃ ও নাভির উর্দ্ধস্থিত যাবতীয় হৃদয় ভাগ এবং পার্শ্ব—এই সকল অঙ্গের রুধির দেবী দুর্গাকে দান করিবে।



কি প্রকারে এবং কি পরিমাণ রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন,—

তদর্থং চ কৃতঘাতঃ সশ্রদ্ধো হ ক্ষুদ্রমানসঃ ॥

ক্ষতে রক্তং প্রদদ্যাৎ পদ্মপুষ্পস্ত পত্রকে ॥

সৌবর্ণে রাজতে কাংশ্চ লৌহে ফালে চ বা নরঃ ।

নিধায় দেবৈ দদ্যাৎ তদ্রক্তং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥

ধননং ক্ষুরিকা-খড়্গ-সঙ্কলাদি যদঙ্গকম্ ।

ঘাতেন বৃহদঙ্গস্ত মহাফলমবাধুয়াৎ ॥

পদ্মপুষ্পস্ত পত্রস্ত যাবদ্ গৃহ্নাতি শোণিতম্ ।

তৎপ্রমাণে চতুর্ভাগাদিকং রক্তস্ত সাধকঃ ।

ন কদাচিৎ প্রদদ্যাৎ নাজচ্ছেদমথাচরেৎ ॥ ( ১৬৭-৭০ )

সাধক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ রুধির নির্গত করিবার নিমিত্তই অক্ষুদ্রচিত্তে আপনাদেহে আঘাত করিয়া রুধির নির্গত করিয়া পদ্মপুষ্পের পাপড়িতে কিংবা স্বর্ণ, রক্ত, কাংশ বা লৌহ পাত্রে সেই রুধির রাখিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক উহা দেবীকে দান করিবে। ক্ষুর, ছুরিকা, খড়্গ এবং সঙ্কল প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে যত বড় অস্ত্র দ্বারা শরীরে আঘাত করিবে ততই ফলপ্রাপ্ত হইবে। একটি পদ্মফুলের পাপড়িতে যতটুকু রক্ত ধরিতে পারে, সাধক তাহার চারিভাগের অধিক রক্ত কখনই দান করিবে না এবং একেবারে কোন অঙ্গের ছেদ করিবে না।

রুধির বলিদানের প্রার্থনা যথা,—

মহামায়ে জগন্নাথে সর্বকামপ্রদায়িনি ।

দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব ॥

ইত্যাঙ্ক মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্বং বিচক্ষণঃ ।

স্বগাত্ররুধিরং দদ্যাৎ মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ ॥ ( ১৮২—৮৩ )

হে মহামায়ে! আপনি জগতের কর্ত্রী এবং সর্বকামার্থদায়িনী। আপনাকে এই নিজদেহের রুধির দান করিতেছি, আপনি আমার উপর প্রসন্না হইয়া বরদান করুন। এই কথা বলিয়া সিদ্ধসন্নিভ বিচক্ষণ মানব প্রণাম পূর্বক স্থায় গাত্রের রুধির প্রদান করিবে।

শ্রেষ্ঠ বলি—

সর্বপ্রকার বলিদানের মধ্যে আত্মবলিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে, “বলিদানেভ্যঃ সর্বেষুভ্যঃ শ্রেষ্ঠ আত্মবলিঃ স্তুতঃ”। স্বগাত্র রুধির দান আত্মবলিরই স্থল



ত্রয়োদশ অধ্যায় ]

স্বরথ ও সমাধিকে বর প্রদান

৬৮৫

অনুকল্প মাত্র। বিদ্বদ্বর্ষ্য শ্রীমন্ নরহরি বিরচিত “বোধসার” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, চিন্ময়ী চণ্ডীর চরণে চতুর্বিধ অস্তঃকরণবৃত্তিকে সর্বতোভাবে লীন করা অর্থাৎ দেবীর চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদান।

### চিচ্চণ্ডীপশুঘাতনম্

চিত্তাহঙ্কৃতি-বুদ্ধি-মানসময়ৈ যুক্তং চতুর্ভিঃ পদৈ-

শিহ্বাস্তঃকরণং পশুং পরশুনা বোধেন তীক্ষ্ণেন যঃ ।

চিচ্চণ্ডীচরণাশুজার্জনমহুপ্রাপ্তঃ প্রসাদং পরম্ ।

কিঞ্চিৎ চরণে লুষ্ঠিত্তি রভসাতশ্রাখিলাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ( বোধসারঃ, ৬৩ )

অস্তঃকরণরূপ পশুর চারিটি পদ যথা (১) চিত্ত—অনুসন্ধান, প্রত্যাভিজ্ঞা, স্মৃতি ও অনুভব বৃত্তি বিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ ; (২) অহঙ্কৃতি—অভিমান বৃত্তি বিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ, (৩) বুদ্ধি—নিশ্চয়বৃত্তি বিশিষ্ট অস্তঃকরণভাগ ; (৪) মানস—সঙ্কল্প বিকল্প বিশিষ্ট অস্তঃকরণ-ভাগ। সেই পশুকে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছেদন সমর্থ দৃঢ় জ্ঞান কুঠার দ্বারা বধ করিয়া যে জ্ঞানী সাধক চিন্ময়ী চণ্ডীদেবীর চরণকমলদ্বয়ের পূজা করিয়া পরম প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, অগ্নিমাди সকল সিদ্ধি বেগে আসিয়া যে তাঁহার চরণে লুটিতে থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

### [ জগজ্জননী চণ্ডিকার আবির্ভাব ]

অঙ্ক ১২, ( পৃ: ৯১ )

অন্বয়ার্থ।—ত্রিভিঃ বর্ষৈঃ (তিন বৎসর কাল) এবং সমারাধয়তোঃ (এইরূপে সম্যক্ আরাধনাকারী) যত-আত্মনোঃ [ তয়োঃ ] (সংযতচিত্ত তাঁহাদের উভয়ের নিকট অর্থাৎ স্বরথ ও সমাধির নিকট) জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা (জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবী) পরিতুষ্টা [ সতী ] (সন্তুষ্টা হইয়া) প্রত্যক্ষং প্রাহ (সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া বলিলেন)।

অনুবাদ।—উভয়ে তিন বৎসর কাল এইরূপে সংযতচিত্তে আরাধনা করিলে পর জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া কহিলেন।



টিঙ্কনী ।

এবং জম্বারাদ্বয়তো :—স্বরথ ও সমাধি পূর্বোক্ত প্রকারে সম্যক্ আরাধনা করিতে থাকিলেন । তাঁহারা তিন বৎসর কাল একান্তমনে দেবীমুক্ত জপ, মুন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ পূর্বক বিবিধ উপচার সহযোগে দেবীর পূজা, ষতাহার ও নিরাহার হইয়া যোগসাধনা এবং স্বগাত্ত রুধির বলি দ্বারা দেবীর তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন । তাঁহাদের তিন বৎসরব্যাপী তপস্তার বিবরণ দেবীভাগবতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে ( পঞ্চম স্কন্ধ, ৩৫ তম অধ্যায় ) ।

স্বরথ ও জম্বাধির তপস্তা—

সেই বৈশ্ব ও রাজা মূনির নিকট ঋষি, ছন্দ ও দেবতা সহ মন্ত্র লাভ করিয়া মূনির অনুজ্ঞা লইয়া নদীতীরে গমন করিলেন । তথায় এক নির্জন স্থানে আসন পরিগ্রহ পূর্বক উপবেশন করিয়া স্থিরচিত্তে শাস্ত্রভাবে দেবীচরিত্রত্রয় পাঠ এবং মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে অনাহারে ক্ষীণকায় সেই রাজা ও বৈশ্ব দেবীমন্ত্র জপপরায়ণ হইয়া একমাস অতিবাহিত করিলেন । এইরূপ একমাস ব্রত করিয়াই তাঁহাদের ভবানীর পাদপদ্মে অচলা ভক্তি এবং বুদ্ধি স্থির হইল । তাঁহারা এই সময় অত্র কোন কার্যে রত হইতেন না, কেবল প্রতিদিন এক এক বার মহাত্মা মূনিবরের ( সুরেশ্বর ) পদপঙ্কজ সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক নিজ নিজ কুশাসনে উপবিষ্ট হইতেন এবং দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সর্বদা মন্ত্রজপ কার্যে নিরত থাকিতেন । এইরূপে একবৎসর অতীত হইল, তাঁহারা ফলাহার পরিত্যাগ পূর্বক শুষ্ক পত্রাহারী হইয়া দেবীধ্যান ও দেবীমন্ত্র জপ করতঃ তপস্তা করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে দুই বৎসর পূর্ণ হইলে একদা তাঁহারা স্বপ্নে ভগবতীর মনোহর মূর্তি দর্শন করিলেন । সেই রাজা ও বৈশ্ব স্বপ্নে জগদধিকার রক্তবস্ত্র পরিধায়িনী চাক্রভূষণভূষিতা মনোহর মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন ।

তৃতীয় বৎসরে তাঁহারা মাত্র জলাহারী হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন । সেই বৈশ্ব ও রাজা তিন বৎসর তপস্তা করার পর ভগবতীর দর্শন লাভার্থ একান্ত ব্যাকুল হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

প্রত্যক্ষং দর্শনং দেব্যা ন প্রাপ্তং শাস্তিদং নৃণাম্ ।

দেহত্যাগং করিষ্যামি হুঃখিতৌ ভ্রূমাভুরৌ ॥ ২৬



আমরা মনুষ্যদিগের শান্তিপ্রদ দেবীর প্রত্যক্ষদর্শন পাইলাম না, সুতরাং দুঃখে সাতিশয় কাতর আমরা প্রাণত্যাগ করিব।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা কুণ্ডং চকার হ।

ত্রিকোণং স্থস্থিরং সৌম্য হস্তমাত্র-প্রমাণতঃ ॥

সংস্থাপ্য পাবকং রাজা তথা বৈশ্বোহতিভক্তিমান্ ॥

জুহাবাসৌ নিজং মাংসং ছিদ্ভা ছিদ্ভা পুনঃ পুনঃ ॥

তথা বৈশ্বোহপি দীপ্তে হ যৌ স্বমাংসং প্রাক্ষিপত্তদা।

ঋধিরেণ বলিষ্ঠাশ্চ দদতু স্তৌ কৃতোদ্যমৌ ॥

তদা ভগবতী দত্ত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ।

প্রাহ প্রীতিভরোদ্ভ্রাতৌ দৃষ্ট্বা তৌ দুঃখিতৌ ভূশম্ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।৩৫।২৭—৩০ )

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থস্থির, সুন্দর, এক হস্ত প্রমাণ ত্রিকোণ কুণ্ড নির্মাণ করিলেন। রাজা ও বৈশ্ব এই কুণ্ডে অগ্নি স্থাপনপূর্বক পরম ভক্তি সহকারে নিজ গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস কর্তন করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতে লাগিলেন এবং উৎসাহ সহকারে ভগবতীকে রক্তবলি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবতী তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অতীব দুঃখিত ও উদ্ভ্রান্ত দেখিয়া প্রীতি ভরে কহিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী—(১) জগজ্জননী জগদাধাররূপেতি বা জগৎকর্ত্রীতি বা। সমস্তাভি-  
লষিতসম্পাদকত্বহুচনায় বিশেষণম্ (তত্ত্বপ্রকাশিকা)। ভগবতী চণ্ডিকা দেবী সমগ্র  
জগতের জননী, জগতের আধার রূপা, জগতের কর্ত্রী; সুতরাং তিনিই সকলের অভিলাষ  
সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা বুঝাইবার জন্ত “জগদ্ধাত্রী” এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।  
দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

যস্মাদ্ ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ।

ভূধাঞ্ ধারণে ধাতুস্তস্মাদ্ ধাত্রী মতা বুধৈঃ ॥ (৩৭।৭৫)

‘ধা’ ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। দেবী নিখিল ভুবন ধারণ করিয়া আছেন এবং  
সকলকে জীবিকা দান করিয়া পোষণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত বুধগণ তাঁহাকে “ধাত্রী”  
বলিয়া থাকেন।



(২) ষষ্ঠচণ্ডিকা জগদ্ধাত্রী ততস্তয়োঃ কৃততপসোঃ প্রত্যক্ষীবভূব। অতথা তৎকৃতেন ঘোরেন তপসাহগ্নিনেব জগন্তি দহেরন্নৈব ইতি ভাবঃ (শান্তনবী)। যেহেতু চণ্ডিকা দেবী জগতের পালনকর্ত্রী, অতএব তপ অহুষ্ঠানকারী সুরথ ও সমাধির নিকট প্রকটিতা হইলেন। নচেৎ তাঁহাদের কৃত ঘোর তপস্যা রূপ অগ্নি দ্বারা নিশ্চিতই সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া যাইত—“জগদ্ধাত্রী” বিশেষণ দ্বারা এই ভাব স্মৃতিত হইতেছে।

সাধকের ভূপঃপ্রভাষ—সাধকের তপঃপ্রভাবে কি প্রকারে ত্রিভুবন সন্তাপিত ও কম্পিত হইতে থাকে, ঋবের তপস্যা বিবরণে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

ষট্শৈব পাদেন স পার্থিবাঅজ-

স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।

ননাম তত্রার্কমিভেক্ষদ্বিধিষ্ঠিতা

তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ (৪।৮।৭২)

ঋব যখন এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতেন, তখন অবনী তাঁহার পাদঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হইত। গজরাজ তরগীতে আরোহণ করিলে, তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে সেই তরী যেমন নমিত হইয়া পড়ে, ঋব একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে ধরণী তাঁহার পাদঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া সেইরূপ অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িল।

তন্নিম্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাঅনো

দ্বারং নিরুধ্যাস্থমনশ্চয়া ধিয়া।

লোকা নিরুচ্ছাসনিপীড়িতা ভূশং

সলোকপালাঃ শরণং যষু ইরিম্ ॥ ৮০

যখন ঋব প্রাণ ও প্রাণের দ্বার নিরোধপূর্বক আপনায় সহিত অভেদ দর্শন করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তখন লোকপাল সহিত যাবতীয় লোক নিম্বাসরোধে অতিশয় নিপীড়িত হইল এবং তাহার ভগবান্ হরিয় নিকট গমন পূর্বক তাঁহার শরণ লইল।

প্রত্যক্ষং প্রাহ—প্রকটীভূয় প্রাহ (শান্তনবী)। ভগবতী সুরথ ও সমাধির নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেবীর আবির্ভাব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

স্তোত্রেন পরিতুষ্টা সা তস্য সাক্ষাদ্ বভূব হ।

স দদর্শ পুরো দেবীং প্রৌন্মস্বর্য্যসমপ্রভাম্ ॥



তেজঃস্বরূপাং পরমাং সন্তুপাং নিগুণাং বরাম্ ।

দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াক্ষ তেজোমণ্ডল মধ্যতঃ ॥

স্বেচ্ছাময়ীং কুপারূপাং ভক্তাভুগ্রহকাতরাম্ ।

পুনঃস্তুষ্টাং রাঞ্জেদ্রো ভক্তিনম্রান্মকঙ্করঃ ॥ (প্রকৃতিখণ্ডম্, ৬৫।১৪—১৬)

দেবী স্বরথের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ হইলেন । তখন স্বরথ গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের সমান প্রভাশালিনী দেবীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন । তেজঃস্বরূপা, পরমা, সন্তুপা, গুণাতীতা, উৎকৃষ্টা, কমনীয়া সেই দেবীকে তেজোমণ্ডল মধ্যে দর্শন করিয়া ভক্তিবশে নতশির রাঞ্জেদ্র স্বরথ ভক্তগণের প্রতি দয়াবিস্তারে সমুৎসুকা, কুপারূপা স্বেচ্ছাময়ী দেবীকে পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন ।

ভগবতীর দর্শন লাভ—স্বরথ ও সমাধি একাকাল একাগ্রচিত্তে যাহার ধ্যান করিতেছিলেন, ভগবতীচণ্ডিকার সেই সুস্বন্দ্র ধ্যানগম্য মূর্ত্তি এক্ষণে তাঁহাদের চক্ষুরাদি সমস্ত বাহ্যেচ্ছিয়ের গোচরীভূত হইয়া স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন । ইহা কিরূপে ঘটিয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তরাজ ধ্রুবের শ্রীহরিদর্শন লাভের বিবরণে তাহা অতি মনোরম ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রযা

হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্ ।

তিরোহিতং সহসৈবোগলক্ষ্য

বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ ॥ ৪।৩২

সে সময় ধ্রুবের চিত্ত স্ফূট ধ্যানযোগদ্বারা নিশ্চল ছিল । তিনি তদ্বারা হৃৎপদ্মকোষে বিলসিত বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ভগবানের রূপ দেখিতেছিলেন । ভগবান্ যখন ধ্রুবের হৃদয়মধ্য হইতে অন্তঃস্বরূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন ধ্রুব সহসা সেই রূপের তিরোধান দেখিয়া সমাধি ভঙ্গ করিয়া উত্তিত হইলেন । নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিবামাত্র হৃদয়মধ্যে ভগবানের যেই রূপ দেখিতেছিলেন, বাহিরে ঠিক সেই রূপ দেখিতে পাইলেন ।

তদদর্শনেনাগতসাধবসঃ ক্ষিতা-

ববন্দতাজং বিনময্য দণ্ডবৎ ।

দৃগ্ভ্যাং প্রপশন্ প্রপিবন্নিবার্কক-

শ্চ স্মিবাশ্রেন ভূজৈরিবান্নিশ্বন ॥ ৪।৩৩



বালক ঋষের তখন আনন্দজনিত সস্তম্ভ জন্মিল, তিনি স্বীয় অঙ্গ অবনত করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ভগবান্কে যেন চক্ষু দ্বারা পান, মুখ দ্বারা চুষন এবং বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ শ্রীমৎসর্বানন্দনাথের জগন্মাতার দর্শন লাভের বিবরণ “সর্বানন্দ-তরঙ্গিণী” গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সর্বানন্দ মেহার নামক স্থানে জীনবৃক্ষমূলে ভূগর্ভ নিহিত মাতঙ্গেশ শিবলিঙ্গের উপর শবারূঢ় হইয়া জগন্মাতার আরাধনা করিতেছিলেন। “অপ্রকাশ্য ত্রিভুবন-জননী” কি প্রকারে সর্বানন্দের নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে,—

লিঙ্গোপরি শবারূঢ়ঃ সর্বানন্দো মহামতিঃ ।

প্রজপেৎ স্বমন্ত্ৰং ভক্ত্যা নিশ্চিত্তো নির্ভয়ে যতঃ ॥

অথ তন্নিশীথে কালে স্বকীয়হৃদয়াস্বজ্ঞাৎ ।

নিঃসৃত্য তেজঃপরমং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভিঃ প্লুতম্ ॥

ব্যাপিতং তদ্বনং সর্বময়ঃপিণ্ডাগ্নিবত্তদা ।

অপঞ্চন্তেজসো গাঢ়াৎ স্বেষ্টবিস্বং স্থনির্মলম্ ॥

শনৈরালোকনাস্তত্র প্রাপঞ্চদৃষ্টিগোচরে ।

গুরুপদীষ্টং স্বক্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা ॥ ( ৫৭—৬০ )

মহামতি সর্বানন্দ শিবলিঙ্গের উপর শবারূঢ় হইয়া নির্ভয়ে ও নিশ্চিত্ত মনে ভক্তির সহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিশীথ সময়ে চন্দ্র-সূর্য-অগ্নিবৎ উজ্জ্বল এক পরম জ্যোতি সর্বানন্দের হৃৎপদ্ম হইতে নির্গত হইল। ঐ জ্যোতি লৌহপিণ্ডাগ্নিবৎ সমস্ত বন উদ্ভাসিত করিল এবং ঐ প্রগাঢ় তেজোরাশি মধ্যে তিনি স্বীয় ইষ্টদেবীর এক স্থনির্মল প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন। ধীরে ধীরে সেই জ্যোতিরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি গুরুকর্তৃক উপদীষ্ট হইয়া পরমানন্দে যে মূর্তির ধ্যান করিতেছিলেন, সেইমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

তন্মূর্তিঃ পরমা রূপা মহতী ভক্তবৎসলা ।

ঈষদাম্যাস্বজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা ॥

সদা দয়ার্দ্ৰহৃদয়া সাধকাতীষ্টসিদ্ধিদা ।

ভক্তানাং কুশলাকাজ্ঞী শাস্তানাং শান্তিদায়িনী ॥



জবাকুসুমসঙ্কশা চন্দ্রকোটীসুশীতলা ।

পদ্মাসনা পদ্মহস্তা চন্দ্র-সূর্য্যায়িলোচনা ॥

ত্রৈলোক্যজননো নিত্যা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা ।

সর্বানন্দকরা সা তু সর্বানন্দমুবাচ হ ॥ ( ৬১-৬৪ )

সেই মূর্তি পরমাসুন্দরী, মহতী, ভক্তবৎসলা, ঐষৎ হাস্যযুক্তা, পদ্মমুখী এবং নীলোৎপল-  
নয়না । তিনি দয়ার্দ্রহৃদয়া, সাধকগণের অভীষ্টদায়িনী, ভক্তগণের কুশলাকাজিঙ্গী এবং  
শান্তিদের শান্তিদায়িনী । সেই মূর্তি জবাকুসুম তুল্য রক্তবর্ণা, কোটিচন্দ্রের তায় সুশীতলা,  
পদ্মাসনা, পদ্মহস্তা এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিনয়ন বিশিষ্টা । নিত্যা, ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-  
দায়িনী, সকলের আনন্দবিধায়িনী ঐ ত্রিভুবনজননী দেবী সর্বানন্দকে বলিলেন ।

### [ ত্রীতীচণ্ডী-তত্ত্ব ]

জগজ্জননী ভগবতী চণ্ডিকা স্বরথ ও সমাধিকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন ।  
গুপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য “চণ্ডিকা” কে, তাঁহার স্বরূপ কি, শাক্তা-  
গণে চণ্ডীতত্ত্ব কিভাবে নিরূপিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে । শাক্তা-  
গণের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রহস্যবিৎ শ্রীমদ্ ভাস্কররায় চণ্ডীর “গুপ্তবতী” টীকার উপোদ্বাতে  
চণ্ডীতত্ত্ব বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন ।

চণ্ডীনাথের নিরুক্তি—চণ্ড ( ব্রহ্ম ) + জীলিঙ্গে জীষ্ = চণ্ডী ( = ব্রহ্মশক্তি ) ।  
চণ্ডী + স্বার্থে কন্ + জীলিঙ্গে টাপ্ = চণ্ডিকা । “চণ্ডী” নামের তাৎপর্য্য নিরূপণ প্রসঙ্গে  
ভাস্কর রায় বলেন,—

তত্র চণ্ডীনাম পরব্রহ্মণঃ পটুমহিষী দেবতা । চণ্ডভানু শচুবাদ ইত্যাদৌ ইয়ত্তান-  
বচ্ছিন্নাহসাধারণগুণশালিপরত্বেন চণ্ডপদশ্চ প্রয়োগদর্শনাৎ । ইয়ত্তাশ্চ দেশ-কাল-  
বস্তুকৃত-ত্রৈবিধ্যেন তাদৃশপরিচ্ছেদত্রিতয়রাহিত্যশ্চ পরব্রহ্মৈকলিঙ্গত্বাৎ । ( গুপ্তবতী )

“চণ্ডী” নামটি পরব্রহ্মের পটুমহিষী দেবতা বাচক । “চণ্ড-ভানু,” “চণ্ড-বাদ”  
ইত্যাদি শব্দে “চণ্ড” শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসাধারণ গুণশালিত্ব  
অর্থে প্রযুক্ত হইতে দৃষ্ট হয় । ইয়ত্তা বলিতে দেশ, কাল ও বস্তুগত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদকে  
বুঝায় । এই ত্রিবিধপরিচ্ছেদ রহিত পরব্রহ্মই “চণ্ড” শব্দের অর্থ । চণ্ড শব্দের উত্তর



স্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয় করিয়া “চণ্ডী” পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং চণ্ডী = পরব্রহ্মমহিবী  
অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি।

কোপার্ধক “চড়ি” ধাতু হইতেও কেহ কেহ “চণ্ডী” শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেন। উক্ত প্রকারে “চণ্ডী” নামের তাৎপর্য ৩১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধর্ম ও ধর্মী—ভাস্কর রায় চণ্ডীতত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে অগ্নয় দীক্ষিতকৃত ( অধুনা  
লুপ্ত ) ‘রত্নত্ৰয়পরীক্ষা’ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহামতি অগ্নয় দীক্ষিত  
উক্ত গ্রন্থে চণ্ডীস্বরূপ যেমন নির্ধারণ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই,—

“দোষগন্ধবিহীন নিরতিশয় আনন্দ ও নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।  
কিন্তু মায়াবশতঃ এই অখণ্ড চৈতন্য “ধর্ম” ও “ধর্মী” এই দ্বিবিধ ভেদবিশিষ্টরূপে  
প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন। এই “ধর্ম” হইতেছেন সকল বিষয়ের অল্পভূতি, সর্ব-  
কার্যের অল্পকুলা জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপা শক্তি ও অশেষ কল্যাণগুণগণের আশ্রয়।  
আর এই ধর্মের আশ্রয়ই “ধর্মী”। তিনি এক ও জগতের পঞ্চবিধ সৃষ্টাদি কার্যে  
( সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোধান ও অল্পগ্রহ ) কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। “ধর্ম” যখন  
পুরুষরূপে কল্পিত হন, তখনই তিনি এই সৃষ্ট জগতের উপাদানভাব প্রাপ্ত হইয়া  
থাকেন। আর দিব্য স্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বাশ্রয়ভূত আদিকর্তার মহিবীরূপে  
পরিগণিত হইয়া থাকেন। ধর্মের এই দ্বিবিধ রূপভেদই ধর্মীর ত্রায় ব্রহ্মকোটর  
অন্তনিবিষ্ট।”

ভাস্কর রায় “রত্নত্ৰয় পরীক্ষার” পূর্বোক্ত গম্ভীরার্থক উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে  
বলেন,—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়া দ্বারা “ধর্ম” ও “ধর্মী” এই দ্বিবিধরূপে  
প্রতিভা হইয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” সাক্ষরূপ ব্রহ্মের যে  
প্রাথমিক ‘ঈক্ষণের’ কথা বহুশ্রুতিতে বিভিন্ন বচোভঙ্গীর সাহায্যে উক্ত হইয়াছে, সেই  
ঈক্ষণই ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। “তদৈক্ষত বহু স্রাং প্রজায়েয়” ( ছান্দোগ্য  
উপনিষৎ, ৬।২।৩ ) প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জ্ঞান সূচিত, “সোহক্ষাময়ত” ( বৃহদারণ্যক ১।২।৫ )  
ইত্যাদি শ্রুতিতে ইচ্ছা সূচিত এবং “স তপোহতপ্যত” ( তৈত্তিরীয় ১।৬ ) প্রভৃতি  
শ্রুতিতে ক্রিয়া সূচিত হইয়াছে। খেড়াখতর উপনিষদের “স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ”  
( ৬।৮ ) উক্তি দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া একত্র সূচিত হইয়াছে। এই জ্ঞান-ইচ্ছা-  
ক্রিয়াই ব্রহ্ম-ধর্ম, আর স্বরূপতঃ ইহা ধর্মী হইতে অভিন্ন। এই ধর্মেরই অপর নাম  
“শক্তি”।



ধর্ম বা শক্তির স্বরূপ—“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” কোলোপনিষদের এই প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাস্কর রায় “ধর্ম” বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। উক্ত সূত্রে যে “ধর্ম” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা জৈমিনি প্রণীত পূর্বমীমাংসার প্রথম সূত্রস্থিত “ধর্ম” শব্দের মত চোদনা লক্ষণার্থক জড় বস্তুবাচক নহে, পরন্তু উহা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি।

অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসানন্তরম্, অতঃ ধর্মজ্ঞানস্ত জাতত্বাৎ ধর্মজিজ্ঞাসা ধর্মস্ত বিমর্শশক্তেঃ জিজ্ঞাসা জ্ঞানায় বিচারঃ কর্তব্যঃ। (ভাস্কর রায় কৃতভাষ্য, কোল-উপনিষৎ, সূত্র ১)

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনন্তর “ধর্মী” অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলে “ধর্ম” অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জগু বিচার কর্তব্য।

“ধর্ম” অর্থে শক্তি। যেমন বহির ধর্ম বহিঃ; দাহিকাশক্তি ও প্রভাকরপ বহিঃ ধর্মই বহির শক্তি। এইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত সমষ্টিরূপা অনন্তশক্তিই ব্রহ্মের ধর্ম বা শক্তি। ধর্মই ধর্মীর পরিচায়ক; এইজগু বিচারপূর্বক শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইলে তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বিচার-পূর্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

উপায় বহবঃ সন্তি জাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্।

তথাপি প্রকৃতের্যোগাৎ ক্ষিপ্ৰং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ ॥

সনাতন ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের বহু উপায় থাকিলেও প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে তাঁহাকে শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

“ধর্ম” নামক উক্ত পদার্থের অগ্ৰাণ্য নাম কীর্তন প্রসঙ্গে নাগানন্দ সূত্রে ধর্মের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে যথা,—“এই বিমর্শই (ধর্ম) চিতি, চৈতন্য, আত্মা, স্বরসোদিতা, পরা, বাক্, স্বাতন্ত্র্য, পরমাত্মা, ঐশ্বর্য, সত্ত্ব, সত্য, ক্ষুরতা, সার, মাতৃকা, মালিনী, হৃদয়মূর্তি, স্বসংবিৎ ও স্পন্দ—ইত্যাদি আগমোক্ত নাম দ্বারা বোঝিত হইয়া থাকেন।”

উক্ত “ধর্ম” বস্তু উপাসকের নিকট কখন পুরুষ, কখনও বা স্ত্রীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। পুরুষরূপে তিনিই মহাবিশু এবং স্ত্রীরূপে তিনিই ভবানী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোধান ও অল্পগ্রহ এই পাঁচটি কৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

“ধর্মী” বা সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ—স্বচ্ছ ক্ষটিকে রক্তবর্ণ জবা কুম্ভের প্রতিবিম্ব পড়ায় ক্ষটিকটিকে যেমন রক্তবর্ণ বোধ হয়, ঠিক সেইরূপ “ধর্মের” আশ্রয়ভূত শুদ্ধ



“ধর্মী” “ধর্ম”গত কর্তৃত্বের প্রভায় অনুরঞ্জিত হইয়াই বর্ত্ত্ববিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ধর্মী অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা শিব অকর্তা, ধর্ম অর্থাৎ শক্তিই কর্তা। এই বিষয়ে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্  
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

( সৌন্দর্য্যলহরী, ১ )

শিব ( ধর্মী ) শক্তি ( ধর্ম )—যুক্ত হইলেই প্রভুত্ব সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন, অত্যাধা তাঁহার স্পন্দনেরও ক্ষমতা থাকে না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পরো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন ক্ষমঃ।

শক্তস্ত পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো যদা ভবেৎ ॥ ( ৪৬ )

হে পরমেশানি ! পর অর্থাৎ শিব শক্তি-রহিত হইলে কিছুই করিতে সমর্থ হন না।

তিনি যখন শক্তিয়ুক্ত হন, তখনই সৃষ্টাদি ব্যাপারে সমর্থ হন।

ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন—ব্রহ্মরূপ ধর্মীতে আশ্রিত ধর্ম বা শক্তি জড় নহে, জীবও নহে—পরন্তু “চিতি” অর্থাৎ চিদ্রূপ। শক্তিস্বত্রে এই চিতি শক্তিকেই স্বতন্ত্ররূপে বিখ্যোৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে,—

“চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ”।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হইয়াছে, “চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ” ( ৫৭৮ ) যিনি চিতিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। শাক্তাগমের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, ধর্ম ধর্মী হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ—ইহাই শাক্ত সিদ্ধান্ত। অতএব ব্রহ্ম-ধর্ম রূপা মহাশক্তি ধর্মী বা জগৎ-কারণ পরমেশ্বর হইতে অভিন্না বলিয়া উহা সাধারণ ধর্ম বা শক্তির ত্রায় জড় নহে, পরন্তু পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বরেরই মত চিৎস্বরূপিণী।

নিগুণ ব্রহ্মে শক্তি অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় নিহিত থাকে। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; তখন শক্তি ধর্ম ও ব্রহ্ম ধর্মী। সগুণ ব্রহ্মই ধর্মী বা শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; অতএব শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। শক্তি ও ব্রহ্মের—ধর্ম ও ধর্মীর অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেন;—



“যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় ব’লে বোধ হয়, তখন তাঁকে “ব্রহ্ম” বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাঁকে আত্মশক্তি বলি, কালী বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বলেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়, দাহিকা শক্তি বলেই অগ্নি বুঝা যায়, একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হ’য়ে যায়। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ, একটিকে ভাবলেই আর একটিকে ভাবতে হয়। স্থির জলে ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্চে তুল্চে, শক্তি বা কালীর উপমা।”

চণ্ডী কে?—শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় বলেন, মহানোমুখ ব্রহ্মে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া এই ত্রিগুণত্রয়ের সমষ্টিভূত ধর্ম বা শক্তিকেই “চণ্ডী” নামে অভিহিত করা হয়। ব্রহ্ম হইতে অভিন্না অনন্তশক্তি সমষ্টিরূপা এই চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবীর অম্বিকা, শাস্তা, পরা ইত্যাদি অনন্ত সংজ্ঞা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাহ পরে ।

ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজৈত্যম্বিকেতি চ ॥

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ ।

কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাহ পরে ॥

ব্রাহ্মীতি বিদ্যা ২ বিদ্যেতি মায়ৈতি চ তথাহ পরে ।

প্রকৃতিঞ্চ পরা চেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণম্)

সেই পরাশক্তিকে ঋষিগণ বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাকে কেহ বলেন উমা, কেহ বলেন লক্ষ্মী। কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়্যা, প্রকৃতি, পরা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

চণ্ডীর নাম ও রূপভেদ—ব্রহ্মাভিন্না পরমেশ্বরী চণ্ডিকা একাধারে বিশ্বাতিরিক্তা আত্মা পরাশক্তি, বিশ্বব্যাপিনী, বিশ্বরূপিনী মহাশক্তি এবং বহুবিধ ব্যাপ্তিরূপধারিণী। তিনি একা অবিভীয়া হইলেও তাঁহার অসংখ্য শক্তি ও মূর্তি, অসংখ্য বিগ্রহ ও বিভূতি। অনন্তরূপের মধ্য দিয়াই দেবী নিজকে প্রকটিত করিয়া থাকেন। দেবীমাহাত্ম্যে ভগবতীর



বহুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন কার্যসিদ্ধির জন্য বহুরূপে প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে তিনি একা অদ্বিতীয়া। “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা” (চণ্ডী ১০।৫)। স্বকীয় ঐশ্বর্য প্রভাবে তিনি বহুরূপে অবস্থিত। “অহং বিভূত্যা বহুভিব্বিহরুপৈ র্দা স্থিতা” (১০।৮)।

শ্রীমদ ভাস্কর রায় বলেন, সমষ্টি শক্তিরূপিনী পরমেশ্বরী চণ্ডিকা দেবীর ব্যষ্টিশক্তি-সমূহের ইয়ত্তা নাই। ইহারী জীৱপভেদে বামা, জ্যোষ্ঠা, অতিরৌদ্রী, পশুস্তী, মধ্যমা, বৈশ্বরী; আর পুরুষরূপভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী—সমষ্টি শক্তিরূপিনী চণ্ডিকা দেবীর ব্যষ্টিভূতা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এই ত্রিতয় সমষ্টি স্ব হেতু চণ্ডিকা দেবী “তুরীয়া” নামে শক্তি রহস্তাদি গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মাস্তরে উক্ত হইয়াছে,—

মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মীঃ সদাশ্রকে ।

মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানস্বসিদ্ধয়ে ।

অনুসন্দগ্নহে চণ্ডি বয়ং স্বাং হৃদয়াবুজে ॥

মহাসরস্বতী চিদরূপা, মহালক্ষ্মী সদরূপা এবং মহাকালী আনন্দরূপা। হে সচ্চিদানন্দময়ী সমষ্টিশক্তিভূতে চণ্ডিকে! তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমরা তোমাকে আমাদের হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি।

### [ দেবীর বরদানে অঙ্গীকার ]

মন্ত্র ১৩—১৪, ( পৃ: ২১ )

অঙ্গ্যার্থ।—দেবী ( জগজ্জননী চণ্ডিকা ) উবাচ ( রাজা সুরথ ও বৈশ্ব সমাধিকে কহিলেন ),—[ হে ]. ভূপ ! ( হে রাজন্ সুরথ ) স্বয়া ( তোমা কর্তৃক ) যৎ প্রার্থ্যতে ( যাহা প্রার্থিত হয় ), [ হে ] কুলনন্দন ! ( হে বৈশ্বকুলগৌরব সমাধি ) স্বয়া চ ( তোমা কর্তৃক ) [ যৎ প্রার্থ্যতে ] ( যাহা প্রার্থিত হয় ), তৎ সৰ্বং ( সেই সমুদয় ) মত্তঃ ( আমা হইতে ) প্রাপ্যতাম্ ( প্রাপ্ত হইবে )। [ অহং ] পরিতুষ্টা [ সত্যী ] ( আমি সন্তুষ্টা হইয়া ) তৎ দদামি ( তাহা প্রদান করিতেছি )।



অনুবাদ। দেবী कहিলেন,—হে রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা কর এবং হে বৈষ্ণুকুলভূষণ! তুমি যাহা প্রার্থনা কর—সেই সমুদয় আমি হইতে প্রাপ্ত হইবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহা প্রদান করিতেছি।

টিপ্পনী।

অন্তর্যামিনী ভগবতী চণ্ডিকা স্বরথ ও সমাধির প্রার্থনীয় বিষয় তাঁহাদের বর প্রার্থনার পূর্বেই অবগত আছেন। তাঁহাদের স্ব স্ব অভিলাষ অরূপ তিনি স্বরথকে “ভূপ” এবং সমাধিকে “কুলনন্দন” বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ভূপ—স্বরথকে “ভূপ” পদ দ্বারা সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, তুমি রাজ্য হারাইয়া দুঃখিত হইয়াছ, তোমাকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করিলেও ঈবং হয়, আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক দান করিব (ভদ্রপ্রকাশিকা)।

কুলনন্দন—ইতি বৈষ্ণুসম্বোধনম্। জ্ঞানার্থিহীন প্রশস্তত্বাৎ (নাগোজী)। বৈষ্ণুসমাধিকে “কুলনন্দন” বলিয়া সম্বোধনের হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থী বলিয়া তিনি বিশেষভাবে প্রশংসার পাত্র।

যে কুলে ব্রহ্মজ্ঞ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের উদ্ধৃতন এবং অধস্তন পুরুষগণ মুক্তিলাভের আশায় আনন্দিত হইয়া থাকেন।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বহুস্করা পুণ্যবতী চ তেন।

যদৈব সন্ন্যাসপথে প্রবৃত্তং বিমুক্তিহেতোঃ পুরুষেণ নূনম্॥

যখনই কোন ব্যক্তি মুক্তিলাভের নিমিত্ত সন্ন্যাস পথে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন এবং তাহা দ্বারা বহুস্করা পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

দেবী ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

কুলং পবিত্রং তস্মান্তি জননী কৃতকৃত্যকা।

বিশ্বস্তরা পুণ্যবতী চিল্লমো যশ চৈতসঃ॥ (৭।৩৬।১২)

যাঁহার চিত্ত চৈতন্তরূপ ব্রহ্ম পদার্থে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কুল পবিত্র এবং জননী কৃতকৃত্য হন। সেই ব্যক্তি দ্বারা বহুস্করা পুণ্যবতী হইয়া থাকেন।

অন্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ববন্—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমার নিকট প্রাপ্ত হইবে। দেবীভাগবতে এই সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—



এবং সৰ্ব্বেশ্বর শক্তিঃ সা ব্রহ্মোক্তি বিবিচ্যতে ।  
 সগুণা নিগুণা চেতি দ্বিধোক্তা সা মনীবিশিঃ ॥  
 সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগুণা তু বিরাগিভিঃ ।  
 ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা ।  
 দদাতি বাঞ্ছিতানর্থানর্চিতা বিধিপূর্বকম্ ॥

এইরূপে সর্বত্র অবস্থিতা যেই শক্তি তিনিই ব্রহ্মরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। সেই শক্তি দুই প্রকার—সগুণা ও নিগুণা, ইহা মনীবিশিষ্ট কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। সগুণা শক্তি রাগী অর্থাৎ সংসারাসক্ত সাধকের এবং নিগুণা শক্তি বিরাগী অর্থাৎ সংসারে অনাসক্ত সাধকের উপাত্ত। সেই শক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ধর্গের স্বামিনী। চতুর্ধর্গের মধ্যে যে যাহা অভিলাষ করিয়া বিধিপূর্বক তাঁহার অর্চনা করে, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত সগুণা ও নিগুণা শক্তি একা অদ্বিতীয়া পরাশক্তি চণ্ডিকারই দুইটি বিভাব। সকাম ভক্ত রাজা স্বরথ দেবীর সগুণা শক্তির আরাধনা করিয়া ধর্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গ লাভ করিয়াছিলেন। আর নিষ্কাম ভক্ত বৈষ্ণব সমাধি দেবীর নিগুণা শক্তির আরাধনা করিয়া পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন।

পরিভূষ্টা দদাগি ভৎ—দেবী সাধনা দ্বারা প্রসন্না হইলে সাধক ভোগ বা অপবর্গ যাহাই প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। দেবীমুক্তে জগদম্বা স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি ।

তং ব্রহ্মাণং তমুশিং তং স্নমেধাম্ ॥ ৫

আমি ( আরাধিতা হইয়া ) যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে শ্রেষ্ঠ করি ; তাহাকে ব্রহ্মা, ঋষি অথবা উত্তম প্রজ্ঞাশালী করিয়া থাকি।

নৃতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

উপাসতে যে পরমাং সর্বলোকৈককমাতরম্ ।

তেহ ভীষ্টং সকলং যাস্তি বিত্যাং মুক্তিপ্রদায়পি ॥

( ৪১৩৩৩ )

যাহারা সর্বলোকের একা অদ্বিতীয়া পরমা মাতাকে উপাসনা করে, তাহারা সর্ববিধ অভীষ্ট, এমন কি মুক্তিপ্রদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।



## [ স্বরথের বর প্রার্থনা—অভ্যুদয় ]

মন্ত্র ১৫—১৬, ( পৃ: ৯১ )

অর্থার্থ :—মার্কণ্ডেয়: উবাচ ( মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরিকে কহিলেন ),—ততঃ ( অনন্তর ) নৃপঃ ( রাজা স্বরথ ) অশ্রু-জন্মানি ( জন্মান্তরে ) অবিলম্বশি রাজ্যং ( অশ্রুজিত রাজ্য ), অত্র চ এব ( এবং এই জন্মেই ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) হত-শত্রু-বলং ( শত্রু সৈন্য নিহত হইয়াছে এমন ) নিজং রাজ্যং ( স্বকীয় রাজ্য ) বত্রে ( প্রার্থনা করিলেন ) ।

অনুবাদ :—মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর রাজা পরজন্মে অশ্রুজিত রাজ্য এবং এই জন্মেই বলপূর্বক শত্রু সৈন্য নিহত করিয়া যাহাতে স্বীয় রাজ্য লাভ করিতে পারেন এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন ।

টিপ্পনী ।

স্বরথের বংশ পরিচয়—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ( প্রকৃতিখণ্ড, ৬১ তম অধ্যায় ) রাজা স্বরথের বংশ পরিচয় এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । চন্দ্রতনয় বৃধ কুবেরের ঔরসে স্বতাচীর গর্ভে উৎপন্ন চিত্রানাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন । চিত্রার গর্ভে বৃধের চৈত্র নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । মহাদানশীল চৈত্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সম্রাট হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । চৈত্রের তনয় রাজা অধিরথ ; অধিরথ তনয় সম্রাট স্বরথ ।

হতশত্রুবলং বলাৎ—বলাৎ সামর্থ্যাৎ সামর্থ্যমাপ্তিত্য হতং শত্রুবলং শত্রুসৈন্যং যত্র । ক্ষত্রয়াণাং স্বসামর্থ্যং বিনা রাজ্যপ্রাপ্তেরষণস্বরত্নাৎ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) ।

স্বরথ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন ইহজন্মে স্বীয় বলবীৰ্য্যপ্রভাবে শত্রুসৈন্য নিহত করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিতে পারেন । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বকীয় সামর্থ্য প্রয়োগ না করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তি অকৌতুক্য; এই কারণে তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন ।

স্বরথের রাজ্যপ্রার্থনা—“সর্বো রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মশু ধারকঃ” সমস্ত ধর্ম্ম রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, রাজা ধর্ম্মের ধারক । স্বরথ এইরূপ একজন আদর্শ ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন । দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে (১৫) যে, তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের স্থায় সম্যক্রূপে পালন করিতেন । তিনি দেবীর নিকট শুধু ভোগস্বথের জন্ত রাজ্য



প্রার্থনা করেন নাই। যাহাতে স্বীয় অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে অধর্ম দমন পূর্বক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, সেই শুভ উদ্দেশ্যদ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্মরণ ইহ জন্মে হতরাজ্যের পুনরুদ্ধার এবং পরজন্মে অস্থলিত রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

**প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম**—গীতাভাষ্যোপক্রমণিকায় আচার্য্যপাদ শঙ্কর বলেন, “জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদ্ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতু বঃ স ধর্মঃ” যাহা জগতের স্থিতিরক্ষার কারণ এবং প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু তাহাই “ধর্ম”। বেদোক্ত ধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। ঐহিক ও পারত্রিক সুখসম্পদ লাভার্থ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানই প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম। আর ইহাতে বীতস্পৃহ হইয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক প্রভৃতির একমাত্র নিদান যে অজ্ঞান, তাহার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা নির্বাণপদ পাইবার জন্য শম-দম-তিতিফাদি ধর্মের অনুষ্ঠানকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের ফল অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগৈশ্বর্য এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মের ফল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি।

ভগবতীচণ্ডিকা সাধকের প্রার্থনানুসারে অভ্যুদয়ও নিঃশ্রেয়স উভয়ই প্রদান করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের উপাসনাদ্বারা মহারাজ স্মরণ দেবীর প্রসাদে অভ্যুদয় এবং বৈশ্ব সমাধি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের উপাসনা দ্বারা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

### [ সমাধির বর প্রার্থনা—তত্ত্বজ্ঞান ]

মন্ত্র ১৭, ( পৃ: ৯১ )

অন্বয়ার্থ। ততঃ ( অনন্তর ) নির্কিণ্ণ-মানসঃ ( বিষয়ে বিরক্ত চিত্ত ) প্রাজ্ঞঃ ( প্রজ্ঞাবান্ ) সঃ বৈশ্বঃ অপি ( সেই বৈশ্ব সমাধিও ) মম ইতি ( ইহা আমার ) অহম্ ইতি ( ইহা আমি, এইরূপ ) সদ্ধ-বিচ্যুতি-কারকং ( আসক্তিবিনাশক ) জ্ঞানং ( তত্ত্বজ্ঞান ) বরে প্রার্থনা করিলেন )।

অনুবাদ।—অনন্তর সেই বিষয়-বিরক্তচিত্ত প্রজ্ঞাবান্ বৈশ্বও ‘ইহা আমি’, ‘এইটি আমার’—এইপ্রকার আসক্তি বিনাশকারি তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।



টিপ্পনী ।

সমাধির বর প্রার্থনা—দেবীভাগবতে এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

বৈশ্বস্ত্যমপ্যবাচেদং কৃতাজ্জলিপুটঃ শুচিঃ ।

ন মে গৃহেণ কার্য্যং বৈ ন পুত্রেণ ধনেন বা ॥

সর্ব্বং বন্ধকরং মাতঃ স্বপ্নবদ্বন্দ্বং স্মৃটম্ ।

জ্ঞানং মে দেহি বিশদং মোক্ষদং বন্ধনাশনম্ ॥

অসারেহস্মিংশ্চ সংসারে মূঢ়া মজ্জন্তি পামবাঃ ।

পণ্ডিতাঃ সন্তরন্তীহ তস্মান্নেচ্ছন্তি সংসৃতিম্ ॥ ( ৫।৩৫।৩৭-৩৯ )

পবিত্র হৃদয় বৈশ্ব কৃতাজ্জলিপুটে দেবীকে কহিলেন, মাতঃ আমার গৃহ, পুত্র বা ধন কিছুতেই প্রয়োজন নাই । কারণ গৃহাদি বস্তু সকল সংসার বন্ধনের হেতু এবং স্বপ্নের ত্যায় ক্ষণভঙ্গুর । হে দেবি ! আপনি আমাকে মোক্ষপ্রদ বন্ধনাশক নির্মল জ্ঞান প্রদান করুন । মূঢ় পামর ব্যক্তিরাই অসার সংসারে মগ্ন হইতে ইচ্ছা করে, পণ্ডিতগণ তাহা হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন ।

নির্বিবল্লমানসঃ—নির্বিবল্লং বিরক্তং বিষয়স্বথবিমুখং মানসম্ অন্তঃকরণং যশ্চ সঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । যাঁহার চিত্ত বিষয়স্বথে বিমুখ হইয়াছে, ঈদৃশ বৈশ্বসমাধি ।

প্রাজ্ঞঃ—(১) সারাসারবিবেকবান্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । সার ও অসার অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য এইরূপ বিবেকযুক্ত । (২) প্রাজ্ঞত্বং মূলীচ্ছয়াতিবুদ্ধিমব্বাচ ( নাগোজী ) । মুক্তির ইচ্ছা এবং অতিশয় বুদ্ধিমত্তা হেতু সমাধিকে “প্রাজ্ঞ” বলা হইয়াছে । উৎকৃষ্ট বুদ্ধি সজ্জাত না হইলে কাহারও ভিতর মুক্তিপিপাসা জাগ্রত হয় না ।

স্বরথের মত সমাধিও কেন বিষয়স্বথ প্রার্থনা করিলেন না ‘নির্বিবল্লমানসঃ’ ও ‘প্রাজ্ঞ’ এই দুইটি বিশেষণদ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে । প্রথমটি দ্বারা “বৈরাগ্য” ও দ্বিতীয়টি দ্বারা “বিবেক” উপলক্ষিত হইয়াছে । সমাধি বিবেক-বৈরাগ্য বলে ভোগৈশ্বর্যের নশ্বরতা ও অকিঞ্চিকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অভ্যুদয় প্রার্থনা না করিয়া নিঃশ্রেয়স প্রদ তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন ।

মমেত্যহমিতি সজ্জবিচ্যুতিকারকম্—(১) মম ইতি অহম্ ইতি যঃ সজ্জঃ তদ্বিচ্যুতিঃ তন্নাশঃ তৎকরম্ ইতি জ্ঞানবিশেষণম্ ( নাগোজী ) । ইহা আমার, ইহা আমি এইপ্রকার যে আসক্তি, তাহার নাশকারি জ্ঞান । (২) মমেতি পুত্রদারাদৌ, অহমিতি



দেহে যঃ সঙ্গ আসক্তিঃ অভিমান ইতি যাবৎ তস্ম বিচ্যুতিঃ অশেষেণ অপগমঃ, তৎকারকং নাশকারকমিত্যর্থঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা ) । জীপুত্রাদিতে আমার এবং দেহে আমি এইরূপ যে আসক্তি বা অভিমান, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় । সমাধি এই তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন ।

মমতা, অহংতা—অতন্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ অধ্যাসঃ । তেন নিঃসঙ্গস্ত এব আত্মনো মমত্বাবির্ভাবঃ সৰ্ব্বদুঃখাবহো ভবতি । মমতা চাহংতা চ সঙ্গঃ সংসর্গোপেক্ষাবুদ্ধিঃ দ্বৈতজ্ঞানং ভেদনিবন্ধনং, তস্ম বিচ্যুতিকারকং বিচ্ছেদজনকং মোক্ষোপযোগি জ্ঞানম্ ( শান্তনবী ) । যে বস্তু যাহা নয়, তাহাতে উক্ত বুদ্ধি আরোপকে ‘অধ্যাস’ বলে । এই অধ্যাস বশতঃ অসঙ্গ আত্মার মমতাভিমান হইয়া থাকে । ইহাই সকল দুঃখের নিদান । মমতা ও অহংতাই সঙ্গ বা সংসর্গ । ইহা হইতেই ভেদবুদ্ধি হেতু দ্বৈতজ্ঞান জন্মে । যদ্বারা এই দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সমাধি সেই মোক্ষোপযোগি তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন । তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অহংতা ও মমতার আত্যন্তিক নাশ হইয়া থাকে । এবিষয়ে আচার্য্যপাদ শঙ্কর বলিতেছেন,—

তত্ত্বস্বরূপানুভবাতুং পরজ্ঞানমঙ্গসা ।

অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্ভ্রমাদিবৎ ॥

সম্যগ্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মশ্চেবাখিলং জগৎ ।

একঞ্চ সৰ্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুশা ॥

( আত্মবোধঃ ৪৬, ৪৭ ) ।

দিকের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হইলে যেমন দিগ্ভ্রম দূরীভূত হয়, সেইরূপ জীবের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ‘আমি’, ‘আমার’ ইত্যাদি অজ্ঞান বাধিত হয় । যাহার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, এবংবিধ যোগী যেমন আত্মাতে সমস্ত জগৎ দেখেন, সেইরূপ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সমস্ত আত্মস্বরূপে দর্শন করেন ।

কৌলোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“মোক্ষঃ সৰ্ব্বাত্মতা সিদ্ধিঃ” (৪) । সকল প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভিন্নতা প্রাপ্তিই মুক্তি । সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সহিত পরমাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই । ইহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞান অজ্ঞান প্রসূত । সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া পূর্ণ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্তিই মুক্তি । দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—“সৰ্ব্বং খন্দিমেবাহং নাশদন্তি সনাতনম্ ।” এ সমস্তই “অহং” অর্থাৎ আমি, “অহং” এর বাহিরে অণু সনাতন বস্তু কিছু নাই । ইহার নাম পূর্ণ অহংতা । এবিধ জ্ঞানই মুক্তির নিদান ।



জ্ঞানম্—(১) তত্ত্বজ্ঞানম্ (নাগোজী)। (২) আত্মসাক্ষাৎকারসাধনম্ (তত্ত্ব-প্রকাশিকা)। আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান; সমাধি দেবীর নিকট ইহাই প্রার্থনা করিলেন। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অল্প কোন উপায়েই মুক্তিলাভ করা যায় না।

জ্ঞানভঙ্গ—মহানির্বাণতন্ত্রে জ্ঞানভঙ্গ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।

বিচার্যমাণে ত্রিতে আত্মত্বৈকোহবশিষ্ঠ্যতে ॥

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ ।

বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥

( ১৪।১৩ঃ—৩২ )

মায়ী প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—এই তিনটি প্রতিভাত হইতেছে, এই তিনটির বিষয় স্থূরধ বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, যাহার ইহা বোধ হইয়াছে, তিনিই আত্মবিৎ।

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাংপরঃ ।

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৪।১১৬

আত্মা সাক্ষিস্বরূপ, বিভূ, পূর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পরাংপর। তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্যে লিপ্ত নহেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তি ঘটে।

মহানির্বাণতন্ত্র বলেন, আত্মজ্ঞান ব্যতীত অল্প কোন উপায়েই মুক্তিলাভ হইতে পারে না। নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান, জপ পূজা হোম উপবাসাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং শুদ্ধচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান স্ফূরিত হয়।

কুর্বাণঃ সততং কৰ্ম্ম কৃৎস্না কষ্টণতাগ্রপি ।

তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কৰ্ম্মণা ।

জায়তে ক্লীণতমসাং বিহ্বাং নির্মলাত্মনাম্ ॥ ১৪।১১১-২

যতকাল জ্ঞানোদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সতত কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং শত কষ্ট স্বীকার করিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং নিষ্কাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তিসম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে এবং হৃদয়াকাশ নির্মল হইলে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।



ন মুক্তির্জপনাক্ষোমাদ্ উপবাসশতৈরপি ।  
 বৈষ্ণবাহম্ ইতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ১১৫  
 বায়ু-পৰ্ণ-কণা-তোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।  
 সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপাক্ষজলেচরাঃ ॥ ১২১

জপ, হোম ও শত শত উপবাসেও মুক্তি হয় না; কিন্তু আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইলে দেহীর মুক্তিলাভ ঘটে। বায়ু, পত্র, তণ্ডুল কণা বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রত-ধারণে যদি মোক্ষলাভ হয়, তবে দর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জন্তু—এ সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত।

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষকসাধনম্।

জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্ত্রাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৪১৩৫

হে দেবি! আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন। যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহলোকেই জীবমুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

কৌলোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—“আত্মজ্ঞানামোক্ষঃ” (৩৭)। আত্মজ্ঞানলাভ হইলেই মুক্তিলাভ হয়। পরশুরাম-কল্পমূর্ত্তের মতে “আত্মলাভায় পরং বিঘ্নতে।” আত্মজ্ঞান-লাভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ফল আর কিছুই নাই।

### [ সুরথকে স্বরাজ্য ও মনুহ লাভের বর প্রদান ]

মন্ত্র ১৮—২০, ( পৃ: ২১ )

অম্বস্বার্থ। দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (সুরথ ও সমাধিকে কহিলেন),—নৃপতে! (হে রাজন্, সুরথ)। স্বল্পৈঃ অহোভিঃ (অতি অল্প দিন মধ্যেই) ভবান্ (তুমি) রিপূন্ হত্বা (শত্রুগণকে নিহত করিয়া) স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে (নিজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে)। তত্র (তথায়, স্বরাজ্যে) তব [রাজ্যং] (তোমার রাজত্ব) অস্থলিতং ভবিষ্যতি (বিচ্যুতিহীন হইবে)।

অনুবাদ্,—দেবী কহিলেন,—হে রাজন্! অতি অল্প দিন মধ্যেই তুমি শত্রুসমূহকে নিহত করিয়া নিজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে। তথায় তোমার রাজত্ব বিচ্যুতিহীন হইবে।



টিপ্পনী ।—

অস্থলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি—তত্র স্বরাজ্যে তব অস্থলিতং স্থলনাভাবো ভবিষ্যতি, চ্যুতিন্ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। যদ্বা তত্র তদ্ ইত্যর্থঃ, তদ্ রাজ্যম্ অস্থলিতম্ অচঞ্চলং ভবিষ্যতি; নিষেধার্থো বা অ-শব্দঃ, স্থলিতম্ অ-ভবিষ্যতি, ন ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ (তদ্ব-প্রকাশিকা)।

সেই স্বরাজ্যে (তত্র) তোমার অস্থলন (অস্থলিতং) হইবে, অর্থাৎ তোমার কখনও রাজ্যচ্যুতি ঘটবে না। অথবা তত্র=তং, তোমার সেই রাজ্য হইবে অচঞ্চল (অস্থলিতং)। অথবা অ-স্থলিতং=ন স্থলিতং। তোমার ঐ রাজ্য কদাপি স্থলিত হইবে না।

তব রাজ্যং, তব তচ্চ, তবতত্র ইতি পাঠত্রয়ম্ (শান্তনবী)।

স্বরথকে দেবীর বর প্রদান—দেবীভাগবতে এই প্রসঙ্গটি নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

তমুবাচ তদা দেবী গচ্ছ রাজন্নিজং গৃহম্।

শত্রবঃ ক্ষীণসঙ্কাস্তে গমিস্থস্তি পরাজিতাঃ ॥

মত্ত্বিগন্তে সমাগমা তে পতিস্থস্তি পাদয়োঃ।

কুরু রাজ্যং মহাভাগ নগরে স্বং যথাস্থম্ ॥

কৃত্বা রাজ্যং স্থবিপুলং বর্ষণামমৃতং নৃপ।

দেহাস্তে জন্ম সংপ্রাপ্য সূর্য্যাস্ত ভবিতা মনুঃ ॥ (৫।৩৫।৩৪-৩৬)

তখন দেবী স্বরথকে কহিলেন,—রাজন্! তুমি নিজ গৃহে গমন কর। তোমার শত্রুগণ হীনবল হইয়া তোমার নিকট পরাজিত হইয়া গমন করিবে। তোমার মত্ত্বিগণও আসিয়া তোমার চরণে পতিত হইবে। অতএব হে মহাভাগ! তুমি নিজ নগরে গমন করিয়া যথাস্থ্যে নিজ রাজ্য পালন কর। হে নৃপ! তুমি অমৃত বর্ষ বিশাল রাজ্য শাসন করতঃ দেহত্যাগের পর সূর্য্য হইতে সাবর্ণি মনু হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

মন্ত্ৰ ২১—২২, (পৃঃ ২১)

অম্বস্বার্থা—মৃতঃ চ [সন্] (এবং মৃত হইয়া অর্থাৎ মৃত্যুর পর) ভূয়ঃ (পুনরায়) ভবান্ (তুমি) দেবাং বিবস্বতঃ (সূর্য্যদেব হইতে) জন্ম সংপ্রাপ্য (জন্মলাভ করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) সাবর্ণিকঃ নাম মনুঃ (সাবর্ণি নামক মনু) ভবিষ্যতি (হইবে)।



অনুবাদে ।—আর মৃত্যুর পর পুনরায় তুমি সূর্য্যদেব হইতে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক মনু হইবে ।

টিপ্পনী ।—

সাবর্ণিকঃ—সবর্ণায়াঃ ছায়ায়াঃ অপত্যং সাবর্ণিঃ । সবর্ণা+ইঞ্ ( নাগোজী ) । সাবর্ণিরেব সাবর্ণিকঃ । সংজ্ঞায়াং কন্ ( শাস্তনবী ) ।

সবর্ণা অর্থাৎ ছায়ার পুত্র—এই অর্থে সাবর্ণি । সবর্ণা+ইঞ্=সাবর্ণি । সাবর্ণি+কন্ স্বার্থে=সাবর্ণিক ।

সাবর্ণি—বিষ্ণুপুরাণে ( তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয় অধ্যায় ) কথিত হইয়াছে,—বিষ্ণুকর্মাণ সংজ্ঞা নাম্নী কন্যাকে সূর্য্য বিবাহ করেন । সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে মনু ষম ও ষমী নামে তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয় । কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নাম্নী একটি কন্যাকে স্বামিশুক্রায়ায় নিযুক্ত করতঃ স্বয়ং তপস্বীত্ব অরণ্যে গমন করিলেন । ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপা ছিলেন । দিবাকর ছায়ােকে সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করেন । প্রথম পুত্রের নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সাবর্ণি মনু ও কন্যার নাম তপতী । ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান বর্ণযুক্ত হওয়াতে “সাবর্ণি” নামে অভিহিত হন । সাবর্ণি মনুর অন্তরের নাম সাবর্ণিক মন্বন্তর ; ইহা অষ্টম মন্বন্তর ।

ছায়াসংজ্ঞাস্থতো যোহসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মম ।

পূর্ব্বজস্ত সবর্ণোহসৌ সাবর্ণি স্তেন চোচ্যতে ।

তস্ত মন্বন্তরং হেতুং সাবর্ণিকমখ্যষ্টমম্ ॥

( বিষ্ণুপুরাণম্, ৩।২।১৩-১৪ )

কাঁহারও কাঁহারও মতে, ছায়া সংজ্ঞার সমান বর্ণ অর্থাৎ রূপ বিশিষ্টা ছিলেন বলিয়া “সবর্ণা” নামে অভিহিতা হইতেন । তাঁহার গর্ভজাত বলিয়া অষ্টম মনুর নাম “সাবর্ণি” । ভগবতী চণ্ডিকার বরপ্রাপ্ত হইয়া স্বরথ সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি নামে পরিচিত ও মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন ।

মনু ও মন্বন্তর—( পৃ: ১৪৩ দ্রষ্টব্য



প্রতি কল্পে চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হন। ৪৩,২০,০০০ বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুষ্টয় সমাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনু চারিযুগের একসপ্ততিবার আবর্তনে অর্থাৎ  $৪৩,২০,০০০ \times ৭১$  বৎসর যাবৎ পৃথিবী শাসন করেন। এই নির্দিষ্টকালের নাম মন্বন্তর। এইরূপে চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয় এবং কল্পক্ষয়ে মহাপ্রলয় হইবার পর পুনরায় সৃষ্টি ব্যাপার আরম্ভ হইয়া থাকে।

এই চতুর্দশটি মন্বন্তরের প্রত্যেক মন্বন্তরেই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক একজন ইন্দ্র ও পৃথকভাবে দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু ও মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এক এক মন্বন্তরে এক একজন মনু পৃথিবীতে রাজা হইয়া মানবগণের উপর এবং এক একজন ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া দেবগণের উপর আধিপত্য করেন। দেবগণ প্রজাগণের অল্পশ্রিত যজ্ঞাদি কর্মে পরিতুষ্ট হইয়া সেই সেই কর্মের যথোপযুক্ত ফল বিতরণ করেন। সপ্তর্ষিগণ ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং মন্বন্তর ভেদে ভগবান বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই সকলকে স্বয়ং কার্যে নিয়োগ করেন এবং ধর্মদ্রোহী অসুরগণকে নিধন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করেন। প্রথমতঃ পৃথিবীতে মনু রাজা হন, পরে তাঁহার অবসানে তদীয় পুত্র পৌত্রাদিগণ মন্বন্তরকালের শেষ সময় পর্যন্ত যথাক্রমে পৃথিবী শাসন করিতে থাকেন। এইরূপে যখন যখন মন্বন্তরের নিয়মিত সময় ফুরাইয়া যায়, তখন অপর ইন্দ্র, মনু, দেবতা, ঋষি প্রভৃতি সমস্তই অন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নির্দিষ্ট কার্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন।

স্বরথের মনুত্বলাভরহস্য—স্বরথ ভগবতী চণ্ডিকার নিকট ইহকালে স্বরাজ্যপ্রাপ্তি এবং জন্মান্তরে অস্থলিত রাজ্যভোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাকে স্বরাজ্যলাভের বর ত দিলেনই, উপরন্তু মহাপুণ্য-লাভ্য মনুষ্য প্রাপ্তিরূপে দুর্লভ বরও প্রদান করিলেন। মহাপ্রাপনার ফলে প্রার্থনাভীত বস্তুও লাভ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কথিত আছে,—

উপাসনা চেদমহতামুপাসনা

যয়া মনশ্চাধিকমেতি মানবঃ ।

ধরার্থিনে যৎ স্বরথায় তারিণী

মনুত্বমতাস্তসুখং দদৌ স্বয়ম্ ॥

যদি উপাসনা করিতে হয়, তবে মহৎদের উপাসনা করাই উচিত। যেহেতু মহতের উপাসনা করিলে মানুষ অতীন্দের অতিরিক্ত বস্তুও লাভ করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, পৃথিবীর রাজ্যপ্রার্থী স্বরথকে ভগবতী তারিণীদেবী স্বয়ং অত্যন্ত সুখের আনন্দ মনুষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।



মহন্তরাধিপতিমহুগণ জগৎপরিপালক বিষ্ণুর সঙ্ঘাংশে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।  
বহু পুণ্যফলে এই উচ্চ পদ লাভ হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একাংশেন স্থিতো বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্।  
মহাদিরূপশ্চাত্ত্বেন কালরূপো হপরেণ চ ॥  
সর্বভূতেষু চাত্ত্বেষু সংস্থিতো কুরুতে রতিম্।  
সঙ্ঘংগুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

মহন্তরের অবসানে মহুগণ পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ সস্ত্রান্তে প্রতिसংকরে।

পরস্ত্রান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্ ॥

মহারাজ সুরথের ভোগ-বাসনা রহিয়াছে, স্ত্রুতরাং দেবী তাঁহাকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু মোক্ষই যে পরম জ্ঞেয়, ইহা সুরথ তখন না বুঝিলেও পুত্র কল্যাণদর্শিনী জগন্মাতা তাহা বিশেষভাবে জানেন। স্ত্রুতরাং ভগবতী চণ্ডিকা সুরথকে ভোগের পথ দিয়া যাহাতে মোক্ষের পথে নেওয়া যায়, ভজ্ঞপ বর প্রদান করিলেন। “পরিণামপুত্রকল্যাণদর্শিনী খলু ধীমতী জননী শৈশবাঙ্গিদোষাং তদানীম্ অনভিলষিত বাস্তবকল্যাণম্ অল্পপদিশস্ত্যপি পুত্রং রোচকরমণীয়ে তন্মার্গে প্রবর্তয়তি তদ্বৎ” (দেবীভাষ্যম্)।

শিশুপুত্র শৈশবাঙ্গি দোষ হেতু তৎকালে তাহার প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মায়ের নিকট নিজের রুচি অনুযায়ী রমণীয় বস্তুই প্রার্থনা করে। ঐ অবস্থায় পুত্রের পরিণাম-কল্যাণদর্শিনী বুদ্ধিমতী জননী কি করেন? তিনি তখন তাহাকে ঐ বাস্তব কল্যাণকর বস্তুটির উপদেশ না দিলেও পুত্রকে তাহার রুচিকর রমণীয় বস্তুটি প্রদান করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই কল্যাণকর বস্তুটি যাহাতে লাভ হয়, সেই পথে তাহাকে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন।

জগন্মাতা, ভগবতী, চণ্ডিকা সুরথকে তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিরূপ বর প্রদান করিলেন এবং জন্মান্তরে তাঁহাকে মহাপুণ্যময় মহন্তরাধিপত্য প্রদান করিলেন। এই পদে অমিত ঐর্ষ্যাভোগ রহিয়াছে, অথচ এই ভোগের ভিতর দিয়াই মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। ইহারই নাম ভোগানুকূল মুক্তিমার্গ। দেবীর বরে মহারাজ সুরথ অষ্টম মহন্তরাধিপতি সাবণি মহু হইবেন এবং উক্ত মহন্তরাবসানে পরমপদ অর্থাৎ মুক্তিনাভ করিবেন।



## [ সমাধিকে মোক্ষলাভার্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান ]

মন্ত্র ২৩-২৪, ( পৃ: ৯২ )

অম্বয়্যার্থ। [ হে ] বৈশ্ব-বর্য্য! ( হে বৈশ্বশ্রেষ্ঠ সমাধি )! ত্বয়া ( তোমাকর্তৃক ) যঃ চ বরঃ ( যেই বর ) অস্মত্তঃ ( আমার নিকট ) অভিবাঙ্কিতঃ ( প্রার্থিত হইয়াছে ), তং প্রযচ্ছামি ( তাহা প্রদান করিতেছি ) সংসিদ্ধৌ ( সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ) তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ( তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে )।

অনুবাদঃ—হে বৈশ্ব-শ্রেষ্ঠ! আমার নিকট তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিতেছি—সম্যক্ সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে।

টিপ্পনী।—

যচ্চ বরঃ—তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিরূপঃ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। তত্ত্বজ্ঞানরূপ যেই বর তুমি প্রার্থনা করিয়াছ।

অস্মত্তঃ—ইতি বহুবচনং যশ্চ সার্ব্বাত্ম্যাত্মোক্তকম্ ( নাগোজী )। দেবী নিজেই সার্ব্বাত্মকতাসূচনার্থ বহুবচনাত্মক “অস্মত্তঃ” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। “বৈশ্ববর্য্য ত্বয়া মত্তো বরো যশ্চাভিবাঙ্কিতঃ” কেহ কেহ এইরূপ পাঠ গ্রহণ করেন ( শান্তনবী )।

সংসিদ্ধৌ—(১) মুক্তয়ে, তাদর্থ্যে চতুর্থী ( নাগোজী )। (২) সম্যক্ সিদ্ধৌ নির্বাণমোক্ষার্থম্ ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )। ‘সংসিদ্ধি’ অর্থ সম্যক্ সিদ্ধি বা নির্বাণ মোক্ষ। তুমি সংসিদ্ধি বা মুক্তির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। অর্থাৎ তোমার জ্ঞান লাভ হইবে, যাহার ফলে তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

(৩) তং বরং সংসিদ্ধৌ পরমাত্মরূপসংগত্যে প্রযচ্ছামি। ততশ্চ বরপ্রদানতঃ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি। মোক্ষার্থী জ্ঞানমুচ্যতে ( শান্তনবী )। সংসিদ্ধি অর্থাৎ পরমাত্মরূপ-সংগতি লাভের নিমিত্ত তোমাকে সেই বর প্রদান করিতেছি। ঐ বর প্রদান করিলে তোমার জ্ঞানলাভ হইবে। মোক্ষ বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহাকে “জ্ঞান” বলে।

কর্ন ও জ্ঞান—বৈধকর্ম সকাশভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে ভোগৈশ্বর্য্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। আর উহা নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তিলাভ



হইয়া থাকে। গীতায় এই তত্ত্ব বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে; চণ্ডীতে সুরথ ও সমাধির ইতিবৃত্তদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইল। এ সম্বন্ধে দেবীভাষ্যকার বলেন,—

এবঞ্চ বন্ধহেতুত্বাং বৈধমপি নিধিলং কৰ্ম পরিত্যাগ্যমিতি নাস্তিকপ্রায়াণং মতং  
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবদ্ অনেনাপি নিবন্ধেন পরিহৃতম্। তত্র গীতায়াম্পদেমাভ্যেণ অত্র  
পুনরিতিবৃত্তবর্ণনেন ইতি বিশেষঃ।

বন্ধনের হেতু বলিয়া বৈধ হইলেও যাবতীয় কৰ্ম পরিত্যাগ করা উচিত, ইহা নাস্তিকতুল্য ব্যক্তিদের মত। এই মতবাদ গীতাতে এবং বর্তমান নিবন্ধ অর্থাৎ চণ্ডীতেও খণ্ডন করা হইয়াছে। গীতাতে বাহ্য শুধু উপদেশ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, চণ্ডীতে তাহা ইতিবৃত্তদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; উভয়ের মধ্যে ইহাই বিশেষত্ব।

জংসিদ্ধি বা মোক্ষ—“পঞ্চবন্ধা জ্ঞানস্বরূপাঃ” (কৌলোপনিষৎ, ১৪)। মিথ্যা-জ্ঞানমূলক পঞ্চবন্ধনে জীব আবদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। এই বন্ধন পঞ্চক ছিন্ন করিতে পারিলেই জীব সংসিদ্ধি বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যে পঞ্চবিধ ভাস্কর্য্য হইতে এই পঞ্চবন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে, শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় উক্ত সূত্রের ভাষ্যে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন,—

অনাত্মনি আত্মাবুদ্ধিঃ, আত্মনি অনাত্মাবুদ্ধিঃ ইত্যাদি জ্ঞানাত্মেব বন্ধরূপাণি।  
জীবানাং পরম্পরং ভেদঃ, ঈশ্বরাদ্ ভেদঃ, চৈতন্যাদ্ ভেদঃ ইতি জ্ঞানত্রয়েণ সহ পঞ্চ।

(১) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি। দেহ বা মন আত্মা নহে, অথচ জীব ইহাদিগকে আত্মা বলিয়া মনে করে। (২) আত্মায় অনাত্মা বুদ্ধি—পরব্রহ্মই আত্মা, অথচ তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানে না। (৩) জীবগণের পরম্পর ভেদ। যদিও সর্বভূতে একই ব্রহ্ম বিরাজমান তথাপি জীব একে অপরকে ভিন্ন মনে করে। (৪) ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ। ঈশ্বর ও আত্মা অভিন্ন হইলেও জীব ঈশ্বরকে ভিন্ন মনে করে। (৫) চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইতে আত্মার ভেদ। আমাদের উপাস্ত শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্ম “ঈশ্বর” পদ বাচ্য; আর নিগুণ নিরূপাধিক ব্রহ্ম “চৈতন্য” পদ বাচ্য। আত্মা ও চৈতন্য অভিন্ন হইলেও জীব আত্মাকে চৈতন্য (ব্রহ্ম) হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। এই পাঁচটিই বন্ধন, ইহারাই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বন্ধন পঞ্চক ছিন্ন হইলেই মুক্তি। “এষ মোক্ষঃ” (কৌলোপনিষৎ, ১৩)। আত্মসত্তা, জগৎসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা—এই ত্রিবিধসত্তার একত্ব ধারণাই মুক্তি; ইহাই পরম জ্ঞান, ইহাই পরব্রহ্মপ্রাপ্তি। আত্মসত্তার নাম “অহঙ্কা,” জগৎ সত্তার নাম “ইদম্ভা”। এই প্রকার পরম জ্ঞান



লাভ হইলে অহঙ্কা ও ইদম্ভা ব্রহ্মসত্যায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। “সর্বসমো ভবেৎ” (কৌলোপনিষৎ, ৪৪)। উক্ত প্রকারে পরম জ্ঞানলাভ করিলে সাধকের সর্বভূতে, সর্বপদার্থে অনন্তভাবের উদয় হইয়া থাকে অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। “স মুক্তো ভবতি” (কৌলোপনিষৎ, ৪৫)। যে সাধক এই প্রকারে সর্বত্র অথও ব্রহ্মভূতি লাভ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান।

### [ জ্ঞানের সপ্তভূমিকা ]

ভগবতী চণ্ডিকা বৈষ্ণব সমাধিকে বর প্রদান করিলেন,—“সংসিদ্ধ্য তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি”। তুমি জ্ঞানের সোপান পরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া পরমা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে জ্ঞানের সপ্তভূমিকা বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছায়া প্রথমা পরিকীর্তিতা।

বিচারণা দ্বিতীয়া ত্রীয়া তত্বমানসা ॥

সদ্বাপত্তিশ্চতুর্থী ত্রীয়া ততোহসংসক্তি নামিকা।

পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্ধ্যগা স্মৃতা ॥

‘শুভেচ্ছা’ নামক যে জ্ঞানভূমি তাহাই প্রথম বলিয়া খ্যাত, ‘বিচারণা,’ দ্বিতীয় ভূমি, ‘তত্বমানসা,’ তৃতীয়, সদ্বাপত্তি চতুর্থ, ‘অসংসক্তি’ পঞ্চম, ‘পদার্থাভাবনী’ ষষ্ঠ এবং ‘তুর্ধ্যগা’ নামক ভূমি সপ্তম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে।

(১) **শুভেচ্ছা**—নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেকপূর্বক ফলপর্যাবসায়িনী যে মোক্ষেচ্ছা অর্থাৎ যাহার ফলে সাধক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহাই ‘শুভেচ্ছা’ নামক প্রথম জ্ঞান ভূমিকা। আচার্য্য শঙ্কর “শুভেচ্ছার” এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন,—

স্থিতঃ কিং যুত এবান্মি প্রেক্ষ্যাহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।

বৈরাগ্যপূর্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছা চোচ্যতে বৃধৈঃ ॥

( সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ, ২৪১ )

আমি শাস্ত্রদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কি যুতের মত অবস্থান করিতেছি, বৈরাগ্য-পূর্বক এবং বিধি ইচ্ছাকে পণ্ডিতেরা “শুভেচ্ছা” বলিয়া থাকেন।

(২) **বিচারণা**—প্রথম জ্ঞানভূমিতে উপনীত হইবার পর গুরুর নিকট গমন-পূর্বক শ্রবণমননরূপ যে বেদান্তবাক্য বিচার, তাহাই “বিচারণা” নামক দ্বিতীয় ভূমিকা।



শাস্ত্রসম্মত সম্পর্ক বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্বকম্।

সদাচারপ্রবৃত্তি প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ (ঐ, ২৪২)

বেদাদি শাস্ত্রের অত্মশীলন, সাধুগণের সহিত সহবাস এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস সহকারে যে সদাচারে প্রবৃত্তি জন্মে, পণ্ডিতেরা তাহাকে “বিচারণা” বলিয়া থাকেন।

-(৩) তত্ত্বমানসা (বা তত্ত্বমানসী)—দ্বিতীয় ভূমিকাতে আরোহণ করিবার পর নিদিধ্যাসনের অভ্যাসনিবন্ধন একাগ্রতা বশতঃ সাধকের মনের যে সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণের যোগ্যতা জন্মে, তাহাই “তত্ত্বমানসা” নামক তৃতীয় ভূমিকা। শ্রীযং শঙ্করাচার্য্য বলেন,—

বিচারণা-শুভেচ্ছাভ্যামিচ্ছিয়াথেষু রক্ততা।

যত্র সা তত্ত্বতামেতি প্রোচ্যতে তত্ত্বমানসী ॥ (ঐ, ২৪৩)

যে অবস্থায় বিচারণা ও শুভেচ্ছা নামী যোগভূমিকার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে অত্মরোগ ক্ষীণভাব ধারণ করে, তাহাকে পণ্ডিতগণ “তত্ত্বমানসী” বলিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত তিনটি ভূমিকা মোক্ষের সাধন স্বরূপ। এই অবস্থাদ্বয়কে যোগিগণ “জাগ্রৎ” বলিয়া অভিহিত করেন। যুগ্ম ব্যক্তির ঐ অবস্থায় জগৎ বিষয়ক ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয় না, পরন্তু তাহা বিদ্যমান থাকে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,

ভূমিকাত্রিতয়স্বৈতদ্ রাম জাগ্রদ্বিতী স্থিতম্।

যথাবদ ভেদবুদ্ধ্যদং জগৎ জাগ্রতি দৃশ্যতে ॥

হে রাম! এই ভূমিকাত্রেয় জাগ্রৎ অবস্থা নামে অভিহিত হয়, কারণ জাগ্রৎ কালের আয় এই ভূমিকায় জগৎ যথাবৎ ভেদবুদ্ধি সহকারে প্রতীত হইয়া থাকে।

(৪) সত্ত্বাপত্তি—তৃতীয় ভূমিতে উপস্থিত হইবার পর বেদান্ত বাক্য শ্রবণ হইতে সাধকের ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিষয়ে যে নির্দ্বিধিকল্পক সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই ফলরূপা চতুর্থী ভূমিকা। ইহা সত্ত্বাপত্তি এবং স্বপ্নাবস্থা বলিয়া কথিত হয়। যেমন স্বপ্নে প্রতীয়মান বিষয় সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ তৎকালে সমস্ত জগৎ মিথ্যারূপে ক্ষুরিত হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,—

অদ্বৈতে স্মৈর্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।

পশুন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ ॥

অদ্বৈতে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈতে প্রশমিত হইলে চতুর্থী ভূমিকায় আকৃত ব্যক্তিগণ লোককে অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারকে স্বপ্নের আয় দেখিয়া থাকেন।



আচার্য্যপাদ শঙ্কর সত্বাপত্তি বা চতুর্থীভূমিকার এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

ভূমিকা ত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেহর্থবিরতেবশাং ।

সত্বান্নি স্থিতে শুদ্ধে সত্বাপত্তিরূদাহত ॥ ( ৯৪৪ )

পূর্বোক্ত তিনটি ভূমির অভ্যাস প্রযুক্ত চিত্তে বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইলে, শুদ্ধ সত্বগুণপ্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে পণ্ডিতেরা “সত্বাপত্তি” বলিয়া থাকেন।

যোগবাশিষ্ঠের মতে চতুর্থীভূমিকাপ্রাপ্ত এই যোগী ব্রহ্মবিশ্ব বসিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী ভূমিকা জীবন্মুক্তিরই অবান্তর ভেদ। এই সাতটি ভূমিকা সম্বন্ধে এইরূপ একটি সংগ্রহ শ্লোক আছে,—

চতুর্থীভূমিকা জ্ঞানং তিশ্রঃ স্য্যঃ সাধনং পুরা ।

জীবন্মুক্তেরবস্থা স্ত পরা তিশ্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

সপ্তভূমিকার মধ্যে চতুর্থী ভূমিকাটি জ্ঞানের অবস্থা। তৎপূর্ববর্তী ভূমিকাত্রয় ঐ জ্ঞানের সাধনস্বরূপ। আর উহার পরবর্তী তিনটি ভূমিকা জীবন্মুক্তির অবস্থা বিশেষ বলিয়া কথিত হয়।

(৫) অসংসক্তি—সবিকল্পক সমাধির অভ্যাসবশতঃ মন নিরুদ্ধ হইলে যে নিরীকল্প সমাধি অবস্থা হয় তাহা ‘অসংসক্তি’ নামে বা ‘স্বষ্টি’ নামে কথিত হইয়া থাকে। কারণ স্বষ্টি হইতে লোক যেমন স্বতঃই উৎপিত হয়, সেইরূপ এই অবস্থা হইতেও সাধক অস্ত্রের প্রযত্ন বিনা স্বয়ংই উৎপিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের যোগী ব্রহ্মবিত্তর।

আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চমী ভূমিকা ‘অসংসক্তি’ সম্বন্ধে বলেন,—

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদ্ অসংসর্গফলা তু য়া ।

রুচসত্বচমৎকারা প্রোক্তাহ সংসক্তিনামিকা ॥ ( ৯৪৫ )

পূর্বোক্ত ভূমি চতুষ্টয়ের অভ্যাস বশতঃ কাহারও সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং সত্বগুণের আধিক্য জন্মে ; এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতেরা “অসংসক্তি” ভূমিকা বলিয়া থাকেন।

(৬) পদার্থাভাবনী ( বা পদার্থাভাবনা )—পঞ্চমী ভূমিকা অভ্যাসের পরিপক্বতা হইলে যে দীর্ঘকালস্থায়ী তাদৃশ অবস্থার আবির্ভাব হয়, তাহাকে ‘পদার্থাভাবনী’ নামে অথবা গাঢ় স্বষ্টি নামে অভিহিত করা হয়। যোগী ব্যক্তি এই অবস্থা হইতে স্বয়ং উৎপিত হননা, পরন্তু পরের প্রযত্ন ক্রমেই ব্যবহারিক দশায় উপস্থিত হন। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,—



পঞ্চমীঃ ভূমিকামেত্য স্মৃশ্চিপদনামিকাম্ ।

ষষ্ঠীঃ গাঢ়স্মৃশ্চাধ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্ ॥

জ্ঞানীব্যক্তি স্মৃশ্চি নামে পরিচিত পঞ্চমী ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে ক্রমে গাঢ় স্মৃশ্চি নামে ষষ্ঠী ভূমিকায় অধিকৃত হইয়া থাকেন ।

আচার্য্য শঙ্কর “পদার্থাভাবনা”র এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

ভূমিকাঃপঞ্চমাভ্যাসাৎ স্বাআরামতয়া ভূশম্ ।

অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানাম্ অভাবনাং ॥

পরপ্রযুক্তেন চিরপ্রযত্নেনাববোধনম্ ।

পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥ (২৪৬—৭)

পাঁচটি ভূমিকার অভ্যাস বশতঃ একান্ত আআরাম হইয়া অবস্থান করা হেতু সাধক বধন বাহ ও অভ্যন্তরীণ কোনও পদার্থের চিন্তা করেন না এবং পরের প্রযুক্ত অতিশয় যত্নদ্বারা বখন ব্যবহারিক চেতনা ফিরিয়া পান, ঐ অবস্থাকে “পদার্থাভাবনা” নামক ষষ্ঠ জ্ঞানভূমি বলে ।

(৭) তূর্য্যগা ( তুরীয়াবস্থা )—

সর্বপ্রকার ভেদদর্শন অপগত হওয়ায় সেই সমাধি অবস্থা হইতে যোগীব্যক্তি স্বতঃ অথবা পরতঃ ব্যুথিত হন না, পরন্তু সকল সময়ে কেবল তন্ময় হইয়াই অবস্থান করেন, ঐ অবস্থাকে জ্ঞানের সপ্তমীভূমিকা “তূর্য্যগা” বা তুরীয়াবস্থা বলে । এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর প্রাণবায়ু স্বপ্রযত্ন ব্যতীত পরমেশ্বরের দ্বারাই প্রেরিত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহার দৈহিক ব্যবহারও অস্ত্রের দ্বারাই নির্দ্ধাহিত হইয়া থাকে । এই উচ্চতম জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়া যোগী “পরিপূর্ণপরমানন্দঘন এব সর্বতস্তিষ্ঠতি” সকল দিকেই পরিপূর্ণ পরমানন্দঘন হইয়া সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন । যিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সপ্তমী জ্ঞানভূমিকার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

ষড়্ভূমিকা চিরাভ্যাসাদ্ ভেদশ্চানুপলব্ধনাং ।

যৎস্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তূর্য্যগা গতিঃ ॥ ২৪৮

পূর্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির বহুকাল ধরিয়া অভ্যাসবশতঃ ভেদের আঁটার উপলব্ধি না হওয়াতে এক অদ্বৈতভাবে অবস্থিতিকে পণ্ডিতেরা “তূর্য্যগা” নাম্নী সপ্তমী জ্ঞানভূমিকা বলেন ।



পরব্রহ্মবদাভাতি নির্বিকারৈকরূপিণী ।

সর্বাবস্থাস্থ ধারৈকা তুর্যাখ্যা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৫৮

যিনি পরব্রহ্মের গ্রাম প্রকাশ পান, ধাঁহার সমস্ত অবস্থাতেই নির্বিকার স্বরূপ একাকার স্বত্তি, সেই যোগীর অবস্থাকে পণ্ডিতগণ “তুর্যাখ্যা” বলিয়া থাকেন ।

যোগবাশিষ্ঠ সপ্তমী জ্ঞানভূমিকার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন,—

ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমৌ ভূমিমাংসুয়াং ।

বিদেহমুক্ততা তূক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা ॥

অগম্যা বচসাং শাস্তা সা সীমা যোগভূমিষু ।

কৈশ্চিৎ সা শিবমিত্যুক্তো কৈশ্চিদ ব্রহ্মেতাদাহতা ॥

কৈশ্চিৎ প্রকৃতি-পুংভাব-বিবেক ইতি ভাবিতা ।

অষ্টৈবপ্যাগ্ৰথা নানাভেদৈ রাঅবিকল্পিতৈঃ ॥

নিত্যমব্যপদেশ্যাপি কথঞ্চিদুপদিশতে ।

( নির্বাণপ্রকরণম্, ১২৬।৭০-৭৩ )

এইরূপে ষষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থান করিয়া যোগী ক্রমে সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ করেন, সপ্তম ভূমিকায় অধিকৃত হইয়া একেবারে বিদেহমুক্ত হইয়া যান । এই সপ্তম ভূমির অবস্থা বাক্যের অগম্য, তাহা শাস্তস্বরূপ এবং যোগভূমি সকলের মধ্যে তাহাই সীমা বা চরম স্থান ।

এই অবস্থাকে কেহ “শিব” বলিয়া থাকেন, কেহ “ব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন, কেহ প্রকৃতি-পুরুষের একীভাবে অবস্থিতি বলিয়া থাকেন, এইরূপ অপরেও নিজ নিজ কল্পনানুসারে অগ্ন অগ্ন প্রকারে অভিহিত করিয়া থাকেন । ফলতঃ এই অবস্থা কোনরূপে কথায় বুঝান যাইতে পারে না, তবে যে-কোন প্রকারে লোককে বুঝান হয় মাত্র ।

বিদেহমুক্তি—এই বিদেহমুক্তির অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতং বা

সিন্ধো ন পশুতি যতোহধ্যগমং স্বরূপম্ ।

দৈবাত্মপেতমথ দৈববশাদপেতং

বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদাস্কঃ ॥

মদিরামদে লুপ্তচৈতন্য ব্যক্তি যেমন কটিদেশে বস্ত্র রহিল কি বিচ্যুত হইল তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষও দৈববশে প্রাপ্ত অথবা দৈবক্রমে পরিত্যক্ত



এই বিনশ্বর দেহ অবস্থিত রহিল কি উখিত হইল তাহা লক্ষ্য করেন না, কারণ তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কৰ্ম্ম যাবৎ

স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাস্তুঃ ।

তং সপ্রপঞ্চমধিকৃৎসমাধিযোগঃ

স্বাপ্নং পুন ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥

আবার দৈবাবধীন তাঁহার সেই দেহটিও ততক্ষণ প্রাণযুক্ত বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যতক্ষণ তাঁহার প্রারম্ভ কৰ্ম্ম সেই দেহের আরম্ভক থাকে ; অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্ম্ম যতক্ষণ বলবৎ হইয়া কার্য্যক্ষম থাকে ততক্ষণই তাঁহার দেহ থাকে। তৎপর জাগ্রত ব্যক্তি যেমন আর স্বপ্নের ভাব অনুসরণ করে না, সেইরূপ সমাধিযোগে অধিকৃত ব্যক্তিও আর সপ্রপঞ্চ দেহ প্রাপ্ত হননা। ঋতিও তাহাই বলিয়াছেন,—

“তদ্ যথাহি-নির্ঘর্যনৌ বন্মীকে মৃত্যু প্রত্যস্তা শরীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতেহথায়ম্  
অশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব ।” ( বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৪।৭ )।

যেমন সর্পের নির্মোক্ষ ( সাপের খোলস ) বন্মীকের উপর মৃত ও পরিভ্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, ঠিক সেইরূপেই এই শরীর পড়িয়া থাকে, আর এই যে অশরীর অমৃত প্রাণ অর্থাৎ আত্মা তাহা তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। গীতার ভাষায় ইহারই নাম “ব্রহ্মনির্বাণ”।

এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।

স্থিতি-হস্তামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥

( গীতা, ২।৭২ )

হে পার্থ! এই প্রকারই ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা ; এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লোককে আর সংসারে মোহিত হইতে হয় না ; যিনি মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকেন, তিনি ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

ইহাই জীবের চরম ও পরম সিদ্ধি। ভগবতী চণ্ডিকা সমাধিকে এই “সংসিদ্ধি” লাভের জন্তই বর প্রদান করিলেন।



## [ দেবীর অন্তর্দান ]

অঙ্ক ২৫—২৭ ( পৃষ্ঠা ৯২ )

অন্তর্য্যার্থ।—মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ ( মহর্ষি মার্কণ্ডেয় শিষ্য ক্রৌষ্টীকিকে কহিলেন ), দেবী ( ভগবতী চণ্ডিকা ) তয়োঃ ( স্বরথ ও সমাধি উভয়ের ) ইতি ( এইরূপে ) যথা-অভিলষিতং ( অভিপ্রায় উল্লরূপ ) বরং দত্ত্বা ( বর প্রদান করিয়া ), তাভ্যাং ( তাঁহাদের উভয় কর্তৃক ) ভক্ত্যা অভিষ্টুতা [ সতী ] ( ভক্তি পূর্বক সংস্তুতা হইয়া ) সন্তঃ ( অকস্মাৎ ) অন্তর্হিতা বভূব ( অন্তর্হিতা হইলেন ) ।

অনুবাদ।—মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—দেবী তাঁহাদের উভয়কে এই প্রকারে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হইয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিতা হইলেন ।

টিপ্পনী।—

মার্কণ্ডেয় উবাচ—মুকণ্ডোঃ অপত্যং পুমান্ মার্কণ্ডেয়ঃ । সপ্তকল্লান্তজীবনো মহর্ষিঃ উবাচ ক্রৌষ্টীকিম্ ইতি শেষঃ ( দেবীভাষ্যম্ ) । মুকণ্ডু মূনির পুত্র মার্কণ্ডেয় । ইনি সপ্তকল্লান্তজীবী মহর্ষি । মার্কণ্ডেয় স্বশিষ্য ক্রৌষ্টীকিকে কহিলেন ।

দেবীমাহাত্ম্যের প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে “মার্কণ্ডেয় উবাচ” দৃষ্ট হয় । মেঘস্ মূনি প্রথমতঃ দেবীমাহাত্ম্য স্বরথ ও সমাধির নিকট প্রকাশিত করেন । তৎপর ঐ বৃত্তান্ত মার্কণ্ডেয় মূনি স্বশিষ্য ক্রৌষ্টীকিকে ( বা ভাগুরিকে ) উপদেশ দেন । তৎপর বিদ্যাচল নিবাসী পক্ষিরূপধারী দ্রোণমূনির পুত্রগণ তাহা ব্যাসশিষ্য জৈমিনির নিকট বর্ণনা করেন । পক্ষিগণ দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার সময়ও মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টীকি সংবাদ অল্পক্ৰমেই বলিয়াছিলেন । এইজন্য “মার্কণ্ডেয় উবাচ” আছে, কিন্তু “পক্ষিণঃ উচুঃ” নাই, না থাকিলেও পূর্ব প্রকরণ অনুসারে তাহা বুঝিতে হইবে ।

অভিষ্টুতা—স্বঃ জগতাং স্রষ্ট্রী রক্ষিত্রী সংহিত্রী জননী চেতি সংস্তুতা সতী ( শান্তনবী ) । হে দেবি ! তুমি জগতের সৃষ্টিকারিণী, পালনকারিণী, সংহারকারিণী এবং তুমিই জগজ্জননী—এই বলিয়া স্বরথ ও সমাধি দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ।



## [ মার্কণ্ডেয় চরিত ]

মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যুজন্ম—নরসিংপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভৃগুর পুত্র যুকণ্ড । যুকণ্ডুর মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয় । এই পুত্র জন্মিলে যুকণ্ডু জানিতে পারিলেন যে, ষাটশ বর্ষ বয়সে ইহার মৃত্যু হইবে । তাহাতে পিতামাতা অতিশয় স্ত্রিয়মাণ হইলেন । একদা পিতামাতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া বালক মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—

পিত্রা সার্কং ত্বয়া মাতন' কার্যং দুঃখমম্বহম্ ।

অপনেষ্যামি মে মৃত্যুং তপসা নাত্র সংশয়ঃ ।

যথা চাহং চিরায়ুঃ শ্রাং তথা কুর্য্যামহং তপঃ ॥

( নরসিংহপুরাণম্, সপ্তমোহধ্যায়ঃ )

হে মাতঃ, পিতার সহিত আপনি আমার জন্ম শোক করিবেন না । আমি তপস্যা দ্বারা আমার মৃত্যুকে বিদূরিত করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই । ষাটশ বর্ষে আমি চিরজীবী হইতে পারি সেজ্ঞা আমি তপস্যা করিব ।

পিতামাতাকে এই প্রকারে আশ্বাসিত করিয়া মার্কণ্ডেয় বনে গমন করিলেন এবং তথায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূর্য্যোদয়ের তপোভূমিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই তপোবলে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইয়াছিলেন । কথিত আছে, ষথাকালে মৃত্যু তাঁহার প্রাণহরণের জন্ম আগমন করিলে তিনি ভগবান্ নারায়ণের শ্রীচরণে প্রপন্ন হইয়া মৃত্যুর উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—

নারায়ণং মহশাক্তং পদ্মনাভং পুরাতনম্ ।

প্রণতো হস্মি হৃষীকেশঃ কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ( ঐ )

শ্রীমদ্ভাগবতে ( দ্বাদশ স্কন্ধ ৮ম-১২শ অধ্যায় ) মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে । তাহা হইতে জানা যায়,—

এবং তপঃসাধ্যায়পরো বর্ষাণামযুভায়ুতম্ ।

আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সূহৃজ্জয়ম্ ॥ ( ১২।৮।১১ )

মার্কণ্ডেয় এইরূপে তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে নিরত হইয়া অযুত অযুত বৎসর ভগবান্ হৃষীকেশের আরাধনা করতঃ হৃজ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন ।



তঁাহার তপস্যা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। ছয় মন্বন্তর এইভাবে কাটিয়া যায়। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র তঁাহার তপস্যায় অতিশয় শঙ্কিত হইয়া তপোভঙ্গ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু সমুদ্র উপায়ই ব্যর্থ হয়। তঁাহার এইরূপ তীব্র তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু নর-নারায়ণরূপে তঁাহাকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, আমি যখন আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন আর কি প্রার্থনা করিব? আমি কেবল আপনার মায়া দেখিতে চাই। “ত্ৰক্ষ্যে মায়াং যস্মা লোকঃ সপালো বেদ সন্নিদাম্” (১২।৯।৬)। ব্রহ্মাদি লোকপালগণের সহিত লোকসমূহ যঁাহার দ্বারা কারণবস্তুতে নানা প্রকার ভেদ দর্শন করে, আমি আপনার সেই মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

বিষ্ণু বর দিলেন “তথাস্তু”।

মার্কণ্ডেয়ের ভগবদ্ভাষা দর্শন—মার্কণ্ডেয় একদা পুষ্পভদ্রা তীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহাঝটিকা উপস্থিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রলয়ার্ণবে পৃথিবী প্রাবিত হইয়াছে। সেই মহার্ণবে ভ্রমণ করিতে করিতে মার্কণ্ডেয় একটি বটবৃক্ষের শাখায় পত্রপুটে একটি অপূর্ণ জ্যোতির্ময় শিশুকে শয়ান দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় নিকটে গমন করিলেই শিশুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মশকের শ্রায় তদীয় কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন এবং নিজ আশ্রমও দেখিতে পাইলেন। আবার ঐ শিশুর শ্বাসদ্বারা বহিঃ নিঃসারিত হইয়া প্রলয়ার্ণবে পতিত হইলেন এবং সেই শিশুকে পূর্ববৎবটপত্রে শায়িত দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ বালমুকুন্দকে আলিঙ্গন করিতে উত্তত হইলে অকস্মাৎ তিনি অস্তহিত হইলেন এবং মার্কণ্ডেয় নিজ আশ্রমেই রহিয়াছেন উপলব্ধি করিলেন।

স এবমভূভূয়েদং নারায়ণবিনির্শিতম্।

বৈভবং যোগমায়ায়া স্তমেব শরণং যযৌ ॥ (১২।১০।১)

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এইরূপে এই বিশ্বকে নারায়ণ কর্তৃক রচিত ও তঁাহার যোগমায়ায় বৈভব বলিয়া অনুভব করিয়া সেই নারায়ণেরই শরণাগত হইলেন।

উমা-মহেশ্বর দর্শন ও বর লাভ—তৎপর মহর্ষি মার্কণ্ডেয় শিব ও উমার দর্শন লাভ করেন। তঁাহারা মার্কণ্ডেয় কর্তৃক সংস্তুত হইয়া তঁাহাকে এইরূপ বরপ্রদান করিলেন,—



কামস্তেহয়ং মহর্ষে ২ স্ত ভক্তিমাং স্বমধোক্ষজে ।

আকল্লাস্তাদ্ যশঃ পুণ্যমজরামরতা তথা ॥

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানঞ্চ বিরক্তিমৎ ।

ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাস্ত তে ॥

( ১২।১০।৩৬-৭ )

হে মহর্ষে ! হে ব্রহ্মন্ ! তুমি ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তিমান্ ; অতএব তোমার ভগবদ্ভক্তিনাভরূপ কামনা পূর্ণ হউক ; আর ব্রহ্মতেজোযুক্ত তোমার কল্পকাল পর্যন্ত যশ, পুণ্য, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত বিজ্ঞান হউক এবং তুমি পুরাণাচার্য্য হও ।

মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ নামে পরিচিত মহাপুরাণ ক্রৌঞ্চীকির নিকট কীর্তন করেন । কালিকাপুরাণে কথিত আছে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদয় বেদপুরাণাদিতে সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন । পুরাণাদি বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি সেই সংশয়ভঞ্জন করিতেন । অত্যাশ্রয় মুনিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি তাঁহাদের নিকট কালিকাপুরাণ কীর্তন করেন ।

### [ শাক্তসিদ্ধান্তে ভক্তিরহস্য ]

১৩২৭ মত্রে উক্ত হইয়াছে, ভগবতী চণ্ডিকা স্বরূপ ও সমাধি কর্তৃক ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হইয়াছিলেন “ভক্ত্যা ভাভ্যাম্ অভিষ্টুতা ।” ভক্তি কি, ইহার স্বরূপ ও সাধন কি, ভক্তি কত প্রকার, ভক্তিও জ্ঞানের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় শাক্ত সিদ্ধান্তানুসারে আলোচিত হইতেছে ।

শ্রীশ্রীললিতাসহস্রনামে দেবীর তিনটি নাম ( ১১৮—১২০ সংখ্যক ) দৃষ্ট হয় যথা “ভক্তিপ্রিয়া,” “ভক্তিগম্যা” ও “ভক্তিবশ্যা” । এই নামত্রয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাক্ত-দার্শনিক শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় “সৌভাগ্যভাস্কর” গ্রন্থে ভক্তিরহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত নিত্যষোড়শিকার্ণবের “সেতুবন্ধ” ব্যাখ্যার উপোদ্ঘাত প্রকরণেও তিনি ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন । দেবীভাগবতের অন্তর্গত দেবীগীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভক্তিমাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে ।



মুক্তির ত্রিবিধ সাধন—মুক্তিলাভের তিনটি উপায়—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ। দেবীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

মার্গান্ধরো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ ।

কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।২ )

অধিকারিভেদে উক্ত যোগত্রয় বিহিত। কিরূপ সাধক কোন্ যোগের অধিকারী সে সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

নির্বিশ্লানাং জ্ঞানযোগো গ্ৰাসিনামিহ কর্মসু ।

তেষামনির্বিশ্লচিত্তানাং কর্মযোগস্ত কামিনাম্ ॥

( শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১।১২০।৭ )

কর্মে বিরক্ত হইয়া বাহারা কর্মত্যাগ করে তাহাদের জন্ম জ্ঞানযোগ এবং বাহারা কর্মে অবিরক্ত ও সকাম তাহাদের জন্ম কর্মযোগ বিহিত।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিশ্লো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিঃ ॥ ৮

কোন হেতুতে আমার কথাদি প্রসঙ্গে বাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য উদয় হয় নাই, অথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্ত নহে, এরূপ সাধকের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ।

ভক্তিমার্গের অধিকারী—ভক্তি মধ্যম অধিকারীর জন্ম বিহিত, ইহা দেবীগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

হিমালয় উবাচ—

স্বীয়াংভক্তিং বদম্বাস্থ যেন জ্ঞানং স্মৃথেন হি ।

জায়েত মনুজস্তাশ্চ মধ্যমস্তাবিরাগিণঃ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।১ )

হিমালয় ভগবতীকে বলিলেন,—হে মাতঃ! অবিরাগী মধ্যম অধিকারী মনুষ্যের বাহাতে স্মৃথে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এক্ষণে আপনি সেই ভক্তিযোগ বলুন।

ভক্তিমার্গের অধিকারী কে—এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় বলেন,—



তদেবম্ অপরিমিতৈর্জন্মভিঃ মহতা প্রযত্নেন পরব্রহ্মণঃ শাস্ততত্ত্বনিশ্চয়ভূমিকাপর্যন্তং  
ক্রমেণ সমাগারুঢ়স্ত সংসারে নাভ্যন্তমাসক্তি নাপি দৃঢ়ো নির্বেদ ইত্যাকারিকা বিলক্ষণা  
চিত্তশুদ্ধিঃ সম্পত্তে । সৌহৃদ্যং ভক্তিমার্গেহধিকারী । ( সেতুবন্ধঃ )

বহু জন্ম পর্যন্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মের অল্পষ্ঠান করিতে করিতে তদ্বারা সাধকের  
চিত্তশুদ্ধি হয় এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে শাস্তজ্ঞান নিশ্চয় হয় । তখন সংসারে আসক্তি শিথিল  
হয় অথচ সম্পূর্ণ অনাসক্তিও লাভ হয় না । এই অবস্থায় মানব ভক্তি ভূমিকায়  
আরোহণের যোগ্যতা লাভ করে ।

ভক্তির প্রকার ভেদ—শ্রীমদ্ ভাস্কর রায়ের মতে ভক্তি দ্বিবিধা—গৌণী ও পরা ।  
ইহাদের লক্ষণ কি ?

স। চ ভক্তিদ্বিবিধা—গৌণী পরা চেতি । তত্রাত্মা সগুণস্ত ব্রহ্মণো ধ্যানার্চন-জপ  
নামকীর্তনাদিরূপা সংভবৎসমুচ্চয়িকা । পরভক্তিস্ত এতজ্জ্ঞানানুরাগবিশেষরূপা । (সেতুবন্ধঃ)

ভক্তি দুই প্রকার—গৌণী ও মুখ্যা । সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান, পূজা, জপ, নাম কীর্তন  
প্রভৃতির নাম গৌণীভক্তি । গৌণীভক্তিজন্য অনুরাগ বিশেষের নাম পরাভক্তি ।

(ক) গৌণীভক্তি—অপরা বা গৌণীভক্তি সেবা বা ক্রিয়াক্রপা ।

“গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ” ইতি শ্লোকে গৌণীভক্তিঃ সেবাক্রপা কথিতা । তথাচ গুরুড়-  
পুরাণে—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ ।

তস্মাৎ সেবা বৃধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী ॥

( সৌভাগ্য ভাস্করঃ )

“গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ” গৌণী ভক্তিদ্বারা সমাধি বা একাগ্রতা সিদ্ধি হইয়া  
থাকে—এই শাণ্ডিল্যশ্লোকে ( ১।২।২০ ) কথিত হইয়াছে যে, গৌণীভক্তি সেবাক্রপা ।  
এই বিষয়ে গুরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—সেবার্থক ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিস্পন্ন,  
অতএব সেবাই ভক্তির প্রধান সাধন ।

স্মরণ কীর্তনাদি গৌণীভক্তির বহুবিধ সাধনভেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।  
শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধ ভক্তিসাধন বিহিত হইয়াছে যথা,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ( ৭।৫।২৩ )



(১) ভগবানের নাম গুণ শ্রবণ, (২) তাঁহা কীর্তন, (৩) তাঁহাকে বারংবার স্মরণ, (৪) বিগ্রহের পরিচর্যা, (৫) পূজা, (৬) বন্দনা অর্থাৎ প্রণাম ও স্তুতি, (৭) দাসরূপে তাঁহার কৰ্ম সম্পাদন, (৮) সখা রূপে তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন এবং (৯) তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ।

(খ) পরাভক্তি—গৌণীভক্তি পরাভক্তি লাভের সোপান। জ্ঞান যেমন যত্নের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ পরাভক্তিও কৃতি অর্থাৎ যত্নের অপেক্ষা করে না, এই হেতু পরাভক্তি ক্রিয়াস্বরূপা নহে “ন ক্রিয়া কৃত্যনপেক্ষণাং জ্ঞানবৎ”—এই শাণ্ডিল্যসূত্রে (১।১।৭) উক্ত তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। গৌণীভক্তি সকামা, পরাভক্তি নিষ্কামা বা অহৈতুকী। এই অবস্থায় উপনীত সাধক ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। শ্রীমৎ সর্বানন্দের সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া যখন জগদম্বা তাঁহার সমক্ষে প্রকটিতা হইয়া বর গ্রহণ করিতে বলিলেন, পরাভক্তি ভূমিকায় আরুঢ় সর্বানন্দ তখন ভাবে গদগদ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

মাতঃ কিং বরমপরং যাচে

সর্বং সম্পাদিতমিতি সত্যম্।

যত্বেচরণাশ্রুজমতিগুহং

দৃষ্টং বিধি-হর-মুরহর-জুষ্টম্ ॥

( সর্বানন্দ তরঙ্গিনী )

মাগো, আর কি বর চাইব? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে চরণ পূজা করেন, সেই হুল্লভ তোমার চরণ পদ্ম যখন দর্শন করিলাম, তখন আর কি চাইব? সত্য সত্যই আমার সকল অভীষ্ট সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমদ্ ভাস্কর রায় বলেন, ব্রহ্ম অব্যক্ত হইলেও পরাভক্তি দ্বারা সাধকের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন।

অব্যক্তমপি ব্রহ্ম ভক্ত্যা প্রত্যক্ষং ভবতি ইতি শ্রুতিশ্রুতিভ্যাং তথাচ আগমাদিতি তদর্থঃ ( সৌভাগ্য ভাস্করঃ )।

আগমে উক্ত হইয়াছে,—“স্বতন্ত্রাপি শিবে ভক্তিপরতন্ত্রত্বমশ্রুষে”। হে শিবে! তুমি স্বতন্ত্রা হইলেও ভক্তির বশত স্বীকার করিয়া থাক। এই কারণে ললিতা সহস্র নামে দেবীর একটি নাম “ভক্তি-বশা”।



গুণভেদে ভক্তি ত্রিবিধা—দেবীগীতায় উক্ত হইয়াছে, গুণভেদে ভক্তি তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী। তামসী ভক্তি হইতে ক্রমে রাজসী ভক্তির ও রাজসী ভক্তি হইতে সাত্বিকী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পরে সাত্বিকী ভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হয়। তামসী রাজসী ও সাত্বিকী ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়া দেবী হিমালয়কে বলিতেছেন ( দেবীভাগবত ৭।৩৭ অধ্যায় ) ;—

যে ব্যক্তি মাংসখ্যও ক্রোধাদিযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশপূর্বক পরগীড়া উদ্দেশে আমার উপাসনা করে, তাহার ভক্তিকে “তামসী” বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি পরগীড়া উদ্দেশে না করিয়া নিজের কল্যাণের নিমিত্ত সকাম ভাবে ষণঃপ্রার্থীও ভোগলোলুপ হইয়া অভীষিত ফলপ্রাপ্তির জন্ত অতিশয় ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে এবং নিজের অজ্ঞতাগ্রযুক্ত ভেদবুদ্ধি দ্বারা আমাকে নিজ আত্মা হইতে অপর বলিয়া মনে করে, হে নগেন্দ্র ! তাহার ভক্তিকে রাজসী বলিয়া জানিবে।

সাত্বিকী ভক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে,—

পরমেশার্পণং কৰ্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ ।

বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎ কৰ্ত্তব্যম্ভ ময়াহনিশম্ ॥

ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ ।

করোতি শ্রীতয়ে কৰ্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্বিকী ॥

( দেবীভাগবতম্ ৭।৩৭।৮-২ )

“পরমেশ্বরার্পিত কৰ্ম্ম পাপসংক্ষালন করিতে সমর্থ, ইহা বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব আমার তাদৃশ কৰ্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়”—এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি আশ্রয়পূর্বক আমার শ্রীতির জন্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, হে নগ ! তাহার ভক্তিকে “সাত্বিকী” ভক্তি বলে।

এই সাত্বিকী ভক্তি পরাভক্তির প্রাপিকা, কিন্তু ইহা নিজেই পরাভক্তি নহে, কারণ ইহাতে ভেদবুদ্ধি বর্তমান রহিয়াছে।

পরাভক্তির লক্ষণ—সাত্বিকী ভক্তির সাধনা করিতে করিতে সাধক ক্রমে পরম-প্রেমরূপা পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সেই পরাভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার লক্ষণ কি দেবী তাহা বর্ণনা করিতেছেন,—



অধুনা পরভক্তিস্ত প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে ।  
 মদগুণশ্রবণং নিত্যং মম নামাত্মকীৰ্ত্তনম্ ॥  
 কল্যাণগুণরত্নানাম্ আকরায়াং যস্মি স্থিরম্ ।  
 চেতসো বৰ্ত্তনৈকৈব তৈলধারাসমং সদা ॥

( ঐ, ৭।৩৭।১১-১২ )

হে নগেন্দ্র ! এখনি আমি পরভক্তির বিষয় বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যাহার পরভক্তি লাভ হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীৰ্ত্তন করে। কল্যাণরত্ন ও গুণরত্নের আকরস্বরূপ আমাতেই তাহার মন তৈলধারার স্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে সতত অবস্থিত থাকে।

মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মন্ত্তদর্শনে তথা ।  
 মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্তস্ত্রাদিশু প্রভো ॥  
 যস্মি প্রেমানুকূলমতী রোমাঙ্কিততমুঃ সদা ।  
 প্রেমাশ্রজলপূর্ণাঙ্কঃ কণ্ঠগদগদনিঃস্বনঃ ॥  
 অনন্তেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্ যো নগাধিপ ।  
 মানীশ্বরীং জগদ্যোনিং সৰ্ব্বকারণকারণম্ ॥ ( ১৯—২১ )

এইরূপ ভক্ত আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মনীয় শাস্ত্র শ্রবণে এবং আমার মন্ত্তস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আমার প্রতি প্রেমাবেশে সদা সে আকুলচিত্ত ও রোমাঙ্কিত হয়। তাহার নয়নবয় প্রেমাশ্র দ্বারা পরিপূর্ণ ও কণ্ঠ গদগদ শব্দে অবরুদ্ধ হয়। হে নগাধিপতে ! ঈদৃশ ভক্ত অনন্তভাবে জগদ্যোনি সৰ্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরী আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।

উচ্চৈর্গায়ংচ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি ।  
 অহঙ্কারাদিরহিতো দেহ-তাদাত্ম্য-বর্জিতঃ ॥  
 প্রারকেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্ত্বথা ভবেৎ ।  
 ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিশু ॥ ( ২৪—২৫ )

এইরূপ ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করে, সে অহঙ্কারাদি বিবর্জিত ও দেহাভিমান পরিশূন্য। সমস্তই প্রারক কৰ্ম্মানুসারে হইয়া থাকে— সে ইহা জানিয়া আমার চিন্তা ব্যতীত দেহরক্ষাদি বিষয়েও চিন্তা করে না।



ইতি ভক্তিস্ত যা প্রোক্তা পরভক্তিস্ত সা স্মৃতা ।

যন্তাং দেব্যভিরিভক্ত ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ( ২৬ )

এতাদৃশী ভক্তিই পরাভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । এরূপ ভক্তির উদয় হইলে সাধকের চিত্তে দেবী ভিন্ন আর কোন বিষয়েই চিন্তা থাকে না ।

যাহার এই পরাভক্তি লাভ হইয়াছে, তাদৃশ ভক্ত সেব্য-সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না ।

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ ভবেদপি ।

সামীপ্য-সাক্ষি-সায়ুজ্য-সালোক্যানাং ন চেষণা ॥

মৎসেবাতোহধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কহিচিং ।

সেব্য-সেবকতাভাবাৎ তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭.৩৭।১৩-১৪ )

ঈদৃশ ভক্ত যে আমাকে উপাসনা করে তাহাতে কদাচিৎ কোনও প্রকার হেতু নাই, অর্থাৎ কোনও ফলাকাজ্জা করিয়া সে আমার উপাসনা করে না । এমন কি সামীপ্য, সাক্ষি, সায়ুজ্য ও সালোক্য—আমার ভক্ত এই চতুর্বিধ মুক্তিও কামনা করে না । সে আমার সেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছু আছে বলিয়া কদাচ জানে না । আমার ভক্ত সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না ।

সাধনার এই স্তরে আরোহণ করিয়াই শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

“নির্ঝাণে কি আছে ফল,

জলেতে মিশায় জল,

চিনি হওয়া ভাল নয়,

চিনি খেতে ভালবাসি ।

কৌতুকে প্রসাদ বলে,

করণা-নিধির বলে,

চতুর্ধর্গ করতলে ভাবলে এলোকেশী ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি—শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চবিধ মুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে । ভক্ত ভগবৎসেবা ব্যতীত এই সকল মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করেন না ।

সালোক্য-সাক্ষি-সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত ।

দীপ্যমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ( ভাগবতম্, ৩।২৯।১৩ )



নিগুণ ভক্তিসংগ সম্পন্ন ভক্তগণ ‘সালোক্য’ (ভগবানের সহিত একলোকে বাস), ‘সাক্ষি’ (ভগবানের সমান ঐশ্বর্য), ‘সামীপ্য’ (ভগবানের নিকটবর্তিত্ব), ‘সাক্ষ্য’ (ভগবানের সমান রূপতা) ও ‘একত্ব’ বা ‘সাম্যজ্য’ (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব)—এই সকল আমাদের প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করে না। আমার সেবা ব্যতীত তাহারা আর কিছুই গ্রহণ করিতে চাহে না।

**পর্যভক্তি ও অদ্বৈতজ্ঞান**—ভক্তিভূমিকায় দ্বৈতাকার উপাস্ত-উপাসক ভাব বর্তমান থাকে, কাজেই অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ঐ পর্যভক্তিই অদ্বৈতজ্ঞানের জননী। পর্যভক্তির পরিণতিতে উপাস্ত উপাসকভাব দূর হয়, সর্বত্র অদ্বৈত অনুভূতি হইতে থাকে। দেবীমীতায় ভগবতী বলিতেছেন,—

ভক্তেষু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

বৈরাগ্যস্ত চ সীমা না জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥

(দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।২৮)

পণ্ডিতগণ ভক্তি ও বৈরাগ্যের চরম সীমাকেই “জ্ঞান” বলেন; কারণ জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যোহতদ্রিতঃ।

স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জ্ঞানাতি ন বিভেদতঃ ॥ (ঐ, ৭।৩৭।১৫)

স্বাভেদেনৈবেতি। অহমেব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী অস্মীতি ভাবনয়া ইত্যর্থঃ (শৈবনীলকণ্ঠঃ)।

যাহার পর্যভক্তিসাধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি অতদ্রিত হইয়া পরম অনুরাগ সহকারে আমারই চিন্তা করিয়া থাকে এবং এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে আমাকে নিঃস্ব হইতে ভিন্ন না করিয়া “আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী” এইরূপ অভিন্ন জ্ঞান করে।

ইথং জাতা পরা ভক্তিৰ্যশ্চ ভূধর তদ্বতঃ।

তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ (ঐ, ৭।৩৭।২৭)

হে ভূধর! যাহার ষথার্থরূপে এতাদৃশী পর্যভক্তির উদয় হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ চিন্মাত্ররূপে বিলীন হইয়া যায়।

কুলার্ণবতন্ত্র এই চরম অবস্থার বর্ণনা করিতে যাইয়া উক্তি করিয়াছেন,—

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং।

অবিশেষো ভবেৎ তদ্বৎ জীবাণু-পরমাণুনোঃ ॥ (৯।১৫)



যেমন জলে জল, দুখে দুখ কিবা ঘূতে ঘূত নিগ্ধিষ্ঠ হইলে উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না ( মিশিয়া এক হইয়া যায় ), তেমনি পরাভক্তির পরিণতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব স্থাপিত হয় ।

পরাভক্তি দ্বারাই যে অধৈতজ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞানোদয়ে সাধক ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে,—

ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং পরস্তপ ॥ ( ১১.৫৪ )

হে পরস্তপ অর্জুন ! সাধক অনন্ত ভক্তি দ্বারাই আমাকে একরূপ ভাবে যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে ( একাত্মরূপে ) বিলীন হইতে সমর্থ হয় ।

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ( ১৮.৫৫ )

আমি যে পরিমাণ এবং যাহা হই, সাধক পরাভক্তিরযোগে তাহা যথার্থরূপে অবগত হন ; তদনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন ।

পরাভক্তি কি করিয়া অধৈতানুভূতিতে পর্যাবসিত হয় তাহার দৃষ্টান্তরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত গোপীদের অবস্থা উল্লেখ করা যাইতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ একস্মাৎ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্ধান করিলে গোপীরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে গভীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজদের অভিন্নতা উপলব্ধি করিলেন এবং “কৃষ্ণোহহম্” আমিই কৃষ্ণ—এই অনুভূতি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন ।

ইত্যনন্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণাশ্বেষণকাতরাঃ ।

লীলা ভগবতস্তাস্তা হনুচক্রে শুদাঅিকাঃ ॥

( ভাগবতম্, ১০।৩০।১৪ )

কোন গোপী অপরাধ স্বন্ধে ভুজবিছাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ললিত গতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণোহহং পশুত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ । ( ১২ )

অপর কোন গোপী এক হস্তে আপনার উত্তরীয় বসন উল্টে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করতঃ বলিতে লাগিলেন,—বাত ও বর্ষার ভয়ে ভীত হইও না ; আমি উহা হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি,—

মার্তৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তৎপ্রাণং বিহিতং ময়া । ( ২০ )



বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তবেও এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট (বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ১৯তম অধ্যায়)। স্তবের গোড়ায় বৈতর্ভাবের অনুভূতি, কিন্তু পরিসমাপ্তি হইয়াছে অদ্বৈতানুভূতিতে।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।

নমস্তে সৰ্বলোকান্মন নমস্তে তিগ্ৰচক্রিণে ॥ ৬৪

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমায় নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমায় নমস্কার; হে সৰ্বলোকান্মন! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রধারিন! তোমাকে নমস্কার।

নমোহস্ত বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।

যত্র সৰ্বং যতঃ সৰ্বং যঃ সৰ্বং সৰ্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৮৪

যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সমস্ত, যিনি হইয়াছেন সমস্ত, যিনি সকলের লয়স্থান, সেই বিষ্ণুকে প্রণাম, পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

নিবিড়তম ধ্যানে অদ্বৈতানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া প্রহ্লাদ এইরূপ উক্তি করিলেন,—

যতঃ সৰ্বমহং সৰ্বং যস্মৈ সৰ্বং সনাতনে।

অহমেবাঙ্কয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাসংশ্রয়ঃ।

ব্রহ্মসংজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথাস্তে চ পরঃ পুমান্ ॥ ৮৬

আমা হইতে সমস্ত, আমি সমস্ত, সনাতন আমাতে সমস্ত বিরাজিত। আমিই সৃষ্টির পূর্বে অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশ্রয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ।

মুক্তির অবস্থা—চরমাবস্থায় যদি অদ্বৈতানুভূতিই হইয়া থাকে, তবে শ্রীরামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্তেরা যে প্রার্থনা করেন, “চিনি হ’তে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি”—ইহার পার্থক্য কোথায়? বস্তুতঃ পক্ষে এই ‘চিনি হওয়া’ ও ‘চিনি খাওয়া’র বিবাদ। “বাচারন্তণ মাত্ৰ” শব্দগত পার্থক্যছাড়া, উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য নাই। বিচার দৃষ্টিতে বা জ্ঞানের দৃষ্টিতে মোক্ষ হইতেছে “চিনি হওয়া” আর ভাব দৃষ্টিতে বা ভক্তির দৃষ্টিতে মোক্ষ হইতেছে “চিনি খাওয়া”। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু শব্দগত পার্থক্য ঘটিলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে উভয় অবস্থা এক ও অভিন্ন। ব্যবহারিক জগতে হওয়া ও খাওয়াতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, পারমার্থিক ক্ষেত্রে সে পার্থক্য নাই। যেমন একই ব্রহ্মবস্ত্র যুগপৎ সবিশেষ নির্বিশেষ, সগুণ নিগুণ উভয়ই, তেমনি মুক্তির অবস্থায় হওয়া ও খাওয়া একসঙ্গেই যুগপৎ সম্পাদনীয়। যিনি মুক্তিনাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হওয়া ও ব্রহ্ম আবাদন একই



কথা। ভেদবোধের লেশমাত্র থাকিতে পরিপূর্ণ আশ্বাদন সম্ভবপর নহে। রসস্বরূপ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্ছিন্ন হইলে, তাঁহাতে একেবারে নিবিড়ভাবে ডুবিয়া না গেলে পরিপূর্ণ আশ্বাদ সম্ভব হয় না। বিদ্বদ্ব্যর্থ্য শ্রীমন্ নরহরি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—

অপরোক্ষানুভূতিয়া বেদান্তেষু নিরূপিতা।

প্রেমলক্ষণভক্তেষু পরিণামঃ স এব হি ॥

( বোধসারঃ, ৩২।১০ )

বেদান্তে যাহা অপরোক্ষানুভূতি বলিয়া নিরূপিত, তাহাই প্রেমলক্ষণা ভক্তি বা পরাভক্তির পরিণতি। সুতরাং চিনি হওয়া ও চিনি খাওয়াতে তত্ত্বতঃ কোনও বিভেদ নাই।

**জীবন্তুস্তের লক্ষণ**—পরাভক্তি ও অর্ধৈকজ্ঞানলাভের পর জীবন্তুস্তে সিদ্ধ পুরুষ কিন্তাবে জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন, কুলার্ণবতন্ত্রের নবম উল্লাসে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে উহার সারমর্ম জানা যাইবে,—

আট্মকভাবনিষ্ঠস্ত য়া য়া চেষ্টা তদর্চনম্।

যো যো জগ্নঃ স যজ্ঞঃ শ্রাৎ তদধ্যানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥

দেহাভিমানো গলিতে বিদিতে পরমাত্মনি।

যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥

( কুলার্ণবতন্ত্রম্, ৯।২২-২৩ )

আত্মাতে একভাবনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষ যে কোন ইন্দ্রিয় চেষ্টা করেন তাহাই হয় অর্চনা, তিনি যাহা কিছু উচ্চারণ করেন তাহাই হয় যজ্ঞ, যাহা কিছু দর্শন করেন তাহাই হয় ধ্যান। যখন দেহাভিমান বিনষ্ট হয়, পরমাত্মা বিদিত হন তখন ঐ সিদ্ধযোগীর মন যখন যে বস্তুতে লীন হয় সেখানেই সমাধিপ্ৰাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতেই ব্রহ্মানুভূতি হইয়া থাকে।

যঃ পশ্চৎ সর্বগং শান্তমানন্দাত্মকমব্যয়ম্।

তস্তা কিঞ্চিদনালভ্যং জ্ঞাতব্যঞ্চাবশিষ্টতে ॥ ২৬

যিনি সর্বগত, শান্ত, আনন্দস্বরূপ, অব্যয় আত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, জ্ঞাতব্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

ন বিধি ন নিষেধঃ শ্রান্ন পুণ্যং ন চ পাতকম্।

ন স্বর্গো নৈব নরকং কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৫৮



হে কুলেশ্বর! কোলমার্গে সিদ্ধ যোগীর পক্ষে কোন বিধিনিষেধ নাই, পাপপুণ্য নাই, স্বর্গ বা নরক নাই, অর্থাৎ তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া থাকেন।

সর্বস্পর্শী যথা বায়ু যথা কাশ্যচ সর্বগঃ।

সর্বৈ যথা নদীস্রাতা স্তথা যোগী সদা শুচিঃ ॥ ৭৭

বায়ু যেমন সর্ববস্তু স্পর্শ করিয়াও শুচি থাকে, আকাশ যেমন সর্ববস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়াও শুচি থাকে, নদীতে স্নান করিলে সকল ব্যক্তি যেমন শুচি হয়, যোগী ব্যক্তিও তদ্রূপ সর্বদাই শুচি।

নিবৃত্তঃ সস্তুষ্টা নিৰ্ঘন্দা গতমংসরাঃ।

কুলজ্ঞানরতাঃ শান্তা স্তদভক্তা স্তে চ কৌলিকাঃ ॥ ৮৪

দেবীভক্ত কৌলিকগণের সর্বদুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাঁহারা সদা সন্তুষ্ট, নিৰ্ঘন্দ, মাংসখাবিহীন, কুলজ্ঞানে রত এবং শান্ত।

তত্রোক্ত দিব্য, বীর ও পশু—এই ভাবজয়ের মধ্যে দিব্যভাবরত সাধককে “কৌল” বলে। “দিব্যভাবরতঃ কৌলঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ।”

মৃত্যু বৈজ্ঞায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্।

পুণ্যায়ন্তে অন্ধনাঃ সর্বাঃ কৌলিকানাং কুলেশ্বরী ॥ ৬৩

হে কুলেশ্বর! কোলমার্গে সিদ্ধ যোগীদের নিকট মৃত্যু বৈজ্ঞাতুল্য, গৃহ সাক্ষাৎ স্বর্গতুল্য এবং সকল নারী পুণ্যময়ী বিবেচিত হইয়া থাকে।

যোগিনো বিবিধৈ বেষ্টৈশ নরাণাং হিতকারিণঃ।

ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ৬৬

যোগিগণ বিবিধ বেশ ধারণ করিয়া মল্লভ্রমণের হিতকারী হইয়া এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; কেহ তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারে না।

দেবীগীতায় উক্ত হইয়াছে, জীবমুক্ত সিদ্ধ কৌলগণ সর্বভূতে ব্রহ্মরূপিণী দেবীকে দর্শন করিয়া দেবী-বিগ্রহ জ্ঞানে তাহাদিগকে সেবা করিয়া থাকেন।

মদ্রপত্নেন জীবানাং চিস্তনং কুরুতে তু যঃ।

যথা স্বস্ত্যয়নি প্রীতি স্তথৈব চ পরাঅনি ॥

চৈতন্য সমানস্বান ভেদং কুরুতে তু যঃ।

সর্বত্র বর্তমানাং মাং সর্বরূপাঞ্চ সর্বমা ॥



নমতে যজ্ঞতে চৈবাণ্যচাণ্ডালাস্তমীধর ।

ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিঃ কুরুতে ভেদবর্জনাং ॥

( দেবীভাগবতম্, ৭।৩৭।১৬-১৮ )

তিনি অখিল জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করেন এবং আপনাতে যেমন শ্রীতি, অগ্নিতেও তদ্রূপ প্রীতিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। চৈতন্যের সমানত্ব বশতঃ সর্বত্র বিদ্যমানা সর্বরূপিণী আমার সহিত তিনি সর্বদাই সকল জীবের অভিন্নতা জ্ঞান করেন। হে নগেন্দ্র! ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ হেতু তিনি চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকে পূজা করেন এবং কাহারও প্রতি দ্রোহ বুদ্ধি করেন না।

### [ সুরথের অষ্টম মনুস্ব লাভ ]

অঙ্ক ২৮, ( পৃষ্ঠা ২২ )

অর্থার্থ।—এবং ( এই প্রকারে ) ক্ষত্রিয়-ঋষভঃ সুরথঃ ( ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ ) দেব্যাঃ ( দেবীর অর্থাৎ ভগবতী চণ্ডিকার নিকট হইতে ) বরং লব্ধ্বা ( বরলাভ করিয়া ) সূর্য্যাং ( সূর্য্য হইতে ) জন্ম সমাপ্ত ( জন্মপ্রাপ্ত হইয়া ) সাবর্ণিঃ মনুঃ ( সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু ) ভবিষ্যতি ( হইবেন )।

অনুবাদ।—এই প্রকারে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট হইতে বরলাভ করতঃ সূর্য্য হইতে জন্মপ্রাপ্ত হইয়া সাবর্ণি নামক মনু হইবেন।

টিপ্পনী।

দেব্যাঃ—অপাদানে পঞ্চমী ( নাগোজী )।

ভবিষ্যতি—ভবিষ্যতি। ভূ ধাতু লুট।

সূর্য্যসাবর্ণি-দক্ষসাবর্ণি-ব্রহ্মসাবর্ণি-ধর্ম্মসাবর্ণি-রুদ্রসাবর্ণি-রৌচ্য-ভৌত্যেষ্ণু সপ্তম ভাবিষ্ণু প্রথমো মনু ভবিষ্যতি ( গুপ্তবতী )। মনুর সংখ্যা চতুর্দশ। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চান্দ্রম—এই ছয়জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কাল চলিতেছে। আগামী সপ্ত মনু—যথা, সূর্য্যসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য বা দেবসাবর্ণি এবং ভৌত্য বা ইন্দ্রসাবর্ণি।



স্বারোচিষ বা দ্বিতীয় মনুর অধিকার কালে রাজা স্বরথ ভগবতী চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তাঁহার বরে তিনি আগামী অর্থাৎ অষ্টম মন্বন্তরে সর্বত্র গর্তে সূর্য্যের ঔরসে জন্মলাভ করিয়া “সাবর্ণি” নামে অষ্টম মনু হইবেন।

সাবর্ণিভবিভা মনুঃ—ইত্যশ্চ পুনরাবৃত্তিঃ আচারাং, কাভ্যায়নীতজ্ঞাচ্চ ( নাগোজী )। কাভ্যায়নীতজ্ঞের বিধানানুসারে “সাবর্ণিভবিভা মনুঃ” এই অন্ত্য বাক্যটি দুইবার পাঠ করিতে হয়। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—“স্তোত্রেষু সংহিতায়াং চ অন্ত্যশ্লোকং পঠেৎ দ্বিধা”। সংহিতা ও স্তোত্রের শেষ শ্লোকটি দুইবার পাঠ করা কর্তব্য।

চণ্ডীর আদি ও অন্ত্য বাক্য—সপ্তশতী মহামালামন্ত্র আদি অন্ত্যাবধি পঠনীয়। ঐ আদি ও অন্ত্য কি? সাবর্ণিরিভ্যারভ্য সাবর্ণিভবিভা মনু রিত্যন্তোহয়ং মহামালামন্ত্র ইতি স্মৃচয়তি ( নাগোজী )। “সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “সাবর্ণিভবিভা মনুঃ” এই অন্ত্যবাক্যকে “মহামালামন্ত্র” বলে। রুদ্রধামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ।

সমাপয়েত্তু তন্ত্রান্তে সাবর্ণি ভবিভা মনুঃ ॥

“সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ” এই মন্ত্রকে আদি করিয়া সপ্তশতী পাঠ আরম্ভ করিবে এবং “সাবর্ণি ভবিভা মনুঃ” ইহাকে অন্ত্য করিয়া পাঠ সমাপন করিবে।

চণ্ডীপাঠের সঙ্কলনবাক্যে “সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদিসাবর্ণিভবিভা মনুরিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যম্” ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয়। আবার কেহ কেহ এস্থলে “ও মার্কণ্ডেয় উবাচ—সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ” ইত্যাদি পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কারণ কাভ্যায়নীতজ্ঞ মতে দেবী-মাহাত্ম্যের যে মন্ত্রসংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে “ও মার্কণ্ডেয় উবাচ”—ইহাই প্রথম মন্ত্র। চণ্ডীর সঙ্কলন বাক্যের এই মতবৈষম্য সন্নিহিত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী তাঁহার টীকোপক্রমণিকায় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্বোক্ত রুদ্রধামলতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রথম প্রকার সঙ্কলন বাক্যেরই পোষকতা করিয়াছেন।

অতএব পদ্ধতিবুদ্ধিরপি সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি-সাবর্ণিভবিভা মনুরিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যম্ ইত্যভিলাপে লিখ্যতে ( তত্ত্বপ্রকাশিকা )।

তবে কি চণ্ডীপাঠের প্রারম্ভে “ও মার্কণ্ডেয় উবাচ” এবং প্রতি অধ্যায়ান্তে পুষ্পিকা, “ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যম্” ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে না? তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাকার বলেন, অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। দেব-দেবীর সহস্রনাম পাঠ করিবার সময় আমরা নিছক সহস্রটি নামই পাঠ করি না আদিতে উপক্রম ও অন্তে ফলশ্রুতি



এ সঙ্গেই পাঠ করিয়া থাকি। সহস্র নামের সঙ্গে ঐগুলিও অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। স্মরণে সঙ্কল্প বাক্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলেও “ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ” প্রারম্ভে এবং প্রতি অধ্যায়াস্তে গুপ্তিকা অবশ্যই পঠনীয়।

জগদ্বীপী মহামানামন্ত্র মাহাত্ম্য—সপ্তশতীস্তব বা চণ্ডীপাঠে সর্ববিধ ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সম্যক্ হৃদি স্থিতা সেৎ জন্মকর্মাবলিস্ততিঃ ।  
এতাং দ্বিজমুখাজ্ জ্যোত্স্বা অধীয়ানো নরঃ সদা ॥  
বিদ্যু নিখিলাং মায়াং সম্যক্ জ্ঞানং সমগ্নুতে ।  
সর্বসম্পদ আপ্নোতি ধুনোতি সকলাপদঃ ॥

দেবীর এই জন্ম কর্মাবলিরূপ স্ততিমন্ত্র সম্যকরূপে সাধকের হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বিজমুখ হইতে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করেন, তিনি নিখিল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন, সর্বসম্পদ প্রাপ্ত হন এবং সকল আপদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

দেবীভাগবত মহাপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যের ফলশ্রুতি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

ষঃ শ্রণোতি নরো নিত্যমেতমাখ্যানমুত্তমম্ ।  
স প্রাপ্নোতি নরঃ সত্যং সংসারস্বখমদ্ভুতম্ ॥  
জ্ঞানদং মোক্ষদৈক্যং কৌত্তিহং সুখদং তথা ।  
পাবনং শ্রবণম্ নমেতদাখ্যানমদ্ভুতম্ ॥  
অখিলার্থপ্রদং নৃণাং সর্বধর্মসমাবৃতম্ ।  
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পরমং মতম্ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।৩৫।৫০-৫২ )

ব্রাহ্মদেব মহারাজ জনমেজয়কে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি ভগবতীর এই অপূর্ব কথা নিত্য শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পবিত্র সংসার সুখের অধিকারী হয়। এই অদ্ভুত দেবী উপাখ্যান শ্রবণে মানব নিশ্চয়ই জ্ঞান, মুক্তি, কৌত্তি, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সর্বধর্ম সমন্বিত উপাখ্যান মানবের নিখিল অভীষ্ট প্রদান করে। ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্কর্গের সর্বোত্তম হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।



## [ স্বরথ ও সমাধির পরবর্তী ইতিবৃত্ত ]

দেবীভাগবতে স্বরথ ও সমাধির পরবর্তী ইতিবৃত্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—  
( পঞ্চম স্কন্ধ, অধ্যায় ৩৫ ) ।

রাজা স্বরথ—দেবী অন্তর্হিতা হইলে রাজা স্বরথ মুনিবর স্মেধাকে প্রণাম করিয়া  
অস্বারোহণে ঘাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার অমাত্যগণ ও প্রজাবৃন্দ তথায়  
উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে সবিনয়ে বলিতে লাগিল—  
“হে রাজন্! নিজ পাপে আপনার শত্রুগণ যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আপনার  
রাজ্য শত্রুশূন্য। আপনি সুখে রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করুন।” রাজা  
স্বরথ তাহাদের এই কথা শুনিয়া মুনিবরকে প্রণাম করতঃ তাঁহার অনুমতিক্রমে মন্ত্রিগণ  
সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। তথায় পুনরায় নিজ রাজ্যে পত্নী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের  
সহিত মিলিত হইয়া এই সাগরমেখলা সমগ্র পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন।

জমাধি বৈশ্য—বৈশ্যসমাধি দেবীর বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া আসক্তি শূন্য ও  
ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন এবং ভগবতীর গুণগ্রাম কীর্তন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করত  
কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বৈশ্যোহপি জ্ঞানমাসাশ্চ মুক্তসদঃ সমস্ততঃ ।

কালান্তিবাহনং তত্র মুক্তবন্ধশ্চকার হ ।

তীর্থেষু বিচরন্ গায়ন্ ভগবত্যা গুণানথ ॥

( দেবীভাগবতম্, ৫।৩৫.৩৭ )

সর্ববন্ধনবিহীন জীবমুক্ত পুরুষেরাও যে সদা ভগবৎগুণানুকার্তনে নিরত থাকেন তাহা  
শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অণ্যকৃক্রমে ।

কুর্কস্তু্যহৈতুবীঃ ভক্তিমিথস্তৃতগুণো হরিঃ ॥ ( ১।৭।১০ )

আত্মাতে রমণশীল মুনগণ সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি  
করিয়া থাকেন, শ্রীহরির গুণমহিমাই এইরূপ।

আত্মারাম পর্যাস্ত করে ঈশ্বরভজন।

ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥

( শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ )



ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ୍ତ୍ରର ଦେବୀ ଆରାଧନା—କେବଳ ସେ ରାଜା ସ୍ବରଥ ଦେବୀର ଆରାଧନା କରିয়া ମନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିয়াছিলেন ତାହା ନହେ, ଅପରାମର ଋଷୋଦଶ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଭଗବତୀର ବରେଇ ଉକ୍ତ ମହୋଚ୍ଚ ପଦ ଲାଭେ ସମର୍ଥ ହইয়াছিলেন, ଦେବୀଭାଗବତେ ତାହା ସବିସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହইয়াছে ( ଋଷୋଦଶ ଦେବୀଭାଗବତ, ୧୦।୧—୧୩ ଅଧ୍ୟାୟ ) ।

ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ବାୟତ୍ତ୍ବ କ୍ଳୀରମୂଢ଼ତୀରେ ଦେବୀଭଗବତୀର ଯୁଗ୍ମୟୀମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବାଗ୍‌ଭବ-ବୀଜ ( ଐ ) ଜପ କରତ ଆରାଧନାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହନ । ଭଗବତୀ ତାହାର ତପସ୍ଥାୟ ପ୍ରିତା ହইয়া ତାହାଙ୍କେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେନ । ସ୍ବାୟତ୍ତ୍ବ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୀର ବରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିତେ ସମର୍ଥ ହନ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ବାରୋଚିଷ ସ୍ବାୟତ୍ତ୍ବ ମନ୍ତ୍ରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତେର ପୁତ୍ର । ସ୍ବାରୋଚିଷ କାଲିନ୍ଦୀତଟେ ଜଗନ୍ନାଥୀ ତାରିଣୀର ଯୁଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ବାଦଶ ବଂସର କଠୋର ତପସ୍ଥା କରେନ । ଭଗବତୀ ପ୍ରସନ୍ନା ହইয়া ତାହାଙ୍କେ ମନ୍ତ୍ରସ୍ବରାଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତେର ଉତ୍ତମ ନାମକ ପୁତ୍ର । ରାଜର୍ଷି ଉତ୍ତମ ବିଜନ ଗଙ୍ଗାତୀରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ତିନ ବଂସର କାଳ ବାଗ୍‌ଭବ ବୀଜ ଜପ କରେନ ଏବଂ ତାହାରହି ଫଳେ ଦେବୀର ଅଭୁଗ୍ରହ-ଭାଜନ ହନ ।

ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟବ୍ରତେର ତାମସ ନାମକ ଅପର ପୁତ୍ର । ରାଜର୍ଷି ତାମସ ନର୍ମଦାର ଦକ୍ଷିଣକୁଳେ କାମବୀଜ ( କ୍ଳୀ ) ଜପ ପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ନାଥୀ ମହେନ୍ଦ୍ରୀର ଆରାଧନା ଏବଂ ଧରଂ ଓ ବସନ୍ତକାଳେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତାର୍ଥପାଳନ କରେନ । ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନା ହইয়া ତାହାଙ୍କେ ମନ୍ତ୍ରସ୍ବରାଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ର ତାମସେର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରୈବତ । ରାଜର୍ଷି ରୈବତ କାଲିନ୍ଦୀ ତୀରେ କାମବୀଜ ଜପଦ୍ବାରା ଦେବୀର ଆରାଧନା କରେନ ଏବଂ ଦେବୀର ବରେ ମନ୍ତ୍ରଲାଭ କରେନ ।

ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଚାକ୍ଷସ । ଇନି ମହର୍ଷି ପୁଲହେର ଉପଦେଶେ ବିରଜାନଦୀତୀରେ ଗମନ ପୂର୍ବକ ବାଗ୍‌ଭବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ବାଦଶ ବର୍ଷ ଦେବୀର ଆରାଧନା କରେନ । ଦେବୀ ତପସ୍ଥାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ହইয়া ତାହାଙ୍କେ ମନ୍ତ୍ରସ୍ବରାଧିପତ୍ୟ ନିଷ୍ପଟକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟ ଭୋଗାନ୍ତେ ମୁକ୍ତିଲାଭେର ବର ପ୍ରଦାନ କରେନ ।

ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର ବୈବସ୍ବତ । ଇନିଓ ପରାଦେବୀର ତପସ୍ଥା କରିବା ତାହାର ପ୍ରସାଦେ ମନ୍ତ୍ରସ୍ବରାଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରେନ ।

ଅଷ୍ଟମ ମନ୍ତ୍ର ଶୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ନାବିନି । ଇହାରହି ମନ୍ତ୍ରଲାଭେର ବିବରଣ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀତେ ସବିସ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହইয়াছে ।

ବୈବସ୍ବତ ମନ୍ତ୍ରର କର୍କସ, ପୂଷଧ, ନାଭାଗ, ଦିଷ୍ଟ, ଶର୍ଯ୍ୟାତି ଓ ତ୍ରିଶକୁ ନାମେ ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଛଅଟି ପୁତ୍ର ଥିଲ । ଇହାରା ସକଳେହି କାଲିନ୍ଦୀ ନଦୀର ତୀରେ ଗମନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକେହି ଭଗବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀର ଯୁଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ତଥାୟ ଦ୍ବାଦଶ ବର୍ଷ ଦେବୀର ଆରାଧନା କରେନ । ଦେବୀ



তুষ্টি হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। মহাবল রাজপুত্রগণ পৃথিবী যশে সাত্ৰাজ্যলাভ ও বিবিধ বিষয়স্বথ উপভোগ করিয়া দেবীর বরে জন্মান্তরে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম করুষ নরপতি নবম মনু, দ্বিতীয় পৃথ্বী রাজা দশম মনু, তৃতীয় নাভাগ নৃপতি একাদশ মনু, চতুর্থ দিষ্ট ভূপতি ষাটশ মনু, পঞ্চম শর্যাপতি নৃপতি ত্রয়োদশ মনু এবং ষষ্ঠ ত্রিশঙ্কু রাজা চতুর্দশ মনু হইয়াছিলেন।

### [ বাসন্তী দুর্গাপূজা ]

বাসন্তী পূজার ইতিবৃত্ত—শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং মহারাজ স্বরথ কর্তৃক বাসন্তী দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বাচস্পতিমিশ্র কৃত্যচিন্তামণির বাসন্তীপূজাপ্রকরণে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায়,—

পূজিতা স্বরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

মধুমাসসিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্বকম্ ॥

আদিতে স্বরথ মধুমাসে (চৈত্রে) শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিধিপূর্বক দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে বাসন্তী পূজা প্রচলনের এরূপ ইতিবৃত্ত দৃষ্ট হয়,—

পুরা স্ততা সা গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাংসনা।

সংপূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে ॥

মধু-কৈটভয়ো যুগ্মে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা।

তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসঙ্কটে ॥

চতুর্থে সংস্ততা দেবী ভক্ত্যা চ ত্রিপুরারিণা।

পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ মহাঘোরতরে যুনে ॥

পঞ্চমে সংস্ততা দেবী বেত্রাস্বরবধে তথা।

শক্রেণ সর্কদেবৈশ্চ ঘোরে চ প্রাণসঙ্কটে ॥

তদা মুনীন্দ্রে মনুভি র্মানবৈঃ স্বরথাদিভিঃ।

স্ততা চ পূজিতা সা চ কল্লৈ কল্লৈ পরাংপরী ॥ (৬৬২—৬)



পূর্বে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে বসন্তকালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তিসহকারে ভগবতী দুর্গা প্রথমে স্তুতা হন। দ্বিতীয়বার মধুকৈটভ যুদ্ধে বিষ্ণু কর্তৃক সংস্তুতা হন। তৃতীয়বার সেই সময়ই ব্রহ্মার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক দেবী স্তুতা হন। হে নারদ ! পূর্বে ত্রিপুরাসুরের সহিত মহাঘোরতর যুদ্ধকালে দেবী চতুর্থবার মহাদেব কর্তৃক ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হন। পঞ্চমবারে বেত্রাসুরবধকালে দ্বার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে ইন্দ্র ও সকল দেবতা কর্তৃক বন্দিতা হন। পরে প্রতি কল্পে মুনীন্দ্রগণ, মনু ও সুরথাদি মানবগণ কর্তৃক সেই পরাংপরা দেবী সংস্তুতা ও পূজিতা হইতে থাকেন।

**বাসন্তী পূজাবিধি**—মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য তদীয় “দুর্গোৎসববিবেক” নামক নিবন্ধের বসন্তকালীন দুর্গাপূজা প্রকরণে লিখিয়াছেন, বাসন্তী পূজার ব্যবস্থা শারদীয় পূজার অনুরূপ। বিশেষতঃ শুধু এইটুকু যে, বাসন্তী পূজায় বোধন নাই। কারণ বসন্তকালে ত দেবী জাগ্রতাই আছেন। যিনি জাগিয়া আছেন তাঁহাকে ত আর জাগানো যায় না। (দ্রষ্টব্য পৃ: ৫৪১)।

“ব্যবস্থা তু শারদীয়পূজাপ্রকরণোক্তা গ্রাহ্যা। বিশেষত্বয়ং বোধনং নাস্তি, বোধিতায়া বোধনাসম্ভবাৎ।” (দুর্গোৎসব-বিবেকঃ)

ভবিষ্যোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদিন্ত্রয়ে

পূজয়েদ্ বিধিবদ্ দুর্গাং দশম্যাস্তু বিসর্জয়েৎ ॥

(দুর্গোৎসববিবেক-ধৃত)

চৈত্রে মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন বিধি মতে দেবীদুর্গার পূজা ও দশমীতে বিসর্জন করিতে হয়।

বাসন্তী পূজার বিধি সম্বন্ধে কালকৌমুদীতে জাবালির এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদিন্ত্রয়ম্।

পূজয়েদ্ বিধির্দৈর্ঘ্যৈ লবঙ্গকুম্মৈ স্তথা ॥

নানাবিধৈশ্চ বলিভি র্ঘেষাভৈ দোষবজ্জিতৈঃ।

বিচিত্রভরণৈঃ পার্থ পট্টবস্ত্রাদিভিস্তথা ॥

এবং যঃ কুরুতে পূজাং বর্ষে বর্ষে বিধানতঃ।

ঈশিতান্ লভতে কামান্ পুত্রপৌত্রাদিকান্ প ॥

(দুর্গোৎসববিবেক-ধৃত)



হে পার্থ ! চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাং দিবসত্রয় দেবীকে বিবিধজব্য, নবজ পুষ্প, দোষবর্জিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগাদি নানাবিধ বলি, বিচিত্র আভরণ এবং পটবস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপে যিনি প্রতিবর্ষে যথাবিধি বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠান করেন তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি ও ঈশ্বিত যাবতীষ কাম্য বস্তু লাভ হয়।

কালিকা পুরাণে বাসন্তী পূজার কেবল অষ্টমী কল্প বিহিত হইয়াছে,—

সিতাষ্টম্যান্ত চৈত্রস্ত পুষ্পৈস্তৎকালসম্ভবৈঃ।

অশোকৈরপি যঃ কুর্য্যান্নজ্ঞেণানেন পূজনম্।

ন তস্ত জায়তে শোকো রোগো বাপ্যথ দুর্গতিঃ ॥

( দুর্গোৎসববিবেক-ধৃত )

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে তৎকালসম্ভূত পুষ্পসমূহ বিশেষতঃ অশোক পুষ্পদ্বারা এই মন্ত্র ( ওঁ দুর্গে দুর্গে বক্ষণি স্বাহা ) উচ্চারণপূর্বক যিনি দেবীর পূজা করেন, তাঁহার রোগ শোক বা কোনরূপ দুর্গতি হয়না।

দেবীপুরাণে বাসন্তী পূজার কেবল নবমী কল্প বিহিত হইয়াছে,—

নবম্যাং পূজয়েদেবীং মহিষাসুরমর্দিনীম্

কুঙ্কমাঙ্গুর-কপূর-পানান্ন-ধ্বজ-তর্পণৈঃ।

কুঙ্কমৈ মরুপট্টৈশ্চ বিজয়াখ্যপদং লভেৎ ॥

( দুর্গোৎসববিবেক-ধৃত )

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে কুঙ্কম, অঙ্গুর, কপূর, পান, অন্ন, ধ্বজ, তর্পণ দ্বারা এবং কুঙ্কম ও মরুপত্র দ্বারা মহিষাসুরমর্দিনী দেবীকে পূজা করিবে। যিনি এরূপ পূজা করিবেন তিনি বিজয়াখ্যপদ লাভ করিবেন।

প্রার্থনা ও অপরাধ ক্ষমাপণ—পূজান্তে জগন্মাতা ভগবতী দুর্গার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতে হয়,—

ওঁ মহিষশ্লি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।

আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে ॥

ভূতপ্রেতশিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ মহেশ্বরি।

দেবেভ্যো মাতুল্যেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো বক্ষ মাংসদা ॥

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।

হর রোগং হর ক্ষোভং হর-দেবি হর-প্রিয়ে ॥ ( বৃহন্নদিকেশ্বর )



হে মহিষমর্দিনি মহামায়ে ! হে মুণ্ডমালাধারিণি চামুণ্ডে ! আমাকে দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও বিজয় প্রদান কর। হে দেবি ! তোমাকে প্রণাম। হে মহেশ্বরী ! আমাকে ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দেবতা ও মনুষ্য উৎপাদিত ভয় হইতে সর্বদা রক্ষা কর। হে হরপ্রিয়ে দেবি দুর্গে ! আমার পাপ হরণ কর, ক্লেশ হরণ কর, শোক হরণ কর, অশুভ হরণ কর, রোগ হরণ কর এবং আমার ক্ষোভ হরণ কর।

রাজ্যং তস্ত প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্ত সদা স্থিরা ।  
 প্রভুত্বং তস্ত সামর্থ্যং যস্ত ত্বং মন্তকোপরি ॥  
 নির্বীৰ্য্যোহ গুণবান্ বাপি সত্যাচারবিবর্জিতঃ ।  
 নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্ত ত্বং মন্তকোপরি ॥  
 জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে ।  
 ত্রৈলোক্যস্বামিনী ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্তিনাশিনী ॥

মাতঃ ! তুমি বাহার মন্তকোপরি অধিষ্ঠিতা হও, তাহার রাজ্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তাহার লক্ষ্মী সর্বদা স্থির থাকে, তাহার প্রভুত্ব ও সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে। তুমি বাহার মন্তকোপরি অধিষ্ঠিতা হও, সে ব্যক্তি নির্বীৰ্য্য, গুণহীন ও সত্যাচার বর্জিত হইলেও অচিরে পৌরুষ সম্পন্ন হইয়া উঠে। হে অপরাজিতে ! তুমি আমাকে জয় দান কর। হে মহামায়ে ! তুমি ত্রৈলোক্যের কর্ত্তা, তুমি সম্ভানের ক্ষুধা পিপাসা ও আর্তি নাশ করিয়া থাক।

ধনো হং কৃতকৃত্যো হং সফলং জীবিতং মম ।  
 আগতাহংসি যতো দুর্গে মহেশ্বরী মদাশ্রমম্ ॥  
 ইয়ং সাংবৎসরী পূজা যা কৃত্য দেবি তে ময়া ।  
 সাদ্ধং ভবতু তং সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥  
 মল্লহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরী ।  
 যং পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্ত মে ॥  
 কাস্মৈন মনসা বাচা কৰ্শ্বেণা যৎকৃতং ময়া ।  
 তং সর্বং পরিপূর্ণং মে ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥

হে দুর্গে ! হে মহেশ্বরী ! তুমি যে আমার গৃহে আগমন করিয়াছ ইহাতে আমি ধন্য, কৃতার্থ, আমার জীবন সার্থক। হে দেবি ! আমি এই যে সাংবৎসরিক পূজা অনুষ্ঠান করিলাম, হে সুরেশ্বরী ! তোমার কৃপায় তৎসমুদয় সম্পূর্ণ হউক। হে



স্বরেশ্বর! মদ্বহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন আমার এই পূজা অল্পাধীন তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক। এই অল্পাধানে আমার কায়িক, মানসিক ও বাচনিক কৰ্ম্মদ্বারা যে বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হইয়াছে, হে স্বরেশ্বর! তোমার করুণায় সে সমস্ত পরিপূর্ণ হউক।

ওঁ মঙ্গল্যাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাংকলাম্।

বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥

সৰ্বদেবময়ীং দেবীং সৰ্বরোগভয়াপহাম্।

ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্ ॥

যিনি মঙ্গলময়ী, মনোহরা, শুদ্ধা, অংশহীনা অর্থাৎ পূর্ণা, যিনি পরমা কলারূপিণী সেই বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা চণ্ডিকা দেবীকে প্রণাম করি। যিনি সৰ্বদেবতাময়ী, সৰ্বরোগ-ভয়হারিণী, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিববন্দিতা সেই ভগবতী উমাকে সৰ্বদা প্রণাম করি।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণি মন্ত্র অধিকার

সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যে স্বরথ ও সমাধিকে

বরপ্রদান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ॥

“অথ ত্বৎপদয়োঃ সমর্পিতমিদং ভাষ্যং ত্বয়া কারিতং।

ত্বন্মার্থবিকাসকং তব মূদে ভূয়াদথ ত্বাং ভজন্ ॥”

হে জগন্নাথ! তোমার প্রেরণায় রচিত এই ভাষ্য তোমার শ্রীচরণকমলযুগলেই সমর্পণ করিলাম। তোমার নামমহিমাপ্রকাশক এই ভাষ্য যেন তোমার প্রীতি উৎপাদন করে। আমি যেন তোমাকে ষথার্থভাবে ভজনা করি।

“ওঁ সচ্চিদানন্দরূপাং ত্বাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্।

নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং যিস্যো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রযোজিকা, আমি গায়ত্রী প্রতিপাদিতা সচ্চিদানন্দরূপিণী হ্রীংময়ী সেই দেবীকে প্রণাম করি।

ওঁ হ্রীংনমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তি-বিরচিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর

মন্ত্রার্থবোধিনী-টিপ্পনী সমাপ্ত।



## চণ্ডীপাঠাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র

চণ্ডীপাঠকালে পাঠজনিত যে সকল অপরাধ হয় তাহার জন্ত ভগবতী চণ্ডিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। পাঠজনিত অপরাধ কি কি তাহা প্রথম তিন শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডী বেদমূলক, স্মৃতরাং বেদমন্ত্র উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী “শিক্ষা” নামক বেদাঙ্গের বিধানানুসারে সপ্তশতীর মন্ত্রসমূহ পাঠ বিধেয়। তৃতীয় শ্লোকের “প্রবচন-বচনাং” কথা দ্বারা ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

“বর্ণ-স্বরাদ্যুচ্চারণ-প্রকারো যত্রোপদিষ্টো স। শিক্ষা” (সায়ণাচার্য্য)। যাহাতে বর্ণজ্ঞান ও স্বরাদি উচ্চারণের নিয়মাদি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই “শিক্ষা” নামক বেদাঙ্গ। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম—এই পঞ্চবিধ বিষয় শিক্ষাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণে ফললাভ ত হয়ই না, বরং বিপরীত ফলের আশঙ্কা থাকে। মন্ত্রোচ্চারণে বর্ণস্বরাদির বিকলতা উপস্থিত হইলে কিরূপ প্রত্যাবায় হয়, তাহা “নারদীয় শিক্ষা” গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা

মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।

স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনন্তি

যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাং ॥

মন্ত্র স্বর বশতঃই হউক, আর বর্ণবশতঃই হউক, যদি ঠিক ঠিক উচ্চারিত না হয়, তবে অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়াতে সেই মন্ত্র আর সেই অর্থ প্রকাশ করে না। সেই অশুদ্ধ উচ্চারিত বাক্যরূপ বজ্র যজমানকেই সংহার করিয়া থাকে। যেমন “ইন্দ্র-শত্রু বর্দ্ধয়” এই সমাসযুক্ত মন্ত্রাংশ স্বরদোষযুক্ত ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া স্বকীয় অর্থ প্রকাশ করিতে পারিল না, প্রত্যুত স্বরাপরাধ নিবন্ধন ইন্দ্রশত্রু বৃত্তাস্বরই নিহত হইয়াছিল।

কথিত আছে, বৃত্তাস্বরের পুরোহিত বৃত্রের অভ্যুদয় কামনা করিয়া “ইন্দ্রশত্রু বর্দ্ধয়” মন্ত্রপাঠ পূর্বক যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি “ইন্দ্র-শত্রুঃ” মন্ত্রাংশ অন্তঃস্বর উদাত্ত উচ্চারণ না করিয়া আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃস্বর উদাত্ত উচ্চারণ করিলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ বা বহুব্রাহি সমাস হয়। তাহাতে অর্থ হয় “ইন্দ্রশ শত্রুঃ” ইন্দ্রের শত্রু অথবা “ইন্দ্র এব শত্রু বৃত্ত” অর্থাৎ ইন্দ্রই শত্রু যাহার সেই বৃত্তাস্বরের বৃদ্ধি



## চণ্ডীপাঠাপরাধ-ক্ষমাণ-স্তোত্র

৭৪৩

হউক। কিন্তু পুরোহিত সেই অন্তঃস্বর উদাত্তের স্থানে আদি স্বর উদাত্ত উচ্চারণ করাতে “ইন্দ্রশ্চাসৌ শত্রু শ্চেতি” অর্থাৎ ইন্দ্র যে শত্রু এইরূপ অর্থ হইয়া ইন্দ্রেরই বৃদ্ধি এবং বুত্রাহ্বরের মৃত্যু হইয়াছিল।

স্বর-বর্ণ-মাত্রাদি ঠিক রাখিয়া সপ্তমত মন্ত্রযুক্ত চণ্ডীপাঠ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ পাঠকেরও নানাবিধ স্থলন হইতে পারে। সুতরাং কর্তব্য কি? এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, যথাশক্তি অবহিত হইয়া পাঠ করা সত্ত্বেও যে স্থলন হয় তজ্জন্য চণ্ডীপাঠান্তে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে “চণ্ডীপাঠাপরাধ-ক্ষমাণস্তোত্র” পাঠ অবশ্য কর্তব্য। এতদ্বারা ভক্তবৎসলা ভগবতী চণ্ডিকা প্রমত্তা হন এবং পাঠজনিত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পাঠকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন।

শ্লোক ১, ( পৃ: ২৩ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] মহেশ্বর! যদ্ অক্ষরং পরিলষ্টং ( চণ্ডীপাঠে যে অক্ষর স্থলিত হইয়াছে ), যৎ চ ( এবং যাহা ) মাত্রাহীনং ভবেৎ ( মাত্রাহীন হইয়াছে অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই ত্রিবিধ মাত্রাহীনসারে যথাযথ উচ্চারিত হয় নাই ), তৎ সৰ্বং ( সেই সমস্ত ) ত্বং-প্রসাদাৎ ( তোমার কৃপায় ) পূর্ণং ভবতু ( সম্পূর্ণ হউক )।

অনুবাদ।—হে মহেশ্বর! ( চণ্ডীপাঠে ) যে অক্ষর স্থলিত হইয়াছে এবং যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, সেই সমস্ত তোমার কৃপায় সম্পূর্ণ হউক।

টিপ্পনী।

“পূর্ণং ভবতু.....মহেশ্বর” স্থলে “ক্ষম্যমসি তদেবি কশ্চ ন স্থলিতং মনঃ” এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। হে দেবি! আমার পাঠজনিত স্থলন ক্ষমা কর। কাহার মন না স্থলিত হয়? অর্থাৎ মন্ত্রমাত্রারই ভ্রম প্রমাদ অবশ্যস্তাবী।

মাত্রা—“কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ”। বর্ণের উচ্চারণ কালের নাম “মাত্রা”। ইহা তিন প্রকার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। একমাত্রার নাম হ্রস্ব, দ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ, ত্রিমাত্রার নাম প্লুত।

শ্লোক ২, ( পৃ: ২৩ )

অন্বয়ার্থ।—[ হে ] জগদম্বিকে ( হে জগন্মাতা: )! অত্র পাঠে ( এই চণ্ডীপাঠে ) ময়া ( আমি কর্তৃক ) যৎ ( যাহা ) বিসর্গ-বিন্দু-অক্ষরহীনম্ ( বিসর্গ, অন্বস্বর ও অক্ষরহীন



ভাবে) ঈরিতম্ (উচ্চারিত হইয়াছে), [তব] প্রসাদতঃ (তোমার কৃপায়) তৎ (তাহা) সম্পূর্ণতমম্ অস্ত (সর্বতোভাবে পূর্ণ হউক), সদা এব (সর্বদাই) সঙ্কল্প-সিদ্ধিঃ চ জায়তাম্ (আমার সঙ্কল্প সিদ্ধি হউক)।

অনুবাদ।—হে জগন্মাতঃ! এই পাঠে আমি কর্তৃক যাহা বিসর্গ, অনুস্বার ও অক্ষরহীনভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, তোমার কৃপায় তাহা সর্বতোভাবে পূর্ণ হউক এবং সর্বদাই আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধি হউক।

শ্লোক ৩, (পৃঃ ২৩)

অন্বয়ার্থ।—[হে] অম্ব (মাতঃ)! সাম্প্রতঃ (সম্প্রতি) তে (তোমার) অশ্বিন্ স্তবে (এই স্তব পাঠে) প্রবচন-বচনাদ্ (বেদাধ্যয়নের বিধান হেতু) অনুপূর্বং (পূর্বাধি) ষৎ (যাহা) মাত্রা-বিন্দু-বিন্দু দ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং (মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি ও সমাস এবং বর্ণাদিহীনভাবে) [ঈরিতম্] (উচ্চারিত হইয়াছে), ভক্ত্যা অভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক বা অভক্তিপূর্বক) ব্যক্তম্ অব্যক্তম্ (স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে) [ঈরিতম্] (উচ্চারিত হইয়াছে), [ষৎ] (যাহা) মোহাদ্ অজ্ঞানতঃ বা (মোহ নিমিত্ত বা অজ্ঞানতা হেতু) পঠিতম্ অপঠিতং (পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে), তৎ সর্বং (সেই সকল) ত্বৎ-প্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) সাক্ষম্ আন্তাম্ (পূর্ণাঙ্গ হউক); [হে] ভগবতি বরদে! (হে ভগবতি! হে বরদায়িনি মাতঃ)! প্রসাদ (প্রসন্ন হও)।

অনুবাদ।—হে মাতঃ! সম্প্রতি তোমার এই স্তব পাঠে বেদাধ্যয়নের বিধান হেতু পূর্বাধি যাহা মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি ও সমাস এবং বর্ণাদিহীন হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে, যাহা ভক্তি পূর্বক বা অভক্তিপূর্বক, স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, যাহা মোহনিমিত্ত বা অজ্ঞানতা হেতু পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তোমার কৃপায় পূর্ণাঙ্গ হউক; হে ভগবতি! হে বরদায়িনি মাতঃ! প্রসন্ন হও।

টিপ্পনী।

“প্রবচন-বচনাৎ” স্থলে “প্রসভকৃতিবশাৎ” পাঠও দৃষ্ট হয়। প্রসভকৃতিঃ হঠকারিতা, তদ্বশাৎ। হঠকারিতা বা ক্রতপাঠ হেতু। “শিক্ষা” গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—অতিক্রত, অতি-



বিলম্বিত, গান করিয়া পাঠ ইত্যাদি দোষরহিত অথচ সুশ্রাব্য মধুর স্বরযুক্ত, শিরঃকম্পাদি বিহীন যে উচ্চারণ তাহা “সাম” বা “সাম্য” নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রে অধম চণ্ডীপাঠকের লক্ষণ এইরূপ,—

গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী স্বয়ংলিখিতপাঠকঃ ।

অনর্থজ্ঞোহ্লককণ্ঠশ্চ ষড়্ভেতে পাঠকাধমাঃ ॥

যে ব্যক্তি গানের স্বরে পাঠ করে, যে অতিদ্রুত পাঠ করে, যে শিরঃকম্পন করিয়া পাঠ করে, যে নিজের লিখিত পুস্তক পাঠ করে, যে অর্থ বুঝেনা এবং যাহার কণ্ঠস্বর দুর্বল এই ছয় প্রকার পাঠক অধম।

শ্লোক ৪, ( পৃঃ ২৩ )

অম্বলার্থ। [ হে ] ভগবতি অম্ব ! ( হে মাতঃ ভগবতি ! ) প্রসাদ ( তুমি প্রসন্ন হও )। [ হে ] ভক্ত-বৎসলে ( ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণা দেবি ! ) প্রসাদ ( তুমি প্রসন্ন হও )। [ হে ] দেবি ! মে প্রসাদং কুরু ( আমাকে কৃপা কর )। [ হে ] দুর্গে দেবি ! তে ( তোমাকে ) নমঃ অম্ব ( প্রণাম হউক )।

অনুবাদ।—হে মাতঃ ভগবতি ! প্রসন্ন হও। হে ভক্তবৎসলে ! প্রসন্ন হও। হে দেবি ! আমাকে কৃপা কর। হে দেবি দুর্গে ! তোমাকে প্রণাম।

শ্লোক ৫, ( পৃঃ ২৩ )

অম্বলার্থ। [ হে ] শঙ্কর-প্রিয়ে ! ( মহাদেব-প্রিয়া চণ্ডিকে ! ) তব ইদং স্তোত্রং ( তোমার এই স্তোত্র অর্থাৎ দেবীমাহাত্ম্য ) যন্ত অর্থে ( যাহার নিমিত্ত ) পঠিতং ( পঠিত হইল ), তস্য দেহস্য ( তাহার শরীরের ) গেহস্য [ চ ] ( এবং গৃহের ) সর্বদা শান্তিঃ ভবতু ( কল্যাণ হউক )।

অনুবাদ।—হে শঙ্করি ! তোমার এই স্তোত্র যাহার নিমিত্ত পঠিত হইল, তাহার শরীরও গৃহের সর্বদা শান্তি হউক।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

—::—



# হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার। বর্তমানে  
১৯শ সংস্করণ চলিতেছে, প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মূল্য সাড়ে ছয় টাকা মাত্র।

ইংরাজীতে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এই বিখ্যাত পুস্তক অনূদিত হইয়াছে।

## এই পুস্তকের বিশেষত্ব

চিকিৎসা-প্রকরণ ব্যতীতও এই পুস্তকে “ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রকরণ”,  
“রোগী-শুশ্রূষা, “খাদ্য-প্রাণ”, “পথ্য-প্রস্তুত-প্রণালী”, “সূক্ষ্ম-শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক  
বৈজ্ঞানিক মতবাদ” এবং “হোমিওপ্যাথিক মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি” প্রভৃতি  
নানাবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিকিৎসা অধ্যায়ে “লক্ষণাদির প্রকার ভেদ জ্বরের প্রকার ও কারণ নির্ণয়”  
এবং ক্লিনিকেল অধ্যায়ে “রক্ত, মূত্র প্রভৃতির আধুনিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে  
আলোচনা”, “বিভিন্ন প্রকার জ্বরের টেম্পারেচার চার্ট”, “তাপমান যন্ত্র সম্পর্কে  
জ্ঞাতব্য বিষয়” এবং “রক্তের চাপ” প্রভৃতি অগ্ণাণ বহু মূল্যবান তথ্য এই  
পুস্তককে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

এই বিখ্যাত পুস্তকের কাছাকাছি নাম দিয়া নকল বাহির হইয়াছে,  
কিনিবার সময় সাবধান।

**এম্, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং**

ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।















श्रीश्रीआनन्दमयी

